মাও সে-তুঙ্‌-এর নির্বাচিত রচনাবলী

চতুর্থ খন্ড

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭

প্রথম সংস্করণঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৫ই আগস্ট, ১৯৮২
তৃতীয় প্রকাশঃ ১লা অক্টোবর ২০০১

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
৩২/এ শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্যঃ ২০০ টাকা মাত্র

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

© নবজাতক প্রকাশন কর্তৃক এই অনূদিত গ্রন্থের সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে প্রকাশকের নিবেদন

১৯৯৩ সালে মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর ১ম খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশের পর আমাদের প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ অসুবিধার কারণে দীর্ঘ আট বছর পর চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতনের ফলে বামপন্থী পাঠক/পাঠিকাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। ফলে মার্কসবাদী সাহিত্য পঠন পাঠনে অনীহা দেখা দেয়। পৃথিবীর রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় নূতন প্রজন্ম নূতন করে অনুভব করছে মার্কসবাদ লেনীনবাদই সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র পথ। সেই পথের অনুসন্ধান করতে হলে মাও সে-তুঙ-এর রচনা অবশ্য পাঠ্য। পাঠক/পাঠিকাদের চাহিদায় তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণের মত তৃতীয় মুদ্রণও পাঠক/পাঠিকাদের নিকট আদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। অভিনন্দন সহ—

নবজাতক প্রকাশন — মজহারুল ইসলাম

১লা অক্টোবর ২০০১

প্রকাশকের নিবেদন

মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হলো। বাংলা ভাষায় মাও রচনাবলীর পর পর চারটি খণ্ডের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনার এই সম্পূর্ণতার সাফল্যে স্বভাবতঃই আমরা গভীর আনন্দবোধ করছি। দীর্ঘ কঠিন প্রয়াসে সার্থকতা নিঃসন্দেহে আনন্দের ব্যাপার। তাছাড়া মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর বাংলায় অনুবাদের এই প্রকাশনার তাৎপর্য অপরিসীম—এটাই আমাদের সন্তোষের প্রধান হেতু।

সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই প্রকাশনা যে সম্ভব হলো তার কৃতিত্ব সবার আগে প্রাপ্য আমাদের অনুরাগী গ্রাহক ও পাঠক বন্ধুদের। রচনাবলীর বাংলা ভাষায় অনুবাদে শ্রীবিজন বিহারী পুরকায়স্থ ও শ্রীদীপঙ্কর চক্রবর্তী বিশেষভাবে আমাদের সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

নানাভাবে নানাদিক থেকে যারা আমাদের এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন তারা সকলেই এই গৌরব ও আনন্দের অংশীদার।

আমাদের একান্ত আশা ও বিশ্বাস, এই চতুর্থ খণ্ডটি অন্যান্য খণ্ডগুলির মতোই যথোচিত আন্তরিক সমাদর লাভ করবে।

নবজাতক প্রকাশন
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

মজহারুল ইসলাম

জন্ম ঃ ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩
মৃত্যু ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান কমরেড মাও সে-তুঙ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে নানা দিক থেকে এই ঘটনা অশেষ তাৎপর্যবহ। মাও সে-তুঙ-এর মতো মহানায়কের মৃত্যুর পর মহাচীনের জীবনে নিঃসন্দেহে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হল। চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করে চীন গণসাধারণতন্ত্র নূতন নেতৃত্বাধীনে কোন্ পথে, কেমন করে, কতখানি সফলতার সঙ্গে অগ্রসর হবে সেটা বিশ্বব্যাপী সবাই সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন সমব্যথী ও প্রতিবাদী সবাই।

কমরেড মাও সে-তুঙ-এর জীবনই বর্তমান চীনের ইতিহাস। কিন্তু পৃথিবীর খুব কম মহানায়কের জীবনই সংগ্রাম, সাধনা ও সাফল্যের বিচারে এমন সফলতায় ও চরিতার্থতায় একান্তভাবে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি তাঁদের জীবন পরিধিতে। সেদিক থেকে মাও অবিস্মরণীয়, একক। অনেকাংশে প্রাক্-সামন্তবাদী চীনের প্রায়ান্ধকার থেকে পৃথিবীর বিপুলতম জনসমষ্টি অধ্যুষিত পশ্চাৎপদ গোটা চীনকে একটি অগ্রসর, আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে তিনি বিংশ শতকের শেষপ্রান্তে সমাজতন্ত্রের মহান গৌরবে সমুদ্ভাসিত করে বিশ্বের পুরোভাগে স্থাপন করে গেছেন।

আর সংগ্রামী কবি, দার্শনিক এবং রণনীতিবিদ মাও-এর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, সাধনা ও সাফল্যের কথাই তাঁর রচনাবলীতে বিধৃত হয়ে রয়েছে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে মাও-এর সেই শিক্ষাবলীর তাৎপর্য নিশ্চয়ই অনুধাবনযোগ্য হয়ে থাকবে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-এর রচনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে কমরেড মাও-এর রচনাবলীও গভীর আগ্রহভাবে পঠিত, আলোচিত ও মূল্যায়িত হবে।

বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক এডগার স্নো-র সঙ্গে সর্বশেষ একান্ত সাক্ষাৎকারে মাও বিশ্বব্যাপী সমাজবিপ্লবের সংগ্রামে চীনের শ্রমজীবি মানুষের কাছে বিনীত একজন শিক্ষক হয়ে থাকাকেই তাঁর প্রার্থিত স্থান বলে নির্দেশ করেছিলেন। সন্দেহ নেই, সমাজতান্ত্রিক চীনের সমগ্র জীবনজুড়ে শিক্ষক মাওই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

আমাদের প্রকাশিত মাও রচনাবলীর বাংলাভাষায় এই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনই তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার একান্ত নিদর্শন হয়ে রইল।

সূচীপত্র

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

বিষয়		পৃষ্ঠা
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি	...	১৭
চিয়াং কাই-শেক খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ বাঁধাচ্ছেন	...	৩৭
অষ্টাদশ গ্রুপ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির নিকট থেকে চিয়াং কাই-শেকের কাছে প্রেরিত দুটি তারবার্তা	...	৪৩
চিয়াং কাই-শেকের মুখপাত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে	...	৫২
কুওমিনতাঙের সঙ্গে শান্তি আলোচনা প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার	...	৫৮
চুংকিং আলোচনা সম্পর্কে	...	৬৩
কুওমিনতাঙের আক্রমণ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য	...	৭৮
খাজনা হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধি মুক্ত অঞ্চলসমূহের প্রতিরক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	...	৮৫
১৯৪৬ সালে মুক্তাঞ্চলে আমাদের কর্মনীতি	...	৮৮
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলুন	...	৯৪
বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কয়েকটি বিষয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে	...	১০০
আত্মরক্ষার যুদ্ধের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে চুরমার করে দিন	...	১০২
আমেরিকান সাংবাদিক অ্যানা লুই স্ট্রং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার	...	১১০
বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দিন	...	১১৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য এবং চীনে গৃহযুদ্ধের ভবিষ্যৎ	...	১২৩
তিন মাসের খতিয়ন	...	১২৬
চীন বিপ্লবের এই নূতন প্রবল জোয়ারকে স্বাগত জানান	...	১৩৪
সাময়িকভাবে ইয়েনান পরিত্যাগ সম্পর্কে এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারিত দুটি দলিল	...	১৪৫
উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের অভিযান সম্পর্কে ধারণা	...	১৪৯
চিয়াং কাই-শেক সরকার সমগ্র জনগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে	...	১৫১
মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের রণনীতি	...	১৫৬
চীনের গণমুক্তিফৌজের ইশতেহার	...	১৬৪
নিয়মানুবর্তিতার তিন মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় পুনর্ঘোষণা করা সম্পর্কে—চীনের গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরের নির্দেশ	...	১৭২
বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য	...	১৭৪
রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে	...	১৯৭
পার্টির বর্তমান কর্মনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে	...	২০০
সৈন্যবাহিনীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন	...	২০৯
বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি আইন কার্যকর করার জন্য গ্রহণীয় বিভিন্ন রণকৌশল	...	২১১
ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত প্রচারকার্যে "বামপন্থী" ভুলগুলি সংশোধন করুন	...	২১৪
সদ্যমুক্ত অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের মূল বিষয়গুলি	...	২১৭
শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মনীতি প্রসঙ্গে	...	২২০

বিষয়		পৃষ্ঠা

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ সম্পর্কিত প্রশ্ন ... ২২৩

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট বিজয় এবং মুক্তিফৌজে নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে ... ২২৮

পরিস্থিতি সম্পর্কিত সার্কুলার ... ২৩৭

শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের কর্মীদের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা ... ২৪৭

শানসি-সুইয়ুআন ডেইলি পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের কাছে প্রদত্ত বক্তৃতা ... ২৬১

মহানগরী পুনরায় দখল করার পর লোয়াং ফ্রন্টের সদর দপ্তরের কাছে প্রেরিত তারবার্তা ... ২৬৭

নূতন মুক্ত অঞ্চলসমূহে গ্রামাঞ্চলীয় কাজকর্মের রণকৌশলগত সমস্যা ... ২৭০

১৯৪৮ সালে ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতি সাধনের করণীয় কর্তব্য .. ২৭২

লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানের সামরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা ... ২৭৯

পার্টি-কমিটি ব্যবস্থাকে জোরদার করা সম্পর্কে ... ২৮৭

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার ... ২৮৯

হুয়াই-হাই অভিযান সম্পর্কিত ধারণা ... ২৯৯

বিশ্বের বিপ্লবীবাহিনীগুলি ঐক্যবদ্ধ হোন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন! ... ৩০৪

চীনের সামরিক পরিস্থিতিতে বিপুল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ... ৩০৮

পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান সম্পর্কিত ধারণা ... ৩১১

আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে তু ইউয়ু-মিং ও অন্যান্যদের কাছে প্রেরিত বার্তা ... ৩১৭

বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে চলুন ... ৩২১

বিষয়		পৃষ্ঠা
যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির জন্য ফরিয়াদ	...	৩৩২
বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের বিবৃতি	...	৩৩৮
নানকিংয়ে কার্যকরী ইউয়ানের প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্রের মন্তব্য	...	৩৪৩
চীনে জাপানী আক্রমণকারী বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি যাসুজি ওকামুরাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি আদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এবং কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের বিবৃতি	...	৩৪৬
শান্তির শর্তের মধ্যে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের এবং কুওমিনতাঙ যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের বিবৃতি	...	৩৫৫
সৈন্যবাহিনীকে একটি শ্রমবাহিনীতে পরিণত করুন	...	৩৬০
কেন কদর্যভাবে ছিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখনো "সামগ্রিক শান্তির" জন্য অলস সোরগোল চালিয়েই যাচ্ছে?	...	৩৬৪
কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা "শান্তির জন্য আবেদন" থেকে যুদ্ধের জন্য আবেদনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে	...	৩৭০
যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে কুওমিনতাঙের বিভিন্ন উত্তর প্রসঙ্গে	...	৩৭৩
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট	...	৩৮৩
পার্টি কমিটির কাজের পদ্ধতি	...	৪০০
নানকিং সরকার কোন পথে চলেছে?	...	৪০৭
দেশব্যাপী এগিয়ে চলার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ	...	৪১১
চীনের গণমুক্তিফৌজের ঘোষণা	...	৪২৫

বিষয় পৃষ্ঠা

ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলির তাণ্ডব সম্পর্কে
চীনের গণমুক্তিফৌজের সদরদপ্তরের মুখপাত্রের বিবৃতি ... ৪২৯

নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের
প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ... ৪৩৩

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট
পার্টির ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে লিখিত ... ৪৩৮

মোহ ঝেড়ে ফেলুন, সংগ্রামের জন্য
প্রস্তুত হোন! ... ৪৫৫

বিদায়, লিটন স্টুয়ার্ট! ... ৪৬৫

শ্বেতপত্র নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় কেন? ... ৪৭৫

'মিত্রতা', না আগ্রাসন? ... ৪৮১

ইতিহাসের ভাববাদী ধারণার দেউলিয়াপনা ... ৪৮৬

তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৫

দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতিতে এখন বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আত্মসমর্পণ এখন অবধারিত। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান জাপানের আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে নির্ধারক ঘটনা। দশ লক্ষ লাল-ফৌজের সৈন্যদল উত্তর-পূর্ব চীনে প্রবেশ করেছে; অপ্রতিরোধ্য তাদের শক্তি। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছে না।[১] চীনের জনগণের দীর্ঘ তিক্ত প্রতিরোধের যুদ্ধ বিজয়ী হয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের ঐতিহাসিক যুগ এখন পরিসমাপ্ত হলো।

এই পরিস্থিতিতে চীনের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক কী এবং কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার বর্তমান সম্পর্কই বা কী? ভবিষ্যতে তা কী রকম দাঁড়াবে? আমাদের পার্টির কর্মনীতি কি? সমগ্র দেশের জনগণ ও আমাদের পার্টির সকল সদস্যের কাছেই এই প্রশ্নগুলি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

ইয়েনানে কর্মীদের সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই বক্তৃতা করেছিলেন। শ্রেণী বিশ্লেষণের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের পরবর্তী মৌল রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি সুগভীর অধ্যয়ন এতে রয়েছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রণকৌশল এতে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনী বক্তৃতায় কমরেড মাও সে-তুঙ যেমন বলেছিলেন, জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার পর চীনের সামনে থাকবে দুটি ভবিতব্য, দুটি ভবিষ্যৎ—হয়, তা নূতন এক চীন হয়ে উঠবে আর নয়তো, তা পুরানো চীন হয়েই থাকবে। চীনের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী চিয়াং কাই-শেক চাইছেন জনগণের হাত থেকে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয় লাভের সুফলগুলি ছিনিয়ে নিতে এবং চীনকে তাদের একনায়কত্বাধীন আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক একটি দেশ হিসাবে জিইয়ে রেখে দিতে। শ্রমিক শ্রেণী ও ব্যাপক জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে সর্বশক্তি দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গৃহযুদ্ধ পরিহার করার চেষ্টা করছিল; আর অন্যদিকে, দেশব্যাপী প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করার

কুওমিনতাঙের খবর কী? তার অতীতের দিকে তাকান, তাহলেই তার বর্তমানের কথা বলে দিতে পারবেন ; তার অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকান, তাহলে তার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারবেন। অতীতে এই পার্টি পুরো দশটি বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। প্রতিরোধের যুদ্ধকালে এই পার্টি তিন তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান[২] ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪৩ সালে চালিয়ে এসেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই চেষ্টা করেছে এই আক্রমণকে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধে পরিণত করে দিতে। একমাত্র আমাদের পার্টির সঠিক নীতি গ্রহণের জন্য এবং সমগ্র দেশের জনগণের বিরোধিতার জন্যই এই অপচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হয়। সকলেই জানেন, চীনের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিনিধি চিয়াং কাই-শেক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতির লোক। তার কর্মনীতি ছিলো হাত গুটিয়ে বসে বসে দেখা, বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করা, নিজের শক্তিকে অক্ষত রাখা এবং গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। সত্যি কথা বলতে কী, যে জয়ের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় এখন সমাগত এবং এই "জেনেরেলিসিমো"-র "পর্বত শিখর থেকে অবতরণ"[৩] প্রত্যাসন্ন। গত আট বছরে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে আমরা স্থান বদল করে নিয়েছি—আগে আমরা পাহাড়-পর্বতে ছিলাম আর তিনি ছিলেন সাগর পারে[৪]; প্রতিরোধের যুদ্ধের সময় আমরা ছিলাম শত্রুর লাইনের পেছনে আর উনি চড়লেন পাহাড়ে। এখন তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসছেন, নেমে আসছেন বিজয়ের ফল করতলগত করার জন্য।

জন্য চিয়াং কাই-শেকের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাকে পূর্ণ প্রস্তুতি চালাতে হচ্ছিল এবং একটি সঠিক নীতি গ্রহণ করতে হচ্ছিল অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করার, তাদের ভীতিপ্রদর্শনে বিচলিত না হওয়ার, জনগণের সংগ্রামের সুফলগুলিকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার এবং নয়া চীন গড়ে তোলার—শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের নয়া-গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলার সঠিক নীতি গ্রহণ করতে হচ্ছিল। চীনের এই দুই ভবিতব্যের, দুটি ভবিষ্যতের মধ্যেকার চূড়ান্ত সংগ্রামই ছিল প্রতিরোধের যুদ্ধের সমাপ্তি থেকে চীন গণসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগের, চীনের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের তথা তৃতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের ঐতিহাসিক যুগের প্রকৃত বিষয়-বস্তু। প্রতিরোধের যুদ্ধের পর, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা পুষ্ট হয়ে চিয়াং কাই-শেক শান্তি চুক্তিগুলিকে বারে বারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছিলেন এবং জনগণের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রচেষ্টা হিসেবে ইতিহাসে তুলনাহীন বিপুল এক প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বের জন্য মাত্র চার বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই চীনের জনগণ দেশব্যাপী মহান বিজয় অর্জন করেন—চিয়াং কাই-শেকের উচ্ছেদসাধন করেন এবং নূতন চীন প্রতিষ্ঠা করেন।

গত আট বছর আমাদের মুক্ত এলাকার জনগণ ও সৈন্যবাহিনী বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে শুধুমাত্র নিজের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে বিশাল অঞ্চলকে মুক্ত করেছে এবং আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিপুল অংশকে এবং কার্যতঃ সমগ্র তাঁবেদার বাহিনীকেই প্রতিরোধ করেছে ও সংগ্রামে লিপ্ত রেখেছে। একমাত্র আমাদের দৃঢ়পণ প্রতিরোধ ও সাহসিক সংগ্রামের ফলেই বিরাট পশ্চাদঞ্চলের[৫] ২০ কোটি জনসাধারণ জাপানী আক্রমণকারীদের পদানত হওয়ার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং এই ২০ কোটি মানুষের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি জাপানী অধিকারের কবল থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। চিয়াং কাই-শেক ওমেই পাহাড়ে আত্মগোপন করে ছিলেন, সামনে তার ছিল সতর্ক প্রহরা—মুক্ত অঞ্চল, মুক্ত অঞ্চলের জনগণ ও সৈন্যবাহিনীই ছিলেন সেই প্রহরায় নিযুক্ত। বিরাট পশ্চাদঞ্চলে ২০ কোটি মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে আমরা এই "জেনারেলিসিমো"-কেও রক্ষা করেছি এবং হাত গুটিয়ে বসে থেকে বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করার সময় ও সুযোগ দুটোই তাকে আমরা করে দিয়েছি। সময় করে দিয়েছি আট বছর এক মাস আর জায়গা করে দিয়েছি ২০ কোটি মানুষের অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। এই ব্যবস্থাই তার জন্য আমরা করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের জন্য এক ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই তিনি করে উঠতে পারেননি। তাহলে "জেনারেলিসিমো" কি এর জন্য আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ? না, নন ! কৃতজ্ঞতা কাকে বলে তা এই ভদ্রলোকের জানা নেই। চিয়াং কাই-শেক কী করে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিলেন? উত্তরমুখী অভিযানের[৬] মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার প্রথম যুগের মধ্য দিয়ে,[৭] তার আসল পরিচয় তখনও যারা পাননি সেই জনগণের প্রদত্ত সাহায্যের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতায় একবার অধিষ্ঠিত হয়ে চিয়াং কাই-শেক জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক তাদের আঘাত হানলেন আর দশ বছরের গৃহযুদ্ধের রক্তস্নানে তাদের ডুবিয়ে দিলেন। ইতিহাসের এই অধ্যায় সম্পর্কে আপনারা সকল কমরেডরাই পরিচিত। বর্তমান প্রতিরোধের যুদ্ধের সময় চীনের জনগণ আবার তাকে রক্ষা করেছেন। বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হচ্ছে, জাপান আত্মসমর্পণের মুখে কিন্তু তিনি তার জন্য জনগণের কাছে আদৌ কৃতজ্ঞ নন। বরং উল্টো, ১৯২৭ সালের নথিপত্র ঘেঁটে তিনি সেই পুরানো পথেই চলতে চাইছেন।[৮] তিনি বলছেন চীনে কোনো সময়ই "গৃহযুদ্ধ" হয়নি শুধু "দস্যুদের দমন" করা হয়েছে। তিনি যে নামই দিন না কেন আসল ঘটনা হচ্ছে তিনি জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চান, চান জনগণকে জবাই করতে।

সারা দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠার আগে জনগণের মধ্যে এবং আমাদের পার্টি-সদস্যদের মধ্যেও অনেকেই এই প্রশ্নটিকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পারবেন

না। ব্যাপক আকারে যেহেতু গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠেনি, তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েনি বা প্রকাশ্যে শুরু হয়ে যায়নি, যেহেতু বহু যুদ্ধবিগ্রহ এখনই বেধে ওঠেনি তাই অনেকে ভাবছেন, "শেষ পর্যন্ত একটা গৃহযুদ্ধ না-ও বাধতে পারে !" অনেকে আবার গৃহযুদ্ধকে ভয়ও করছেন। ভয়টা তো অমূলক নয়। দশ বছর ধরে যুদ্ধ চলছে আর তারপরই গেলো আট বছরের প্রতিরোধের যুদ্ধ ; যদি যুদ্ধ এভাবে চলতেই থাকে তবে তা শেষ হবে কবে? এই ধরনের ভয় দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। চিয়াং কাই-শেকের গৃহযুদ্ধ সংক্রান্ত চক্রান্তের ব্যাপারে আমাদের পার্টির নীতি পরিষ্কার এবং অবিচল অর্থাৎ তা হচ্ছে দৃঢ়ভাবে গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করা, গৃহযদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং গৃহযুদ্ধ প্রতিহত করা। আগামী দিনেও আমরা চূড়ান্ত প্রয়াস ও একান্ত ধৈর্য্য সহকারে জনগণকে গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধে নেতৃত্বদানে অবিচল থাকবো। তা সত্ত্বেও গৃহযুদ্ধের বিপদ চূড়ান্ত রকমেই গুরুতর, কেন না চিয়াং কাই-শেকের কর্মনীতি এর মাঝেই স্থির হয়ে গেছে, এ সম্পর্কে ধীরস্থিরভাবে অবহিত থাকা দরকার। গৃহযুদ্ধই চিয়াং কাই-শেকের কর্মনীতি। গৃহযুদ্ধের বিরোধীদের মধ্যে শুধু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণই রয়েছেন—খুবই দুঃখের কথা, তার মধ্যে চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে এক পক্ষ যুদ্ধ করতে চান না কিন্তু অন্যপক্ষ চান। দুই পক্ষই যদি না চান তাহলে কোনো যুদ্ধই হবে না। কিন্তু শুধু একটি পক্ষই তার বিরোধী এবং এই পক্ষ এখনো এতো শক্তিশালী নন যে অন্য পক্ষকে তারা থামিয়ে দিতে পারে ; গৃহযুদ্ধের বিপদ খুবই গুরুতর।

আমাদের পার্টি যথা সময়েই দেখিয়ে দিয়েছিল যে চিয়াং কাই-শেক তার প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্বের ও গৃহযুদ্ধের নীতিকে আঁকড়ে থাকবেন। সপ্তম পার্টি-কংগ্রেসের[৯] আগে, চলার সময়ে এবং পরে গৃহযুদ্ধের বিপদের প্রতি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমরা যথেষ্ট কাজ করেছি। তার ফলে সমগ্র জনগণ, আমাদের পার্টি-সদস্যগণ ও সৈন্যবাহিনীর তো অনেক আগেভাগেই এ ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ ধরনের একটা প্রস্তুতি রয়েছে কিনা তাতে অনেকখানি যায়-আসে। ১৯২৭ সালে আমাদের পার্টি ছিল শৈশবাবস্থায় এবং চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী আকস্মিক আক্রমণের ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। ফলে জনগণ বিজয়ের যে সুফল অর্জন করেছিলেন তা দেখতে দেখতে নষ্ট হয়ে গেলো, জনগণকে তার জন্য দীর্ঘকাল ভুগতে হয়েছে এবং আলোকোদ্ভাসিত চীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। বর্তমানে অবস্থা ভিন্ন ; আমাদের পার্টি তিনটি বিপ্লবের[১০] সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং অনেক উচ্চ স্তরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা অর্জন করেছে। পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটি বহুবার পরিষ্কারভাবে গৃহযুদ্ধের বিপদের কথা বুঝিয়ে বলেছে এবং তাই সমগ্র জনগণ, পার্টির সকল সদস্য এবং আমাদের পার্টির পরিচালিত সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতির একটি অবস্থায় রয়েছেন।

চিয়াং কাই-শেক সব সময় চেষ্টা করছেন জনগণের সমস্ত শক্তি ও সমস্ত লাভকে নিঃশেষে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। আর আমরা? আমাদের নীতি হচ্ছে ইটের বদলে পাটকেল ছুড়ে দেওয়া এবং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করে যাওয়া। আমরা তার কায়দাতেই চলছি। তিনি সব সময় চেষ্টা করছেন জনগণের কাঁধে যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে, দু'হাতে তিনি তলোয়ার ঘুরিয়েই চলেছেন। তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরাও তলোয়ার হাতে নিয়েছি। অনেক অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের পর আমরা এই পদ্ধতিটিকে খুঁজে পেয়েছি। এই অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখনই আমরা অন্য কাউকে কিছু একটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবো তখনই আমাদের খোঁজখবর করে দেখা দরকার। তার হাতে ওটা কী? তলোয়ার। তলোয়ার দিয়ে কী হয়? হত্যা করার জন্য তা কাজে লাগে। তার তলোয়ার দিয়ে তিনি কাকে হত্যা করতে চাইছেন? জনগণকে। এই সব খোঁজখবর নিয়ে, আরো অনুসন্ধান করে বুঝলাম, চীনের জনগণের হাত আছে, তারাও তলোয়ার ধরতে জানেন এবং আর কিছু না পেলে একটা তলোয়ার তারা বানিয়েও নেবেন। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের পর চীনের জনগণ এই সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন। সশস্ত্র সামন্তপ্রভু, জমিদার, স্থানীয় গুণ্ডারা এবং অসৎ ভূস্বামী ও সাম্রাজ্যবাদী সবার হাতেই অস্ত্র রয়েছে আর হত্যার অভিযানই তারা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তারাও একই কায়দায় চলছেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই এ ধরনের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নকে অবহেলা করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ছেন তু-শিউ[১১] একথা বুঝতে পারেননি যে অস্ত্র দিয়ে জনগণকে হত্যা করা যায়। কেউ কেউ বলেন এটা তো একেবারে সহজ সাদামাটা কথা; কী করে কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা তা না জেনে পারেন? কিন্তু একথা বলা যায় না। ছেন তু-শিউ কোনো অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করেননি আর তাই এটা বুঝতেও পারেননি; তাই আমরা তাকে সুবিধাবাদী বলেছি। যিনি অনুসন্ধান করবেন, অধ্যয়ন করবেন না তার কথা বলারই কোনো অধিকার নেই এবং তার জন্যই আমরা ছেন তু-শিউ-র ঐ অধিকার কেড়ে নিয়েছি। ছেন তু-শিউ-র চেয়ে ভিন্ন পথ আমরা গ্রহণ করেছি এবং অত্যাচার আর হত্যার কবলে পড়ে যে জনগণ নির্যাতিত হচ্ছিলেন তাদের আমরা অস্ত্রধারণ করিয়েছি। আবার যদি কেউ আমাদের হত্যা করতে চান, আমরা তার কায়দাতেই কাজ করবো। বেশী আগের কথা নয়, কুওমিনতাঙ ছয় ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়েছিল আমাদের কুয়াংচুং উপ-বিভাগ আক্রমণ করার জন্য এবং তাদের তিনটি ডিভিশন

এগিয়ে এসে প্রস্থে ২০ এবং দৈর্ঘ্যে ১০০ লী পরিমিত অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। আমরা তাদের কায়দাতেই কাজ করলাম এবং প্রস্থে ২০ লী এবং দৈর্ঘ্যে ১০০ লী পরিমিত এই অঞ্চলের সমস্ত কুওমিনতাঙ সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে, পুরোপুরি এবং একেবারে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।[১২] আমাদের নীতি হচ্ছে ইটের বদলে পাটকেল ছুড়ে দেওয়া এবং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করা। কুওমিনতাঙকে সহজে আমাদের জমি দখল করতে বা আমাদের জনগণকে হত্যা করতে আমরা দেবো না। অবশ্য প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করা মানে "ঘাঁটি অঞ্চলের এক ইঞ্চি জমিও না ছাড়ার"[১৩] পুরানো "বামপন্থী" নীতি অনুসরণ করা নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রস্থে ২০ লী ও দৈর্ঘ্যে ১০০ লী অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেড়ে দিয়েছিলাম জুলাই-এর শেষের দিকে ; কিন্তু তা আগস্টের শুরুতেই আবার দখল করে নিয়েছি। ১৯৪১ সালে দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনার[১৪] পর কুওমিনতাঙের সংযোগ রক্ষাকারী স্টাফ অফিসার একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—আমরা কী করতে চাইছি। আমি তাকে জবাবে বলেছিলাম, "আপনি সব সময় এখানে ইয়েনানে রয়েছেন, তবু আপনি জানেন না? হো যদি আমাদের দিকে আসেন তা হলে আমরাও তার দিকে এগিয়ে যাবো ; হো যদি থামেন তবে আমরাও থামবো।"[১৫] ঐ সময়ে চিয়াং কাই-শেকের নাম করিনি ; শুধু হো ইং চিন-এর নাম করেছি। আজ আমরা বলছি "চিয়াং যদি আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন, আমরাও তার দিকে এগিয়ে যাবো। চিয়াং যদি থামেন তবে আমরাও থামবো।" আমরা তার কায়দা মতোই চলবো। চিয়াং কাই-শেক এখন তার তলোয়ারে শান দিচ্ছেন, আমরাও তাই আমাদের হাতিয়ারে শান দিচ্ছি।

জনগণ যে অধিকার অর্জন করেছেন তা হাল্‌কাভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং লড়াই করেই তাকে রক্ষা করা হবে। আমরা গৃহযুদ্ধ চাই না। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক যদি চীনের জনগণের ওপর গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিতে জেদ ধরেন, তবে আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য, মুক্ত অঞ্চলের জনগণের জীবন ও সম্পত্তি, অধিকার ও কল্যাণকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এটা হবে আমাদের ওপর তার চাপিয়ে দেওয়া একটা গৃহযুদ্ধ। যদি আমরা জয়লাভ না করি তবে আমরা নিজেদের ছাড়া স্বর্গ বা মর্ত্যের অন্য কাউকেই দায়ী করতে যাবো না। কিন্তু কেউই যেন এটা ভেবে না বসেন যে সহজেই জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে বা চালাকি দিয়ে তা ছিনিয়ে নেওয়া যাবে ; এটা অসম্ভব। গত বছর একজন আমেরিকান সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, "আপনাদের কে একাজ করার অধিকার দিয়েছে ?" আমি বললাম, "জনগণ দিয়েছেন।" জনগণ ছাড়া আর কে দেবে? শাসক কুওমিনতাঙ তো আমাদের

কোনো ক্ষমতাই দেয়নি। তারা আমাদের স্বীকার করে না। জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদে যে আমরা অংশগ্রহণ করি তা করি তার প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী নিছক একটি "সাংস্কৃতিক সংগঠন"[১৬] হিসেবে। কিন্তু আমরা বলছি, আমরা একটি "সাংস্কৃতিক সংগঠন" নই, আমাদের একটি সৈন্যবাহিনী আছে এবং আমরা একটি "সামরিক সংগঠন"-ও বটে। এই বছরের পয়লা মার্চ চিয়াং কাই-শেক বলেছেন,—কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনানুগ মর্যাদা পেতে হলে তার আগে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে তার হাতে তুলে দিতে হবে। চিয়াং কাই-শেকের বিবৃতি এখনও বহাল আছে। আমরা সৈন্যবাহিনীকে তার হাতে তুলে দিইনি, তাই আমাদের কোনো আইনানুগ মর্যাদাও নেই এবং আমরা "মানুষের আর ভগবানের বিধানকেই অমান্য করে চলেছি" আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের কাছে নিজেদের দায়িত্বশীল রাখা। আমাদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কর্মনীতিকে জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যদি ভুল হয় তবে সেগুলিকে সংশোধন করে নিতে হবে—এই হচ্ছে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকার অর্থ। কমরেডগণ ! জনগণ মুক্তি চান এবং আমরা কমিউনিস্টরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবো ও তাদের হয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করতে পারবো মনে করেই তারা আমাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের ভালোভাবেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে ; ছেন তু-সিউ-র মতো কাজ করলে চলবে না। জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের মুখোমুখী হয়ে ছেন তু-সিউ আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত হানার নীতি গ্রহণ করতে এবং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ; ফলে ১৯২৭ সালের কয়েক মাসের মধ্যেই জনগণের অর্জিত সমস্ত অধিকারই তিনি খুইয়ে বসেছিলেন। এবার আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। ছেন তু-সিউ-র চেয়ে আমাদের নীতি একেবারেই ভিন্ন রকমের ; কোনো ছলাকলা দিয়েই আমাদের বোকা বানানো যাবে না। আমাদের চিন্তাকে পরিষ্কার রাখা চাই আর আমাদের একটি সঠিক নীতি থাকা চাই ; ভুল করা আমাদের চলবে না।

প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের সুফল কাদের ক্ষেত্রে বর্তানো উচিত হবে ? এটা তো খুবই পরিষ্কার ব্যাপার। একটা পীচ গাছকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। গাছে যখন ফল ধরে তখন তা বিজয়েরই ফল। পীচ ফলগুলিতে কার অধিকার থাকা উচিত ? তা ঠিক করতে হলে আপনাকে জানতে হবে গাছটা কে পুঁতেছে। কে জল দিয়ে তাকে বড় করে তুলেছে। চিয়াং কাই-শেক পাহাড়ে বসে ছিলেন, এক বালতি জলও তিনি তার জন্য বয়ে আনেননি অথচ আজ দূর থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে তিনি পীচ ফলগুলি বাগিয়ে নিতে চাইছেন। তিনি বলছেন, "আমি হচ্ছি চিয়াং কাই-শেক, এই ফলগুলি আমার ; আমি হচ্ছি জমিদার, তোমরা হচ্ছো

আমার আজ্ঞাধীন প্রজা, আমি তোমাদের ফলগুলি পেড়ে নিয়ে যেতে দেবো না।" তার বক্তব্য খণ্ডন করে আমরা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছি।[১৭] আমরা বলেছি, "আপনারা কোনো জলই বয়ে আনেননি, তাই ফলগুলি পেড়ে নেবার আপনাদের কোনো অধিকারই নেই। মুক্ত অঞ্চলের লোকজন আমরাই দিনের পর দিন জলসেচ করে গাছটিকে লালন-পালন করেছি, ফল কুড়োবার আমাদেরই সবচেয়ে বেশী অধিকার।" কমরেডগণ ! নিজেদের রক্ত ও জীবনদানের মূল্যে জনগণ প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছেন, এই জয় জনগণেরই জয় এবং প্রতিরোধের যুদ্ধের সুফল জনগণই পাবেন। চিয়াং কাই-শেক জাপানকে প্রতিরোধের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, শুধু কমিউনিস্ট বিরোধিতাতেই তিনি তৎপর ছিলেন। জনগণের প্রতিরোধের যুদ্ধে তিনি ছিলেন একটি পথের বাধা স্বরূপ। আর এখন এই পথের বাধাই এগিয়ে এসে বিজয়ের ফলগুলি একচেটিয়া আয়ত্তে নিয়ে যেতে চাইছেন, বিজয়ের পরবর্তী চীনকে সেই পুরানো যুদ্ধ-পরবর্তী চীনে পরিণত করে দিতে চাইছেন এবং বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও বরদাস্ত করছেন না। এর ফলে সংগ্রাম বেধে উঠেছে। কমরেডগণ, এটা একটা গুরুতর সংগ্রাম।

প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের ফল জনগণের হাতে যাবে এটা হচ্ছে একটা কথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে সেটা পাবে এবং জনগণই সেটা পাবেন কি না—তা হচ্ছে অন্য কথা। একেবারে চরম নিশ্চিত হয়ে এটা ধরে নেবেন না যে বিজয়ের ফল জনগণের হাতেই আসবে। চিয়াং কাই-শেক অনেকগুলি বড়ো বড়ো পীচফল যেমন সাংহাই, নানকিং, হ্যাংচাও ও অন্যান্য বড়ো বড়ো মহানগরগুলি বাগিয়ে নেবেন। তিনি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জোট পাকিয়েছেন এবং ঐসব জায়গায় ওদেরই প্রাধান্য রয়েছে যদিও বিপ্লবী জনগণ মোটামুটি গ্রামীণ অঞ্চলগুলিই শুধু দখল করে নিতে পারেন। আর অনেকগুলি পীচের ফল বাগিয়ে নেওয়ার জন্য দুই পক্ষই চেষ্টা করবেন—এগুলি হচ্ছে তাইয়ুআন-এর উত্তরাঞ্চলের তাতুঙ-পুচাও রেলপথ, পিপিং-সুইয়ুআন রেলপথের মধ্যবর্তী অংশ, পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথ, চেংচাও-এর উত্তরাঞ্চলের পিপিংহ্যোংকাও রেলপথের অংশটি, চেংতিং-তাইয়ুআন রেলপথ পাইকুয়েই-চিনচেং রেলপথ,[১৮] তেচাও-শিচিয়াচুয়াং রেলপথ, তিয়েনসিন-পুকোও রেলপথ, সিংতাও-সিনান রেলপথ এবং চেংচাও-এর পূর্ববর্তী লুংহাই রেলপথ বরাবর অবস্থিত ছোট ও মাঝারি শহরগুলি। এই মাঝারি ও ক্ষুদ্র শহরগুলি নিয়ে লড়াই হবে; এই মাঝারি ও ক্ষুদ্র পীচ ফলগুলি মুক্ত অঞ্চলের জনগণই নিজেদের রক্ত আর ঘামের বিনিময়ে ফলিয়েছেন। এই অঞ্চলগুলি জনগণের হাতে পড়বে কিনা তা এখনই বলা শক্ত। মাত্র এইটুকুই বলা যায়ঃ কঠোর সংগ্রাম করুন। এমন জায়গা আছে তো যা নিশ্চিতভাবে জনগণের হতে পড়বে? হ্যাঁ, আছে। তা

হচ্ছে বিশাল গ্রামীণ অঞ্চল এবং হোপেই, চাহার ও জেহল[১৯] প্রদেশের বহু শহর, শানলি, শানতুং এবং উত্তর কিয়াংসু প্রদেশের অধিকাংশ, কোনো এক অঞ্চলের শ'খানেক শহরের সঙ্গে যুক্ত গ্রামগুলি, অন্য অঞ্চলে সত্তর থেকে আশিটি শহরের সঙ্গে যুক্ত গ্রামগুলি, তৃতীয় অঞ্চলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি শহরের সঙ্গে যুক্ত গ্রামগুলি—সব মিলিয়ে তিন, চার, পাঁচ বা ছয়টি ছোট-বড়ো এ রকম নানা অঞ্চল। এইগুলি কী ধরনের শহর? মাঝারি ও ছোট শহর। এইগুলি অধিকারের ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত, বিজয়ের এই ফলগুলি কুড়িয়ে নেওয়ার মতো শক্তি আমাদের রয়েছে। চীনা বিপ্লবের ইতিহাসে এই প্রথম বারের মতো এমন একগুচ্ছ ফল আমরা পাচ্ছি। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, ১৯৩১ সালের শেষার্ধে শত্রুর তৃতীয় "অবরোধ ও দমন-পীড়নের অভিযান"-কে[২০] চুরমার করে দেওয়ার পর আমাদের সব মিলিয়ে অধিকারে ছিল কিয়াংসি প্রদেশের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি অঞ্চলের একুশটি[২১] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগীয় শহর; কিন্তু মাঝারি আকারের শহর তার মধ্যে একটিও ছিল না। এই একুশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরের-লোকসংখ্যাকে একত্রে ধরে খুব বড়জোর দাঁড়িয়েছিল ২৫ লক্ষের মতো। এই ঘাঁটি অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে চীনের জনগণ দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পেরেছেন, অনেক বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করতে পেরেছেন এবং বহু বিরাট বিরাট "অবরোধ ও দমনমূলক" অভিযানকে গুড়িয়ে দিতে পেরেছেন। পরে আমরা পরাজিত হয়ে গেলাম—যার জন্য চিয়াং কাই-শেককে দোষী করে লাভ নেই, তার জন্য দোষী আমরাই কারণ আমরা নিজেরাই যথেষ্ট ভালোভাবে লড়াই করতে পারিনি। এইবার যদি এই বহুসংখ্যক ছোটো বড়ো শহরকে আমরা একটানা একটা অঞ্চল হিসাবে মিলিয়ে দেখি এবং যদি এরকম তিন, চার, পাঁচ বা ছয়টি অঞ্চল থাকে তা হলে চীনের জনগণের তিন, চার, পাঁচ বা ছয়টি বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলই থাকবে এবং তার প্রত্যেকটিই কিয়াংসি প্রদেশের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি অঞ্চলের চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো হবে; আর তা হলে চীন বিপ্লবের পরিস্থিতি নিশ্চয়ই খুব আশাপ্রদ বলেই বিবেচিত হবে।

সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের স্তর সমাপ্ত হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি নূতন পরিস্থিতি ও নূতন কর্তব্য সমুপস্থিত হয়েছে। চিয়াং কাই-শেক "দেশ গড়ে তোলার" কথা বলেছেন। এখন থেকে সংগ্রামের বিষয় হবে—কোন্ ধরনের দেশ গড়বেন? শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের নয়া-গণতান্ত্রিক একটি দেশ গড়বেন? না, বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে একটি আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সমান্ততান্ত্রিক দেশ গড়বেন? এ হচ্ছে একটি অত্যন্ত জটিল সংগ্রাম। বর্তমানে এই সংগ্রামের রূপটা দাঁড়িয়েছে, যে চিয়াং কাই-শেক প্রতিরোধ-

যুদ্ধের বিজয়ের ফলগুলি করতলগত করার অপচেষ্টা করছেন এবং আমরা যারা এই অপচেষ্টার বিরোধিতা করছি—এই দুয়ের মধ্যেকার একটি সংগ্রাম হিসাবে। এই যুগে যদি কোনো সুবিধাবাদ দেখা দেয় তবে তা দেখা দেবে কঠিন সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হিসাবে এবং যে সুফলগুলি জনগণের হতে যাওয়া উচিত সেগুলি স্বেচ্ছায় চিয়াং কাই-শেকের হাতে তুলে দেওয়ার নামান্তর হিসাবে।

খোলাখুলি সামগ্রিক একটি গৃহযুদ্ধই কি বেধে যাবে? তা নির্ভর করছে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রধান উপাদানগুলি হচ্ছে মূলতঃ আমাদের শক্তি ও আমাদের রাজনৈতিক চেতনার মান। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সাধারণ গতিধারার এবং জনগণের অনুভূতির বিচারে এটা কি সম্ভব যে আমাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গৃহযুদ্ধকে আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ রাখা বা দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়াকে বিলম্বিত করা যাবে? এইরকম সম্ভাবনা আছে।

যদি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে চেষ্টা করেন তবে চিয়াং কাই-শেক বহু বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবেন। প্রথমতঃ, মুক্ত অঞ্চলে দশ কোটি মানুষ রয়েছেন, দশ লক্ষ সৈন্য এবং কুড়ি লক্ষাধিক গণরক্ষীবাহিনী রয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, কুওমিনতাঙ অঞ্চলের রাজনৈতিকভাবে সচেতন জনগণ গৃহযুদ্ধের বিরোধী এবং তারা এক ধরনের প্রতিবন্ধক হিসাবে চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। তৃতীয়তঃ, কুওমিনতাঙ-এর মধ্যেই এমন একটি অংশ রয়েছেন যারা গৃহযুদ্ধের পক্ষপাতী নন। আজকের অবস্থা ১৯২৭ সালের অবস্থা থেকে অনেকখানি আলাদা। বিশেষ করে, আমাদের পার্টির অবস্থা ১৯২৭ সালের অবস্থা থেকে অনেক আলাদা। ঐ সময়ে আমাদের পার্টি ছিল একান্ত শৈশবাবস্থায়, চিন্তা-চরিত্র তার পরিষ্কার ছিল না, সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ছিল না বা আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত হানার নীতিও তার ছিল না। আজ আমাদের পার্টির রাজনৈতিক চেতনা খুবই উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসাবে আমাদের নিজেদের রাজনৈতিক চেতনা ছাড়াও এখানে ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক চেতনার প্রশ্নটিও রয়েছে। জনগণ যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হন তবে এটা খুবই সম্ভব যে তাদের বৈপ্লবিক লাভগুলি অন্যদের করতলগত হয়ে যেতে পারে। অতীতে এরকম ঘটেছে। আজ চীনের জনগণের রাজনৈতিক চেতনাও অনুরূপভাবে খুবই উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। জনগণের মধ্যে আমাদের পার্টির মর্যাদা এর চেয়ে বেশী এর আগে আর কখনো ছিল না। তা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে এবং বিশেষ করে জাপানীদের কবলিত অঞ্চলে এবং কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এখনো এমন অনেক মানুষ রয়েছেন চিয়াং কাই-শেককে যারা বিশ্বাস করেন ও তার সম্পর্কে এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

পোষণ করেন এবং এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি ছড়াবার জন্য চিয়াং কাই-শেক কঠোর পরিশ্রম করছেন। চীনের জনগণের একটা অংশ এখনো রাজনৈতিক সচেতন নন এই বাস্তব তথ্য দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের প্রচার ও সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এখনও অনেক অপূর্ণতা রয়ে গেছে। জনগণের রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে জাগরণ নিয়ে আসা সহজ কাজ নয়। ভুল ধারণার কবল থেকে তাদের মনকে মুক্ত করার জন্য আমাদের দিক থেকে আরো অনেক প্রয়াস চালাতে হবে। আমরা যেমন আমাদের ঘর ঝাঁট দিই সেইভাবে চীনের জনগণের মন থেকে পশ্চাৎপদ ধারণাগুলিকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে। ঝাঁট না দিলে ধুলোবালি এমনিতে দূর হয়ে যায় না। জনগণের মধ্যে আমাদের ব্যাপক প্রচার ও শিক্ষামূলক অভিযান চালাতে হবে যাতে করে তারা চীনের প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনার গতিধারা অনুধাবন করতে পারেন এবং নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আস্থা অর্জন করতে পারেন।

আমাদেরকেই জনগণকে সংগঠিত করে তুলতে হবে। জনগণকে সংগঠিত করে তুলে আমাদেরকেই চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের উচ্ছেদ করে দিতে হবে। প্রতিটি প্রতিক্রিয়ারই এই স্বভাব আপনারা যদি তাকে আঘাত না করেন তবে তার পতন ঘটবে না। এটা হচ্ছে মেঝে ঝাঁট দেওয়ার মতো; যেখানে ঝাড়ু পৌঁছাবে না, সেখানকার ধুলোবালি নিজের থেকে দূর হয়ে যাবে না। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের দক্ষিণে চিয়ে-সে নামে একটি নদী রয়েছে। এই নদীর দক্ষিণ তীরে হচ্ছে লোচুয়ান জেলা আর তার উত্তর তীরে হচ্ছে ফুসিয়েন জেলা। নদীর উত্তর ও দক্ষিণে দুটো ভিন্ন জগৎ। দক্ষিণ ভাগটা কুওমিনতাঙ শাসনাধীন; যেহেতু আমরা ওখান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি, ওখানকার জনগণ অসংগঠিতই রয়ে গেছেন এবং যত সব ময়লা আর পচা আবর্জনা ওখানে জমে রয়েছে। আমাদের কিছু কিছু কমরেড শুধু রাজনৈতিক প্রভাবের ওপরই নির্ভর করে থাকেন, ভাবেন শুধু প্রভাব দিয়েই সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। এটা একটা অন্ধবিশ্বাস। ১৯৩৬ সালে আমরা পাও-আন-এ[২২] ছিলাম। চল্লিশ কী পঞ্চাশ লী দূরে ছিল স্বৈরাচী একজন জমিদারের অধীন একটি সুরক্ষিত গ্রাম। ঐ সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পাও-আন-এ ছিল এবং আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব অবশ্যই অত্যন্ত বেশী ছিল বলে মনে করা চলে; কিন্তু ঐ গ্রামের প্রতিবিপ্লবীরা একগুঁয়ের মতো আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেই চলেছিল। আমরা উত্তর ও দক্ষিণে নানাভাবে ঝাঁট দিলাম কিছুতেই কিছু হলো না। তারপর একদিন আমাদের ঝাড়ু একেবারে সোজা সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছালো আর তখনই জমিদার চীৎকার জুড়ে বললেন, "রক্ষা করো, আমি পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি!"[২৩]—এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। আপনি আঘাত না করা পর্যন্ত, ঘন্টা বেজে ওঠে না। আপনি ঠেলে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত টেবিলটা আপনা থেকে

সরে যায় না। উত্তর-পূর্ব চীনে সোভিয়েত লালফৌজ ঢুকে না পড়া পর্যন্ত জাপান আত্মসমর্পন করেনি। আমাদের সৈন্যরা লড়াই করার আগপর্যন্ত শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করেনি। যেখান পর্যন্ত আমাদের ঝাড়ু পৌঁছাবে সেখানেই রাজনৈতিক প্রভাব পুরোপুরি কায়েম হবে। আমাদের ঝাড়ু হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, অষ্টম রুট ও নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী। ঝাড়ু হাতে নিয়ে আপনাকে ঝাঁট দিতে শিখতে হবে, কুড়েমি করে বিছানায় শুয়ে থাকলে চলবে না, এই আশায় বসে থাকা যে, যেমন করে হোক একটা হাওয়া উঠবে আর ধুলোবালিকে দূর করে দেবে এটা ভাবলে চলবে না। আমরা মার্কসবাদীরা বিপ্লবী বাস্তববাদী মানুষ, আসল স্বপ্ন নিয়ে আমরা মসগুল থাকি না। চীনে একটা প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—"ভোরে শয্যাত্যাগ কর আর উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে দাও।"[২৪]—ভোরবেলা নূতন দিন দেখা দেয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন আমরা যেন ভোরে শয্যাত্যাগ করেই দিনের শুরুতে ঘরদোর পরিষ্কার করতে শুরু করি। তারা এই কাজেরই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। একমাত্র এভাবে ভেবেচিন্তে কাজ করলেই আমাদের হিত সাধিত হবে এবং আমরা কাজের মতো কাজ খুঁজে পাবো। চীন এক বিশাল দেশ, আমাদের কাজ হচ্ছে তার প্রতি ইঞ্চি জমিকে ঝেড়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন করে তোলা।

আমাদের কর্মনীতির ভিত্তি কি হবে? আমাদের নিজস্ব শক্তিই তার ভিত্তি হওয়া চাই, তার অর্থ হচ্ছে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই নবজীবনকে গড়ে তুলতে হবে। আমরা নিঃসঙ্গ নই; পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল দেশ ও জনগণই আমাদের মিত্র। তা সত্ত্বেও আমরা নিজস্ব প্রয়াসের মাধ্যমে নবজীবন গড়ে তোলায় জোর দিয়েছি। নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে নিজেদের সংগঠিত করে আমরা সকল চীনা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত করে দেবো। অন্যদিকে চিয়াং কাই-শেক পুরোপুরি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর করেছেন, তাদেরকেই তিনি তার প্রধান নির্ভর বলে মনে করেন। একনায়কত্ব, গৃহযুদ্ধ আর দেশকে বিকিয়ে দেওয়ার ত্রিধারা সবসময়ই তার কর্মনীতির ভিত্তি হয়ে রয়েছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও গৃহযুদ্ধ পরিচালনায় ও চীনকে আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল একটি দেশে পরিণত করার ব্যাপারে চিয়াং কাই-শেককে সহায়তা করতে চায় এবং অনেক আগে থেকেই এই নীতি ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে বাইরের দিক থেকে বলবান দেখালেও ভিতরে ভিতরে তা দুর্বল। আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে পরিষ্কার রাখা চাই অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের "মিষ্টি কথায়" যেমন আমরা আস্থা রাখবো না, তেমনি তাদের হুমকিতে আমরা ঘাবড়ে যাবো না। একজন আমেরিকান আমাকে বলেছিলেন, "হর্লির কথা আপনাদের শোনা উচিত

এবং আপনাদের কিছু লোকজনকে কুওমিনতাঙ সরকারে পদাধিকারী হিসাবে কাজ করার জন্য পাঠানো উচিত।"[২৫] আমি জবাবে বলেছিলাম ঃ "হাত-পা-বাঁধা একজন পদাধিকারী হওয়া মোটেই সহজ নয় ; তা আমরা হবো না। পদাধিকারী হতে হলে হাত-পা আমাদের বন্ধনহীন থাকা চাই, আমাদের স্বাধীনভাবে কাজ করা চাই অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটা সংযুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।" তিনি বললেন "আপনারা যোগ না দিলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খারাপ কেন হতে যাবে?" তিনি বললেন, "প্রথমতঃ, আমেরিকানরা অভিশাপ দেবে ; দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকানরা চিয়াং কাই-শেককে মদত দেবে।" আমি জবাবে বলেছিলাম ঃ "প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করে আর ঘুম দিয়ে উঠে আপনারা আমেরিকানরা যদি জনগণকে অভিশাপ দিতে আর চিয়াং কাই-শেককে মদত দিতে চান—সেটা আপনাদের ব্যাপার, আমি তাতে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমরা জোয়ারের রুটি খাচ্ছি আর হাতে রাইফেল রেখেছি, ওদিকে আপনাদের গমের রুটি আছে আর রয়েছে কামান। যদি চিয়াং কাই-শেককে আপনারা মদত জোগাতে চান, তাকে মদত দিন, যতক্ষণ খুশি মদত দিন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। চীন কাদের? নিশ্চিতই চিয়াং কাই-শেকের নয়, চীন চীনের জনগণের। এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন আপনারা আর তাকে সাহায্যই করতে পারবেন না।" কমরেডগণ! ঐ আমেরিকান ভদ্রলোক জনগণকে ভয় দেখাতে চেয়েছেন। এসব কাজে সাম্রাজ্যবাদীরা একেবারে ওস্তাদ এবং উপনিবেশগুলির অনেক লোকই এতে ভয় পেয়ে যান। সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবে তারা উপনিবেশিক দেশগুলির সকল মানুষকেই ভয় পাইয়ে দিতে পারবে কিন্তু তারা বোঝে না যে চীনে এমন লোকজন রয়েছেন যারা এসব জিনিস দেখে ভয় পান না। অতীতে আমরা চিয়াং কাই-শেককে সাহায্যদানের ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আমেরিকান নীতির খোলাখুলি সমালোচনা করেছি ও তার মুখোস খুলে দিয়েছি ; তার প্রয়োজন ছিল এবং আমরা তা চালিয়েই যাবো।

আক্রমণকারীদের বিতাড়নে চীনের জনগণকে সাহায্য করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য পাঠিয়েছে, লালফৌজ এসেছে। চীনের ইতিহাসে এর আগে এরকম ঘটনা আর ঘটেনি। অপরিমেয় তার প্রভাব। যুক্তরাষ্ট্র আর চিয়াং কাই-শেকের প্রচার যন্ত্রগুলির আশা ছিল তারা লালফৌজের রাজনৈতিক প্রভাবকে দুটি পারমাণবিক বোমা দিয়ে[২৬] নস্যাৎ করে দেবে। কিন্তু তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়না, তা এতো সহজ নয়। পারমাণবিক বোমা কি যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করতে পারে? না, তা পারে না। পারমাণবিক বোমা জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারেনি। জনগণের পরিচালিত যুদ্ধ ছাড়া শুধু পারমাণবিক বোমা কোনো কাজেই আসবে না। পারমাণবিক বোমাই যদি যুদ্ধের পরিণতি নির্ধারণ করতে পারতো তবে সোভিয়েত

ইউনিয়নকে সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বলতে হলো কেন? যখন দুটো পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করা হলো তখন জাপান আত্মসমর্পণ করেনি অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা আত্মসমর্পণ করলো কেন? আমাদের কিছু কিছু কমরেডও পারমাণবিক বোমাকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন; এটা একটা বিরাট ভুল। এই কমরেডরা একজন ব্রিটিশ অভিজাত লর্ডসাহেবের চেয়েও কম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে থাকেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নামে একজন ব্রিটিশ অভিজাত ব্যক্তি রয়েছেন। তিনি বলেছেন—পারমাণবিক বোমা যুদ্ধের গতি নির্ধারণ করতে পারে এটা ভাবা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের একটা ভুল ধারণা[২৭]। এই সব কমরেডরা মাউন্টব্যাটেনের চেয়েও পিছিয়ে রয়েছেন। পারমাণবিক বোমাকে এই রকম একটা ভোজবাজী হিসাবে ভাবতে কোন্ বিষয়টি তাদের প্রভাবিত করছে? তা হচ্ছে তাদের বুর্জোয়া প্রভাব। কোথা থেকে এই প্রভাব এসেছে? বুর্জোয়া বিদ্যালয়সমূহে তাদের লেখাপড়া থেকে, বুর্জোয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তাদের ওপর এই প্রভাব পড়েছে। দুটো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও দুটো চিন্তাপদ্ধতি আছে—একটি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাপদ্ধতি আর অন্যটি হচ্ছে বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও বুর্জোয়া চিন্তাপদ্ধতি। এই কমরেডরা বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাপদ্ধতিকেই আঁকড়ে বসে থাকেন এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাপদ্ধতিকে প্রায়ই বেমালুম ভুলে যান। "অস্ত্রশস্ত্রই সব কিছু নির্ধারণ করে" এই তত্ত্ব এবং নিছক সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী, জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন আমলাতান্ত্রিক কাজের ধারা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাবেরই প্রকাশ। আমরা যেমন করে ধুলোবালি ঝাঁট দিয়ে দূর করি ঠিক তেমনিভাবে সবসময় আমাদের মধ্যেকার এই সব বুর্জোয়া আবর্জনাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে।

যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান জাপানের আত্মসমর্পণকে সুনিশ্চিত করেছে এবং চীনের পরিস্থিতি এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। প্রতিরোধের যুদ্ধ ও নূতন এই অধ্যায়ের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী অধ্যায় রয়েছে। এই অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যায়ের সংগ্রাম হচ্ছে প্রতিরোধ যুদ্ধের সুফলগুলি আত্মসাৎ করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। চিয়াং কাই-শেক দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ চালাতে চান এবং তার নীতি ঠিকঠাক করা হয়ে গেছে; আমাদের তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ যখনই বাধুক, তার জন্য আমাদের ভালোভাবেই প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে। যদি তা তাড়াতাড়ি বেধে যায়, ধরুন, কাল সকালেই যদি তা শুরু হয়ে যায়, তার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই হচ্ছে প্রথম বিষয়। বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে কিছুকালের জন্য এই গৃহযুদ্ধকে ব্যাপকতার দিক থেকে ও অঞ্চলগতভাবে খানিকটা সীমাবদ্ধ রাখা

সম্ভব হতে পারে। এই হচ্ছে দ্বিতীয় বিষয়। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতির ব্যাপার আর দ্বিতীয় বিষয়টি বেশ দীর্ঘকাল হয় বহাল রয়েছে। এক কথায়, আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হবে। প্রস্তুত হয়ে থাকলে আমাদের পক্ষে সকল প্রকার জটিল পরিস্থিতিকেই যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভবপর হবে।

টীকা

১। ১৯৪৫ সালে ৮ই আগস্ট সোভিয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ১০ই আগস্ট মঙ্গোলিয়ান সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সোভিয়েত লালফৌজ স্থল ও জলপথে চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ও কোরিয়াতে প্রবেশ করে এবং জাপানী কোয়ানতুং সৈন্যবীহনীকে দ্রুত চূরমার করে দেয়। সোভিয়েত-মঙ্গোলিয়ান যুদ্ধ সৈন্যবাহিনী অন্তর্মঙ্গোলিয়ার মরু অঞ্চল অতিক্রম করে চীনের জেহাল ও চাহার প্রদেশে প্রবেশ করে। ১০ই আগস্ট জাপানী সরকার আত্মসমর্পণ প্রার্থনা করে একখানি চিঠি পাঠাতে বাধ্য হয় এবং ১৪ তারিখ তা আনুষ্ঠানিকভাবে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে। কোয়ানতুং সৈন্যবাহিনী ছিল জাপানী সৈন্যবাহিনীর মূল বাহিনীর বাছাই করা সেরা সৈন্যবাহিনী এবং তা ছিল জাপানের যুদ্ধরত সর্বপ্রধান সাধারণ সংরক্ষিত বাহিনী। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা খোয়াব দেখছিল উত্তর-পূর্ব চীনের ও কোরিয়ার অনুকূল রণনীতিগত অবস্থান থেকে তারা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের ফলে এই পরিকল্পনা একেবারে সম্পূর্ণভাবে বানচাল হয়ে যায় এবং জাপানী সরকার পরাজয় স্বীকার করে নিতে ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

২। বিস্তারিত বিবরণের জন্য "কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন এবং জনগণের তৃতীয় রাজনৈতিক পর্যদের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য" দেখুন (**নির্বাচিত রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ)।

৩। "পর্বত" বলতে এখানে সেচুয়ান প্রদেশের ওয়েম পাহাড়কে এবং আরো সাধারণভাবে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড় পর্বতগুলিকে বোঝানো হচ্ছে। ১৯৩৮ সালে জাপানী সৈন্যবাহিনী উহান দখল করে নেওয়ার পর চিয়াং কাই-শেক এবং তার অধীনস্থ মূল সৈন্যবাহিনী এই সব পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ শত্রুর লাইনের পেছনে যে তীব্র সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন ওখানে বসে বসে তা শুধু দেখেই যাচ্ছিলেন।

৪। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন অধিকাংশ ঘাঁটি অঞ্চল পার্বত্য এলাকাতেই অবস্থিত ছিল। ঐ সময়ে চিয়াং কাই-শেকের শাসন ছিল বড়ো বড়ো নদীতীরবর্তী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী বিরাট বিরাট মহানগরগুলিকে কেন্দ্র করে অবস্থিত। তাই কমরেড মাও সে-তুঙ বলেছেন, "আমরা পাহাড়-পর্বতে ছিলাম

আর তিনি ছিলেন সাগরপারে।"

৫। প্রতিরোধের যুদ্ধের সময় রণক্ষেত্রগুলি ছিল উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ চীনে অবস্থিত। জনসাধারণ দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব চীনের যে কুওমিনতাঙ অঞ্চল জাপানী আক্রমণকারীদের দখলে চলে যায়নি তাকে "বিরাট পশ্চাদঞ্চল" বলে সাধারণভাবে উল্লেখ করতেন।

৬। ১৯২৬ সালের মে-জুলাই মাসে কোয়ানতুং প্রদেশ থেকে বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেছিল তাই হচ্ছে উত্তরমুখী অভিযান। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের এ ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা ছিল এবং পার্টির প্রভাব ছিল বলে (ঐ সময়ে সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক কাজের ভার প্রধানতঃ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ওপর অর্পিত ছিল বলে) উত্তরমুখী অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী শ্রমিক ও কৃষকদের ব্যাপক জনগণের উষ্ণ সমর্থন লাভ করে। ১৯২৬ সালের দ্বিতীয়ভাগে এবং ১৯২৭ সালের প্রথমভাগে ঐ সৈন্যবাহিনী ইয়াংসি ও পীত নদী বরাবর অধিকাংশ প্রদেশ দখল করে নেয় এবং উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্তপ্রভুদের পরাজিত করে। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে যায়।

৭। ১৯২৪ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সহায়তায় সান ইয়াৎ-সেন কুওমিনতাঙকে পুনর্গঠিত করে তোলেন এবং কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবী যুদ্ধ এই সহযোগিতার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। ১৯২৭ সালে চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিংউই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার এই প্রথম সহযোগিতা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৮। এখানে ১৯২৭ সালের বিপ্লবের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলা হচ্ছে। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর, চিয়াং কাই-শেক বিরাট সংখ্যক কমিউনিস্ট, শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এবং বিপ্লবী জনগণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করে।

৯। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসেই কমরেড মাও সে-তুং "কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে" তাঁর রাজনৈতিক রিপোর্টটি উপস্থাপিত করেন। (মাও সে-তুঙ-এর **নির্বাচিত রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ, দেখুন।)

১০। ১৯২৪-২৭ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রাম ছিল প্রথম বিপ্লব ; উত্তরমুখী অভিযান ছিল ঐ বিপ্লবের প্রধান বিষয়বস্তু। ১৯২৭-৩৭ সালে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টি ও বিকাশ

সাধনের সংগ্রাম ছিল দ্বিতীয় বিপ্লব। ১৯৩৭-৪৫ সাল পর্যন্ত জাপ বিরোধী প্রতিরোধের যুদ্ধ ছিল তৃতীয় বিপ্লব।

১১। ছেন তু সিউ প্রথমে ছিলেন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং **নিউ ইয়ুথ** পত্রিকার অন্যতম একজন সম্পাদকরূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। ৪ঠা মে আন্দোলনের সময়কার খ্যাতির জন্য এবং পার্টির প্রাথমিক দিকের অপরিপক্কতার জন্য তিনি পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৪-২৭ সালের বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ে ছেন তু-শিউ-র মাধ্যমে অভিব্যক্ত দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারা আত্মসমর্পণের একটি লাইনে বিকশিত হয়ে ওঠে। কমরেড মাও সে-তুঙ মন্তব্য করেছেন ঐ সময়ের আত্মসমর্পণবাদীরা "কৃষক জনগণ, শহুরে পেটি-বুর্জোয়া এবং মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপর নিজের নেতৃত্বকে এবং বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীতে পার্টির নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে বসে এবং এভাবে বিপ্লবের পরাজয়ের পথ করে দেয়।" ("বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য", **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, ইংরাজী সংস্করণ, বিদেশী ভাষা প্রকাশন সংস্থা, পিকিং, ১৯৬১, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭১)। ১৯২৭ সালের পরাজয়ের পর ছেন তু-সিউ ও মুষ্টিমেয় অন্যান্য কিছু আত্মসমর্পণবাদীরা বিপ্লবের ভবিষ্যতের প্রতিই আস্থা হারিয়ে বসেন এবং বিলুপ্তিবাদীতে পরিণত হয়ে পড়েন। তারা প্রতিক্রিয়াশীল ট্রটস্কিবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ট্রটস্কিপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠী স্থাপন করেন। তার ফলে ১৯২৯ সালের নভেম্বরে ছেন তু-সিউকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। (নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭৫, এক নম্বর টীকা)। ছেন তু-সিউ-র দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ সম্পর্কে "চীনা সমাজের শ্রেণীবিশ্লেষণ" এবং "হুনানে কৃষক-আন্দোলনের তদন্ত-রিপোর্ট" (**মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ, ১৯৪৭) এবং "দি 'কমিউনিস্ট' পত্রিকা প্রকাশের পটভূমি" (**মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ, দেখুন।)

১২। ১৯৩৫ সালের ২১ শে জুলাই কুওমিনতাঙের প্রথম যুদ্ধাঞ্চলের সেনাপতি হু সুং-নান-এর পরিচালনাধীন ৪৯তম অস্থায়ী ডিভিশন হঠাৎ শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের কুয়ান চুঙ উপ-বিভাগের চুনহুয়া জেলার ইয়েতাই পর্বতাঞ্চল আক্রমণ করে বসে। ২৩শে জুলাই হু সুং-নান তার তৃতীয় সংরক্ষিত ডিভিশনকে এই আক্রমণে যোগ দিতে পাঠায়। ২৭শে জুলাই আমাদের বাহিনী নিজেদের থেকেই ইয়েতাই পর্বত এবং তার পশ্চিমের একচল্লিশটি গ্রাম ছেড়ে চলে আসে। কুওমিনতাঙ বাহিনী সুনই, ইয়াওসিয়েন ও অন্যান্য স্থানে তাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতেই থাকে। ৮ই আগস্ট আমাদের সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারী কুওমিনতাঙ বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করে এবং ইয়েতাই পর্বতাঞ্চল পুনরুদ্ধার করে।

১৩। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে যখন লালফৌজ কেন্দ্রীয় ঘাঁটি অঞ্চলে কুওমিনতাঙের পঞ্চম অবরোধ অভিযান প্রতিরোধ করছিল তখন "বামপন্থী" সুবিধাবাদীরা এই শ্লোগান তুলেছিল। শত্রুকে লোভ দেখিয়ে আমাদের অঞ্চলের অনেক

ভিতরে নিয়ে আসা, বিপুলতর সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা, সচল যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য শত্রুর দুর্বল জায়গাগুলি খুঁজে বের করার যে রণনীতি কমরেড মাও সে-তুঙ ঐ সময়ে উপস্থিত করেছিলেন "বামপন্থী" সুবিধাবাদীদের এই শ্লোগান ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৪। চিয়াং কাই-শেকের দাবী অনুসারে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তর এবং এই সদর দপ্তরের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন ইউনিটগুলি দক্ষিণ আনহুই প্রদেশ থেকে ইয়াংসি নদী আক্রমণ করার জন্য উত্তর দিকে রওনা হয়। ঐ সেনাবাহিনী যখন অগ্রসর হচ্ছিলো তখন চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী তাদের অবরোধ করে ও আক্রমণ চালায় এবং নিহত আহত ও বন্দী মিলিয়ে নয় হাজারের অধিক সৈন্য বিনষ্ট হয়। পরে চিয়াং কাই-শেক নূতন চতুর্থ সৈন্য-বাহিনীর পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন বাতিল করে দেয় এবং এই বাহিনীর অপর ইউনিটগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চলানোর আদেশ দেয়। এই ঘটনাই হচ্ছে দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা।

১৫। প্রতিরোধের যুদ্ধের সময় কুওমিনতাঙ ইয়েনানে একজন যোগাযোগ রক্ষাকারী ষ্টাফ অফিসারকে নিয়োজিত করেছিল। এখানে "হো" বলতে কুওমিনতাঙ সেনানীমণ্ডলীর প্রধান হো ইং-চিন-কে বোঝানো হচ্ছে। ১৯৪০ সালের ১৯শে অক্টোবর ও ৮ই ডিসেম্বর চিয়াং কাই-শেক হো ইং-চিন এবং কুওমিনতাঙ সেনানীমণ্ডলীর সহকারী প্রধান পাই চুং-সি-র নামে দুটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জাপানীদের যুদ্ধ লাইনের পশ্চাৎভাগে দৃঢ় সংগ্রামে লিপ্ত অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী ও নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীকে জঘন্য অপবাদ দেয় এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে পীতনদীর দক্ষিণ তীরে যুদ্ধরত জাপ-বিরোধী জনগণের সৈন্যবাহিনীকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নদীর উত্তর তীরে চলে যাওয়ার আদেশ দেয়। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা ঐ সময়ে উত্তর মুখে যাত্রারত নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলির বিরুদ্ধে হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে এবং দক্ষিণ আনহুই-এর ঘটনা সৃষ্টি করে। ঐ সময়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের পরিচালক হো ইং-চিন-কে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত করে কিন্তু আসলে চিয়াং কাই-শেককেই বোঝানো হয়েছিল।

১৬। প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কুওমিনতাঙ সরকার একটি পরামর্শদাতা সংস্থা হিসাবে "জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদ" গঠন করেছিল। এই পর্ষদের সদস্যরা সকলেই ছিলেন কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক "মনোনীত"; সংখ্যাধিক সদস্যই ছিলেন কুওমিনতাঙ দলভুক্ত এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্যই শুধু তাতে ছিলেন। তদুপরি জাপ-বিরোধী আক্রমণের বিরোধী পার্টিগুলির সকলের সমান ও আইনানুগ মর্যাদা কুওমিনতাঙ সরকার স্বীকার করে নেয়নি বা সদস্যদের তাদের স্ব স্ব দলের প্রতিনিধি হিসাবে "জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদ"-এ বসার অনুমতি দেয়নি। "জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের সংগঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলী"-র যে ঘোষণা কুওমিনতাঙ সরকার করেছিল তার একটিতে বলা হয়েছিল "যেসব ব্যক্তিবর্গ তিন বছর তা ততোধিক কাল গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সংগঠনের কাজ করেছেন এবং যাদের মর্যাদা

স্বীকৃত বা যেসব ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন এবং দীর্ঘকাল মর্যাদা সহকারে কাজ করেছেন” তারাই এই পর্যদের সদস্য হতে পারেন। এই নিয়মের বলেই কুওমিনতাঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে কজন পরামর্শদাতাকে মনোনীত করেছিল।

১৭। “চিয়াং কাই-শেক খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধাচ্ছেন”—নয়া চীন সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের জন্য লিখিত কমরেড মাও সে-তুঙের সংশ্লিষ্ট সংবাদভাষ্যের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। বর্তমান খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৮। দক্ষিণ শানসি প্রদেশে চিশিয়েন জেলার পাইকুয়েই এবং চিনচেং-এর মধ্যেকার অসমাপ্ত রেলপথ।

১৯। ১৯৫২ সালে বাহার প্রদেশর বিলোপ সাধিত হয়েছে। জেহোল প্রদেশের বিলোপ সাধিত হয়েছে ১৯৫৫ সালে। তাদের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিকে হোপেই, শানসি ও লিয়াওনিং প্রদেশ এবং অন্তর্মঙ্গোলীয় স্ব-শাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২০। ১৯৩১ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেক নিজে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন এবং তিন লক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্য পাঠিয়ে কিয়াংসি-র লাল ঘাঁটি অঞ্চলকে অবরোধ করেন। লালফৌজ ঐ অবরোধ অভিযানকে চুরমার করে দেয় এবং বিরাট বিজয় অর্জন করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য “চীনে বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা,” পঞ্চম অনুচ্ছেদ দেখুন। (**মাও সে-তুঙ-এর রচনাবলী**, প্রথম খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ)।

২১। এখানে যে একুশটি বিভাগীয় শহরের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি হলো ঃ কিয়াংসি প্রদেশের জুই চিন, হুই চাং, সুনউ, আনিয়ুআন, সিনকেং, য়ুতু, সিংকুয়ে, নিংতু, কুয়ান চাং, শি চেং, লিচুয়ান এবং ফুকিয়েন প্রদেশের চিয়েন্নিং, তাইনিং, নিংহুয়া, চিংলিউ, কুয়েইহুয়া, লুংয়েন, চ্যাংতিং, লিয়েন চেং, শাংহাং ও য়ুংতিং।

২২। পাও আন হচ্ছে শেনসি প্রদেশের উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের একটি জেলা। এখন তাকে চি তান জেলা বলা হয়। ১৯৩৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর এখানে অবস্থিত ছিল। পরে তা ইয়েনানে স্থানান্তরিত হয়।

২৩। এখানে সুরক্ষিত যে গ্রামটির কথা বলা হচ্ছে তা হলো পাও আন জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তান পাচাই গ্রাম। ঐ গ্রামে প্রায় দুই শতাধিক পরিবার বসবাস করতো—গ্রামটির অবস্থান ছিল সামরিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বেচ্ছাচারী জমিদার সাও চুং-চাং আঞ্চলিক শতাধিক সশস্ত্র প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মুখপাত্র হিসাবে ঐ গ্রামে দীর্ঘকাল আস্তানা পেতে বসেছিল। চীনের লালফৌজ বার বার এই গ্রামটি অবরোধ করে কিন্তু তা দখল করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় লালফৌজ তান পাচাই গ্রামটিকে অবরুদ্ধ করে রেখে গ্রামের সাধারণ লোকজনদের সপক্ষে নিয়ে আসার কাজ শুরু করে এবং শত্রুকে ভিতর থেকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। ঐ বছরের ডিসেম্বরে দস্যু সাও তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে পলায়ন করে এবং তান পাচাই গ্রামটি মুক্ত হয়।

২৪। সপ্তদশ শতাব্দীতে চু পোলু লিখিত "উত্তম পরিবারের মূলনীতি সমূহ" (Maxims for the Good Household) থেকে গৃহীত।

২৫। উল্লিখিত আমেরিকান হচ্ছেন ইয়েনানে আমেরিকান পর্যবেক্ষক দলের প্রধান কর্ণেল ডেভিড ডি. ব্যারেট। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মতি নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আমেরিকান সৈন্যবাহিনী ১৯৪৪ সালে ইয়েনানে এই দলটিকে প্রেরণ করে। প্যাট্রিক জে. হার্লি হচ্ছেন রিপাবলিকান দলের একজন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ; তিনি ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে চীনে এসেছিলেন এবং ঐ বছরের শেষের দিকে তিনি চীনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। ("যে বোকা বুড়ো পাহাড়টি সরিয়েছেন", **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী,** ৩য় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ, প্রথম টীকা, দেখুন।)

২৬। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র হিরোসিমাতে একটি পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে অন্য আর একটি বোমা বর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কুওমিনতাঙের প্রচার সংস্থাগুলি এই ঘটনাগুলি নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ শুরু করে এবং বলতে থাকে যে আমেরিকার পারমাণবিক বোমার ভয়েই জাপানী সরকার আত্মসমর্পণ করেছে। এই প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে তারা আশা করছিল— সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদান জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে যে চূড়ান্ত নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তাকে ছোটো করে দেখানো যাবে।

২৭। তৎকালীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিত্র বাহিনীর সর্বময় প্রধান সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৫ সালের ৯ই আগস্ট এক বিবৃতিতে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানকে স্বাগত জানান। পারমাণবিক বোমা দূর প্রাচ্যের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে পারে এই বিশ্বাসকে তিনি সবচেয়ে মারাত্মক রকমের একটি ভুল ধারণা হিসাবেও বর্ণনা করেছিলেন।

চিয়াং কাই-শেক খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধাচ্ছেন

১৩ই আগস্ট, ১৯৪৫

কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রচার দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র একটি বিবৃতি মারফত ১০ই আগস্ট ইয়েনানে সাধারণ সদর দপ্তর থেকে অষ্টাদশ গ্রুপ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি চু তে যে আদেশ[১] জারী করে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শত্রু ও তাঁবেদার বাহিনীকে[২] আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন তাকে "ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অবৈধ কাজ" বলে অভিহিত করেছেন। এই মন্তব্যটি একান্ত অযৌক্তিক। এই মন্তব্যের সোজা অর্থ হচ্ছে, পোটসদাম ঘোষণা[৩] অনুযায়ী কাজ করে এবং শত্রুর বিঘোষিত ইচ্ছা অনুসারে তার সৈন্যবাহিনীকে শত্রু ও তাঁবেদারদের আত্মসমর্পণ কার্য করার জন্য আদেশ দিয়ে প্রধান সেনাপতি চু তে অন্যায় করেছেন এবং উল্টো শত্রু ও তাঁবেদারদের আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করার পরামর্শ দেওয়াই তাঁর পক্ষে যেন ন্যায়সঙ্গত কাজ হতো। এ থেকে তাই বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকে না যে শত্রুর প্রকৃত আত্মসমর্পণের আগেই চীনে ফ্যাসিষ্ট দলনায়ক, স্বৈরাচারী শাসক ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেক মুক্ত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী গণফৌজকে এক "আদেশ দানের" দুঃসাহস দেখিয়েছেন যে তারা যেন "পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেখানে রয়েছেন সেখানেই থাকেন" অর্থাৎ তারা যেন তাদের হাত বেঁধে রাখেন এবং শত্রুকে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে দেন। বিস্ময়ের কিছুই নেই যে এই একই ফ্যাসিষ্ট দলনায়ক তথাকথিত আত্মগোপনকারী বাহিনীগুলিকে (অর্থাৎ সেই যে সব তাঁবেদার বাহিনী "জাতিকে ঘোরা পথে রক্ষাই করছিল"[৪] এবং তাই লী-র[৫] যে গোয়েন্দা পুলিশবাহিনী জাপানী ও তাঁবেদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল তাদেরকে) ও অন্যান্য তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে "আঞ্চলিক শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার" জন্য "আদেশ দানের" দুঃসাহস দেখিয়েছেন অথচ অন্যদিকে মুক্ত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীকে শত্রু ও তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে তাঁদের "নিজেদের থেকে ধৃষ্টতাপূর্ণ কোনো কর্মব্যবস্থা

এই সংবাদভাষ্যটি নয়াচীন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ লিখে দিয়েছিলেন।

গ্রহণ" না করার জন্য সাবধান করে দিচ্ছেন। শত্রুপক্ষ ও চীনাদের প্রতি এরকম বিপরীত মনোভাব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে চিয়াং কাই-শেক একটি সত্যই কবুল করে নিয়েছেন ; এর মধ্য দিয়ে তার গোটা মানসিকতাই ফুটে উঠেছে আর যে মানসিকতার অবিচল আসল কথাই হচ্ছে শত্রু ও তাঁবেদারদের সঙ্গে যোগসাজস এবং যারাই তার চক্রের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের শেষ করে দেওয়া। কিন্তু চীনের মুক্ত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী সশস্ত্রবাহিনীকে এই বিযাক্ত চক্রান্তের দ্বারা প্রতারিত করা যাবে না। তারা জানেন, প্রধান সেনাপতি চু তে-র আদেশ পোটসদাম ঘোষণার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী "যতক্ষণ না জাপান প্রতিরোধ থেকে বিরত হচ্ছে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার" ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করার জন্যই প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, চিয়াং কাই-শেকের তথাকথিত "আদেশাবলী" হচ্ছে তার নিজের স্বাক্ষরিত পোটসদাম ঘোষণারই একেবারে যথার্থ পরিপন্থী। শুধু এই তুলনামূলক বিচার করলেই তৎক্ষণাৎ দেখা যাবে কে "মিত্র শক্তিদের সাধারণভাবে সম্মত চুক্তিগুলির বিধানসমূহকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন" করছে না।

কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির প্রচার দপ্তরের মুখপাত্রের মন্তব্য এবং চিয়াং কাই-শেকের "আদেশাবলী" এই দুটোই আগাগোড়া গৃহযুদ্ধের উস্কানি ; এই মুহূর্তে দেশে ও বিদেশে সকলের মনোযোগ যখন জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রতি নিবদ্ধ তখন এদের মতলব হচ্ছে প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া। আসলে, কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের গবেট। প্রধান সেনাপতি চু তে-র আদেশে শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে ও নিরস্ত্র হতে বলা হয়েছে তার মধ্যে তারা একটা অজুহাত খুঁজছে। একে কি একটা চতুর অজুহাত বলে মান্য করা চলে? না, চলে না। তারা যে এর মাঝেই একটা অজুহাত খুঁজছে তা থেকে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের নিজেদের দেশবাসীদের চেয়ে শত্রু ও তাঁবেদারদের বেশী খাতির করে এবং শত্রু ও তাঁবেদারদের চেয়ে তারা তাদের নিজেদের দেশবাসীদের বেশী ঘৃণা করে। চুনহুয়া-র ঘটনা[৬] অর্থাৎ হু সুং নান-এর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ ছিল খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধাবারই একটি জলজ্যান্ত ঘটনা ; অথচ কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা বলে বেড়াচ্ছিল, তা নাকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একটি "গুজব রটানোর অভিযান" মাত্র। চুনহুয়া-র ঘটনার মধ্যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত একটি অজুহাত পেয়েছিল, কিন্তু চীনের ও বিদেশের জনমত তৎক্ষণাৎ এই মতলবটি ধরে ফেলেছিল। তাই তারা এখন

বলছে অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী ও নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে তাদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য দাবী জানাতে পারবে না। প্রতিরোধের যুদ্ধের আট বছরে চিয়াং কাই-শেক এবং জাপানীদের আক্রমণ ও অবরোধ এই দুয়ের কবলে পড়ে অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী ও নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী প্রচুর নির্যাতন সয়েছে। আর প্রতিরোধের যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে আসছে সেই সময় চিয়াং কাই-শেক জাপানীদের (এবং তার প্রিয় তাঁবেদার সৈন্যদের) এই ইঙ্গিতই দিচ্ছেন যেন তারা "একমাত্র আমার কাছে, চিয়াং কাই-শেকের কাছে" ছাড়া কোনোমতেই অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী ও নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ না করে। চিয়াং কাই-শেক একটা কথা কিন্তু উহ্য রেখে দিয়েছেন তা হচ্ছে..."এই অস্ত্রগুলি যাতে আমি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং চীন ও বিশ্বের শান্তিকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারি" তার জন্যই ওদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ যেন তারা না করে। কথাটা কি সত্য নয়? জাপানীদের চিয়াং কাই-শেককে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিতে বলা এবং "স্থানীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব" তাঁবেদার সৈন্যদের নিতে বলার ফল কী দাঁড়াবে? তার ফল শুধু এই দাঁড়াতে পারে যে নানকিং ও চুংকিং শাসনী একত্রিত হয়ে যাবে এবং "চীন-জাপান সহযোগিতার" জায়গায় এবং জাপানী ও তাঁবেদারদের সহযোগিতার জায়গায় দেখা দেবে চিয়াং কাই-শেক ও তাঁবেদারদের মধ্যেকার সহযোগিতা এবং জাপানী ও ওয়াং চিং উই-এর[৮] "কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও জাতীয় পুনর্গঠনের" জায়গায় দেখা দেবে চিয়াং কাই-শেকের "কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ও জাতীয় পুনর্গঠন"। এটা কি পোটসদাম ঘোষণার বড় খেলাপ নয়? যে মুহূর্তে প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ হবে তখনই সারা দেশের জনগণের সামনে গৃহযুদ্ধের গুরুতর বিপদ দেখা দেবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি? আমরা আমাদের সকল দেশবাসীর কাছে এবং মিত্র দেশগুলির কাছে মুক্ত অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে দৃঢ়ভাবে চীনে গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আবেদন জানাচ্ছি কারণ এই গৃহযুদ্ধ বিশ্বশান্তিকেই বিপন্ন করে তুলবে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে—জাপানী ও তাঁবেদারদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার অধিকার কার? শুধুমাত্র নিজেদের চেষ্টার উপর এবং জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর করে চীনের মুক্ত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী নিজেরাই বিশাল অঞ্চলকে মুক্ত করেছেন, দশ কোটির বেশী নরনারীকে মুক্ত করেছেন, চীনে আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের শতকরা ৫৬ ভাগকে এবং তাঁবেদার বাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগকে প্রতিরোধ করছেন এবং যদ্ধে লিপ্ত রেখেছেন অথচ কুওমিনতাঙ সরকার

ঐ বাহিনীকে কোনোপ্রকার সাহায্য সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছে এবং কোনো স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি। এই সশস্ত্র বাহিনী না থাকলে চীনের অবস্থা আজ যা হয়েছে তা কোনোমতেই হতে পারতো না! সোজা কথায়, চীনে একমাত্র মুক্ত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীরই শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। চিয়াং কাই-শেকের দিক থেকে বলা যায় তার নীতি ছিল হাতজোড় করে বসে বসে শুধু দেখে যাওয়া এবং বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করা; সত্যি কথা বলতে গেলে, শত্রু ও তাঁবেদারদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার তার কোনো অধিকার নেই।

আমরা আমাদের সমস্ত দেশবাসী ও সারা দুনিয়ার জনগণের কাছে এই ঘোষণাই করছিঃ চুংকিং-এর সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী চীনের জনগণের এবং যেসব চীনা সশস্ত্র—বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধবিগ্রহ করছেন তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না; চীনের জনগণ এই অধিকারই দাবী করছে যে প্রধান সেনাপতি চু তে-র পরিচালনাধীন চীনের মুক্ত অঞ্চলের জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীকে সরাসরি তাদের প্রতিনিধিগণকে জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এবং জাপানের ওপর আমাদের মিত্রবাহিনীগুলির সামরিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে এবং ভবিষ্যৎ শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হোক। তা যদি করা না হয় তবে চীনের জনগণ তাকে চূড়ান্ত অসঙ্গত কাজ বলেই গণ্য করবেন।

টীকা

১। ১৯৪৫ সালের ১০ই আগষ্ট, প্রধান সেনাপতি চু তে ইয়েনানের প্রধান সদর দপ্তর থেকে মুক্ত অঞ্চলের সকল সশস্ত্র বাহিনীর কাছে জাপানী আক্রমণকারীদের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে একটি আদেশ জারী করেন। আদেশটিতে বলা হয়ঃ

জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেছে এবং পোটসদাম ঘোষণা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের ব্যবস্থাদি গ্রহণের আলোচনার জন্য মিত্র শক্তিগুলি মিলিত হবেন। আমি এতদ্বারা মুক্ত অঞ্চলের সকল সশস্ত্র বাহিনীকে নিম্নলিখিত এই আদেশ দিচ্ছিঃ

(১) পোটসদাম ঘোষণার বিধান অনুযায়ী মুক্ত অঞ্চলের যে কোনো জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী শহরে, নগরে অথবা পার্শ্ববর্তী যোগাযোগ লাইন বরাবর অবস্থিত শত্রু সৈন্যবাহিনী ও সদর দপ্তরগুলিকে একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে আমাদের যুদ্ধরত বাহিনীর হাতে তাদের সকল অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের দাবী জানিয়ে নোটিশ জারী করে দিতে পারবে। যখন তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করবে তারপর আমাদের সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধবাদীদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের আমাদের নিয়মরীতি অনুসারে তাদের জীবন রক্ষা

করবে।

(২) মুক্ত অঞ্চলের যে কোনো জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী পার্শ্ববর্তী সকল তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী ও তাঁবেদারদের সরকারী সংস্থাকে তাদের সৈন্যদলসহ জাপানী আক্রমণকারীদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে স্বাক্ষরদানের আগেই আমাদের পক্ষে চলে আসতে হবে এবং পুনর্গঠন ও ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে—এই মর্মে নোটিশ জারী করে দিতে পারবে; যারা অনুমোদিত সময়ের মধ্যে এই আদেশ পালন করতে ব্যর্থ হবে তাদের সকল অস্ত্রপাতি সমর্পণ করতে হবে।

(৩) মুক্ত অঞ্চলের সকল জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী যেসব শত্রু ও তাঁবেদার সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করবে তাদের দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

(৪) শত্রু ও তাঁবেদারদের কবলিত যে কোনো নগর, শহর ও যোগাযোগ লাইন দখল করারও দায়িত্বভার গ্রহণ করার, সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার, শৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্য তাদের বাহিনী প্রেরণ করার এবং সমস্ত প্রশাসনিক বিষয়ের ভার গ্রহণ করার জন্য প্রশাসক নিয়োগ করার পূর্ণ কর্তৃত্ব আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর রয়েছে; কোনো অন্তর্ঘাত ও প্রতিরোধের কাজ করলে অপরাধীদের বিশ্বাসঘাতক হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

তারপর ১১ই আগস্ট ইয়েনানের প্রধান সদর দপ্তর থেকে একাদিক্রমে ছয়টি আদেশ জারী করে বলা হয় শানসি-সুইউয়ান মুক্ত অঞ্চলের (কমরেড হো লাঙ-এর নেতৃত্বাধীন) সশস্ত্র বাহিনীকে, শানসি-চাহার-হোপেই মুক্ত অঞ্চলের (কমরেড নীয়ে জুং চেন-এর নেতৃত্বাধীন) সশস্ত্র বাহিনীকে এবং হোপেই-জেহোল-লিয়াওনিং মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্মঙ্গোলিয়া ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এগিয়ে যেতে হবে; শানসি মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীকে তাতুঙ-পোচাও রেলপথ বরাবর এবং কেনহো নদীর অববাহিকা অঞ্চলের জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার কাজে এগিয়ে যেতে হবে; সমস্ত মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীকে শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত প্রধান প্রধান যোগাযোগ লাইনের ওপর জোরদার আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে এবং জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে হবে। সমস্ত মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তি ফৌজের সকল ইউনিট দৃঢ়ভাবে এইসব আদেশ কার্যকর করে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে।

২। এখানে "শত্রু" বলতে জাপানী আক্রমণকারী বাহিনীকে এবং "তাঁবেদার" বলতে জাপানী আক্রমণকারীদের প্রতিষ্ঠিত তাঁবেদার সরকারগুলিকে এবং মূলতঃ জাপানের কাছে আত্মসমর্পণকারী প্রাক্তন কুওমিনতাঙ পদাধিকারী ও সৈন্যদের নিয়ে গঠিত ঐসব তাঁবেদার সরকারের সৈন্যবাহিনীকেই বোঝানো হচ্ছে।

৩। চীন, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুলাই পোটসদাম সম্মেলনে জাপানের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে যে ঘোষণা করেছিল তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। এই ঘোষণার মূল বিষয়গুলি ছিল, জাপানী সামরিকবাদকে চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে; জাপানী সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র করে দিতে হবে; জাপানের যুদ্ধ

সংক্রান্ত শিল্পকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে; জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে; কায়রো ঘোষণাকে কার্যকর করতে হবে অর্থাৎ জাপানের চুরি করে দখল করা অঞ্চল যেমন, কোরিয়া এবং চীনের মাঞ্চুরিয়া, তাইওয়ান ও পেংহু দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করতে হবে এবং জাপানের ভূভাগীয় অঞ্চল হনশু, হক্কাইডো, কিউসু, শিকোকু এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; এবং যতদিন জাপানে গণতান্ত্রিক একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী জাপানকে দখলে রাখবে। ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর সোভিয়েত ইউনিয়নও পোটসদাম ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করে।

৪। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা জাপানের কাছে আত্মসমর্পণের ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যে জঘন্য কর্মধারা অনুসরণ করতো তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাদের সৈন্যবাহিনী ও সরকারী পদাধিকারীদের একটি অংশকে জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দান করে এবং তারপর তাঁবেদার সৈন্য ও পদস্থ কর্মচারীদের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য জাপানী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগদানের নির্দেশ দেয়; একেই তারা শঠতা করে "ঘোরা পথে জাতিকে রক্ষা করা" বলে চালাচ্ছিল।

৫। তাই লী ছিলেন কুওমিনতাঙের বিশাল গোয়েন্দা বাহিনীর অন্যতম "কুওমিনতাঙ সামরিক পর্ষদের পরিসংখ্যান ও তদন্ত ব্যুরো"র পরিচালক।

৬। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের কুয়ানচুং উপরিভাগের অন্তর্গত চুনহুয়া, সুনয়ি ও ইয়াওসিয়েন অঞ্চলে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ঘটনার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি"-র ১২নং টীকা দেখুন, বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ৩৩।

৭। ওয়াং চিং-উই-এর তাঁবেদার শাসন ছিল নানকিং-য়ে এবং চিয়াং কাই-শেকের শাসন ছিল চুংকিং-য়ে। নানকিং এবং চুংকিং প্রশাসন দুটির সংযুক্তিকরণ ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙের অন্তর্ভুক্ত জাপান-অনুগামী লোকজনদের আয়োজিত একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত।

৮। ওয়াং চিং-উই ছিল একজন কুখ্যাত কুওমিনতাঙ নেতা ও জাপান-অনুগামী বিশ্বাসঘাতক। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কুওমিনতাঙের সহ-সভাপতি ও ঐ দলের আয়োজিত জনগণের রাজনৈতিক পর্ষদের সভাপতি থাকা কালে সে খোলাখুলি জাপানী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে সে নানকিং-য়ে গঠিত তাঁবেদার কেন্দ্রীয় সরকারের সভাপতি হয়। ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে জাপানে তার মৃত্যু হয়।

অষ্টাদশ গ্রুপ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির নিকট থেকে চিয়াং কাই-শেকের কাছে প্রেরিত দুটি তারবার্তা

আগস্ট, ১৯৪৫

(১) ১৩ই আগস্টের তারবার্তা

চুংকিং রেডিয়োর মাধ্যমে সেন্ট্রাল নিউজ এসেন্সির প্রচারিত দুটি বিবরণী আমরা পেয়েছি, তার একটিতে আমাদের কাছে প্রেরিত আপনার একটি আদেশ রয়েছে আর অন্যটিতে বিভিন্ন যুদ্ধাঞ্চলের অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি প্রেরিত আপনার আদেশটি রয়েছে। আমাদের কাছে প্রেরিত আপনার আদেশে বলা হয়েছেঃ "অষ্টাদশ গ্রুপের সৈন্যবাহিনীর সকল ইউনিটকে পরবর্তী আদেশ না-পাওয়া পর্যন্ত তারা যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে হবে।" তা ছাড়া তাতে শত্রুর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করা সম্পর্কে আমাদের নিষেধ করেও কথাবার্তায় বলা হয়েছে। চুংকিং থেকে প্রেরিত ১১ই আগস্টের সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কর্তৃক প্রচারিত বিভিন্ন যুদ্ধাঞ্চলের অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি আপনার আদেশে নিম্নোক্ত কথাগুলি রয়েছেঃ "সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী বিভিন্ন যুদ্ধাঞ্চলের অফিসার ও সৈনিকদের কাছে প্রেরিত আজকের তারবার্তার বর্তমান সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধপ্রয়াসকে জোরদার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং সামান্য

অষ্টাদশ গ্রুপ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পক্ষ থেকে এই তারবার্তা দুটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। জাপানী আক্রমণকারীরা আত্মসমর্পনের কথা ঘোষণা করেছে কিন্তু তখনও আত্মসমর্পণ করেনি এরকম একটা সময়ে চিয়াং কাই-শেক সরকার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র সহয়তাপুষ্ট হয়ে জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার পুরো অধিকার একচেটিয়া করে নিতে চায় এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের অজুহাত দেখিয়ে মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার মতলব নিয়ে সক্রিয় প্রস্তুতির শুরু করে। প্রথম তারবার্তাটি রচনাকালে কমরেড মাও সে-তুঙের উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী চেহারা উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার এবং সমগ্র জনগণকে গৃহযুদ্ধের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য শিক্ষিত করে তোলা। দ্বিতীয় তারবার্তা গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতির

শৈথিল্য প্রদর্শন না করে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।" আমরা মনে করি, এই দুটি আদেশ পরস্পর-বিরোধী। প্রথমটিতে বলা হচ্ছে, আমাদের ইউনিটগুলি "পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেখানে রয়েছে সেখানে থাকবে" এবং আর কোনো আক্রমণ বা যুদ্ধ চালাবে না। জাপানী আক্রমণকারীরা যখন প্রকৃতপক্ষে এখনো আত্মসমর্পণ করেনি, যখন প্রতি ঘন্টা ও প্রতি মিনিটে তারা চীনা জনগণকে হত্যা করছে এবং চীনের সৈন্যবাহিনী ও সোভিয়েত, আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছে এবং যখন সোভিয়েত, আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তাদের দিক থেকে প্রতি ঘন্টায় ও মিনিটে জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে এমন একটা মুহূর্তে আপনি আমাদের যুদ্ধ না করার জন্য কেন বলছেন? দ্বিতীয় আদেশকে আমরা খুবই উত্তম আদেশ বলে মনে করি। "যুদ্ধ প্রয়াসকে জোরদার করো এবং সামান্যতম শৈথিল্য প্রদর্শন না করে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলো"—এই হচ্ছে মোটামুটি কথাটি! কিন্তু কি পরিতাপের কথা, আমাদের নয় শুধুমাত্র আপনার নিজের সৈন্যদের প্রতি এই আদেশ দিয়েছেন এবং আপনি আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি আদেশই জারী করেছেন। চু তে ১০ই আগস্ট চীনের মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি ঠিক এই মর্মেই একটি আদেশ জারী করেছেন[১] যেন তারা "যুদ্ধ প্রয়াসকে জোরদার করেন।" তার আদেশে আরো বলা হয়েছে যে একদিকে যুদ্ধপ্রয়াস জোরদার করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাপানী আক্রমণকারীদের আত্মসমর্পণ করার আদেশ দিতেও বলা হয়েছে এবং শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য হাতিয়ারপাতির দখল নিতে

ব্যাপারে চিয়াং কাই-শেক চক্রের চক্রান্তকে আরো বেশী করে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল এবং গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ছয়দফা প্রস্তাব হাজির করেছিল। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্য সংবাদভাষ্য হিসাবে "চিয়াং কাই-শেক খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধাচ্ছেন" এবং "চিয়াং কাই-শেক মুখপাত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে" রচনা করেছিলেন এবং বর্তমান খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীল হম্বিতম্বিতে বিচলিত হতে অস্বীকার করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ়, স্থিরপ্রতিজ্ঞ অবস্থানের ফলে মুক্ত অঞ্চল ও মুক্তিফৌজ দ্রুত ব্যাপক প্রসার লাভ করে; চীনে গৃহযুদ্ধের বিরোধী দেশের ও বিদেশের শক্তিগুলির জোর রাজনৈতিক চাপের ফলে চিয়াং কাই-শেককে তার কৌশল বদলাতে হয়, শান্তির হাবভাব দেখাতে হয় এবং শান্তি আলোচনার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙকে চুং কিং-য়ে নিমন্ত্রণ জানাতে হয়।

বলা হয়েছে। এটা কি খুবই উত্তম একটি আদেশ নয়? নিঃসন্দেহে এটা খুবই উত্তম আদেশ; নিঃসন্দেহে এটা চীনা জাতির স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু "পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকবে"। এই আদেশ নিশ্চিতভাবেই জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়। আমরা মনে করি আপনি একটি ভ্রান্ত আদেশ জারী করেছেন এবং এটা এরকম একটা ভ্রান্ত আদেশ যে আমরা আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই, আমরা দৃঢ়ভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের প্রতি আপনার আদেশ যে শুধু অন্যায় তাই নয়, তা চীনের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং এতে করে জাপানী আক্রমণকারী ও মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকদেরই শুধু হিত সাধিত হবে।

(২) ১৬ই আগষ্টের তারবার্তা

যখন আমাদের সাধারণ শত্রু জাপানী সরকার পোটসদাম ঘোষণার শর্তগুলি মেনে নিয়েছে এবং তার আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেছে যদিও এখনো প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণ তা করেনি এমন একটা সময়ে আমি এতদ্বারা আপনার কাছে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রেরণ করছি এবং সমস্ত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী এবং চীনের মুক্ত অঞ্চলসমূহের ও জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের মোট ২৬ কোটি জনগণের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করছি।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধ যখন বিজয়ের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্ত হচ্ছে তখন আমি চীনের রণাঙ্গনের আজকের এই বাস্তব তথ্যের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি অর্থাৎ যে বিশাল অঞ্চল আপনি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন আর যা শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী দখল করে নিয়েছিল তার মধ্যে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা আট বছরের তিক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রায় দশলক্ষ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছি; দশ কোটির অধিক সংখ্যক জনগণকে মুক্ত করেছি; ১০ লক্ষাধিক নিয়মিত সৈন্য এবং ২২ লক্ষাধিক গণরক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছি; লিয়াওনিং, জেহোল, চাহার, সুইয়ুআন, হোপেই, শানসি, শেনসি, কানসু, নিংসিয়া, হোনান, শানতুং, কিয়াংসু, আনহুই, হুপে, হুনান, কিয়াংসি, চেকিয়াং, ফুকিয়েন ও কোয়ানতুং[২] এই উনিশটি প্রদেশে উনিশটি বিরাট বিরাট যুক্ত অঞ্চল গড়ে তুলেছি; ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাইয়ের ঘটনার[৩] পর শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী যেসব মহানগর ও শহর, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ লাইন এবং সমুদ্র উপকূলের অংশগুলি দখল করে নিয়েছিল তার

কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া বাকী সবগুলিই আমরা অবরোধ করে ফেলেছি। তাছাড়া জাপানীদের কবলিত (১৬ কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট) অঞ্চল শত্রু ও তাঁবেদারদের আক্রমণ করার জন্য আমরা ব্যাপক গুপ্তবাহিনী গড়ে তুলেছি। যুদ্ধে আমরা চীন আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যবাহিনীর (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শত্রুসৈন্যদের কথা হিসাবে না ধরে) শতকরা ৬৯ ভাগকে এবং তাঁবেদার সৈন্যদের শতকরা ৯৫ ভাগকে প্রতিরোধ ও অবরোধ করে চলেছি। অন্যদিকে আপনার সরকার ও সশস্ত্র বাহিনী এই সমস্ত সময় হাতজোড় করে বসে বসে দেখার এবং বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করার নীতিই অনুসরণ করে এসেছে; নিজের শক্তিকে অক্ষত রাখবার ও গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নীতিই তা অনুসরণ করে এসেছে; আর শুধু যে আমাদের মুক্ত অঞ্চলকে এবং সৈন্যবাহিনীকে স্বীকার করতে ও তাঁদেরকে সাহায্য-সহায়তা করতে তা অস্বীকার করেছে তাই নয়, ৯,৪০,০০০ সৈন্যের বিপুল একটি বাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে অবরোধ করেছে ও আক্রমণ করেছে। যদিও চীনের মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত সৈন্য ও অসামরিক লোকজন শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যদের প্রচুর যন্ত্রণা সয়েছেন তবু আমরা প্রতিরোধের যুদ্ধে ঐক্য ও গণতন্ত্র রক্ষার আমাদের নিরলস প্রয়াসে সামান্যতম শিথিলতাও প্রদর্শন করিনি। চীনের মুক্ত অঞ্চলের জনগণ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বহুবার আপনার ও আপনার সরকারের কাছে সকল দলের একটি সম্মেলন আহ্বানের এবং আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অবসান ঘটানো, সারা চীনের জাপ-বিরোধী জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও সমাবেশ ঘটানোর মধ্যে দিয়ে প্রতিরোধের যুদ্ধকে বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়া ও যুদ্ধের পর শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য সারা দেশের একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবগুলি সব সময়ই আপনি ও আপনার সরকার খারিজ করে দিয়েছেন। এইসবের জন্য আমরা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়েছি।

শত্রু দেশটি শীঘ্রই আত্মসমর্পণে স্বাক্ষর করবে কিন্তু আপনি ও আপনার সরকার আমাদের অভিমতগুলিকে অবজ্ঞা করেই চলেছেন, ১১ই আগস্টের একান্ত মারাত্মক এই একটি আদেশ আমাকে পাঠিয়েছেন এবং শত্রুকে নিরস্ত্র করার অজুহাতে ব্যাপক আকারে মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আপনার সৈন্যবাহিনীকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন; তাই গৃহযুদ্ধের বিপদ অনেক বেশী গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সব কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে ও আপনার সরকারের কাছে আমরা নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করতে বাধ্য হচ্ছিঃ

১। আপনি, আপনার সরকার ও আপনার সর্বোচ্চ সেনানীমণ্ডলী জাপানী ও তাঁবেদারদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার এবং আত্মসমর্পণ পরবর্তী কোনো নিষ্পত্তি বা চুক্তি সম্পাদনের আগেই যাতে আমরা অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে উপনীত হতে পারি তার জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করুন—আমরা এই দাবীই জানাচ্ছি। কারণ আপনি ও আপনার সরকার জনগণের অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছেন এবং ব্যাপক জনগণের বা চীনের মুক্ত অঞ্চলের ও জাপানী কবলিত অঞ্চলের জনগণের জাপ-বিরোধী কোনো সশস্ত্র বাহিনীরই আপনারা প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। কোনো প্রকার নিষ্পত্তি বা চুক্তিতে যদি আমাদের পূর্ব-সম্মতি চাড়া চীনের মুক্ত অঞ্চলের ও জাপানীদের কবলিত অঞ্চলের জনগণের জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হয় তবে আমরা আমাদের নিজস্ব বক্তব্য হাজির করার দাবী আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি।

২। চীনের মুক্ত অঞ্চলের ও জাপানীদের কবলিত অঞ্চলের জনগণের সমস্ত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীরই পোটসদাম ঘোষণা এবং শত্রুর আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য মিত্রবাহিনী কর্তৃক নিরূপিত ব্যবস্থা[৪] অনুযায়ী আমাদের দ্বারা অবরুদ্ধ জাপানী তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার, তাদের অস্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ভার গ্রহণের এবং জাপানের আত্মসমর্পণ গৃহীত হওয়ার পর মিত্রবাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাদি অনুসারে দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার রয়েছে। ১০ই আগস্ট চীনের মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীকে আমি আদেশ দিয়েছি শত্রুর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য এবং শত্রুর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য। ১৫ই আগস্ট, শত্রুবাহিনীর প্রধান সেনাপতি যাসুজি ওকামুরাকে আমি তার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করার আদেশ দিয়েছি।[৫] এই আদেশ অবশ্য মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রাম ক্ষেত্রের বেলাতেই শুধু প্রযোজ্য হবে, অন্যত্র তা প্রযোজ্য হবে না। আমি আমার আদেশকে খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং চীন ও মিত্রবাহিনীসমূহের সাধারণ স্বার্থের খুবই অনুকূল বলে মনে করি।

৩। চীনের মুক্ত অঞ্চল এবং জাপানীদের কবলিত অঞ্চলের ব্যাপক জনগণ ও সকল সশস্ত্র বাহিনীর মিত্রবাহিনী কর্তৃক শত্রুর আত্মসমর্পণ গ্রহণ এবং আত্মসমর্পণের পর শত্রুদেশের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার রয়েছে।

৪। জাপান সম্পর্কিত ভবিষ্যতের কোনো শান্তি সম্মেলনে এবং জাতিসংঘের

কোনো সভায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদল গঠনের অধিকার চীনের মুক্ত অঞ্চল এবং সমস্ত জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীর রয়েছে।

৫। আমি আপনাকে গৃহযুদ্ধ পরিহার করতে বলছি। সেটা করার পথ হচ্ছে মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা এবং আপনাদের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক আপনাদের দ্বারা অবরুদ্ধ শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা। সমস্ত যুদ্ধে এটাই হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি, তাছাড়া বিশেষ করে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার জন্য এটা একটা অবশ্য করণীয় কর্তব্য। আপনি যদি অন্য পথে চলেন তাহলে বিপরীত ফল দেখা দেবে। এ বিষয়ে আমি আপনাকে গুরুতর এই সতর্কবাণীটি জানিয়ে দিতে চাই এবং এই সতর্কবাণীকে অবহেলাভরে না নেওয়ার জন্য আমি আপনাকে বলছি।

৬। অবিলম্বে একদলীয় একনায়কতন্ত্রের অবসান করতে একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করতে, দুর্নীতিগ্রস্থ পদাধিকারী ব্যক্তিগণ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের তাদের পথ থেকে অপসারণ করতে, বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিতে, গোয়েন্দা বিভাগ বিলোপ করে দিতে, বিভিন্ন পার্টির (চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য যেসব গণতান্ত্রিক দলকে এখন পর্যন্ত আপনি ও আপনার সরকার অবৈধ বলে মনে করেন তাদের) আইনসঙ্গত মর্যাদা স্বীকার করে নিতে, জনগণের স্বাধীনতা দমন করার জন্য ঘোষিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন ও হুকুমনামাকে বাতিল করে দিতে, চীনের মুক্ত অঞ্চলের জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ও জাপ-বিরোধী সশস্ত্র বাহিনীকে স্বীকার করে নিতে, মুক্ত অঞ্চল অবরোধকারী সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে, রাষ্ট্রনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করতে এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকর করতে আমি আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি।

এটা ছাড়াও, আমার কাছে প্রেরিত আপনার ১১ই আগস্টের আদেশের জবাবে আমি ১৩ই আগস্ট আপনাকে যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম, ধরে নেওয়া যায় তা আপনি পেয়ে গেছেন। আমি আবার জানিয়ে দিতে চাই, আপনাদের আদেশটি সম্পূর্ণতঃই ভ্রান্ত। ১১ই আগস্ট আপনি আমার সৈন্যবাহিনীকে "পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে" বলেছেন এবং শত্রুকে আর কোনো আক্রমণ করতে না বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি যে ১১ই আগস্টই শুধু সত্য ছিল না তাই নয়, আজও (১৬ই আগস্ট)

তা একইভাবে সত্য নয়, জাপানী সরকার শুধু কথার কথা হিসাবে আত্মসমর্পণ করেছে, কার্যক্ষেত্রে এখনও তা করেনি ; আত্মসমর্পণের কোনো দলিল স্বাক্ষরিত হয়নি, বাস্তবে আত্মসমর্পণ সংঘটিতও হয়নি। আমার এই অভিমত ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রশক্তিদের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ঠিক যেদিন আপনি আমাকে আপনার আদেশটি পাঠিয়েছেন সেই ১১ই আগস্ট বার্মার রণাঙ্গনের ব্রিটিশ সৈন্যদলের সেনানীমণ্ডলী ঘোষণা করেছেন জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহতই রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নিমিৎস[৬] ঘোষণা করছেন, শুধু যে যুদ্ধাবস্থা বহাল রয়েছে তাই নয়, সমস্ত বিধ্বংসী পরিণতি সত্ত্বেও যুদ্ধকে চালিয়ে যেতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজের দূর প্রাচ্যের সেনানীমণ্ডলী ঘোষণা করেছেন, "শত্রুকে নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।" ১৫ই আগস্ট, সোভিয়েত লালফৌজের জেনারেল স্টাফের প্রধান কর্ণেল-জেনারেল আন্তোনভ নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিয়েছেন ঃ

> ১৪ই আগস্ট জাপানী সম্রাট জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে যে বার্তা পাঠিয়েছেন তা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সম্পর্কে একটি সাধারণ ঘোষণা মাত্র। সশস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার আদেশ এখনও জারী করা হয়নি এবং জাপানী সৈন্যরা তাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই জাপানের সশস্ত্র বাহিনী এখনও প্রকৃত আত্মসমর্পণ করেনি। জাপানী সম্রাট যখন তার সশস্ত্র বাহিনীকে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে নির্দেশ দেবেন, তাদের অস্ত্র বর্জন করতে আদেশ দেবেন এবং তারা যখন কার্যক্ষেত্রে এই আদেশকে কার্যকর করবে তখনই জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর আত্মসমর্পণ যথার্থভাবে কার্যকর হয়েছে বলা যাবে। উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দূর প্রাচ্যের সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়েই যাবে।

দেখা যাচ্ছে মিত্রবাহিনীগুলির সকল সর্বোচ্চ অধিনায়কদের মধ্যে একমাত্র আপনিই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আদেশ দান করেছেন। আমি মনে করি, আপনার আত্ম-স্বার্থচিন্তা থেকেই এই ভুল উদ্ভূত হয়েছে এবং তা খুবই গুরুতর একটি ব্যাপার। বলা যায়, আপনার আদেশ শত্রুরই স্বার্থ রক্ষা করছে। সুতরাং চীনের ও মিত্র—পক্ষের অভিন্ন সাধারণ স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ আপনি প্রকাশ্যে আপনার ভুল স্বীকার করে না নিচ্ছেন এবং এই ভ্রান্ত আদেশ প্রত্যাহার করে না নিচ্ছেন ততক্ষণ আমি দৃঢ়ভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে আপনার এই আদেশের বিরোধিতা

করে যাবো। বর্তমান সময় পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে যতক্ষণ শত্রু যথার্থতঃ যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ না করছে, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিসর্জন না করছে এবং মাতৃভূমির সমস্ত পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা না হচ্ছে ততক্ষণ আমি আমার পরিচালনাধীন সশস্ত্র বাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সহকারে আক্রমণ চালিয়ে যেতে আদেশ দিয়েই যচ্ছি। আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই আমি একজন দেশপ্রেমিক সৈনিক, আমি এর অন্যথা করতে পারি না।

উপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কে আপনার দ্রুত উত্তরের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

টীকা

১। "চিয়াং কাই-শেক খুঁচিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধাচ্ছেন"—বর্তমান খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠার এক নম্বর টীকা দেখুন।

২। উনিশটি মুক্ত অঞ্চল হচ্ছে ঃ শেনসি-কানসু-নিংসিয়া, শানসি-সুইয়ুআন, শানসি-চাহার-হোপেই, হোপেই-জেহোল-লিয়াওনিং, শানসি-হোপেই-হোনান, হোপেই-শানতুং-হোনান, শানতুং, উত্তর কিয়াংসু, মধ্য কিয়াংসু, দক্ষিণ কিয়াংসু, হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চল, হুয়াই নদীর দক্ষিণাঞ্চল, মধ্য আনহুই, চেকিয়াং, কোয়ানতুং, চিয়ুংআই (হাইনান দ্বীপপুঞ্জ), হুনান-হুপে-কিয়াংসি, হুপে-হোনান-আনহুই এবং হোনান।

৩। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপানী হানাদার বাহিনী পিকিং থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লুকৌচিয়াও-এর চীনাবাহিনীকে আক্রমণ করে। দেশ জোড়া আন্তরিক, প্রবল জাপ-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে চীনা সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ রচনা করে। এই ঘটনা জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের আট বছর ব্যাপী বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সূচনা করে।

৪। ১৯৪৫ সালের ১০ই আগস্ট জাপানী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১১ই আগস্ট এই চারটি দেশের সরকার প্রত্যুত্তরে জানান "সমস্ত জাপানী সামরিক, নৌ ও বিমান কর্তৃপক্ষকে" এবং "তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বাহিনী যেখানেই থাকুক না কেন" তাদের "সকল সক্রিয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে." এবং "তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে হবে।"

৫। যাসুজি ওকামুরা ছিলেন চীনে জাপানী আক্রমণকারী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। যাসুজী ওকামুরার কাছে প্রেরিত প্রধান সেনাপতি চু তে-র আদেশে বলা হয় ঃ

(১) জাপানী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে পোটসদাম ঘোষণার শর্তগুলি গ্রহণ করেছেন ও আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেছেন।

(২) আপনার অধীনস্থ সকল সৈন্যকে সর্বপ্রকার সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য আপনাকে নির্দেশ দিতে হবে ; কুওমিনতাঙ সরকারের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ সৈন্যগণ ছাড়া অন্য সবাইকে অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী, নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী ও চীনের মুক্ত অঞ্চল দক্ষিণ চীনের জাপ-বিরোধী বাহিনীগুলির আদেশ অনুসারে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

(৩) উত্তর চীনের জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আপনাকে জেনারেল সাদামু শিমোমুরাকে আদেশ দিতে হবে যাতে তিনি একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করে তাকে অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনীর ফুপিং অঞ্চলে জেনারেল নিরে জুং চেন-এর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আসতে পাঠান। পূর্ব চীনে জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আপনাকে নিজের থেকেই নূতন চতুর্থ বাহিনীর সদর দপ্তর তিয়েনচাঙ অঞ্চলে একজন প্রতিনিধিকে পাঠাতে হবে জেনারেল চেন-ঈর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আসার জন্য। হুপে ও হোনান প্রদেশের জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে উহানস্থ আপনার প্রতিনিধিকে তাপিয়ে পর্বত অঞ্চলে নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর পঞ্চম ডিভিসনের কাছে পাঠিয়ে জেনারেল লি সিয়েন নিয়েন-এর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আসতে হবে। কেয়ানতুং-এর জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের জন্য ক্যাণ্টনস্থ আপনার প্রতিনিধিকে জেনারেল সেঙ শেঙ-এর কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আসার জন্য তুংকুয়ান অঞ্চলের দক্ষিণ চীনের জাপ-বিরোধী বাহিনীর কাছে পাঠাতে হবে।

(৪) উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের (কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ছাড়া) সকল জাপানী সৈন্যবাহিনীকেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম আমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তাদের আত্মসমর্পণ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত অক্ষত রাখতে হবে এবং একমাত্র অষ্টম রুট সেনাবাহিনী, নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী অথবা দক্ষিণ চীনের জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনী ছাড়া অন্য কারো তাদের মান্য করা চলবে না।

(৫) উত্তর ও পূর্ব চীনের সমস্ত বিমানপোত ও জাহাজ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে কিন্তু পীত সাগর থেকে পোহার উপসাগর পর্যন্ত চীনের উপকূল বরাবর নোঙর-করা জাহাজগুলিকে লিয়েন, য়ুংকাঙ, সিংতাও, উইহাইউই ও তিয়েনসিনে সমবেত করতে হবে।

(৬) কোনো সাজসরঞ্জাম ও নির্মাণকার্যের ধ্বংসসাধন করা চলবে না।

(৭) আপনি এবং উত্তর, পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের জাপানী সেনাপতিগণ এই আদেশ কার্যকর করার ব্যাপারে পুরো দায়িত্বে থাকবেন।

৬। চেষ্টার ডব্লিউ. নিমিৎস ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনীর এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণের প্রধান সেনাপতি।

চিয়াং কাই-শেকের মুখপাত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫

প্রধান সেনাপতি চু তে-র কাছে প্রেরিত জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-শেকের আদেশ কমিউনিস্ট পার্টি লঙ্ঘন করেছে এই মর্মে অভিযোগ করে চিয়াং কাই-শেকের জনৈক মুখপাত্র মন্তব্য প্রসঙ্গে ১৫ই আগস্ট অপরাহ্নে চুংকিংয়ে অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "জেনারেলিসিমোর আদেশকে মান্য করতেই হবে" এবং "যারা তা অমান্য করবে তারা জনগণের শত্রু।" নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতা বলেছেন ঃ এটা হচ্ছে চিয়াং কাই-শেকের সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ বাধানোর একটা প্রকাশ্য ইঙ্গিত। ১১ই আগস্ট সংকটময় একটি মুহূর্তে যখন জাপানী আক্রমণকারীদের চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছিল সেই সময় চিয়াং কাই-শেক জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার একটি আদেশ জারী করে অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনী, নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যদেরকে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ করে দিলেন। এই আদেশ অবশ্যই গ্রহণ করা যায় না এবং গ্রহণ করা উচিত হবে না। অল্প কিছু সময় পরেই চিয়াং কাই-শেক তার মুখপাত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন চীনের জনগণের সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে "জনগণের শত্রু।" এ থেকে দেখা যাচ্ছে চিয়াং কাই-শেক চীনের জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধই ঘোষণা করে দিয়েছেন। চিয়াং কাই-শেকের এই গৃহযুদ্ধ বাধানোর চক্রান্ত তো আর ১১ই আগস্টের আদেশ দিয়ে শুরু হয়নি ; প্রতিরোধের যুদ্ধের আটটি বছর ধরে এইটিই হচ্ছে তার অবিচলিত নীতি। এই আট বছরে চিয়াং কাই-শেক ১৯৪০, ১৯৪১ এবং ১৯৪৩ সালে তিন তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান[১] চালিয়েছেন, প্রতিবারই অপচেষ্টা করেছেন ঐ আক্রমণকে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধে পরিণত করে দিতে এবং চিয়াং-এর গভীর দুঃখের কারণ হচ্ছে এই যে শুধুমাত্র চীনের জনগণ ও মিত্র দেশগুলির বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের বিরোধিতার জন্যই

কমরেড মাও সে-তুঙ নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের হয়ে এই সংবাদভাষ্যটি রচনা করেছিলেন।

তা ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল। তাই তাকে বাধ্য হয়েই জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধকে স্থগিত রাখতে হয়েছিল এবং তারই জন্য ১১ই আগস্টের আদেশ ও ১৫ই আগস্টের বিবৃতিটি এসেছে। গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেক এর মাঝেই বেশ ক'টি কথা যেমন, "বিদেশী পার্টি," "বিশ্বাসঘাতক পার্টি," "বিশ্বাসঘাতক সৈন্যবাহিনী," "বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনী," "বিশ্বাসঘাতক অঞ্চল," "দস্যু অঞ্চল," "সামরিক ও সরকারী আদেশের প্রতি অবাধ্যতা," "সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদ," "প্রতিরোধের যুদ্ধের ক্ষতিসাধন" এবং "রাষ্ট্রকে বিপন্ন করা" ইত্যাদি আবিষ্কার করে বসে আছেন; আর বলছেন অতীতে যেমন চীনে "গৃহযুদ্ধ" হয়নি, যা হয়েছে তা হচ্ছে শুধুমাত্র "কমিউনিস্টদের দমন" তেমন ভবিষ্যতেও কোনো "গৃহযুদ্ধ" হবে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। সামান্য একটু পার্থক্য রয়েছে, "জনগণের শত্রু" এই নূতন কথাটি এবার যোগ করা হয়েছে। কিন্তু জনগণ বুঝতে পারবেন আবিষ্কারটা একান্ত নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত। কারণ চীনে যখনই "জনগণের শত্রু" কথাটি ব্যবহৃত হয় সকলেই জানেন এতে করে কাকে বোঝানো হচ্ছে। চীনে একজন লোক আছেন যিনি সান ইয়াং-সেনের জনগণের তিনটি মূলনীতি[২] এবং ১৯২৭ সালের মহান বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। তিনি চীনের জনগণকে দশ বছরের গৃহযুদ্ধের রক্তস্নানে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন এবং এভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে একদল সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সোজা চম্পট দিয়েছিলেন হেইলাঙকিয়াং থেকে কিউচাও প্রদেশে। রীতিমতো দর্শক সেজে ওখানে হাতজোড় করে বসে থেকে তিনি গণফৌজকে বলেছেন," আবার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেখানে রয়েছো সেখানেই থাকো", আর শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকদের বলছেন, "শৃঙ্খলা বজায় রাখার" জন্য, যাতে তিনি আবার বীরদর্পে নানকিংয়ে ফিরে যেতে পারেন। এই তথ্যগুলি পেশ করলেই চীনের জনগণ বুঝে যাবেন এই লোকটি স্বয়ং চিয়াং কাই-শেক। তিনি যা সব করেছেন তারপর চিয়াং কাই-শেক যে জনগণের শত্রু তাতে কোন বিরোধ থাকতে পারে কি? বিরোধ একটা আছে। জনগণ বলছেন—"হ্যাঁ" ; কিন্তু জনগণের শত্রু বলছেন "না"। এই হচ্ছে একমাত্র বিরোধ। জনগণের মধ্যে তা ক্রমেই আর আদৌ একটা বিরোধ হয়ে থাকছে না। সমস্যা হচ্ছে এই জনগণের শত্রু একটি গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিতে চাইছেন। জনগণ এখন কী করবেন? নয়াচীন সংবাদ সরবহার প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা বলছেন ঃ চিয়াং কাই-শেকের গৃহযুদ্ধ বাধানো সম্পর্কে

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন, তা হচ্ছে—এটার বিরোধিতা করা। এর আগে যখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীন আক্রমণ করতে শুরু করেছিল, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তখনই গৃহযুদ্ধের অবসান দাবী করেছিল এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালে পার্টি প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে চিয়াং কাই-শেককে এই প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করে এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধ চালিয়ে আসতে থাকে। প্রতিরোধের এই আটটি বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একবারের মতোও গৃহযুদ্ধের বিপদ প্রতিহত করা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দিতে তার প্রয়াসকে শিথিল করেনি। গত বছর থেকে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেকের সুগভীর চক্রান্ত সম্পর্কে বারবার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বাকী চীনা জনগণ এবং চীনের শান্তির ব্যাপারে আগ্রহী বিশ্বের সমস্ত জনগণের মতোই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে একটা নূতন গৃহযুদ্ধ হবে চীনের পক্ষে নিদারুণ এক দুর্দৈব স্বরূপ। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে গৃহযুদ্ধকে এখনো প্রতিহত করা যায় এবং তাকে প্রতিহত করতেই হবে। গৃহযুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি একটি কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলার কথা বলেছে। চিয়াং কাই-শেক কিন্তু এই প্রস্তাবই বাতিল করে দিয়েছেন আর তাই গৃহযুদ্ধ একেবারে আসন্ন বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু চিয়াং কাই-শেকের এই অপপ্রয়াস প্রতিহত করার একটা সুনিশ্চিত পথ রয়েছে। জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে দৃঢ়তা সহকারে ও দ্রুত সম্প্রসারিত করে তুলতে প্রয়াসী হতে হবে; জনগণকে শত্রুর অধিকৃত বড়ো বড়ো নগরীগুলিকে মুক্ত করতে হবে এবং শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে হবে; যদি স্বৈরচারী ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতক একজন ব্যক্তি জনগণকে আক্রমণ করার ব্যাপারে দুঃসাহসী হন তবে জনগণকে আত্মরক্ষার্থে তৎপর হতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে পাল্টা আঘাত হেনে গৃহযুদ্ধের উস্কানিদাতার মতলবকে একেবারে বানচাল করে দিতেই হবে। এই পথই একমাত্র পথ। নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা সমগ্র জাতি ও সারা দুনিয়াকে আগাগোড়া কপটতাপূর্ণ ও নির্লজ্জ এই মিথ্যাকে খারিজ করে দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে কারণ এতে উল্টো এই দাবীই করা হচ্ছে যে যদি চিয়াং কাই-শেক চীনের জনগণকে শত্রুকবলিত বড়ো বড়ো নগরগুলি মুক্ত করতে নিষেধ করেন, শত্রু ও তাঁবেদার সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে তাদের নিষেধ করেন, জনগণকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করেন বরং যদি চিয়াং নিজেই

ঐ বড়ো বড়ো নগরগুলিতে গিয়ে শত্রু ও তাঁবেদার শাসনকে (ধ্বংস না করে) "উত্তরাধিকার" হিসাবে গ্রহণ করে নেন তবেই নাকি চীনে গৃহযুদ্ধকে পরিহার করা যাবে। নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা দেখিয়ে দিতে চান যে এটা একটা মিথ্যা কথা এবং এই মিথ্যা কথাটি চীনের জনগণের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক স্বার্থের পরিপন্থী এবং তা আধুনিক চীনের সমস্ত বাস্তব তথ্যেরই বিপরীতমুখী। এটা সব সময়ই মনে রাখা চাই যেহেতু বড়ো বড়ো মহানগরগুলি কমিউনিস্ট পার্টির হাতে না থেকে তার নিজের হাতেই রয়ে গিয়েছিল তারই জন্য চিয়াং কাই-শেক ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ ব্যাপী দশ বছরের গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। উল্টোদিকে ১৯২৭ সাল থেকে বড়ো বড়ো মহানগরের কোনোটিই কমিউনিস্ট পার্টির হাতে ছিল না বরং সবগুলিই ছিল চিয়াং-এর হাতে বা তিনি ঐগুলি জাপানী ও বিশ্বাসঘাতকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং ঠিক তার জন্যই দশ বছর ধরে সারা দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ চলে এসেছে এবং আঞ্চলিক স্তরে আজ পর্যন্ত তা চলে আসতে পারছে। এটা সব সময়ই মনে রাখা চাই, দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধকে যে বন্ধ করা গেল এবং তিন তিনটি কমিউনিস্ট-বিরোধী ব্যাপক অভিযান এবং (শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের দক্ষিণাংশে চিয়াং কাই-শেকের সাম্প্রতিক অভিযান[৩] সহ) প্রতিরোধের যুদ্ধকালীন অন্যান্য অসংখ্য প্ররোচনাকে যে প্রতিহত করে দেওয়া গেল তার কারণ চিয়াং-এর শক্তি নয় বরং উল্টোদিকে তার কারণ হচ্ছে এই যে তুলনামূলক বিচারে চিয়াং যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন না অথচ কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণই তুলনায় অধিকতর শক্তিমান ছিলেন। দেশব্যাপী শান্তির অভিলাষী ও যুদ্ধের ভয়াবহতায় ভীত জনপ্রতিনিধিদের (যেমন, প্রাক্তন "গৃহযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণ সংঘ"[৪] ও ঐ ধরনের লোকজনদের) আবেদনের দ্বারা দশ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধ থেমে যায়নি, বরং তা প্রতিহত হয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র দাবী এবং চ্যাঙ সুয়ে-লিয়াং-এর অধীনস্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী ও ইয়াং হু চেন-এর অধীনস্থ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনীর[৫] সশস্ত্র দাবীর দৌলতেই। তিন তিনটি ব্যাপক কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান এবং অন্যান্য অসংখ্য প্ররোচনাকে সীমাহীন সুযোগ-সুবিধাদান ও নতিস্বীকারের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিহত, পরাভূত করেনি, সেগুলি প্রতিহত, পরাভূত হয়েছিল "আক্রান্ত না হলে আমরা আক্রমণ করবো না, যদি আমরা আক্রান্ত হই তবে পাল্টা-আক্রমণ আমরা করবোই"[৬] আত্মরক্ষার এই ন্যায্য ও কঠোর মনোভাবে কমিউনিস্ট পার্টি অবিচল ছিল বলেই। কমিউনিস্ট পার্টি যদি নিতান্ত শক্তিহীন

ও মেরুদণ্ডহীন হতো এবং জাতি ও জনগণের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত যদি সুদৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে না যেতো তবে দশ বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধ কী করে শেষ হতো? কী করে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু হতে পারতো! এবং শুরু করা হলেও কী করে তাকে দৃঢ়ভাবে আজকের এই বিজয় পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসা যেতো? তা হলে কেমন করেই বা চিয়াং কাই-শেক ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা আজ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে থাকতে পারতেন, হুকুমনামা জারী করতে পারতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে পার্বত্য নিবাসে বসে বিবৃতির পর বিবৃতি দান করে যেতে পারতেন? চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়ভাবেই গৃহযুদ্ধের বিরোধী। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ক্রিমিয়ায় ঘোষণা করেছেন তারা চান "আভ্যন্তরীণ শান্তির পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে" এবং "যথাসম্ভব স্বল্পকালের মধ্যে অবাধ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের ইচ্ছার প্রতি সজাগ এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনগণের মধ্যেকার সেই রকমের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক প্রতিনিধিস্থানীয় লোকজনকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন একটি প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে।"[৭] চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অবিচলিতভাবে ঠিক এইটিই দাবী করে আসছে—একটি "কোয়ালিশন সরকার" গড়ে তুলতে চাইছে। এই প্রস্তাবটি কার্যকর হলে গৃহযুদ্ধ প্রতিহত হবে। কিন্তু তার পূর্বশর্ত হচ্ছে—শক্তি। যদি সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ হন এবং তাদের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলেন, তাহলেই গৃহযুদ্ধকে প্রতিহত করা যাবে।

টীকা

১। "কুওমিনতাঙ-এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ও জনগণের তৃতীয় রাজনৈতিক পর্ষদের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্পর্কে মন্তব্য" দেখুন; **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ।

২। "জনগণের তিনটি মূলনীতি" হচ্ছে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকালে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও জনগণের জীবিকা সংক্রান্ত প্রশ্নে সান ইয়াৎ-সেন কর্তৃক উপস্থাপিত মূলনীতি ও কর্মসূচী। ১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের প্রথম যে জাতীয় কংগ্রেসে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার একান্ত প্রকাশ ঘটে তাতে সান ইয়াৎ-সেন জনগণের এই তিনটি মূলনীতিকে নূতন করে উপস্থাপিত করেন। তিনি জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা হিসাবে ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সক্রিয় সমর্থন ঘোষণা করেন। পুরানো "জনগণের তিনটি মূলনীতি" এভাবে নূতন আকারে "জনগণের তিনটি মূলনীতি"সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের

সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি সহায়তার "তিনটি মহান কর্মনীতি" হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এই নূতন "জনগণের তিনটি মূলনীতি"-ই প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙের মধ্যকার রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

৩। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের কুয়ানচুং উপ-বিভাগের চুনহুয়া সুনই ও ইয়াওসিয়েন প্রভৃতি স্থানে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী যে আক্রমণ চালিয়েছিল তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি", বর্তমান খণ্ডের এই শীর্ষক রচনাটির ১২নং টীকা দেখুন পৃঃ ৩৩।

৪। ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে সাংহাইয়ে প্রধানতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর সদস্যদের নিয়ে "গৃহযুদ্ধ নিষিদ্ধ-করণ সংঘ" গঠিত হয়। এই সংঘ "গৃহযুদ্ধের অবসান এবং বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য" আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণা প্রচার করে

৫। ১৯৩৬ সালে চ্যাঙ সুয়ে-লিয়াঙ-এর পরিচালনাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী এবং ইয়াংহু চেং-এর পরিচালনাধীন কুওমিনতাঙের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সৈন্যবাহিনী সিয়ানে ও তার চারপাশে মোতায়েন ছিল; তাদের উপর ঐ সময়ে উত্তর শেনসিতে সমাগত চীনের লালফৌজকে আক্রমণ করার দারিত্ব দেওয়া হয়েছিল। চীনের লালফৌজ ও জনগণের জাপ-বিরোধী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত জাপ-বিরোধী জাতীয় সংযুক্ত ফ্রন্টের প্রস্তাবটি মেনে নেন এবং জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্যস্থাপনের ব্যাপারে তারা চিয়াং কাই-শেকের কাছে দাবী জানান। চিয়াং কাই-শেক এই দাবী খারিজ করে দেন, "কমিউনিস্টদের দমন করার" এবং সিয়ানের জাপ-বিরোধী যুবকদের হত্যা করার ব্যাপারে সামরিক প্রস্তুতিকে সক্রিয়ভাবে আরো জোরদার করতে লেগে যান। চ্যাঙ সুয়ে-লিয়েন এবং ইয়াং হু-চেং সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং চিয়াং কাই-শেককেই গ্রেপ্তার করে ফেলেন। এটাই হচ্ছে ১৯৩৬ সালের ১২ই ডিসেম্বরের বিখ্যাত "সিয়ানের ঘটনা।" চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঐক্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শর্তগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন। এবং তারপর তাকে মুক্তি দিয়ে নানকিংয়ে ফিরে যেতে দেওয়া হয়।

৬। "সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সির, 'সাও তাং-পাও' এবং 'শিন মিন-পাও' পত্রিকার সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার" প্রসঙ্গে **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ দেখুন।

৭। ১৯৪৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত ক্রিমিয়া (ইয়াল্টা) সম্মেলনের ইস্তাহার থেকে।

কুওমিনতাঙের শান্তি আলোচনা প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার

২৬শে আগস্ট, ১৯৪৫

জাপানী আক্রমণকারীদের দ্রুত আত্মসমর্পণ সমগ্র পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে। আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার অধিকার চিয়াং কাই-শেক একচেটিয়া করে নিয়েছেন এবং একটা সময়ের মতো (একটা পর্যায় পর্যন্ত) বড়ো বড়ো মহানগরগুলি ও প্রধান প্রধান যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলি আমাদের হাতে থাকছে না। তা সত্ত্বেও উত্তর চীনে আমাদের এখনও কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে আমাদের সাধ্যমতো যতখানি সম্ভব দখল নিয়ে নিতে হবে। গত দুই সপ্তাহে আমাদের সৈন্যবাহিনী নানা আকারে ৫৯টি শহর ও নগর এবং বিশাল গ্রামীণ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে এবং এর মাঝে আমাদের হাতে যা রয়েছে তা একত্রে ধরলে আমরা এখন ১৭৫টি শহর ও নগর নিয়ন্ত্রণ করছি, এভাবে একটা বিরাট বিজয়ই

এই অন্তঃপার্টি সার্কুলারের খসড়া চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে চুংকিংয়ে শান্তি আলোচনায় যাওয়ার দুদিন আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। যেহেতু চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের জনগণের ব্যাপক অংশ দৃঢ়ভাবে চিয়াং কাই-শেকের গৃহযুদ্ধের চক্রান্তের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী যে গণতান্ত্রিক জনমত সর্বসম্মতভাবে তার গৃহযুদ্ধের ও একনায়কতন্ত্রের নিন্দাজ্ঞাপন করেছিলেন তার প্রতি আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে তখন পর্যন্ত খানিকটা মর্যাদা দিতেই হচ্ছিল, তাই চিয়াং ১৯৪৫ সালের ১৪ই, ২০শে এবং ২৩শে আগস্ট কমরেড মাও সে-তুঙের কাছে পরপর তিনটি তারবার্তা পাঠিয়ে তাকে শান্তি আলোচনার জন্য চুংকিংয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং এই একই উদ্দেশ্যে চীনে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের দূত প্যাট্রিক জে. হার্লি ২৭শে আগস্ট ইয়েনানে আসেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড মাও সে-তুঙ, চৌ এন-লাই ও ওয়াং জো-ফেই-কে চুংকিংয়ে কুওমিনতাঙের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; উদ্দেশ্য ছিল শান্তির সর্বপ্রকার চেষ্টা করে দেখা এবং শান্তির জন্য এই সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকের আসল চেহারাটিও দেখিয়ে দেওয়া এবং এভাবে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করা। কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক খসড়া হিসাবে রচিত এই সার্কুলারে জাপানের আত্মসমর্পণ ঘোষণার পরবর্তী পক্ষকালের চীনের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সার্কুলারে শান্তি আলোচনা সম্পর্কে, আলোচনায় পার্টি যে

অর্জন করা গেছে। উত্তর চীনে ইউহাইউই, ইয়েনতাই, লুংকৌ, ইতু, সেচুয়ান, ইয়াংলিউচিং, পীকেচি, পোআই, চ্যাঙচিয়া কৌ, চিনিং এবং ফেং চেন পুনরুদ্ধার করেছি। আমাদের সৈন্যবাহিনী উত্তর চীনকে কাঁপিয়ে দিয়েছে এবং বিপুল গতিতে মহান প্রাচীরের দিকে অগ্রসরমান সোভিয়েত ও মঙ্গোলীয় বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে লড়াই চালিয়ে আমাদের পার্টির পক্ষে একটি অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করেছে। আগামী অধ্যায়ে আমাদেরকে এই আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে এবং পিপিং-সুইয়ুআন রেলপথ, তাতুং-পুচাও রেলপথের উত্তর ভাগ এবং চেংতি-তাইয়ুআন, তে চাও-শিচিয়াচুয়াং, পাইকুয়েই-চিনচেং এবং তাওকৌ-চিংহুয়া রেলপথগুলি দখল করার জন্য এবং পিপিং-লিয়াওনিং, পিপিং-হ্যাঙ্কাও, তিয়েনসিন-পুকোও, সিংতাও-সিনান, লুংহাই এবং সাংহাই-নানকিং রেলপথগুলি ছিন্ন করে দেওয়ার জন্যও আমাদের যথাশক্তি চেষ্টা করতে হবে। একই সঙ্গে, যত বেশী সংখ্যক সম্ভব গ্রাম, জেলা, উচ্চতর প্রশাসনিক কেন্দ্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর দখল করে নেওয়ার জন্যও আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়োজিত করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে, নূতন চতুর্থ সৈন্যবাহিনী নানকিং, তাইহু হ্রদ এবং তিয়েনমু পর্বতের মধ্যবর্তী এবং ইয়াংসি ও হুয়াই নদীগুলির মধ্যবর্তী বহু বিভাগীয় শহর দখল করে নেওয়ার ফলে এবং শানতুংয়ে অবস্থিত আমাদের সৈন্যবাহিনী পূর্ব শানতুং উপদ্বীপের পুরোটা দখল করে নেওয়ার ফলে এবং শানসি-সুইয়ুআন সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের সৈন্যবাহিনী পিকিং-সুইয়ুআন রেলপথের উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত বহু নগর ও

সব সুবিধা-সুযোগ মেনে নিতে প্রস্তুত এবং আলোচনার সম্ভাব্য দুটি পরিণতির মোকাবিলা করার কর্মনীতির ব্যাপারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। উত্তরাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, মধ্য ও দক্ষিণ চীনের মুক্তাঞ্চলের সংগ্রামে যথাক্রমে যে সব নীতি অনুসরণ করতে হবে এতে সেই সব নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার জন্য সতর্ক সচেতনতা অবলম্বন ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনোপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন না করার জন্য এতে সমগ্র পার্টিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কমরেড মাও সে-তুঙ এবং তার সহযোগীবৃন্দ ২৮শে আগস্ট চুংকিংয়ে এসে পৌছান এবং ৪৩ দিন ধরে কুওমিনতাঙের সঙ্গে আলোচনা করেন। যদিও আলোচনার ফল হিসাবে শুধুমাত্র "কুওমিনতাঙ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার সংক্ষিপ্তসার" ("১০ই অক্টোবরের চুক্তি" নামেও তা পরিচিত) দলিলটিই প্রকাশিত হয়েছিল তবু এই আলোচনা এই দিক থেকে সফল হয়েছিল যে তা প্রচুর পরিমাণে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগকে বাড়িয়ে দেয় এবং কুওমিনতাঙ-কে নিষ্ক্রিয় একটা অবস্থায় ঠেলে দেয়। কমরেড মাও সে-তুঙ ১১ই অক্টোবর ইয়েনানে ফিরে আসেন। কমরেড চৌ এন-লাই ও কমরেড ওয়াং জো-ফেই আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য চুংকিংয়ে থেকে যান। আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে জানার জন্য এই খণ্ডের পরবর্তী প্রবন্ধ "চুংকিং আলোচনা প্রসঙ্গে" দেখুন।

শহর দখল করে নেওয়ার ফলে খুবই অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আক্রমণ অভিযানের আরেকটি পর্যায়ের পর নিম্ন ইয়াংসি ও হুয়াই নদীর অববাহিকার অধিকাংশ অঞ্চল, শানতুং, হোপেই, শানসি এবং সুইয়ুআন প্রদেশগুলির অধিকাংশ অঞ্চল, জেহোল ও চাহার প্রদেশের সমস্তটুকু এবং লিয়াওনিং প্রদেশের একটা অংশের ওপর আমাদের পার্টির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।

বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এরা সকলেই চীনে গৃহযুদ্ধের পক্ষপাতি নয়[১]। একই সঙ্গে আমাদের পার্টি শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্য এই তিনটি মহান শ্লোগান[২] হাজির করেছে এবং ঐক্য ও জাতীয় পুনর্গঠনের বিরাট সমস্যাগুলি নিয়ে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ, চৌ এন-লাই এবং জো-ফেই-কে চুংকিংয়ে প্রেরণ করছে; চীনা প্রতিক্রিয়াবাদীদের গৃহযুদ্ধ বাধানোর চক্রান্তকে এভাবে বানচাল করে দেওয়া সম্ভবপর হতে পারে। সাংহাই, নানকিং এবং অন্যান্য স্থান পুনরুদ্ধার করে, সমুদ্রপথে যোগাযোগ উন্মুক্ত করে দিয়ে, শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের দখল নিয়ে, তাঁবেদার সৈন্যদের নিজের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে কুওমিনতাঙ এখন তার অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অজস্র হা-মুখ ক্ষতচিহ্নে তা লাঞ্ছিত, অসংখ্য আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে তা দীর্ণ-বিদীর্ণ ও বিরাট বাধা বিপত্তিতে তা পরিপূর্ণ। আলোচনার পর কুওমিনতাঙ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাপে পড়ে শর্তাধীনে আমাদের পার্টির মর্যাদাকে সম্ভবতঃ স্বীকার করে নেবে। আমাদের পার্টিও শর্তাধীন কুওমিনতাঙের মর্যাদাকে স্বীকার করে নেবে। এর ফলে দুই পার্টির (এবং ডিমোক্র্যাটিক লীগ[৩] ইত্যাদি পার্টির) মধ্যে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ বিকাশের একটি নূতন পর্যায়ের সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় আমাদের পার্টিকে বৈধ সংগ্রামের সব কটি পদ্ধতি আয়ত্ত করে কুওমিনতাঙ অঞ্চলের মহানগর, গ্রামাঞ্চল ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার তিনটি প্রধান ক্ষেত্রের (আমাদের কাজকর্ম যেখানে এযাবৎ দুর্বল হয়েই রয়েছে সেখানকার) কাজকর্মকে তীব্রতর করে তুলতে প্রয়াসী হতে হবে। আলোচনাকালে, কুওমিনতাঙ নিশ্চিতভাবেই দাবী জানাবে আমরা যেন মুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ কঠোরভাবে কমিয়ে আনি, মুক্তিফৌজের শক্তি হ্রাস করি এবং স্বতন্ত্র মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করি। আমরা আমাদের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগগুলি স্বীকার করে নিতে এবং জনগণের মৌলিক স্বার্থের পক্ষে হানিকর না হলে সেগুলিকে মেনে নিতেও রাজী আছি; কারণ এরকম সুযোগ-সুবিধাগুলি স্বীকার করে না নিলে কুওমিনতাঙের গৃহযুদ্ধ বাধানোর চক্রান্তকে আমরা বানচাল করে দিতে পারবো না, রাজনৈতিক উদ্যোগ ফিরিয়ে আনতে পারবো না, বিশ্ব জনমতের ও দেশের মধ্যেকার মধ্যপন্থীদের সহানুভূতি লাভ করতে পারবো না এবং বিনিময়ে আমাদের পার্টির আইনানুগ মর্যাদা

এবং শান্তির অবস্থাকেও ফিরিয়ে আনতে পারবো না। কিন্তু এই সুযোগ-সুবিধা মেনে নেওয়ারও একটা সীমা আছে ; এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে—এতে করে জনগণের মৌলিক স্বার্থের কোন হানি ঘটানো চলবে না।

আমাদের পার্টি এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার পরও যদি কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধ চালাতে চায় তাহলে তা সমগ্র জাতি ও সারা দুনিয়ার কাছে হেয় প্রতিপন্ন হবে এবং এই সব আক্রমণ আত্মরক্ষার্থে চুরমার করে দেওয়ার জন্য আমাদের পার্টির যুদ্ধ পরিচালনা ন্যায্য বলেই বিবেচিত হবে। তাছাড়া আমাদের পার্টি এখন শক্তিশালী, আজ যদি কেউ আমাদের আক্রমণ করে তবে অবস্থা সহায়ক থাকলে আমরা নিশ্চিতভাবেই আত্মরক্ষার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে কঠোরভাবে, পুরোপুরি, সম্পূর্ণভাবে ও নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো (তবে আমরা অবিবেচকের মতো কোন আঘাত হানতে যাবো না, আঘাত যখন হানবো তখন আমাদেরকে জয়লাভের জন্যই তা করতে হবে)। প্রতিক্রিয়াশীলদের হম্বিতম্বি দেখে আমাদের দমে যাওয়া চলবে না। কিন্তু সব সময়ই আমাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা চাই আর কোনো সময়ই ভুলে যাওয়া চলবে না সেই মূলনীতিগুলিকে ঃ ঐক্য, সংগ্রাম, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্য ; উপযুক্ত কারণ থাকলে, সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে এবং সংযমের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হবে ; দ্বন্দ্বগুলির সদ্ব্যবহার করতে হবে, অধিকাংশকে সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে, মুষ্টিমেয়ের বিরোধিতা করতে হবে এবং একে একে শত্রুকে শেষ করে দিতে হবে।[৪]

কোয়ানতুং, হুনান, হুপে, হোনান ও অন্যান্য কিছু প্রদেশে আমাদের পার্টির বাহিনীগুলি উত্তর চীনের এবং ইয়াংসি ও হুয়াই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের বাহিনীগুলির চেয়ে অধিকতর কঠিন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন। এইসব অঞ্চলের কমরেডদের কথা কেন্দ্রীয় কমিটি অনেক করে ভাবছে। কিন্তু কুওমিনতাঙের বহু দুর্বল স্থান রয়েছে এবং তার এলাকা আয়তনে বিশাল ; সামরিক নীতির ক্ষেত্রে (সৈন্য চলাচল ও অভিযানের ব্যাপারে) বড়ো রকমের ভুল না করলে এবং জনগণের সঙ্গে ঐক্যের নীতি অনুসরণ করলে, আত্মম্ভরী ও হঠকারী না হয়ে বিনয় ও বিচক্ষণ হলে আমাদের কমরেডগণ অবস্থার মোকাবিলা করতে পুরোপুরি সমর্থ হবেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাওয়ার পর এই সব অঞ্চলের কমরেডদের তাদের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে হবে, নিজেদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে, বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করতে হবে, নিজেদের অক্ষত রাখতে হবে এবং শক্তিকে বাড়িয়ে ও সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে। যখন কুওমিনতাঙ আপনাদের সঙ্গে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারবে না, তখন বাধ্য হয়ে তা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবে, আপনাদের বাহিনীকে স্বীকৃতি দেবে এবং

উভয় পক্ষের সুবিধাজনক ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হবে। কিন্তু আপনাদের নিশ্চিতভাবেই আলাপ-আলোচনার ওপর ভরসা করে বসে থাকলে চলবে না কিংবা কুওমিনতাঙ সহৃদয় হয়ে উঠবে এই আশা করলে চলবে না কারণ তা কোনকালেই সহৃদয় ও সদাশয় হয়ে উঠবে না। আপনাদেরকে আপনাদের শক্তির ওপরই নির্ভর করতে হবে, পার্টির অভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক ও জনগণের সঙ্গে উত্তম সম্পর্কের ওপর নির্ভর করতে হবে। জনগণের উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করুন— এই হচ্ছে আপনাদের পথ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের পার্টির সামনে এমন অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে যাকে অবহেলা করা চলে না এবং সকল পার্টি-সদস্যকেই মানসিক দিক থেকে ভালোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির গতিধারা আমাদের পার্টিও জনগণের খুবই অনুকূলে রয়েছে। যতক্ষণ পার্টি এক হয়ে, সংঘবদ্ধ হয়ে থাকবে ততক্ষণ আমরা ধাপে ধাপে সমস্ত বাধাবিঘ্নকেই দূর করে দিতে পারবো।

টীকা

১। জাপানের আত্মসমর্পণের সময়টিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সকলেই একটা পর্যায়ে চীনে গৃহযুদ্ধের পক্ষপাতী ছিল না। ঘটনার বিকাশের মধ্য দিয়ে অবশ্য শীঘ্রই দেখা গেল যে চীনে গৃহযুদ্ধের পক্ষপাতী না থাকার ব্যাপারে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত বক্তব্যটি আসলে ছিল প্রতিক্রিয়াবাদী কুওমিনতাঙ সরকারকে প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার একটি আবরণ মাত্র।

২। ১৯৪৫ সালের ২৫শে আগস্ট চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত ঘোষণায়" শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের তিনটি মহান শ্লোগান উপস্থিত করে। এই ঘোষণায় দেখিয়ে দেওয়া হয় যে জাপানের আত্মসমর্পণের পর "সমগ্র জাতির সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে দেশে ঐক্য সুসংহত করা, আভ্যন্তরীণ শান্তি সুরক্ষিত করা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং জনগণের জীবনজীবিকার উন্নতিসাধন করা যাতে করে শান্তি, গণতন্ত্র ও ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য অর্জন করা, স্বাধীন, মুক্ত, সমৃদ্ধ ও শক্তিমান নয়া চীন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।"

৩। "ডিমোক্র্যাটিক লীগ" ১৯৪১ সালে চায়না ফেডারেশন অফ ডিমোক্র্যাটিক পলিটিক্যাল গ্রুপস এই নাম নিয়ে গঠিত হয়। ১৯৪৪ সালে "চায়না ডিমোক্র্যাটিক লীগ" নামে তা পুনর্গঠিত হয়।

৪। "জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশলগত সাম্প্রতিক সমস্যাবলী" এবং "কর্মনীতি সম্পর্কে" মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ দেখুন।

চুংকিং আলোচনা সম্পর্কে

১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের কমরেডরা তা জানতেই আগ্রহী। এবার চুংকিংয়ে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার আলোচনা চলছে তেতাল্লিশ দিন ধরে। ফলাফল এর মাঝেই খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।[১] দুই পার্টির প্রতিনিধিরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন! আলোচনায় ফল পাওয়া গেছে। কুওমিনতাঙ শান্তি ও ঐক্যের নীতি গ্রহণ করেছে, জনগণের কিছু কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে নিয়েছে, এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে গৃহযুদ্ধ পরিহার করা উচিত এবং দুই পার্টির শান্তিতে সহযোগিতা করে নয়া চীন গড়ে তোলা উচিত। এই সব বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। অন্য কিছু কিছু বিষয় আছে যেক্ষেত্রে কোনো সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুক্ত এলাকার প্রশ্নের সমাধান হয়নি এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নেরও কোনো প্রকৃত সমাধানে পৌঁছানো সম্ভবপর হয়নি। যে সব সমঝওতায় পৌঁছানো গেছে তাও এখন পর্যন্ত শুধু কাগজে-পত্রেই রয়ে গেছে। কাগজে লেখা কথা তো আর বাস্তবের সমতুল নয়। বাস্তব সত্য একথা দেখিয়ে দিয়েছে এসব কিছুকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে এখনো খুব জোরদার প্রয়াসই চালাতে হবে।

কুওমিনতাঙ একদিকে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছে আর অন্যদিকে প্রচণ্ড শক্তিতে মুক্ত অঞ্চলে আক্রমণ চালাচ্ছে। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের অবরোধকারী সৈন্যদের কথা ছেড়ে দিলেও এর মাঝেই আট লক্ষ কুওমিনতাঙ সৈন্য প্রত্যক্ষভাবে এইসব আক্রমণে লিপ্ত রয়েছে। যেখানে যেখানে মুক্ত অঞ্চল রয়েছে সেখানেই যুদ্ধ চলছে বা যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। "১০ই অক্টোবরের সমঝওতার" প্রথম ধারাই হচ্ছে "শান্তি ও পুনর্গঠন সম্পর্কে" ; কাগজ-পত্রের এই কথাগুলি কি বাস্তবের বিরুদ্ধাচার করছে না? হ্যাঁ, তা করছে। তারই জন্য আমরা বলছি এখনও যা কাগজ-পত্রে রয়ে গেছে তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে আমাদের দিক থেকে আরো প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ

চুংকিং থেকে ফিরে আসার পর ইয়েনানে কর্মীদের একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন।

পরিচালনার জন্য কুওমিনতাঙ এতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমবেত করেছে কেন? কারণ বহু আগে থেকেই তারা মনস্থির করে বসে আছে জনগণের বাহিনীকে, আমাদেরকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দেবেই। ওদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হয় একেবারে দ্রুত যদি আমাদের শেষ করে দেওয়া যায়; কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তারা চায় আমাদের অবস্থাকে খারাপ করে তোলা এবং নিজের অবস্থার উন্নতিসাধন করা। শান্তির কথা যদিও চুক্তিপত্রে লেখা রয়েছে, বাস্তবে তা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শানসি প্রদেশের শাংতাঙ এলাকার মতো স্থানগুলিতে বেশ ব্যাপক আকারেই যুদ্ধ চলছে। তিনদিকে তানহাই, তাইয়ুয়ে এবং চুংতিয়াও পর্বত ঘেরা শাংতাঙ এলাকা অনেকটা একটা গামলার মতো। গামলাটিতে যথেষ্ট উপাদেয় মাছ-মাংস রয়েছে এবং ইয়েন সি-শান তেরো ডিভিশন সৈন্য পাঠিয়েছিলেন তা বাগিয়ে নেওয়ার জন্য। আমাদের নীতি বহু আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল—যেমন কুকুর তেমন মুগুরের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য আমরা লড়াই করে যাবো। এ যাত্রা আমরা আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাতের ব্যবস্থা করেছি, লড়াই করেছি এবং খুবই চমৎকার ফল লাভ করেছি। এক কথায়, আমরা তেরোটি ডিভিশনকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। তাদের আক্রমণকারী বাহিনীতে ছিল ৩৮,০০০ সৈন্য আর আমরা নিয়োজিত করেছিলাম ৩১,০০০ সৈন্য। তাদের ৩৮ হাজার সৈন্যের মধ্যে ৩৫ হাজার ধ্বংস হয়েছে, দুহাজার পালিয়েছে আর এক হাজার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।[২] এ ধরনের যুদ্ধ চলবেই। তারা মরীয়া হয়ে আমাদের মুক্ত অঞ্চল গ্রাস করতে চাইছে। এটা বোঝা সত্যিই দুষ্কর মনে হয়। এই গ্রাস করার ব্যাপারে তারা এতো ব্যাকুল কেন? মুক্ত অঞ্চলগুলি আমাদের হাতে জনগণের হাতে থেকে যাওয়াই ভালো নয় কি? হ্যাঁ, ভালোই তো; কিন্তু এটা হচ্ছে আমরা যা ভাবি, জনগণ যা ভাবেন, ওরাও যদি তা ভাবতো তবে তো ঐক্যই হয়ে যেতো এবং আমরা সকলেই একে অন্যের "কমরেড" হয়ে যেতাম। কিন্তু ওরা এরকম ভাবে না; তারা দৃঢ়ভাবে আমাদের বিরোধিতা করে যাবেই। কেন আমাদের বিরোধিতা করা তাদের উচিত নয় এটা তারা বুঝতে পারে না। আমাদের আক্রমণ করবে এটাই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অন্যদিকে, আমরাও বুঝতে পারি না আমাদের মুক্ত অঞ্চল তাদেরকে দখল করে নিতে কেন দেব। এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে আমরা পাল্টা আঘাত হানবো। যখন এরকম দুটো "বুঝতে পারি-না কেন"-র মোকাবিলা হয়, তখনই যুদ্ধ বাধে। যেহেতু এরকম দুটো বুঝতে-পারছি-না কেন রয়েছে তাই ও নিয়ে আর আলোচনার কী আছে? আর তারাই বা "১০ই অক্টোবরের সমঝওতা" করলো কেন? এ দুনিয়ায় ঘটনাগুলি বড়োই জটিল

এবং নানা বিষয় মিলে তবেই তা ঘটে থাকে। শুধু একটি দিক থেকে নয়, বিভিন্ন দিক থেকেই সমস্যাটিকে তাদের দেখা উচিত। চুংকিংয়ে কিছু লোক মনে করেন চিয়াং কাই-শেক একজন অবিশ্বস্ত ব্যক্তি আর প্রতারণাই হচ্ছে তার কাজ, তাই, তার সঙ্গে আলোচনা করে কিছুই লাভ নেই। ওখানে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কুওমিনতাঙের অন্তর্ভুক্ত কিছুকিছু লোকজনসহ তারা অনেকেই আমাকে একথা বলেছেন। আমি তাদের বলেছি তারা যা বলছেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও তথ্যনির্ভর বক্তব্য এবং গত আঠারো বছরের অভিজ্ঞতায়[৩] আমরা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, ব্যাপারটা তা-ই দাঁড়াবে। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি তাদের আলোচনায় বিফল হবেন, নিশ্চয়ই যুদ্ধ শুরু করে দেবেন এবং একে অন্যের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু এটি হচ্ছে ব্যাপারটির একটি দিক মাত্র। অন্যদিকটি হচ্ছে, আরও বহু বিষয় আছে যা চিয়াং কাই-শেককে খুবই সংশয়ে ফেলবে। ঐ বিষয়গুলির মধ্যে তিনটি প্রধান ব্যাপার হচ্ছে মুক্ত অঞ্চলের শক্তি, বিরাট পশ্চাৎ অঞ্চলে জনগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের প্রতি বিরূপতা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। আমাদের মুক্ত অঞ্চলে দশ কোটি অধিবাসী রয়েছেন, দশ লক্ষ সৈন্য ও বিশ লক্ষ নগররক্ষী বাহিনী রয়েছেন—এটা এমন একটা শক্তি যাকে তুচ্ছ করার হিম্মৎ কারো হবে না। জাতির রাজনৈতিক জীবনে আমাদের পার্টির অবস্থা আর ১৯২৭ সালে যা ছিল বা ১৯৩৭ সালে যা ছিল তার মতো নেই। যে কুওমিনতাঙ সব সময় কমিউনিস্ট পার্টির সম-মর্যাদাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এসেছে তাকে আজ বাধ্য হয়ে তা মেনে নিতে হয়েছে। মুক্ত অঞ্চলে আমাদের কাজকর্ম এর মাঝেই সমগ্র চীন এবং গোটা দুনিয়াকে প্রভাবিত করেছে। বিশাল পশ্চাৎ অঞ্চলের জনগণ শান্তি চান এবং গণতন্ত্রের প্রয়োজন তাদের রয়েছে। চুংকিংয়ে থাকাকালে ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি একটা গভীর সমর্থনের বোধই আমি লক্ষ্য করেছি। তারা কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ এবং আমাদের ওপরই তারা আশাভরসা করছেন। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আমেরিকানসহ এমন বহু বিদেশীদের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে। বিদেশের ব্যাপক জনগণ চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতি বিক্ষুব্ধ এবং চীনের জনগণের বাহিনীর প্রতিই তারা সহানুভূতিশীল। তারাও চিয়াং কাই-শেকের কর্মনীতিকে অপছন্দ করেন। দেশের ও দুনিয়ার সকল ভাগেই আমাদের বহু মিত্র রয়েছেন; আমরা বিচ্ছিন্ন নই। চীনে গৃহযুদ্ধের যারা বিরোধী আর শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী এ রকম জনগণ শুধু আমাদের মুক্ত অঞ্চলে রয়েছেন তাই নয়, তারা রয়েছেন কুওমিনতাঙ-শাসিত বিরাট পশ্চাৎ অঞ্চলে এবং সারা দুনিয়া জুড়ে। চিয়াং কাই-শেকের মনোগত বাসনা হচ্ছে তার একনায়কত্ব

অব্যাহত রাখা ও কমিউনিস্ট পার্টিকে শেষ করে দেওয়া কিন্তু তার পথে রয়েছে বহু বাস্তব বাধা-বিপত্তি। সুতরাং তাকে খানিকটা বাস্তববাদী হতেই হয়েছে। তিনি যখন বাস্তববাদী হয়েছেন আমরাও তাই বাস্তববাদী হয়েছি। তিনি বাস্তব বুদ্ধি থেকে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমরাও বাস্তব বুদ্ধি থেকে তার সাথে আলোচনা করতে গিয়েছি। ২৮শে আগস্ট আমরা চুংকিং পৌঁছেছি। ২৯শে সন্ধ্যায় আমি কুওমিনতাঙ প্রতিনিধিদের বলেছি ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা[৪] থেকেই দেশ শান্তি ও ঐক্যের প্রয়োজন বোধ করে এসেছে। আমরা শান্তি ও ঐক্যের কথা বলে এসেছি কিন্তু তা বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেকার ১৯৩৬ সালের সিয়ানের ঘটনার[৫] পর শুধু শান্তি ও ঐক্য বাস্তবে অর্জিত হয়েছিল। ঐ যুদ্ধের আটটি বছর জাপানের বিরুদ্ধে আমরা একসাথে যুদ্ধ করে এসেছি। গৃহযুদ্ধ কিন্তু কোনো সময়ই বন্ধ হয়নি ; ছোটো-বড়ো সংঘর্ষ একটানা চলেই আসছিল। কোনো গৃহযুদ্ধ ছিল না একথা বলা আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল এবং বাস্তব তথ্যের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। গত আট বছরে আমরা বারবার আলোচনায় আমাদের আগ্রহের কথা বলে এসেছি। আমাদের পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে আমরা ঘোষণা করেছি "যে মুহূর্তে তারা তাদের বর্তমান ভ্রান্ত নীতিগুলি খারিজ করে দেবেন ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের ব্যাপারে সম্মতি জানাবেন তখনই আমরা কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে রাজী আছি।[৬] আলোচনাকালেও আমরা বলেছি, প্রথম কথা, চীনের প্রয়োজন শান্তি, আর দ্বিতীয় কথা, চীনের প্রয়োজন গণতন্ত্র। চিয়াং কাই-শেক আপত্তি করার কোনো হেতু খুঁজে পাননি এবং তাকেও সম্মত হতে হয়েছে। এদিকে, "আলোচনার সংক্ষিপ্তসারে" প্রকাশিত শান্তির নীতি ও গণতন্ত্র প্রসঙ্গে যে সব সমঝওতা হয়েছে তা এখনো বাস্তবে রূপলাভ করেনি, কাগজে-পত্রেই রয়ে গেছে ; অন্যদিকে বিচিত্র শক্তির বিন্যাসের ফলেই তা সম্পাদিত হয়েছে। মুক্ত অঞ্চলের জনগণের শক্তি, বিরাট পশ্চাৎ অঞ্চলের জনগণের শক্তি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই সাধারণ গতিধারাই কুওমিনতাঙকে ঐসব কিছুকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

পরিস্থিতির ওপরই নির্ভর করবে "আঘাতের বদলে কী করে পাল্টা আঘাত হানা হবে।" অনেক সময় আলাপ-আলোচনায় না যাওয়াই হবে উপযুক্ত পাল্টা ব্যবস্থা, আবার অনেক সময় আলাপ-আলোচনায় যাওয়াই হবে সঠিক ব্যবস্থা। আগে না যাওয়াই ছিল সঠিক, এখন যাওয়াটাই হচ্ছে সঠিক কাজ ; দুটো ক্ষেত্রেই আঘাতের বদলে আমরা পাল্টা আঘাত হেনেছি। এবার আলোচনা করতে রাজী হয়ে আমরা ভালোই করেছি কারণ এতে করে কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি ও ঐক্য চায় না বলে

কুওমিনতাঙ যে গুজব রটাচ্ছিল তাকে অসার প্রতিপন্ন করে দেওয়া গেছে। তারা পর পর তিন তিনটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং তার পরই আমরা গিয়েছি। কিন্তু ওরা একেবারেই অপ্রস্তুত ছিল এবং আমাদেরই সব-কটি প্রস্তাব পেশ করতে হয়েছিল। আলোচনার ফল হিসাবে, কুওমিনতাঙ শান্তি ও ঐক্যের সাধারণ নীতিটি মেনে নিয়েছে। এটা ভালোই হয়েছে। কুওমিনতাঙ আবার যদি গৃহযুদ্ধ বাধায় তবে সমগ্র জাতি ও গোটা দুনিয়ার চোখে তা হেয় প্রতিপন্ন হবে এবং আত্মরক্ষার্থে ওদের আক্রমণ গুড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ততা আমাদের দিক থেকে আরো বেশী করেই থাকবে। "১০ই অক্টোবরের সমঝওতা" যখন সম্পাদিত হয়েছে আমাদের কাজ হচ্ছে এই সমঝওতার পক্ষে দাঁড়ানো, কুওমিনতাঙ যাতে তা মেনে চলে তার দাবী জানানো এবং শান্তির জন্য চেষ্টা করে যাওয়া। যদি ওরা যুদ্ধ বাধায়, আমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। এই হচ্ছে অবস্থা ঃ তারা আক্রমণ করলেও আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবো, লাভের মধ্যে এইটুকুই তাদের লাভ হবে ; তাদের কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে কিছুটা সন্তোষ লাভ করা যাবে ; খানিকটা বেশীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে খানিকটা বেশী সন্তোষ লাভ করা যাবে ; তাদের পুরো দঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে পুরোপুরি সন্তোষ লাভ করা যাবে। চীনের সমস্যাগুলি খুবই জটিল, আমাদের মস্তিষ্ককেও খানিকটা জট পাকিয়ে নিতে হবে। তারা যদি যুদ্ধ শুরু করে দেয়, আমরা পাল্টা আঘাত হানবো এবং শান্তি অর্জনের জন্য লড়াই চালাবো। মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করতে দুঃসাহসী প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্ত আঘাত না হানলে শান্তি আসবে না।

কিছু কিছু কমরেড প্রশ্ন করেছেন আমরা আটটি মুক্ত অঞ্চল ছেড়ে দিয়েছি কেন?[৭] এই আটটি অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া খুবই দুঃখের কথা কিন্তু তা করা ভালোই হয়েছে। এটা দুঃখের কথা কেন? এটা দুঃখের কথা এই জন্যই যে এই মুক্ত অঞ্চলগুলি জনগণ সৃষ্টি করেছেন ও কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে তিল তিল করে রক্ত দিয়ে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঐগুলিকে গড়ে তুলেছেন। তাই যে অঞ্চলগুলি আমরা ছেড়ে দিতে যাচ্ছি সেই ব্যাপারে জনগণকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদিই গ্রহণ করতে হবে। এই অঞ্চলগুলি আমরা ছেড়ে দিচ্ছি কেন? কারণ তা না করলে কুওমিনতাঙ শান্তি পাবে না। তারা নানকিংয়ে ফিরে যাচ্ছে কিন্তু ঐ মুক্ত অঞ্চলের কয়েকটি দক্ষিণে একেবারে তাদের গা ঘেঁষে রয়েছে অথবা তাদের যোগাযোগ পথের একেবারে ওপরেই পড়েছে। আমরা যতক্ষণ ওখানে থাকছি ততক্ষণ বেচারারা শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারবে না

আর তাই সর্বশক্তি দিয়ে তারা ঐ জায়গাগুলি কব্জা করার জন্য লড়বে। এ ক্ষেত্রে এই সুবিধাটুকু দিয়ে দেওয়ার ফলে গৃহযুদ্ধ বাধানোর কুওমিনতাঙের চক্রান্তকে বানচাল করে দেওয়া যাবে এবং দেশে ও দুনিয়ায় অসংখ্য মধ্যবর্তী লোকজনদের সহানুভূতি অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর সকল প্রচার মাধ্যমই কুওমিনতাঙের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সবগুলিই হচ্ছে গুজব রটনার কারখানা। সাম্প্রতিক আলোচনা সম্পর্কে তারা এই গুজব রটিয়ে চলেছে যে কমিউনিস্ট পার্টি শুধু এলাকা বাগিয়ে নেওয়ার তালেই রয়েছে এবং কোনোরকম সুবিধা-সুযোগই ওরা দিতে চায় না। আমাদের কর্মনীতি হচ্ছে জনগণের মৌল স্বার্থ রক্ষা করা। জনগণের মৌল স্বার্থের হানিসাধন না করার মূলনীতি অনুসারে সমগ্র দেশের জনগণের বাঞ্ছিত শান্তি ও গণতন্ত্রের বিনিময়ে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া অনুমোদন করার যোগ্য। অতীতেও চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে মোকাবিলার সময় সুযোগ-সুবিধা এবং বেশ বড়ো রকমের সুযোগ-সুবিধাই আমরা দিয়েছি। ১৯৩৭ সালে জাতি-জোড়া প্রতিরোধের যুদ্ধকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার জন্য আমরা স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতেই "শ্রমিক ও কৃষকদের বিপ্লবী সরকার" এই নামটি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম, লালফৌজের নাম বদল করে "জাতীয় বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী" করে দিয়েছিলাম এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার নীতি বদল করে খাজনা ও সুদ কমানোর নীতি গ্রহণ করেছিলাম। এবার দক্ষিণের কিছু কিছু অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে সমগ্র চীন ও গোটা দুনিয়ার জনগণের কাছে কুওমিনতাঙের গুজব রটানোকে আমরা পুরোপুরি ছিন্নভিন্ন করে দিতে পেরেছি। সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপারেও সেই এক কথা। কুওমিনতাঙের প্রচার মাধ্যমগুলো বলে বেড়াচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি শুধু বন্দুক বাগিয়ে নিতেই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি আমরা ওদের সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করে নিতে রাজী। প্রথমতঃ, আমরা আমাদের সৈন্যদলের বর্তমান শক্তি হ্রাস করে তাকে ৪৮ ডিভিশন করে দেওয়ার প্রস্তাব করেছি। কুওমিনতাঙের রয়েছে ২৬৩ ডিভিশন সৈন্য, তাই আমাদের শক্তি হচ্ছে এদের মোট শক্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। পরে আমরা তা আরো হ্রাস করে ৪৩ ডিভিশন করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছি অর্থাৎ ওদের মোট সৈন্যসংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ করে নিতে বলেছি। কুওমিনতাঙ তখন বলল তারা তাদের সৈন্যবাহিনী কমিয়ে ১২০ ডিভিশন করে নেবে। আমরা বলেছি আমরা সেই অনুপাতে আমাদের সৈন্য হ্রাস করে ২৪ ডিভিশন বা ২০ ডিভিশন পর্যন্ত করে নিতে রাজী আছি আর তা হলেও অনুপাত সাত ভাগের এক ভাগই থাকবে। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীতে সৈনিকের তুলনায় অফিসারের সংখ্যা অযথা বেশী এবং

তাদের একটা ডিভিশনের মোট লোকসংখ্যা ছয় হাজারের কম। তাদের হিসাবমতো চললে আমাদের ১২ লক্ষ সৈন্যকে নিয়ে আমরা দু'শত ডিভিশন গড়ে নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করছি না ফলে কুওমিনতাঙ আর কিছু বলতে পারছে না আর তাদের সকল গুজবই একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। তার অর্থ কি তবে এই যে আমরা আমাদের বন্দুকগুলি কুওমিনতাঙের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি! মোটেই তা নয়। আমরা যদি আমাদের বন্দুকগুলি ওদের দিয়ে দিই তবে কুওমিনতাঙের অনেক বেশি বন্দুক হয়ে যাবে না কি? জনগণের অস্ত্রশস্ত্র, প্রতিটি বন্দুক আর প্রতিটি বুলেট সব কিছুই ঠিকঠাক রাখতে হবে এবং সেগুলি হস্তান্তর করে দেওয়া চলবে না।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেডদের আমি এইটুকুই বলতে চাই। বর্তমান পরিস্থিতির বিকাশে নানা দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। কুওমিনতাঙ ও আমাদের পার্টির মধ্যেকার আলোচনাকালে কিছু কিছু ব্যাপারে সমঝওতা হয়েছে কিন্তু অন্য কিছু ব্যাপারে কোনো সমঝওতা হয়নি কেন? কেন "আলাপ-আলোচনার সংক্ষিপ্তসারে" শান্তি ও ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে অথচ আসলে যুদ্ধ কিন্তু অব্যাহতভাবে চলছেই? কিছু কিছু কমরেড এ সব দ্বন্দ্ব বুঝে উঠতে পারছেন না। আমি যা বলেছি তা এই সব প্রশ্নগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই। যে চিয়াং কাই-শেক সব সময় কমউনিস্ট-বিরোধিতা ও জনগণের প্রতিকূলতা করে এসেছেন তার সঙ্গে আলোচনায় আমরা কেন রাজী হলাম তা কিছু কমরেড বুঝে উঠতে পারেন না। কুওমিনতাঙ যদি তাদের নীতি বদলায় তবে তাদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা সম্মত আছি—সপ্তম কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের পার্টি ঠিক কাজ করেছে, না ভুল করেছে? তা পুরোপুরি সঠিক কাজই করেছে। চীনের বিপ্লব একটি দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লব এবং বিজয় শুধুমাত্র ধাপে ধাপেই অর্জন করা যাবে। আমাদের প্রয়াসের ওপরই চীনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মাস ছয়েক বা ঐ রকম সময় অবস্থা খানিকটা গোলমেলে থাকবে। তা যাতে সমগ্র দেশের জনগণের পক্ষে সহায়ক একটা দিকে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য আমাদের প্রয়াসকে চতুর্গুণ করে তুলতে হবে।

এখন আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে কটি কথা বলতে চাই। উপস্থিত কমরেডদের অনেকেই ফ্রন্টে চলে যাবেন। অনেকেই পরম উৎসাহভরে ফ্রন্টে কাজে যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন, তাদের এই সক্রিয় ও আন্তরিক প্রেরণা খুবই মূল্যবান বস্তু। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু কমরেডের ভুল ধারণাও রয়েছে, নানাবিধ যে বাধাবিপত্তি দূর করতে হবে তা তারা বুঝতে চাইছেন না, ভাবছেন ফ্রন্টে সবকিছু সহজে আর নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে যাবে এবং ইয়েনানের চেয়ে ফ্রন্টে সবকিছু

সহজেই সময়টা চমৎকার কেটে যাবে। এ রকম ভাবনা-চিন্তা করেন এমন কমরেড আছেন কি? আমি মনে করি আছেন। আমি ঐ কমরেডদের তাদের ধারণা শুধরে নিতে বলছি। যদি কেউ ফ্রন্টে যান তবে সেখানে কাজ করার জন্যই তো তিনি যাবেন। ওখানে কাজটা কী? কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা। ঐ সব জায়গায় দূর করার ও সমাধান করার মতো নানা বাধাবিপত্তি ও সমস্যাই আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা ওখানে যাচ্ছি এই বাধাবিঘ্নগুলি দূর করার জন্য কাজ এবং সংগ্রাম করার জন্যই। তাকেই আমরা একজন ভালো কমরেড বলি যিনি যেখানে অধিকতর বাধাবিপত্তি রয়েছে সেখানেই কাজ করতে যেতে অধিক আগ্রহী। ঐ সব জায়গায় কাজ খুবই কঠিন। আমাদের সামনে কঠিন কর্তব্যভার পড়ে রয়েছে, তাকে সমাধান করার জন্য প্রতিনিয়ত তা আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কিছু কিছু কাজকর্ম আছে যা হাল্‌কা কিন্তু অন্য কিছু কাজ আছে যা বেশ ভারী। কিছু লোক ভারী কাজের চেয়ে হাল্‌কা কাজই বেশী পছন্দ করেন ; তারা নিজেরা হাল্‌কা কাজই বেছে নেন এবং অন্যদের জন্য ভারী কাজগুলো রেখে দেন। এটা কোন ভালো মনোভাব নয়। অন্য কমরেডরা হচ্ছেন ভিন্ন কমরেড ; তারা আরাম আর অনায়াসের কাজগুলো অন্যদের জন্য রেখে দিয়ে নিজেরাই ভারী কাজগুলো কাঁধে তুলে নেন ; ভারি কাজের বোঝা তারাই আগে বয়ে নিতে চান, আরাম ভোগের বেলা তারা নিজেদের সবার পিছনে রাখেন। এরাই হলেন ভালো কমরেড। আমাদের সবাইকেই এদের কমিউনিস্ট মানসিকতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

অনেক স্থানীয় কমরেডই তাদের পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে ফ্রন্টে যাবেন। দক্ষিণাঞ্চলের বহু কমরেড যারা একদিন ইয়েনানে এসেছিলেন তারাও এবার ফ্রন্টে যাচ্ছেন। যেসব কমরেড ফ্রন্টে যাবেন তাদের সবাইকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে, একবার ফ্রন্টে গিয়ে পৌঁছাবার পর ওখানকার মাটির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে, সাফল্যের ফুলেফলে তাদের সার্থক হয়ে উঠতে হবে। আমরা কমিউনিস্টরা হচ্ছি বীজ আর জনগণ হচ্ছেন উর্বর জমির মতো। যেখানেই যাই না কেন, জনগণের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে, তাদের মধ্যে ফুলেফলে সার্থক হয়ে উঠতে হবে। আমাদের কমরেডরা যেখানে যান না কেন, তাদের জনসাধারণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাদের সম্পর্কে একান্ত আগ্রহশীল হতে হবে এবং তাদের বাধাবিপত্তিকে দূর করে দিতে সহায়তা করতে হবে। জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ; যত বেশী সংখ্যক জনগণের সঙ্গে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো ততই মঙ্গল। জনগণকে সর্বপ্রকারে আমাদের সমবেত করতে হবে, জনগণের বাহিনীকে সম্প্রসারিত করে তুলতে হবে এবং পার্টির

নেতৃত্বাধীনে আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে হবে ও নূতন চীন গড়ে তুলতে হবে। পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে এই কর্মনীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে কার্যকর করে তোলার জন্য আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম যারা পরিচালনা করেন তাদের ওপরই চীন ভরসা করে রয়েছে। শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য ও তা অর্জন করার পথ দুটোই আমাদের রয়েছে। সমগ্র জাতির সঙ্গে যদি আরো ঘনিষ্ঠতরভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তবে চীনের কাজকর্মকে ভালোভাবেই পরিচালনা করা যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎই রয়েছে। এটাই হচ্ছে সাধারণ গতিধারা। লণ্ডনে পঞ্চ শক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের ব্যর্থতা[৯] থেকে কি এটা বোঝাচ্ছে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে? না, তা বোঝাচ্ছে না। একবার ভেবে দেখুন তো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কী করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে? বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সমস্যার ব্যাপারে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সমঝওতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই সমঝওতা সুবিধাজনকই হবে।[১০] সারা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ দৃঢ়ভাবেই সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। গত ত্রিশ বছরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে কুড়ি বছরের ব্যবধান ছিল। মানুষের ইতিহাসের পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে বিগত ত্রিশ বছরেই শুধু বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার আরো দ্রুততর অগ্রগতিই সাধিত হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিল এবং বহুসংখ্যক কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—আগে ঐ পার্টিগুলির অস্তিত্ব ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, গোটা ইউরোপের চেহারাই বদলে গেছে, দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের চেতনা অনেক উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তিগুলি অনেক বেশী করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আমাদের চীনেও দ্রুত আর গভীর পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। চীনের বিকাশের সাধারণ ধারাও নিশ্চিতভাবেই ভালোর দিকে, খারাপের দিক নয়। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং ইতিহাসের এই সাধারণ গতিধারাকে পরিবর্তন করে দেওয়ার হিম্মৎ কারো নেই। বিশ্বের প্রগতির, সামনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এই বাস্তব সত্যকে জনগণের মধ্যে আমাদের অবিরত প্রচার করে যেতে হবে যাতে করে বিজয়ের ব্যাপারে তাদের আস্থা দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে জনসাধারণকে ও আমাদের কমরেডদের বলে দিতে হবে আমাদের এগিয়ে চলার

পথে নানা আঁকাবাঁকা মোড় ও বাঁক রয়েছে। বিপ্লবের পথে এখনও বহু বাধাবিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকই রয়ে গেছে। আমাদের পার্টির সপ্তম কংগ্রেস ধরেই নিয়েছিল যে আমাদের পথে বহু বাধাবিঘ্নই থাকবে কারণ বাধাবিপত্তিকে কম করে দেখার চেয়ে বেশী করে ধরে নেওয়াই ভাল বলে আমরা মনে করি। কিছু কিছু কমরেড বাধাবিপত্তির কথা নিয়ে বেশী ভাবতে ভালোবাসেন না। কিন্তু বাধাবিপত্তি তো বাস্তব সত্য ; যত বাধাবিপত্তি থাকতে পারে তার সবকটিই আমাদের খেয়াল করে রাখা উচিত হবে এবং "খেয়াল না করার নীতি" গ্রহণ করা উচিত কাজ হবে না। বাধাবিপত্তিকে স্বীকার করে নিতেই হবে, সেগুলিকে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। এই দুনিয়ার সহজ-সরল কোন রাস্তা নেই। আঁকাবাঁকা মোড় ও বাঁকে ভর্তি একটি রাস্তা ধরে চলার জন্যই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সহজ পথে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা উচিত হবে না। এটা ধরে নিলে চলবে না যে একদিন প্রত্যুষে শুভ মুহূর্তে তাবৎ প্রতিক্রিয়াবাদীরা নিজেদের থেকে নতজানু হয়ে সবকিছু মাথা পেতে মেনে নেবে। সংক্ষেপে বলা যায়, ভবিষ্যৎ যদিও উজ্জ্বল তবু পথ হবে আঁকাবাঁকা, মোড়ে আর বাঁকে ভরা। সামনে আমাদের এখনো বহু বাধাবিপত্তি রয়েছে, সেগুলিকে অবজ্ঞা করা উচিত কাজ হবে না। অভিন্ন প্রয়াসে সমগ্র জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা সুনিশ্চিতভাবেই সকল বাধাবিপত্তিকে দূর করে দিতে এবং বিজয় অর্জন করে আনতে পারবো।

টীকা

১। এখানে বলা হচ্ছে "আলাপ-আলোচনার সংক্ষিপ্তসার" বা "১০ই অক্টোবরের চুক্তি" বলে পরিচিত ১৯৪৫ সালের ১০ই অক্টোবর কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত দলিলের কথা। এই সংক্ষিপ্তসার চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উপস্থাপিত "শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের মূল নীতির" সঙ্গে চিয়াং কাই-শেককে সহমতের ভান করতে হয় এবং "শান্তি, গণতন্ত্র, সংহতি ও ঐক্যের ভিত্তিতে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা দৃঢ়ভাবে গৃহযুদ্ধ পরিহার করা ও স্বাধীন, মুক্ত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী চীন গড়ে তোলা" এবং "রাজনৈতিক জীবনের গণতন্ত্রীকরণ, সৈন্যবাহিনীর জাতীয়করণ ও রাজনৈতিক দলগুলির সমতা ও বৈধতাকে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য একান্ত অপরিহার্য পথ হিসাবে" চিয়াং কাই-শেককে মেনে নিতে হয়। কুওমিনতাঙের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দ্রুত অবসান ঘটানো, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান, "ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিশ্বাস, বাক্, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও সংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি যেসব স্বাধীনতা শান্তির

সময়ে গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ উপভোগ করে থাকেন এবং এই নীতি অনুসারে বর্তমান আইন-কানুন ও হুকুমনামাগুলির বিলোপ ও সংশোধন সাধন," "গোয়েন্দা বিভাগের বিলোপ সাধন", "একমাত্র বিচার বিভাগ ও পুলিশ ছাড়া অন্য যেকোন সংস্থার পক্ষ থেকে লোকজনকে গ্রেপ্তার করা, বিচার করা ও শাস্তি প্রদানকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া," "রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করা," "সক্রিয়ভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন পরিচালনা করা এবং নীচের তলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা" ইত্যাদির কথাও তাকে মেনে নিতে হয়। চিয়াং কাই-শেক সরকার অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে গণফৌজের ও মুক্ত অঞ্চলের সরকারগুলির আইনানুগ মর্যাদাকে "সামরিক কর্তৃত্বের সংহতি সাধন" ও "সরকারী প্রশাসনের সংহতি সাধনের" অজুহাত দেখিয়ে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং উদ্ধতভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন গণফৌজ ও মুক্ত অঞ্চলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে অপচেষ্টা করে ; ফলে এই প্রশ্নে কোনো সমঝওতা সম্ভব হয়নি। মুক্ত অঞ্চলের সশস্ত্রবাহিনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সমস্যা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার বিষয়গুলি "আলাপ-আলোচনার সংক্ষিপ্তসার" থেকে নীচে অংশ বিশেষ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে ; "সংক্ষিপ্তসারে" তথাকথিত "সরকার" বলতে চিয়াং কাই-শেকের সরকারকেই বোঝানো হচ্ছে।

"সৈন্যবাহিনীর জাতীয়করণ সম্পর্কে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করে সামরিক কর্তৃত্বকে সুসংহত করার জন্য সরকারের সারা দেশের সশস্ত্রবাহিনীকে যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে, তাকে ধাপে ধাপে কার্যকর করার কর্মসূচী প্রনয়ণ করতে হবে, সামরিক অঞ্চলগুলির নূতন করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং সৈন্যসংগ্রহ ও নূতন সৈন্যনিয়োগ ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করে এরকম কর্মসূচী গৃহীত হলে তা তার নিজের পরিচালনাধীন জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীকে ২৪ ডিভিসনে বা সর্বনিম্ন ২০ ডিভিসনে কমিয়ে নিয়ে আসতে সম্মত আছে এবং বর্তমানে কোয়ানতুং, চেকিয়াং, দক্ষিণ আনহুই, মধ্য আনহুই, হুনান, হুপে ও (উত্তর হোনান ছাড়া) হোনান এই আটটি এলাকায় যে জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে তাদের অপসারিত করে দেওয়ার ব্যাপারে তা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যেসব সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হবে তাদের ক্রমশঃ ঐসব এলাকা থেকে প্রত্যাহার করে ল্যুহাই রেলপথের উত্তরের মুক্ত অঞ্চলে, উত্তর কিয়াংসুতে ও উত্তর আনহুইতে সমবেত করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় সমগ্র দেশব্যাপী সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বর্তমান আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়গুলির নিষ্পত্তি হয়ে গেলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনাধীন জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীকে ২০টি ডিভিসনে পুনর্গঠিত করার কথা বিবেচনা করে দেখতে সরকার সম্মত আছে। এই সৈন্যবাহিনীগুলিকে কোথায় রাখা হবে সে ব্যাপারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা পেশ করতে পারে বলেও তারা জানান। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করে যে কমিউনিস্ট ও তার আঞ্চলিক সামরিক ব্যক্তিবর্গ জাতীয় সামরিক

পর্যদের ও তার বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করবে, সরকারকে 'বর্তমান ব্যক্তিবর্গের ব্যবস্থাকে জেনে নিতে হবে এবং পুনর্গঠিত ইউনিটগুলির বিভিন্ন পদাধিকারী অফিসার হিসাবে বর্তমান ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করতে হবে আর যেসব অফিসারগণ পুনর্গঠনের পর নিযুক্ত হতে পারবেন না তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণদানের কাজে প্রেরণ করতে হবে এবং শূন্যস্থানগুলি পূরণ করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে ও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে জানতে দেওয়া হয় যে এই প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে তাদের কোনো আপত্তি নেই এবং তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় তারা সম্মত আছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করে যে মুক্ত অঞ্চলের সকল গণরক্ষী বাহিনীকে আঞ্চলিক রক্ষীবাহিনী হিসাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী যেখানে যেখানে তার প্রয়োজন হবে বা অনুমোদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেখানে এই রকম সংগঠনের কথা বিবেচিত হতে পারে। এই অনুচ্ছেদে যে সব প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে সে ব্যাপারে বাস্তব পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষই একমত হয়ে তিনজনের একটি সাবকমিটি গঠন করবে যাতে জাতীয় সামরিক পর্যদের সামরিক পরিচালনা সংস্থা, যুদ্ধ মন্ত্রক ও অষ্টাদশ গ্রুপ সৈন্যবাহিনীর থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন।"

মুক্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক সরকার সম্পর্কে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব করে যে মুক্ত অঞ্চলের সকল স্তরে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারকে (কুওমিনতাঙ) সরকারের স্বীকৃতি ও আইনানুগ মর্যাদা দিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় জাপানের আত্মসমর্পণের পর "মুক্ত অঞ্চল" কথাটি অচল হয়ে গেছে এবং এখন সারা দেশের সরকারী প্রশাসনকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে প্রাথমিক সূত্র হাজির করে তাতে বলা হয় আঠারোটি মুক্ত অঞ্চলের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী প্রশাসনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রাদেশিক ও প্রশাসনিক এলাকাগুলির সীমানা নূতন করে নির্ধারণ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সকল সরকারী পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা তা সরকার কর্তৃক পুনর্নিয়োগের জন্য তার কাছে পেশ করবে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় চেয়ারম্যান চিয়াং মিঃ মাও সে-তুঙকে বলেছেন সারাদেশে সামরিক কর্তৃত্ব ও সরকারী প্রশাসনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের ব্যাপার বিবেচনা করে দেখতে সম্মত রয়েছে। প্রতিরোধের যুদ্ধের সময় যেসব অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা হয়েছে সেইসব অঞ্চলের যে প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ কাজকর্ম পরিচালনা করে এসেছেন পার্টিগত সম্পর্ক নির্বিশেষে তাদের দক্ষতা ও সেবার নৈপুণ্য অনুসারে তাদের উপযুক্ত অনুপাতে স্বপদে বহাল রাখার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করবে। তারপর, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় একটি সূত্র পেশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের এবং জেহোল, চাহার, হোপেই, শানতুং এবং

শানসি এই পাঁচটি প্রদেশের সরকারের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়োগ করার আহ্বান জানায় ; এবং সুইয়ুআন, হোনাল, কিয়াংসু, আনহুই, হুপে ও কোয়ানতুং এই ছয়টি প্রাদেশিক সরকারের সহ-সভাপতি ও সদস্য হিসাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়োগ করার আহ্বান জানায় (কেন না উপরে উল্লেখিত এই এগারোটি প্রদেশেই ব্যাপক আকারে বা আংশিকভাবে মুক্ত অঞ্চল বর্তমান রয়েছে)। পিপিং, তিয়েনসিন, সিংতাও ও সাংহাইয়ের চারটি বিশিষ্ট পৌরসভাতে সহকারী-মেয়র হিসাবে পার্টির মনোনীত প্রতিনিধিদের গ্রহণ করতে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির প্রশাসনে পার্টির মনোনীত প্রতিনিধিদের গ্রহণ করতেও তা অনুরোধ জানায়। এ বিষয়ে বহু আলোচনার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার পূর্বে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলি সংশোধন করে তার মনোনীত ব্যক্তিগণকে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ও জেহোল, চাহার, হোপের, শানতুং এই চারটি প্রদেশের সরকারের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নিয়োগ করার জন্য, শানসি ও সুইয়ুআন এই দু-প্রদেশের সরকারের সহকারী-চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে পার্টির মনোনীত ব্যক্তিগণকে নিয়োগ করার জন্য এবং পিপিং, তিয়েনসিন ও সিংতাও-এর তিনটি বিশিষ্ট পৌরসভায় সহকারী-মেয়র হিসাবে পার্টির মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ করার জন্য বলে। প্রত্যুত্তরে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, যেসব ব্যক্তি প্রতিরোধের যুদ্ধকালে উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম করেছেন আর যাদের প্রশাসনিক যোগ্যতা রয়েছে তাদের নিয়োগের জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মনোনীত করতে পারে, কিন্তু যদিও তা কোন নির্দিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের চেয়ারম্যান, সহকারী চেয়ারম্যান বা সদস্যদের মনোনয়নের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকে তবে কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক কর্তৃত্ব ও সরকারী প্রশাসনের ঐক্যস্থাপনের ব্যাপারে ঐকান্তিকতার সঙ্গে প্রয়াস চালাচ্ছে বলা যায় না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বলে যে তারা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এবং তৃতীয় একটি সূত্র প্রস্তাব করেছে। তারা প্রস্তাব করেন, বর্তমানের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচিত মুক্ত অঞ্চলের সকল স্তরের সরকারের পরিচালনাধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হোক এবং সবকয়টি রাজনৈতিক দলের লোকজনের এবং সকল স্তরের লোকজনদের এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে আসতে দেওয়া হোক এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা পর্যদের নিয়োজিত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে এই নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা হোক। একমাত্র সেইসব জেলাতেই জনপ্রিয় নির্বাচনের অনুষ্ঠান করা হবে যেখানে দেখা যাবে জেলার অর্ধেকের বেশী অঞ্চলে ও শহরে এর মাঝেই জনপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে একমাত্র সেই সব প্রদেশেই বা প্রশাসনিক অঞ্চলেই জনপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে দেখা যাবে অর্ধেকের বেশী জেলাতেই এর মাঝে জনপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী প্রশাসনের ঐক্যের স্বার্থে প্রাদেশিক, প্রশাসনিক এলাকা ও জেলা সরকারের এভাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা বিধিবদ্ধ নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তরে বলা হয় প্রদেশ ও অঞ্চলসমূহের

সরকারে নিয়োগ বিধিবদ্ধ করার জন্য তালিকা পেশ করার এই সূত্র সরকারী প্রশাসনের ঐক্যের স্বার্থের অনুকূল নয়। সরকার অবশ্য জেলা স্তরের পদাধিকারী কর্মচারীদের নির্বাচনের জন্য জনপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে কিন্তু প্রাদেশিক সরকার নির্বাচনের জন্য জনপ্রিয় নির্বাচন-অনুষ্ঠান একমাত্র জাতীয় সংবিধান ঘোষণার পরই অনুষ্ঠিত হতে পারে যখন প্রদেশগুলির মর্যাদা নূতন করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। আর এই সময় পর্যন্ত, একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রাদেশিক প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ তাদের কর্তব্যভার গ্রহণ করতে যাবেন যাতে করে যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যেই ঐসব অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এই পর্যায়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চতুর্থ একটি সূত্র পেশ করে বলে প্রাদেশিক সরকারের জনপ্রিয় নির্বাচনের ব্যাপারে সাংবিধানিক ব্যবস্থাদি যতদিন গৃহীত না হচ্ছে এবং কার্যকর করা না হচ্ছে ততদিন সাময়িকভাবে এমন একটা ব্যবস্থা কার্যকর করা হোক যাতে করে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করা যায় এবং সেই উদ্দেশ্যে সমস্ত মুক্ত অঞ্চলে সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হোক। চীনের কমিউনিস্ট পর্টি প্রস্তাব করে এর মাঝে এই বিশেষ সমস্যাটির সমাধানের ব্যাপারে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আলোচনা করতে পারবে। সরকারের পক্ষ থেকে জোর দিয়ে বলা হয় যে প্রথমেই সরকারী প্রশাসনের ঐক্য প্রতিষ্ঠা/করতে হবে কারণ যদি তা সমাধান না করে ফেলে রেখে দেওয়া হয় তবে তা শান্তি ও পুনর্গঠনের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা এই আশা প্রকাশ করেন যে শীঘ্রই এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট একটি সূত্রে উপনীত হওয়া যাবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিষয়ে আরো আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়।

২। শাংতাং হচ্ছে চাংচিকে কেন্দ্র করে শানসি প্রদেশের যে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তার প্রাচীন নাম। ওখানকার পার্বত্য অঞ্চল ছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে অষ্টম রুট সৈন্যবাহিনীর ১২৯ তম ডিভিসনের ঘাঁটি অঞ্চল এবং তা ছিল শানসি-হোপেই-শানতাং-হোনান মুক্ত অঞ্চলের অংশ। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে কুওমিনতাঙের সশস্ত্র সামন্তপ্রভু ইয়েন সি-শান তেরো ডিভিসন সৈন্য সমবেত করে জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে লিনফেন, ফুসান, ও য়িচেং এবং তাইয়ুআন ও য়ুৎসে থেকে একাদিক্রমে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় শানসি মুক্ত অঞ্চলের সিয়াংয়ুআন, তুনলিউ ও লুচেং আক্রমণ করে। অক্টোবর মাসে এই মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ এই আক্রমণকারী বাহিনীকে পাল্টা আক্রমণ করে, ৩৫ হাজার সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং কোর ও ডিভিশন কমাণ্ডারসহ উচ্চপদস্থ বেশ কয়েকজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করে।

৩। ১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙ বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার পর থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অর্জিত অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

৪। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্ব চীনে অবস্থিত জাপানী "কোয়ানতুং সৈন্যবাহিনী" শেনইয়াং দখল করে নেয়। "কোনো প্রকার প্রতিরোধ না করার" চিয়াং

কাই-শেকের আদেশ অনুসারে শেনইয়াং এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়) চীনা সৈন্যবাহিনী পিছু হটে চীনের মহান প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগে চলে যায় যার ফলে জাপানী সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে লিয়াওনিং, কিরিন ও হেইলাঙকিয়াং প্রদেশগুলি দখল করে নেয়। চীনের জনগণ জাপানী আক্রমণকারীদের এই আক্রমণ অভিযানকে "১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা" বলে অভিহিত করেন।

৫। "চিয়াং কাই-শেকের মুখপাত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে" শীর্ষক রচনার ৫নং টীকা দেখুন, বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ৫৭।

৬। "কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে", চতুর্থ অধ্যায়, "আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী" সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বিষয় থেকে উদ্ধৃত, **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ দেখুন।

৭। কোয়ানতুং, চেকিয়াং, দক্ষিণ কিয়াং, দক্ষিণ আনহুই, মধ্য আনহুই, হুনান, হুপে এবং (উত্তর হোনান ছাড়া) হোনানে গণফৌজের বিক্ষিপ্ত ঘাঁটি অঞ্চলগুলির কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

৮। "চীনের দুটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ" এবং "যে বোকা বুড়োটি পাহাড় সরিয়ে ছিলেন" দেখুন, **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড।

৯। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি যে দেশগুলি ফ্যাসিস্ট জার্মানীর পরিচালিত আগ্রাসী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল সেই সব দেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তির ব্যাপারে এবং ইতালীর উপনিবেশগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সভায় মিলিত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থাপিত যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রত্যাখ্যান করায় এবং ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে বিজয়ের পর রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত জনগণের সরকারগুলিকে উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতিতে অনড় থাকায় কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি।

১০। "বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কয়েকটি বিষয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাটি দেখুন।

কুওমিনতাঙের আক্রমণ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫

ইউনাইটেড প্রেস ৩রা নভেম্বর চুংকিং থেকে প্রচারিত একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রচার দপ্তরের প্রধান উ কুয়ো-চেন বলেছেন "বর্তমান যুদ্ধে সরকার পুরোপুরি আত্মরক্ষামূলক একটা অবস্থায় পড়েছে" এবং তিনি "যোগাযোগ পথ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন।[১] নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জনৈক সংবাদদাতা এ ব্যাপারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের কাছে জানতে চেয়েছিলেন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন ঃ উ কুয়ো-চেন "আত্মরক্ষামূলক একটা অবস্থায়" পড়া সম্পর্কে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পূর্ব চেকিয়াং, দক্ষিণ কিয়াংসু, মধ্য ও দক্ষিণ আনহুই ও হুনানের যে পাঁচটি মুক্ত অঞ্চল আমাদের সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করে এসেছে কুওমিনতাঙ শুধু যে সেই অঞ্চলগুলি দখল করেছে ও সেখানকার জনগণকে নিপীড়ন করছে তাই নয়, তারা তাদের সত্তর ডিভিসনের চেয়েও বেশি সৈন্যকে কোয়াংতুং, হুপে, হোনান, উত্তর কিয়াংসু, উত্তর আনহুই, শাংতাং ও হোপাই-এর অন্যান্য মুক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে বা তার খুব কাছাকাছি এগিয়ে দিয়েছে, ঐসব অঞ্চলের জনগণকে নিপীড়ন করেছে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেছে বা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তা ছাড়া অন্য বহুসংখ্যক কুওমিনতাঙ ডিভিসন মুক্ত অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে এগিয়ে চলেছে। এসব থেকে কি বলা যায় যে ওরা আত্মরক্ষামূলক একটা অবস্থায় পড়েছে? চ্যাঙতে থেকে তাদের উত্তরমুখী অভিযানে যে আটটি ডিভিসনে হানতান অঞ্চলে এসে পৌছেছে তার মধ্যে দুটি ডিভিসন গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে এবং শান্তির সপক্ষে দাঁড়িয়েছে কিন্তু অন্য দুটি ডিভিসন (আমেরিকান অস্ত্র-সজ্জিত তিনটি ডিভিসনও তার মধ্যে রয়েছে) মুক্ত অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের আত্মরক্ষার্থে পরিচালিত পাল্টা আক্রমণের মুখোমুখী হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের নামে এই বিবৃতিটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। এর মাঝেই চিয়াং কাই-শেক "১০ই অক্টোবরের চুক্তি"কে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছেন এবং মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ তখন প্রতিদিনই প্রসারিত হয়ে চলেছে।

যুদ্ধাঞ্চলের সহ-সেনাপতিবৃন্দ, কোর-কমাণ্ডার ও সহকারী কোর-কমাণ্ডারগণসহ এই কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর বহু অফিসার এখন মুক্ত অঞ্চলে রয়েছেন[২] এবং তারা নিশ্চয়ই কোথা থেকে এসেছেন ও কারা, কিভাবে তাদের আক্রমণের আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি সত্য প্রকাশ করে দিতে পারবেন। এটাকেও কি আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় পড়া বলে চলে? হোনান ও হুপে প্রদেশের মুক্ত অঞ্চলের আমাদের সৈন্যবাহিনী এখন "কমিউনিস্টদের দমনের ব্যাপারে" ভারপ্রাপ্ত লিউ চি-র সর্বময় কর্তৃত্বাধীনে প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ যুদ্ধাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা কুড়ি ডিভিসনেরও অধিক কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। পশ্চিম ও মধ্য হোনান ও দক্ষিণ, পূর্ব ও মধ্য হুপে-তে অবস্থিত আমাদের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙবাহিনী হামলা চালিয়েছে ও সেগুলি দখল করেছে এবং অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ডের এমন নির্বিচার তাণ্ডব চালিয়েছে যে লি সিয়েন-নিয়েন এবং ওয়াং শু-শেঙ-এর নেতৃত্বাধীন আমাদের সৈন্যবাহিনীর কোন আশ্রয়স্থলই ছিল না এবং তারা অবশেষে প্রাণে বাঁচার জন্য হোনান-হুপে সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ওখানেও কুওমিনতাঙবাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করে গেছে এবং আক্রমণ চালিয়েছে।[৩] এটাকেও কি আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় পড়া বলা চলে? শানসি, সুইয়ুআন আর চাহার এই তিনটি প্রদেশেও একই অবস্থা। অক্টোবরের প্রথম দিকে ইয়েন সি-শান ১৩টি ডিভিসনকে শাঙতাঙ মুক্ত অঞ্চলের সিয়াংযুআন-তুনলিউ অঞ্চলের আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করে ওখানকার আমাদের সৈন্য ও জনগণ তাদের সবাইকে নিরস্ত্র করে দেয় এবং বেশ কিছু কোর ও ডিভিসন কামাণ্ডারসহ অনেককেই বন্দী করে। এরা সকলেই এখন তাইহাঙ মুক্ত অঞ্চলে রয়েছেন এবং বেঁচে আছেন আর তারা নিশ্চয়ই কোথা থেকে এসেছেন ও কারা কিভাবে তাদের আক্রমণ চালাবার আদেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি সত্যপ্রকাশ করে দিতে পারবেন। সম্প্রতি ইয়েন সি-শান চুংকিয়ে ঝুলি থেকে যত রাজ্যের মিথ্যাগুলি বের করে বলেছেন তিনি কিভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন আর কী মারাত্মক "আত্মরক্ষামূলক একটা অবস্থায়" তিনি পড়েছিলেন। মনে হচ্ছে তিনি তার জেনারেলদের কথা একেবারে বেমালুম ভুলে বসে আছেন ঃ উনিশতম কোরের কমাণ্ডার শী সে-পো, ৪৬তম অস্থায়ী ডিভিসনের কমাণ্ডার কুয়ো জং, ৪৯তম অস্থায়ী ডিভিসনের কমাণ্ডার চ্যাঙ হুং, ৬৬তম ডিভিসনের কমাণ্ডার লী পেই-পিং, ৬৮তম ডিভিসনের কমাণ্ডার কুয়ো তিয়েন-সিং এবং ৩৭তম অস্থায়ী ডিভিসনের কমাণ্ডার ইয়াং উয়েন-সাই[৪] প্রভৃতি জেনারেলরা এখন আমাদের মুক্ত অঞ্চলেই রয়েছেন এবং উ কুয়ো-চেন, ইয়েন সি-শান, ও গৃহযুদ্ধের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল প্ররোচনাদাতাদের যে কোন মিথ্যা ভাষণের মুখোস তারা খুলে দিতে পারবেন। আজ

দুমাসের অধিক কাল ধরে জেনারেল ফু সো-য়ি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পেয়ে সুইয়ুআন, চাহার ও জেহোলের মুক্ত অঞ্চলগুলি আক্রমণ করে চলেছেন এবং তার মধ্যে একবার তো তিনি চ্যাংচিয়াকৌয়ের কটক পর্যন্ত এসে পড়েছিলেন ও সমগ্র সুইয়ুআনের মুক্ত অঞ্চল ও পশ্চিম চাহার দখল করে নিয়েছিলেন। এটাকেও কি আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় পড়া এবং "প্রথমে গুলিবর্ষণ না করা" বলে হাজির করা যায়? চাহার এবং সুইয়ুআনের আমাদের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ আত্মরক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে এক্ষেত্রেও তারা বিরাট সংখ্যক সৈন্য ও অফিসারদের বন্দী করেছেন, যাদের থেকে জানা যাবে তারা কোথা থেকে এসেছেন, কিভাবে কাকে আক্রমণ করতে এসেছেন।[৫] আত্মরক্ষার্থে পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহকালে আমরা রাশি রাশি "দস্যু দমন" সংক্রান্ত এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী দলিলপত্র হস্তগত করেছি যার মধ্যে **"দস্যু দমন সংক্রান্ত পুস্তিকা"** ও "দস্যু দমন" বিষয়ক নির্দেশাদি রয়েছে[৬] এবং সর্বোচ্চ কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের প্রচারিত বহু কমিউনিস্ট-বিরোধী দলিলপত্র রয়েছে কিন্তু উ কুয়ো-চেন তাকে নেহাৎ "পরিহাস" বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন; এই দলিলপত্রগুলি এখন ইয়েনানে প্রেরণ করা হচ্ছে। এইসব দলিলপত্র থেকে মুক্ত অঞ্চলে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ পরিচালনা সম্পর্কে লৌহ-কঠিন অকাট্য প্রমাণ মিলবে।

নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করা সম্পর্কে উ কুয়ো-চেন-এর প্রস্তাবিত কার্যক্রম সম্বন্ধে জানতে চাইলে ঐ মুখপাত্রটি বলেন: এইগুলি অবরোধের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ সমস্ত মুক্ত অঞ্চলকে একটা প্রবল বন্যার সময়কার বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের মতো অবরুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যেই বিরাট সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করছেন ও সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছেন। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের বহু আক্রমণের ব্যর্থতার পর তারা ব্যাপকতর আকারে নূতন আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এই আক্রমণ প্রতিহত করা ও কার্যকরভাবে গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে দেবার একটা পথ হচ্ছে তাদের সৈন্যবাহিনীকে যাতে রেলপথে তারা নিয়ে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। আর সকলের মতোই আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধারের পক্ষপাতী কিন্তু তা করা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন জাপানীদের কাছ থেকে আত্মসমর্পণ গ্রহণ, তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মুক্ত অঞ্চলগুলির স্ব-শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা এই তিনটি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এর কোনটির সমাধান সবার আগে হওয়া চাই,—যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার, না উল্লিখিত এই তিনটি সমস্যার সমাধান? যে মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী আটটি বছর ধরে জাপানের বিরুদ্ধে কঠোর-

কঠিন তিক্ত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে তারা কেন জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের যোগ্য দাবীদার বিবেচিত হবে না? আর কেন অন্য সেনাবাহিনী অনেক দূর থেকে ছুটে আসার ঝামেলা নিচ্ছে এই আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য? প্রতিটি নাগরিকেরই তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে শাস্তিদানের ন্যায্য অধিকার রয়েছে; কেন ঐ তাঁবেদার সৈন্যদের "জাতীয় ফৌজের" অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে এবং মুক্ত অঞ্চলে হামলা চালাবার জন্য পাঠানো হচ্ছে? "১০ই অক্টোবরের চুক্তিতে খোলাখুলিভাবে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের কথা ধরে নেওয়া হয়েছে আর ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তো বহু আগেই লোকায়ত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক প্রশাসকদের নির্বাচনের কথা বলে এসেছেন; তাহলে কুওমিনতাঙ সরকার কেন অন্যস্থান থেকে স্থানীয় কর্মচারীদের প্রেরণ করার জন্য এরকম পীড়াপীড়ি এখনও করে চলেছে? যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পুনরুদ্ধার হওয়া দরকার কিন্তু তার চেয়েও বেশী দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার উল্লিখিত তিনটি প্রধান প্রধান সমস্যার। প্রথমে এই তিনটি সমস্যার সমাধান না করে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের কথা বললে তা গৃহযুদ্ধের প্রসার ঘটাবে, তাকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলবে এবং মুক্ত অঞ্চলকে অবরোধ করার জন্য গৃহযুদ্ধের প্ররোচনাদাতাদের কুমতলব সাধনেরই শুধু তা সহায়তা করবে। যে জনবিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী গৃহযুদ্ধ আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার দ্রুত সমাপ্তি সাধনের জন্য আমরা নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থিত করছি:

(১) উত্তর চীন, উত্তর কিয়াংসু, উত্তর আনহুই, মধ্য চীন ও নিকটবর্তী মুক্ত অঞ্চলে যেসব কুওমিনতাঙ সরকারী সৈন্যবাহিনী জাপানী আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এবং আমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রবেশ করেন তাদের অবিলম্বে পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে; মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীই জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবে এবং মহানগরগুলি ও যোগাযোগ পথগুলিতে নিজস্ব সৈন্য মোতায়েন করবে; এবং যেসব মুক্ত অঞ্চল আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়েছে সেগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।

(২) সমস্ত তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করে দিতে হবে ও ভেঙে দিতে হবে এবং উত্তর চীনে, উত্তর কিয়াংসুতে ও উত্তর আনহুইয়ে মুক্ত অঞ্চলগুলিই এই নিরস্ত্রীকরণ ও ভেঙে দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

(৩) সমস্ত মুক্ত অঞ্চলের জনগণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে; কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক কর্মচারী নিয়োগ করতে বা তাদের কর্মভার গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে পারবে না; ১০ই অক্টোবরের চুক্তির ব্যবস্থাগুলিকে কার্যকর করতে হবে।

মুখপাত্র বলেন: একমাত্র এভাবেই গৃহযুদ্ধ পরিহার করা যাবে, অন্যথায় তা প্রতিহত করার আর কোন উপায়ই থাকবে না। সুইয়ুআনে, শাঙতাঙ ও হানতানে

তিনটি যুদ্ধবিগ্রহকালে আমরা যে দলিলপত্র হস্তগত করেছি এবং ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ও আক্রমণের এই বাস্তব ঘটনাবলী কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার জনগণের স্বার্থেই করা হচ্ছে, গৃহযুদ্ধ বাধানোর জন্য নয়—এই তথাকথিত দাবীকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিচ্ছে। চীনের জনগণকে দীর্ঘকাল বোকা বানিয়ে আসা হয়েছে আর তাদের বোকা বানানো যাবে না। এখন সারাদেশের জনগণের পক্ষে প্রধান সমস্যাই হচ্ছে সর্বাধিক উপায়ে সমবেত হয়ে গৃহযুদ্ধকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

টীকা

১। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের পর চীনের অধিকাংশ রেলপথই হয় মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণের নিয়ন্ত্রণাধীন, না হয় তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল। 'যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের' অজুহাতে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা অপচেষ্টা চালিয়েছিল এই রেলপথগুলি ব্যবহার করে মুক্ত অঞ্চলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে, চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, উত্তরাঞ্চলে, পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ কুওমিনতাঙ সৈন্য প্রেরণ করতে, মুক্ত অঞ্চলগুলি আক্রমণ করতে এবং বড় বড় মহানগরগুলি করতলগত করে নিতে।

২। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে চেংচাও ও সিনসিয়াং অঞ্চল থেকে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী পিপিং হ্যাংকাও রেলপথ ধরে অগ্রসর হয়ে শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনানস্থ মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে। অক্টোবরের শেষের দিকে তাদের অগ্রসরবাহিনী হিসাবে তিনটি সৈন্যবাহিনী সেশিয়েন ও হানতান অঞ্চল আক্রমণ করে। এইসব মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী ও জনগণ আত্মরক্ষার্থে নির্ভীকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এক সপ্তাহব্যাপি তীব্র সংগ্রাম পরিচালনার পর কুওমিনতাঙের একাদশতম যুদ্ধাঞ্চলের সহকারী কমাণ্ডার এবং একই সঙ্গে নূতন অষ্টম কোর সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল কাও শু-সুন হানতানে কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নূতন অষ্টম কোর সৈন্যবাহিনী ও একটি সরকারী বাহিনীর মোট দশ সহস্রাধিক সৈন্যসহ আমাদের পক্ষে চলে আসেন। অন্য দুটি কোর সৈন্যবাহিনী বিশৃঙ্খল ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পশ্চাদপসরণ করে কিন্তু অবরুদ্ধ হয়ে অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। কুওমিনতাঙের একাদশতম যুদ্ধাঞ্চলের অন্যতম ডেপুটি কমাণ্ডার এবং একইসঙ্গে ৪০ কোর সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার মা ফা উ, ঐ বাহিনীর ডেপুটি কমাণ্ডার লিউ শি-জুং, চীফ অফ স্টাফ লি সু তুং, ডেপুটি ডিভিসন কমাণ্ডার লিউ শু-সেন-সহ বহু উচ্চপদস্থ অফিসার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

৩। জাপানের আত্মসমর্পণের পর কুওমিনতাঙ অন্যান্য তিনটি যুদ্ধাঞ্চল থেকে কুড়ি ডিভিসনের অধিক সৈন্য সমাবেশ করে হোনান ও হুপে প্রদেশের মুক্তাঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে আক্রমণ চালায়। কুওমিনতাঙের প্রথম যুদ্ধাঞ্চলের কমাণ্ডার হু সুং-নান-

এর বাহিনীর একটা অংশ উত্তর-পশ্চিম থেকে লুংহাই রেলপথের দুইদিক বরাবর অগ্রসর হয়ে পশ্চিম হোনানের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায় ; পঞ্চম যুদ্ধাঞ্চলের কমাণ্ডার লিউ চি-র সৈন্যবাহিনী উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে পিপিং-হ্যাংকাও রেলপথের দুইদিক বরাবর এগিয়ে মধ্য হোনান ও মধ্য এবং পূর্ব হুপের মুক্ত অঞ্চলগুলি আক্রমণ করতে অগ্রসর হয় ; ষষ্ঠ যুদ্ধাঞ্চলের সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ হুপে থেকে উত্তর মুখে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অগ্রসর হতে থাকে। অধিকাংশ কুওমিনতাঙ বাহিনীই ছিল লিউ চি-র পরিচালনাধীন। হোনান ও হুপে মুক্ত অঞ্চলের গণফৌজ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে, নিজেদের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং ১৯৪৫ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে হোনান-হুপে সীমান্তবর্তী তাহুং ও তুংপাই পাহাড় এবং সাওইয়াং-এর নিকটবর্তী নূতন একটি অঞ্চলে সরে যায়। গণফৌজ তারপর পিপিং-হ্যাংকাও রেলপথের পূর্ববর্তী সুয়ান-হুয়ানতিয়েন অঞ্চলে সরে যায় কারণ কুওমিনতাঙ পশ্চাদনুসরণ ও আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যেতেই থাকে।

৪। শাং তাং-এর যুদ্ধ সম্পর্কে এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "চুং কিং আলোচনা সম্পর্কে" শীর্ষক রচনার দ্বিতীয় টীকাটি দেখুন। এখানে বন্দী যেসব কুওমিনতাঙ অফিসারের কথা বলা হয়েছে এরা সকলেই ছিলেন ইয়েন শি-শান-এর সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ জেনারেলবৃন্দ।

৫। ১৯৫৪ সালের ৬ই মার্চ সুইয়ুআন প্রদেশের বিলোপ সাধন করা হয় এবং তা অন্তর্মঙ্গোলীয় স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৫ সালে জেনারেল ফু সো-য়ি ছিলেন কুওমিনতাঙের দ্বাদশ যুদ্ধাঞ্চলের কমাণ্ডার। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে তার সৈন্যবাহিনী পশ্চিম সুইয়ুআনের অন্তর্ভুক্ত উয়ুআন এবং লিনহো ও তার চারপাশে অবস্থিত ছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তাকে সুইয়ুআন, জেহল ও চাহার প্রদেশে আক্রমণ করার আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি কুয়েসুই (বর্তমান হুয়েহত), চিনিং ও ফেংচেন দখল করেন। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে তিনি সিংহো, শাংয়ি, উচুয়ান, তাওলিন, সিংতাঙ, লিয়াংচেং দখল করেন, চাহারের মুক্ত অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ চালান এবং চ্যাঙচিয়াকৌয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। আত্মরক্ষার্থে আমাদের সৈন্যবাহিনী এই আক্রমণগুলি প্রতিরোধ করে এবং তার বাহিনী বিরাটসংখ্যক অফিসার ও সৈনিককে বন্দী করে।

৬। **দস্যু দমন সম্পর্কিত পুস্তিকা** হচ্ছে ১৯৩৩ সালে চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক সংকলিত প্রতিবিপ্লবী একখানি পুস্তিকা ; এতে চীনের গণফৌজ ও বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলগুলি আক্রমণ করার পদ্ধতি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর চিয়াং কাই-শেক পুস্তিকাখানিকে পুনর্মুদ্রিত করেন এবং একটি গোপন নির্দেশসহ তা কুওমিনতাঙ বাহিনীর অফিসারদের কাছে প্রেরণ করেন ; তাতে বলা হয়ঃ "দস্যুদের দমন করার বর্তমান অভিযানের ওপর জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভরশীল এবং দ্রুত তাকে সুসম্পাদান করা চাই। আপনার কর্তব্য হচ্ছে আপনার অধীনস্থ অফিসার ও

সৈনিকদের জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সময়কার একই মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে আমার সংকলিত **দস্যু দমন সম্পর্কিত পুস্তিকা**-র নির্দেশিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। রাষ্ট্রের সেবায় সম্পাদিত যে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানকে উচ্চ সম্মানে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা বিলম্ব বা ভুলভ্রান্তির জন্য দায়ী হবেন তাদের সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। দস্যুদমন অভিযানে নিযুক্ত আপনার অধীনস্থ সকল অফিসার ও সৈনিককেই এই আদেশ সম্পর্কে জানিয়ে দিতে হবে এবং তা যাতে প্রতিপালিত হয় তা দেখতে হবে।"

খাজনা হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধি মুক্ত অঞ্চলসমূহের প্রতিরক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

৭ই নভেম্বর, ১৯৪৫

১। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট হয়ে কুওমিনতাঙ মুক্ত অঞ্চলগুলি আক্রমণ করার জন্য তার সকল শক্তিকে সমাবেশ করছে। দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ এখন একটি বাস্তব সত্য। আমাদের পার্টির বর্তমান কাজ হচ্ছে সমস্ত শক্তিকে সমবেত করা, আত্মরক্ষার্থে অবস্থান গ্রহণ করা, কুওমিনতাঙ আক্রমণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া, মুক্ত অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হওয়া। এই লক্ষ্য সাধন করতে হলে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা লক্ষ্য রাখা চাই যাতে মুক্ত অঞ্চলের কৃষকেরা সাধারণভাবে খাজনা হ্রাস করার সুফল লাভ করতে পারেন এবং শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ উপযুক্ত মজুরিবৃদ্ধি ও উন্নততর অবস্থার সুফল লাভ করতে পারেন। একই সঙ্গে এটা দেখা চাই যাতে জমিদারগণও নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত পুঁজিপতিরা উপযুক্ত মুনাফা লাভ করতে পারেন। আগামী বছরে ব্যাপক আকারে উৎপাদন অভিযানের আয়োজন করুন, খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করুন, জনগণের জীবন-জীবিকার মান উন্নত করুন, দুর্ভিক্ষ-কবলিত লোকজন ও শরণার্থীদের জন্য ত্রাণমূলক সাহায্যের ব্যবস্থা করুন এবং সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন সংকুলানের ব্যবস্থা করুন। খাজনা হ্রাস ও উৎপাদনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারলেই শুধু আমরা আমাদের সামনের বাধাবিপত্তিকে দূর করে দিতে, যুদ্ধে মদত যোগাতে এবং বিজয় অর্জন করতে পারবো।

২। যুদ্ধের ব্যাপকতা এখন খুবই বেশী, বহু নেতৃস্থানীয় কমরেডই এখন ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনায় লিপ্ত এবং তাই খাজনা হ্রাস বা উৎপাদনের ব্যাপারে তাদের মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ নেই। তাই এখন শ্রম-বিভাজনের প্রয়োজন রয়েছে। নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মধ্যে যারা পশ্চাৎ অঞ্চলে থেকে যাবেন তাদের যুদ্ধফ্রন্টের

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশাবলীর খসড়া কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন।

জন্য প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণ কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাজনা হ্রাস ও উৎপাদনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যথোচিত সময় না দিলেও চলবে না। শীত ও বসন্তের আগামী কয়েকটি মাসে তাদের ব্যাপক আকারে খাজনা হ্রাস করার অভিযান চালাতে হবে এবং সমস্ত মুক্ত অঞ্চলেই সর্বাত্মকভাবে খাজনা হ্রাসকে কার্যকর করে তুলতে হবে, বিশেষ করে, বিপুল সংখ্যাধিক কৃষক জনসাধারণের বিপ্লবী উদ্যমকে জাগিয়ে তোলার জন্য সদ্যমুক্ত বিশাল অঞ্চলসমূহে তাকে কার্যকর করে তুলতেই হবে, এই অবসরে তাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে ১৯৪৬ সালে সকল মুক্ত অঞ্চলেই কৃষি ও শিল্পগত উৎপাদনের নূতন করে উন্নতি সাধিত হয়। নূতন করে ব্যাপক যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়েছে বলে খাজনা হ্রাস ও উৎপাদনের বৃদ্ধিকে অবহেলা করলে চলবে না ; বরং ঠিক উল্টো, কুওমিনতাঙ আক্রমণকে পরাজিত করে দেওয়ার জন্যই খাজনা হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩। খাজনা হ্রাসকে হওয়া চাই গণসংগ্রামের পরিমাণস্বরূপ, তাকে সরকারের প্রদত্ত বদান্য অনুগ্রহ হিসাবে গণ্য করলে চলবে না। এর ওপর খাজনা হ্রাসের অভিযানের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করবে। খাজনা হ্রাসের সংগ্রামে আতিশয্য পরিহার করা খুবই শক্ত ; যতক্ষণ তা ব্যাপক জনগণের যথার্থ সচেতন সংগ্রাম হয়ে থাকবে ততক্ষণ কোন আতিশয্য ঘটলেও তা সংশোধন করে নেওয়া যাবে। একমাত্র তা হলেই আমরা ব্যাপক জনগণকে বুঝিয়ে সম্মত করতে পারবো এবং তাদের আমরা একথা উপলব্ধি করাতে পারবো যে কৃষকগণ ও সমগ্র জনগণের স্বার্থেই জমিদারদের জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ দেওয়া উচিত কারণ তা হলেই তারা কুওমিনতাঙকে সাহায্য করতে যাবে না। এখানেও আমাদের পার্টির বর্তমান নীতি হচ্ছে খাজনা হ্রাস করা, জমি বাজেয়াপ্ত করা নয়। পরবর্তী খাজনা হ্রাসের অভিযানকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনগণ যাতে নিজেদের ব্যাপকভাবে কৃষক সমিতিতে সংগঠিত করে তুলতে পারেন সে ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করতে হবে।

৪। উৎপাদন অভিযানে বিজয়ের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ উৎপাদনকারীদের পারস্পরিক সহায়তাকারী উৎপাদনী গোষ্ঠীতে সংগঠিত করে তোলা। কৃষি ও শিল্পের জন্য সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা করা একটি অপরিহার্য করণীয় কর্তব্য। ঠিক সময়ে চাষবাসের কাজ আরম্ভ করা এবং কাজের সময়ের অপচয় কমিয়ে নিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান যুদ্ধের ব্যাপারে মদত যোগাবার জন্য অ-সামরিক জনশক্তিকে জমায়েত করার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে ; অন্যদিকে ফসল ফলানোর কোন মৌসুমকেই নষ্ট না করার ব্যাপারেও

আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, তাই কাজকর্মের মধ্যে সঙ্গতি সাধনের নানা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের বিচারবিবেচনা করে দেখতে হবে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, সরকারী সংস্থা ও বিদ্যালয়সমূহকে যুদ্ধের কাজে, তাদের নিজ নিজ কাজে ও অধ্যয়নে যাতে কোন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র তা হলেই তারা তাদের জীবিকার মান উন্নয়ন করতে ও জনগণের ওপরকার বোঝার ভারকে লাঘব করতে পারবেন।

৫। এর মাঝেই বেশ কয়েকটি বিরাট বিরাট ও বহু মাঝারি আয়তনের শহর আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই সব নগরীর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করা, তাদের শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থাদির বিকাশ সাধন করা আমাদের পার্টির পক্ষে একটি গুরুতর কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সুশিক্ষিত সকল ব্যক্তিকে কাজে লাগানো, পার্টি সদস্যদের তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত করানো, নূতন কর্মপদ্ধতি আয়ত্ত করা এবং তাদের কাছে থেকে কার্য পরিচালনার পদ্ধতিগুলি শিখে নেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

৬। সকল পার্টি সদস্যদের দৃঢ়ভাবে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে বলুন, তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে সচেতন থাকতে বলুন এবং খাজনা হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধির দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকে সুসম্পাদন করাই যে তাদের সামনেকার বাধাবিপত্তিগুলিকে দূর করার মূল চাবিকাঠি সে ব্যাপারে তাদের অবহিত থাকতে বলুন ; এই কাজগুলি করলে আমরা জনগণের আন্তরিক সমর্থন লাভে সমর্থ হব এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণকে পরাজিত করে দিতে পারবো। প্রত্যেকটি বিষয়কেই সুদূরপ্রসারী প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে, জনশক্তি ও বৈষয়িক সম্পদকে যথাসম্ভব অল্প পরিমাণে ব্যয় করতে হবে এবং প্রতিটি বিষয়কেই সুদূরপ্রসারী ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে হবে ; এসব করতে পারলেই বিজয় অর্জনের ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারবো।

১৯৪৬ সালে মুক্তাঞ্চলে আমাদের কর্মনীতি

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫

গত কয়মাসে জাপানী ও তাঁবেদার সৈন্যদের ঝেটিয়ে দূর করে দেওয়া ও মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের আক্রমণ চুরমার করে দেওয়ার ব্যাপারে জনগণের প্রচণ্ড সংগ্রাম পরিচালনায় আমাদের পার্টি বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের সকল পার্টি সদস্যই একমনপ্রাণ হয়ে কাজ করে এসেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। অচিরেই ১৯৪৫ সাল শেষ হয়ে যাবে, ১৯৪৬ সালে সমস্ত মুক্ত অঞ্চলে আমাদের কাজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে ঃ

১। নূতন হামলাকে চুরমার করে দিন। সুইয়ুআন, শানসি ও দক্ষিণ হোপেই-এর মুক্ত অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্যাপক আকারের হামলা চুরমার হয়ে যাওয়ার পর কুওমিনতাঙ ব্যাপকতর সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করেছে এবং নূতন আক্রমণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। যদি নূতন ঘটনা-বিন্যাস দ্রুত কুওমিনতাঙকে গৃহযুদ্ধ শুরু করা থেকে নিবৃত্ত না করে তবে ১৯৪৬-এর বসন্তকালে লড়াই তীব্রতর হবে। সুতরাং মুক্ত অঞ্চলসমূহে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য অবস্থান গ্রহণ করা এবং কুওমিনতাঙের হামলাকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য আমাদের দিক থেকে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। কাও শু-সুন আন্দোলনকে[১] সম্প্রসারিত করুন। যে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে বা এরমাঝেই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য আমাদের পার্টিকে কাজ করে যেতে হবে। একদিকে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে ব্যাপক প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রচার অভিযান পরিচালনা করতে হবে ও গৃহযুদ্ধে নিয়োজিত কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সংগ্রাম করার ইচ্ছাকে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক আক্রমণ অভিযান চালাতে হবে। অন্যদিকে, কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে আমাদের অভ্যুত্থান সৃষ্টি ও তাকে সংগঠন করতে হবে এবং কাও শু-সুন আন্দোলনের প্রসার ঘটাতে হবে যাতে করে সংগ্রামের জটিল

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশাবলী কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন।

মুহূর্তে কুওমিনতাঙ সৈন্যদলের বিরাট সংখ্যক সৈন্য কাও শু-সুনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জনগণের পক্ষে চলে আসেন, গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা করেন এবং শান্তির সপক্ষে দাঁড়ান। এই কাজ যাতে বাস্তবানুগভাবে ও দ্রুত ফলদায়ী কর্তব্য হিসাবে সম্পাদন করা যায় তার জন্য প্রতিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী একটি বিশেষ দপ্তর খুলতে হবে এবং সর্বান্তঃকরণে ও একান্তভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য বিপুলসংখ্যক কর্মীবৃন্দকে নিয়োজিত করতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচালনার সুব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন। মোটামুটিভাবে মুক্ত অঞ্চলসমূহের মূল ফীল্ড সৈন্যবাহিনীগুলি গঠিত হয়ে গেছে এবং বেশ প্রচুর সংখ্যক আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীও গঠিত হয়েছে। সুতরাং এখনকার মতো সাধারণভাবে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত এবং দুটি যুদ্ধের অন্তর্বর্তী ফাঁকটুকুকে সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়ার জন্য কাজে লাগানোই উচিত। ফীল্ড সৈন্যবাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী ও গণরক্ষীবাহিনী সকলের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য এখনও হবে লক্ষ্যভেদ, বেয়নেট চালনা ও হাতবোমা নিক্ষেপণের কলাকৌশলের মান উন্নয়ণ এবং এ ধরণের কাজকর্মে দক্ষতা অর্জন করা আর গৌণ লক্ষ্য হবে রণকৌশলের মান উন্নয়ণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বিশেষ জোর দিতে হবে রাত্রিকালীন অভিযান পরিচালনার ওপর। প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে গণ-প্রশিক্ষণ আন্দোলনকে এমনভাবে কার্যকর করে তুলতে হবে যাতে অফিসাররা সৈনিকদের শিক্ষা দেবেন, সৈনিকরা অফিসারদের শিক্ষা দেবেন এবং সৈনিকরা একে অন্যকে শিক্ষা দেবেন। ১৯৪৬ সালে সৈন্যবাহিনীতে রাজনৈতিক কাজকর্মের অধিকতর উন্নতির জন্য আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যে কোনো প্রকার গোঁড়া ও অনুষ্ঠানিক কাজকর্মের ধারার রেশ সেনাবাহিনীতে থেকে গিয়ে থাকলে তা দূর করে দিতে হবে এবং অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালাতে হবে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে, মিত্রতার মনোভাবসম্পন্ন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, শত্রুর সৈন্যবাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে হবে এবং প্রশিক্ষণ, যোগান ও যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে বিজড়িত কাজগুলি উপযুক্তভাবে সম্পাদন করাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী আঞ্চলিক গণরক্ষীবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে তুলতে হবে। সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎ অঞ্চলের সকল সহায়ক কাজকর্মের মধ্যে নূতন করে সংহতি সাধন করতে হবে। সকল অঞ্চলেই গোলন্দাজ বাহিনী ও ইঞ্জিনিয়ারদের ইউনিট গড়ে তোলা ও সেগুলিকে প্রসারিত করার জন্য যথাসাধ্য সব কিছুই করতে হবে। সামরিক বিদ্যালয়গুলিকে তাদের কাজ চালিয়েই যেতে হবে, প্রযুক্তিগত

কাজকর্মে লিপ্ত লোকজনের প্রশিক্ষণের ওপরই বিশেষ জোর দিতে হবে।

৪। খাজনা হ্রাস করুন। কেন্দ্রীয় কমিটির[২] ১৯৪৫ সালের ৭ই নভেম্বরের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত অঞ্চলকে তাদের নূতন মুক্ত অঞ্চলে ১৯৪৬ সালে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে, ব্যাপক আকারে এই আন্দোলন চালাতে হবে, ব্যাপক গণ-প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও আন্দোলনকে উপযুক্ত নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত করতে হবে। শ্রমিকদের প্রসঙ্গে বক্তব্য হচ্ছে, তাদের মজুরি যথোপযুক্ত-ভাবে বাড়াতে হবে। এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনগণ নিজেদের যুক্ত করতে সমর্থ হবেন, সংগঠিত হয়ে উঠবেন এবং মুক্ত অঞ্চলগুলির সচেতন নিয়ন্তা হয়ে উঠবেন। এই সমস্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থা গৃহীত না হলে নূতন মুক্ত অঞ্চলসমূহের জনগণ কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিনতাঙ এই দুই পার্টির মধ্যে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ তা বলতে পারবেন না, তারা দোদুল্যমানতা দেখাবেন এবং আমাদের পার্টিকে তারা দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবেন না।

৫। উৎপাদন প্রসঙ্গে। সমস্ত অঞ্চলকে ৭ই নভেম্বরের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে এবং ১৯৪৬ সালে সকল মুক্তাঞ্চলের যৌথ ও ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন উৎপাদনই যাতে পরিমাণগত দিক থেকে ও সাফল্যের নিরিখে পূর্ববর্তী যে কোনো বছরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য দ্রুত সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে ক্লান্তির যে ভাব দেখা দিয়েছে খাজনা হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজদুটি ঐকান্তিকতার সঙ্গে ও লক্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করলে পরই তাকে দূর করে দেওয়া যাবে। এই দুটি কাজ সম্পাদিত করা হলো কিনা তা দিয়েই মুক্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রামের বিজয় বা পরাজয় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। কোনো অঞ্চলেই এই কাজগুলিকে অবহেলা করা চলবে না।

৬। আর্থিক ব্যাপার। সাম্প্রতিক কালের নিবিড় কার্যকলাপের ব্যয় সংকুলানের জন্য আর্থিক গুরুভার যেভাবে বেড়ে গেছে ১৯৪৬ সালে তাকে পরিকল্পনা অনুসারে ধারাবাহিক অবস্থায় আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। যাদের পক্ষে এই বোঝা খুবই গুরুভার হয়ে উঠেছে সেসব ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্তভাবে হ্রাস করে আনতে হবে। দূরগত প্রয়াসের স্বার্থে কোনো অঞ্চলের উৎপাদনক্ষেত্র থেকে যে পরিমাণ লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হবে তাকে ঐ অঞ্চলের আর্থিক ক্ষমতার সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। সৈন্যদের মূল্য তাদের সংখ্যা দিয়ে নয়, তাদের উৎকর্ষ দিয়েই স্থির হয় ; সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি আমাদের অন্যতম মূলনীতি হয়েই থাকবে। উৎপাদনের বিকাশ সাধন, যোগানের নিশ্চয়তা সাধন, কেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব, বিকেন্দ্রীভূত পরিচালন, সৈন্যবাহিনী ও জনগণ এবং সমষ্টিগত

ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন এবং উৎপাদন ও মিতব্যয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান—আমাদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানের ক্ষেত্রে এই সবগুলি এখনও আমাদের যথার্থ পথনির্দেশক মূলনীতি হয়েই থাকবে।

৭। সরকারকে সমর্থন করুন ও জনগণের প্রতি যত্ন নিন । সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করুন এবং যেসব সৈনিকরা প্রতিরোধের যুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তাদের পরিবার-সমূহের প্রতি তুলনামূলকভাবে অধিকতর সহৃদয় আচরণ করুন।[৩] ১৯৪৬ সালে বিগত কয়েক বছরের তুলনায় আরও ভালোভাবে আমাদের এই কাজ দুটি করতে হবে। কুওমিনতাঙের হামলা চুরমার করে দেওয়া ও মুক্ত অঞ্চলগুলিকে সুসংহত করে তোলার ক্ষেত্রে তা বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন হবে। সৈন্যবাহিনীতে প্রতিটি কমাণ্ডার ও সৈনিকের ভাবাদর্শগত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে যাতে সকলেই পুরোপুরিভাবে সরকারকে সমর্থন করা ও জনগণের প্রতি যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। সৈন্যবাহিনী যখন এই কাজ ভালোভাবে সম্পাদন করে যেতে পারবে তখন দেখা যাবে আঞ্চলিক সরকার এবং জনগণও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উন্নত করে তুলেছেন।

৮। ত্রাণমূলক সাহায্য। মুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার, শরণার্থী, বেকার ও আংশিক বেকার এমন অনেক লোকজন রয়েছে যাদের জরুরী ত্রাণমূলক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। এই সমস্যাটির ভালোভাবে না মন্দভাবে সমাধান করা হচ্ছে তার একটা বিরাট ও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সরকারী ব্যবস্থাদি ছাড়া ত্রাণমূলক সাহায্যকে মুখ্যতঃ জনসাধারণের নিজেদের পারস্পরিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়াই উচিত। জনসাধারণ যাতে পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে ত্রাণমূলক সাহায্য সংগঠিত করেন সে ব্যাপারে পার্টি ও সরকারের উচিত তাদের উৎসাহিত করা।

৯। আঞ্চলিক কর্মীদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নিন। প্রতিটি মুক্ত অঞ্চলেই আজ এমন বিরাটসংখ্যক কর্মী রয়েছেন যারা অন্য অঞ্চল থেকে এসে সর্বস্তরে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে কাজকর্ম করে চলেছেন। এটা বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলির ক্ষেত্রে সত্য। এরকম প্রতিটি অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহকে এই বহিরাগত কর্মীদের অক্লান্তভাবে আঞ্চলিক কর্মীদের ভালোভাবে যত্ন নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলতে হবে এবং ওদের প্রতি প্রচুর উত্তাপ ও শুভেচ্ছাসহকারে আচার-আচরণ করতে হবে। বহিরাগত কর্মীদের উচিত হবে আঞ্চলিক কর্মীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা। একমাত্র এভাবেই মুক্ত অঞ্চলে আমাদের পার্টি দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বহিরাগত যেসব লোকজন আঞ্চলিক লোকজনদের হেয় চক্ষে দেখেন তাদের কাজকর্মের ধারাকে সমালোচনা করতে হবে।

১০। সমস্ত কিছুকে দূরগত ভিত্তিতে হিসাব করে দেখুন। অবস্থার বিকাশ যে দিক দিয়েই ঘটুক না কেন, যদি আমাদের অবস্থাকে অপরাজেয় করে তুলতে হয় তবে আমাদের পার্টিকে সব সময় দূরগত ভিত্তিতে হিসাব করে চলতে হবে। বর্তমানে আমাদের পার্টিকে একদিকে মুক্ত অঞ্চলের নিজস্ব সরকার ও নিজস্ব প্রতিরক্ষার অবস্থানে অবিচলিত থাকতে হবে, এইসব এলাকার বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের আক্রমণের দৃঢ় বিরোধিতা করতে হবে এবং এইসব এলাকার জনগণের অর্জিত অধিকারগুলিকে সংহত করে তুলতে হবে। অন্যদিকে, কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এখন যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে (কুনমিং-এর ছাত্র ধর্মঘটের[৪] মধ্য দিয়ে যা অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে) প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য, আমাদের সপক্ষে প্রচুরসংখ্যক মিত্রদের নিয়ে আসার জন্য এবং আমাদের প্রভাবাধীনে জাতীয় গণতান্ত্রিক সংযুক্ত ফ্রন্টকে সম্প্রসারিত করে তোলার জন্য আমরা তাকে সমর্থন করবো। তদুপরি, আমাদের পার্টির একটি প্রতিনিধিদল শীঘ্রই বিভিন্ন দল ও দল বহির্ভূত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক পরামর্শ-দাতা সম্মেলনে যোগ দিতে যাবে, কুওমিনতাঙের সঙ্গে আলোচনা আবার শুরু করতে যাবে এবং সমগ্র দেশব্যাপী শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন বাঁক ও মোড় কিন্তু থেকেই যাবে। আমাদের সামনে এখনও নানা বাধাবিপত্তি রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমাদের নূতন এলাকাগুলি ও নূতন সৈন্যবাহিনী এখনও সুসংহত নয় এবং আর্থিক দিক থেকেও আমাদের নানা সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত বাধাবিপত্তিকে আমাদের যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে হবে ও সেগুলিকে দূর করতে হবে, দূরগত ভিত্তিতে আমাদের সকল কাজকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে, জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহারের প্রতি আমাদের নিবিড়তম মনোনিবেশ করতে হবে এবং কপালগুণে সহজ সাফল্য লাভের মনগড়া ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

১৯৪৬ সালে এবং বিশেষ করে বৎসরের প্রথম অর্ধে আমাদের কাজকর্মে এই দশটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করতে হবে। এটা আশা করা চলে যে বিভিন্ন স্থানের কমরেডরা তাদের স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নীতিগুলিকে নমনীয়তার সঙ্গে কার্যকর করে তুলবেন। বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য কাজকর্ম যেমন আঞ্চলিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গড়ে তোলা, যুক্তফ্রন্টের কাজকর্ম করা, পার্টির অভ্যন্তরে ও বাইরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শিক্ষার প্রসার সাধন করা এবং মহানগরগুলিতে ও মুক্ত অঞ্চলের সন্নিকটবর্তী শহরগুলিতে কাজকর্ম করা ইত্যাদি কর্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করছি না।

টীকা

১। ১৯৪৫ সালের ৩০শে অক্টোবর কুওমিনতাঙের একাদশ যুদ্ধাঞ্চলের ডেপুটি কমাণ্ডার কাও শু-সুন্ দক্ষিণ হোপেই প্রদেশের হানতনের গৃহযুদ্ধের ফ্রন্টে বিদ্রোহ করেন এবং একটি কোর ও এক কলাম সৈন্যসহ আমাদের পক্ষে চলে আসেন। সারা দেশে এতে করে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি হয়। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে খণ্ডবিখণ্ড ও ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার কাজকে তীব্রতর করে তোলার এবং তাদের বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কাও শু-সুন ও তার সৈন্যদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য, মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করতে অস্বীকার করার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য, গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলা, বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং জনগণের সপক্ষে চলে আসার জন্য কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অপরাপর অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচার অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এটাই কাও শু-সুন আন্দোলন নামে পরিচিত।

২। দ্রষ্টব্য ঃ "খাজনা হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধি মুক্ত অঞ্চলসমূহের প্রতিরক্ষার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়", বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

৩। "সরকারকে সমর্থন করুন এবং জনগণের প্রতি যত্ন নিন"—এটি ছিল গণমুক্তি ফৌজের শ্লোগান, অন্যদিকে "সেনাবাহিনীকে সমর্থন করুন এবং যেসব সৈনিকেরা প্রতিরোধের যুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তাদের পরিবারসমূহের প্রতি তুলনামূলকভাবে অধিকতর সহৃদয় আচরণ করুন"—এটি ছিল পার্টি সংগঠন, সরকারী সংস্থা, গণ-সংগঠনসমূহ এবং মুক্ত অঞ্চলের জনগণের শ্লোগান। দ্বিতীয় শ্লোগানকে পরে পরিবর্তিত করে "সেনাবাহিনীকে সমর্থন করুন এবং বিপ্লবী সৈনিকদের পরিবারের প্রতি তুলনামূলক-ভাবে অধিকতর সহৃদয় আচরণ করুন"—এই নূতন রূপ দেওয়া হয়।

৪। ১৯৪৫ সালের ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যায় য়ুনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিং-এর ছয় সহস্রাধিক কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম এ্যাসোসিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন পরিস্থিতি আলোচনা এবং গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য একটি সমাবেশে মিলিত হয়। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা সৈন্যদল প্রেরণ করে সমাবেশটিকে ঘেরাও করে, হাল্কা গোলাগুলি, মেশিনগান ও রাইফেলের গুলি চালায় এবং শিক্ষক ও ছাত্ররা যাতে বাড়ি যেতে না পারেন তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে প্রহরা বসায়। পরে কুনমিং-এর স্কুলের ও কলেজের ছাত্ররা মিলিতভাবে ধর্মঘট করে। ১লা ডিসেম্বর কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা দক্ষিণ-পশ্চিম এ্যাসোসিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে বিরাট সংখ্যক সৈন্য ও গোয়েন্দা প্রেরণ করে ; ওরা ওখানে হাতবোমা নিক্ষেপ করে চারজনকে হত্যা করে এবং দশজনের অধিক ব্যক্তিকে আহত করে। এই ঘটনাটি "১লা ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড" বলে পরিচিত।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলুন

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫

১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের পার্টির বর্তমান কর্তব্য হচ্ছে ঘাঁটি অঞ্চলসমূহ গড়ে তোলা, মাঞ্চুরিয়ার পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিম অঞ্চলে[১] সুদৃঢ় সামরিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা। এ রকম ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা সহজ কাজ নয় ; এর জন্য চাই কঠোর ও তিক্ত সংগ্রাম। এ রকম ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য তিন বা চার বছরের দরকার হবে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে প্রাথমিক কাজকর্মের একটি দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা চাই। অন্যথায় আমাদের পক্ষে আমাদের অবস্থান অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না।

২। এটা এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার যে এই ঘাঁটি অঞ্চলগুলি কুওমিনতাঙ অধিকৃত বৃহৎ মহানগরগুলিতে বা প্রধান যোগাযোগ লাইনগুলি বরাবর গড়ে তোলা যাবে না ; বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে বাস্তবায়িত করে তোলা সম্ভব নয়। কুওমিনতাঙ অধিকৃত বৃহৎ মহানগরগুলির নিকটবর্তী অঞ্চল বা প্রধান প্রধান যোগাযোগ লাইনগুলি বরাবর তা গড়ে তোলাও যাবে না। এর কারণ হচ্ছে কুওমিনতাঙ বৃহৎ মহানগরগুলি ও প্রধান লাইনগুলির যোগাযোগ দখল করে

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ কর্তৃক রচিত এই নির্দেশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরোর কাছে প্রেরিত হয়েছিল। জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ ঘোষণার পর এবং সোভিয়েত লালফৌজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও চীনের গণমুক্তিফৌজ বিরাটসংখ্যক কর্মী ও সৈন্যদের জাপানী আক্রমণকারীদের ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, "মাঞ্চুকুয়ো" রাজত্বের তাঁবেদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, বিশ্বাসঘাতকদের দূর করে দেওয়া, দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করা, বিভিন্ন স্তরে গণতান্ত্রিক আঞ্চলিক সরকার গড়ে তোলার ব্যাপারে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রেরণ করে। কিন্তু একই সঙ্গে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিজেদের একচ্ছত্র একাধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরাও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় স্থল, নৌ ও বিমান পথে বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করে এবং এর মাঝেই গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক মুক্ত শানহাইকুয়ান ও চিনচাও প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করে নেয়। ফলে

নেওয়ার পর তারা তাদের একেবারে কোলঘেঁষে আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে দেবে না। আমাদের পার্টির অবশ্য বেশ খানিকটা কাজকর্ম করা উচিত এবং এইসব অঞ্চলে আমাদের সামরিক প্রতিরক্ষার প্রথম লাইনটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং হালকাভাবে এই অঞ্চলগুলিকে ছেড়ে চলে আসা চলবে না। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি আমাদের উভয় পার্টির পক্ষেই হবে গেরিলা অঞ্চল, আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল সেগুলি হবে না। সুতরাং বৃহৎ মহানগরগুলি এবং কুওমিনতাঙ অধিকৃত কেন্দ্রগুলি থেকে তুলনামূলক দূরবর্তী বিশাল গ্রামাঞ্চলই হবে সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার স্থান। এইসব অঞ্চলগুলি এখনই চিহ্নিত করে রাখা চাই যাতে আমরা তদনুযায়ী আমাদের বাহিনীগুলিকে নিয়োজিত করতে পারবো এবং সমগ্র পার্টিকে এই লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করে নিয়ে যেতে পারবো।

৩। আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চলগুলির স্থান নির্ধারণের পর, আমাদের বাহিনীগুলিকে নিয়োজিত করে দেওয়ার পর যখন আমাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি অনেকখানি বেড়ে যাবে তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে কাজেই হবে আমাদের পার্টির কাজে মূল কেন্দ্র। আমাদের সমস্ত কর্মীকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বেশ কিছুকাল কুওমিনতাঙ আমাদের পার্টির তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়েই থাকবে। যদি আমরা জনগণকে সংগ্রামের জন্য জাগিয়ে তোলা, তাদের সমস্যাদির সমাধান করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্ভর করাকেই আমাদের কাজের প্রথম বিষয় করে না তুলি, যদি জনগণের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমসহকারে কাজ করার জন্য আমরা সমস্ত শক্তিকে সমবেত না করি এবং বছরখানেকের মধ্যে বিশেষতঃ সামনের সংকটসংকুল কয়টি মাসের মধ্যে আমরা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি কঠোর সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং স্পষ্টতই এই সংগ্রাম গোটা দেশের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই নির্দেশে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সংগ্রাম যে কী পরিমাণ কঠিন-কঠোর হবে তা আগে থেকেই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং যথাসময়েই দেখিয়ে দিয়েছেন যে মহানগরগুলি এবং কুওমিনতাঙ অধিকৃত কেন্দ্রগুলি থেকে তুলনামূলকভাবে দূরে অবস্থিত বিশাল গ্রামাঞ্চলই হবে কাজকর্মের মূল কেন্দ্রস্থল ; অর্থাৎ জনগণকে ঐকান্তিকভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য, সুদৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার, ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করা ও ভবিষ্যতে প্রতি-আক্রমণে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে "রাজপথ থেকে দূরে থেকে দুই পাশের অঞ্চলগুলি দখল করে নেওয়া"। কেন্দ্রীয় কমিটি ও কমরেড মাও সে-তুঙের এই সঠিক নীতিকে কমরেড লিন পিয়াও-এর নেতৃত্বাধীন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যুরো উপযুক্তভাবে কার্যকর করে এবং তারই ফলে তিন বছর পরে ১৯৪৮ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে সমগ্র উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে মুক্ত করার মতো বিরাট বিজয় অর্জিত হয়।

একটি সুদৃঢ় প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারি—তাহলে আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো, দৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবো, কুওমিনতাঙের আক্রমণকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হবো এবং অবশ্যই বিরাট রকমের বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হবো এবং হয়তো বিফলকামই হবো। উল্টো দিকে, যদি আমরা দৃঢ়ভাবে জনগণের ওপর নির্ভর করি তবে আমরা সকল বাধাবিপত্তিই দূর করে দিতে পারবো এবং ধাপে ধাপে আমাদের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবো। জনগণের মধ্যে কাজ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে চূড়ান্ত ফয়সালা করার জন্য জনগণকে সংগ্রামে জাগিয়ে তোলা এবং খাজনা হ্রাসে, মজুরি বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গণঅভিযান সংগঠিত করা। এইসব সংগ্রামে আমাদের বিভিন্ন ধরণের গণসংগঠন গড়ে তুলতে হবে, পার্টিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, জনগণের সশস্ত্র ইউনিট গড়ে তুলতে হবে, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার নানাবিধ সংস্থা গড়ে তুলতে হবে, ব্যাপক জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে দ্রুত গতিতে রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে উন্নিত করতে হবে এবং জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিয়ে ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জেহোল প্রাদেশিক পার্টি কমিটি গণসংগ্রাম জাগিয়ে তোলার জন্য সম্প্রতি যে নির্দেশ জারী করেছে[২] তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের ক্ষেত্রে আমাদের পার্টিকে উল্লেখযোগ্য বৈষয়িক হিতসাধনের আয়োজন করতে হবে ; একমাত্র তা হলেই জনসাধারণ আমাদের সমর্থন করবেন এবং কুওমিনতাঙের হামলার বিরোধিতা করবেন। অন্যথায় কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট এই দুই পার্টির মধ্যে কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ জনসাধারণের পক্ষে পরিষ্কারভাবে তা বোঝা সম্ভবপর হবে না এবং কুওমিনতাঙের কপট প্রচার অভিযানের দ্বারা সাময়িকভাবে তারা বিভ্রান্তও হয়ে পড়তে পারেন, এমন কি তারা আমাদের পার্টির বিরুদ্ধেও চলে যেতে পারেন এবং এভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত প্রতিকূল একটি অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে।

৪। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের পার্টির দিক থেকে একটি ভাবগত অসুবিধার দিক রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগত আমাদের কর্মী ও সশস্ত্র বাহিনীর বিরাট অংশই হচ্ছেন বহিরাগত নূতন লোকজন, স্থান-কাল ও জনসাধারণের কাছে তারা অপরিচিত। বৃহৎ মহানগরগুলি আমরা দখল করতে পারছি না বলে কর্মীরা অসন্তুষ্ট এবং জনগণকে জাগিয়ে তোলা ও ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার শ্রমসাধ্য দুরূহ কাজ করতে হচ্ছে বলে তারা অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। বর্তমান পরিস্থিতি ও পার্টির কাজকর্মের সঙ্গে এই পটভূমির দ্বন্দ্ব রয়েছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত

সমস্ত কর্মীদের এই শিক্ষাই আমাদের বার বার দিতে হবে যে তাদের পরিস্থিতিকে অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, চারদিকের অবস্থা ও লোকজনের সঙ্গে তাদের পরিচিত হয়ে উঠতে হবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে ; তাছাড়া জনসাধারণের মধ্য থেকে আমাদের বিরাট সংখ্যক সক্রিয় লোকজন ও কর্মীদের সুশিক্ষিত করে নিয়ে আসতে হবে। কর্মীদের কাছে এটা আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে যে যদিও বৃহৎ বৃহৎ মহানগর ও যোগাযোগের লাইনগুলি এখনও শত্রুর হাতে রয়ে গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেরই অনুকূলে রয়েছে। সমস্ত কর্মী ও সৈনিকদের মধ্যে যতক্ষণ আমরা জনগণকে জাগিয়ে তোলা ও আমাদের ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্য প্রচার করে যেতে পারবো আর যতক্ষণ আমরা সমস্ত শক্তি সমবেত করে দ্রুত এইসব ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারবো—ততক্ষণ আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও জেহোলে আমাদের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবো এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা বিজয় অর্জন করবো। কর্মীদের একথা আমাদের বলতে হবে যে কোনোমতেই তারা কুওমিনতাঙের শক্তিকে যেন খাটো করে না দেখেন অথবা কুওমিনতাঙ যে কোনোভাবে হোক পূর্ব ও উত্তর মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করতে যাচ্ছে ভেবে আমাদের সামনেকার দুরূহ কাজকর্মের ব্যাপারে তারা যেন অধৈর্য হয়ে না পড়েন। অবশ্য এই ব্যাখ্যা প্রদান-কালে আমরা যেন কর্মীদের আবার একথা বিশ্বাস করিয়ে না দিই যে কুওমিনতাঙ ভীষণ শক্তিমান এবং তার আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়া যাবে না। এটা দেখিয়ে দিতে হবে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুওমিনতাঙের কোনো সুগভীর, সুসংগঠিত ভিত্তি নেই এবং তার হামলাকে চুরমার করে দেওয়া যাবে ; তাই আমাদের পার্টির পক্ষে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী এখন জেহোল-লিয়াওনিঙ সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ করছে এবং যদি তাদের কোনো আঘাত হানা না হয় তবে অচিরেই তারা পূর্ব ও উত্তর মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে বসবে। আমাদের সকল পার্টি সদস্যকেই তাই সবচেয়ে দুরূহ কাজটি সম্পাদনের প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করতে হবে, দ্রুত ব্যাপক জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে হবে, আমাদের ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে এবং পশ্চিম মাঞ্চুরিয়া ও জেহোলে কুওমিনতাঙ আক্রমণকে দৃঢ়ভাবে ও পরিকল্পিতভাবে চুরমার করে দিতে হবে। পূর্ব ও উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় কুওমিনতাঙ আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়ার অবস্থা দ্রুত আমাদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। সৌভাগ্যের দৌলতে সহজেই বিজয় অর্জন করে নেওয়া যাবে, কঠোর ও তিক্ত সংগ্রাম এবং ঘাম ও রক্তের মূল্য না দিয়েই তা অর্জন করে নেওয়া যাবে

এরকম সকল ভাবনাচিন্তাকেই আমাদের কর্মীদের মধ্য থেকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিতে হবে।

৫। পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর মাঞ্চুরিয়ার সামরিক অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলগুলি দ্রুত চিহ্নিত করে নিন এবং আমাদের বাহিনীকে ফীল্ড সৈন্যবাহিনী ও আঞ্চলিক বাহিনীতে বিভক্ত করে নিন। নিয়মিত সৈন্যদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশকে সামরিক উপ-অঞ্চলে জনগণকে জাগিয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করুন, দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করুন, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করুন, গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করুন, গণরক্ষীবাহিনী ও আত্মরক্ষীবাহিনী গড়ে তুলুন যাতে করে আমাদের অঞ্চলগুলিকে নিরাপদ করে তোলা যায়, ফীল্ড সৈন্যবাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় এবং কুওমিনতাঙ আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়া যায়। সমস্ত সৈনিককেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে, নির্দিষ্ট কাজের ভার দিতে হবে। একমাত্র এভাবেই আমরা দ্রুত জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো এবং দৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে সমর্থ হবো।

৬। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও জেহোলে এখন পর্যন্ত আমাদের লক্ষাধিক সৈন্য প্রবেশ করেছে ; ওখানকার সৈন্যবাহিনী সম্প্রতি আরো দুই লক্ষাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবস্থার গতি দেখে মনে হচ্ছে তা বৃদ্ধি পেয়েই চলবে। পার্টি ও সরকারী কর্মীদের যুক্ত করলে আমাদের হিসাবে এক বৎসরের মধ্যে মোট সংখ্যা চার লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। এমন বিরাট সংখ্যক লোকজন উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তাদের সমগ্র যোগানের জন্য একমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে থাকার এই পরিস্থিতিটি দীর্ঘকাল চলতে পারে না এবং তা খুবই বিপজ্জনক একটি পরিস্থিতি। সুতরাং সকল সেনাবাহিনীর ইউনিট ও সরকারী সংস্থাকে যখন যুদ্ধবিগ্রহ চলছে না বা নিয়মিত কাজকর্ম করতে হচ্ছে না তখন বড় রকমের সামরিক কাজকর্মে নিযুক্ত ও কেন্দ্রীভূত ফীল্ড সৈন্যবাহিনীগুলিকে বাদ দিয়ে সবাইকে উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৪৬ সাল যেন শুভ ফলদান না করে অতিক্রান্ত হয়ে না যায় ; সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে তদনুযায়ী দ্রুত পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

৭। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা কোনদিকে যাবেন তা আমাদের ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা ও ভবিষ্যৎ বিজয় অর্জন করার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পার্টিকে তাই বৃহৎ মহানগরগুলিকে এবং প্রধান যোগাযোগ লাইনগুলি বরাবর পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে কাজকর্ম করে যেতে হবে এবং বিশেষ করে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে। প্রতিরোধের যুদ্ধের প্রথম দিকের বছরগুলিতে আমাদের পার্টির দিক থেকে শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে নিয়ে

আসার জন্য এবং তাদের ঘাঁটি অঞ্চলে নিয়ে আসার জন্য যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয়নি এই বাস্তব সত্যের কথা মনে রেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আমাদের পার্টি সংগঠনগুলিকে এখন শ্রমিক বুদ্ধিজীবীদের আমাদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে আসার ও ঘাঁটি অঞ্চলের বিভিন্ন নির্মানকার্যে তাদের টেনে নিয়ে আসার জন্য এবং তাছাড়াও কুওমিনতাঙ অঞ্চলের গোপন কাজকর্মে মনোযোগ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সব কিছুই এখন আমাদের করতে হবে।

টীকা

১। পূর্ব মাঞ্চুরিয়ার ঘাঁটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিরিন, সি-আন, আন্ত, ইয়েন চি, তুন হুয়া এবং চাইনীজ চ্যাঙচুন রেলপথের শেনইয়াং-চ্যাঙচুন বিভাগের পূর্ববর্তী অন্যান্য স্থানগুলি। উত্তর মাঞ্চুরিয়ার ঘাঁটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল হারবিন, মুতানকিয়াং, পেইয়ান ও অন্যান্য স্থানের সঙ্গে কিয়ামুসহি। পশ্চিম মাঞ্চুরিয়া ঘাঁটি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল সিতসিহার, তাওআন, কুইল, ফুসিন, চেংচিয়াতুন, ঝুয়ু এবং চাইনীজ চ্যাঙচুন রেলপথের শেনইয়াং-চ্যাঙচুন বিভাগের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত অন্যান্য স্থানগুলি। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় পার্টি একটি ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলেছিল। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল আনতুং, চুয়াংহো, তুংহুয়া, লিনচিয়াং ও চিংয়ুআন এবং চাইনীজ চ্যাঙচুন রেলপথের শেনইয়াং-তালিয়েন বিভাগের পূর্ববর্তী অন্যান্য স্থানগুলি এবং শেনইয়াং-এর দক্ষিণ—পশ্চিমে অবস্থিত লিয়াওচুং। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার ব্যাপারে দক্ষিণ ম্যাঞ্চুরিয়ায় শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত একটানা সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

২। এখানে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির জেহোল প্রাদেশিক কমিটির ঘোষিত "জনগণকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে নির্দেশের" কথা বলা হচ্ছে। এই নির্দেশে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ঐ সময়ে জনগণকে জাগিয়ে তোলার কেন্দ্রীয় কর্তব্য ছিল—বিশ্বাসঘাতক ও গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের গণঅভিযান পরিচালনা করা এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে শোধবোধ করে নেওয়া, এই অভিযানের মধ্যে দিয়ে জনগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষকসভা ও অন্যান্য গণসংগঠন গড়ে উঠবে এবং এই অভিযান যখন শেষ হবে তখন খাজনা ও সুদ হ্রাস করার গণঅভিযানে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা। মহানগরগুলিতে জনগণকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের প্রথমে শ্রমিকদের জাগিয়ে তুলতে হয়েছিল যাতে বিশ্বাসঘাতক ও গোয়েন্দাদের সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে নেওয়ার অভিযানে অগ্রসরবাহিনী হিসাবে তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই নির্দেশে মহানগরের প্রশাসনের সামগ্রিক কাজকর্ম শিখে নেওয়ার জন্য, জনবলকে হিসাব করে ব্যবহার করার জন্য এবং সমস্ত কিছুকে দূরগত ভিত্তিতে পরিকল্পনা করার জন্যও বলা হয়েছিল।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কয়েকটি বিষয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

এপ্রিল, ১৯৪৬

১। বিশ্বের প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি নিশ্চিতভাবেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে এবং যুদ্ধের বিপদ বিরাজ করছে। কিন্তু বিশ্বের জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে এবং আরো সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের বিপদকে তারা অবশ্যই এবং নিশ্চিতভাবেই দূর করে দিতে পারবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার সম্পর্কের প্রশ্ন একটি আপোস বা ভাঙ্গনের প্রশ্ন নয় বরং প্রশ্ন হচ্ছে অপোসটা আগে হবে, না খানিকটা পরে হবে। "আপোস" বলতে বোঝায় শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে চুক্তিতে উপনীত হওয়া। "আগে বা খানিকটা পরে" বলতে বোঝায় কয়েক বছর, দশ বৎসরাধিক কাল বা তারও কিছু বেশী সময়।

২। উপরে যে ধরনের আপোসের কথা বলা হয়েছে তা দিয়ে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেই অপোসকে বোঝাচ্ছে না। যতদিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন অব্যাহত থাকবে ততদিন তা সম্ভব নয়। এই ধরনের আপোস বলতে বোঝায় কিছু কিছু বিষয়ে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আপোস। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের বহুসংখ্যক আপোসরফা হতে যাচ্ছে না। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত

ঐসময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নৈরাশ্যমূলক মূল্যায়নের মোকাবিলা করার জন্য এই দলিলটি রচিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের বসন্তকালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতিদিন সোভিয়েত-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী ও জন-বিরোধী কার্যকলাপ তীব্রতর করে তুলেছিল এবং ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছিল "যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য" এবং "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া অনিবার্য"। এই পরিস্থিতিতে যেহেতু কিছু কমরেড সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখছিলেন এবং নূতন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ভয় করছিলেন তাই তারা যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সশস্ত্র আক্রমণের সামনে দুর্বলতা প্রদর্শন করছিলেন এবং প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধ গড়ে তুলতে

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিশ্বের সমগ্র গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির পরিচালিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কার্যকর সংগ্রামের পরিণতি হিসাবেই শুধু যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ ধরনের আপোস হতে পারে। পুঁজিবাদী বিশ্বের দেশগুলির জনগণের পক্ষে একই পথে চলে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অপোস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এইসব দেশের জনগণ তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম চালিয়েই যেতে থাকবেন। জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির মূলনীতি নিশ্চিন্তভাবেই হচ্ছে তাদের পক্ষে সম্ভব সবাইকে ধ্বংস করে ফেলা আর যাদের তারা এখনই ধ্বংস করে দিতে পারছে না পরবর্তী সময়ে সেগুলিকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকেও এই একই ধরনের নীতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।

সাহস পাচ্ছিলেন না। এই দলিলে কমরেড মাও সে-তুঙ এই ধরনের ভ্রান্ত চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে যদি বিশ্বব্যাপী জনগণের শক্তিগুলি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর সংগ্রাম চালনা করেন তাহলে তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদকে দূর করে দিতে পারবেন। একই সঙ্গে, তিনি একথাও দেখিয়ে দিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে কিছু কিছু সমঝওতায় উপনীত হওয়া সম্ভব কিন্তু এইসব সমঝওতার ফলে "পুঁজিবাদী বিশ্বের দেশগুলির জনগণের পক্ষে একই পথে চলে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও অপোস করতে হবে এমন কোনো কথা নেই" এবং "এইসব দেশের জনগণ তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম চালিয়েই যেতে থাকবেন।" ঐ সময়ে এই দলিলটি প্রকাশ করা হয়নি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃস্থানীয় কিছু কিছু কমরেডদের মধ্যেই তা প্রচারিত হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তা বিতারিত হয়। যেহেতু উপস্থিত সকল কমরেডই এই দলিলের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে একমত হন তাই এই পূর্ণ বয়ানটি পরে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত সার্কুলার"-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

আত্মরক্ষার যুদ্ধের মাধ্যমে
চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে চুরমার করে দিন

২০শে জুলাই, ১৯৪৬

১। সন্ধির চুক্তি[১] অমান্য করার পর, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাব [২] অমান্য করার পর এবং জেপিংকাই, চ্যাঙ্চুন ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আমাদের দ্বারা মুক্ত অন্যান্য মহানগরগুলি দখল করার পর চিয়াং কাই-শেক এখন পূর্ব ও উত্তর চীনে আমাদের বিরুদ্ধে আরেকটি ব্যাপক অভিযান শুরু করেছেন ; পরে তিনি আবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল আক্রমণ করতে পারেন। আত্মরক্ষার একটি যুদ্ধের মাধ্যমে চিয়াং-এর আক্রমণ পুরোপুরি চুরমার করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই শুধু চীনের জনগণ আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

২। আমাদের পার্টি ও আমাদের ফৌজ চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতিই করেছে। যদিও চিয়াং কাই-শেক যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা পাচ্ছেন, জনগণের মনোভাব তার বিরুদ্ধে, তার সৈন্যবাহিনীর মনোবল দুর্বল এবং তার অর্থনীতি কঠিন অবস্থায় উপনীত।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশের খসড়া চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের শীতকালেই চিয়াং কাই-শেক "১০ই অক্টোবরের চুক্তি"কে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন কিন্তু সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধের ব্যাপারে তার প্রস্তুতি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি কারণ বিপুল সংখ্যক কুওমিনতাঙ সৈন্যকে তখনও গৃহযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্টে সমাবেশ করা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। ফলে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সমগ্র জনগণের দাবীর চাপে পড়ে কুওমিনতাঙ সরকার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করতে বাধ্য হয় এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টি তাতে অংশ গ্রহণ করে। সম্মেলন শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক ধারাবাহিক অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১০ই জানুয়ারি কুওমিনতাঙ সরকার যুদ্ধবিরতি আদেশ জারী করে। চিয়াং কাই-শেক রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী ও যুদ্ধবিরতি আদেশ পালন করতে আগ্রহী ছিল না। ১৯৪৬ সালের প্রথমার্ধে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী নানাস্থানে মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আক্রমণই ছিল বিশেষ রকম ব্যাপক আকারের এবং মহান প্রাচীরের দক্ষিণ বরাবর ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহ এবং প্রাচীরের উত্তর দিকে ব্যাপক আকারের

আমাদের অবস্থা হচ্ছে যদিও আমরা কোন বৈদেশিক সাহায্য পাচ্ছি না, জনগণের মনোভাব আমাদের পক্ষে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর মনোবল খুবই উন্নত এবং আমরা আমাদের অর্থনীতিকে পরিচালনা করতে সমর্থ। সুতরাং চিয়াং কাই-শেককে আমরা পরাজিত করতে পারবো। এ ব্যাপারে সমগ্র পার্টিকে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হওয়া চাই।

৩। চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করার জন্য যুদ্ধের সাধারণ পদ্ধতি হবে চলমান যুদ্ধবিগ্রহ। সুতরাং সাময়িকভাবে কিছু কিছু জায়গা ও মহানগর পরিত্যাগ করা শুধু অপরিহার্য নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। কিছু কিছু জায়গা ও মহানগর সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে আসা চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্যই দরকার, অন্যথায় তা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমাদের সকল পার্টি সদস্য ও মুক্ত অঞ্চলের জনগণকে একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে করে মানসিক দিক থেকে তারা প্রস্তুত থাকতে পারেন।

৪। চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য আমাদের ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করতে হবে এবং যাদের সপক্ষে নিয়ে আসা যায় তাদের সকলকেই পক্ষে নিয়ে আসতে হবে। গ্রামাঞ্চলে একদিকে আমাদের দৃঢ়ভাবে ভূমিসমস্যার সমাধান করতে হবে, ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকদের ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে হবে ও মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে;

যুদ্ধবিগ্রহের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এই অবসরে যুক্তরাষ্ট্র কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর স্থানান্তরকরণে এবং ঐ সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত করার কাজে বিপুল চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষে চিয়াং কাই-শেক এবং তার যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভুরা ভাবলেন তারা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র গণমুক্তিফৌজকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবেন। তদনুযায়ী মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে তারা সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযান শুরু করলেন, এবং ২৬শে জুন মধ্যাঞ্চলের সমতলের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্যাপক অবরোধমূলক অভিযানের মধ্য দিয়ে তা শুরু হয়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ধারাবাহিকভাবে মুক্ত অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়—কিয়াংসু-আনহুই, শানতুং, শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান, শানসি-চাহার-হোপেই এবং শানসি-সুইয়ুআনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। অক্টোবরে তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে অন্য একটি ব্যাপক আক্রমণ চালায়। একই সঙ্গে তার শেনসি-কানসু-নিংসিয়া মুক্ত অঞ্চলকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ঘেরাও করে। দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠার পর কুওমিনতাঙ মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে ১৯৩টি ব্রিগেড (ডিভিসন) অর্থাৎ তার নিয়মিত সৈন্যের ১৬ লক্ষের মতো সৈন্যকে নিয়োজিত করে; এই সৈন্যসংখ্যা ছিল তার মোট ২৪৮ টি নিয়মিত ব্রিগেডের (ডিভিসনের) বা ২০ লক্ষ সৈন্যের শতকরা ৮০ ভাগ। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং তার ব্যুরো ও উপ-ব্যুরোর নেতৃত্বাধীন মুক্ত অঞ্চলের

অন্যদিকে, ভূমিসমস্যার সমাধানকালে আমাদের সাধারণ ধনী কৃষক এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র জমিদারদের বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট অভিজাত সম্প্রদায় ও স্থানীয় স্বৈরাচারী থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট অভিজাত সম্প্রদায় ও স্থানীয় স্বৈরাচারীদের প্রতি আচরণে আমাদের অধিকতর কঠোর হতে হবে এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র জমিদারদের প্রতি আচরণে আমাদের অধিকতর নমনীয় হতে হবে। যে সব স্থানে ভূমিসমস্যার সমাধান হয়ে গেছে সেখানে সামগ্রিকভাবে জমিদারশ্রেণীর প্রতি শুধুমাত্র কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীলদের বাদ দিয়ে আমাদের নরম মনোভাবেই গ্রহণ করতে হবে। বিরুদ্ধবাদী শক্তিগুলির সংখ্যা কমিয়ে আনা ও মুক্ত অঞ্চলগুলিকে সুসংহত করে তোলার জন্য যেসব জমিদারের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যেসব জমিদার বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছেন তাদের ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে

সৈন্যবাহিনী ও জনগণ বীরত্বের সঙ্গে চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ঐ সময়ে মুক্ত অঞ্চলে প্রধান ছয়টি রণক্ষেত্র ছিল। ঐ ছয়টি রণক্ষেত্র এবং সংগ্রামরত গণমুক্তিফৌজের বাহিনীগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

লিউ পো-চেঙ, তেং-শিয়াও-পিঙ ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ।

চেন ঈ সু য়ু, তান চেন-লিন ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন (শানতুং ও কিয়াংসু-আনহুই অঞ্চলসহ) পূর্বচীনের মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ।

লিন পিয়াও, লো জুংহুয়ান ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ।

নিয়ে জুং-চেন ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন শানসি-চাহার-হোপেই মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ।

হো লাং ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ।

লী শিয়েন-নিয়েন, চেং ওয়েই-সান ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন মধ্যাঞ্চলের সমতলের মুক্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ।

গণমুক্তিফৌজের তখনকার প্রায় ১২ লক্ষের মতো সৈন্যের তুলনায় শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বেশি ছিল। তারা সঠিকভাবেই কমরেড মাও সে-তুঙের প্রস্তাবিত রণনীতি কার্যকর করে এবং আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে অবিরাম, জোর আঘাত হানতে থাকে। শত্রুপক্ষের ৬৬টি ব্রিগেড ও কিছু অনিয়মিত ইউনিটকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর অর্থাৎ আটমাসে সাত লক্ষ দশ হাজারের অধিক মোট শত্রুসৈন্যকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর গণমুক্তিফৌজ শত্রুর সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযানকে প্রতিহত করে দেয়। তারপর ধাপে ধাপে তা রণনীতিগত আক্রমণাত্মক অভিযানের দিকে এগিয়ে চলে।

এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিতে হবে। মহানগরগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী, পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী ও প্রগিতিশীলদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়াও আমাদের সতর্কতার সঙ্গে মাঝারি শক্তিগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার গৃহযুদ্ধের বিরোধী সম্ভাব্য সকলকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে এবং যুদ্ধকামীদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

৫। চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য আমাদের দূরগত ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে হবে। আমাদের জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে চূড়ান্ত মিতব্যয়িতা সরকারে ব্যবহার করতে হবে এবং অপচয় পরিহার করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে। কিছু কিছু স্থানে ছোটখাটো ঘুষখোরির যে অভিব্যক্তি ঘটেছে সে ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে এবং সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন করে দিতে হবে। উৎপাদনের কাজে কঠোর পরিশ্রম করে সবার আগে খাদ্য-শস্য ও কাপড়-চোপড়সহ সকল প্রকার নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে হবে। আমাদের ব্যাপকভাবে তুলো চাষে উৎসাহ দিতে হবে এবং প্রতিটি পরিবারকেই সুতো কাটতে এবং প্রতিটি গ্রামকেই কাপড় বোনার কাজে উৎসাহিত করতে হবে। এমন কি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও আমাদের এই কাজ উৎসাহ দিতে শুরু করতে হবে। অর্থ ও যোগদানের ব্যাপারে প্রতিরক্ষা যুদ্ধের বৈষয়িক প্রয়োজন আমাদের মেটাতে হবে এবং একই সঙ্গে জনগণের ওপরকার বোঝাকে লাঘব করতে হবে যাতে করে যুদ্ধের সময়কার পরিস্থিতিতে ও আমাদের মুক্ত অঞ্চলের জনগণের জীবনের মানের খানিকটা উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, আমরা পুরোপুরি আমাদের প্রয়াসের ওপরই নির্ভর করছি এবং আমাদের অবস্থান অপরাজেয় ; এটা চিয়াং কাই-শেকের অবস্থার ঠিক বিপরীত, কেননা তিনি সম্পূর্ণতঃই বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আমরা সরল জীবনযাপন করি ও কঠোর পরিশ্রম করি, আমরা সৈন্যবাহিনী ও জনগণ উভয়ের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখি ; চিয়াং কাই-শেকের এলাকার পরিস্থিতি তার ঠিক বিপরীত কারণ ওখানে ওপরওয়ালারা দুর্নীতিগ্রস্থ ও অধঃপতিত অন্যদিকে তাদের অধিনস্থ জনসাধারণ নিঃস্ব, রিক্ত। এই পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবেই আমরা বিজয় অর্জন করবো।

৬। আমাদের সামনে বাধাবিপত্তি রয়েছে কিন্তু আমরা সেগুলি দূর করে দিতে পারবো এবং সেগুলিকে আমাদের দূর করে দিতে হবেই। মুক্ত অঞ্চলের সকল পার্টি কমরেড, সমস্ত সৈন্য এবং জনগণকে একমন-একপ্রাণ হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে পুরোপুরি চুরমার করে দিতে হবে আর স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক নয়া চীন গড়ে তুলতে হবে।

টীকা

১। এখানে "সন্ধিচুক্তি" বলতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিবৃন্দ ও চিয়াং কাই-শেক সরকারের মধ্যে সম্পাদিত ১৯৪৬ সালের ১০ই জানুয়ারির চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এই চুক্তিতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী ১৩ই জানুয়ারির মধ্যরাত্র থেকে তাদের পারস্পরিক অবস্থানে থেকে সকল সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবে। কিন্তু আসলে চিয়াং কাই-শেক এই চুক্তিকে একটি ধুম্রজাল হিসাবে ব্যবহার করেন এবং তার আড়ালে থেকে বড়ো রকমের যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকেন, ঠিক যখন যুদ্ধবিরতি আদেশ প্রচারিত হচ্ছিল তখনই তিনি কুওমিনতাঙ সৈন্যদের "সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করে নেওয়ার" আদেশ দিচ্ছিলেন এবং তারপর থেকে অবিরত তার সৈন্যবাহিনী মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েই যাচ্ছিল। জুলাই মাসের মধ্যে চিয়াং কাই-শেক খোলাখুলিভাবে সন্ধিচুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন এবং মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিলেন।

২। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে কুওমিনতাঙ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেন এবং দল-বহির্ভুত ব্যক্তিরাও যোগ দেন ; ১৯৪৬ সালের ১০ই থেকে ৩১শে জানুয়ারি এই সম্মেলন চুংকিং-য়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পাঁচটি চুক্তি গৃহীত হয় ঃ

(১) সরকারী সংগঠন সংক্রান্ত চুক্তি। এই চুক্তিতে বলা হয় "জাতীয় সরকারের কাঠামো সংক্রান্ত আইনকে জাতীয় সরকারী পর্ষৎকে জোরদার করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পরিবর্তিত করা হবে।" এতে জাতীয় সরকারের মন্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং এই ব্যবস্থা করা হয় যে "জাতীয় সরকারের মন্ত্রীরা কুওমিনতাঙ এবং অ-কুওমিনতাঙ সদস্যদের মধ্য থেকে জাতীয় সরকারের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন"; "জাতীয় সরকারের সভাপতি কর্তৃক জাতীয় সরকারের মন্ত্রী হিসাবে বিভিন্ন পার্টির যেসব সদস্যরা নিযুক্ত হবেন সেই সদস্যদের তাদের সংশ্লিষ্ট স্ব-স্ব পার্টিগুলির মনোনয়নের ভিত্তিতে স্থির করা হবে, যদি সভাপতির পক্ষে সেই ব্যক্তিরা অনুমোদনযোগ্য না হন তবে পার্টিগুলি নূতন করে মনোনয়ন করবে", "জাতীয় সরকারের সভাপতি যখন দল বহির্ভুত কোনো ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসাবে মনোনয়ন করবেন যদি এর মাঝে নিযুক্ত মন্ত্রীদের এক তৃতীয়াংশ সেই মনোনয়নের বিরোধিতা করেন তবে সভাপতিকে এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং এই নিয়োগের জন্য নূতন মনোনয়ন পেশ করতে হবে" ; "জাতীয় সরকারের মন্ত্রীদের অর্ধেক হবেন কুওমিনতাঙ-সদস্য এবং বাকী অর্ধেক হবেন অন্যান্য দলের সদস্য ও দল-বহির্ভুত ব্যক্তিবর্গ"। জাতীয় সরকারের পর্ষৎকে "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ সরকারী সংস্থা" হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থির করা হয়, তা আইন প্রণয়নের মূলনীতি ও প্রধান প্রধান সামরিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাজেট এবং জাতীয় সরকারের সভাপতি কর্তৃক বিবেচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়গুলির ব্যাপারে আলোচনা করবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ; অন্যদিকে একই সঙ্গে জাতীয় সরকারের সভাপতির হাতে বিপুল ক্ষমতা

ন্যস্ত হল, তার মধ্যে থাকলো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মনোনয়ন ক্ষমতা, বিশেষ ক্ষমতা (আনুষ্ঠানিকভাবে সীমাবদ্ধ হলেও কার্যতঃ তা ছিল অবাধ কারণ তা খারিজ করতে হলে চাই তিন-পঞ্চমাংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথচ সভাপতি নিজের পার্টি—কুওমিনতাঙ একাই অর্ধেক আসনের অধিকারী) এবং জরুরীকালীন ক্ষমতা। এই চুক্তিতে ব্যবস্থা ছিল "মন্ত্রীসভার সাত বা আটজন সদস্য হবেন অ-কুওমিনতাঙ-সদস্য, তারা হয় বর্তমান মন্ত্রীদের দপ্তরগুলিরই ভার নেবেন বা প্রস্তাবিত দপ্তর-বিহীন রাষ্ট্রমন্ত্রীদের পদ গ্রহণ করবেন।"

(২) শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী। এই কর্মসূচী নয়টি ভাগে বিভক্ত। তাতে রয়েছে—সাধারণ নীতি, জনগণের অধিকার, রাজনৈতিক ব্যাপার, সামরিক ব্যাপার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপার, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, বিদেশ প্রবাসী চীনাদের ব্যাপার। "সাধারণ নীতি" সংক্রান্ত ভাগে বলা হয়েছে দেশের সকল রাজনৈতিক দল "নিবিড়ভাবে একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক নয়া চীন গড়ে তুলবে"; বলা হলো দেশে "রাজনৈতিক গণতন্ত্রীকরণ, সেনাবাহিনীর জাতীয়করণ, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমতা ও আইনানুগ অধিকার থাকবে" এবং "রাজনৈতিক বিরোধ শান্তি সুরক্ষিত করা ও জাতীয় বিকাশের লক্ষ্য সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করা হবে।" "জনগণের অধিকার" বিষয়ক ভাগে বলা হলে "ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তা, ধর্মীয় বিশ্বাস, বাক, সংবাদপত্র, সমাবেশ, সংঘ গঠন, বসবাস, চলাচল ও চিঠিপত্র আদান প্রদানের অধিকার জনগণের জন্য সুনিশ্চিত থাকবে" এবং "বিচার বিভাগ ও পুলিশ ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক জনসাধারণের কাউকে গ্রেপ্তার করা, বিচার করা ও শাস্তিদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং যদি কেউ এই বিধান অমান্য করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।" "রাজনৈতিক ব্যাপার" সংক্রান্ত ভাগে বলা হলো "সর্বস্তরে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হবে, তাদের ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা হবে এবং পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হবে যেসব ক্ষেত্রে একই সংস্থার দ্বৈত ব্যবস্থা রয়েছে তার অবসান করা হবে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সবল করা হবে এবং প্রতি স্তরের প্রশাসনকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বভার দেওয়া হবে; "দক্ষ" কর্মরত ব্যক্তিদের রক্ষা করা হবে, সরকারী পদে নিয়োগ পার্টির যোগাযোগ অনুসারে করা হবে না বরং তার ভিত্তি হবে দক্ষতা ও প্রবীনতা, একই সঙ্গে একাধিক পদে বহাল থাকা ও পক্ষপাতিত্ব নিষিদ্ধ হবে"; "তদারকি ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে, দুর্নীতিকে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অভিযোগ উত্থাপনের জন্য জনগণকে সুযোগ দেওয়া হবে"; "স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনকে সক্রিয় ভাবে উৎসাহিত করা হবে এবং নিম্নতর স্তর থেকে উপর দিকে সকল স্তরে নির্বাচন সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে"; এবং "কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা সুষ্ঠু ক্ষমতা-বিভাজনের নীতি অনুসারে স্থিরীকৃত হবে, আঞ্চলিক সরকারগুলি আঞ্চলিক পরিস্থিতির উপযোগী ব্যবস্থাদিই গ্রহণ করবে কিন্তু প্রদেশে বা জেলার সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার বিপরীতপন্থী হতে পারবে না।" "সামরিক ব্যাপার" সংক্রান্ত ভাগে বলা হলো "সামরিক সংগঠন জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হবে, সরকারের গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থার ও দেশের পরিস্থিতির ধারা অনুসারে সামরিক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হবে, সামরিক কর্তৃত্বকে অ-সামরিক কর্তৃত্ব থেকে পৃথক করা হবে, সামরিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করা হবে, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করা হবে এবং একটি আধুনিক জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সামরিক লোক নিয়োগের ও অর্থসংস্থার উন্নতি সাধন করা হবে", "জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাগত পরিমাণ কার্যকরভাবে হ্রাস করা হবে এবং সামরিক পুনর্গঠন পরিকল্পনার বিধান অনুসারে তাকে পুনর্গঠিত করা হবে।" "অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপার" সংক্রান্ত বিভাগে বলা হয় "আমলাতান্ত্রিক-পুঁজির বিকাশ সীমাবদ্ধ করা হবে এবং সরকারী কর্মচারীরা যাতে তাদের সরকারী ক্ষমতার ও প্রভাবের অপব্যবহার করে ফাটকাবাজী, একচেটিয়া কারবার, কর-ফাঁকি, চোরা-কারবার, রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরূপ, যানবাহনের বে-আইনী ব্যবহার করতে না পারেন, তা কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখা হবে" ; "খাজনা ও সুদের হার হ্রাস করা হবে, ইজারাদারদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে, জমির খাজনা স্থির করে দেওয়া হবে, কৃষিঋণের প্রসার ঘটানো হবে, কৃষকদের উন্নততর জীবনের স্বার্থে মহাজনী সুদখোরি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে এবং 'যে জমি চাষ করে জমি তারই হবে' এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৃষি আইনকে কার্যকর করা হবে"; "শ্রম সংক্রান্ত আইনগুলিকে কার্যকর করে কাজের অবস্থার উন্নতি সাধন করা হবে"; "অর্থ-বিনিয়োগ-প্রশাসন রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন হবে, বাজেট ব্যবস্থা ও আর্থিক রিপোর্টের ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে চলা হবে, বাজেট ব্যয়বরাদ্দ কঠোরভাবে হ্রাস করা হবে ; রাজস্ব আদায় ও ব্যয় সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের আর্থিক এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, বাজারে চালু মুদ্রা সংকুচিত করা হবে ও মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্থিরপর্যায়ে নিয়ে আসা হবে এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণসংগ্রহ এবং তার ব্যবহার প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত হবে এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার তদারকিতে তা কার্যকর হবে," কর ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হবে এবং সমস্ত অতিরিক্ত করভার ও বিভিন্ন আদায়-উশুল এবং বে-আইনী আদায় সম্পূর্ণভাবে রদ করা হবে।" "শিক্ষা ও সংস্কৃতি খাতে" বলা হয় "অধ্যয়নগত স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হবে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য স্কুল বা কলেজের প্রশাসনে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না"; "শিক্ষা ও সংস্কৃতি খাতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের অনুপাত বৃদ্ধি করা হবে এবং যুদ্ধকালে সংবাদপত্র, প্রকাশনা, চলচ্চিত্র, নাটক, ডাক ও তার বিভাগে যে সেন্সর ব্যবস্থা চালু ছিল তার অবসান করা হবে।"

জাতীয় বিধানসভা সংক্রান্ত চুক্তি। এই চুক্তিতে ব্যবস্থা হয় "জাতীয় বিধান সভায় বিভিন্ন দল ও বিশিষ্ট জন প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আরো সাত শত প্রতিনিধিকে গ্রহণ করা হবে" এবং "প্রথম জাতীয় বিধান সভার কর্তব্য ও এক্তিয়ার হবে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করা।"

খসড়া সংবিধান সম্পর্কে চুক্তি। এই চুক্তিতে একটি পর্যালোচনা কমিটির সংস্থান করা হয় যা কুওমিনতাঙ কর্তৃক রচিত খসড়া সংবিধান পরিবর্তন করবে এবং এই পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিগুলি নিরূপণ করে দেওয়া হয়। জাতীয় বিধানসভার ও সরকারী সংগঠনগুলির কর্তব্য ও অধিকার নিরূপণ করে নীতি নির্ধারণ করা ছাড়াও "আঞ্চলিক সরকার" সম্পর্কিত

বিশেষ ব্যবস্থা এবং "জনগণের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ" এতে সন্নিবেশিত হয়। "আঞ্চলিক সরকার" সম্পর্কে এতে বলা হয় "কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের এক্তিয়ার সুষ্ঠ বিতরণের নীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে";"প্রাদেশিক শাসকেরা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন ;" "প্রদেশের একটি প্রাদেশিক সংবিধানও থাকতে পারে কিন্তু তার বিধানসমূহের মাধ্যমে জাতীয় সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা চলবে না।" "জনগণের অধিকার ও কর্তব্য" সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয় "সাধারণতঃ একটি গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ যেসব স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করে থাকেন সংবিধানে তার ব্যবস্থা থাকবে এবং সেগুলির বেআইনী লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকবে ;" যদি এমন কোনো আইন জনগণের অধিকার সম্পর্কে প্রণীত হয় তবে তার লক্ষ্য হবে এ স্বাধীনতাগুলির সংরক্ষণ, সেগুলির সংকোচন নয়;" "শ্রমনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যবস্থা আঞ্চলিক আইনে থাকতে পারে কিন্তু জাতীয় সংবিধানে তা থাকবে না ;" এবং "যেসব সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ নির্দিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে একত্রে বসবাস করেন তাদের স্ব-শাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে।"

সামরিক ব্যাপার সংক্রান্ত চুক্তি। এই চুক্তিতে ব্যবস্থা করা হয় "সরকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আমাদের দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সামরিক ব্যবস্থাকে সংস্কার করা হবে ;" "সামরিক বাহিনীতে সৈনিক সংগ্রহের ব্যবস্থা উন্নত করা হবে ;" "সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার নীতির ভিত্তিতে সামরিক শিক্ষা পরিচালিত হবে এবং তাকে রাজনৈতিক দলগত ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক চিরতরে পৃথক রাখা হবে," "সামরিক ক্ষমতাকে রাজনৈতিক দলগুলি থেকে পৃথক রাখা হবে" এবং "সকল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন ;" "সামরিক কর্তৃত্ব অ-সামরিক কর্তৃত্ব থেকে পৃথক থাকবে" এবং "কোনো সৈনিক সেনাবাহিনীতে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থাকা কালে একই সঙ্গে অ-সামরিক পদে নিযুক্ত থাকতে পারবেন না।" কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ও মুক্ত অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন সম্পর্কে তাতে বলা হয় "তিনজনকে নিয়ে গঠিত একটি সাবকমিটি পরিকল্পিতভাবে যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণে সহমতে উপনীত হবে এবং তার পুনর্গঠনের কাজটি সম্পূর্ণ করবেন;" কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী "যুদ্ধমন্ত্রক কর্তৃক এরই মাঝে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে নব্বইটি ডিভিসনে পুনর্গঠিত হবে এবং ছয়মাসের মধ্যে উচ্চতম সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে এই পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে ;" এবং "যখন উপরে উল্লিখিত এই দুইটি বিষয়ে, পুনর্গঠনের কাজ শেষ হবে জাতির সমস্ত সৈন্যরা ঐক্যবদ্ধ এবং অতিরিক্ত আরো পঞ্চাশ বা ষাটটি ডিভিসনে পুনর্গঠিত হবে।"

রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের এই চুক্তিগুলি বিভিন্ন পরিমাণে জনগণের পক্ষে অনুকূল ও চিয়াং কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। এই চুক্তিগুলির প্রতি একদিকে তার সম্মতির কথা ব্যক্ত করে শান্তির নামে তার প্রতারণাকে কার্যকর করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত থেকে, অন্যদিকে চিয়াং কাই-শেক সক্রিয়ভাবে তার দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধের সামরিক প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের চুক্তিগুলিকে তিনি একে একে ছিন্নভিন্ন করে দিতে থাকেন।

আমেরিকান সাংবাদিক
অ্যানা লুই স্ট্রং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আগস্ট, ১৯৪৬

স্ট্রং ঃ অদূর ভবিষ্যতে চীনের সমস্যাবলীর একটি রাজনৈতিক, শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

মাও ঃ তা নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মনোভাবের ওপর। যে আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীরা চিয়াং কাই-শেককে গৃহযুদ্ধ চালাতে সাহায্য করছে আমেরিকান জনগণ যদি তাদের হাতকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন তবে শান্তির আশা আছে।

স্ট্রং ঃ ধরুন, যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেককে এ যাবৎ যা সাহায্য দিয়েছে তাছাড়া আর কোনো সাহায্য দিলো না, তা হলে চিয়াং কাই-শেক আর কতোকাল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন?

মাও ঃ বৎসরাধিক কাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির অল্পকালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে মাও সে-তুঙের প্রদত্ত এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি। এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ "সকল প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ" তার এই বিখ্যাত তত্ত্বটি হাজির করেন। এই তত্ত্ব আমাদের দেশের জনগণকে মতাদর্শগতভাবে সুসজ্জিত করে তোলে, বিজয় অর্জনের ব্যাপারে তাদের অবস্থাকে জোরদার করে তোলে এবং জনগণের মুক্তিযুদ্ধে তা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। ঠিক লেনিন যেমন সাম্রাজ্যবাদকে "কাদামাটির পা-ওয়ালা বিশালকায় দানব" বলে অভিহিত করেছিলেন, তেমনি কমরেড মাও সে-তুঙ সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের বর্ণনা করেছেন কাগুজে বাঘ হিসাবে; দুটি ক্ষেত্রেই বিষয়ের একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করা হয়েছে। এই তাত্ত্বিক বক্তব্যটি বিপ্লবী জনগণের পক্ষে একটি মৌলিক রণনীতিগত ধারণা। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ বার বার দেখিয়েছেন ঃ রণনীতিগত দিক থেকে, সামগ্রিক বিচারে বিপ্লবীরা শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন, সাহসভরে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হবেন এবং সাহসের সঙ্গে বিজয় অর্জন করতে যাবেন ; একই সঙ্গে, রণকৌশলগত দিক থেকে, প্রতিটি নির্দিষ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে তারা শত্রুকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করবেন ; প্রাজ্ঞের মতো আচরণ করবেন এবং সংগ্রামের কৌশলকে নিখুঁত করে তুলবেন, বিভিন্ন স্থান, কাল ও পরিস্থিতির

স্ট্রং ঃ অর্থনৈতিক দিক থেকে চিয়াং কাই-শেক কি এতকাল চালিয়ে যেতে পারবেন?

মাও ঃ তিনি পারবেন।

স্ট্রং ঃ যুক্তরাষ্ট্র যদি এটা পরিস্কার করে জানিয়ে দেয় যে এখন থেকে চিয়াং কাই-শেককে আর অধিক কোনো সাহায্য দেবে না, তাহলে?

মাও ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও চিয়াং কাই-শেকের অল্পসময়ের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার কোন অভিলাষ আছে এখন পর্যন্ত এমন কোন আভাস নেই।

স্ট্রং ঃ কমিউনিস্ট পার্টি কতকাল চালিয়ে যেতে পারবে ?

মাও ঃ আমাদের নিজেদের অভিলাষের কথা বললে, আমরা চাই না যে যুদ্ধ আর একটা দিনও চলুক। কিন্তু পরিস্থিতি যদি আমাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করে তবে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে পারবো।

স্ট্রং ঃ আমেরিকান জনসাধারণ যদি জিজ্ঞেস করেন কমিউনিস্ট পার্টি কেন লড়াই করছে, আমি তার কী জবাব দেবো?

মাও ঃ চিয়াং কাই-শেক চীনের জনগণকে জবাই করতে চাইছেন আর জনগণকে বাঁচতে হলে নিজেদের রক্ষা করতেই হবে। আমেরিকান জনগণ এটা

উপযোগী সংগ্রাম-কৌশল গ্রহণ করবেন, শত্রুকে ধাপে ধাপে বিচ্ছিন্ন ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। ১৯৫৮ সালের ১লা ডিসেম্বর উচাঙ-য়ে অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর একটি সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ বলেন ঃ

> এই পৃথিবীতে ঠিক যেমন একটি জিনিসও নেই যার দ্বৈত চরিত্র নেই (এটি হচ্ছে বিপরীতের ঐক্য সংক্রান্ত বিধি), তেমনি সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীলদেরও দ্বৈত্য চরিত্র রয়েছে—একই সঙ্গে তারা আসল বাঘ এবং কাগুজে বাঘও বটে। অতীতের ইতিহাসে রাষ্ট্র ক্ষমতালাভের পূর্বে এবং ক্ষমতালাভের কিছুকাল পর পর্যন্ত দাস-প্রভুশ্রেণী, সামন্ত জমিদারশ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল খুবই প্রাণবন্ত, বিপ্লবী ও প্রগতিশীল ;তারা ছিল সত্যিকারের বাঘ। কিন্তু সময় কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপরীতের তাড়নায়—দাসশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেলে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে এবং ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলে এই শাসক শ্রেণীগুলিও ধাপে ধাপে বিপরীতে পর্যবসিত হল, প্রতিক্রিয়াশীলে পরিবর্তিত হল, পশ্চাদমুখী মানুষে পরিণত হল, কাগুজে বাঘ হয়ে দাঁড়াল। আর পরিণামে জনগণ কর্তৃক তাদের উচ্ছেদ সাধিত হয়েছে বা তাদের উচ্ছেদ সাধিত হবে।
>
> প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদমুখি, ক্ষয়প্রাপ্ত শ্রেণীগুলি তাদের এই দ্বৈত চরিত্র জনগণের বিরুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের সময়েও অব্যাহত রাখে। এক দিকে তারা যথার্থ বাঘ ; মানুষের ঘাড় ভেঙ্গে তারা খেয়েছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি

বুঝতে পারবেন।

স্ট্রং ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

মাও ঃ সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধের প্রচারণার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ ও অন্যান্য সোভিয়েত-বিরোধী সাম্প্রতিক প্রচারণা হচ্ছে এ ধরনের একটা যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক প্রস্তুতি স্বরূপ। অন্যদিকে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যে বহুবিধ যথার্থ দ্বন্দ্বের এই মুহূর্তে সম্মুখীন হয়েছে তাকে আড়াল করার জন্য আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীদের আয়োজিত ধুম্রজাল হচ্ছে এই প্রচারণা। দ্বন্দ্ব রয়েছে আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীদের ও আমেরিকান জনগণের মধ্যে, দ্বন্দ্ব রয়েছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে এবং উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলির সঙ্গে। বর্তমানে সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনার আসল তাৎপর্য হচ্ছে আমেরিকান জনগণের বিরুদ্ধে নিপীড়ন এবং

মানুষকে তারা খেয়েছে। জনগণের সংগ্রামের লক্ষ্য একটা দুরূহ, কঠিন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গেছে, যে পথ নানা বাঁক আর মোড়ে ভরা। চীনে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন ধ্বংস করার জন্য চীনের জনগণের একশো বছরের অধিক কাল লেগেছে এবং কোটি কোটি জীবনের মূল্যে ১৯৪৯ সালের বিজয় অর্জিত হয়েছে। একবার তাকিয়ে দেখুন। এরা কি জীবন্ত বাঘ নয়, একেবারে লোহার বাঘ, আসল বাঘ নয়? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণত হতে হল কাগুজে বাঘে, মরা বাঘে, একেবারে নিরামিষ বাঘে। এগুলি হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য। জনগণ কি এইসব তথ্য দেখেননি, শোনেননি? লক্ষ কোটি মানুষ তা দেখেছেন, শুনেছেন! হাজারে হাজারে ও লক্ষে লক্ষে তারা তা দেখেছেন, শুনেছেন। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ ও সকল প্রতিক্রিয়াশীলদের যখন একেবারে মর্মগতভাবে দেখা যাবে, দূরগত দৃষ্টিকোণ থেকে, রণনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে—তখন তারা যা সেই হিসাবেই তাদের দেখতে হবে—দেখতে হবে কাগুজে বাঘ হিসাবে। এই ভিত্তিতেই আমাদের রণনীতিগত চিন্তাকে গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে, তারা জীবন্ত বাঘ, লোহার বাঘ, আসল বাঘও বটে যারা মানুষের ঘাড় মটকে খেতে পারে। এই ভিত্তিতে আমাদের রণকৌশলগত চিন্তাকে গড়ে তুলতে হবে।

রণনীতিগতভাবে শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও রণকৌশলগতভাবে তাকে পুরোপুরিভাবে হিসাবে ধরার প্রয়োজন সম্পর্কে দেখুন—**মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর** প্রথম খণ্ডের "চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ, নবজাতক সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ ৩৯১ এবং বর্তমান খণ্ডে "পার্টির বর্তমান কর্মনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে" শীর্ষক রচনার প্রথম অনুচ্ছেদ।

বাকী পুঁজিবাদী বিশ্বে আমেরিকান আগ্রাসী বাহিনীর সম্প্রসারণ। আপনি জানেন, হিটলার ও তার সহযোগী জাপানী যুদ্ধবাজরা—এরা উভয়েই সোভিয়েত-বিরোধী শ্লোগানকে দীর্ঘকাল ধরে নিজ দেশে জনগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা এবং অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিল। এখন আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলেরা ঠিক একই পথ ধরে চলছে।

একটা যুদ্ধ শুরু করতে হলে আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলদের সবার আগে আমেরিকান জনগণকে আক্রমণ করতে হবে। এর মাঝেই তারা আমেরিকান জনগণকে আক্রমণ করছে—যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক মহলগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন করছে এবং ফ্যাসিবাদ চাপিয়ে দিতে প্রস্তুত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের উচিত আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীদের হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং তা প্রতিরোধ করা। আমার বিশ্বাস, তাঁরা তা করবেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝখানে রয়েছে বিশাল ভূভাগ যাতে আছে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু পুঁজিবাদী, উপনিবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশ। এই দেশগুলিকে পদানত করার আগে আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীদের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রশ্ন ওঠে না। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ওখানকার পূর্বতন ব্রিটিশ প্রভাবাধীন মোট এলাকার চেয়ে বৃহত্তর অঞ্চলকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে; তা জাপানকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কুওমিনতাঙ-শাসিত চীনের অংশকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কোরিয়ার অর্ধেক ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। দীর্ঘকাল ধরে তা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। নানা অজুহাত দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক আকারে সামরিক আয়োজন করে চলেছে এবং বহু দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করছে। আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীরা বলছে—তারা বিশ্বব্যাপী যেসব সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করছে বা স্থাপন করার প্রস্তুতি করছে সেগুলির লক্ষ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ঠিকই, এই সামরিক ঘাঁটিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। ঠিক এই সময়ে কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নকে নয় বরং যেসব দেশে এই সামরিক ঘাঁটিগুলি অবস্থিত তাদেরকেই প্রথমে আমেরিকান আগ্রাসনের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, অনতিবিলম্বেই এই দেশগুলি বুঝতে পারবে আসলে কে তাদের নিপীড়ন করছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন না আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। সেই দিন আসবে যখন আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলেরা দেখতে পাবে গোটা দুনিয়ার জনগণ তাদের বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য আমি একথা বলতে চাইছি না যে আমেরিকান প্রতিক্রিয়াশীলদের

সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের কোনো উদ্দেশ্য নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশান্তির রক্ষক এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য স্থাপনের প্রতিরোধের পথে তা একটি শক্তিশালী উপাদান। সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্তিত্বের ফলে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ও দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াবাদীদের পক্ষে তাদের লক্ষ্য সাধন করা একান্ত অসম্ভব। তারই জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীরা চূড়ান্তভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘৃণা করে এবং আসলে এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীরা এখন যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত যুদ্ধের ঢাক জোরে পিটিয়ে চলেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির অতি অল্প কালের মধ্যেই একটি জঘন্য আবহাওয়া সৃষ্টি করছে—তাতে তাদের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি একবার দৃষ্টি দিতে আমার বাধ্য হচ্ছি। দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত-বিরোধী শ্লোগানের আড়ালে তারা উন্মত্তভাবে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক মহলগুলিকে আক্রমণ করে চলেছে এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের বহির্দেশীয় সম্প্রসারণের লক্ষ্য যে দেশগুলি সেগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রের পদানত করতে চাইছে। আমি মনে করি আমেরিকান জনগণ ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের দ্বারা বিপন্ন দেশগুলির জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীবৃন্দ ও ঐসব দেশের তাদের অনুগত আজ্ঞাবাহী ভৃত্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। একমাত্র এই সংগ্রামে বিজয়ের মধ্যে দিয়েই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে পরিহার করা যাবে ; অন্যথায় তা অপরিহার্য।

স্ট্রং ঃ এটা খুবই পরিষ্কার। কিন্তু ধরুন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করল? ধরুন, আইসল্যাণ্ড, ওকিনাওয়া এবং চীনের তার ঘাঁটি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সেভিয়েত ইউনিয়নে বোমা বর্ষণ করল?

মাও ঃ পারমাণবিক বোমা হচ্ছে একটা কাগুজে বাঘ, তাকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীরা জনগণকে ভয় দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছে। এটা দেখতে ভীতিপ্রদ, কিন্তু ঐটি আসলে তা নয়। অবশ্যই পারমাণবিক বোমা গণহত্যার একটা হাতিয়ার কিন্তু একটা যুদ্ধের পরিণাম নির্ধারিত হয় জনগণের দ্বারা একটা কি দুটো নূতন ধরনের অস্ত্র দিয়ে নয়।

সকল প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ। দেখতে প্রতিক্রিয়াশীলেরা খুবই ভীতিপ্রদ কিন্তু আসলে তারা তেমন শক্তিমান নয়। দূরগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিক্রিয়াশীলেরা নয়, জনগণই প্রকৃতপক্ষে শক্তিমান। রাশিয়াতে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের আগে কোন্ পক্ষ আসলে শক্তিশালী ছিল? ওপর থেকে দেখলে জারই শক্তিশালী ছিল কিন্তু ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের একটা দমকা হাওয়াই জারকে ভাসিয়ে

নিয়ে গেল। শেষ বিচারে, রাশিয়াতে শক্তি ছিল শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েতের পক্ষে। জার ছিল একটা কাগুজে বাঘ মাত্র। হিটলারকে কি এক সময় খুবই শক্তিমান বলে মনে করা হতো না? কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে হিটলার ছিল একটা কাগুজে বাঘ। মুসোলিনী আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদও তাই ছিল। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দেশে দেশে যে জনগণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাকে ভালোবাসেন তাদের শক্তি আগে যা মনে করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি বলে প্রমাণিত হল।

চিয়াং কাই-শেক ও তার সহযোগিবৃন্দ, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলেরা—এরা সকলেই কাগুজে বাঘ। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কথা বলতে গেলে, তাকে ভীষণ ভীতিপ্রদই মনে হয়। চীনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা যুক্তরাষ্ট্রের এই "শক্তিকে" কাজে লাগিয়ে চীনের জনগণকে ভীতিগ্রস্ত করছে। কিন্তু এটাই প্রমাণিত হবে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলেরা, ইতিহাসের অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদেরই মতো, তেমন কিছু শক্তিধর নয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে অন্য অনেকে রয়েছেন যারা যথার্থই শক্তিমান—তারা হচ্ছেন আমেরিকার জনগণ।

চীনের কথাই ধরুন। আমাদের আছে নির্ভর করার মতো ভুট্টা আর রাইফেল। কিন্তু ইতিহাস চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবে আমাদের ভুট্টা আর রাইফেল চিয়াং কাই-শেকের বিমান আর ট্যাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। যদিও চীনের জনগণের সামনে এখনও বহু বাধাবিপত্তি রয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের যুক্ত আক্রমণের ফলে তাদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, কিন্তু সেইদিন আসবে যখন এই প্রতিক্রিয়াশীলেরা পরাজিত হবে এবং আমরা বিজয়ী হবো। এর সহজ সরল কারণ হচ্ছে ঃ প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি, কিন্তু আমরা হচ্ছি প্রগতির প্রতিনিধি।

টীকা

১। জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য করার জন্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তার সরকারকে খুবই বিরাট পরিমাণ সাহায্য দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কুওমিনতাঙের ৪৫টি ডিভিসনকে অস্ত্রসজ্জিত করে দিয়েছিল। তা ১,৫০,০০০ জন কুওমিনতাঙ সামরিক ব্যক্তিকে—সেনাবাহিনী, নৌ ও বিমানবাহিনী, গোয়েন্দা চর, যোগাযোগ রক্ষাকারী পুলিশ, বিভাগীয় কর্মচারী, চিকিৎসক, সরবরাহকারী প্রভৃতি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানবহর মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের ১৪ কোর (৪১ ডিভিসন) সৈন্যকে, যোগযোগ রক্ষাকারী ৮ রেজিমেন্ট পুলিশবাহিনীকে

অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৫,৪০,০০০-এর চেয়ে বেশি লোকজনকে যানবাহন দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকার চীনে তার ৯০,০০০ নৌ-সৈন্যকে নামিয়ে দিয়েছিল এবং সাংহাই, সিংতাও, তিয়েনসিন, পিপিং ও চিনওয়াংতাও-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মহানগরগুলিতে তাদের সমাবিষ্ট করেছিল। উত্তর চীনে কুওমিনতাঙের পক্ষ থেকে তারা যোগাযোগ পথগুলিতে প্রহরা বসিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ১৯৩৯ সালের ৫ই আগস্ট প্রচারিত **চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক** নামক শ্বেতপত্রে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সময় থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেক সরকারকে নানা ধরনে যুক্তরাষ্ট্র যে মোট সাহায্য দিয়েছে তার পরিমাণ ছিল ৪৫০ কোটি ডলারের বেশি (প্রতিরোধের যুদ্ধকালে যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দিয়েছিল তার বিপুল পরিমাণই কুওমিনতাঙ জনগণের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আসন্ন গৃহযুদ্ধের জন্য মজুত করে রেখেছিল)। কিন্তু চিয়াং কাই-শেককে প্রদত্ত যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের এই মোট পরিমাণ আসলে ছিল আরো অনেক বেশি। শ্বেতপত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের মোট পরিমাণ ছিল চিয়াং কাই-শেক সরকারের "আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি" এবং "যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে পশ্চিম ইউরোপের যে কোনো দেশকে যুক্তরাষ্ট্র যে সাহায্য দিয়েছে এই সাহায্য ছিল (চিয়াং) সরকারের বাজেটের আনুপাতিক পরিমাণের হিসাবে তার চেয়ে অনেক বেশি।"

বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দিন

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

১। বিপুলতর বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার সংগ্রাম পদ্ধতি[১] শুধু একটি অভিযানে সৈন্য মোতায়েনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে চলবে না, একটা গোটা যুদ্ধের মোতায়েনের ক্ষেত্রেও তাকে প্রয়োগ করতে হবে।

২। কোনো একটা অভিযানে সৈন্য মোতায়েনের সময় শত্রু যখন বহু ব্রিগেড (বা রেজিমেণ্ট) নিয়োগ করে[২] আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে আসবে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে তখন একান্ত বিপুল সংখ্যক—শত্রুর শক্তির চেয়ে ছয়, পাঁচ, চার বা অন্ততঃ তিন গুণ বেশি শক্তি মোতায়েন করতে হবে এবং উপযুক্ত মুহূর্তে প্রথমে শত্রুর একটি ব্রিগেড (বা রেজিমেণ্ট)-কে ঘেরাও করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এই আক্রান্ত ব্রিগেডটি হওয়া চাই শত্রুর দুর্বলতর একটি ব্রিগেড (বা রেজিমেণ্ট), সেটি হওয়া চাই এমন একটি ব্রিগেড যার পক্ষে অল্প সহায়তা রয়েছে অথবা তা এমন একটা স্থানে ও এমন জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে যা আমাদের দিক থেকে সহায়ক এবং শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল। শত্রুর বাকী ব্রিগেড (বা রেজিমেণ্ট) -গুলিকে আমাদের ছোটো ছোটো বাহিনী দিয়ে এমনভাবে উদ্ব্যস্ত করে আটকে রাখতে হবে যাতে তারা আমাদের দ্বারা অবরুদ্ধ ও আক্রান্ত ব্রিগেড (বা রেজিমেণ্ট) -টির সহায়তায় নূতন বাহিনী পাঠাতে না পারে এবং এভাবে আমরা প্রথম আক্রান্ত দলটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। এটা করে ফেলার পর, পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের হয় এক বা একাধিক আরো কটি শত্রুর ব্রিগ্রেডকে ধ্বংস করতে লাগাতে হবে নয় তো বিশ্রাম গ্রহণের জন্য সরে পড়তে হবে, পরবর্তী অন্যান্য লড়াইয়ের জন্য নিজেদের সংহত করে তুলতে হবে। (এখানে প্রথম ব্যাপারের দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সু য়ু ও তান চেন-লিন-এর পরিচালনাধীন আমাদের সৈন্যরা ২২শে আগস্ট জুকাও-এর নিকটবর্তী স্থানে শত্রুর যোগাযোগ-রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী মিলিটারী কমিশনের পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

পাঁচ হাজারকে,[৩] ২৬শে আগস্ট শত্রুর একটি ব্রিগেডকে এবং ২৭শে আগস্ট শত্রুর পুরো একটি এবং অপর একটি ব্রিগেডের অর্ধেককে [৪] নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। লিউ পো-চেং ও তেঙ শিয়াও-পিং-এর পরিচালনাধীন আমাদের সৈন্যরা তিংতাও-এর কাছে ৩রা ও ৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে একটি শত্রু ব্রিগেডকে, ৬ই সেপ্টেম্বর বিকালে আরেকটিকে এবং ৭ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর [৫] আরো দুটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।) একটি অভিযানে সৈন্য মোতয়েনকালে সংগ্রামের যে পদ্ধতি শত্রুকে খাটো করে দেখে এবং শত্রুর সকল বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়ার কথা বলে সেই ভুল পদ্ধতিকে আমাদের খারিজ করে দিতে হবে কারণ এতে করে শত্রুর একটি বাহিনীকেও আমরা ধ্বংস করে দিতে পারবো না বরং আমাদেরকেই একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থানে সরে দাঁড়াতে হবে।

৩। একটা লড়াইয়ে সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারে যখন একান্ত বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর বাহিনীর একটিকে (একটা ব্রিগেড বা রেজিমেণ্টকে) ঘেরাও করে ফেলেছি, আমাদের আক্রমণকারী দল (বা ইউনিট) একই সঙ্গে এক ঝটকায় অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীর সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে না কারণ এতে করে আমাদের বাহিনীগুলি বিভক্ত হয়ে পড়বে, সর্বত্র আঘাত হানা হবে কিন্তু কোথাও প্রচণ্ড জোরে আঘাত পড়বে না, এতে সময় নষ্ট হবে এবং উপযুক্ত ফললাভ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তার বদলে, আমাদের একান্ত বিপুলতর বাহিনী মোতায়েন করতে হবে, অর্থাৎ—শত্রুর তুলনায় ছয়, পাঁচ, চার বা অন্ততঃ তিনগুণ শক্তি নিয়োগ করতে হবে, আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর সমগ্রটুকু বা বিপুল অংশকে কাজে লাগাতে হবে, শত্রুর অবস্থানের একটি (দুটি নয়) দুর্বল জায়গা নির্বাচন করুন, প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণ করুন এবং জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হোন। এইটুকু সম্পাদনের পর এই বিজয়কে দ্রুত কাজে লাগিয়ে শত্রু বাহিনীকে একে একে ধ্বংস করে দিন।

৪। সংগ্রামের এই পদ্ধতির ফল হচ্ছে, প্রথমতঃ এতে শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ দ্রুত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। একমাত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনই শত্রুর পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক আঘাত হয়ে দাঁড়ায় কারণ যখন আমরা একটা রেজিমেণ্টকে নিশ্চিহ্ন করে দেই তার একটা রেজিমেণ্ট কমে যায় আর যখন আমরা তার একটা ব্রিগেডকেই নিশ্চিহ্ন করে দেই তখন তার একটা ব্রিগেডই কমে যায়। দ্বিতীয় সারির সহায়ক সৈন্যবিহীন একটি শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হলেই এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হয়। সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করা হলেই শুধু আমাদের বাহিনীর পক্ষে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুসজ্জিত হওয়া সম্ভব হয়। এখনও এটাই যে আমাদের

অস্ত্র ও গোলাগুলির প্রধান উৎস তাই নয়, তা আমাদের জনবলের গুরুত্বপূর্ণ উৎসও বটে। সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন শত্রুর সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেয় এবং তার অনুগামীদের হতোদ্যম করে দেয় ; তা আমাদের সৈন্যদের মনোবলকে সমুন্নত করে এবং আমাদের জনগণকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। দ্রুত সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে হয় একে একে শত্রুর সাহায্যকারী দলগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া বা সড়ে পড়া সম্ভবপর হয়। যুদ্ধে বা অভিযানকালে দ্রুত ফয়সালা করে ফেলা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতির পক্ষে একটি অপরিহার্য শর্ত।

৫। আমাদের সামরিক বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে এখনও এমন অনেকে আছেন যারা যখন যুদ্ধ করছেন না এরকম সময়ে আমাদের বিপুলতর বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর বাহিনীগুলিকে একে একে নিশ্চিহ্ন করার নীতিকে ঠিকই অনুমোদন করেন কিন্তু যখন নিজেরা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন তখন তাকে কাজে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন। এটা ঘটে শত্রুকে খাটো করে দেখার জন্য এবং গভীর শিক্ষা ও অধ্যয়নের অভাবের জন্য। অতীতের নানা লড়াইয়ের বিস্তারিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করে এই যুদ্ধপদ্ধতির সুবিধার দিকগুলি ব্যাখ্যা করা এবং চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে পরাজিত করার এটাই যে মুখ্য পদ্ধতি তা দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা বিজয় অর্জন করবো। তার বিপরীত পথে চললে আমরা হেরে যাবো।

৬। এক দশকের অধিক কাল আগে তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আমাদের বাহিনীকে কেন্দীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটি চমৎকার ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথম তা হাজির করা হচ্ছে না। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে অবশ্য গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের জন্য আমাদের বাহিনীকে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল মুখ্য লক্ষ্য এবং চলমান যুদ্ধের জন্য আমাদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা ছিল সহায়ক লক্ষ্য। বর্তমান গৃহযুদ্ধের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে আমাদের যুদ্ধের পদ্ধতিকেও পরিবর্তিত করতে হচ্ছে। চলমান যুদ্ধবিগ্রহের জন্য আমাদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করাই এখন মুখ্য লক্ষ্য এবং গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের জন্য আমাদেব বাহিনীকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সহায়ক লক্ষ্য। চিয়াং কাই-শেকের বাহিনী এখন অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্রপাতি লাভ করেছে তাই আমাদের বাহিনীর পক্ষে বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার পদ্ধতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

৭। শত্রু যখন আক্রমণমুখী এবং আমরা আত্মরক্ষায় লিপ্ত এই পদ্ধতিকে তখন কাজে লাগাতেই হবে। কিন্তু শত্রু যখন আত্মরক্ষায় লিপ্ত এবং আমরা আক্রমণমুখী

তখন দুই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পার্থক্য করতে হবে এবং ভিন্নরকম পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যখন আমাদের বাহিনী বড়ো এবং ঐ অঞ্চলে শত্রুর বাহিনী অনেকটা দুর্বল বা যখন শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা আচমকা আক্রমণ করছি তখন আমরা একই সঙ্গে তার কয়েকটি ইউনিটের বিরুদ্ধেই আক্রমণ চালাতে পারি। উদাহরণ হিসাবে, ৫ই ও ১০ই জুনের মধ্যে শানতুং প্রদেশস্থ আমাদের সৈন্যবাহিনী একই সঙ্গে সিংতাও-সিনান এবং তিয়েনসিন-পুকোও রেলপথের আশেপাশের দশটির বেশি শহর আক্রমণ করে দখল করে নেয়।[৬] অথবা, অন্য একটি উদাহরণ হচ্ছে, ১০ই এবং ২১শে আগস্টের মধ্যে লিউ পো-চেং এবং তেঙ শিয়াও-পিং-এর পরিচালনাধীন আমাদের সৈন্যবাহিনী কাইফেঙ ও সুচাও-এর মধ্যবর্তী লুংহাই রেলপথের অংশ বরাবর দশটির বেশি শহর আক্রমণ করে ও দখল করে নেয়।[৭] অন্যদিকে, যখন আমাদের প্রচুর সৈন্য থাকবে না তখন শত্রুকবলিত শহরগুলিকে আমাদের একে একে দখল করতে হবে এবং একই সঙ্গে শত্রুকে অনেকগুলি শহরে আক্রমণ করা চলবে না। এভাবেই শানসি প্রদেশে আমাদের বাহিনী তাতুং-পুচাও রেলপথ বরাবর শহরগুলি দখল করে নিয়েছে।[৮]

৮। আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশকে যখন শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীভূত করা হবে তখন আঞ্চলিক গেরিলা ও গণরক্ষীবাহিনীর পূর্ণোদ্যমে পরিচালিত কার্যকলাপের প্রসারের মধ্য দিয়ে সমন্বয় অব্যাহত রাখতে হবে। যখন আঞ্চলিক বাহিনী (বা সৈন্যরা) শত্রুর রেজিমেন্ট, ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানিকে আক্রমণ করবে তখন তাদেরকেও আমাদের বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর বাহিনীগুলিকে একে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৯। আমাদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর বাহিনীকে একে একে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুর কার্যকর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তার লক্ষ্য একটা স্থান দখলে রাখা বা তা অবরোধ করা নয়। বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে আমাদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বা শত্রুর আক্রমণ পরিহার করে আমাদের মূল বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, তাকে বিশ্রাম লাভের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বা অধিকতর যুদ্ধের জন্য সংহত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কোনো স্থান পরিত্যাগ করা অনুমোদনের যোগ্য। যখন আমরা শত্রুর কার্যকর শক্তিকে ব্যাপক ভিত্তিতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো তখন হৃতঅঞ্চল পুনরুদ্ধার ও নূতন অঞ্চল দখল করা সম্ভব হবে। সুতরাং যারা শত্রুর কার্যকর শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হবেন তাদের প্রশংসা করতে হবে। যারা শত্রুর নিয়মিত বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবেন শুধু তাদের ক্ষেত্রেই নয়, যারা শত্রুর শান্তিরক্ষীবাহিনী, গৃহ-প্রত্যাবর্তন বাহিনী[৯] এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল আঞ্চলিক

দস্যুবাহিনীকে ধ্বংস করে দেবেন তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য হবে। শত্রুর ও আমাদের তুলনামূলক শক্তির ফলে যেখানেই কোনো অঞ্চল অবরোধ করা বা দখল করা সম্ভব হবে এবং যেখানেই ঐ অঞ্চল আমাদের অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ হবে তা অবশ্যই দখল করে নিতে হবে ; অন্যথা করা ভুল হবে। সুতরাং যারা ঐ রকম অঞ্চল অবরোধ ও দখল করে নিতে সমর্থ হবেন তাদেরকেও প্রশংসা করতে হবে।

টীকা

১। "শত্রুকে ধ্বংস করা", "শত্রুকে নিঃশেষ করে দেওয়া" ও "শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া" ইত্যাদি এই খণ্ডে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নিহত, আহত ও ধৃত সমস্ত শত্রুকেই এর মধ্যে ধরা হয়েছে। শত্রুকে ধ্বংস (নিঃশেষ, নিশ্চিহ্ন) করে দেওয়া বলতে সম্পূর্ণভাবে তাকে ধ্বংস করে দেওয়া বা শত্রুর ঐ বাহিনীর প্রধান অংশকে ধ্বংস করে দেওয়া বোঝাচ্ছে।

২। কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর একটি নিয়মিত কোর-এ প্রথম দিকে ছিল তিন (মাঝে মাঝে দুই) ডিভিশন সৈন্য, প্রত্যেক ডিভিসনে ছিল তিনটি করে রেজিমেণ্ট। ১৯৪৬ সালের মে মাসের শুরু থেকে পীতনদীর দক্ষিণাঞ্চলের কুওমিনতাঙ নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ধাপে ধাপে পুনর্গঠিত হতে থাকে ;যা আগে ছিল একটা কোর তা হয়ে দাঁড়ালো একটা পুনর্গঠিত ডিভিসন এবং পূর্বেকার ডিভিসনগুলি হয়ে গেল ব্রিগেড, প্রতিটি ব্রিগেডে থাকল তিনটি (মাঝে মাঝে দুটি) রেজিমেণ্ট। পীতনদীর উত্তর অঞ্চলের কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অংশটি পুনর্গঠিত হয়নি এবং তাদের পরিচিতিজ্ঞাপক চিহ্ন অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। কিছু কিছু পুনর্গঠিত ডিভিসনকে পরে তাদের মূল পরিচয়জ্ঞাপক কোর হিসাবে চিহ্নিত করা হলো।

৩। কুওমিনতাঙের যোগাযোগরক্ষাকারী পুলিশবাহিনী ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয়। জাপানের আত্মসমর্পণের পর রেলপথকে প্রহরা দেওয়ার অজুহাতে "তদারকির কাজ করার" জন্য যোগাযোগ পথ বরাবর ওদের নিয়োগ করা হয় যদিও আসলে ওদের কাজ ছিল গোয়েন্দা পুলিশের কাজ করা। গৃহযুদ্ধ লড়বার জন্য অন্যতম বাহিনী হিসাবে কুওমিনতাঙ ওদেরকেও ব্যবহার করে।

৪। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী কিয়াংসু-আনহুই মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে হামলা শুরু করে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী সাহসিকতার সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে। মধ্য কিয়াংসুর মুক্ত অঞ্চল আক্রমণকারী কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীতে ছিল তাঙ এন পো-র পরিচালনাধীন পনরটি ব্রিগেডের ১,২০,০০০ সৈন্য। ১৩ই জুলাই থেকে ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত পূর্ব চীনের গণমুক্তিফৌজের আঠারটি রেজিমেণ্ট সু য়ু, তান চেন-লিন ও অন্যান্য কমরেডদের পরিচালনাধীনে বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে মধ্য কিয়াংসুর তাইসিং, জুকাও-হাইআন ও শাওপাই অঞ্চলে একাদিক্রমে সাতটি

লড়াই করে। আমাদের ফৌজ শত্রুর ছয়টি ব্রিগেড ও শত্রুর যোগযোগরক্ষাকারী পুলিশ বাহিনীর পাঁচটি ব্যাটালিয়নকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বর্তমান রচনায় তার মধ্যেকার দুটি লড়াইয়ের ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে সুচাও এবং চেংচাও বিভাগের থেকে দুটি পথ ধরে কুওমিনতাঙ বাহিনী অগ্রসর হয় এবং শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান মুক্ত অঞ্চলকে আক্রমণ করে। এই অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ লিউ পো-চেং, তেং শিয়াও-পিং ও অন্যান্য কমরেডদের পরিচালনাধীনে বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে চেংচাও থেকে অগ্রসর হয়ে শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করে। ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তারা শানতুং প্রদেশের হোৎসে, তিংতাও এবং সাওসিয়েন অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে চারটি শত্রু ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

৬। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে শানতুং-এর গণমুক্তিফৌজ সিংতাও-সিনান এবং তিয়েনসিন-পুকোও রেলপথ বরাবর তাঁবেদার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করে এবং চিয়াওসিয়েন, চ্যাঙতিয়েন, চৌৎসুন, তে চাও, তাইআন ও সাওচুয়াংসহ অধিক শহরকে মুক্ত করে।

৭। ১৯৪৬ সালের ১০ই থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান-এর গণমুক্তিফৌজ মধ্যাঞ্চলের সমতল ও পূর্বচীনের গণমুক্তি ফৌজের সমর্থনে বেশ কয়েকটি পথ ধরে অগ্রসর হয়ে লুংহাই রেলপথের কাইফেং-সুচাও অংশ বরাবর অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করে এবং তাংশান, লানফেঙ, হুয়াংকৌ, লিচুয়াং ও ইয়াংচিসহ দশটির অধিক শহরকে মুক্ত করে।

৮। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে হু সুং-নান এবং ইয়েন স-শান-এর পরিচালনাধীন বাহিনী যুক্তভাবে দক্ষিণ শানসির মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করে। শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান এর গণমুক্তিফৌজের তাইউয়ে ইউনিটসমূহ এবং শানসি—সুইয়ুআন গণমুক্তি ফৌজের একটা অংশ প্রতি-আক্রমণ করে এবং দক্ষিণ শানসিতে শত্রুর আক্রমণকে পিছু হাটিয়ে দেয়। আগস্ট মাসে তারা তাতুং-পুচাও রেলপথ বরাবর লিনফেন ও লিংশি বিভাগে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে এবং হুংতাঙ, চাওচেং, হুয়োসিয়েন, লিংশি এবং ফেনসি শহরগুলি মুক্ত করে।

৯। গণমুক্তিযুদ্ধকালে কিছু কিছু জমিদার ও স্থানীয় স্বৈরাচারীরা মুক্ত অঞ্চল পরিত্যাগ করে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে পালিয়ে যায়। কুওমিনতাঙ এদেরকে "গৃহ-প্রত্যাবর্তনকারী বাহিনী", "গৃহাভিমুখী বাহিনী" ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে সংগঠিত করে এবং কুওমিনতাঙের সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকেও মুক্ত অঞ্চল আক্রমণ করার কাজে নিয়োজিত করে। সর্বত্র ওরা ডাকাতি, হত্যা ও সর্ববিধ অনাচারে লিপ্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের "মধ্যস্থতা" সম্পর্কে প্রকৃত সত্য এবং চীনে গৃহযুদ্ধের ভবিষ্যৎ

আমেরিকান সাংবাদিক এ. টি. স্টিল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬

স্টিল ঃ আপনি কি মনে করেন চীনের গৃহযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে ? বর্তমানে যা আছে যদি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি তদনুরূপই থাকে তাহলে পরিণতি কী দাঁড়াবে ?

মাও ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নীতি "মধ্যস্থতার" নীতি [১] কিনা আমার তাতে খুবই সন্দেহ রয়েছে। অভূতপূর্ব পর্যায়ে গৃহযুদ্ধ চালাবার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেককে যুক্তরাষ্ট্র যে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দিচ্ছে তা বিচার করলে বলা যায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নীতি হচ্ছে সর্ববিধ উপায়ে চিয়াং কাই-শেককে জোরদার করে তোলার জন্য তথাকথিত মধ্যস্থতাকে ধুম্রজাল হিসাবে ব্যবহার করা এবং চীনের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দমন করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের মাধ্যমে তাদের জবাই করার নীতিকে মদত জুগিয়ে চীনকে কার্যতঃ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশে পরিণত করা। এই নীতি অব্যাহত থাকলে তা সুনিশ্চিতভাবেই সমগ্র চীনব্যাপী সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণের সুদৃঢ় প্রতিরোধ জাগিয়ে তুলবে।

স্টিল ঃ চীনের গৃহযুদ্ধ কতো কাল চলবে ? তার পরিণাম কী দাঁড়াবে ?

মাও ঃ যদি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার চিয়াং কাই-শেককে সাহায্যদানের তার নীতি পরিত্যাগ করে, চীনে মোতায়েন তার বাহিনীকে অপসারণ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মস্কো সম্মেলনে[২] যে চুক্তি হয়েছিল তা কার্যকর করে তবে চীনের গৃহযুদ্ধ নিশ্চিতভাবেই অচিরকালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। অন্যথা হলে তা একটা দীর্ঘ যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। তার ফলে অবশ্যই চীনের জনগণকে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে কিন্তু অন্যদিকে চীনের জনগণও সুনিশ্চিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন, বেঁচে থাকার জন্য লড়বেন এবং নিজেদের আপন ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। বাধা-বিপত্তি ও দুঃখযন্ত্রণা যাই থাকুক না কেন, চীনের জনগণ স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের কর্তব্য নিশ্চিতভাবেই সম্পাদন করে যাবেন। দেশীয় ও বিদেশীয়দের নিপীড়নের কোনো শক্তিই তাদেরকে এই কর্তব্য সম্পাদন থেকে বিরত করতে পারবে না।

স্টিল ঃ আপনি কি চিয়াং কাই-শেককে চীনের জনগণের "স্বাভাবিক নেতা"

বলে মনে করেন ? চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কি যেকোনো পরিস্থিতিতেই চিয়াং কাই-শেকের পাঁচটি দাবীকে[৩] প্রত্যাখ্যান করে যাবে? কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ ছাড়াই যদি কুওমিনতাঙ জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করতে প্রয়াসী হয়[৪] তবে কমিউনিস্ট পার্টি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

মাও ঃ এই দুনিয়াতে "স্বাভাবিক নেতা" বলে কিছু নেই। চিয়াং কাই-শেক যদি চীনের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্যাদি গত জানুয়ারি মাসে স্বাক্ষরিত সন্ধি চুক্তি[৫] এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের গৃহীত সম্মিলিত প্রস্তাব[৬] অনুসারে কাজ করেন, তার তথাকথিত যে "পাঁচটি দাবী" বা দশটি দাবী হচ্ছে একদেশদর্শী এবং সন্ধিচুক্তি ও সম্মিলিত প্রস্তাবাবলীর বিপরীতপন্থী—তদনুযায়ী কাজ না করেন তবে আমরা এখনও তার সঙ্গে কাজকর্ম করতে রাজী আছি। জাতীয় বিধানসভা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাদী অনুসারে আহ্বান করতে হবে ; অন্যথায় আমরা দৃঢ়ভাবেই তার বিরোধিতা করবো।

টীকা

১। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার জর্জ সি. মার্শালকে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে চীনে প্রেরণ করে এবং "কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার বিরোধে মধ্যস্থতা"-কে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী বাহিনীকে এবং নানাভাবে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনকে জোরদার করে তোলার আবরণ হিসাবে কাজে লাগাচ্ছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য, তার প্রস্তুতির জন্য সময় করে নেওয়ার জন্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় চিয়াং কাই-শেক গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনের জনগণের দাবী মেনে নেওয়ার ভান করেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে কুওমিনতাঙ সরকার ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হয় এবং "তিনজনের একটি কমিটি" গঠন করা হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিসহ "পিপিং কার্যকরী সদর দপ্তর" গঠন করা হয়। "মধ্যস্থতা" করার সময় মার্শাল সর্বপ্রকার অজুহাত দেখিয়ে কুওমিনতাঙ বাহিনীকে প্রথমে উত্তর-পূর্ব চীনের ও পরে উত্তর, পূর্ব এবং মধ্য চীনের মুক্ত অঞ্চল আক্রমণের ব্যাপারে মদত জোগান ; তিনি সক্রিয়ভাবে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করে তোলেন এবং চিয়াং কাই-শেককে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমরাস্ত্র সরবরাহ করেন। ১৯৪৬ সালের জুনের মধ্যেই চিয়াং কাই-শেক তার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৮০ ভাগকে (যা সংখ্যায় ছিল প্রায় ২০ লক্ষ) মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধফ্রণ্টে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রেরণ করে ; এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজারের অধিককে সারাসরিভাবে আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর বিমান ও জাহাজে করে তাদের গন্তব্যস্থলে প্রেরণ করে। জুলাই মাসে যখন তার সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল চিয়াং কাই-শেক তখন দেশব্যাপী তার প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন। ফলে ১০ই আগস্ট মার্শাল ও চীনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিটন স্টুয়ার্ট একটি যুক্ত বিবৃতি মারফত ঘোষণা

করলেন যে "মধ্যস্থতা" ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং এভাবে চিয়াং কাই-শেককে বাধাহীনভাবে গৃহযুদ্ধ চালাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

২। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে চীন সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তার কথা এখানে বলা হচ্ছে। সম্মেলনের ইশতেহারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা "চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির প্রতি তাদের সমর্থনের কথা পুনরায় ঘোষণা করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যত শীঘ্র সম্ভব সময়ের মধ্যে চীন থেকে সোভিয়েত ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার কথা একমত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বস্ততার সঙ্গে চুক্তির এই শর্ত পালন করেছিল। কুওমিনতাঙ সরকারের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের জন্যই শুধু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাহারের দিন স্থগিত রাখা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ৩রা মে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-পূর্ব চীন থেকে তার সশস্ত্রবাহিনীর প্রত্যাহারের কাজ সম্পূর্ণ করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করে, সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে যেতে থাকে।

৩। ১৯৪৬ সালের জুন ও আগস্ট মাসে দুবার চিয়াং কাই-শেক তার "পাঁচটি দাবী" চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে রাখেন এবং ঘোষণা করেন যদি কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবীগুলি গ্রহণ করে একমাত্র তা হলেই কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে। এই পাঁচটি দাবীতে ধরে নেওয়া হয়েছিলে যে চীনের গণমুক্তিফৌজকে নিম্নলিখিত স্থানগুলি থেকে সরে যেতে হবেঃ (১) লুংহাই রেলপথের দক্ষিণ অঞ্চল; (২) সিংতাও-সিনান রেলপথের পুরো অঞ্চল; (৩) চেংতে ও তার দক্ষিণ অঞ্চল; (৪) উত্তর-পূর্ব চীনের অধিকাংশ অঞ্চল; এবং (৫) ১৯৪৬ সালের ৭ই জুন থেকে যেসব অঞ্চল মুক্ত হয়েছে সেইসব অঞ্চল, শানতুং-এর তাঁবেদার সৈন্যদের কাছ থেকে মুক্ত করা অঞ্চলগুলি এবং জনগণের সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক শানসি প্রদেশের মুক্ত অঞ্চলগুলি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই সবকটি প্রতিবিপ্লবী দাবী প্রত্যাখান করে।

৪। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় বিধানসভাকে হতে হবে গণতন্ত্র ও ঐক্যের একটি বিধানসভা যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবেন এবং তা আহ্বান করবে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের গৃহীত ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা অনুযায়ী যে সরকার গঠিত হবে সেই সরকার। ১৯৪৬ সালের ১১ই অক্টোবর কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী চ্যাঙচিয়াকৌ দখল করে এবং এই "বিজয়ের" ফলে চিয়াং কাই-শেক গোষ্ঠীর মাথা ঘুরে যায়। ঐদিন বিকেলেই প্রকাশ্যে তা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবকে অমান্য করে এবং শুধুমাত্র কুওমিনতাঙের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন বিভেদপন্থী ও একনায়কতন্ত্রী "জাতীয় বিধানসভা" আহ্বানের হুকুমনামা জারী করে বসে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই নভেম্বর নানকিংয়ে সরকারীভাবে "জাতীয় বিধান সভার" যে অধিবেশন বসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি ও সমগ্র জনগণ দৃঢ়ভাবে তার বিরোধীতা করে এবং তাকে বয়কট করে।

৫। বর্তমান খণ্ডের "আত্মরক্ষার যুদ্ধের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে চুরমার করে দিন" শীর্ষক রচনার প্রথম টীকা দেখুন।

৬। ঐ একই প্রবন্ধের দ্বিতীয় টীকা দেখুন।

তিন মাসের খতিয়ান

১লা অক্টোবর, ১৯৪৬

১। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি [১] সম্পর্কে ২০শে জুলাই তারিখের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে বলা হয়েছিল ঃ "চিয়াং কাই-শেককে আমরা পরাজিত করতে পারবো। সমগ্র পার্টিকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হওয়া চাই।" জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের যুদ্ধবিগ্রহ এই মূল্যায়নের সঠিকতা সপ্রমাণ করেছে।

২। মৌলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে দ্বন্দ্বসমূহের সমাধান করতে চিয়াং কাই-শেক অসমর্থ এবং যা আমাদের বিজয়লাভকে সুনিশ্চিত ও চিয়াং-এর পরাজয়কে অনিবার্য করে তোলার মূল কারণ সেই দ্বন্দ্বগুলি ছাড়াও চিয়াং-এর অতিরিক্ত রকমের সম্প্রসারিত সমরাঙ্গন এবং তার সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতার মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে তীব্র একটি দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এই দ্বন্দ্বটি আমাদের বিজয়ের এবং চিয়াং কাই-শেকের পরাজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।

৩। মুক্ত অঞ্চলে আক্রমণরত চিয়াং কাই-শেকের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী, শান্তিরক্ষীবাহিনী ও যোগাযোগরক্ষাকারী পুলিশবাহিনী বাদ দিয়েও ১৯০ ব্রিগেডের বেশি। এই মোট সৈন্য-সংখ্যা ছাড়াও, তিনি সবচেয়ে বেশি যা করতে পারেন তা হচ্ছে তার সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে দক্ষিণ থেকে উত্তরাঞ্চলে পরিপূরক বাহিনী হিসাবে নিয়ে আসতে পারেন ; কিন্তু তারপর অতিরিক্ত

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। এতে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠার সময় থেকে পরবর্তী তিনমাসের যুদ্ধবিগ্রহের অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ণ রয়েছে ; তাতে তৎপরবর্তী সময়ে গণমুক্তিফৌজের রণনীতি ও সংগ্রামী কর্তব্য উপস্থিত করা হয় এবং দেখিয়ে দেওয়া হয় যে একটা পর্যায়ের বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ওঠার পর গণমুক্তির যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। এই নির্দেশে গণমুক্তি যুদ্ধের সপক্ষে সমর্থন অর্জন ও সমন্বয় সাধনের জন্য ভূমিসংস্কার, মুক্ত অঞ্চলে উৎপাদন বৃদ্ধি, কুওমিনতাঙ অঞ্চলে গণসংগ্রামের নেতৃত্বকে জোরদার করা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যেসব সমস্যার সমাধানে অপরিহার্য তার মূলনীতিগুলিও ব্যাখ্যা করা হয়ছিল।

কোনো সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে আসা তার পক্ষে শক্ত হবে। ওখানকার প্রায় ১৯০ ব্রিগেড সৈন্যের মধ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনী গত তিন মাসে পঁচিশটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এর মধ্যে বর্তমান বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে আমরা তার যে বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের ধরা হয়নি।

৪। চিয়াং কাই-শেকের এই ১৯০টি ব্রিগেডের মধ্যে প্রায় অর্ধেককে গ্যারিসন সংক্রান্ত সাধারণ সামরিক কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতে হবে ; শুধুমাত্র অর্ধেকের সামান্য কিছু বেশি সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করা সম্ভব হবে। আর রণাঙ্গনের এই ফীল্ডবাহিনীকে যখন কোনো অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে হবে তখন তার একটা অংশকে বা সংখ্যাধিক অংশকেই গ্যারিসন সংক্রান্ত সাধারণ কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে হবে। যুদ্ধ চলার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর এই ফীল্ডবাহিনী হ্রাস পেতে বাধ্য এবং তার প্রথম কারণ হচ্ছে তাদের আমরা অবিরাম ধ্বংস করে দিতে থাকবো ও দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে তাদের অনেককেই গ্যারিসনের অন্যান্য কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে হবে।

৫। গত তিনমাসে আমরা যে পঁচিশটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছি তার মধ্যে সাতটি ছিল তাঙ এন-পো (এবং তার আগে লি সো-আন)-এর পরিচালনাধীন, দুটি ছিল সুয়ে ইউয়ে-র, সাতটি ছিল কু চু-তুঙ (এবং তার আগে লিউচি)-এর পরিচালনাধীন, দুটি ছিল হু-সুনান, চারটি ছিল ইয়েন সি-শান, দুটি ছিল ওয়াং ইয়াও-উ এবং একটি ছিল তু য়ু-মিং এর পরিচালনাধীন। শুধুমাত্র লিং সু-জেন, ফু সো-ঈ, মা হুং কুয়েই এবং চেং চিয়েন-এর অধীনস্থ চারটি গ্রুপ এখনও আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিধ্বংসী আঘাতের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে টিকে আছে ; বাকী সাতটি গ্রুপ সৈন্য গুরুতর রকমের আঘাত বা প্রাথমিক আঘাতের স্বাদ পেয়েছে। যে গ্রুপগুলি গুরুতর রকমের আঘাত খেয়েছে তার মধ্যে আছে তু য়ু-মিং (উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যেকার যুদ্ধবিগ্রহের হিসাব অনুযায়ী) ; তাঙ এন-পো, কু চু-তুঙ এবং ইয়েন সি-শান-এর অধিনস্থ গ্রুপগুলি। প্রাথমিক আঘাত খেয়েছে সুয়ে ইউয়ে, হু সুং-নান, ওয়াং ইয়াও-উ-এর অধিনস্থ গ্রুপগুলি। এইসব কিছু থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের সৈন্যবাহিনী চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করতে পারবে।

৬। আসন্ন পর্যায়ে আমাদের কাজ হবে কম করে হলেও শত্রুর পঁচিশটির বেশি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এই কাজ সম্পন্ন করলে আমাদের পক্ষে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণাত্মক অভিযান স্তব্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে এবং আমাদের হৃত অঞ্চল আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় কিস্তিতে এই পঁচিশটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর আমরা নিশ্চিতভাবেই রণনীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হবো এবং আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে চলে যেতে পারবো—এই

ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। আমাদের কাজ হবে তৃতীয় পর্যায়ে আরো পঁচিশটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দেওয়া। তা অর্জন করার পর আমরা আরো অধিক পরিমাণে বা পুরোপুরি আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে ফেলতে পারবো এবং মুক্ত অঞ্চলকে সম্প্রসারিত করে তুলতে পারবো। ঐ সময়ের মধ্যে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সামরিক শক্তির আপেক্ষিক বিচারে নিশ্চিন্তভাবেই প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গত তিন মাসে পঁচিশটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দেওয়ার আমাদের বিরাট সাফল্যের ধারা অনুসরণ করে আগামী তিনমাস কালের মতো সময়ের মধ্যে আরো অন্ততঃ পঁচিশকে ব্রিগেডকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। শত্রু এবং আমাদের মধ্যেকার পরিস্থিতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসার এই হচ্ছে মূল চাবিকাঠি।[২]

৭। গত তিন মাসে আমরা হুয়াইয়ন, হুতসে, চেংতে ও চিনিং-এর মতো কয়েক ডজন মাঝারি ও ছোটোখাটো শহর হারিয়েছি। এর মধ্যেকার অধিকাংশ শহর ছেড়ে আসা অপরিহার্য ছিল এবং আমাদের নিজেদের উদ্যোগে সাময়িকভাবে ওগুলো ছেড়ে আসা সঠিক কাজই হয়েছে। ভালোভাবে লড়াই করতে না পারার জন্য অন্য কিছু শহর ছেড়ে আসতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তা যাই হোক, এই পরিত্যক্ত অঞ্চলে এখন থেকে ভালোভাবে লড়াই করলে আমরা পুনরুদ্ধার করে নিতে পারবো। ভবিষ্যতে আরো কিছু কিছু স্থানে শত্রুকে ঠেকাতে না পেরে আমাদের সরে আসতে হতে পারে, কিন্তু পরে তার সবগুলিই আমরা পুনরুদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারবো। সমস্ত অঞ্চলকেই সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ও ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি পরিহার করার জন্য তাদের যুদ্ধবিগ্রহের অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করতে হবে।

৮। গত তিন মাসে মধ্যাঞ্চলের সমতলের মুক্তিফৌজ বাধাবিপত্তি ও দুঃখযন্ত্রণা দূর করার ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃঢ়তর পরিচয় দিয়েছে এবং ঐ ফৌজের যে অংশ পূর্বেকার মুক্ত অঞ্চলে চলে এসেছিল তাদের বাদ দিয়েই মূল ফৌজটি দক্ষিণ শেনসি ও পশ্চিম হুপে-তে[৩] দুটি গেরিলা ঘাঁটি স্থাপন করেছে। তাছাড়া পূর্ব ও মধ্য হুপের দুই জায়গাতেই আমাদের সৈন্যবাহিনী গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছে। পুরানো মুক্ত অঞ্চলের যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনায় এইসব কিছু বিরাটভাবে সহায়তা করেছে এবং এখনও সহায়তা করছে আর সামনে যে দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা করছে সে ক্ষেত্রেও তা বিরাটতর একটি ভূমিকাই পালন করবে।

৯। গত তিন মাসের যুদ্ধে আমরা বিরাট প্রাচীরের দক্ষিণাঞ্চলে চিয়াং কাই-শেকের এমন বেশ কয়েকটি দুর্ধর্ষ বাহিনীকে আটকে রেখেছিলাম, আসল পরিকল্পনা অনুসারে যাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাঠানোর কথা ছিল এবং এভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

জনগণকে জাগিয়ে তোলা, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সুসংহত করে তোলা এবং তাদের বিশ্রাম গ্রহণের সময় পাওয়া গেছে। এটাও আমাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামের দিক থেকে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

১০। বিপুলতর বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর বাহিনীগুলিকে একে একে ধ্বংস করাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক সংগ্রাম-পদ্ধতি, গত তিন মাসে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেই আমরা শত্রুর পঁচিশটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছি। শত্রুর চেয়ে ছয়, পাঁচ বা অন্ততঃ তিনগুণ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করলেই শুধু শত্রুর কার্যকর বাহিনীকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো। অভিযান ও লড়াই এই দুই ক্ষেত্রেই এটাকে কার্যকর করতে হবে। শুধু উচ্চপদস্থ কমাণ্ডারদের সকলকেই যে এই সংগ্রাম-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে তা নয়, মাঝারি ও নীচের তলার সকল কর্মীকেও তা আয়ত্ত করতে হবে।

১১। গত তিনমাসে শত্রুর পঁচিশটি নিয়মিত ব্রিগেড ছাড়াও আমাদের সৈন্যবাহিনী তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী, শান্তিরক্ষীবাহিনী ও যোগাযোগ রক্ষাকারী পুলিশবাহিনীর মতো প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। প্রচণ্ড একটা বড়ো রকমের সাফল্য। বিরাট সংখ্যার এইসব সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

১২। গত তিন মাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, শত্রুর দশহাজার সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য মূল্য হিসাবে হতাহত মিলিয়ে আমাদের নিজেদের দুই থেকে তিন হাজার জীবন বলি দিতে হবে। এটা অপরিহার্য। দীর্ঘ একটা যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্য (প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরকম একটা যুদ্ধের কথা ভেবে নিয়েই আমাদের চলতে হবে) আমাদের সৈন্যবাহিনীর মূল অংশকে পূর্ণ শক্তিতে সব সময় প্রস্তুত রাখার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করে রাখার জন্য ও বিরাট সংখ্যক সামরিক কর্মীকে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনীকে পরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারিত করতে হবে। আমাদের উৎপাদনের বিকাশসাধন করে যেতে হবে, পরিকল্পনা অনুসারে আর্থিক ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং অর্থনীতির উন্নতি বিধান, সরবরাহের নিশ্চয়তা সাধন, সংহত নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থার প্রচলন, সৈন্যবাহিনী ও জনগণ এদের উভয়ের প্রতি এবং যৌথ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শনের মূলনীতিগুলিকে আমাদের দৃঢ়ভাবে কার্যকর করে তুলতে হবে।

১৩। এই তিন মাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, যেসব সৈন্যবাহিনী সন্ধিচুক্তির সময়টুকুতে জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত তাদের সামরিক প্রশিক্ষণকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী তীব্রতর করে তুলেছিল (এবং একথা বারে বারে বিভিন্ন অঞ্চলকে

বলে দেওয়া হয়েছিল যে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ, উৎপাদন এবং ভূমিসংস্কারই হচ্ছে তাদের কেন্দ্রীয় কর্তব্য) তারাই যুদ্ধকালে অধিতকর দক্ষতা প্রদর্শন করতে পেরেছে। তা এটাও প্রমাণ করেছে, যেসব সৈন্যবাহিনী এভাবে প্রশিক্ষণ পায়নি দেখা গেছে, তাদের দক্ষতা অনেক কম। এখন থেকে সকল অঞ্চলকে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেকার অবসরটুকুকে সামরিক প্রশিক্ষণকে তীব্রতর করে তোলার কাজে লাগাতে হবে। সৈন্যবাহিনীর সকল ইউনিটকেই তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ জোরদার করে তুলতে হবে।

১৪। এই তিন মাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যেখানে যেখানে কেন্দ্রীয় কমিটি ৪ঠা মে-র [৪] নির্দেশাবলী দৃঢ়ভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করা হয়েছে এবং ভূমি সমস্যাকে মূলগতভাবে ও আনুপূর্বিকভাবে সমাধান করা হয়েছে সেখানে সেখানে কৃষক জনগণ চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনীর সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। যেসব জায়গায় "৪ঠা মে-র নির্দেশাবলী" দৃঢ়ভাবে কার্যকর করা হয়নি বা অনেক দেরী করে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বা যেসব জায়গায় যান্ত্রিকভাবে এই কাজকে নানাস্তরে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে অথবা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার অজুহাত দেখিয়ে ভূমিসংস্কারের কাজকে অবহেলা করা হয়েছে সেই-সব জায়গায় কৃষকেরা অপেক্ষা করে দেখা যাক কী অবস্থা দাঁড়ায় এরকম একটি মনোভাবই গ্রহণ করেছেন। আগামী মাসগুলিতে সব কয়টি অঞ্চলকে, যুদ্ধ নিয়ে তাদের যতো ব্যস্ততাই থাকুক না কেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাসহকারে ভূমিসমস্যা সমাধানের জন্য কৃষক জনগণকে ভূমিসংস্কার সাধনের ভিত্তিকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং আগামী বছরের জন্য ব্যাপক আকারে উৎপাদনের কাজকর্মের প্রস্তুতি চালাতে হবে।

১৫। এই তিন মাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যেখানে যেখানে গণরক্ষীবাহিনী, গেরিলাবাহিনী ও সশস্ত্র কার্যকর দলগুলিসহ [৫] আঞ্চলিক সশস্ত্রবাহিনীকে সুসংগঠিত করে তোলা গেছে সেখানে সেখানে যোগাযোগের বহু কেন্দ্রে ও পথের ওপর শত্রুর সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশাল গ্রামীণ অঞ্চলকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। কিন্তু যেখানে আঞ্চলিক সশস্ত্রবাহিনীগুলি দুর্বল এবং নেতৃত্বে অক্ষম সেখানে শত্রুর কাজ অনেক সহজ হয়েছে। এখন থেকে, শত্রু কর্তৃক সাময়িকভাবে অধিকৃত অঞ্চলে আমাদের পার্টির নেতৃত্বকে জোরদার করে তুলতে হবে, আঞ্চলিক সশস্ত্রবাহিনীকে গড়ে তুলতে হবে, গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহে অবিচল থাকতে হবে, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা করে যেতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানতে হবে।

১৬। তিন মাসের যুদ্ধ কুওমিনতাঙের সংরক্ষিত বাহিনীকে প্রায় পুরোপুরি

নিঃশেষ করে ফেলেছে এবং তার নিজ এলাকাতেই তার সামরিক শক্তিকে গুরুতরভাবে হীনবল করে তুলেছে। একই সঙ্গে কুওমিনতাঙ কর্তৃক নূতন করে সৈন্য সংগ্রহ এবং শস্য-লেভি[৬] প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং গণ-সংগ্রাম বিকাশের পক্ষে সহায়ক একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কুওমিনতাঙ এলাকায় সমগ্র পার্টিকে গণসংগ্রামের নেতৃত্বকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার কাজকে তীব্রতর করে তুলতে হবে।

১৭। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে বর্তমান বছরের জানুয়ারি মাসের সন্ধিচুক্তি এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করেছে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য গৃহযুদ্ধকে চালাতে তারা বদ্ধপরিকর। তাদের মিষ্টিমধুর কথাবার্তাগুলি বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয় ; যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের সকল ষড়যন্ত্রকে আমাদের উদঘাটিত করে দিতে হবে।

১৮। এই তিন মাসে কুওমিনতাঙ অঞ্চলের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীসহ[৭] জনগণের ব্যাপকতম অংশ কুওমিনতাঙ সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে যোগসাজসে কাজ করছে, গৃহযুদ্ধ শুরু করেছে এবং জনগণকে নিপীড়ন করছে এ ব্যাপারে দ্রুত একটি পরিষ্কার উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। অধিক থেকে অধিকতর জনসাধারণই এখন মার্শালের মধ্যস্থতা যে একটি শঠ প্রতারণা এবং কুওমিনতাঙই যে গৃহযুদ্ধের আসল অপরাধী এই সত্য উপলব্ধি করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কুওমিনতাঙ সম্পর্কে সকল ভ্রান্তিমুক্ত হয়ে ব্যাপক জনসাধারণ এখন আমাদের পার্টির বিজয়ের ওপরই তাদের ভরসা স্থাপন করছেন। আভ্যন্তরীণ এই রাজনৈতিক অবস্থা খুবই সহায়ক। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি সকল দেশের ব্যাপক জনসাধারণের মনেই ক্রমঃবর্ধমান অসন্তোষ জাগিয়ে তুলছে। সকল দেশেই জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর প্রতিদিন উন্নত হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদী সকল দেশেই জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, বহুদেশেই কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা বিরাটভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে তাদের অবদমিত করে রাখা অসম্ভব হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে শক্তি ও জনগণের মধ্যে তার মর্যাদা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীরা এবং অন্যান্য দেশে যে প্রতিক্রিয়াবাদীদের তারা মদত দিচ্ছে তারা ক্রমেই বেশি বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। এই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই সহায়ক। দেশে ও বিদেশের এই পরিস্থিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন রকমের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বৈপ্লবিক শক্তিগুলি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চীনা ও বৈদেশিক

প্রতিক্রিয়াবাদীরা যত প্রচুর সংখ্যকই হোক না কেন (এই প্রাচুর্য ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য এবং মোটেই বিস্ময়কর কিছু নয়), আমরা তাদের পরাজিত করে দিতে পারবো। সকল অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় সকল কমরেডকেই দেশে ও বিদেশের সহায়ক অবস্থার অপ্রচুর উপলব্ধির জন্য পার্টির মধ্যে যেসব কমরেড সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন তাদেরকে পুরোপুরিভাবে এটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে। এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শত্রু এখনও শক্তিশালী, আমাদের এখনও কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে এবং এই সংগ্রাম এখনও দীর্ঘ ও হিংস্র নিষ্ঠুর একটি সংগ্রামই হবে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরাই বিজয়ী হবো। সমগ্র পার্টি জুড়ে এই উপলব্ধি ও প্রত্যয়কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১৯। আগামী কয়েকটি মাস গুরুত্বপূর্ণ ও সুকঠিন একটি অধ্যায় হবে। আমাদেরকে কঠোর শ্রমসহকারে সমগ্র পার্টিকে সমবেত করতে হবে, একান্ত সুচিন্তিত সামরিক অভিযান সংগঠিত করতে হবে এবং সামরিক পরিস্থিতিকে আমূল পরিবর্তিত করে দিতে হবে। সমস্ত অঞ্চলকে দৃঢ়চিত্ত হয়ে উপরে বর্ণিত নীতিগুলিকে কার্যকর করতে হবে এবং সামরিক পরিস্থিতিকে একটি আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য প্রয়াস চালাতে হবে।

টীকা

১। "আত্মরক্ষার যুদ্ধের মাধ্যমে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণ চুরমার করে দিন" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের রচনা দেখুন।

২। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা গেল যে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার পরিস্থিতি ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান-এর গণমুক্তিফৌজ যখন পীত নদী অতিক্রম করে তাপিয়ে পর্বতের দিকে অগ্রসর হয় তখন পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ঐ সময় পর্যন্ত গণমুক্তিফৌজ বারো মাস ধরে সংগ্রাম চালিয়ে আসছিল এবং শত্রুর প্রায় একশটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে আটটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই প্রবন্ধে অনুমিত হিসাবকে তা ছাড়িয়ে যায় কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে চিয়াং কাই-শেক এই আক্রমণ অভিযানে সম্ভাব্য সকল বাহিনীকে কাজে লাগায়।

৩। ১৯৪৬ সালের জুন মাসের শেষে লি সিয়েন-নিয়েন, চেং ওয়েই-সান এবং অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন মধ্যাঞ্চলের সমতলের মুক্তিফৌজ রণনীতিগতদিক থেকে তাদের বাহিনীর একটি পরিবর্তনের সূত্রপাত করে এবং তিন লক্ষ কুওমিনতাঙ সৈন্যের অবরোধ ছিন্ন করে বিজয়গৌরবে অগ্রসর হয়। কমরেড মাও সে-তুঙ যে ইউনিটগুলি পুরাতন মুক্ত অঞ্চলে চলে এসেছিল বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলি হচ্ছে ওয়াং চেন এবং অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন ইউনিটগুলি ; তারা অবরোধ ছিন্ন করে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া

সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে। মধ্যাঞ্চলের সমতলের মুক্তিফৌজের প্রধান বাহিনীর একটি অংশ দক্ষিণ শেনসিতে একটি গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে এবং পশ্চিম হোনানের লুশি ও সিচুয়ান এবং দক্ষিণ শেনসির লোনান ও শানইয়াং তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ একই ফৌজের আরেকটি অংশ উত্তর-পশ্চিম হুপের উতাঙ পর্বতকে কেন্দ্র করে পশ্চিম হুপের গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠা করে।

৪। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা মে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির "ভূমি সমস্যা সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর" কথা এখানে বলা হচ্ছে। জাপানের আত্মসমর্পণের পর জমির জন্য কৃষক জনগণের সাগ্রহ দাবীর কথা বিবেচনা করে। কেন্দ্রীয় কমিটি প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়কার ভূমিনীতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অর্থাৎ খাজনা ও সুদ হ্রাস করার নীতি পরিবর্তন করে জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার এবং কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। "৪ঠা মে-র নির্দেশাবলী"তে এই পরিবর্তন সূচিত হয়।

৫। সশস্ত্র কার্যকর টীমগুলি ছিল ছোটো ছোটো দল যারা শত্রুর কবলিত অঞ্চলের অনেক ভিতরে প্রবেশ করে জনগণকে সংগঠিত করে তুলতেন এবং শত্রুর ওপর আঘাত হানতেন। বিভিন্ন সংগঠনের যেমন কমিউনিস্ট পার্টি, মুক্ত অঞ্চলের সরকার, গণফৌজ ও গণসংগঠনের কর্মীদের নিয়ে এই দলগুলি গঠিত হতো এবং সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতো। শত্রু কবলিত অঞ্চলে কাজকর্ম পরিচালনার পক্ষে এগুলি ছিল খুবই সুবিধাজনক সাংগঠনিক রূপ।

৬। এখানে শস্যের মাধ্যমে সংগৃহীত ভূমি করের কথা বলা হচ্ছে।

৭। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই অংশ যাদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন যোগসূত্র নেই বা অতি অল্প যোগসূত্রই রয়েছে; বুর্জোয়াশ্রেণীর মুৎসুদ্দী-প্রকৃতিসম্পন্ন সেই অংশ অর্থাৎ বৃহৎ বুর্জোয়া অথবা আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী যে অংশটি সাম্রাজ্যবাদের ওপর ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল তাদের চেয়ে এরা স্বতন্ত্র।

চীনে বিপ্লবের এই নূতন প্রবল জোয়ারকে স্বাগত জানান

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭

১। সমগ্র পরিস্থিতি থেকে দেখা যাচ্ছে চীনের অবস্থা এখন বিকাশের একটি নূতন স্তরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এই নূতন স্তর হচ্ছে এমন একটি স্তর যখন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রাম একটি বিরাট নূতন গণবিপ্লবে বিকশিত হয়ে উঠবে। আমরা এখন এই বিপ্লবের প্রাক্কালে সমুপস্থিত। আমাদের পার্টির কর্তব্য হচ্ছে এই প্রবল জোয়ারের অভ্যুদয় এবং তার বিজয়ের জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া।

২। সামরিক পরিস্থিতি এখন জনগণের পক্ষে সহায়ক একটা দিকে বিকশিত হয়ে উঠেছে। গত জুলাই থেকে বর্তমান জানুয়ারি পর্যন্ত সাত মাসের যুদ্ধবিগ্রহে মুক্ত অঞ্চল আক্রমণকারী চিয়াং কাই-শেকের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ৫৬টি ব্রিগেডকে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। অর্থাৎ প্রতি মাসে গড়ে ৮টি করে ব্রিগেডকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। কিন্তু তার মধ্যে তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী ও শান্তিরক্ষাকারী যে অসংখ্য সৈন্যকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ও চিয়াং-এর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর যেসব সৈন্যকে উৎখাত করা হয়েছে তাদের ধরা হয়নি। চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণাত্মক অভিযান যদিও দক্ষিণ ও পশ্চিম শানতুং, শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল, পিপিং-হ্যাঙ্কাও রেলপথের উত্তরাঞ্চল বরাবর এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে অব্যাহত রয়েছে তবু গত শরৎকালের তুলনায় তা দুর্বলতর হয়ে পড়েছে। রণক্ষেত্রে পাঠাবার মতো প্রচুর সৈন্য চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর নেই এবং সৈন্য সংগ্রহের নির্দিষ্ট পরিমাণও তা পূর্ণ করতে পারছে না; এই বাস্তব তথ্য তার বহুদূর প্রসারিত যুদ্ধক্ষেত্রের এবং লোকবলের প্রবল ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে গুরুতর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর মনোবল প্রতিদিন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। উত্তর কিংয়াসুতে, দক্ষিণ ও পশ্চিম শানসির সাম্প্রতিক যুদ্ধকালে চিয়াং-এর বহু সৈন্যবাহিনীর মনোবল খুবই নীচে নেমে গিয়েছিল। বহু ফ্রন্টেই আমাদের সৈন্যবাহিনী

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি রচনা করেছিলেন।

নিজেদের হাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করেছে, অন্যদিকে চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনী সেই উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আগামী কয় মাসে এর আগে ধ্বংস করে দেওয়া ব্রিগেডগুলিসহ সব মিলিয়ে আমরা চিয়াং-এর একশটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বাস্তব লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো মনে হচ্ছে। সব মিলিয়ে চিয়াং-এর ৯৩টি নিয়মিত পদাতিক ও অশ্বারোহী ডিভিসন (কোর), ২৪৮টি ব্রিগেড (ডিভিসন) অর্থাৎ মোট ১৯,১৬,০০০ (উনিশ লক্ষ ষোল হাজার) সৈন্য রয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য তাঁবেদার সৈন্যবাহনী, আঞ্চলিক শান্তিরক্ষীবাহিনী, যোগাযোগ রক্ষাকারী পুলিশ, পশ্চাদভাগে সেবামূলক কাজে নিরত বাহিনী ও প্রযুক্তিবিদদের বাহিনীকে ধরা হয়নি। মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণে লিপ্ত রয়েছে ৭৮টি ডিভিসন (কোর), ২১৮টি ব্রিগেড (ডিভিসন) অর্থাৎ মোট ১৭,১৩,০০০ (সতের লক্ষ তের হাজার) সৈন্য বা চিয়াং কাই-শেকের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর শতকরা ৯০ ভাগ। শুধু ১৫টি ডিভিসন, ৩০টি ব্রিগেড এবং মোট ২,০৩,০০০ (দুলক্ষ তিন হাজার) সৈন্য বা মোট সৈন্য সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ কুওমিনতাঙের পশ্চাদভাগে রয়েছে। সুতরাং চিয়াং কাই-শেক পশ্চাদভাগ থেকে যুদ্ধবিগ্রহে সক্ষম বিপুল বাহিনীকে সহায়ক সৈন্যদল হিসাবে আর মুক্ত অঞ্চল আক্রমণের জন্য প্রেরণ করতে পারছে না। মুক্ত অঞ্চল আক্রমণকারী ২১৮টি ব্রিগেডের এক চতুর্থাংশের অধিক সৈন্যকে আমরা এর মাঝেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। যদিও কয়েকটিকে আবার অস্ত্রসজ্জিত করে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পূর্বতন মূল পরিচিতিসহ দাঁড় করানো হয়েছে কিন্তু তাদের যুদ্ধবিগ্রহের কার্যকর সামর্থ্য এখন খুবই নীচুতে। তাদের অনেকগুলিকে আবার দ্বিতীয় কিস্তিতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলিকে আবার আদৌ গড়ে তোলাই সম্ভব হয়নি। আগামী কয়মাসে আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি আরো ৪০ থেকে ৫০টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে এবং মোট পরিমাণকে যদি প্রায় একশটি ব্রিগেডে দাঁড় করাতে পারে তা হলে সামরিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনই সাধিত হবে।

৩। এর মাঝে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এক মহান গণআন্দোলন উন্মোচিত হয়ে উঠছে। সাংহাইয়ের যে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা [১] রাস্তার ফেরিওয়ালাদের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের উৎপীড়নের পরিণাম হিসাবে গত বছরের ৩০শে নভেম্বর শুরু হয়েছিল, আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা একজন চীনা ছাত্রীর ধর্ষিতা হওয়ার ফলে গত ৩০শে ডিসেম্বর পিপিংয়ে যে ছাত্র আন্দোলন [২] হয়েছিল—এই দুটি ঘটনা থেকেই চিয়াং কাই-শেকের অধিকৃত অঞ্চলে জনগণের সংগ্রামের একটি অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায়। পিপিংয়ে যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা সারা দেশের অন্যান্য বৃহৎ মহানগরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে, লক্ষ লক্ষ ছাত্র তাতে অংশগ্রহণ করছে

এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ৯ই ডিসেম্বরের ছাত্র আন্দোলনের[৩] চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক আকারে তাতে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করছে।

৪। মুক্ত অঞ্চলে গণমুক্তিফৌজের অর্জিত বিজয় এবং কুওমিনতাঙ অঞ্চলে জনগণের আন্দোলনের বিকাশ এই ইঙ্গিতই বহন করে আনছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে এক নূতন বিপুল গণবিপ্লব নিশ্চিতভাবেই সমাসন্ন হয়ে উঠছে এবং তা বিজয় অর্জন করতে পারবে।

৫। যে পরিস্থিতিতে এই ঘটনাবলী বিকশিত হয়ে উঠছে তা হচ্ছে—আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুর চিয়াং কাই-শেক জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুর ওয়াং চিং-উই-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এবং গৃহযুদ্ধ চালিয়ে ও ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রকে জোরদার করে তুলে চীনকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একটি উপনিবেশে পরিণত করার নীতিই গ্রহণ করেছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকের এইসব প্রতিক্রিয়াশীল নীতির মুখোমুখি হয়ে চীনের জনগণের সামনে সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো পথই নেই। স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামই এখনও বর্তমান যুগে চীনের জনগণের মূল দাবী হয়ে রয়েছে। অনেক আগে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসেই আমাদের পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস এই সম্ভাব্য পরিস্থিতিটি লক্ষ্য করেছিল যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলিই কার্যকর করবে এবং তাকে পরাজিত করার জন্য আমাদের পার্টি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ সঠিক রাজনৈতিক লাইনই উপস্থিত করেছিল।

৬। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চীনের জনগণের সকল স্তরকে তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে। এই স্তরগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটিবুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়, অন্যান্য দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গ, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ এবং বিদেশে বসবাসকারী চীনা জনগণ। এটা হচ্ছে সমগ্র জাতিজোড়া খুবই ব্যাপক একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়কার ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের তুলনায় তা যে শুধু ব্যাপকতায় বিপুলতর তাই নয় তার ভিত্তিও অনেক গভীরতর। সকল পার্টি কমরেডের কর্তব্য হচ্ছে এই ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে সংহত ও বিকশিত করে তোলার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। মুক্ত অঞ্চলে "তিনটি এক তৃতীয়াংশের ব্যবস্থার"[৪] নীতিকে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। তার শর্ত হবে এই যে কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার নীতিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে ও দ্বিধাহীনচিত্তে কার্যকর করতে হবে। কমিউনিস্টগণ ছাড়াও পার্টি-বহির্ভূত প্রগতিশীলদের ব্যাপক অংশকে এবং মাঝারি অংশকে (যেমন আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়কে) রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহে এবং সামাজিক উদ্যোগ আয়োজনে

টেনে আনতে হবে। মুক্ত অঞ্চলে শ্রেণী, নারী-পুরুষ ও ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকেরই, জনগণের স্বার্থের বিরোধী এবং তাদের তীব্র ঘৃণার পাত্র বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিক্রিয়াশীলরা ছাড়া সকলেরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। কৃষকের হাতে জমি বন্টনের কাজ পুরোপুরিভাবে কার্যকর করার পর মুক্ত অঞ্চলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত হয়ে থাকবে।

৭। চিয়াং কাই-শেক সরকার দীর্ঘকাল ধরে প্রতিক্রিয়াশীল আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছে এবং চিয়াং কাই-শেকের আমলাতান্ত্রিক পুঁজি [৫] কুখ্যাত ও দেশদ্রোহী চীন-আমেরিকান বাণিজ্যিক চুক্তির [৬] মাধ্যমে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পুঁজির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে বলে মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে; চীনের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিদিন দেউলিয়া হয়ে পড়ছে; শ্রমজীবী জনগণ, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের জীবিকার মান প্রতিদিন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে; মধ্যবিত্ত লোকজনদের বিপুল সংখ্যক তাদের সঞ্চয় হারিয়ে বসছেন এবং কপর্দকহীন হয়ে পড়ছেন; আর তার ফলে শ্রমিক ও ছাত্রদের ধর্মঘট ও অন্যান্য সংগ্রাম নিয়মিত দেখা দিচ্ছে। চীনের ইতিহাসের পূর্বেকার যে কোনো অর্থনৈতিক সংকটের চেয়ে অধিকতর গুরুতর একটি সংকট জনগণের সকল স্তরের সামনে এসে হাজির হয়েছে। গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেক অত্যন্ত বিভীষিকা সৈন্যবাহিনীতে বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহ এবং প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়কার শস্য আদায়ের লেভি-ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেছে, এর ফলে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ করে দারিদ্র-পীড়িত কৃষকদের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে; তারই পরিণতি হিসাবে এর মাঝেই কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে এবং তা সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেক শাসকচক্র ব্যাপক জনগণের কাছে আরো বেশি বেশি করে হতমান হয়ে পড়বে এবং গুরুতর রাজনৈতিক ও সামরিক সংকটের আবর্তের মধ্যে পড়বে। একদিকে এই পরিস্থিতিতে প্রতিদিন জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী গণআন্দোলন চিয়াং কাই-শেকের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে এগিয়ে চলেছে; অন্যদিকে, তা চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর মনোবলকে আরো ভেঙ্গে দিচ্ছে এবং গণমুক্তিফৌজের বিজয়ের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে।

৮। চিয়াং কাই-শেক বেআইনী বিভেদমূলক যে "জাতীয় বিধানসভা" আমাদের পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বিভিন্ন করার জন্য আহ্বান করেছে এবং ঐ সংস্থাটি যে ভুয়ো সংবিধান বানিয়েছে জনসাধারণের মধ্যে তার কোনো মর্যাদাই নেই। আমাদের পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে,

সেগুলি প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেক শাসন-চক্রকেই বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমাদের পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ঐ ভুয়ো জাতীয় বিধানসভায় অংশগ্রহণে অস্বীকার করার নীতিই গ্রহণ করেছে এবং তা সম্পূর্ণ সঠিক কাজই হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেক শাসকগোষ্ঠি ইয়ুথ পার্টি এবং ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টির[৮] মতো দুটি ক্ষুদ্র পার্টিকে, যাদের কোনো সময়েই চীনের সমাজে বিন্দুমাত্র মর্যাদার স্থানও ছিল না এবং এ ধরনের আরো কিছু "জন প্রতিনিধিদের" তাদের পক্ষে নিয়ে এসেছে এবং এটা আগেভাগেই বলে দেওয়া যায় যে মধ্যপন্থা অনুসরণকারীদের কিছু কিছু অংশ প্রতিক্রিয়ার পক্ষে চলে যেতে পারে। তার কারণ হচ্ছে চীনের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আর তারই জন্য শত্রু এবং আমাদের মধ্যেকার পার্থক্য রেখাটিকে খুব স্পষ্ট করেই টানা দরকার। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যেসব শক্তিগুলি আত্মগোপন করে আছে এবং জনগণকে প্রতারিত করতে চায় শেষ পর্যন্ত তাদের আসল স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে যাবেই এবং জনগণ তাদের একপাশে ঠেলে ফেলে দেবেন; এবং জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী শক্তিগুলি আরো জোরদার হয়ে উঠবে কারণ তাদের নিজেদের ও আত্মগোপনকারী প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যেকার প্রভেদ রেখাটিই এতে করে আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

৯। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিকাশ চীনের জনগণের সংগ্রামের পক্ষে খুবই অনুকূল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমঃবর্ধমান পরাক্রম এবং তার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য, পৃথিবীর জনগণের বৈপ্লবিক চেতনার প্রসার এবং ঘরে ও বাইরের উভয় প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে তাদের ক্রমঃবর্ধমান সংগ্রাম— এই ঘটনাবলী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও নানাদেশের তার আজ্ঞাবাহী কুকুরদের ক্রমেই বেশি বেশি করে বিচ্ছিন্ন করছে এবং বিচ্ছিন্ন করেই চলবে। এর সঙ্গে যদি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের অনিবার্য অর্থনৈতিক সংকটের ব্যাপারটাকে যুক্ত করা হয় তবে দেখা যাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুরদের আরো গভীরতর বিপদের মধ্যেই পড়তে হবে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুর চিয়াং কাই-শেকের পরাক্রম সামরিক ব্যাপারমাত্র; তাদের আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়া যায়। প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণকে চুরমার করে দেওয়া যায় না এই কল্পকাহিনীর আমাদের বাহিনীর মধ্যে কোনো ঠাঁই-ই থাকতে পারে না। কেন্দ্রীয় কমিটি বারে বারে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বিকাশ ক্রমেই বেশি বেশি করে এই মূল্যায়নের সঠিকতাকে সপ্রমাণ করেছে।

১০। তার সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করা ও নূতন আক্রমণ অভিযান পরিচালনার

জন্য, খানিকটা অবকাশ লাভের জন্য, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আরো ঋণ ও অস্ত্রশস্ত্র লাভের জন্য এবং জনগণের ঘৃণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেক আমাদের পার্টির সঙ্গে তথাকথিত শান্তি আলোচনা শুরু করার দাবী জানিয়ে একটা নূতন প্রতারণার খেলা শুরু করেছেন।[১০] আমাদের পার্টির নীতি হচ্ছে আলোচনা করতে অস্বীকার না করা এবং এভাবে তার প্রতারণার মুখোস খুলে দেওয়া।

১১। চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে পুরোপুরি চুরমার করে দেওয়ার জন্য আগামী কয়মাসে আমাদেরকে তার আরও চল্লিশটি থেকে পঞ্চাশটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া চাই ; এই হচ্ছে আসল চাবিকাঠি যা সব কিছুর সমাধান করে দেবে। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, গত বছরের ১লা অক্টোবরের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশাবলী "তিন মাসের খতিয়ান" [১১] এবং গত বছরের ১৬ই সেপ্টেম্বর সামরিক কমিশনের নির্দেশ—"আমাদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দিন"[১২]—এই দুটি নির্দেশকে পুরোপুরি কার্যকর করা চাই। এখানে আবার আমরা সকল অঞ্চলের আমাদের কমরেডদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কয়েকটি বিষয় জোর দিয়ে উপস্থিত করছি ;

(ক) সামরিক সমস্যা। গত সাত মাসের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রমাণ করেছে যে তা চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণ অভিযানকে চুরমার করে দিতে পারবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারবে। অস্ত্রশস্ত্র ও রণকৌশল এই দুই থেকেই আমাদের সৈন্যবাহিনীর উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখন থেকে আমাদের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হবে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে আমাদের গোলন্দাজবাহিনী ও ইঞ্জিনিয়ারিংবাহিনী গড়ে তোলার কাজকে জোরদার করা। সকল সামরিকবাহিনী তা ছোটো বা বড়োই হোক এবং সকল ফীল্ড সৈন্যবাহিনীকেই গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারবাহিনীকে জোরদার করে গড়ে তোলার পথে যেসব বাস্তব সমস্যা রয়েছে সেগুলিকে সমাধান করতে হবে এবং প্রথমেই কর্মীদের প্রশিক্ষণদান ও গোলাগুলি প্রস্তুত করার সমস্যার কাজদুটিকে হাতে তুলে নিতে হবে।

(খ) ভূমি সমস্যা। মুক্ত অঞ্চলের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলে ১৯৪৬ সালের ৪ঠা মে তারিখের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশটি[১৩] কার্যকর করা হয়েছে, ভূমি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং কৃষককে জমি দেওয়ার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে ; এটা একটা বিজয়। কিন্তু এখনও এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল রয়ে গেছে যেখানে জনগণকে পরিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার নীতিকে কার্যকর করে তোলার জন্য আরো প্রয়াস চালাতে হবে। যেসব স্থানে কৃষকদের

হাতে জমি দেওয়ার নীতিটি কার্যকর করা হয়েছে সেখানেও কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে, সমাধান যথেষ্ট আনুপূর্বিকভাবে করা হয়নি—তার মূল কারণ হচ্ছে জনসাধারণকে পুরোপুরি জাগিয়ে তোলা হয়নি এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ রয়ে গেছে, কেননা জমি বাজেয়াপ্ত করার কাজ ও তা বিলিবণ্টন যথাযথভাবে পুরোপুরি করা হয়নি। এইসব স্থানে আমাদের সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং যেসব কৃষকের অল্প জমি আছে বা কোনো জমিই নেই তারা যাতে অন্ততঃ কিছু জমি পান এবং বদ অভিজাতগণ ও আঞ্চলিক স্বৈরাচারীরা উপযুক্ত শাস্তি পায় তার নিশ্চয়তা বিধান করে "সুষম ব্যবস্থা"[১৪] কার্যকর করা চাই। কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার নীতি কার্যকর করার সমগ্র প্রক্রিয়াতে আমাদের মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং (সম্পন্ন মাঝারি কৃষকগণসহ) মাঝারি কৃষকদের স্বার্থে ক্ষুণ্ণ করা একান্তভাবেই যে অনুমোদনের অযোগ্য এটা দেখতে হবে; যদি কোথাও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে দেখা যায় তবে ক্ষতিপূরণ করতে হবে এবং মার্জনা চেয়ে নিতে হবে। তদুপরি, ভূমি সংস্কারের সময়ে ও পরে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে সাধারণ ধনী কৃষক এবং মাঝারি ও ছোটো জমিদারদের প্রতি উপযুক্ত সুবিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে এবং "৪ঠা মে-র নির্দেশ" অনুসারেই তা করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, গ্রামাঞ্চলে ভূমিসংস্কার আন্দোলনে জনসাধারণের শতকরা নব্বই ভাগের অধিক যে অংশ সংস্কারকে সমর্থন করেন তাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক যে সামন্তবাদী প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই সংস্কারের বিরোধিতা করে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে যাতে করে কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার নীতিকে আমরা দ্রুত কার্যকর করতে পারি।

(গ) উৎপাদনের সমস্যা। সমস্ত অঞ্চলকেই দূরগত ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে হবে, উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে; মিতব্যয়িতার অনুশীলন করতে হবে এবং উৎপাদনের ভিত্তিতে ও অর্থনীতিগতভাবে আর্থিক সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম নীতি হবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও যোগান সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে একদেশদর্শীভাবে যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী আর্থিক ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের ওপর জোর দেয় এবং কৃষি ও শিল্পগত উৎপাদনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে—আমাদেরকে তার বিরোধিতা করতে হবে। দ্বিতীয় নীতি হবে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ, যৌথ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ উভয়ের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া। সুতরাং যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী শুধু একদিনের কথা মাথায় রাখে ও অন্য দিককে অবহেলা করে আমাদেরকে তার বিরোধিতা করতে হবে। তৃতীয় নীতি হবে সংহত নেতৃত্ব ও বিকেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থার প্রচলন। সুতরাং যে পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীভূত

পরিচালন ব্যবস্থার প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া পরিস্থিতির বিচার না করেই সব কিছুকে কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর এবং অন্য যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী বিকেন্দ্রীভূত পরিচালন ব্যবস্থাকে তার পুরো লাগাম ছেড়ে দেওয়ার সাহস রাখে না আমাদেরকে তারও বিরোধিতা করতে হবে।

১২। আমাদের পার্টি ও চীনের জনগণ চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে পুরোপুরি আশ্বস্ত, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের সামনে কোনো বাধাবিপত্তি নেই। চীনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রাম প্রকৃতির দিক থেকে হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং বিদেশী প্রতিক্রিয়াবাদীরা সর্বশক্তি দিয়ে চীনের জনগণের বিরোধিতা করেই চলবে ; চিয়াং কাই-শেকের অধীনস্থ এলাকাসমূহে ফ্যাসিস্ট শাসন তীব্রতর হয়ে উঠবে ; মুক্ত অঞ্চলের কিছু কিছু অংশ সাময়িকভাবে শত্রুর অধিকৃত অঞ্চল বা গেরিলা এলাকায় পরিণত হয়ে যাবে, কিছু কিছু বিপ্লবী বাহিনী সাময়িক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী এরকম একটা যুদ্ধে জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও আমাদের পোহাতে হবে। সমগ্র পার্টির কমরেডদের এই সমস্ত বিষয়কে পুরোপুরি হিসাবে রাখতে হবে এবং অদম্য মনোবল নিয়ে ও পরিকিল্পিতভাবে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে জয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই বাধাবিপত্তি রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির বাধাবিপত্তিসমূহ অনতিক্রম্য কারণ তারা হচ্ছে এমন শক্তি যার বিনাশ সমীপবর্তী এবং তাদের কোনোই ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের বাধাবিপত্তিগুলিকে দূর করা সম্ভব কারণ আমরা হচ্ছি উদীয়মান শক্তি এবং আমাদের সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

টীকা

১। ১৯৪৬ সালের আগস্ট থেকে শুরু করে সাংহাইয়ের কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ হোয়াঙ্গপু ও লৌজা জেলার রাস্তার ফেরিওয়ালাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। নভেম্বরের শেষের দিকে ব্যবসারত প্রায় একহাজার ফেরিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৩০শে নভেম্বর তিন হাজারের মতো রাস্তার ফেরিওয়ালা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং হোয়াঙ্গপু জেলার পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করেন। কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষ গুলি চালনার আদেশ দেয় ; সাতজন বিক্ষোভকারী নিহত হন এবং বহুসংখ্যক লোক আহত ও কারারুদ্ধ হন। ১লা ডিসেম্বরও ফেরিওয়ালারা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। আরো দশজন নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হওয়া সত্ত্বেও সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা পাঁচহাজার ছাড়িয়ে যায়। সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সাংহাইয়ের সকল দোকানপাট বন্ধ থাকে। এভাবে এই ঘটনাটি শহরজোড়া চিয়াং কাই-শেক-বিরোধী একটি গণআন্দোলনের আকার ধারণ করে।

২। ১৯৪৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর পিকিংয়ে এই ঘটনাটি ঘটে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে

একজন ছাত্রী আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিতা হন। ফলে, ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের সমগ্র জানুয়ারি মাস ধরে কুওমিনতাঙ অঞ্চলের বড়ো বড়ো ও মাঝারি নগরীগুলিতে ছাত্ররা দলে দলে যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন এবং চীন থেকে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের দাবী জানাতে থাকেন। পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্র এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

৩। ১৯৩৫ সালে সমগ্র দেশে জনগণের দেশপ্রেমিক আন্দোলনে এক নূতন জোয়ার দেখা দেয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পিকিংয়ের ছাত্ররা ৯ই ডিসেম্বর প্রথম দেশপ্রেমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করেন এবং "গৃহযুদ্ধ বন্ধ করো এবং বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হও" ও "জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!" ইত্যাদি শ্লোগান তুলে ধরেন। কুওমিনতাঙ সরকার জাপানী আক্রমণকারীদের যোগসাজসে দীর্ঘকাল ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল তাকে এই আন্দোলন ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এবং অচিরেই সমগ্র দেশব্যাপী জনগণ এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এটাকেই "৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন" বলা হয়। তার পরিণতি হিসাবে দেশের মধ্যেকার বিভিন্ন শ্রেণীশক্তির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবিত জাপ-বিরোধী জাতীয় সংযুক্তফ্রণ্টের দাবীটি সমগ্র দেশপ্রেমিক জনগণের প্রকাশ্যে সমর্থিত নীতি হিসাবে দেখা দেয়। কুওমিনতাঙ সরকার তার বিশ্বাসঘাতকতার নীতির জন্য খুবই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৪। "তিনটি এক তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা" ছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে মুক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তফ্রণ্টের নীতি। এই নীতি অনুযায়ী, জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থাসমূহে লোকজনের অনুপাত হিসাবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ থাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের জন্য, এক তৃতীয়াংশ থাকে বামপন্থী প্রগতিশীলদের জন্য এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ থাকে মাঝারি লোকজন ও অন্যান্যদের জন্য।

৫। এই খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর নানকিংয়ে চিয়াং কাই-শেক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে "চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তি" বা "চীন-যুক্তরাষ্ট্র মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌ-পরিবহন চুক্তি" সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে চীনের সার্বভৌমত্বের বিরাট অংশকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রী করে দেয়; চুক্তির বিষয় বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

১। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা চীনের "সমগ্র...অঞ্চল জুড়ে" বসবাসের, যাতায়াতের, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার, উৎপাদনমূলক কাজকর্মের, প্রক্রিয়ামূলক নানা কাজের, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাগত, ধর্মগত ও মানবসেবামূলক কার্যকলাপের, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের ও নিষ্কাশনের, জমির ইজারা নেওয়া ও কেনার এবং নানাবিধ পেশা ও বৃত্তি অনুসরণ করার অধিকার ভোগ করবেন। চীনে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকেরা অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে চীনাদের মতোই সমান সুযোগ পাবেন।

(২) করপ্রদান, বিক্রয়, বিলিবণ্টন ও চীনে ব্যবহারের জন্য আমেরিকান পণ্যাদির প্রতি অন্য কোনো তৃতীয় একটি দেশের পণ্যের প্রতি বা চীনের পণ্যের প্রতি যে সহায়ক মনোভাব প্রদর্শন করা হয় তার চেয়ে কোনোমতেই কম সহায়ক সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত, নির্মিত বা প্রস্তুত কোনো পণ্য আমদানীর ওপর বা চীন থেকে কোনো পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীর ওপর "কোনো নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ জারী করা হবে না।"

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের জলযানসমূহ যে কোনো বন্দরে স্বাধীনভাবে প্রবেশ করতে পারবে, বিদেশীয়দের কাছে বাণিজ্য ও নৌ-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত চীনের সকল স্থানে ও জলভাগে ঐ জলযানসমূহ, তাদের লোকজনেরা ও পণ্যসামগ্রীসহ চীনের ভূভাগ দিয়ে "সবচেয়ে সুবিধাজনক পথ ধরে" অবাধে চলাচল করতে পারবে। "কোনো...অসুবিধার" সম্মুখীন হয়েছে এই অজুহাতে যুদ্ধজাহাজসহ যেকোনো আমেরিকান জলযান "বিদেশীয়দের কাছে বাণিজ্য ও নৌ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত নয় চীনের এমন যে কোনো বন্দর, স্থান বা জলভাগে প্রবেশ করতে পারবে।" ঐ সময়ে যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেকের রাষ্ট্রদূত ওয়েলিংটন কু প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে একথা ঘোষণা করলেন যে এই চুক্তির অর্থ হচ্ছে "চীনের সমগ্র ভূখণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের বণিকদের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো।"

৭। ইয়ুথ পার্টি হচ্ছে "চাইনীজ ইয়ুথ পার্টি-র" সংক্ষিপ্ত নাম ; ঐ পার্টি ইতাভিস্তে পার্টি বলেও পরিচিত ছিল; এই দলের পূর্বসুরী ছিল চাইনিজ ইতাতিস্তে ইয়ুথ লীগ। এই পার্টি মুষ্টিমেয় কিছু ফ্যাসিস্ট রাজনীতিবিদ্‌দের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করে তারা তাদের প্রতি-বিপ্লবী জীবনধারা গড়ে তোলে যার ফলে ক্ষমতাশীল বিভিন্ন প্রগতিশীল গ্রুপের পক্ষ থেকে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করতো।

৮। ডিমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে ডিমোক্র্যাটিক কন্‌স্টিট্যুশনাল পার্টি ও ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির সম্মিলিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক ও উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্তপ্রভুদের ভগ্নাবশেষের লোকজনকে নিয়েই মুখ্যতঃ তা গড়ে উঠেছিল।

৯। "তথাকথিত কিছু জনপ্রতিনিধি" বলতে ওয়াং য়ুন-উ, ফু জে-নিয়েন এবং হু চেং-চি-র মতো নির্লজ্জ রাজনীতিকদের কথা বোঝানো হয়েছে। এই লোকেরা নিজেদের দলবহির্ভূত বলে জাহির করতেন এবং চিয়াং কাই-শেকের জাতীয় বিধানসভার জানালার সুদৃশ্যপর্দা হিসাবে ব্যবহৃত হতেন।

১০। ১৯৪৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি সামরিক আক্রমণাত্মক অভিযানে বারে বারে ধাক্কা খেয়ে এবং সাময়িক পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে কুওমিনতাঙ সরকার কিছু অবকাশলাভের প্রচেষ্টা হিসাবে এবং নূতন আক্রমণের জন্য যাতে প্রস্তুত হতে পারে তার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে চীনে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত লিটন স্টুয়ার্টের মাধ্যমে ইয়েনানে "শান্তি আলোচনার" জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করার অনুমতি

চেয়ে পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং-এর এই নূতন প্রতারণাকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত দ্রুত এবং খোলাখুলিভাবে উদঘাটিত করে দেয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেখিয়ে দিল যে নিম্নতম অন্ততঃ দুটি শর্ত পূর্ণ করা হলেই শুধু আলোচনা নূতন করে শুরু করা যেতে পারেঃ (১) রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে লঙঘন করে কুওমিনতাঙ যে ভুয়ো সংবিধান প্রণয়ন করেছে তাকে বাতিল করে দিতে হবে এবং (২) কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে মুক্ত অঞ্চলের যেসব এলাকা তারা ১৯৪৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী সন্ধি চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর দখল করেছে সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে; অন্যথায় কুওমিনতাঙ যে আবার নূতন করে সম্পাদিত চুক্তিকে ছিঁড়ে ফেলবে না তার কোনোই গ্যারাণ্টি থাকবে না। কুওমিনতাঙ সরকার বুঝতে পারল যে "শান্তির" ব্যাপারে তাদের এই চক্রান্ত কার্যকর করা যাবে না এবং ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিল যে নানকিং, সাংহাই ও চুংকিংয়ে আলোচনা ও যোগাযোগ রক্ষার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির যেসব প্রতিনিধি ছিলেন তাদের চলে যেতে আদেশ দেয় এবং কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার আলোচনা পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল বলে ঘোষণা করে দেয়।

১১। "তিন মাসের খতিয়ান" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের প্রবন্ধটির কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১২। "বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দিন" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের প্রবন্ধটির কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১৩। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা মে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির "ভূমি সমস্যা সম্পর্কিত নির্দেশ"-এর কথাই এখানে বলা হচ্ছে। "তিন মাসের খতিয়ান" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের রচনার চতুর্থ টীকা দেখুন।

১৪। "সুষম ব্যবস্থা করা" হচ্ছে যে পুরানো মুক্ত অঞ্চলে ভূমি সংস্কার তুলনামূলকভাবে ও আনুপূর্বিকভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে সেখানকার গৃহীত নীতি। এর উদ্দেশ্য ছিল অপ্রচুর বণ্টনযোগ্য জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের অভাববশতঃ সেগুলি গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার সমস্যা ও ভূমি সংস্কারের অন্যান্য অসমাপ্ত সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত নীতি। সীমাবদ্ধভাবে এই পদ্ধতিটি ছিল যাদের অধিকতর ভালো জিনিস রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে, যাদের খারাপ জিনিস আছে তাদেরকে দিতে হবে, যাদের উদ্বৃত্ত রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিতে হবে, যাদের অভাব আছে তাদেরকে দিতে হবে যাতে করে ভূমির ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের বিলিবণ্টনকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সুষম রূপদান করা যায়।

সাময়িকভাবে ইয়েনান পরিত্যাগ সম্পর্কে এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারিত দুটি দলিল

নভেম্বর, ১৯৪৬ এবং এপ্রিল, ১৯৪৭

(১) ১৯৪৬ সালের ১৮ই নভেম্বরের নির্দেশাবলী

চিয়াং কাই-শেক তার ক্ষমতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি আমাদের পার্টিকে আঘাত হানতে চান এবং দুটি পদ্ধতির সাহায্যে তিনি নিজেকেই শক্তিশালী করে তুলতে চান, তার একটি হচ্ছে "জাতীয় বিধানসভা" আহ্বান করা এবং অন্যটি হচ্ছে ইয়েনান আক্রমণ করা। আসলে তিনি ঠিক বিপরীত ফলই পাবেন। জাতিকে বিভক্ত করার জন্য চিয়াং কাই-শেকের সাজানো "জাতীয় বিধানসভা"-কে চীনের জনগণ দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করবেন। ঐ বিধানসভার উদ্বোধনের দিনটি চিয়াং কাই-শেকগোষ্ঠীর আত্ম-বিনাশ শুরু হওয়ার দিন হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এখন পর্যন্ত আমরা চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর ৩৫টি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি [১] এবং তাদের আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে

এ দুটি দলিলের প্রথমটি ১৯৪৬ সালের শীতকালে কমরেড মাও সে-তুঙ ইয়েনানে রচনা করেছিলেন ; কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী তখন ইয়েনান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। দ্বিতীয় দলিলটি ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ইয়েনান দখল করে নেওয়ার কুড়িদিন পরে উত্তর শেনসির হেঙশান জেলার চিংইয়াংচাতে তিনি রচনা করেছিলেন। মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযান পরিচালনার জন্য চিয়াং কাই-শেকের পরিকল্পনা দেউলিয়া হয়ে পড়ার পর, তিনি তার পতনোন্মুখ শাসনকে রক্ষা করার জন্য উন্মত্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন, ভুয়ো একটি জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের কুওমিনতাঙ এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তর ইয়েনান-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান পরিচালনা করেন। এই দলগুলিতে যেভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, চিয়াং কাই-শেকের এই ব্যবস্থাগুলি রাজনৈতিকভাবে তার আত্ম-বিনাশের পথই রচনা করে। সামরিক দিক থেকে তিনি মুক্ত অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে তার সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ করেন অর্থাৎ শানতুং-এর মুক্ত অঞ্চলে এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে "মূল অঞ্চলের বিরুদ্ধে" আঘাত

এসেছে, যদি তার সৈন্যবাহিনী হঠাৎ করে একটা প্রচণ্ড অভিযানের মাধ্যমে ইয়েনান দখলও করে নেয় তাতে করে কিন্তু জনগণের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সাধারণ সম্ভাবনায় কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না এবং তা চিয়াং কাই-শেককে তার আসন্ন পতনের করালগ্রাস থেকেও রক্ষা করতে পারবে না। সংক্ষেপে, চিয়াং কাই-শেক ধ্বংসের পথই ধরছেন, "জাতীয় বিধানসভা" আহ্বান এবং ইয়েনান আক্রমণের এই দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমূহ প্রতারণার মুখোস খুলে পড়ে যাবে ; তা জনগণের মুক্তিযুদ্ধের প্রগতিকে সহায়তাই করবে। প্রতিটি অঞ্চলে পার্টির ভিতরে ও বাইরে সকলের কাছেই "জাতীয় বিধানসভা" আহ্বান ও ইয়েনান আক্রমণ সংক্রান্ত চিয়াং কাই-শেকের এই দুটি কাজের তাৎপর্য আমাদের পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে এবং সমগ্র পার্টি, সমগ্র সৈন্যবাহিনী এবং সমগ্র জনগণকে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার ও গণতান্ত্রিক চীন গড়ে তোলার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে হবে।

(২) ১৯৪৭ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের সার্কুলার

নিজের পতনোন্মুখ শাসনকে রক্ষা করার জন্য কুওমিনতাঙ ভুয়ো জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের, ভুয়ো সংবিধান প্রণয়ন, নানকিং, সাংহাই ও চুংকি থেকে আমাদের পার্টির মুখপাত্রস্বরূপ সংস্থাসমূহকে বিতাড়ন এবং কুওমিনতাঙ-কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেকার বিচ্ছেদ ঘোষণা করে দেওয়ার [২] মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়াও আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর, গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তর

হানতে চেয়েছিলেন ;এ ক্ষেত্রেও তার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণকারী কুওমিনতাঙ বাহিনী ছিল ২,৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত, অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০-এর মতো। সুতরাং শত্রু সৈন্যবাহিনীর পক্ষে ইয়েনান ও ঐ অঞ্চলের বিভাগীয় শহরগুলিকে দখল করে নেওয়া সম্ভব হয়, আমরা আমাদের উদ্যোগেই ঐ শহরগুলি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম। শত্রুর পক্ষে কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এবং উত্তর-পশ্চিম গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরকে ধ্বংস করে দেওয়ার বা তাদের পীত নদীর পূর্বাঞ্চলে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়ার লক্ষ্য সাধন করা সম্ভব হয়নি। উল্টে, তাকে আমাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রচণ্ড আঘাত খেতে হয়, তার প্রায় একলক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত সীমান্ত অঞ্চল থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে হয়, অন্যদিকে আমাদের সৈন্যবাহিনী বিজয় গৌরবে মহান উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে এগিয়ে যায়। তাছাড়া, উত্তর-পশ্চিম রণক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যবাহিনী খুবই ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদলকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর মূল বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে আটক করে রাখে ও তাদের ধ্বংস করে দেয় এবং এভাবে অন্যান্য রণক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে বিশেষ করে শানতুং-

ইয়েনানকে আক্রমণের ব্যাপারে আরেকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণের ব্যবস্থা নিয়েছে।

কুওমিনতাঙ যে এইসব ব্যবস্থা করেছে এই বাস্তব তথ্য কিন্তু তার শাসনের শক্তিসামর্থের বিন্দুমাত্র প্রমাণ নয় বরং এতে করে কুওমিনতাঙ শাসনের সংকট যে চূড়ান্ত রকমের গভীর হয়ে উঠেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ইয়েনান এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সর্বপ্রথম উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রশ্নটি সমাধান করে নেওয়া, আমাদের পার্টির দক্ষিণ হস্তকে কেটে নেওয়া, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া, তারপর উত্তর চীন আক্রমণের জন্য তার সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ করা এবং একে একে আমাদের বাহিনীগুলিকে পরাজিত করার তার লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা—এ একটি অক্ষম প্রয়াস মাত্র।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

১। শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমের মুক্ত অঞ্চলকে দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে আমরা রক্ষা করবো এবং সম্প্রসারিত করে তুলবো ; এই লক্ষ্য সাধন সম্পূর্ণভাবেই সম্ভবপর।

২। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তর শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলেই থাকবে। এটা হচ্ছে এমন একটা অঞ্চল যেখানে আমাদের পক্ষে সহায়ক পাহাড়ী অঞ্চল রয়েছে, একটি ভালো গণভিত্তি রয়েছে, সামরিক চলাচল ও কলাকৌশলের প্রচুর অবকাশ রয়েছে এবং তার পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি রয়েছে।

হোনান রণক্ষেত্রস্থ আমাদের সৈন্যদের জোর সমর্থন যোগায় এবং তাদের দ্রুত আক্রমণাত্মক অভিযানে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে কমরেড মাও সে-তুঙ। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তর ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে পুরো সময়টুকু শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলেই থেকে যায় ; কমরেড মাও সে-তুঙ গণমুক্তিফৌজকে শুধু সারা দেশব্যাপী সকল ফ্রন্টে পরিচালনা করছিলেন তা নয়, তিনি ব্যক্তিগতভাবে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং বর্তমান দলিলে উপস্থাপিত "শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমের মুক্ত অঞ্চলকে দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে রক্ষা করা ও সম্প্রসারিত করে তোলার" লক্ষ্যকে সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পাদন করেন। উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে পরিচালিত অভিযান সম্পর্কে "উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের অভিযান সম্পর্কে ধারণা", (বর্তমান খণ্ড, পৃ ১৪৯) এবং "উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্জিত মহান বিজয় এবং মুক্তিফৌজে নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে" (বর্তমান খণ্ড শীর্ষক লেখাটি) দেখুন।

৩। একই সঙ্গে আমাদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করেছি যা শানসির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বা সুবিধাজনক অন্য কোনো স্থানে চলে যাবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ᵒ কর্তৃক তার ওপর অর্পিত কর্তব্যভার সুসম্পাদন করবে।

এই তিনটি সিদ্ধান্ত গত মাসে গৃহীত হয়েছিল এবং এর মাঝেই তা কার্যকর করা হয়ে গেছে। এতদ্দ্বারা আপনাদের তা জানিয়ে দেওয়া হলো।

টীকা

১। এই পরিসংখ্যানগুলি হচ্ছে ১৯৪৬ সালের জুলাইয়ের প্রথম থেকে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত সময়কার।

২। ১৯৪৭ সালের ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নানকিং, সাংহাই ও চুংকিংয়ে বসবাসকারী যোগাযোগরক্ষাকারী ও আলোচনাকারী লোকজন ও প্রতিনিধিদের কুওমিনতাঙ সরকার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার আদেশ দেয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই মার্চ কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটি তার তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহ্বান করে; এই অধিবেশনে চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে (আলোচনার) যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং গৃহযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করেন।

৩। ১৯৪৭ সালের ১৯শে মার্চ ইয়েনান থেকে গণমুক্তিফৌজ প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর বেশির ভাগ সদস্যই, অর্থাৎ কমরেড মাও সে-তুঙ, চৌ এন-লাই ও জেন পি-সি প্রমুখেরা শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলে রয়ে গেলেন—যে সময়টাতে সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্য থেকে কমরেড লিউ সাও-চি ও ছু তে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী কমিটি তৈরী করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির আরোপিত নির্দেশাবলী কার্যকর করার জন্য সেই কার্যকরী কমিটি শানসি-সুইয়ুয়ান মুক্তাঞ্চলের পথ ধরে শনসি-চাহার-হোপেই মুক্তাঞ্চলে প্রবেশ করে এবং পিংসান জেলার সিপাইপোতে উপস্থিত হয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে সিপাইপো গ্রামে কমরেড মাও সে-তুঙ ও কেন্দ্রীয় কমিটি যখন পৌঁছে যান তখন সেই কার্যকরী কমিটির দায়িত্ব শেষ করে দেওয়া হয়।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের অভিযান সম্পর্কে ধারণা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৭

১। শত্রু এখন রীতিমতো ক্লান্ত কিন্তু তারা এখনও সম্পূর্ণ অবসন হয়ে পড়েনি। খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে তা এখন বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু সেই অসুবিধা এখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ৩১তম ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর [১] আমাদের সৈন্যবাহিনী যদিও বিরাট সংখ্যক কোনো শত্রু বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়নি। তবু গত কুড়ি দিনে আমরা শত্রুকে ক্লান্ত করে দেওয়ার লক্ষ্য অর্জন করেছি এবং তাদের খাদ্য সরবরাহকে বহুল পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছি এবং তাদের সকল প্রকার খাদ্য সরবরাহ ছিন্ন করে দিয়ে এভাবে তাদের সম্পূর্ণ অবসন্ন করে ফেলার ও চূড়ান্তভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সহায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে আমরা সমর্থ হয়েছি।

২। বর্তমানে অবসন্ন ও খাদ্যাভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর নীতি হচ্ছে আমাদের মূল বাহিনীকে পীতনদীর পূর্ব তীরে ঠেলে বের করে দেওয়া এবং তারপর সুইতে ও মিচিতে পথ রুদ্ধ করে দিয়ে তার সৈন্যবাহিনী ভাগ করে নিয়ে আমাদের "নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার" অভিযানে লিপ্ত হওয়া। শত্রুর সৈন্যবাহিনী ৩১শে মার্চ চিংচিয়েনে উপনীত হয়েছে কিন্তু তখনই উত্তর দিকে অগ্রসর হয়নি; তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জন্য বের হয়ে যাওয়ার একটি পরিষ্কার পথ খোলা রাখা। পশ্চিম অভিমুখে ওয়াওপাও পর্যন্ত তাদের অগ্রসর হয়ে আসার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের সুইতে ও মিচি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া। আমাদের সৈন্যবাহিনীর সন্ধান পাওয়ার পর তারা ওয়াওপাওয়ের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারপর তারা ঐ শহরের দিকে আবার এগিয়ে যাবে আমাদের উত্তর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য।

৩। আমরা পূর্বেকার নীতিই অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবো অর্থাৎ আরো কিছু সময় (প্রায় আরো একমাস এই অঞ্চলে শত্রুকে আমরা ব্যতিব্যস্ত করে ছোটাছুটি করার অবস্থায় রাখবো; আমাদের উদ্দেশ্য হবে তাকে পরিপূর্ণভাবে অবসন্ন করে দেওয়া, তার খাদ্য সরবরাহকে গুরুতর হ্রাস করে দেওয়া এবং তারপর তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকা। ইউলিন আক্রমণের জন্য আমাদের মূল

উত্তর-পশ্চিমের যে ফীল্ড ঐ সময়ে শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজকে নিয়ে গঠিত ছিল এবং পেং তে-হুয়াই, হোলাং, শি চুং-সুন ও অন্যান্য কমরেড যাকে পরিচালনা করছিলেন তাদের কাছে কমরেড মাও সে-তুঙ এই তারবার্তা প্রেরণ করেছিলেন।

বাহিনীকে উত্তরে এগিয়ে যাওয়ার বা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে শত্রুর পশ্চাদপসরণকে রুদ্ধ করার জন্য তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা আমাদের সকল কমাণ্ডার, সৈনিকদের এবং জনসাধারণের কাছেও পরিষ্কার করে দিতে হবে যে আমাদের সৈন্যবাহিনীর দিক থেকে এই পদ্ধতি গ্রহণ শত্রুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দেওয়ার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পথ। শত্রুকে যদি আমরা চরম অবসাদ ও পরিপূর্ণ খাদ্যাভাবের পথে ঠেলে দিতে না পারি তবে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারবো না। একে বলা যায় "ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত করে দেওয়ার" রণকৌশল অর্থাৎ শত্রুকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণভাবে অবসন্ন করে দেওয়া এবং তারপর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার রণকৌশল।

৪। আপনারা যেহেতু এখন ওয়াওপাওয়ের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে রয়েছেন আপনাদের সবচেয়ে ভালো কাজ হবে শত্রুকে ওয়াওপাওয়ের উত্তরে চলে যেতে প্ররোচিত করা; তারপর লিয়াও অ্যাঙ-এর[২] সৈন্যবাহিনীর দুর্বল অংশকে আপনারা আক্রমণ করতে পারেন এবং শত্রুকে পূর্বদিকে চলে যেতে প্ররোচিত করতে পারেন; তারপর আপনারা আনসাইয়ের দিকে ঘুরে যেতে পারেন এবং শত্রুকে আবার পশ্চিম দিকে চলে যেতে প্ররোচিত করতে পারেন।

৫। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আপনাদেরকে আদেশ দিতে হবে যাতে ৩৫৯তম ব্রিগেড দক্ষিণাভিমুখে যাত্রার ব্যাপারে তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে আজ থেকে এক সপ্তাহ পরেই তাদেরকে ইয়েনচ্যাঙ-ইয়েনান লাইনের এবং ইচুয়ান-লোচুয়ান লাইনের উত্তরভাগের বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় এবং শত্রুর খাদ্য সরবরাহের লাইনকে ছিন্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়।

৬। উপরে বর্ণিত অভিমতগুলি আপনারা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন কিনা তা আমাদের উত্তর দিয়ে জানাবেন।

টীকা

১। স্বেচ্ছায় ইয়েনান থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ একটি ছোটো সৈন্যদল পাঠিয়ে শত্রুর মূল বাহিনীকে লোভ দেখিয়ে ইয়েনান-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত আনসাই পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসে। তার নিজের মূল সৈন্যবাহিনী শত্রুকে ঘেরাও করার জন্য ইয়েনানের উত্তর-পূর্বে চিঙহুয়াপিয়েন অঞ্চলে রেখে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২৫শে মার্চ হু সুং-নান-এর পুনর্গঠিত ২৭তম ডিভিসনের ৩১তম ব্রিগেডের একটি কুওমিনতাঙ রেজিমেন্ট ব্রিগেডের সদর দপ্তরের পরিচালনাধীনে সরাসরি এই ফাঁদে প্রবেশ করে মাত্র ঘণ্টা খানেকের একটি যুদ্ধে তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

২। হু সুং-নান এর অধীনস্থ কুওমিনতাঙ বাহিনীর পুনর্গঠিত ৭৬তম ডিভিসনের কমাণ্ডার ছিলেন লিয়াও আঙ; পরে ১৯৪৭ সালের ১১ই অক্টোবর চিং চিয়েন-এর যুদ্ধে তিনি বন্দী হন।

চিয়াং কাই-শেক সরকার সমগ্র জনগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে

৩১শে মে, ১৯৪৭

সমগ্র জনগণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন চিয়াং কাই-শেক সরকার এখন নিজেকে সমগ্র জনগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখতে পাচ্ছে। সামরিক ও রাজনৈতিক এই উভয় ফ্রন্টেই তা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে এবং যে বাহিনীকে তা শত্রু বলে অভিহিত করেছে তার হাতে এখন নিজেকে অবরুদ্ধ দেখতে পাচ্ছে আর পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথই দেখতে পাচ্ছে না।

বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেকগোষ্ঠী এবং তার প্রভু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ পরিস্থিতির ভুল পরিমাপই করেছিল। তারা নিজেদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখেছিল এবং জনগণের শক্তিকে খাটো করে দেখেছিল। তারা চীন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী আগের মতো একই রয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল ; কোনো কিছুকেই তারা বদলাতে দেবে না এবং কাউকেই তারা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করতে দেবে না। জাপানের আত্মসমর্পণের পর চীনের পুরানো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল ; এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও সামরিক মধ্যস্থতার প্রতারণার মাধ্যমে কিছু সময় করে নিয়ে বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাই-শেক সরকার কুড়ি লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করে সর্বাত্মক একটি অভিযান শুরু করেছিল।

চীনে এখন দুটি রণক্ষেত্র বর্তমান। প্রথম রণক্ষেত্রে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণকারী বাহিনী এবং গণমুক্তিফৌজ যুদ্ধরত রয়েছে। এখন দেখা দিয়েছে একটি রণক্ষেত্র অর্থাৎ মহান ও ন্যায়নিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেকসরকারের যেখানে বেধেছে তীব্র এক সংগ্রাম।[১] ছাত্র আন্দোলনের শ্লোগান

নয়াচীন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙ এই সংবাদ-ভাষ্যটি রচনা করে দিয়েছিলেন। এতে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে চীনে ঘটনার গতি জনগণের প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুততর ভাবেই এগিয়ে চলেছে এবং এতে চীনবিপ্লবের দেশব্যাপী বিজয়ের জন্য দ্রুত সর্ববিধ প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি প্রস্তুত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণী শীঘ্রই সত্যে পরিণত হয়। এই সংবাদ-ভাষ্য এবং "উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের অভিযান সম্পর্কে ধারণা" এই দুটি রচনাই উত্তর শেনসির চিংপিয়েন জেলার ওয়াংচিয়াওয়ানে লিখিত হয়েছিল।

হচ্ছে "খাদ্য, শান্তি ও স্বাধীনতা" তথা "ক্ষুধার বিরোধিতা, গৃহযুদ্ধের বিরোধিতা, অত্যাচারের বিরোধিতা"। চিয়াং কাই-শেক "জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থাদি" ঘোষণা করেছেন।[২] সর্বত্র তার সৈন্য, পুলিশ, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ও গোয়েন্দা চরেরা ছাত্রসাধারণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। নিরস্ত্র ছাত্রদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক নিষ্ঠুর পশুশক্তি প্রয়োগ করছেন, তাদের গ্রেপ্তার করছেন, জেলে পাঠাচ্ছেন, মারপিট করছেন, হত্যা করছেন। ফলে ছাত্র আন্দোলন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের পুরো সমর্থন ছাত্রদের পক্ষে রয়েছে, চিয়াং কাই-শেক ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুরেরা সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তার হিংস্র চেহারা সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠেছে। ছাত্র আন্দোলন সমগ্র জনগণের আন্দোলনেরই একটি অংশ। ছাত্র আন্দোলনের প্রসার অনিবার্যভাবে জনগণের আন্দোলনকেই প্রসারিত করে তুলবে। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে-র আন্দোলন[৩] এবং ১৯৩৫ সালের ৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা সুপ্রমাণিত হয়।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুর চিয়াং কাই-শেক জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী কুকুর ওয়াং চিং-উই-এর স্থান গ্রহণ করার এবং চীনকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশে পরিণত করার, গৃহযুদ্ধ পরিচালনার এবং ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বকে জোরদার করার নীতি গ্রহণ করার পর তারা নিজেদের চীনের সমগ্র জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করে দিয়েছে, চীনের এবং সকল স্তরের জনগণকে অনশন ও মৃত্যুর প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। তার ফলে সকল স্তরের জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেকের সরকারের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছেন এবং এই সংগ্রামের বিকাশকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করে তুলেছেন। জনগণের সামনে এ ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা নেই। চিয়াং কাই-শেক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা নিপীড়িত ও তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ চীনের জনগণের এই স্তরগুলির মধ্যে আছেন শ্রমিক, কৃষক শহুরে পেটিবুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, আলোক-প্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায়, অন্যান্য দেশপ্রেমিক মহলগুলি, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ এবং বিদেশে বসবাসকারী চীনা জনগণ। এটি খুবই ব্যাপক একটি জাতীয় সংযুক্ত ফ্রন্ট।

চিয়াং কাই-শেক সরকার কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আর্থিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলি এখন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত সবচেয়ে দেশদ্রোহাত্মক বাণিজ্য চুক্তির ফলে আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই চুক্তির বলে আমেরিকান একচেটিয়া পুঁজি ও চিয়াং কাই-শেকের আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্ধি পুঁজি গভীরভাবে বিজড়িত হয়ে পড়েছে এবং সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে বল্গাহীন মুদ্রাস্ফীতি, অতুলনীয় মূল্যবৃদ্ধি, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্যের ক্রমেই বেশি বেশি করে দেউলিয়া হয়ে পড়া এবং শ্রমজীবী

জনগণ, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের জীবিকার মানের দৈনিক অধঃগমন দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সকল স্তরই শুধুমাত্র টিকে থাকবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয়ে পারেন না।

সামরিক দমনপীড়ন এবং রাজনৈতিক প্রতারণার দুটি হাতিয়ারের সাহায্যে চিয়াং কাই-শেক তার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন বজায় রাখছেন। জনগণ দেখতে পাচ্ছেন এই দুটি হাতিয়ারই অতি দ্রুত অকেজো হয়ে পড়ছে।

প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রেই চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। গত জুলাই থেকে এগারো মাসে তার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর প্রায় নব্বইটি ব্রিগেড নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তার সৈন্যবাহিনী গত বছর চ্যাংচুন, চেংতে, চ্যাঙচিয়াকৌ, হোতসে, হুয়াইয়িন এবং আনতুং দখল করার সময় বা বর্তমান বছর লিনয়ি ও ইয়েনান দখল করার সময় যে অপরাজেয়তার বিজয়গর্বের জাঁক দেখাতো এখন আর তা দেখাচ্ছে না। চিয়াং কাই-শেক ও চেন চেং গণমুক্তিফৌজের শক্তি ও সংগ্রামপদ্ধতি সম্পর্কে ভুল পরিমাপই করেছিলেন। আমাদের পশ্চাদপসরণকে তারা ভীরুতা বলে ভুল করে এবং পরাজিত হয়ে কয়েকটি মহানগর থেকে আমাদের চলে আসার ফলে তারা এই দুরাশা সযত্নে পোষণ করতে থাকেন যে তিন মাস বা বড়ো জোর ছ'মাসের মধ্যেই তারা মহান প্রাচীরের দক্ষিণে আমাদের বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে পারবেন এবং তারপর উত্তর-পূর্বে আমাদের শেষ করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে যাবেন। কিন্তু দশ মাস পরে আজ চিয়াং কাই-শেকের সমগ্র সৈন্যবাহিনী চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছে; মুক্ত অঞ্চলের জনগণ ও মুক্তিফৌজ কর্তৃক তারা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং পালিয়ে যাওয়া খুবই দুরূহ হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের খবর বেশি বেশি করে যত পশ্চাৎ অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে তার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের নিপীড়নে কণ্ঠরুদ্ধ সেখানকার ব্যাপক জনগণ তার মধ্যে ততো বেশি বেশি করে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার অবসানের এবং তাদের মুক্তি অর্জনের আশা অভিব্যক্ত হতে দেখতে পাচ্ছেন। আর ঠিক এই সময়ে চিয়াং কাই-শেকের সকল রাজনৈতিক ছলাকলাই তিনি হাজির করা মাত্র নিতান্ত অকেজো হয়ে পড়ছে। সব কিছুই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রত্যাশার একেবারে বিপরীতে চলে। একটি সংবিধান গ্রহণ করানোর জন্য "জাতীয় বিধানসভা" আহ্বান করা, একদলীয় সরকারকে "বহু-দলীয় সরকার হিসাবে"পুনর্গঠিত করা ইত্যাদি যেসব পদক্ষেপই তিনি গ্রহণ করুন না কেন তার মূল লক্ষ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। সেগুলির ফল হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত; কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্য কোনো গণতান্ত্রিক শক্তি নয়, প্রতিক্রিয়াশীলেরা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারপর চীনের জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পেরেছেন চিয়াং কাই-শেকের "জাতীয় বিধানসভা",

"সংবিধান" এবং "বহুদলীয় সরকার" আসলে কী বস্তু। আগে চীনে অনেক মানুষ, মূলতঃ মাঝারি স্তরের মানুষ, চিয়াং কাই-শেকের এইসব ছলাকলা সম্পর্কে কমবেশি পরিমাণে কিছু না কিছু মোহ পোষণ করতেন। "শান্তি আলোচনা" সম্পর্কেও কথাটি প্রযোজ্য। চিয়াং কাই-শেক আজ যখন বহু গুরুগম্ভীর সন্ধিচুক্তিকেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছেন এবং শান্তি ও গৃহযুদ্ধের বিরোধী ছাত্রসাধারণের বিরুদ্ধে বেয়নেট ধারণ করেছেন তখন জনগণকে প্রতারিত করতে বদ্ধপরিকর এবং রাজনৈতিকভাবে নিতান্ত অনভিজ্ঞ কিছু লোকজন ছাড়া তার তথাকথিত শান্তি আলোচনায় আর কেউই কোনো আস্থা রাখবেন না।

সমস্ত ঘটনাবলীই আমাদের মূল্যায়নকে সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। আমরা এটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে চিয়াং কাই-শেক সরকার দেশদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ ও একনায়কতন্ত্রের একটি সরকার ছাড়া আর কিছুই নয়। গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে চীনকে তা যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশে পরিণত করতে চায় এবং নিজের একনায়কতন্ত্রী শাসনকে বজায় রাখতে চায়। যেহেতু তা এইসব প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতি গ্রহণ করেছে তাই এই সরকার রাজনৈতিকভাবে সমস্ত মর্যাদা ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। চিয়াং কাই-শেক সরকার খুবই সাময়িক এবং ভাসাভাসা একটি শক্তি মাত্র ; বস্তুতঃ তা বাহ্যতঃ শক্তিশালী কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক থেকে দুর্বল। যেকোনো স্থানে বা যেকোনো ফ্রন্টই পরিচালিত হোক না কেন তার আক্রমণকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া যাবে। তার চরম অনিবার্য পরিণাম আসবে জনগণের বিদ্রোহ, অনুগামীদের দলত্যাগ এবং তার সৈন্যবাহিনীর সমূহ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। এই মূল্যায়নের সঠিকতা সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রমাণিত হতেই থাকবে।

চীনে ঘটনার গতি জনগণের প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুততর বেগেই এগিয়ে চলেছে। একদিকে রয়েছে গণমুক্তিফৌজের অর্জিত বিজয় ; অন্যদিকে রয়েছে চিয়াং কাই-শেক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে জনগণের সংগ্রামের অগ্রগতি ; দুটোই দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন নয়া চীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরিস্থিতির প্রস্তুতি চীনের জনগণের দ্রুত সুসম্পন্ন করা উচিত।

টীকা

১। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের পর অনাহার, গৃহযুদ্ধ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙ অঞ্চলের ব্যাপক ছাত্রসাধারণের গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক আন্দোলন নূতন উদ্যমে গণমুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমশঃ চিয়াং কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দ্বিতীয় একটি রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে এবং ১৯৪৭ সালের জানুয়ারির প্রথম

দিকে পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্র পিপিং, তিয়েনসিন, সাংহাই ও নানকিংসহ বহু সংখ্যক বৃহৎ ও মাঝারি মহানগরগুলিতে ধর্মঘট করে এবং আমেরিকান সৈন্যগণ কর্তৃক পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী ধর্ষিতা হওয়ার অনাচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনীর প্রত্যাহার দাবী করে। এই সংগ্রাম সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক, শিক্ষক ও অন্যান্য জনসাধারণের সমর্থন লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা মে সাংহাইয়ের ছাত্ররা গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একই সঙ্গে আট হাজার শ্রমিক ও ছাত্র কুওমিনতাঙ পুলিশের সদর দপ্তর ঘেরাও করে। এই দেশপ্রেমিক আন্দোলন দ্রুত নানকিং, পিপিং, হ্যাচাও, শেনইয়াং, সিংতাও, কাইফেঙ ও অন্যান্য বহু মহানগরে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের এই দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা চূড়ান্ত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২০শে মে নানকিং ও তিয়েনসিনে এক শতাধিক ছাত্র "২০শে মে-র রক্তাক্ত ঘটনায়" আহত ও গ্রেপ্তার হয়। তা সত্ত্বেও ব্যাপক জনগণের সমর্থনপুষ্ট এই দেশপ্রেমিক ছাত্র আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হয়নি। "অনশনের বিরুদ্ধে, গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে" এই শ্লোগানের ভিত্তিতে পরিচালিত ছাত্রদের ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং জনগণের যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী সংগ্রাম, যেমন শ্রমিক ও শিক্ষকদের ধর্মঘট আরো বড়ো বড়ো ও মাঝারি ষাটটিরও বেশি মহানগরীতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের মে মাসে সাংহাইয়ের ছাত্ররা সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক ও সমাজের অন্যান্য স্তরের জনগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে জাপানী আক্রমণকারী বাহিনীকে জাগিয়ে তোলার বিরুদ্ধে একটি দেশপ্রেমিক আন্দোলন শুরু করেন এবং এই আন্দোলনও দ্রুত অন্যান্য মহানগরে ছড়িয়ে পড়ে। দেশপ্রেমিক ছাত্রদের এই আন্দোলন দেশব্যাপী বিজয়ের পূর্বে আর থেমে থাকেনি ; এই আন্দোলন কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানে।

২। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে চিয়াং কাই-শেকের ঘোষিত এই ব্যবস্থা অনুসারে দশজনের অধিক ব্যক্তির একত্র হয়ে দরখাস্ত পেশ করাকেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেয় এবং শ্রমিক ও ছাত্রদের সকল ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শনকে নিষিদ্ধ করে দেয়। তাতে করে কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষকেও জনগণের দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রক্তাপ্লুত করে দেওয়ার জন্য "প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা" ও জরুরী ব্যবস্থাদি" গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

৩। ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্যারিস সম্মেলনে মিলিত হয়ে শানতুং প্রদেশে চীনের বহু সার্বভৌম অধিকারকে জাপানের হাতে তুলে দেয় ;এর প্রতিবাদে পিকিংয়ে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই ছাত্র আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে গভীর সাড়া জাগিয়ে তোলে। ৩রা জুনের পর তা সারা দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের আকার ধারণ করে এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, শহুরে পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর লোকজনেরা পর্যন্ত তাতে অংশ গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের রণনীতি

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

১। প্রথম বছরের যুদ্ধে (গত বছরের জুলাই থেকে বর্তমান বছরের জুন পর্যন্ত) আমরা শত্রুর ৯৭১/২ ডিভিসন অর্থাৎ, ৭,৮০,০০০ সৈন্য এবং তাঁবেদার বাহিনী ও অন্যান্য মোট আরো ৩,৪০,০০০ সৈন্যসহ সর্বমোট ১১,২০,০০০ শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। এ হচ্ছে একটা বিরাট বিজয়। এর ফলে শত্রু প্রচণ্ড আঘাত খায়, সমগ্র শত্রু শিবিরে গভীর পরাজয়ের মনোভাব সৃষ্টি হয়, সমগ্র দেশের জনগণ উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং এতে করে আমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের ও আমাদের চূড়ান্ত বিজয়ের ভিত্তি প্রস্তুত হয়।

২। প্রথম বছরের যুদ্ধে শত্রু মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে অভিযান চালায়, তার ২৪৮টি নিয়মিত ব্রিগেডের ২১৮টি অর্থাৎ ষোল লক্ষাধিক সৈন্য এবং বিশেষবাহিনীগুলির (নৌ, বিমান, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ার ও কামানবাহী ইউনিটগুলির) এবং তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী, যোগাযোগ রক্ষাকারী পুলিশবাহিনী ও শান্তিরক্ষীবাহিনীর আরো প্রায় দশলক্ষ সৈন্যকে ব্যবহার করে। আমাদের সৈন্যবাহিনী সঠিকভাবেই

উত্তর শেনসির চিয়াসিয়েন জেলার চুকুয়ানচাইতে যখন কমরেড মাও সে-তুঙ ও কেন্দ্রীয় কমিটি ছিলেন সেই সময় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তিনি এই অন্তঃ-পার্টি নির্দেশটি রচনা করেছিলেন। এই নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের মৌলিক কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই মূল কর্তব্যটি ছিল 'আমাদের মূল বাহিনী কর্তৃক যুদ্ধকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধকে ভেতরের লাইন ছাড়িয়ে বাইরের লাইনে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ রণনীতিগত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকে রণনীতিগত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যাওয়া।' কমরেড মাও সে-তুঙের উপস্থাপিত এই রণনীতিগত পরিকল্পনা অনুসারে গণমুক্তিফৌজ ১৯৪৭ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে দেশব্যাপী আক্রমণাত্মক অভিযানের পর্যায়ে চলে যায়। শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান ফীল্ড আর্মি ৩০শে জুন দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুংয়ে পীতনদী অতিক্রম করে, আগস্টের প্রথম দিকে লুংহাই রেলপথ অতিক্রম করে এবং তাপিয়ে পর্বতের দিকে এগিয়ে যায়। শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান ফীল্ড আর্মির তাইউয়ে সৈন্যবাহিনী আগস্টের শেষের দিকে দক্ষিণ শানসিতে পীতনদী অতিক্রম করে এবং পশ্চিম হোনানের দিকে এগিয়ে যায়। পূর্বচীন ফীল্ড আর্মি শত্রুর কেন্দ্রীভূত আক্রমণকে

ভিতরের লাইন থেকে যুদ্ধ করার রণনীতি গ্রহণ করে ; সব সময় ও সকল ক্ষেত্রেই উদ্যোগ যাতে আমাদের হাতে থাকে তার জন্য তা তিন লক্ষাধিক সৈন্যকে হতাহত হতে দেওয়া বা বিরাট অঞ্চলকে শত্রুর কবলিত হতে দেওয়ায় বিচলিত হয়নি। ফলে আমরা শত্রুর ১১,২০,০০০ সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছি, শত্রুর সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য করেছি, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে মজবুত ও জোরদার করে তুলতে পেরেছি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জেহোল, পূর্ব হোপেই, দক্ষিণ শানসি ও উত্তর হোনানে রণনীতিগত প্রতি-আক্রমণ চালাতে পেরেছি এবং বিশাল নূতন অঞ্চলকে মুক্ত করতে পেরেছি[১]।

৩। যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে আমাদের সৈন্যবাহিনীর মৌলিক কাজ হবে দেশব্যাপী প্রতি-আক্রমণ শুরু করা অর্থাৎ আমাদের মূলবাহিনীকে বাইরের লাইনে যুদ্ধ করে বের হয়ে যাওয়া, যুদ্ধকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া, বাইরের লাইনে শত্রুর বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং কুওমিনতাঙের প্রতিবিপ্লবী রণনীতিকে সম্পূর্ণভাবে চুরমার করে দেওয়া—যে প্রতিবিপ্লবী রণনীতির লক্ষ্য হচ্ছে উল্টো যুদ্ধ চালিয়ে তাকে মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে আসতে থাকা, আমাদের আরো ক্ষয় ক্ষতি সাধন করা, আমাদের জনবল ও বৈষয়িক সম্পদের একটানা ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা যাতে করে আমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় যুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর একটি আংশিক কাজ হবে আমাদের মূলবাহিনীর একটি অংশকে এবং আমাদের বিরাট সংখ্যক আঞ্চলিক বাহিনীকে ভেতরের লাইনে যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে ব্যবহার করা, শত্রুবাহিনীকে ওখানে ধ্বংস করা এবং হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করা।

চুরমার করে দিয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুংয়ের দিকে এগিয়ে যায়। ঐ মাসেই পূর্বচীন ফীল্ড আর্মির শানতুং সৈন্যবাহিনী পূর্ব শানতুংয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান শুরু করে। উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মি আগস্ট মাসের শেষের দিকে আক্রমণ অভিযানে এগিয়ে যায়। শানসি-চাহার-হোপেই ফীল্ড আর্মি পিকিং-হ্যাংকাও রেলপথের উত্তরাংশ বরাবর সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান শুরু করে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে এই গ্রীষ্মকালীন অভিযানের অব্যবহিত পরেই উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মি সেপ্টেম্বর থেকে চাঙচুন-কিরিন-জেপিংকাই অঞ্চলে এবং পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথ বরাবর চিনসি-ঈশিয়েন বিভাগে ব্যাপক আকারে শরৎকালীন আক্রমণ শুরু করে। এই সমস্ত রণাঙ্গনে এই আক্রমণ অভিযান সমগ্র গণমুক্তিফৌজের একটি সাধারণ আক্রমণ অভিযানের আকার ধারণ করে। এই ব্যাপক আক্রমণ অভিযান মুক্তিযুদ্ধের একটি দিক-পরিবর্তন সূচনা করে এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনাটি দেখুন।

৪। আমাদের সৈন্যবাহিনী অবশ্য বাইরের লাইনে যুদ্ধ পরিচালনা করা ও যুদ্ধকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার নীতি কার্যকর করার পথে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবে। কারণ কুওমিনতাঙ এলাকায় নূতন ঘাঁটি গড়ে তুলতে সময় লাগবে এবং এগিয়ে পিছিয়ে চলমান বহু অভিযান চালিয়ে শত্রুর বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে ধ্বংস করে দেওয়ার, জনগণকে জাগিয়ে তোলার, জমি বিলি করে দেওয়ার, আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার এবং জনগণের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার পরই শুধু আমরা দৃঢ় ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলতে পারবো। তার পূর্ব পর্যন্ত বেশ কিছু অসুবিধাই পোহাতে হবে। কিন্তু অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করা যায় এবং অতিক্রম করতেই হবে। শত্রু আরো বেশি পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হবে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে চলমান অভিযান চালাবার জন্য বিশাল অঞ্চল হাতে পাবে এবং এভাবে চলমান যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যেতে পারবে ;ঐসব অঞ্চলে ব্যাপক জনসাধারণ কুওমিনতাঙকে ঘৃণা করেন এবং আমাদের সমর্থন করে; যদিও শত্রুর সৈন্যবাহিনীর একটা অংশের এখনও তুলনামূলক বিচারে বেশ উচ্চ সংগ্রাম করার সামর্থ্যই রয়েছে, সামগ্রিক বিচারে শত্রুর মনোবল ও সংগ্রাম-সামর্থ্য এক বছরে আগের তুলনায় অনেক নীচু পর্যায়ে।

৫। কুওমিনতাঙ অঞ্চলে যুদ্ধ বিজয়ের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে, প্রথমতঃ যুদ্ধের সুযোগ সদ্ব্যবহারে দক্ষ হওয়া, সাহসের সঙ্গে ও দৃঢ়তা সহকারে এগিয়ে যাওয়া এবং যত বেশি সংখ্যক সম্ভব যুদ্ধে জয়লাভ করা ;এবং দ্বিতীয়তঃ জনগণকে সপক্ষে নিয়ে আসার নীতি দৃঢ়ভাবে কার্যকর করা ও ব্যাপক জনগণের হিতসাধন করে তাদের আমাদের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে নিয়ে আসা। এই দুটি বিষয় যদি কার্যকর করা যায় তবে আমাদের বিজয় অর্জিত হবেই।

৬। বর্তমান বছরের আগস্টের শেষভাগ পর্যন্ত শত্রুর সৈন্যবাহিনীর ১৫৭টি ব্রিগেড নিয়োজিত হয়েছিল দক্ষিণ ফ্রন্টে এবং ২১টি ব্রিগেড ছিল কুওমিনতাঙ পশ্চাৎ অঞ্চলে, এই বাহিনীগুলির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়া শত্রু বাহিনীগুলিকেও ধরা হয়েছে। সমগ্র দেশে তখনও মোট সংখ্যা ২৪৮টি ব্রিগেড এবং প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ। বিশেষ সৈন্যদল, তাঁবেদার সৈন্যদল, যোগাযোগরক্ষাকারী পুলিশ এবং শান্তিরক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১২লক্ষ। শত্রুর পশ্চাৎ অঞ্চলে সামরিক সংস্থাসমূহের সৈনিক নয় এমন লোকজনের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০লক্ষ। শত্রুর সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৭ লক্ষ। দক্ষিণ রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ১১৭টি ব্রিগেড ছিল কু চু-তাঙের গ্রুপে, ৭টি ছিল চেং চিয়েন ও অন্যান্যদের গ্রুপে এবং ৩৩টি ছিল হু সুং-নান-এর গ্রুপে। কু চু-তাঙের গ্রুপের ১১৭টি ব্রিগেডের মধ্যে ৬৩টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দেওয়া

হয়েছে বা তাদের প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছুকে পুনর্গঠিত করা যায়নি। অন্যান্যদের কয়েকটিকে পুনরায় সজ্জিত করা হলেও তাতে সৈন্য সংখ্যা অল্প এবং তাদের যুদ্ধের সামর্থ্য খুবই নীচুস্তরের ; অন্যান্য কয়েকটিকে যদিও সৈন্য ও অস্ত্রের দিক থেকে বেশ ভালোভাবেই সজ্জিত করে তোলা হয়েছে এবং তাদের সংগ্রাম-সামর্থ্যকে কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করা গেছে কিন্তু তারা এখনও আগের তুলনায় দুর্বলতর রয়ে গেছে। মাত্র ৫৪টি ব্রিগেড রয়েছে যারা নিশ্চিহ্ন হয়নি বা গুরুতর আঘাতও খায়নি। কু চু-তাঙের মোট বাহিনীর ৮২ থেকে ৮৫টি ব্রিগেডকে গ্যারিসন সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত রাখা হয়েছে এবং তাদের শুধুমাত্র আঞ্চলিক অভিযানে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং ৩২ থেকে ৩৫টি অনধিক ব্রিগেডকেই শুধুমাত্র রণনীতিগত যুদ্ধাভিযানে ব্যবহার করা যাবে। চেং চিয়েন-এর গ্রুপের ৭টি ব্রিগেড ও অন্যান্যদের মূলতঃ গ্যারিসন সংক্রান্ত কাজকর্মেই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তার মধ্যে একটি এর মাঝেই গুরুতর আঘাত খেয়েছে। হু সুং-নান-এর ৩৩টি ব্রিগেডের মধ্যে (তার মধ্যে লানচাও-এর পূর্বে, নিংসিয়া ও ইউলিন-এর দক্ষিণে এবং লিনকেন ও লোয়াং-এর পশ্চিমে অবস্থিত ব্রিগেডও রয়েছে) ১২টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা গুরুতর আঘাত খেয়েছে, শুধু ৭টি ব্রিগেডকেই রণনীতিগত অভিযানে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং বাকীগুলি গ্যারিসন সংক্রান্ত কাজকর্মে নিযুক্ত থাকবে। উভয় রণাঙ্গনে শত্রুর মোট ৭০টি ব্রিগেড রয়েছে। তার মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গ্রুপে রয়েছে ২৬টি ব্রিগেড যার মধ্যে ১৬টি নিশ্চিহ্ন হয়েছে বা গুরুতর আঘাত খেয়েছে ; সন লিয়েন-চুং-এর গ্রুপে রয়েছে ১৯টি ব্রিগেড। তার মধ্যে ৮টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা গুরুতর আঘাত খেয়েছে ; ফু সো-ঈ-র রয়েছে ১০টি ব্রিগেড তার মধ্যে দুটি গুরুতর আঘাত খেয়েছে ; এবং ইয়েন সি-শান-এর রয়েছে ১৫টি ব্রিগেড, তার মধ্যে ৯টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা গুরুতর আঘাত খেয়েছে। এই সৈন্যবাহিনী এখন মূলতঃ আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে লিপ্ত এবং একটি ক্ষুদ্র অংশকেই শুধু সচল যুদ্ধাভিযানে কাজে পাওয়া যাবে। কুওমিনতাঙের পশ্চাৎ অঞ্চলে মাত্র ২১টি ব্রিগেড গ্যারিসন যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তার মধ্যে ৮টি রয়েছে সিংকিয়াংয়ে এবং পশ্চিম কানসুতে, ৭টি রয়েছে সেচুয়ান ও সিকাঙয়ে, ২টি রয়েছে ইউনানে, ২টি রয়েছে কোয়ানতুংয়ে (অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ৬৯তম ডিভিসনটি) এবং ২টি রয়েছে তাইওয়ানে। ছটি প্রদেশ— হুনান, কোয়াংসি, কিউচাও, ফুকিয়েন, চেকিয়াং এবং কিয়াংসিতে কোনো নিয়মিত সৈন্যবাহিনীই নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তাপুষ্ট হয়ে কুওমিনতাঙ যুদ্ধফ্রন্টে যোগান দেওয়ার জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করছে এবং কয়েকটি নূতন ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণদান ও কয়েকটি রেজিমেন্টকে পরিবর্তিত করার পরিকল্পনা

করছে। অবশ্য যদি আমাদের সৈন্যবাহিনী গড়ে প্রতিমাসে শত্রুর ৮টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে পারেন, যুদ্ধের প্রথম বছরে যা তারা করেছিলেন এবং দ্বিতীয় বছরে যদি আরো ৯৬ থেকে ১০০টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে পারেন (এর মাঝে জুলাই এবং আগস্টে ১৬১/২টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তবে শত্রু সৈন্যবাহিনী আরো অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়বে, তার রণনীতিগত সংরক্ষিত বাহিনী নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসবে এবং দেশের সকল অংশেই তা আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় চলে যাবে ও সর্বত্রই আমাদের দ্বারা তারা আক্রান্ত হবে। যদিও কুওমিনতাঙের ১০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের, নূতন ব্রিগেডকে প্রশিক্ষণদানের ও রেজিমেণ্টকে পরিবর্তন করার পরিকল্পনা রয়েছে তাতে কোনোই কাজ হবে না। যেহেতু তার সৈন্যসংগ্রহের পদ্ধতি হচ্ছে জবরদস্তিমূলক ও ভাড়াটে হিসাবে লোক নিয়োগ করা তাই দশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া তার পক্ষে নিশ্চিতভাবেই সুকঠিন হবে এবং তাদের অনেকেই দলত্যাগ করবে। তাছাড়া, বাইরের লাইনে যুদ্ধ পরিচালনার নীতি কার্যকর করা হলে আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুর জনবল ও বৈষয়িক সম্পদকে হ্রাস করে আনতে পারবে।

৭। আমাদের সৈন্যবাহিনীর অভিযান পরিচালনার মূলনীতি, অতীতে অনুসৃত মূল নীতিরই অনুরূপ হবে ঃ

প্রথমে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শত্রু সৈন্যদের আক্রমণ করুন (ব্যাপক আকারে নিশ্চিহ্ন-করণ অভিযান কয়েকটি ব্রিগেডের বিরুদ্ধে যখন পরিচালিত হবে, যেমন, লাইয়ু অভিযানে[২] ফেব্রুয়ারি মাসে এবং এই বছরের জুলাই মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুং অভিযানে[৩] যা ঘটেছিল তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে) ; কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে পরে আক্রমণ করবেন। প্রথমে মাঝারি ও ছোটোশহরগুলি এবং ব্যাপক গ্রামাঞ্চলগুলি দখল করুন ; বৃহৎ মহানগরগুলি পরে দখল করবেন।

শত্রুর কার্যকর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করুন ; কোনো স্থান দখলে রাখা বা কোনো নগরীকে অধিকার করাকেই আমাদের মূল লক্ষ্য করে তুলবেন না। কোনো স্থান দখলে রাখা বা কোনো নগরী অধিকার হচ্ছে শত্রুর কার্যকর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করারই পরিণাম এবং প্রায়ই দেখা যায়, একটা স্থানকে স্থায়ীভাবে দখলে রাখা বা কোনো নগরীকে দখল করে নেওয়া কয়েকবার হাত বদলের পরেই শুধু সম্ভব হয়।

প্রতিটি যুদ্ধেই একান্তভাবে বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করুন, শত্রুবাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে ঘেরাও করুন, তাদের পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করুন এবং একজনকেও এই জাল থেকে বেরিয়ে যেতে দেবেন না। বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিধংসী আঘাত হানার পদ্ধতি গ্রহণ করুন অর্থাৎ আমাদের

সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে সরাসরি আক্রমণ করুন এবং এক বা উভয় পার্শ্ব থেকেই আক্রমণ সংগঠিত করুন, লক্ষ্য থাকবে এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ও অন্য অংশকে নির্মূল করে দেওয়ার পরই যাতে করে আমাদের সৈন্যবাহিনী তার সৈন্যদের দ্রুত অন্যান্য শত্রুবাহিনীকে চূর্ণ করে দিতে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

একদিকে, অপ্রস্তুত হয়ে কোনো যুদ্ধ করছেন না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন, যে যুদ্ধে নিশ্চিন্তভাবে জয়ী হতে পারবেন না এমন কোনো যুদ্ধ করবেন না ; প্রতিটি যুদ্ধে যাতে ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারেন তার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করুন, শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার প্রদত্ত পরিস্থিতিতে বিজয় যাতে সুনিশ্চিত হয় তার জন্য সকল প্রকার প্রয়াস চালান। অন্যদিকে, আমাদের চমৎকার সংগ্রামী ধারাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ করে তুলুন—রণক্ষেত্রে শৌর্য, আত্মত্যাগে নির্ভীকতা, ক্লান্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহকে (অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে একটি যুদ্ধ থেকে অন্য আরেকটি যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়াকে) প্রকাশ করে তুলুন।

শত্রুকে চলমান যুদ্ধবিগ্রহের পথে টেনে আনতে প্রয়াসী হোন কিন্তু একই সঙ্গে অবস্থানগত আক্রমণ পরিচালনার রণকৌশল শিখে নেওয়ার ওপর বিরাট গুরুত্ব প্রদান করুন এবং গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে শত্রুর সুরক্ষিত স্থান ও মহানগরগুলিকে ব্যাপক আকারে দখল করে নেওয়ার জন্য তৎপরতাকে বাড়িয়ে তুলুন।

যে সমস্ত সুরক্ষিত অবস্থান ও মহানগরগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল সেগুলিকে দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করে দখল করে নিন। পরিস্থিতি অনুকূল হলে শত্রুর যেসব সুরক্ষিত অবস্থান ও মহানগরগুলির প্রতিরক্ষার ক্ষমতা মাঝারি গোছের সেই সবগুলিকেই সুবিধাজনক মুহূর্তে আক্রমণ করুন ও দখল করে নিন। শত্রুর যেসব সুরক্ষিত অবস্থান ও মহানগরগুলির প্রতিরক্ষা শক্তিশালী, এখনকার মতো ঐগুলিকে কিছু করবেন না।

শত্রুর কাছ থেকে ধৃত সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বন্দী অধিকাংশ সৈন্যদের (ধৃত সৈন্যদের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ এবং অল্প সংখ্যক নিম্নপদের অধিকারী অফিসারদের) দিয়ে আমাদের শক্তিকে সুসজ্জিত করে তুলুন। নূতন করে রণসজ্জার সময় মুখ্যতঃ শত্রুদের থেকে এবং কুওমিনতাঙ অঞ্চল থেকেই তা সংগ্রহ করুন ও অংশতঃই শুধু তা পুরানো মুক্ত অঞ্চলের থেকে সংগ্রহ করুন ; বিশেষ করে, দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্টের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য।

সমস্ত নূতন ও পুরানো মুক্ত অঞ্চলে আমাদের দৃঢ়চিত্ত হয়ে ভূমিসংস্কারকে

পুরোপুরি কার্যকর করতে হবে (একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে মদত জুগিয়ে যেতে হলে এবং দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করতে হলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক প্রয়োজন), উৎপাদনের বিকাশ সাধন করতে হবে, মিতব্যয়িতা অনুসরণ করতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প গড়ে তোলাকে জোরদার করে তুলতে হবে— এই সবগুলিই রণক্ষেত্রে বিজয়লাভের জন্য করে যেতে হবে। একমাত্র তা করলেই আমরা দীর্ঘস্থায়ী একটা যুদ্ধকে চালিয়ে যেতে পারবো এবং সমগ্র দেশে বিজয় অর্জন করতে পারবো। তা যদি আমরা করি তবে নিশ্চিতভাবেই এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধকে চালিয়ে যেতে আমরা সমর্থ হবো এবং সমগ্র দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করতে পারবো।

৮। উপরে যা বলা হলো তার মধ্যে গত বছরের যুদ্ধের সংক্ষিপ্তসার এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিগ্রহের মূলনীতিগুলিকে প্রতিভাত দেখতে পাওয়া যাবে। সমস্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন এই বিষয়বস্তুকে রেজিমেণ্ট পর্যায়ের ও তার ওপর পর্যন্ত, মহানগরের পার্টি কমিটি পর্যায়ের ও তার ওপর পর্যন্ত এবং মহানগরের কমিশনার দপ্তর ও তার ওপর পর্যন্ত সকল কমরেডকে অবহিত করেন, যাতে করে প্রত্যেকেই নিজেদের কাজ বুঝে নিতে পারেন এবং দৃঢ়চিত্ত হয়ে ও দ্বিধাহীনভাবে তাকে কার্যকর করে তুলতে পারেন।

টীকা

১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জেহোল ও পূর্ব হোপেইয়ে রণনীতিগত এই প্রতি-আক্রমণ ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গণমুক্তিফৌজের ১৯৪৭ সালে পরিচালিত গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ অভিযান। ১৩ই মে গণমুক্তিফৌজ একই সঙ্গে এই সবকটি ফ্রণ্টে আক্রমণ শুরু করে এবং ১লা জুলাইয়ের মধ্যে ৮০,০০০ শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং চল্লিশটির অধিক বিভাগীয় শহরকে পুনরুদ্ধার করে। উত্তর-পূর্ব চীনের মুক্ত অঞ্চলকে বিভক্ত করে ফেলার শত্রুর পরিকল্পনা এভাবে সম্পূর্ণভাবে চুরমার হয়ে যায়। শত্রুর সৈন্যবাহিনী দুটি সংকীর্ণ ভূখণ্ডে— চাইনীজ চ্যাঙ্চুন রেলপথ এবং পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথ বরাবর দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে "মূল কেন্দ্রগুলি প্রতিরক্ষায়" লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এতে করে সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীনের পরিস্থিতিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। দক্ষিণ শানসি ও উত্তর হোনানে রণনীতিগত প্রতি-আক্রমণ শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক উত্তর হোনানে এবং দক্ষিণ শানসির তাতুং-পুচাও রেলপথের উভয় পার্শ্বে ১৯৪৭ সালের মার্চ ও মে-র মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল। উত্তর হোনানের আমাদের সৈন্যবাহিনী ২৩শে মার্চ আক্রমণ শুরু করে। ইয়েনচিন, ইয়াংউ, পুয়াং ও ফেংচিউ একের পর একটি দখল করার পর আমাদের সৈন্যবাহিনী উত্তরমুখে অগ্রসর হয় ও এই সাফল্য অর্জন করে। ২৮শে মে-র মধ্যে তা সিসিয়েন, চুংসিয়েন, হুয়াসিয়েন এবং তাংয়িন দখল করে নেয় এবং ৪৫ হাজারের অধিক

শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। দক্ষিণ শানসির আমাদের সৈন্যবাহিনী ৪ঠা এপ্রিল আক্রমণ অভিযান শুরু করে। ৪ঠা মে-র মধ্যে তা চুয়ো, সিন-চিয়াং ও ইয়াংসি এবং পীতনদীর দুটি গুরুত্বপূর্ণ নদী পারাপারের কেন্দ্র ইউমেনকৌ ও ফেংলিংতুসহ ২৭টি জেলাশহর দখল করে নিয়েছিল এবং ১৮ হাজারের অধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

২। লাইয়ু অভিযান ছিল পূর্বচীন গণমুক্তিফৌজের শানতুং প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সিনান-এর অঞ্চলে পরিচালিত সচল যুদ্ধ অভিযান। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক থেকেই শানতুংয়ের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান শুরু করে। দক্ষিণ থেকে কুওমিনতাঙের আটটি পুনর্গঠিত ডিভিসন ইহো ও শুহো নদী বরাবর লিনয়ি-র দিকে তিনটি পথ ধরে উত্তরমুখে এগিয়ে যেতে থাকে এবং উত্তর দিক থেকে এদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে লি সিয়েন-চৌ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত তিনটি কুওমিনতাঙ কোর দক্ষিণাভিমুখে লাইয়ু ও সিনতাইয়ের দিকে মিংশুই, সেচুয়ন ও পোশান থেকে অগ্রসর হয়, তাদের লক্ষ্য ছিল পূর্বচীন মুক্তি ফৌজের মূলবাহিনীকে ঈমেং পার্বত্য এলাকায় চূড়ান্ত নির্ধারক একটি যুদ্ধে মোকাবিলা করা। আমাদের সৈন্যবাহিনী একটি অংশ ব্যবহার করে দক্ষিণ থেকে অগ্রসরমান শত্রুর পথরোধ করার জন্য এবং তার প্রধান বাহিনীকে উত্তরে লাইয়ুর দিকে পাঠায় লি সিয়েন-চৌ গ্রুপকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। ২০শে ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে পরিসমাপ্ত একটি যুদ্ধে তা ষাট হাজারের অধিক সৈন্য নিয়ে গঠিত সমস্ত শত্রু সৈন্যবাহিনীকেই ধ্বংস করে দেয়। সুচাও-এর কুওমিনতাঙ "শান্তি সংস্থাপন" সদর দপ্তরের দ্বিতীয় "শান্তি সংস্থাপন" এলাকার সহকারী কমাণ্ডার লি সিয়েন-চৌ গ্রেপ্তার হন এবং ১৩টি শহর পুনরুদ্ধার করা হয়।

৩। এই দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুং অভিযান হচ্ছে শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান গণমুক্তিফৌজের ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুং প্রদেশের হোতসে, ইয়ুনচেং, চুইয়ে, তিংতাও, চিনসিয়াং ও সাওশিয়েন অঞ্চলে পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহ। এই অভিযানে চারটি কুওমিনতাঙ ডিভিসনের সদর দপ্তর এবং ৯৬ হাজারের অধিক সৈন্যবিশিষ্ট মোট ৯১/২টি ব্রিগেড নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চীনের গণমুক্তিফৌজের ইশতেহার

অক্টোবর, ১৯৪৭

চীনের গণমুক্তিফৌজ চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণ অভিযানকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে এখন ব্যাপক প্রতি-আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ ফ্রন্টে ইয়াংসি নদীর অববাহিকা ধরে এগিয়ে চলেছে, উত্তর ফ্রন্টে আমাদের সৈন্যবাহিনী চাইনীজ চ্যাঞ্চুন রেলপথ ও পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। যেখানেই আমাদের সৈন্যবাহিনী যাচ্ছে, শত্রুরা সেখান থেকেই আমাদের ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করছে এবং জনগণ আমাদের তুমুল আনন্দধ্বনি সহকারে অভিনন্দিত করছেন। শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সমগ্র পরিস্থিতি এক বছর আগের অবস্থার তুলনায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীর যে লক্ষ্য বারে বারে আমরা জাতি ও দুনিয়ার কাছে ঘোষণা করেছি তা হচ্ছে চীনের জনগণ ও চীনা জাতির মুক্তি সাধন করা। আর আজ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র দেশের জনগণের জরুরী দাবীকে কার্যকর করে গৃহযুদ্ধের আসল অপরাধী চিয়াং কাই-শেককে উচ্ছেদ করে দেওয়া এবং জনগণ ও জাতির সাধারণ মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করা।

দীর্ঘ আট বছর ধরে চীনের জনগণ সাহসিকতার সঙ্গে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। জাপানীদের আত্মসমর্পনের পর জনগণ শান্তির প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু চিয়াং কাই-শেক তাদের সকল শান্তির প্রয়াসকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের ওপর অভূতপূর্ব

এই রাজনৈতিক ইশতেহারটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরের পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন। এতে ঐ সময়কার চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয় এবং "চিয়াং কাই-শেককে উচ্ছেদ করে সমগ্র চীনকে মুক্ত করুন" এই শ্লোগান উত্থাপন করা হয় এবং চীনের গণমুক্তিফৌজের আটটি মৌলিক কর্মনীতি এতে ঘোষণা করা হয়, এই কর্মনীতিগুলি চীনের কমিউনিস্ট পার্টিরও কর্মনীতি ছিল। ১৯৪৭ সালের ১০ই অক্টোবর এই ইশতেহার ঘোষণা করা হয় এবং তা "১০ই অক্টোবরের ইশতেহার" হিসাবে পরিচিত। উত্তর শেনসির চিয়াসিয়েন সেনচুয়ান পাওয়ে তা রচিত হয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের দুর্যোগ চাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দেশব্যাপী সকল স্তরের জনসাধারণ অন্য কোনো পথ না পেয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চিয়াং কাই-শেককে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছেন।

চিয়াং কাই-শেকের বর্তমান গৃহযুদ্ধের নীতি আকস্মিক কোনো ব্যাপার নয়, তা জন-বিরোধী নীতিরই অনিবার্য পরিণাম, যে নীতি তিনি এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল চক্র একটানা অনুসরণ করে আসছে। বহু পূর্বে ১৯২৭ সালেই চিয়াং কাই-শেক সকল কৃতজ্ঞতা জলাঞ্জলি দিয়ে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক মৈত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন[১] এবং জনগণের তিনটি বিপ্লবী মূলনীতি ও সান ইয়াৎ-সেনের তিনটি মহান কর্মনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন [২]; তারপর প্রতিষ্ঠা করেন তার একনায়কতন্ত্র, আত্মসমর্পণ করেন সাম্রাজ্যবাদের কাছে, দশ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চালান এবং জাপানী দস্যুদের আক্রমণকে ডেকে নিয়ে আসেন। ১৯৩৬ সালের সিয়ানের ঘটনায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অন্যায়ের বিনিময়ে সদাচারের প্রমাণ দেয়, জেনারেল চ্যাঙসুয়ে-লিয়াং ও জেনারেল ইয়াং হু-চেং-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করে চিয়াং কাই-শেককে এই আশা নিয়ে মুক্ত করে দেয় যে তিনি অনুতপ্ত হবেন, নূতন অধ্যায় শুরু করবেন এবং জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিলিত হবেন। কিন্তু তিনি যে সকল কৃতজ্ঞতাবোধহীন তা আরেকবার প্রমাণ করলেন; জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন, জনগণকে দমনপীড়নে এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি চরম শত্রুতামূলক আচরণে লিপ্ত রইলেন। গত বছরের আগের বছর (১৯৪৫ সালে) জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল এবং চীনের জনগণ আরেকবার ক্ষমা করেছিলেন, দাবী করেছিলেন, যে গৃহযুদ্ধ তিনি এর মাঝেই শুরু করেছেন তা তিনি বন্ধ করুন, গণতন্ত্রকে কার্যকর করুন এবং সকল পার্টি ও গ্রুপের সঙ্গে শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য মিলিত হোন। কিন্তু সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী গৃহীত ও চারটি প্রতিশ্রুতি[৩] বিঘোষিত হতে না হতেই একান্ত বিশ্বাসহন্তা চিয়াং কাই-শেক পুরোপুরি তার কথার খেলাপ করে বসলেন। সাধারণ কল্যাণের জন্য জনগণ বারে বারে সহনশীলতা ও সমঝওতার মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু দেশ ও জাতির ভাগ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন চিয়াং কাই-শেক আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে জনগণের অভূতপূর্ব গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। গত বছরের (১৯৪৬ সালের) জানুয়ারি মাস থেকে অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি ঘোষণার সময় থেকে আজ পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেক তার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ২২০টির অধিক ব্রিগেডকে এবং পাঁচমিশেলি প্রায় দশলক্ষাধিক সৈন্যকে[৪] সমবেত করেছেন এবং চীনের জনগণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদী কবল থেকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে

অঞ্চলগুলি মুক্ত করেছিলেন তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছেন ; তিনি ধারাবাহিকভাবে শেন-ইয়াং, ফুসুন, পেংকি, জেপিংকাই, চ্যাঙ-চুন, ইয়ুংচি, চেংতে, চিনিং, চ্যাঙ-চিয়াকৌ, হুয়াইয়িন, হোতসে, লিনয়ি, ইয়েনান এবং ইয়েনতাই ও বিশাল গ্রামাঞ্চল দখল করে নিয়েছেন। যেখানেই চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনী গিয়েছে তারা হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণ ও লুটতরাজ চালিয়েছে, অত্যাচারের তিনটি অনাচারই কার্যকর করেছে[৫] এবং জাপানী দস্যুদের মতোই আচরণ করেছে। গত বছর নভেম্বরে চিয়াং কাই-শেক ভুয়ো জাতীয় বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং একটি ভুয়ো সংবিধান জারী করেন। বর্তমান বছরের মার্চ মাসে তিনি কুওমিনতাঙ অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের বহিষ্কার করে দিয়েছেন। জুলাই মাসে তিনি এক আদেশ জারী করে জনগণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সৈন্য সমাবেশের কথা ঘোষণা করেছেন[৬]। গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে, অনাহারের বিরুদ্ধে এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন অংশে জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের প্রতি এবং শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শহুরে জনসাধারণ, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের প্রতি চিয়াং কাই-শেকের নীতি হচ্ছে নিপীড়ন, গ্রেপ্তার আর হত্যাকাণ্ডেরই নীতি। দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের প্রতি তার নীতি হচ্ছে উগ্র জাত্যাভিমান, নির্যাতন ও সর্ববিধ উপায়ে নিপীড়নেরই নীতি। চিয়াং কাই-শেকের শাসনাধীন সকল এলাকাতেই দুর্নীতি ছেয়ে রয়েছে, গোয়েন্দাচরেরা উন্মত্ত হয়ে দাপাদাপি করে চলছে, অসংখ্য দুর্বহ করভার চাপানো হয়েছে, দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী, অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়েছে, বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা হয়েছে ও শস্যের ওপর লেভি চাপানো হয়েছে এবং সর্বত্রই অসন্তোষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ; এই সবকিছুর ফলে সারা দেশব্যাপী ব্যাপক সংখ্যাধিক জনগণের জীবন দুঃসহ যন্ত্রণার গভীরে পতিত হয়েছে। এর মাঝে ধনকুবেরগণ, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় মস্তানেরা ও অসৎ অভিজাতবৃন্দ চিয়াং কাই-শেক এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা তাদের একনায়কতন্ত্রী ক্ষমতা প্রয়োগ করে কর ও লেভি আদায় করে জনসেবার মুখোসের আড়ালে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরিপুষ্ট করে তুলছে। তার একনায়কত্ব বজায় রাখা ও গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেক দেশের সার্বভৌম অধিকারসমূহ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে বিক্রী করে দিতে, সিংতাও ও অন্যান্য স্থানে যাতে তিনি থেকে যেতে পারেন তার জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে মিতালী স্থাপন করতে এবং গৃহযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করা ও তার নিজের দেশবাসীকে হত্যা করার জন্য, সৈন্যদের প্রশিক্ষণদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে উপদেষ্টা সংগ্রহ করতেও তিনি দ্বিধা করছেন না। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল

পরিমাণে জাহাজযোগে গৃহযুদ্ধের জন্য বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান-বন্দুক ও গোলাগুলি আনীত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের থেকে ব্যাপকভাবে গৃহযুদ্ধের জন্য অর্থ ঋণ হিসাবে আনা হচ্ছে। এইসব অনুগ্রহের বিনিময়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, বিমান ও নৌপথ ব্যবহারের অধিকার চিয়াং কাই-শেক উপহার দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে দাসত্বসূচক এমন এক বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করেছেন দেশদ্রোহাত্মক অপকর্ম হিসাবে যা ইউয়ান শী-কাই-এর[৮] কাজকর্মের চেয়েও বহুগুণ হীন প্রকৃতির। এক কথায়, চিয়াং কাই-শেকের কুড়ি বছরের শাসন হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার, একনায়কতন্ত্রের এবং জন-বিরোধিতারই শাসন। আজ সারা দেশের উত্তর ও দক্ষিণের বিপুল সংখ্যাধিক জনগণ, তরুণ ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তার চরম অপরাধজনক কার্যকলাপের কথা জানেন এবং এই আশাই করেন যে আমাদের সৈন্যবাহিনী দ্রুত প্রতি-আক্রমণ চালাবে, চিয়াং কাই-শেককে উচ্ছেদ করে দেবে এবং সমগ্র চীনকে মুক্ত করে দেবে।

আমরা হচ্ছি চীনের জনগণের ফৌজ এবং সকল ব্যাপারেই আমরা চীনের জনগণের ইচ্ছাকেই আমাদের নিজেদের ইচ্ছা বলে জানি। আমাদের ফৌজের কর্মনীতির মধ্যে চীনের জনগণের জরুরী দাবীগুলিই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে ; তার মধ্যে মুখ্য কর্মনীতিগুলি হচ্ছে ঃ

(১) শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী, সমস্ত গণসংগঠন, গণতান্ত্রিক পার্টিসমূহ ; সংখ্যালঘু জাতিসমূহ, প্রবাসী চীনা জনগণ ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করুন ; একটি জাতীয় সংযুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তুলুন ; চিয়াং কাই-শেকের একনায়কতন্ত্রী সরকারকে উচ্ছেদ করুন ; এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার কায়েম করুন।

(২) চিয়াং কাই-শেকসহ গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করুন ও শাস্তি দিন।

(৩) চিয়াং কাই-শেকের একনায়কতন্ত্রের অবসান করুন, জনগণতন্ত্রের ব্যবস্থা কায়েম করুন এবং জনগণের বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্র প্রকাশের, সভাসমিতির ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করুন।

(৪) চিয়াং কাই-শেকের শাসনের পচাগলা সংস্থাগুলিকে ধ্বংস করে দিন, সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের ঝেঁটিয়ে দূর করুন এবং পরিচ্ছন্ন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করুন।

(৫) চিয়াং কাই-শেক, টি. ভি. সুঙ, এইচ. এইচ. কুঙ এবং চেন লি-ফু ভ্রাতাদের চারটি বৃহৎ পরিবারের[৯] সম্পত্তি এবং অন্যান্য মুখ্য যুদ্ধাপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুন ; আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করুন, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প

ও বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করুন, শ্রমিক ও কর্মচারীদের জীবিকার মানের উন্নতি সাধন করুন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ও দারিদ্র-পীড়িত জনগণের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করুন।

(৬) সামন্তবাদী শোষণের অবসান করুন এবং কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করুন।

(৭) চীনের সীমানার চৌহদ্দির মধ্যে বসবাসকারী সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও সমতার অধিকারকে স্বীকার করে নিন।

(৮) চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতক পররাষ্ট্রনীতিকে খারিজ করে দিন, দেশদ্রোহাত্মক সকল চুক্তি বাতিল করে দিন, গৃহযুদ্ধের সময় চিয়াং কাই-শেক যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছেন তা অস্বীকার করুন। চীনের অবস্থিত তার সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নিতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে দাবী করুন কারণ তা চীনের স্বাধীনতার পক্ষে আপদস্বরূপ এবং গৃহযুদ্ধ পরিচালনায় চিয়াং কাই-শেককে যে কোনো বিদেশী দেশের সাহায্য করার বা জাপানী আগ্রাসনের শক্তিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসের বিরোধিতা করুন। সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করুন। যে সকল জাতি আমাদের সমান হিসাবে গণ্য করে তাদের সঙ্গে অভিন্ন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠুন।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি হচ্ছে আমাদের ফৌজের মূল কর্মনীতি। আমাদের ফৌজ যেখানেই যাবে সেখানেই তৎক্ষণাৎ এইগুলিকে কার্যকর করা হবে। আমাদের শতকরা নব্বই ভাগের অধিক জনগণের দাবীর সঙ্গে এই কর্মনীতিগুলির সুসঙ্গতি রয়েছে।

চিয়াং কাই-শেকের লোকজনের সকলকেই আমাদের ফৌজ অগ্রাহ্য করে দেয় না, আমরা এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার গুণাগুণের ভিত্তিতে যাচাই করার নীতিই গ্রহণ করবো। অর্থাৎ, মুখ্য অপরাধীদের অনিবার্যভাবে শাস্তি পেতে হবে, যারা অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে ছিলেন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না এবং যারা প্রশংসাযোগ্য কাজ করবেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে। সর্বপ্রধান অপরাধী যে চিয়াং কাই-শেক গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিলেন এবং যিনি একান্ত জঘন্য অপরাধী তার সম্পর্কে এবং তার যেসকল কট্টর সাকরেদ জনগণকে পায়ের তলায় মাড়িয়েছে ও যুদ্ধাপরাধী হিসাবে ব্যাপক জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত হয়েছে পৃথিবীর চতুঃসীমার যেখানেই তারা থাকুক না কেন আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের যেমন করে হোক খুঁজে বের করবে এবং নিশ্চিত ভাবেই তাদের বিচারের দরবারে হাজির করবে ও শাস্তি দেবে। আমাদের ফৌজ চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর সকল অফিসার

সৈনিকদের, তার সরকারের সকল কর্মচারী ও তার পার্টির সকল সদস্যকেই এই মর্মে সতর্ক করে দিচ্ছে যে যাদের হাত নিরপরাধ জনগণের রক্তে রঞ্জিত হয়নি তারা যেন এইসব অপরাধীদের অপকর্মে তাদের সঙ্গী হতে বিরত থাকেন। যারা অপকর্ম করে চলেছে তারা যেন অবিলম্বে তা বন্ধ করে, তার জন্য অনুশোচনা করে, নূতন করে জীবন শুরু করে এবং চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ; ভালো কাজ করে তাদের অপরাধের অপনোদনের জন্য আমরা তাদের আরেকটি সুযোগ দেবো। চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর যে অফিসার ও সৈনিকেরা অস্ত্রসমর্পণ করবেন তাদের কাউকে আমাদের ফৌজ হত্যা করবে না ও অপমান করবে না বরং যদি তারা আমাদের সঙ্গে থাকতে চান তবে আমাদের বাহিনীর কাজে আমরা তাদের গ্রহণ করবো বা যদি তারা চলে যেতে চান তবে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। চিয়াং কাই-শেকের যে সৈন্যরা বিদ্রোহ করবেন এবং আমাদের ফৌজে যোগ দেবেন এবং যারা প্রকাশ্যে বা গোপনে আমাদের ফৌজের পক্ষে কাজ করবেন, তাদের পুরস্কৃত করা হবে।

চিয়াং কাই-শেকের উচ্ছেদ সাধন ও অচিরে একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য সমাজের সকল স্তরের আমাদের দেশবাসীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যেখানেই আমাদের ফৌজ প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীকে ঝেঁটিয়ে পরিচ্ছন্ন করে দিতে এবং একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে যাবে, তারা যেন সক্রিয়ভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যেসব স্থানে আমরা এখনো পৌঁছতে পারিনি, তাদের উচিত আমাদের হয়ে নিজেদের থেকেই অস্ত্রধারণ করা, জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা ও শস্য-লেভি প্রবর্তনকে প্রতিরোধ করা, জমি বিলি করে দেওয়া, ঋণ খারিজ করে দেওয়া এবং শত্রুর ফাঁকগুলির সুযোগ গ্রহণ করে গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ বিকশিত করে তোলা।

চিয়াং কাই-শেকের উচ্ছেদ সাধন ও অচিরে একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলার জন্য মুক্ত অঞ্চলের জনগণকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি ভূমি সংস্কারকে কার্যকর করুন, গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলুন, উৎপাদনের বিকাশ সাধন করুন, মিতব্যয়িতা অনুসরণ করুন, জনগণের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলুন, শত্রুর ঘাঁটিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং রণক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রয়াসকে সমর্থন করুন।

আমাদের ফৌজের সকল সাথী কমাণ্ডার ও সৈনিকগণ! আমাদের দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে গৌরবময় কর্তব্যভার আমরা কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমাদের কর্তব্য সুসম্পাদনের জন্য বিপুল প্রয়াস আমাদের চালানো উচিত। আমাদের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সেই দিনটি নির্ধারিত হবে যেদিন

আমাদের মহান মাতৃভূমি অন্ধকার অবগুণ্ঠন ভেদ করে আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আমাদের প্রিয় দেশবাসিগণ মানুষের মতো জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন এবং তাদের ইচ্ছানুসারে সরকার বেছে নিতে পারবেন। আমাদের ফৌজের সকল অফিসার ও সৈনিককে তাদের সামরিক কলাকৌশলকে উন্নত করে তুলতে হবে, যুদ্ধে নিশ্চিত বিজয় অর্জনের পথে সাহস ভরে এগিয়ে যেতে হবে এবং সকল শত্রুকে দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরিভাবে সামগ্রিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তাদের সকলকেই তাদের রাজনৈতিক চেতনার মানকে উন্নত করে তুলতে হবে, শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ও জনগণকে জাগিয়ে তোলার দুটি দক্ষতাকে আয়ত্ত করতে হবে, জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে এবং নূতন মুক্ত অঞ্চলগুলিকে দ্রুত সুদৃঢ় অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে, তাদের শৃঙ্খলাবোধকে উন্নত করে তুলতে হবে ও দৃঢ়ভাবে আদেশ পালন করতে হবে, কর্মনীতিকে কার্যকর করতে হবে, নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয়কে কার্যকর করতে হবে—সৈন্যবাহিনী ও জনগণের, সৈন্যবাহিনী ও সরকারের, অফিসার ও সৈনিকদের এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনীর ঐক্য গড়ে তুলুন আর কোনো প্রকারেই শৃঙ্খলা ভঙ্গ হতে দেবেন না। আমাদের সকল অফিসার ও সৈনিককেই সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা হচ্ছি মহান গণমুক্তি ফৌজ, আমরা হচ্ছি চীনের মহান কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সৈন্যবাহিনী। আমরা যদি নিয়মিত পার্টির নির্দেশাবলী পালন করি তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই বিজয় অর্জন করবো।

চিয়াং কাই-শেক ধ্বংস হোক!
নয়াচীন দীর্ঘজীবী হোক!

টীকা

১। "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার ৭নং টীকা দেখুন।

২। বর্তমান খণ্ডের "চিয়াং কাই-শেকের মুখপাত্রের বিবৃতি প্রসঙ্গে" শীর্ষক রচনার ২নং টীকা দেখুন।

৩। ১৯৪৬ সালে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে চিয়াং কাই-শেক চারটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঐগুলি ছিল—জনগণের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা, রাজনৈতিক দলগুলির আইনানুগ মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করা, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করা।

৪। পাঁচমিশেলী সৈন্যবাহিনী বলতে কুওমিনতাঙের সেই অনিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে বোঝানো হচ্ছে যাদের মধ্যে ছিল স্থানীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী, যোগাযোগরক্ষাকারী

পুলিশবাহিনী, সশস্ত্র ঠ্যাঙ্গাড়েবাহিনী এবং কুওমিনতাঙ কর্তৃক গৃহীত ও পুনর্গঠিত তাঁবেদার সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি।

৫। জাপানী আক্রমণকারীরা চীনের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে তিন অনাচারের যে কর্মনীতি কার্যকর করেছিল সেগুলি হচ্ছে—সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও, সবাইকে হত্যা করো, সব কিছু লুট করে নাও।

৬। ১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার চিয়াং কাই-শেকের "সাধারণ সমাবেশ সংক্রান্ত বিল" গ্রহণ করে এবং তার অব্যবহিত পরেই "কমিউনিস্ট দস্যুদের অভ্যুত্থান দমনের জন্য সাধারণ সমাবেশ সংক্রান্ত আদেশ" জারী করে। বস্তুতঃ চিয়াং কাই-শেক তার প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই সাধারণ সমাবেশকে কার্যকর করেছিলেন। এর মধ্যে চীনের গণমুক্তিফৌজ দেশব্যাপী আক্রমণ অভিযানে এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। চিয়াং কাই-শেক নিজেই কবুল করেছিলেন যে তার রাজত্ব "গভীর সংকটে" পড়েছে। "সাধারণ সমাবেশ সংক্রান্ত আদেশ" ছিল মৃত্যুর পূর্বেকার তার হাত পা ছোড়ার মতো একটি ব্যাপার মাত্র।

৭। এখানে ১৯৪৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর চিয়াং কাই-শেক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সম্পাদিত "মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত চীন-আমেরিকান চুক্তি"-র কথাই বলা হচ্ছে। এই চুক্তি চীনের সার্বভৌম অধিকারকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রী করে দেয়। বর্তমান খণ্ডের "চীন বিপ্লবের এই নূতন প্রবল জোয়ারকে স্বাগত জানান" শীর্ষক রচনার ৬নং টীকা দেখুন।

৮। ইউয়ান শী-কাই ছিলেন চিং রাজবংশের শেষ বছরগুলিতে উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্তপ্রভুদের প্রধান। ১৯১১ সালের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চিং বংশের উচ্ছেদের পর তিনি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ জবরদখল করে নেন এবং উত্তরাঞ্চলে সশস্ত্র সামন্তপ্রভুদের প্রথম সরকার গঠন করেন, এরা ছিলেন বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ মুৎসুদ্দী শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধি ;তিনি এটা করেছিলেন প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্রবাহিনীর এবং সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানকারী বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোসমূলক প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে। ১৯১৫ সালে তিনি নিজেকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি জাপানের ২১ দফা দাবী মেনে নিয়েছিলেন যার লক্ষ্য ছিল চীনের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ঐ বছরই ডিসেম্বরে তার সিংহাসন আরোহণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে ইউনান প্রদেশে একটি অভ্যুত্থান দেখা দেয় এবং অনতিবিলম্বে তা দেশব্যাপী সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করে। ১৯১৬ সালের জুন মাসে ইউয়ান শী-কাই-এর মৃত্যু ঘটে।

৯। এখানে চিয়াং কাই-শেক, টি. ভি. সুঙ, এইচ. এইচ. কুঙ এবং চেন লি-ফুর চারটি বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর কথা বলা হচ্ছে। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখুন।

নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় পুনর্ঘোষণা করা সম্পর্কে চীনের গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরের নির্দেশ

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৭

১। আমাদের সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয়[১] বহু বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর ইউনিটের মধ্যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাতে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলিকে এখন সুসংহত করে তোলা হয়েছে এবং এতদ্বারা তা পুনর্ঘোষিত হলো। এটা আশা করা যাচ্ছে আপনারা এই বয়ানকে গভীর অধ্যয়ন ও কঠোরভাবে অনুসরণের জন্য তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন। অন্যান্য যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার বিভিন্ন অঞ্চলের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলী নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবেন এবং সেগুলির প্রতিপালনের আদেশ দিতে পারবেন।

২। নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) আপনার সকল কাজে আদেশ মান্য করুন।

(২) জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সূঁচ বা এক টুকরো সুতোও নেবেন না।

(৩) অধিকৃত প্রতিটি জিনিস জমা দিন।

৩। মনোযোগের আটটি বিষয় হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(১) ভদ্রভাবে কথা বলুন।

(২) কোনো জিনিস কিনলে তার উপযুক্ত দাম মিটিয়ে দিন।

(৩) কোনো কিছু ধার করলে তা সবই ফিরিয়ে দেবেন।

(৪) কোনো কিছু নষ্ট করে ফেললে তার দাম মিটিয়ে দিন।

(৫) জনগণকে আঘাত করবেন না বা গালমন্দ দেবেন না।

(৬) ফসলের ক্ষতি করবেন না।

(৭) স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে কোন সুযোগ নেবেন না।

(৮) বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবেন না।

টীকা

১। নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় কমরেড মাও সে-তুঙ শৃঙ্খলার নিয়ম হিসাবে চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজের জন্য দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধকালে প্রণয়ন করেছিলেন। ঐগুলি লালফৌজের কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং জনগণের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্পর্ককে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে, ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং বন্দীদের প্রতি গণফৌজের সঠিক নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লালফৌজের একেবারে প্রথম দিক থেকেই কমরেড মাও সে-তুঙ সৈনিকদের জনগণের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে, কোনো জিনিস কিনলে তার উপযুক্ত দাম মিটিয়ে দিতে এবং জোর করে লোকজনকে কাজ করতে বাধ্য না করতে, আঘাত না করতে ও জনগণকে গালমন্দ না করতে বলে আসছেন। ১৯২৮ সালের বসন্তকালে যখন শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজ চিংকাঙ পাহাড়ে ছিল কমরেড মাও সে-তুঙ তখন নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন : (১) আপনার সকল কাজে আদেশ মান্য করুন ; (২) শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে কিছু নেবেন না ; এবং (৩) আঞ্চলিক অত্যাচারীদের কাছ থেকে গৃহীত সকল জিনিসই জমা দিন। ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি মনোযোগের ছটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন : (১) তক্তপোষ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য যে দরজাগুলি খুলেছিলেন সেগুলি যথাযথভাবে ঝুলিয়ে রাখুন ; (২) বিছানা হিসাবে যে খড় ব্যবহার করেছিলেন তা ঠিক জায়গায় রাখুন ;(৩) ভদ্রভাবে কথা বলুন ;(৪) কোনো কিছু কিনলে তার উপযুক্ত দাম মিটিয়ে দিন ;(৫) কোনো কিছু ধার করলে তা ফিরিয়ে দেবেন ; এবং (৬) কোনো কিছু নষ্ট করে ফেললে তার দাম মিটিয়ে দিন। ১৯২৯ সালের পর কমরেড মাও সে-তুঙ নিম্নরূপ পরিবর্তন সাধন করেন : দুই নম্বর নিয়মটি দাঁড়ায় "জনগণের কাছ থেকে একটি সূঁচ বা একটুকরো সুতোও নেবেন না" ; তৃতীয় নিয়মটিকে প্রথমে বদল করে করা হয় "সংগৃহীত সকল টাকাকড়ি জমা দিন" এবং তাকে পরে বদল করে করা হয় "অধিকৃত প্রতিটি জিনিস জমা দিন"। মনোযোগের ছয়টি বিষয়ের সঙ্গে তিনি আরো দুটি যুক্ত করেন : "স্ত্রীলোকদের দৃষ্টির সামনে স্নান করবেন না" এবং "বন্দীদের পকেট তল্লাশী করবেন না"। এই হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয়ের উৎস।

বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭

১

চীনের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ এখন একটি দিক পরিবর্তনের মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে অর্থাৎ চীনের গণমুক্তিফৌজ আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য চিয়াং কাই-শেকের বহুলক্ষ প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনীর আক্রমণকে পিছু হটিয়ে দিয়েছে এবং আক্রমণাত্মক অভিযানের পর্যায়ে চলে এসেছে। এর মাঝেই বর্তমান যুদ্ধের প্রথম বছরে ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৭ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে গণমুক্তিফৌজ বিভিন্ন ফ্রন্টে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণাত্মক অভিযানকে হটিয়ে দিয়েছে এবং তাকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় বছরের যুদ্ধের প্রথম তিনমাসে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে গণমুক্তিফৌজ দেশব্যাপী ভিত্তিতে আক্রমণাত্মক অভিযানের পর্যায়ে চলে এসেছে এবং মুক্ত অঞ্চল

উত্তর শেনসির মিচি জেলার ইয়াংচিয়াকৌয়ে ১৯৪৭ সালের ২৫শে থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কমরেড মাও সে-তুঙ এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ও বিকল্প সদস্যগণ ছাড়াও শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল এবং শানসি-সুইয়ুআন সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্বশীল কমরেডরা এই সভায় যোগদান করেছিলেন। এই সভা রিপোর্টটি আলোচনান্তে গ্রহণ করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কমরেড মাও সে-তুঙ লিখিত "বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কয়েকটি বিষয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে" শীর্ষক অন্য একটি দলিলও গ্রহণ করে (বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ১০০)। কমরেড মাও সে-তুঙের রিপোর্ট প্রসঙ্গে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় "এই রিপোর্ট হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেক শাসকগোষ্ঠীর উচ্ছেদ সাধন ও নয়া গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠার সমগ্র অধ্যায়ের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের কর্মসূচীগত একটি দলিল। সমগ্র পার্টি ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে এই দলিলটিকে নিয়ে গভীর অধ্যয়ন চালাতে হবে এবং সেই দলিল ও এই সঙ্গে ১৯৪৭ সালের ১০ই অক্টোবর যে দলিলগুলি প্রকাশিত হয়েছে (যেমন, 'চীনের গণমুক্তিফৌজের ইশতেহার', 'চীনের গণমুক্তি ফৌজের শ্লোগানগুলি', 'নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় পুনর্ঘোষণা করা সম্পর্কে—চীনের গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরের নির্দেশ', 'চীনের ভূমি আইনের রূপরেখা' এবং 'চীনের ভূমি আইনের রূপরেখা ঘোষণা' সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব) তাকে কঠোরভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

পর্যন্ত যুদ্ধকে চালিয়ে নিয়ে এসে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী পরিকল্পনাকে তা চুরমার করে দিয়েছে। এখন আর যুদ্ধ মুখ্যতঃ মুক্ত অঞ্চলে পরিচালিত হচ্ছে না বরং এখন তা কুওমিনতাঙ এলাকাতেই চলছে, গণমুক্তিফৌজের মূলবাহিনী যুদ্ধকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলেই নিয়ে গেছেন।[১] চীনের মাটিতে গণমুক্তিফৌজ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার ক্রীতদাস চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠীর প্রতিবিপ্লবী রথচক্রকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে ও তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে এবং বিপ্লবের রথচক্রকে বিজয়ের পথ ধরে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটা ইতিহাসের দিক পরিবর্তনকারী একটি মুহূর্ত। কুড়ি বৎসরব্যাপী প্রতিবিপ্লবী কুওমিনতাঙ শাসনের বিকাশ থেকে পতনের দিকেও এটা একটা দিক পরিবর্তনকারী মুহূর্ত। আজ পর্যন্ত চীনের একশ বছরের অধিক পুরানো সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রসার থেকে পতনের দিক থেকেও এটা একটা দিক পরিবর্তনকারী মুহূর্ত এটা এক পরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তার পরম গুরুত্বটা হচ্ছে এই যে তা ঘটছে সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটা দেশে, যখন তা ঘটে তখন তা নিশ্চিতভাবেই সমগ্র দেশব্যাপী বিজয়ের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হবে। তাছাড়া তার পরম গুরুত্বটা হচ্ছে এই যে তা ঘটছে প্রাচ্যভূখণ্ডে, সেখানে

বিভিন্নস্থানে এই কর্মনীতিগুলি কার্যকর করার সময় রিপোর্টে লিপিবদ্ধ মূলনীতিগুলি থেকে যেকোন প্রকার বিচ্যুতিকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে নিতে হবে। এই সভায় গৃহীত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ছিল ঃ

(১) চীনের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপূর্ণ বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং শত্রু যাতে বিশ্রাম গ্রহণের সময় করে নেওয়ার জন্য ও জনগণকে নূতন করে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত হওয়ার জন্য থামিয়ে রাখার (শান্তি আলোচনার) সুযোগ ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(২) একটি বিপ্লবী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলার সময় এখনও পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি, আমাদের সৈন্যবাহিনী আরো বিপুল বিজয় অর্জন করার পর তা নিয়ে বিবেচনা করা যাবে এবং একটি সংবিধান ঘোষণার প্রশ্ন তো আরো দূরগত ভবিষ্যতেরই একটি প্রশ্ন।

এই সভা পার্টির মধ্যকার সাম্প্রতিক কিছু প্রবণতা এবং ভূমিসংস্কার ও গণআন্দোলনের কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি নিয়েও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এইসব আলোচনার ফলাফলকে কমরেড মাও সে-তুঙ "পার্টির বর্তমান কর্মনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রসঙ্গে" শীর্ষক প্রবন্ধে পরে লিপিবদ্ধ করেছিলেন (বর্তমান খণ্ড, পৃঃ ২০০-২১০)। বর্তমান খণ্ডের এই রিপোর্ট থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সালের ২০শে মার্চের "পরিস্থিতি সম্পর্কে সার্কুলার" পর্যন্ত রচনাগুলি উত্তর শেনসির মিচি জেলার ইয়াংচিয়াকৌ-তে লিখিত হয়েছিল।

বিশ্বের জনসমষ্টির একশ কোটির অধিক জনগণ সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নে ক্লিষ্ট হচ্ছেন। চীনে গণমুক্তিযুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক পর্যায় থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের পর্যায়ে এই যে মোড় নিল তা এই নিপীড়িত জাতিগুলিকে আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত না করে পারে না। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশে নিপীড়িত জনগণ এখন যে সংগ্রাম করছেন এটা তাদের পক্ষেও সহায়ক হবে।

২

চিয়াং কাই-শেক তার প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করার দিন থেকেই আমরা বলে আসছি যে আমাদের যে তাকে পরাজিত করে দিতে হবে তাই নয়, আমরা তাকে পরাজিত করে দিতেও পারবো। তাকে আমাদের পরাজিত করে দিতে হবে কারণ তিনি যে যুদ্ধ শুরু করেছেন তা হচ্ছে চীনা জাতির স্বাধীনতা ও চীনের জনগণের মুক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পরিচালিত একটি প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের পর চীনের জনগণের কর্তব্য ছিল রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক রূপান্তরকে সুসম্পূর্ণ করা, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জন করা এবং চীনকে কৃষিপ্রধান একটি দেশ থেকে শিল্পপ্রধান একটি দেশে রূপান্তর করা। কিন্তু একই সঙ্গে, ফ্যাসি-বিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পরিসমাপ্তির পর, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও তার নানা দেশের ক্রীড়নকেরা জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের ক্রীড়নকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের, ইউরোপের জনগণতন্ত্রসমূহের, পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং চীনের জনগণের মুক্তির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবিপ্লবী শিবির গড়ে তোলে। এরকম একটা সময় চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে চীনের প্রতিক্রিয়াশীলেরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হিসাবে, ঠিক যেমন ওয়াং চিং-উই জাপানী সাম্রাজ্যবাদের জন্য করেছিল সেভাবে, চীনকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রী করে দেয় এবং চীনের জনগণের মুক্তির পথে অগ্রগমনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এ রকম একটা সময়ে যদি আমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করতাম বা পিছু হটে আসতাম এবং সাহসের সঙ্গে এই প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের দৃঢ় প্রতিরোধে বিপ্লবী যুদ্ধে তৎপর হয়ে না উঠতাম, তাহলে চীন অন্ধকারেই ডুবে থাকতো এবং আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নস্যাৎ হয়ে যেত। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের গণমুক্তিফৌজকে দৃঢ়তাসহকারে চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক, ন্যায্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ চালাতে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে চীনের আন্তর্জাতিক ও জাতীয়

পরিস্থিতির একটি সুচিন্তিত মূল্যায়ন করে এটা বুঝতে পেরেছিল যে দেশে ও বিদেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের এইসব আক্রমণ যে শুধু পরাজিত করতেই হবে তাই নয় তাকে পরাজিত করা যাবে। আকাশে যখন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা একান্তভাবেই একটা সাময়িক ব্যাপার, অন্ধকার শীঘ্রই কেটে যাবে এবং অন্ধকারের বুক চিরে সূর্য দেখা দেবে। চিয়াং কাই-শেক দস্যুবাহিনী যখন ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে দেশব্যাপী প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করল, তারা ভেবেছিল এতে করে তারা তিন থেকে ছ-মাসের মধ্যেই গণমুক্তিফৌজকে পরাজিত করে দিতে পারবে। তারা হিসাবে ধরেছিল, তাদের রয়েছে কুড়ি লক্ষ নিয়মিত সৈন্য, দশ লক্ষাধিক অনিয়মিত এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও পশ্চাৎ অঞ্চলের ইউনিটগুলিসহ তাদের রয়েছে আরো দশ লক্ষাধিক অনিয়মিত এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও পশ্চাৎ অঞ্চলের ইউনিটগুলিসহ তাদের রয়েছে আরো দশ লক্ষাধিক লোকজন এবং সব মিলিয়ে তাদের মোট সামরিক শক্তি হচ্ছে চল্লিশ লক্ষাধিক। তারা আক্রমণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হতে সময় নিয়েছিল; বৃহৎ মহানগরগুলির নিয়ন্ত্রণভার তারা ফিরে পেয়েছিল; ত্রিশ কোটি লোকসংখ্যা রয়েছে তাদের; দশ লক্ষ জাপানী আক্রমণকারী সৈন্যদলের সমূহ অস্ত্রপাতি তারা হস্তগত করেছে এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল সামরিক ও আর্থিক সহায়তা লাভ করেছে। তারা এটাও হিসাবের মধ্যে ধরেছিল যে জাপানের বিরুদ্ধে আট বৎসর ধরে প্রতিরোধের যুদ্ধ পরিচালনার পর গণমুক্তিফৌজ তখন ক্লান্ত এবং কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর তুলনায় সংখ্যাগত ও অস্ত্রশস্ত্র দুদিক দিয়েই তারা অনেক নিকৃষ্ট; মুক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা দশ কোটির বেশি; এবং ঐসব অঞ্চলের অধিকাংশতেই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী শক্তিগুলিকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেওয়া এবং ভূমি সংস্কারকে এখনও সার্বজনীনভাবে ও পুরোপুরিভাবে কার্যকর করা হয়নি অর্থাৎ গণমুক্তিফৌজের পশ্চাৎ অঞ্চল এখনও সুসংহত হয়ে ওঠেনি। এই মূল্যায়ন থেকে অগ্রসর হয়ে চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠী শান্তির জন্য চীনের জনগণের কামনাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি এবং সকল পার্টির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং হঠকারী যুদ্ধ শুরু করে দেয়। আমরা বলেছিলাম যে তাদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব 'একান্ত' ক্ষণস্থায়ী, তা শুধু সাময়িক একটি ভূমিকাই পালন করবে, একইভাবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য ও শুধু সাময়িক ভূমিকাই পালন করতে পারবে; অন্যদিকে চিয়াং কাই-শেকের যুদ্ধের জন-বিরোধী চরিত্র এবং জনগণের মনোভাব হচ্ছে এমন বিষয় যা একটা স্থির ভূমিকা পালন করে এবং এই দিক থেকে বিচার

করলে গণমুক্তিফৌজ একটি উন্নততর অবস্থানেই রয়েছে। গণমুক্তিফৌজের পরিচালিত যুদ্ধ প্রকৃতির দিক থেকে দেশপ্রেমিক, ন্যায্য ও বৈপ্লবিক হওয়ার জন্য তা সমগ্র দেশের জনগণের সমর্থন অর্জন করতে বাধ্য। এটাই ছিল চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে বিজয়ের রাজনৈতিক ভিত্তি। আঠারো মাসের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবেই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

৩

সতেরো মাসের যুদ্ধবিগ্রহে (১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, ডিসেম্বর মাসের সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি) আমরা চিয়াং কাই-শেকের নিয়মিত সৈন্যদের ১৬,৯০,০০০ জনকে নিহত, আহত ও বন্দী করেছি এবং অনিয়মিত সৈন্যদের ৬,৪০,০০০ জনকে নিহত ও আহত এবং ১০,৫০,০০০ জনকে বন্দী করেছি। এভাবে আমরা চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণ অভিযানকে হটিয়ে দিতে পেরেছি, মুক্ত অঞ্চলের মূল এলাকাগুলি রক্ষা করতে পেরেছি এবং আক্রমণ পরিচালনার পর্যায়ে চলে যেতে পেরেছি। সামরিক দিক থেকে বলতে গেলে, আমরা সঠিক রণনীতি গ্রহণ করতে পেরেছিলাম বলেই এটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার মূলনীতি হচ্ছে—

১। প্রথমে বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করা; কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে পরে আক্রমণ করা।

২। প্রথমে মাঝারি ও ছোট শহরগুলি এবং ব্যাপক গ্রামাঞ্চলগুলি দখল করা; বৃহৎ মহানগরগুলি পরে দখল করা।

৩। শত্রুর কার্যকর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা; কোনো স্থান বা কোনো নগরীকে অধিকার করাকেই আমাদের মূল লক্ষ্য করে না তোলা। কোনো স্থান দখলে রাখা বা কোনো নগরী অধিকার করা হচ্ছে শত্রুর কার্যকর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করারই পরিণাম এবং প্রায়ই দেখা যায়, একটা স্থানকে স্থায়ীভাবে দখলে রাখা বা কোনো নগরীকে দখল করে নেওয়া কয়েকবার হাতবদলের পরেই শুধু সম্ভব হয়।

৪। প্রতিটি যুদ্ধেই একান্তভাবে বিপুলতর বাহিনীকে (শত্রুর শক্তির দুই, তিন, চার এবং মাঝে মাঝে পাঁচ বা ছয়গুণ শক্তিকে) কেন্দ্রীভূত করা, শত্রুবাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে ঘেরাও করা, তাদের পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করা এবং একজনকেও এই জাল থেকে বেরিয়ে যেতে না দেওয়া। বিশেষ পরিস্থিতিতে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিধ্বংসী আঘাত হানার পদ্ধতি গ্রহণ করা অর্থাৎ আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে সরাসরি আক্রমণ করা এবং এক বা উভয় পার্শ্ব থেকেই আক্রমণ সংগঠিত করা, লক্ষ্য থাকবে এক অংশকে

নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ও অন্য অংশকে নির্মূল করে দেওয়ার পরই যাতে করে আমাদের সৈন্যবাহিনী তার সৈন্যদের দ্রুত অন্যান্য শত্রুবাহিনীকে চূর্ণ করে দিতে তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সংঘর্ষ করে করে শত্রুর শক্তি ক্ষয় করে দেওয়ার যেসব যুদ্ধে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হবে তা পরিহার করতে চেষ্টা করা বা একেবারে সরে পড়া। এভাবে দেখা যাবে, যদিও সামগ্রিক বিচারে আমরা সংখ্যাগত দিক থেকে দুর্বলতর তবু প্রতিটি খণ্ডেই এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট অভিযানেই আমরা একান্তভাবে অধিকতর শক্তিমান এবং এটাই এই অভিযানে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত করবে। সময় যতো বয়ে যাবে আমরা সামগ্রিকভাবে ততোই বেশি শক্তিধর হয়ে উঠবো এবং পরিণামে সমগ্র শত্রুকেই নিশ্চিহ্ন করে দেবো।

৫। অপ্রস্তুত হয়ে কোনো যুদ্ধ না করা, যে যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে জয়ী হতে পারবো না এমন কোনো যুদ্ধ না করা ; প্রতিটি যুদ্ধে যাতে ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারা যায় তার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করা, শত্রু এবং আমাদের মধ্যেকার প্রদত্ত পরিস্থিতিতে বিজয় যাতে সুনিশ্চিত হয় তার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা করা।

৬। আমাদের চমৎকার সংগ্রামী ধারাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ করে তোলা—রণক্ষেত্রে শৌর্য, আত্মত্যাগে নির্ভীকতা, ক্লান্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহকে (অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোনো বিশ্রাম না নিয়ে ধারাবাহিকভাবে একটি যুদ্ধ থেকে অন্য আরেকটি যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়াকে) প্রকাশ করে তোলা।

৭। শত্রুকে চলমান যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রয়াসী হওয়া। একই সঙ্গে অবস্থানগত আক্রমণ পরিচালনার রণকৌশলের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা এবং শত্রুর সুরক্ষিত স্থান ও মহানগরগুলিকে অচল করে দেওয়া।

৮। মহানগরগুলি আক্রমণ করার ব্যাপারে, শত্রুর যে সমস্ত সুরক্ষিত অবস্থান ও মহানগরগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল সেগুলিকে দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া। পরিস্থিতি অনুকূল হলে শত্রুর যেসব সুরক্ষিত অবস্থান ও মহানগরগুলির প্রতিরক্ষার ক্ষমতা মাঝারি গোছের সেইসবগুলিকে সুবিধাজনক মুহূর্তে দখল করে নেওয়া। শত্রুর যেসব সুরক্ষিত অবস্থান ও মহানগরগুলির প্রতিরক্ষা শক্তিশালী, অবস্থা পরিপক্ক না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং তার পর দখল করে নেওয়া।

৯। শত্রুর কাছ থেকে আটক সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বন্দী অধিকাংশ সৈন্যদের দিয়ে আমাদের বাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলা। আমাদের সৈন্যবাহিনীর

লোকবল ও সমরসম্ভারের মূল উৎসগুলি ফ্রন্টের রণক্ষেত্রেই রয়েছে।

১০। অভিযানসমূহের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুকে আমাদের সৈন্যদের বিশ্রাম গ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও সংহতিসাধনের জন্য ভালোভাবে কাজে লাগানো। বিশ্রাম গ্রহণ, প্রশিক্ষণ ও সংহতি সাধনের অবকাশ সাধারণভাবে বেশি দীর্ঘ হবে না এবং সাধ্যমতো শত্রুকে নিঃশ্বাস ফেলার কোনো ফুসরৎ দেওয়া চলবে না।

গণমুক্তিফৌজ এই প্রধান পদ্ধতিগুলিই চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করতে প্রয়োগ করেছে। দীর্ঘ বছরের পর বছর ধরে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গণমুক্তিফৌজের পোড় খাওয়ার ফলেই এগুলি উদ্ভুত হয়েছে এবং এগুলি পুরোপুরিভাবে আমাদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সুসঙ্গতিপূর্ণ। চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠী এবং চীনে অবস্থিত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী সামরিক ব্যক্তিবর্গ আমাদের এইসব সামরিক পদ্ধতির সঙ্গে খুবই সুপরিচিত। এইগুলির মোকাবিলা করার জন্য চিয়াং কাই-শেক অনেক সময় তার জেনারেল ও রণক্ষেত্রের অফিসারদের প্রশিক্ষণদানের জন্য সমবেত করেছেন এবং আমাদের যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত যেসব রচনা ও দলিলপত্র যুদ্ধকালে ধরা পড়েছে সেগুলি তাদের অধ্যয়নের জন্য দিয়েছেন। গণমুক্তিফৌজকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যক্তিবর্গ চিয়াং কাই-শেককে একটার পর একটা নানা ধরনের রণনীতি ও রণকৌশলের পরামর্শ দিয়ে চলেছেন ; তারা চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাদের সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দিয়েছেন। কিন্তু এইসব কোনো প্রচেষ্টাই চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠীকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদেরও রণকৌশল জনযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। জনযুদ্ধের ভিত্তিতে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার ঐক্য, কমাণ্ডার ও সৈনিকদের মধ্যকার ঐক্য এবং শত্রু সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার নীতির ভিত্তিতে গণমুক্তিফৌজ যে প্রবল বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কাজকর্ম গড়ে তুলেছে তা শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যখন আমাদের নিজেদের উদ্যোগেই বহু মহানগর থেকে উন্নততর শত্রুবাহিনীর করাল আঘাত পরিহার করার জন্য সরে গেলাম এবং সচল যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আমাদের বাহিনীকে সরিয়ে নিলাম তখন আমাদের শত্রুরা খুবই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এটাকে তারা তাদের বিজয় ও আমাদের পরাজয় বলে ধরে নিয়েছিল। এই ক্ষণিকের "বিজয়ে" তারা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। চ্যাঙচিয়াকৌ দখল করার দিনই বিকালে চিয়াং কাই-শেক তার প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় বিধানসভা আহ্বানের আদেশ দিয়েছিলেন, মনে করেছিলেন যেন তার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ঐ মুহূর্ত থেকে তাইশান পর্বতের মতো অনড় অচল হয়ে উঠেছে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরাও আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল যেন চীনকে একটি আমেরিকান উপনিবেশে পরিণত করার তাদের উন্নত প্রয়াস এখন কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই হাসিল হয়ে যাবে। কিন্তু সময় কেটে গেলে দেখা গেলো চিয়াং কাই-শেক ও তার আমেরিকান প্রভুরা ভিন্ন সুর গাইতে শুরু করেছেন। এখন দেশী-বিদেশী আমাদের সকল শত্রুরাই হতাশায় নিমগ্ন। এখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কান্নাকাটি করে তাদের একটা সংকটের কথা কবুল করতে হচ্ছে এবং এখন আর আনন্দধ্বনির রেশ মাত্রও শোনা যায় না। গত আঠারো মাসে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার জন্য চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সেনাপতিই অপসারিত হয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন লিউ চি (চেংচাও), সুয়ে ইউয়ে (সুচাও), উ চি-ওয়েই (উত্তর কিয়াংসু), তাঙ এন-পো (দক্ষিণ শানতুং), ওয়াং চুং-লিয়েন (উত্তর হোনান), তুউ মিঙ ও সিয়ুং শি-শুই (শেনইয়াং) এবং সুন লিয়েন-চুং (পিপিং)। চেন চেঙ-কেও চিয়াং কাই-শেকের অভিযান পরিচালনার সর্বময় দায়িত্বপ্রাপ্ত চীফ অফ স্ট্যাফ-এর পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে এবং পদাবনতি ঘটিয়ে তাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি মাত্র ফ্রন্টের[২] সেনাপতি পদ দেওয়া হয়েছে অথচ ঠিক ঐ সময়ে চিয়াং কাই-শেক স্বয়ং চেন চেঙ-এর জায়গায় সর্বময় পরিচালনার ভার অধিগ্রহণ করেছিলেন এই জন্য যে পরিস্থিতির বিপরীত পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং তার সৈন্যবাহিনী আক্রমণ অভিযানের পর্যায় থেকে আত্মরক্ষামূলক পর্যায় চলে এসেছে, অন্যদিকে গণমুক্তিফৌজ আত্মরক্ষামূলক পর্যায়ে থেকে আক্রমণ অভিযানের পর্যায়ে এগিয়ে গেছে। এর মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেকগোষ্ঠী এবং তার আমেরিকান প্রভুরা তাদের ভুলগুলি বুঝতে পেরেছে। শান্তির জন্য ও গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি চীনের জনগণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে জাপানের আত্মসমর্পণের পর দীর্ঘকাল ধরে যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছিল তারা সেগুলিকে কাপুরুষতা ও দুর্বলতার লক্ষ্মণ বলেই ধরে নিয়েছিল। তারা তাদের নিজেদের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দেখেছিল, বিপ্লবের শক্তিকে খাটো করে দেখেছিল এবং গোঁয়ারের মতো যুদ্ধ বাধিয়েছিল আর তাই তারা এখন তাদের নিজেদের ফাঁদেই ধরা পড়ে গেছে। আমাদের শত্রুপক্ষের রণনীতির সকল হিসাব-নিকাশই পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে।

৪

গণমুক্তিফৌজের পশ্চাৎ অঞ্চল আঠারো বছর আগের তুলনায় আজ অনেক বেশি সুসংহত। তার কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ভূমিসংস্কার কার্যকর করেছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়ে আমাদের পার্টি তার নিজের উদ্যোগেই কুওমিনতাঙের সঙ্গে এবং যাদের পক্ষে

তখনও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাপ-বিরোধী সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলার স্বার্থে জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়ার যুদ্ধ-পূর্ববর্তী নীতি পরিবর্তন করে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করে। তা একান্ত প্রয়োজনীয়ই ছিল। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর কৃষক জনগণ জমির জন্য জোর দাবী জানাচ্ছিলেন এবং আমরা সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমাদের ভূমি নীতিকে খাজনা ও সুদ করা থেকে পরিবর্তিত করে জমিদারশ্রেণীর জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিলাম। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা মে[৩] আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে নির্দেশ জারী করেছিল তা এই পরিবর্তনই সূচিত করে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের পার্টি জাতীয় ভূমি সম্মেলন আহ্বান করে এবং চীনের ভূমি আইনের যে রূপরেখা[৪] প্রণয়ন করে তা অবিলম্বে সকল অঞ্চলে কার্যকর করা হয়। এই ব্যবস্থায় গত বছরের "৪ঠা মে-র নির্দেশ"-এর মধ্যে যে নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা যে শুধু অনুমোদন করা হয়েছিল তাই নয় বরং তা ঐ নির্দেশের মধ্যে আনুপূর্বিকতার দিক থেকে যে কিছু কিছু ঘাটতি রয়ে গিয়েছিল সেগুলিকেও খোলাখুলিভাবে সংশোধন করে দিয়েছিল। ভূমি আইনের রূপরেখায় সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী শোষণমূলক ভূমিব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকর করার নীতির ভিত্তিতে মাথাপ্রতি জমির সমবণ্টনের[৫] ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতি সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে সামন্ত ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করবে এবং চীনের ব্যাপক কৃষক জনগণের দাবিকে পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে পারবে। এই ভূমি সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে ও পুরোপুরিভাবে কার্যকর করতে হলে এই ভূমিসংস্কার কার্যকর করার বিধিসঙ্গত সংস্থা হিসাবে গ্রামগুলি পুনর্গঠিত করতে হবে, শুধুমাত্র ব্যাপক গণভিত্তিতে কৃষক সমিতিসমূহ, ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক ও মাঝারি কৃষক এবং তাদের নির্বাচিত কমিটিসমূহ নিয়ে গড়ে তুললেই চলবে না বরং প্রথমেই গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের ও তাদের নির্বাচিত কমিটিসমূহ নিয়ে গঠিত সকল গরীব কৃষকদের সংঘ গড়ে তুলতে হবে; এবং এই গরীব কৃষকদের সংঘগুলিকেই গ্রামাঞ্চলের সকল সংগ্রামের মেরুদণ্ড স্বরূপ হতে হবে। আমাদের নীতি হচ্ছে গরীব কৃষকদের ওপর নির্ভর করে এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জমিদার শ্রেণী ও পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী শোষণপ্রথার অবসান করা। জমিদার ও ধনী কৃষকদের কৃষক জনগণের তুলনায় অধিক জমি ও অধিক সম্পদ বরাদ্দ না করা। কিন্তু ১৯৩১-৩৪ সালে "জমিদারদের কোনো জমি না দেওয়া এবং ধনী কৃষকদের খারাপ জমি দেওয়ার" যে ভ্রান্ত অতি বামপন্থী নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে দেওয়াও চলবে না।

যদিও গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জমিদার ও ধনী কৃষকদের অনুপাত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কম বেশি হয় তবু তা (পরিবারগত হিসাব অনুযায়ী) সাধারণভাবে শতকরা প্রায় আট ভাগ মাত্র কিন্তু তাদের অধিকারভুক্ত জমির পরিমাণ হচ্ছে সাধারণভাবে শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ। সুতরাং আমাদের ভূমি সংস্কারের আক্রমণের লক্ষ্য খুবই মুষ্টিমেয় কিছু লোক, অন্যদিকে গ্রামের জনগণের মধ্যে যারা ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে যুক্তফ্রণ্টে অংশ নিতে পারেন ও যাদের অংশ নেওয়া উচিত তারা সংখ্যায় বিপুল—(পরিবারগত হিসাব অনুযায়ী) শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি। এক্ষেত্রে দুটি মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথমটি হচ্ছে, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দাবী মিটিয়ে দিতে হবে ; ভূমি সংস্কারে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক কর্তব্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী বজায় রাখতে হবে এবং তাদের স্বার্থের হানি সাধন করা চলবে না। যতক্ষণ আমরা এই দুটি মৌল নীতিতে অবিচল থাকবো ততক্ষণ আমরা নিশ্চিত সাফল্যের সঙ্গে ভূমিসংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। সম বণ্টনের নীতি অনুসারে পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি ও সম্পত্তির একটা অংশ কেন বিলি বণ্টনের জন্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে চীনে সাধারণভাবে ও অনেকখানি পরিমাণে ধনী কৃষকদের সামন্তবাদী ও আধাসামন্তবাদী শোষকদের চরিত্র বর্তমান রয়েছে ; তাদের অধিকাংশই খাজনায় জমি খাটায় ও সুদখোর মহাজনী করে এবং আধা-সামন্তবাদী শর্তে জনমজুর খাটায়।[৬] তদুপরি, ধনী কৃষকদের কবলে যেহেতু অনেকখানি এবং উন্নত ধরনের জমি রয়েছে [৭] তাই এই জমি বিতরণ করা না হলে গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের দাবী মেটানো যাবে না। তথাপি, ভূমি আইনের রূপরেখা অনুসারে ধনী কৃষকদের জমিদারদের থেকে সাধারণতঃ ভিন্নভাবে দেখতে হবে। ভূমিসংস্কারে মাঝারি কৃষকগণ যে সমবণ্টনের ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রদর্শন করেন তার কারণ হচ্ছে এতে তাদের স্বার্থের কোনো হানি হচ্ছে না। সমবণ্টনের নীতিতে মাঝারি কৃষকদের এক অংশের জমি অপরিবর্তিত থাকে এবং অন্য অংশের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, শুধুমাত্র সম্পন্ন মাঝারি কৃষকদের একটা অংশের সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত জমি রয়েছে এবং তারা এই জমি হস্তান্তরিত করতে ইচ্ছুক কেন না তাদের ভূমি-করের বোঝা তাতে লাঘব হবে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থানে সমবণ্টন কার্যকর করার সময় মাঝারি কৃষকদের অভিমত শোনা এবং তারা আপত্তি জানালে তাদের ক্ষেত্রে সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সামন্তবাদী শ্রেণীর ভূমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও বিলিবণ্টনের সময় কিছু কিছু মাঝারি কৃষকদের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণের সময় মাঝারি কৃষকদের ধনী কৃষক হিসাবে শ্রেণী বিভক্ত করার ভুলটি পরিহার করার

ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। সক্রিয় মাঝারি কৃষকদের কৃষক সমিতির কমিটিসমূহ ও সরকারের কাজ-কর্মে টেনে নিয়ে আসতে হবে। ভূমি করের বোঝা ও যুদ্ধকে সমর্থনের ব্যাপারে ন্যায়বিচার ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা দরকার। মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার রণনীতিগত কর্তব্যের ক্ষেত্রে এই সুনির্দিষ্ট নীতিগুলিই আমাদের পার্টিকে কার্যকর করতে হবে। সমগ্র পার্টিকে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে বর্তমান স্তরে আনুপূর্বিক ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন চীনে বিপ্লবের একটি মৌলিক কর্তব্য। সার্বজনীনভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ভূমি সমস্যার যদি আমরা সমাধান করে দিতে পারি তবে বোঝা যাবে আমাদের সমূহ শত্রুদের পরাজিত করে দেওয়ার সবচেয়ে মৌলিক শর্তই আমরা হাসিল করতে পেরেছি।

৫

দৃঢ়ভাবে এবং আনুপূর্বিকভাবে ভূমিসংস্কারকে কার্যকর করা এবং গণমুক্তিফৌজের পশ্চাৎ অঞ্চলকে সুসংহত করে তোলার জন্যে পার্টির সদস্যদের শিক্ষিত ও পুনর্গঠিত করে তোলা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে বললে, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে পার্টির মধ্যকার শুদ্ধিকরণ আন্দোলন[৮] সফলই হয়েছিল। তার প্রথম সাফল্য ছিল এই যে তা থেকে আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলি ও বিপুল সংখ্যক কর্মী এবং পার্টিসদস্যরা আমাদের কাজের মৌল ধারা সম্পর্কে দৃঢ়তর উপলব্ধি লাভ করেছিলেন যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্বজনীন সত্যের সঙ্গে চীন বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সংহতির মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল। এই দিক থেকে প্রতিরোধের যুদ্ধে পূর্বেকার সকল ঐতিহাসিক স্তরের তুলনায় আমাদের পার্টি একটি বিরাট অগ্রসর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টির আঞ্চলিক সংগঠনে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্তরের সংগঠনে আমাদের সদস্যদের শ্রেণীগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে এবং আমাদের কাজের ধারার ক্ষেত্রে কলুষতার সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। ১৯৩৭-৪৭, এগারো বছরে আমাদের পার্টি সদস্য সংখ্যা মাত্র কয়েক লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং এটা খুবই বড় রকমের অগ্রসর পদক্ষেপ। এতে করে আমাদের পার্টি চীনের ইতিহাসের যে কোনো পার্টির চেয়ে বেশী শক্তিশালী একটি পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজিত করতে আমাদের সমর্থ করে তুলেছে ; চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণ অভিযানকে পিছু হটিয়ে দিতে, দশ কোটির অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিক মুক্ত অঞ্চলকে এবং বিশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত গণমুক্তিফৌজকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করে তুলেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তিও দেখা দিয়েছে। বহু জমিদার, ধনীকৃষক ও গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা এই সুযোগ গ্রহণ করে পার্টির মধ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়েছে।

গ্রামাঞ্চলে তারা কিছু কিছু পার্টি, সরকার ও গণসংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, স্বৈরাচারীভাবে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, জনগণের প্রতি যেমন খুশি আচরণ করছে, পার্টির নীতিগুলির বিকৃতিসাধন করছে এবং এভাবে এই সংগঠনগুলিকে জনগণের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং পুরোপুরি ভূমি সংস্কারকে প্রতিহত করেছে। এই গুরুতর পরিস্থিতির ফলে আমাদের পার্টির সদস্যদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলার কর্তব্য আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। এই কর্তব্য সম্পাদন না করলে গ্রামাঞ্চলে এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। পার্টির জাতীয় ভূমি সম্মেলন আনুপূর্বিকভাবে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ও পদ্ধতিসমূহ লিপিবদ্ধ করেছে। এগুলি এখন ভূমির সমবণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র দৃঢ়ভাবে কার্যকর করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান বিষয় হচ্ছে পার্টির মধ্যে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা পরিচালনা করা এবং ভ্রান্ত ধ্যানধারণাগুলি ও আঞ্চলিক সংগঠনসমূহের যে গুরুতর পরিস্থিতি পার্টি লাইনের থেকে বিচ্যুতির প্রকাশ ঘটাচ্ছে সেগুলিকে আগাগোড়া উদ্ঘাটিত করে দেওয়া। সমস্ত পার্টি সদস্যকেই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে ভূমিসমস্যার সমাধান ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে সমর্থনের ক্ষেত্রে নির্ধারক যোগসূত্র হচ্ছে পার্টি সংগঠনসমূহ থেকে কলুষতার আবর্জনার দূরীকরণ এবং পার্টি সদস্যদের শিক্ষাপ্রদান ও পুনর্গঠন, কারণ তাতে করে পার্টি এবং ব্যাপকতম শ্রমজীবি জনসাধারণ সকলেই একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন এবং পার্টি জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।

৬

সামন্ত শ্রেণীর জমি বাজেয়াপ্ত করো এবং তা কৃষকদের হাতে তুলে দাও। চিয়াং কাই-শেক, টি. ভি. সুঙ, এইচ. এইচ. কুঙ এবং চেন লি-ফু-র মালিকানাধীন একচেটিয়া পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করো এবং তাকে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে তুলে দাও। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্যকে রক্ষা করো। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই হচ্ছে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক নীতি। তাদের বিশ বছরের রাজত্বকালে চিয়াং, সুং, কুং এবং চেন এই চারটি পরিবার দশ থেকে বিশহাজার মিলিয়ন আমেরিকান ডলার মূল্যের বিপুল সম্পদ হস্তগত করেছে ও সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে। এই একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, দেশীয় জমিদার শ্রেণী ও পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গাঁটছড়া বেঁধে মুৎসুদ্দী সামন্তবাদী, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতে তা পরিণত হয়েছে। এই হচ্ছে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

এই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ শুধু শ্রমিক ও কৃষকদেরই যে নিপীড়ন করে তাই নয়, তা শহুরে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীকেও শোষণ করে এবং মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীরও ক্ষতিসাধন করে। এই রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদ প্রতিরোধের যুদ্ধ ও জাপানের আত্মসমর্পণের সময় বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে ;তা যথেষ্ট পরিমাণেই নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈষয়িক ভিত্তি রচনা করছে। এই পুঁজি চীনে আমলাতান্ত্রিক পুঁজি হিসাবে জনসাধারণের কাছে পরিচিত। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীশ্রেণী হিসাবে পরিচিত এই পুঁজিবাদীশ্রেণী হিসাবে পরিচিত এই পুঁজিবাদীশ্রেণীটি হচ্ছে চীনের বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী। চীনে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ অধিকারগুলিকে দূর করে দেওয়া ছাড়াও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য হচ্ছে জমিদারশ্রেণী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী (বৃহৎ বুর্জোয়া)-শ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে দেওয়া, মুৎসুদ্দী ও সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে বদল করে দেওয়া এবং উৎপাদনী শক্তিগুলিকে বাধামুক্ত করে দেওয়া। জমিদারশ্রেণী, বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা নিপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত উচ্চতর স্তরের পেটিবুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী, তারা নিজেরা বুর্জোয়া হওয়া সত্ত্বেও, নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে বা নিরপেক্ষ থাকতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের কোনো গাঁটছড়া নেই বা অল্প কিছু যোগসূত্রই তাদের রয়েছে এবং এরা হচ্ছে যথার্থ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। যেখানেই নয়া গণতন্ত্রের রাষ্ট্রশক্তি সম্প্রসারিত হবে, সেখানেই দৃঢ়ভাবে ও দ্বিধাহীনভাবে তাকে এদের রক্ষা করতে হবে। চিয়াং কাই-শেকের এলাকার পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতর স্তরের মধ্যে ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকজন রয়েছে যারা হচ্ছে এই শ্রেণীগুলির দক্ষিণপন্থী অংশ যাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক প্রবনতা বর্তমান রয়েছে আর যারা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেক গোষ্ঠীর শাসন সম্পর্কে মোহ ছড়ায় এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা করে। যতক্ষণ এদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবগুলি জনসাধারণের হানিসাধন করতে পারে ততক্ষণ তাদের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন লোকজনের কাছে তাদের মুখোস খুলে দিতেই হবে, এই প্রভাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে হবে এবং জনগণকে তার প্রভার থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক আক্রমণ আর অর্থনৈতিক বিলোপসাধন হচ্ছে দুটি আলাদা বিষয়, এবং এদুটিকে গুলিয়ে ফেললে আমরা ভুল করবো। নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে শুধু সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ, শুধু জমিদার শ্রেণী এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী (বৃহৎ বুর্জোয়া) শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া কিন্তু সাধারণভাবে পুঁজিবাদকে, পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতরকে বা মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া তার লক্ষ্য নয়। চীনের অর্থনৈতিক

পশ্চাৎপদতার দিক থেকে দেখতে গেলে, দেশ জোড়া বিপ্লবের বিজয়ের পরও পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতর স্তরের ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থনীতির পুঁজিবাদী একটা অংশের দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত থাকার অনুমোদন দানের প্রয়োজন তখনও থেকে যাবে। জাতীয় অর্থনীতির শ্রমবিভাজনের নিয়ম অনুসারে জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে হিতকর এই পুঁজিবাদী ভাগের সকল অংশের কিছু পরিমাণ বিকাশের প্রয়োজন থাকবে। এই পুঁজিবাদী ভাগটি সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ হয়েই থেকে যাবে। পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর যে উচ্চতর স্তরের কথা এখানে বলা হয়েছে তারা হচ্ছে অল্পসংখ্যক শ্রমিক ও সহকারী বিনিয়োগকারী ক্ষুদ্র শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীবৃন্দ। তা ছাড়া থাকবেন বিরাট সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হস্তশিল্পীবৃন্দ ও ব্যবসায়ী যারা কোনো শ্রমিক ও সহকারী লোক নিয়োগ করে না এবং এটা না বললেও চলে যে তাদের দৃঢ়তার সঙ্গেই আমাদের রক্ষা করতে হবে। সমগ্র দেশব্যাপী বিপ্লবের বিজয়ের পর নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিশ্রেণীর কাছ থেকে অধিগ্রহণ করা বিপুলায়তন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মালিক হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণভার অর্জন করবে আর থাকবে সামন্ততন্ত্রের কবলমুক্ত স্বাধীন কৃষি অর্থনীতি যদিও মূলতঃ তা বেশ দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীনই থেকে যাবে অবশ্য পরে তাকে ধাপে ধাপে বিকশিত করে সমবায়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই পরিস্থিতিতে এই সমস্ত ক্ষুদে ও মাঝারি পুঁজিবাদী অংশগুলির অস্তিত্ব ও বিকাশ কোনো বিপদের সৃষ্টি করবে না। যে নূতন ধনী কৃষক অর্থনীতি ভূমিসংস্কারের পর গ্রামাঞ্চলে অনিবার্যভাবে দেখা দেবে তার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। অর্থনীতিতে উচ্চতর পেটিবুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়া অংশের প্রতি আমাদের পার্টি ১৯৩১-৩৪ সালে (অযথা অগ্রসর শ্রম-ব্যবস্থার সুযোগসুবিধা, আয়করের অতিরিক্ত উচ্চহার, ভূমিসংস্কার কালে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থের ক্ষতিসাধন এবং লক্ষ্য হিসাবে তথাকথিত "শ্রমিক-কল্যাণের" এমন একটি আদেশ গ্রহণ যা ছিল অদূরদর্শী ও একদেশদর্শী একটি ধারণা তার বদলে উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিসাধন, যৌথ ও ব্যক্তিগত উভয় স্বার্থের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন এবং শ্রমিক ও পুঁজি উভয়ের হিতকর এমন একটি লক্ষ্যগ্রহণ না করে) আমাদের পার্টি যে ভ্রান্ত অতিবামপন্থী নীতিগুলি গ্রহণ করেছিল সেগুলির পুনরাবৃত্তি করা হবে একান্তভাবেই অনুমোদনের অযোগ্য। ঐ ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করা হলে তা শ্রমিক জনগণ ও নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উভয়েরই স্বার্থের ক্ষতি সাধন করবে। চীনের ভূমি আইনের রূপরেখার একটি বিধানে বলা হয়েছে, "শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ও আইনসঙ্গত ব্যবসায়কে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা হবে"। "শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী" বলতে এখানে সমস্ত ছোটোখাটো স্বাধীন

হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিবাদী লোকজনকে বোঝান হচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যায়, নয়া চীনের অর্থনৈতিক কাঠামোতে থাকবেঃ (১) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি যা হবে নেতৃস্থানীয় অংশ; (২) কৃষি অর্থনীতি যা ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবস্থা থেকে যৌথ মালিকানাধীন ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হবে; এবং থাকবে (৩) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের অর্থনীতি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তিগত পুঁজির অর্থনীতি। এইগুলি নিয়েই গড়ে উঠবে সমগ্র নয়াগণতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতি। নয়া-গণতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনাগত মূলনীতি হবে উৎপাদনের বিকাশ সাধন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন, যৌথ ও ব্যক্তিগত এই উভয় স্বার্থের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন এবং শ্রমিক ও পুঁজি উভয়ের হিতসাধন। কোনো নীতি, কর্মনীতি বা কার্যব্যবস্থা যদি এই সাধারণ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তা ভুল হবে।

৭

১৯৪৭ সালের অক্টোবরে প্রচারিত একটি ইশতেহারে গণমুক্তিফৌজ একটি জায়গায় ঘোষণা করেছিলঃ

> শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী, সমস্ত গণসংগঠন, গণতান্ত্রিক পার্টিসমূহ, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ, প্রবাসী চীনা জনগণ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ করুন; একটি জাতীয় সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তুলুন; চিয়াং কাই-শেকের একনায়কতন্ত্রী সরকারকে উচ্ছেদ করুন এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার কায়েম করুন।

এটা হচ্ছে গণমুক্তিফৌজ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একটি মৌলিক রাজনৈতিক কর্মসূচী। উপর দিক থেকে দেখতে গেলে মনে হয় আমাদের বৈপ্লবিক জাতীয় ফ্রন্ট বর্তমান পর্যায়ে প্রতিরোধের যুদ্ধের পর্যায়ের তুলনায় সংকুচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চিয়াং কাই-শেক জাতির স্বার্থকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিক্রয় করে দেওয়ার পর এবং জনগণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ শুরু করার পর এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ও চিয়াং কাই-শেক-গোষ্ঠীর অপরাধজনক কার্যকলাপ চীনা জনগণের সামনে সম্পূর্ণভাবে উদঘাটিত হয়ে পড়ার পর ঠিক এই বর্তমান পর্যায়েই আমাদের জাতীয় সংযুক্তফ্রন্ট বাস্তবিকপক্ষে আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়ে চিয়াং কাই-শেক ও কুওমিনতাঙ চীনের জনগণের কাছে পুরোপুরি অপদস্থ হয়ে যায়নি এবং তখনও নানাভাবে তারা প্রতারণা করতে সমর্থ ছিল। এখন অবস্থা আলাদা; তাদের সকল প্রতারণার চেহারা তাদের কাজের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, জনসাধারণের মধ্যে এখন তাদের কোনো ব্যাপক অনুগামী নেই, তারা পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েছে। কুওমিনতাঙের ঠিক উল্টো, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে শুধু মুক্ত অঞ্চলের ব্যাপকতম জনগণের আস্থা অর্জন করেছে তাই নয় ; তা কুওমিনতাঙ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ও বৃহৎ মহানগরগুলিতেও ব্যাপক গণসমর্থন অর্জন করছে। ১৯৪৬ সালে যদিও চিয়াং কাই-শেকের শাসনাধীন অঞ্চলের পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্চতর স্তরের এবং মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তখন পর্যন্ত তথাকথিত একটা তৃতীয় পথের ধারণা [১] পোষণ করতেন, এই ধারণা এখন একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। যেহেতু আমাদের পার্টি আনুপূর্বিক ভূমিনীতি গ্রহণ করেছে তাই তা প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়কার তুলনায় কৃষক জনসাধারণের অনেক ব্যাপকতর একান্ত আন্তরিক সমর্থন অর্জন করেছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ও চিয়াং কাই-শেকের নিপীড়নের ফলে এবং জনগণের স্বার্থ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করার জন্য আমাদের পার্টির সঠিক নীতির ফলে আমাদের পার্টি শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকজনগণ এবং চিয়াং কাই-শেক অঞ্চলের শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেছে। অনাহার, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং জনগণের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেকের গৃহযুদ্ধের ফলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়ায় জনসাধারণ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন ; তাদের কণ্ঠে এখন মূল শ্লোগান হচ্ছে—ক্ষুধার বিরুদ্ধে, গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়ে বা তার আগে এবং জাপানের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরে আর কোনো সময়ই তাদের জাগরণ এমন স্তরে উন্নীত হয়নি। তারই জন্য আমরা বলছি যে আমাদের নয়া-গণতান্ত্রিক বৈপ্লবিক সংযুক্তফ্রন্ট অতীতের চেয়ে এমন ব্যাপকতর এবং অনেক বেশি সুসংহত। এই বিকাশ শুধু আমাদের ভূমিনীতি এবং শহরাঞ্চলীয় নীতির সঙ্গেই যুক্ত নয়, তা সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গেও যুক্ত। তা যুক্ত রয়েছে গণমুক্তিফৌজের বিজয়, আক্রমণ অভিযান থেকে চিয়াং কাই-শেকের আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় সরে যাওয়া এবং চীনের বিপ্লবের নূতন উচ্চাভিমুখী জোয়ারের সঙ্গে। চিয়াং কাই-শেক শাসন অনিবার্য পতনের মুখে এটা উপলব্ধি করে যে জনগণ এখন তাদের আশা ভরসা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তিফৌজের ওপর স্থাপন করেছেন। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। সমগ্র জনসমষ্টির ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠের সংযুক্ত একটি ফ্রন্ট ছাড়া চীনের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিজয় অর্জন করা অসম্ভব। তাছাড়া, এই সংযুক্ত ফ্রন্টকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় নেতৃত্বাধীনে থাকতে হবে। পার্টির দৃঢ় নেতৃত্ব ছাড়া কোনো বিপ্লবী সংযুক্ত ফ্রন্টের পক্ষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। উত্তরমুখী অভিযান যখন ১৯২৭ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত, পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার আত্মসমর্পনবাদীরা

কৃষক জনগণ, শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপর পার্টির নেতৃত্বকে এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর ওপর পার্টির নেতৃত্বকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে বসে এবং এভাবে বিপ্লবের পরাজয় ঘটায়। প্রতিরোধের যুদ্ধকালে, আমাদের পার্টি আত্মসমর্পনবাদীদের ধ্যানধারণার অনুরূপ ধারণার বিরুদ্ধে, যেমন কুওমিনতাঙের জন-বিরোধী নীতির কাছে নতিস্বীকার করা, জনগণের চেয়ে কুওমিনতাঙের ওপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করা, জনগণকে জাগিয়ে তুলতে সাহস না করা এবং গণসংগ্রামকে পুরো বিকাশ ঘটতে না দেওয়া, মুক্ত অঞ্চলকে এবং জাপান অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের সৈন্যবাহিনীকে সম্প্রসারিত করতে সাহস না করা এবং প্রতিরোধের যুদ্ধের নেতৃত্ব কুওমিনতাঙের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতো ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। আমাদের পার্টি এ ধরনের অক্ষম ও অধঃপতিত যে ধ্যানধারণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিপন্থী তার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালিয়ে "প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে বিকশিত করে তোলা, মাঝারি শক্তিগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসা এবং গোঁড়া শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার" লাইনকে দৃঢ়ভাবে কার্যকর করেছিল এবং মুক্ত অঞ্চল ও গণমুক্তিফৌজকে দৃঢ়তার সঙ্গে সম্প্রসারিত করে তুলেছিল। এতে করে আমাদের পার্টি শুধু জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে তার আগ্রাসনের যুগে পরাজিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল তাই নয়, জাপানের আত্মসমর্পনের পর চিয়াং কাই-শেক যখন তার প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করেছিলেন আমাদের পার্টি তখন অবলীলাক্রমে এবং বিন্দুমাত্র পথভ্রষ্ট না হয়ে চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের মোকাবিলায় জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাট বিরাট বিজয় অর্জন করেছিল। পার্টির সমস্ত কমরেডকেই ইতিহাসের এই শিক্ষাবলীকে গভীরভাবে স্মরণে রাখতে হবে।

৮

প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং কাই-শেকগোষ্ঠী যখন ১৯৪৬ সালে দেশব্যাপী জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল তখন তারা যে সাহস করে এই ঝুঁকি নিয়েছিল তার কারণ হচ্ছে তারা নিছক তাদের নিজেদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ওপরই নির্ভর করেনি, তারা মূলতঃ নির্ভর করেছিল পারমাণবিক বোমার অধিকারী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর। কারণ ওদের তারা "অসাধারণ শক্তিমান" এবং "বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী" বলে মনে করতো। একদিক থেকে তারা ভেবেছিলেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তাদের সামরিক ও আর্থিক সকল প্রয়োজন একটানা যোগানের মাধ্যমে মিটিয়ে দিতে পারবে। অন্যদিকে, তাঁরা উন্মাদের মতো "যুক্তরাষ্ট্রের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য" এবং "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া অনিবার্য" ইত্যাদি উদ্ভট গবেষণা করে চলেছিল। আমেরিকান

সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বিশ্বপুঁজিবাদ যে আঘাত খেয়েছে তার গুরুত্বই এর মধ্যে অভিব্যক্ত ; এর মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির দুর্বলতা, তাদের আতঙ্ক ও আস্থার অভাব ; এর মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বের বৈপ্লবিক শক্তিগুলির পরাক্রম—এই সব কিছু মিলিয়ে সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীলেরা অনুভব করছে যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কি চিয়াং কাই-শেক ও অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীলেরা যে রকম কল্পনা করছে সেইরকম শক্তিশালী ? প্রকৃত পক্ষে তা তাদের জন্য একটানা সাহায্য যোগান দিয়ে যেতে পারবে কি ? না, তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যে অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চিত হয়েছিল তা আজ অনিশ্চিত ও নিয়ত সংকুচিত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারের সম্মুখীন হয়েছে। এই বাজারে আরো সংকুচিত হয়ে পড়লে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে যে তেজীভাবে দেখা দিয়েছিল তা ছিল একান্ত সাময়িক। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি একান্ত বাহ্যিক ও অচিরস্থায়ী। সমাধান-সম্ভাবনারহিত আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বগুলি আগ্নেয়গিরির মতো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে বিপন্ন করে তুলেছে। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এই আগ্নেয়গিরির মুখেই বসে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেছে, ইউরোপ এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে তারা বন্য জন্তুর মতো উন্মত্ত দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, সমস্ত দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে নিয়ে জোট বাঁধছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত সকল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন জাতির জনগণ কর্তৃক উপেক্ষিত মানুষ নামধারী আবর্জনাদের নিয়ে গড়ে তুলছে সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্র-বিরোধী একটি শিবির এবং এই আশায় একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে যে ভবিষ্যতে সুদূর কোনো এক সময়ে একদিন তারা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারবে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে পরাজিত করে দিতে পারবে। এটা এক বিপজ্জনক পরিকল্পনা। বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে এই পরিকল্পনাকে পরাজিত করে দিতেই হবে এবং নিশ্চিতভাবেই তারা তাকে পরাজিত করে দিতে পারবেন। বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে। শত্রুরা নয়, আমরাই আজ অধিকতর ভালো অবস্থায় রয়েছি। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির এর মাঝেই গঠিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল সংকট

থেকে মুক্ত, তা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এবং তা বিশ্বের ব্যাপক জনগণের অভিনন্দন লাভ করছে, তার শক্তি এর মাঝেই সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। যে যুক্তরাষ্ট্র আজ গুরুতর সংকটে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে অধঃপতনের দিকে চলেছে এবং বিশ্বের ব্যাপক জনগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ইউরোপের জন-গণতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদেরকে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে সুসংহত করে তুলছে এবং একে অন্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলছে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির বিকাশ ঘটছে এবং ফ্রান্স ও ইতালীতে তা অগ্রসর হয়ে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি রয়েছে তারা প্রতিদিন শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। লাতিন আমেরিকান জনগণ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের অনুগত ক্রীতদাস নন। সমগ্র এশিয়াতে এক মহান জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবিরের সকল শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে চলেছেন। নয়টি ইউরোপীয় দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি তাদের ইনফরমেশন ব্যুরো গড়ে তুলেছেন এবং বিশ্বের জনগণের কাছে সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন[১০]। সংগ্রামের এই আহ্বান বিশ্বের নিপীড়িত জনগণকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে, তাদের সংগ্রামের অগ্রগমনের পথ রচনা করে দিয়েছে এবং বিজয় সম্পর্কে তাদের অবস্থাকে জোরদার করে তুলেছে। এর ফলে বিশ্বপ্রতিক্রিয়াকে তা আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিঃক্ষেপ করেছে। প্রাচ্যের সকল দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলিকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সাম্রাজ্যবাদের এবং তাদের স্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের নিপীড়নের বিরোধিতা করতে হবে এবং প্রাচ্যের একশ কোটির অধিক নিপীড়িত জনগণের মুক্তিকে তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎকে আমাদের নিজের হাতে গ্রহণ করবো! আমাদের মধ্য থেকে সকল ক্লীব ধ্যানধারণাকেই দূর করে দিতে হবে। যে সকল অভিমত শত্রুর শক্তিকে বড়ো করে দেখে এবং জনগণের শক্তিকে খাটো করে দেখে সেইগুলি ভুল। আমরা সকলে যদি কঠোর প্রয়াস চালাই তা হলে আমরা বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে একযোগে মিলিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের পরিকল্পনাকে নিশ্চিতভাবেই পরাজিত করে দিতে পারবো, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে প্রতিহত করে দিতে পারবো, সকল প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকেই উৎখাত করে দিতে পারবো এবং বিশ্ববাসীর জন্য চিরস্থায়ী শান্তি নিয়ে আসতে পারবো। আমরা এ বিষয়ে ভালোভাবেই অবহিত রয়েছি যে আমাদের এগিয়ে চলার পথে এখনও নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা ও বাধাবিপত্তি রয়েছে এবং আমাদেরকে দেশী ও বিদেশী সকল শত্রুর সর্বোচ্চ প্রতিরোধের জন্য ও মরণপণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েই

থাকতে হবে। কিন্তু মার্কসবাদ-লেলিনবাদের বিজ্ঞানকে যতক্ষণ আমরা আঁকড়ে থাকবো, জনগণের প্রতি অবিচল আস্থা রাখবো, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দাঁড়াবো এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো ততক্ষণ আমরা সকল প্রতিবন্ধকতাকেই পুরোপুরি জয় করে নিতে পারবো এবং যে কোনো বাধাবিপত্তিকেই দূর করে দিতে পারবো। আমাদের শক্তি অপরাজেয় হয়ে দাঁড়াবে। এটা হচ্ছে এমন একটা ঐতিহাসিক যুগ যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে এবং সমাজতন্ত্র এগিয়ে চলেছে বিজয়ের পথে। সামনে ঊষাকাল সমাগত, আমাদের এখন সর্বশক্তি নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে।

টীকা

১। বিভিন্ন ফ্রন্টে গণমুক্তিফৌজ কিভাবে পরপর আক্রমণ অভিযানের পর্যায়ে চলে গেল এবং যুদ্ধকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে নিয়ে গেল সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হলে বর্তমান খণ্ডের "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট বিজয় এবং মুক্তিফৌজে নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে" শীর্ষক রচনার ৪নং টীকা দেখুন।

২। হোনান প্রদেশের চেংচাওয়ে অবস্থিত কুওমিনতাঙের শান্তিস্থাপনকারী বাহিনীর সদর দপ্তরের পরিচালক লিউচিকে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুং-এর তিংতাও-এর যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নভেম্বর মাসে পদচ্যুত করা হয়। সুয়েউয়েই ছিলেন কিয়াংসু প্রদেশের সুচাওস্থ কুওমিনতাঙ শান্তিস্থাপনকারী বাহিনীর সদর দপ্তরের পরিচালক; তার পরিচালনাধীন কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে ধারাবাহিকভাবে যে গুরুতর পরাজয় বরণ করেছিল তার জন্য তাকে পদচ্যুত করা হয়; তিনি যেসব যুদ্ধে পরাজিত হন সেগুলি হচ্ছেঃ ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কিয়াৎসু প্রদেশের সুচিয়েনের উত্তরাঞ্চলে পরিচালিত অভিযান; ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে শানতুং-এর দক্ষিণাঞ্চলে পরিচালিত অভিযান; এবং ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মধ্য শানতুং-এর লাইয়ু অভিযান। কুওমিনতাঙের শান্তিস্থাপনকারী বাহিনীর সুচাও সদর দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টার উচিউয়েই-কে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সুচিয়েনের উত্তরাঞ্চলের অভিযানে পরাজয়ের জন্য ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে পদচ্যুত করা হয়। কুওমিনতাঙের প্রথম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি তাঙ এন-পোকে মে মাসে দক্ষিণ শানতুংয়ের মেংলিয়াংকু-র যুদ্ধে কুওমিনতাঙের পুনর্গঠিত ৭৪তম ডিভিশন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের জুন মাসে পদচ্যুত করা হয়। কুওমিনতাঙের চতুর্থ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি ওয়াং চুংলিয়েন-কে জুলাই মাসের দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুং অভিযানে পরাজয়ের জন্য ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পদচ্যুত করা হয়। কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শান্তিরক্ষা-বাহিনীর সদর দপ্তরের সেনাপতি তু উ-মিং এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুওমিনতাঙ জেনারেলিসিমোর সদর দপ্তরের ডাইরেক্টার সিয়ুং শী-হুই—এই দুজনকেই ১৯৪৭ সালের জুন মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ অভিযানে গণমুক্তিফৌজের হাতে গুরুতর

পরাজয়ের জন্য পদচ্যুত করা হয়। কুওমিনতাঙের একাদশ যুদ্ধ এলাকার সেনাপতি সান লিয়েনংচুং-কে হোপেই প্রদেশের পাওতিংয়ে অবস্থিত শান্তিস্থাপনকারী বাহিনীর সদর দপ্তরের ডাইরেক্টারের পদ থেকে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে পাওতিংয়ের উত্তর অঞ্চলের সুশী অভিযানে এবং চিংসাং অভিযানে পরাজয়ের জন্য নীচের পদে নামিয়ে দেওয়া হয়। চিয়াং কাই-শেকের চীফ অফ স্টাফ চেন চেং-কে পদাবনতি ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয় কেন না তিনি শানতুং প্রদেশে তার পরিচালিত অভিযানগুলিতে পরপর পরাজিত হয়েছিলেন।

৩। এই নির্দেশটির জন্য বর্তমান খণ্ডের "তিন মাসের খতিয়ান" শীর্ষক রচনাটির ৪নং টীকা দেখুন।

৪। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় ভূমি সম্মেলন ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হোপেই প্রদেশের পিংশান জেলার সিপাইপো গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত চীনের ভূমি আইনের রূপরেখা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৭ সালের ১০ই অক্টোবর প্রকাশ করে। তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

> সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী শোষণমূলক ভূমি ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা হবে এবং কৃষকদের হাতে জমিদারের ব্যবস্থাকে কার্যকর করা হবে।
>
> গ্রামের জমিদারদের এবং এজমালী সমস্ত জমি স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলি অধিগ্রহণ করবে এবং সেখানকার সকল জমিকে নরনারী ও বয়স নির্বিশেষে গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে।
>
> গ্রামের কৃষকসমিতিগুলি জমিদারদের চাষবাসের সকল পশু, কৃষি যন্ত্রপাতি, ঘরভাড়া, শস্য ও অন্যান্য সম্পত্তি অধিগ্রহণ করবে, ধনী কৃষকদের এই ধরনের সকল উদ্বৃত্ত সম্পত্তির দখল নেবে, কৃষক ও অন্যান্য গরীব মানুষ যাদের এসবের প্রয়োজন রয়েছে তাদের মধ্যে এই সম্পত্তি বিলি বন্টন করে দেবে এবং জমিদারগণকেও সমান অংশ বরাদ্দ করা হবে।

তাই এই ভূমি আইনের রূপরেখা "জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা ও কৃষকদের মধ্যে তা বিলি করে দেওয়ার" ১৯৪৬ সালের "৪ঠা মে-র নির্দেশ"-এ লিপিবদ্ধ মূলনীতিকে যে শুধু অনুমোদন করেছে তাই নয়, ঐ নির্দেশের আনুপূর্বিকতার দিক থেকে যে অভাব রয়ে গিয়েছিল তাও তা দূর করে দিয়েছিল কারণ তাতে কিছু কিছু জমিদারের প্রতি বেশি পরিমাণ বিবেচনা প্রদর্শন করা হয়েছিল।

৫। পরবর্তীকালে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় চীনের ভূমি আইনের রূপরেখায় নির্ধারিত ভূমির সমবণ্টনের পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন করা হয়। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার "পুরানো ও আধাপুরানো অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের কাজকর্ম এবং পার্টির সংহতি সাধন সম্পর্কে নির্দেশাবলীতে" নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে পুরানো ও আধা-পুরানো যেসব মুক্ত অঞ্চলে সামন্ত প্রথাকে এর মাঝেই উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে আর কোনো ভূমির সমবণ্টন হবে না, কিন্তু যে গরীব কৃষক

ও ক্ষেতমজুরেরা এখনও সম্পূর্ণভাবে সামন্তবাদী জোয়ালকে দূর করে দিতে পারেননি এমন অবস্থা দেখা দিলে, ব্যবস্থা করে যাদের উদ্বৃত্ত রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিয়ে কিছু পরিমাণ জমি ও উৎপাদনের উপকরণ যাদের অভাব রয়েছে তাদের দিতে হবে, যাদের ভালো জিনিস রয়েছে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাদের খারাপ জিনিস রয়েছে তাদের দিতে হবে কিন্তু মাঝারি কৃষকদের গরীব কৃষকের চেয়ে গড়পড়তা বেশী জমি রাখতে দেওয়া হবে। যেসব অঞ্চলে এখনও সামন্ত ব্যবস্থা বহাল রয়েছে সেখানে সমবণ্টন জমিদারদের এবং পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের জমি ও সম্পত্তির ক্ষেত্রেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ থাকবে। সকল ক্ষেত্রেই মাঝারি কৃষক ও নূতন ধাঁচের ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ সঙ্গতি সাধনের জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়লেই এবং মালিকেরা যথার্থ সম্মতি দিলেই শুধু অনুমোদন করা যেতে পারে। নূতন মুক্ত অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো মাঝারি কৃষকের জমিই অধিগ্রহণ করা চলবে না।

৬। চীনের ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে ধনী কৃষকদের প্রশ্নটি বিশেষ ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত একটি অভিনব প্রশ্ন। চীনের ধনী কৃষকেরা বহু পুঁজিবাদী দেশের ধনী কৃষকদের চেয়ে দুটি দিক থেকে পৃথক ঃ প্রথমতঃ, তাদের সাধারণভাবে ও বেশ কিছু পরিমাণে সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী শোষকদের প্রকৃতি রয়েছে, এবং দ্বিতীয়তঃ, এই ধনী কৃষক অর্থনীতি দেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থান দখল করে ছিল না। চীনে জমিদারশ্রেণীর সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপক গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরেরাও ধনী কৃষকদের সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী শোষণের অবসান দাবী করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি ও সম্পত্তি দখল করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে এবং এভাবে ব্যাপক গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুর জনসাধারণের দাবী পূরণ করে এবং গণমুক্তিযুদ্ধের বিজয় সুনিশ্চিত করে। যুদ্ধ অগ্রসর হয়ে যেতে থাকলে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নূতন মুক্ত অঞ্চলের ভূমি সংস্কারের জন্য নূতন নীতি নির্ধারণ করে। এই সংস্কারকে দুই স্তরে ভাগ করা হয় ঃ প্রথম স্তরে লক্ষ্য ছিল, ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করে তোলা এবং জমিদারদের ও মুখ্যতঃ বড় জমিদারদের বিরুদ্ধে আঘাত কেন্দ্রীভূত করা ; দ্বিতীয় স্তরে লক্ষ্য ছিল, জমিদারদের জমি বণ্টন করার সময় ধনী কৃষকেরা যে জমি খাজনায় খাটায় এবং তাদের উদ্বৃত্ত জমিও বণ্টন করতে হবে কিন্তু ধনী কৃষকদের জমিদারের চেয়ে পৃথক করে দেখা হবে (বর্তমান খণ্ডের "নূতন মুক্ত অঞ্চলে ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত অপরিহার্য বিষয়গুলি" শীর্ষক অধ্যায়টি দেখুন)। চীন গণসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, জনগণের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ সালের জুন মাসে যে ভূমিসংস্কার আইন ঘোষণা করেন তাতে ব্যবস্থা করা হয় যে ধনী কৃষকেরা যে জমি খাজনায় খাটান তা অংশত বা পুরোপুরি দখল করা হবে কিন্তু তাদের বাকী জমি ও সম্পত্তি রক্ষা করা হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী স্তরে ধনী কৃষক অর্থনীতির বিলোপ ঘটে কারণ কৃষি সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটে এবং গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশ সাধিত হয়।

৭। অর্থাৎ একটি ধনী কৃষক পরিবার গড়ে একটি গরীব কৃষক পরিবারের চেয়ে বেশী ও উন্নততর জমির মালিক ছিল। সামগ্রিকভাবে সারা দেশের হিসাবে চীনের ধনী কৃষকদের উৎপাদনের উপায়ের পরিমাণ এবং তাদের কৃষি উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। চীনের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ধনী কৃষক অর্থনীতি কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে ছিল না।

৮। ১৯৪২-৪৩ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সমগ্র পার্টিতে কাজের ধারা শুদ্ধিকরণের অন্দোলনের কথাই এখানে বলা হচ্ছে; তার বিষয়বস্তু ছিল—আত্মগত চিন্তাধারা, সংকীর্ণতাবাদ ও ছকে বাঁধা পার্টিগত রচনারীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কমরেড মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে এই শুদ্ধিকরণ অন্দোলন মূলনীতি হিসাবে "অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার পুনরাবৃত্তি পরিহার করা" "রোগ দূর করে রোগীকে রক্ষা করা" এবং "কমরেডদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় ভ্রান্ত চিন্তাকে দূরে রাখা"কে গ্রহণ করে। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতির মাধ্যমে এই আন্দোলন "বাম" ও দক্ষিণপন্থী যে ভুলগুলি বিভিন্ন সময়ে পার্টির ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল সেগুলিকে তাদের মূলে প্রবেশ করে সংশোধন করে; ব্যাপক পার্টি সদস্যদের ভাবাদর্শগত স্তরকে তা বিরাটভাবে উন্নত করে, পার্টির মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পার্টির ভিতরে চিন্তার ঐক্যসাধনে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করে এবং সমগ্র পার্টিতে এভাবে উচ্চস্তরের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

৯। গণমুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক স্তরে কিছু কিছু গণতন্ত্রী ব্যক্তি এই ভাবনায় মশগুল ছিলেন যে তারা তথাকথিত তৃতীয় একটি পথ খুঁজে পাবেন যা কুওমিনতাঙের বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বের চেয়ে স্বতন্ত্র হবে। এই তৃতীয় পথ আসলে ছিল ব্রিটিশ আমেরিকান ধাঁচের বুর্জোয়া একনায়কত্ব।

১০। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ-তে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের প্রতিনিধিদের একটি সভায় ইনফরমেশন ব্যুরো গঠিত হয়; বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিরা এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন। পরে রুমানিয়ায় ১৯৪৮ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত একটি সভায় যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টিকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করা হয়; কারণ ঐ পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-বিরোধী অবস্থান আঁকড়ে থাকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদের দাসত্বের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণের কাছে ইনফরমেশন ব্যুরো যে আহ্বান জানিয়েছিল বলে এখানে কমরেড মাও সে-তুঙ উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে ব্যুরোর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের সভায় গৃহীত "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত ঘোষণা"।

রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে

৭ই জানুয়ারি, ১৯৪৮

কেন্দ্রীয় কমিটিকে সময়োচিত সংবাদ সরবরাহ করা যাতে করে তা সমস্ত অঞ্চলকে ঘটনা ঘটার আগে বা পরে তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে পারে এবং ভুলভ্রান্তি পরিহার করা বা অল্প সংখ্যক ভুল করা এবং বিপ্লবী যুদ্ধে আরো বিপুলতর বিজয় অর্জন করা যায় তার জন্য এই বছর থেকে শুরু করে নিম্নে বর্ণিত রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হলো।

১। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি ব্যুরো ও সাব-ব্যুরোর পক্ষে সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির ও তার চেয়ারম্যানের কাছে (তার নিজের লেখা, সহকারীদের দ্বারা লিখিত নয়)। একটি দ্বি-মাসিক পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করার জন্য দায়িত্বশীল থাকবেন। রিপোর্টে সামরিক, রাজনৈতিক, ভূমি সংস্কার, পার্টির সংহতিসাধন, অর্থনৈতিক,

---

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন। এই নির্দেশে রিপোর্ট প্রদানের যে ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় তা ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘকাল ধরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে উচ্চে তুলে ধরার জন্য এবং শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের প্রবণতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন সেই সংগ্রামের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নূতন পরিস্থিতিরই প্রকাশ। ঐ সময়ে এই সমস্যাটি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে বিরাট অগ্রগতি ঘটে গিয়েছিল। বহু মুক্ত অঞ্চল তখন একে অন্যে যুক্ত হয়ে পড়েছে, বহু মহানগর মুক্ত হয়ে গেছে বা মুক্ত হতে যাচ্ছে, গণমুক্তিফৌজ আরো অনেক বেশী পরিমাণে একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে, গণমুক্তির যুদ্ধ আরো অনেক বেশি পরিমাণে একটি নিয়মিত যুদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং দেশব্যাপী বিজয় তখন দৃষ্টির সামনে এসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পার্টি যাতে দ্রুত পার্টিতে ও সৈন্যবাহিনীতে শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের যে কোনো অবস্থাকে দূর করে দিতে পারে তা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে কেন্দ্রীভূত করা যায় বা করা সম্ভব এমন সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রিপোর্ট প্রদানের একটি কঠোর ব্যবস্থার প্রচলন ছিল এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে পার্টির গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রশ্নে বর্তমান খণ্ডের "১৯৪৮ সালে ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতি সাধনের করণীয় কর্তব্য" শীর্ষক রচনা এবং "সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার" (শীর্ষক অধ্যায়ের ৪নং বিষয় দেখুন)।

প্রচার ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, এইসকল কার্যকলাপের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ও প্রবণতাগুলি দেখা দিয়েছে এবং সেগুলির মোকাবিলার জন্য যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তার সমূহ বিষয়ই থাকবে। প্রতিটি রিপোর্ট মোটামুটি এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বিশেষ ক্ষেত্রেও তা দুহাজার শব্দ ছাড়িয়ে যাবে না। যদি একটি রিপোর্টে সব বিষয় ধরানো না যায়, দুটি রিপোর্ট লিখুন, বা প্রথম রিপোর্টে কিছু কিছু প্রশ্নের ওপর জোর দিন এবং অন্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন এবং পরবর্তী রিপোর্টে শেষের বিষয়গুলির ওপর জোর দিন এবং আগের বিষয়গুলি নিয়ে সংক্ষেপে লিখুন। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বিষয়বস্তুর দিক থেকে যথাযথ এবং বাক্য প্রয়োগের দিক থেকে তীক্ষ্ণ হওয়া চাই এবং সমস্যা ও বিতর্কিত বিষয়গুলি এতে সুচিহ্নিত হওয়া চাই। প্রতি বে-জোড় মাসে রিপোর্ট লিখতে হবে এবং তারযোগে তা পাঠাতে হবে। এটাকে নিয়মিত রিপোর্ট হতে হবে এবং নির্দেশের জন্য অনুরোধ জানিয়ে প্রতি ব্যুরো বা সাব-ব্যুরোর সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে তা কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার চেয়ারম্যানের কাছে পেশ করার জন্য দায়িত্বশীল থাকবেন। সম্পাদক যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক অভিযান পরিচালনায় লিপ্ত থাকবেন, তখন তিনি তার নিজের রিপোর্ট দেওয়া ছাড়াও কার্যকরী সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদককে পশ্চাৎ অঞ্চলের কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট করার দায়িত্ব দেবেন। মাঝে মাঝে যেসব রিপোর্ট দেওয়া হবে তা এর মধ্যে পড়বে না এবং নির্দেশের জন্য যে অনুরোধ জানানো হবে তা ব্যুরো বা সাব-ব্যুরোগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছেই পেশ করতে থাকবেন।

নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ কর্মনীতি সংক্রান্ত রিপোর্টের এবং নির্দেশের জন্য অনুরোধের এই যে ব্যবস্থার প্রচলন আমরা করছি, তার কারণ হচ্ছে আমাদের পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের পর, ব্যুরো ও সাব-ব্যুরোর কিছু কমরেড (সবাই নন) এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রিপোর্ট পাঠানোর এবং একটি ঘটনা ঘটার আগে বা পরে নির্দেশ চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না বা তারা কিছু কিছু টেকনিক্যাল বিষয়েই শুধু রিপোর্ট পাঠান বা পরামর্শ চান; তার ফলে কেন্দ্রীয় কমিটি পরিষ্কারভাবে বা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে প্রধান প্রধান কার্যকলাপ ও কর্মনীতি সম্পর্কে (গৌণ প্রকৃতির গুরুত্বসম্পন্ন বা টেকনিক্যাল প্রকৃতির বিষয় সম্পর্কে নয়) বুঝতে পারেন না এবং তার ফলে এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে যা সংশোধনের অতীত হয়ে গেছে বা সংশোধন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে বা যেগুলির সংশোধন করা যায় বটে কিন্তু এর মাঝেই ক্ষতি যা সাধিত হওয়ার হয়ে গেছে। সেসব ব্যুরো এবং সাব-ব্যুরো আগে থেকে নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছেন বা পরে রিপোর্ট পেশ করেছেন তারা এ ধরনের ক্ষয়ক্ষতি পরিহার করতে পেরেছেন বা কমিয়ে আনতে পেরেছেন। এই বছর থেকে শুরু করে, পার্টির সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে উচ্চতর স্তর থেকে নির্দেশের জন্য না বলায় বা পরে রিপোর্ট পেশ

না করার বদ অভ্যাসটি সংশোধন করতে হবে। ব্যুরো এবং সাব-ব্যুরোগুলি যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির আগে পক্ষ থেকে তাদের ওপর অর্পিত কাজ করার জন্য নিযুক্ত সংস্থা তাই তাদেরকে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠতম সংযোগ রেখে চলতে হবে। একইভাবে, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলিকে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো ও সাব-ব্যুরোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে চলতে হবে। আজ যখন বিপ্লব নূতন প্রবল এক জোয়ায়ের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে এই যোগাযোগগুলিকে তখন জোরদার করে তুলতেই হবে।

২। ফীল্ড সৈন্যবাহিনী ও সামরিক এলাকাসমূহ রিপোর্ট পেশ করা এবং যখন প্রয়োজন রণনীতিগত বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ চেয়ে অনুরোধ জ্ঞাপনের তাদের দায়দায়িত্ব ছাড়াও আগের মতোই যুদ্ধে লাভ ক্ষতির ব্যাপারে, গোলাগুলি ব্যবহার এবং তাদের সৈন্যবাহিনীর প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে মাসিক রিপোর্ট দেওয়া ছাড়াও, পূর্ণাঙ্গ কর্মনীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং নির্দেশ চেয়ে এই বছর থেকে শুরু করে প্রতি দুইমাসে একবার করে অবশ্যই পাঠাবেন। এতে সৈন্যদের শৃঙ্খলা, তাদের জীবন যাত্রার অবস্থা, কমাণ্ডার ও সৈনিকদের মনোবল, কমাণ্ডার ও সৈনিকদের মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে কিনা এবং দিয়ে থাকলে তা দূর করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, কলাকৌশলে ও রণকৌশলের দিক থেকে অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি কী হয়েছে, শত্রুর সৈন্যবাহিনীর সবলতা ও দুর্বলতার দিকগুলি এবং তাদের মনোবল উচ্চে না নীচুতে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ, ভূমিনীতি কার্যকর করা, শহর সংক্রান্ত নীতি এবং বন্দীদের সম্পর্কে নীতি ও ঐসব নীতির ক্ষেত্রে বিচ্যুতিগুলি দূর করার ব্যাপারে গৃহীত পদ্ধতি সৈন্যবাহিনী ও জনগণ এবং জনগণের বিভিন্নস্তরের মধ্যেকার মনোভাব ইত্যাদি সবকিছুই থাকা দরকার। এইসব রিপোর্টের দৈর্ঘ্য, লেখার পদ্ধতি, প্রেরণের সময় কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো ও সাব-ব্যুরোর রিপোর্টের ক্ষেত্রে যেভাবে নির্ধারিত করা হয়েছে তারই অনুরূপ হবে। রিপোর্ট পাঠানোর সময়ে যদি জোর লড়াই চলতে থাকে (অর্থাৎ প্রতি বে-জোড় মাসের প্রথম দিকে) তবে রিপোর্ট প্রদান কদিন এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া চলবে কিন্তু তার কারণ দেখাতে হবে। রাজনৈতিক কাজ সম্পর্কে যে অংশ থাকবে সেই অংশের খসড়া সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের পরিচালক রচনা করবেন, কমাণ্ডার ও পলিটিক্যাল কমিশনার তা পরীক্ষা করে ও সংশোধন করে দেবেন এবং তারপর তিনজনেই যুক্তভাবে তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। এই রিপোর্টগুলি পার্টির সামরিক কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে তার-যোগে পাঠাতে হবে। ব্যুরো এবং সাব-ব্যুরোর কাছে এইসব রিপোর্ট চাওয়ার সময় যেসব কারণ দেখানো হয়েছে সেই একই কারণেই আমরা পূর্ণাঙ্গ কর্মনীতি সংক্রান্ত এইসব রিপোর্ট চাই।

পার্টির বর্তমান কর্মনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৪৮

(১) পার্টির অভ্যন্তরের ভ্রান্ত প্রবনতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমস্যা

শত্রুর শক্তিকে বাড়িয়ে দেখার বিরোধিতা করুন ; উদাহরণ হিসাবে ঃ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভয় ; কুওমিনতাঙ অঞ্চলে যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ; মুৎসুদ্দী-সামন্ত প্রথাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে ভয় ; জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করতে এবং আমলাতান্ত্রিক-পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে ভয় ; দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানোর ভয় ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সবগুলিই ভুল। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ এবং চীনে চিয়াং কাই-শেকগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন এর মাঝেই পচে গলে গেছে এবং তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাদের অবজ্ঞা করার কারণ আমাদের রয়েছে এবং আমরা যে চীনের জনগণের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বিদেশীয় শত্রুদের পরাজিত করে দেবোই এতে আমরা আস্থাবান এবং সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রতিটি খণ্ড হিসাবে, প্রতিটি নির্দিষ্ট সংগ্রামে (সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতাদর্শগত সংগ্রামে) আমাদের কোনো সময়ই শত্রুকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করা চলবে না ; বরং উল্টো, শত্রুকে আমাদের গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা চাই এবং বিজয় অর্জন করার জন্য যুদ্ধে আমাদের সমূহ শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা চাই। রণনীতিগতভাবে, সামগ্রিকভাবে এটা আমরা সঠিকভাবে দেখিয়ে দিয়েছি যে শত্রুকে আমাদের তুচ্ছজ্ঞান করতে হবে, কিন্তু অংশ হিসাবে, কোনো একটা নির্দিষ্ট সংগ্রামে শত্রুকে আমাদের কোনো সময়েই হালকাভাবেই গ্রহণ করা চলবে না। যদি সামগ্রিক বিচারে আমরা আমাদের শত্রুর শক্তিকে বাড়িয়ে দেখি এবং তারই জন্য তাকে উচ্ছেদ করে দিতে সাহসী না হই তবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুল করে বসবো। অন্যদিকে, যদি আমরা প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে, প্রতিটি নির্দিষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে সুবিবেচনা প্রদর্শন না করি, সতর্কভাবে অধ্যয়ন করে সংগ্রামের কলাকৌশলকে নিখুঁত করে না তুলি, আমাদের সকল শক্তিকে

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি রচনা করেছিলেন। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার পরিচিতি-জ্ঞাপক বক্তব্যটি দেখুন।

সংগ্রামের জন্য কেন্দ্রীভূত না করি এবং সপক্ষে নিয়ে আসা যায় এমন সকল মিত্রকে (মাঝারি কৃষকগণ, ক্ষুদে স্বাধীন হস্তশিল্পীবৃন্দ ও ব্যবসায়ী, মাঝারি বুর্জোয়ারা, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবীরা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের) পক্ষে নিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট মনোযোগ না দিই তবে আমরা "বামপন্থী" সুবিধাবাদী ভুল করে বসবো।

পার্টির অভ্যন্তরের "বামপন্থী বা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে, আমাদের সেনাবাহিনীকে বিজয়ের সময়ে "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং পরাজয়ের সময়ে বা যখন আমরা অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারছি না তখন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে যেখানে জনগণকে এখনও একান্তভাবে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি এবং সংগ্রাম এখনও উন্মোচিত হয়ে ওঠেনি তখন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, এবং যখন জনগণ একান্তভাবে জেগে উঠেছেন এবং সংগ্রাম এর মাঝেই উন্মোচিত হয়ে উঠেছে তখন "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

(২) ভূমিসংস্কার ও গণআন্দোলনের কর্মনীতি সংক্রান্ত কয়েকটি বাস্তব সমস্যা

১। গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের স্বার্থরক্ষা এবং গরীব কৃষকদের সংঘগুলির অগ্রসর ভূমিকাই হওয়া চাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আমাদের পার্টিকে গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের মাধ্যমেই ভূমিসংস্কার শুরু করতে হবে এবং কৃষক সমিতিগুলিতে এবং গ্রামাঞ্চলের সরকারী সংস্থাগুলিতেও তাদেরকে অগ্রসর ভূমিকা পালন করতে দিতে হবে। এই অগ্রসর ভূমিকার রূপ হচ্ছে অভিন্ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যস্থাপন করা, মাঝারি কৃষকদের একপাশে সরিয়ে রাখা নয় বা কাজকর্ম নিজেরা একচেটিয়া করায়ত্ত করে নেওয়া নয়। পুরানো মুক্ত অঞ্চলগুলিতে যেখানে মাঝারি কৃষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরেরা সংখ্যালঘু সেখানে মাঝারি কৃষকদের অবস্থান বিশেষভাবেই গুরত্বপূর্ণ। "গভীর কৃষক এবং ক্ষেত মজুরেরাই দেশ জয় করছেন এবং তারাই দেশ শাসন করবেন" এই শ্লোগানটি ভুল। গ্রামে গ্রামে ক্ষেত মজুর, গরীব কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মিলিত হয়েই দেশকে জয় করছেন এবং তারাই দেশকে শাসন করবেন এবং একা গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুররাই শুধু দেশকে জয় করছেন এবং তারাই দেশকে শাসন করবেন এটা সঠিক নয়। সামগ্রিকভাবে গোটা দেশ হিসাবে, শ্রমিক, কৃষক (নূতন ধনী

কৃষকগণসহ), ক্ষুদে স্বাধীন হস্তশিল্পীবৃন্দ ও ব্যবসায়ী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি কর্তৃক নিপীড়িত এবং ক্ষতিগ্রস্ত মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিগণ, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবীরা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ, আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতগণ, সাধারণ সরকারী কর্মচারী, নিপীড়িত সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ ও বিদেশে প্রবাসী চীনা জনগণ এরা সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে (কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে) মিলিত হয়ে দেশকে জয় করছেন এবং তারাই দেশকে শাসন করবেন এবং কিছুমাত্র লোক দেশকে জয় করছেন এবং তারাই শুধু দেশকে শাসন করবেন এটা সঠিক কথা নয়।

২। মাঝারি কৃষকদের প্রতি কোনো হঠকারী নীতি গ্রহণ করা আমাদের পরিহার করে চলতে হবে। মাঝারি কৃষক এবং অন্যান্য স্তরের যেসব লোকজনের শ্রেণীতে মর্যাদা ভুলভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল অবশ্যই তার সংশোধন করে নিতে হবে এবং তাদের যে সম্পত্তি বিলিবণ্টন করা হয়েছে যথাসম্ভব তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কৃষকদের প্রতিনিধি এবং কৃষকদের কমিটিসমূহের ক্ষেত্রে মাঝারি কৃষকদের বাদ দেওয়ার প্রবনতা এবং ভূমিসংস্কারের সংগ্রামে গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মাঝারি কৃষকদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর প্রবনতাকে সংশোধন করতে হবে। যদি তাদের মোট আয়ের শতকরা পঁচিশভাগের কম শোষণ থেকে আয় হয় তবে সেই কৃষকদের মাঝারি কৃষক হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করতে হবে এবং যদি তার বেশি শোষণ থেকে আয় হয় তবে তাদের ধনী কৃষক হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হবে। সম্পন্ন মাঝারি কৃষকদের জমি মালিকদের সম্মতি ছাড়া বিলিবন্টন করা চলবে না।

৩। মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতি কোনো হঠকারী নীতি গ্রহণ করা আমাদের পরিহার করে চলতে হবে। মুক্ত অঞ্চলে এর আগে যে সকল ব্যক্তিগত শিল্প ও বাণিজ্য জাতীয় স্বার্থের পক্ষে হিতকর সেগুলিকে রক্ষা করার এবং তাদের বিকাশকে উৎসাহিত করার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তা সঠিকই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাকে অব্যাহত রাখতে হবে। জমিদার এবং ধনী কৃষকদের শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত হতে উৎসাহদানের যে নীতি খাজনা ও সুদ হ্রাসের অধ্যায়ে গৃহীত হয়েছিল তাও সঠিক ছিল ; এই নূতন উদ্যোগে লিপ্ত হওয়াকে একটা "ছদ্মবেশ" বলে গণ্য করা এবং তারই জন্য এই উদ্যোগের বিরোধিতা করা ও এভাবে উদ্যোগে নিয়োজিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও তা বিলিবণ্টন করে দেওয়া ভুল হবে। সাধারণভাবে জমিদার ও ধনীকৃষকদের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকে রক্ষা করতে হবে ; আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিগণ এবং প্রকৃত প্রতিবিপ্লবী আঞ্চলিক স্বৈরাচারীদের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকেই শুধু বাজেয়াপ্ত করা চলতে পারে। শিল্প ও বাণিজ্যিক যে সংস্থাগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে তার মধ্যে যেগুলি জাতীয় অর্থনীতির

পক্ষে হিতকর, রাষ্ট্র এবং জনগণ কর্তৃক অধিগ্রহণের পর সেগুলিকে চালু রাখতে হবে এবং ঐগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া বা বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে হিতকর শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর পরিচালন কর হিসাবে শুধু সেই পরিমাণ লেভিই ধার্য করা হবে যাতে করে তাদের বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো হানি না হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেই পরিচালন কর্তৃপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়নকে যুক্ত পরিচালন কমিটি স্থাপন করে ব্যয় হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যৌথ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের হিতসাধন করার জন্য পরিচালনার কাজকর্মকে জোরদার করে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও ব্যয় হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শ্রমিক ও পুঁজি উভয়ের হিতসাধন করার জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদের জীবন-তালিকার মানকে যথোপযুক্তভাবে উন্নত করে তুলতে হবে কিন্তু অন্যায্য উচ্চ মজুরি এবং অ-কল্যাণকর ব্যবস্থা পরিহার করতে হবে।

৪। ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানকর্মী, শিল্পী ও সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কোনো হঠকারী নীতি গ্রহণ আমাদের পরিহার করে চলতে হবে। চীনের ছাত্র আন্দোলন এবং বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এটা প্রমাণ করেছে যে এই লোকজনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরাই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন বা নিরপেক্ষ থেকে যাবেন; গোঁড়া প্রতিবিপ্লবীরা ক্ষুদ্রসংখ্যালঘু মাত্র। সুতরাং আমাদের পার্টিতে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, বিজ্ঞানকর্মী, শিল্পী এবং সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সতর্ক মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। তাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্য স্থাপন করতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রের গুণাগুণ অনুসারে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তাদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের মধ্যেকার গোঁড়া প্রতিবিপ্লবীদের অতি অল্প সংখ্যককেই গণনীতি অনুসারে যথোপযুক্তভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

৫। আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের প্রশ্নে। সরকারী সংস্থা সমূহে (পরামর্শদাতা পর্ষৎ সমূহে এবং সরকারে) আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের সঙ্গে আমাদের পার্টির সহযোগিতা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে মুক্ত অঞ্চলে একান্ত প্রয়োজনীয় ও সফল প্রমাণিত হয়েছিল। যে অলোকপ্রাপ্ত অভিজাতরা আমাদের পার্টির সঙ্গে এক যোগে নানা দুঃখযন্ত্রণা সয়েছেন ও কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং বেশ কিছু অবদান রেখেছেন প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতি গুণাগুণ অনুসারে উপযুক্ত সুবিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে; শুধু দেখতে হবে এতে করে যেন ভূমি সংস্কারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। রাজনৈতিকভাবে যারা বেশ ভালো এবং দক্ষ তাদের সরকারী সংস্থাসমূহের উচ্চপদেই বহাল থাকতে দিতে হবে এবং যথোপযুক্ত কাজকর্ম করতে দিতে হবে। যারা রাজনৈতিক দিক থেকে বেশ ভালো কিন্তু দক্ষ নন, তাদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা দান করতে হবে।

যারা জমিদার ও ধনী কৃষকদের বংশোদ্ভূত কিন্তু যারা জনগণের গভীর ঘৃণার লক্ষ্য হয়ে ওঠেননি তাদের সামন্ততান্ত্রিক তালুক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিকে ভূমি আইন অনুসারে বিলিবন্টন করে দেওয়া চলবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তারা ব্যাপক গণসংগ্রামের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ান। যারা আসলে সব সময়ই অসদাচারী, যারা জনগণের কোনে উপকারেই আসবে না, যারা ব্যাপক জনগণের চূড়ান্ত ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে বা এরকম যারা সরকারী সংস্থায় চুপিসারে ঢুকে পড়েছে তাদের জনগণের আদালতের কাছে বিচারের জন্য হাজির করতে হবে এবং আঞ্চলিক স্বৈরাচারী হিসাবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। নূতন ধনী কৃষক এবং পুরানো ধনী কৃষকের মধ্যে[২] আমাদের পার্থক্য করতে হবে। নূতন ধনী কৃষকদের এবং সম্পন্ন কৃষকদের খাজনা ও সুদহ্রাসের সময়ে যে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল তা মাঝারি কৃষকদের আশ্বস্ত করার ব্যাপারে এবং মুক্ত অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বিকাশের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছিল। জমির সমবণ্টনের পর কৃষকেরা যাতে ভালো করে খেয়ে পরে বাঁচতে পারেন তার জন্য তাদের উৎপাদন বিকাশের আহ্বান জানাতে হবে এবং তাদের পারস্পরিক সাহায্যকারী ও কৃষি-সমবায়ী সংগঠন যেমন, শ্রম-বিনিময়কারী টীম, পারস্পরিক সাহায্যকারী টীম এবং কর্ম-বিনিয়োগকারী গ্রুপ[৩] গড়ে তোলার পরামর্শ দিতে হবে। পুরানো মুক্ত অঞ্চলের নূতন ধনী কৃষককে জমির সমবণ্টনকালে সম্পন্ন মাঝারি কৃষক হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং মালিকদের সম্মতি ছাড়া তাদের জমি বিলিবণ্টন করে দেওয়া চলবে না।

৭। পুরানো মুক্ত অঞ্চলের সেইসব জমিদার ও ধনী কৃষকদের মধ্যে যারা খাজনা ও সুদ হ্রাসের সময়ে তাদের জীবন ধারা পরিবর্তন করেছেন, যে জমিদারেরা পাঁচ বছর বা বেশি সময় ধরে দৈহিক পরিশ্রমে লিপ্ত হয়েছেন এবং যে ধনী কৃষকেরা তিন বছর বা তার বেশি সময় ধরে মাঝারি বা গরীব কৃষকের অবস্থায় নেমে এসেছেন যদি তাদের আচরণ ভালো হয় তবে এখন তাদের শ্রেণীগত মর্যাদাকে বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বদল করে নেওয়া যেতে পারে। যাদের এখনও বিপুল পরিমাণ (অল্পপরিমাণ নয়) উদ্বৃত্ত সম্পত্তি রয়েছে, কৃষকদের দাবী অনুযায়ী তাদের উদ্বৃত্তটুকু হস্তান্তরিত করে দিতে হবে।

৮। ভূমি সংস্কারের মর্মকথা হচ্ছে, সামন্তশ্রেণীসমূহের জমির সমবণ্টন করে দেওয়া এবং শস্য, জীবজন্তু ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার-পাতির নিরিখে সম্পত্তি হিসাবে যেটুকু তাদের রয়েছে তার সমবণ্টন করে দেওয়া (ধনী কৃষকেরা অবশ্য তাদের উদ্বৃত্তটুকুই হস্তান্তরিত করবেন) ; লুকানো সম্পদ উদ্ধারের জন্য আমাদের সংগ্রামকে[৪] অতিরিক্ত জোর দেওয়া আমাদের উচিত হবে না এবং বিশেষ

করে আমাদের প্রধান কাজে যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই বিষয়ে যাতে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা না হয় তা দেখতে হবে।

৯। জমিদার ও ধনী কৃষকদের ক্ষেত্রে মোকাবিলা করার সময় আমাদেরকে ভূমি আইনের রূপরেখা অনুযায়ী পার্থক্য করতে হবে।

১০। জমির সমবণ্টনের মূলনীতির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে বড়ো, মাঝারি ও ছোটো জমিদারদের মধ্যে এবং যেসব জমিদার ও ধনী কৃষকরা আঞ্চলিক স্বৈরাচারী হিসাবে গণ্য ও অন্য যারা তা নন তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

১১। গণআদালতগুলি কর্তৃক মুষ্টিমেয় যেসব যথার্থ কট্টর অপরাধী নিতান্ত জঘন্য অপরাধের দায়ে যথোচিত বিচারের পর শাস্তি পেয়েছে এবং যথোপযুক্ত সরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক (জেলাগত ভিত্তিতে বা উপ-অঞ্চলগত ভিত্তিতে আঞ্চলিক সরকারগুলির দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক) সেই শাস্তি অনুমোদিত হয়েছে, বৈপ্লবিক শৃঙ্খলার স্বার্থে তখন তাদের গুলি করে হত্যার আদেশ দেওয়া এবং তাদের হত্যার কথা প্রাকাশ্যে ঘোষণা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এটা হচ্ছে বিষয়টির একটি দিক। অন্য দিকটি হচ্ছে আমরা যথাসম্ভব কম হত্যার ওপর জোর দেবো এবং নির্বিচারে হত্যাকে কঠোরভাবেই নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। বেশি বেশি হত্যা করা বা নির্বিচারে হত্যা করা নিতান্ত ভ্রান্ত কাজ হবে ; এতে করে আমাদের পার্টিই শুধু তার সহানুভূতি হারিয়ে ফেলবে, জনসাধারণের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। গণআদালত কর্তৃক বিচার ও শাস্তিপ্রদানের যে সংগ্রামের পদ্ধতি ভূমিআইনের রূপরেখায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাকে ঐকান্তিকতার সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে ; কৃষক জনগণের হাতে জমিদার ও ধনী কৃষকদের মধ্যেকার সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার তা শক্তিশালী একটি হাতিয়ার ; এতে করে নির্বিচারে মারপিট করার ও হত্যা করার ভুল পরিহার করারও ব্যবস্থা রয়েছে। উপযুক্ত সময়ে (জমির সংগ্রাম যখন তার উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তখন) জনসাধারণকে আমাদের তাদের দীর্ঘস্থায়ী স্বার্থ উপলব্ধি করতে শিক্ষা দিতে হবে—যেসব জমিদার ও ধনী কৃষক যুদ্ধ প্রয়াসকে ও ভূমি সংস্কারকে বানচাল করতে অবিচল হয়ে থাকছে না আর সারা দেশে যাদের সংখ্যা হচ্ছে তিন কোটি ষাট লক্ষের মতো তাদেরকে দেশের একটি শ্রমবাহিনী হিসাবে গণ্য করা, রক্ষা করা ও নবরূপে তাদের গড়ে তোলার কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সামন্ত ব্যবস্থাকে বিলোপ করে দেওয়া, শ্রেণী হিসাবে জমিদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, ব্যক্তি হিসাবে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া নয়। ভূমিআইন অনুসারে তাদেরকে আমাদের উৎপাদনের উপকরণ এবং জীবিকা নির্বাহের উপায়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, কিন্তু অবশ্যই কৃষকদের চেয়ে বেশি করে তাদেরকে তা দেওয়া

হবে না।

১২। যে কিছু কিছু কর্মী ও পার্টিসদস্য গুরুতর ভুল করেছেন তাদের এবং শ্রমিক ও কৃষক জনগণের মধ্যেকার কিছু কিছু বদ লোকের সমালোচনা আমাদের করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। এই সমালোচনা ও সংগ্রামের সময় জনসাধারণকে বুঝিয়ে সঠিক পদ্ধতি ও কার্যধারা গ্রহণ করাতে হবে এবং জবরদস্তিমূলক কার্যকলাপ থেকে তাদের বিরত করতে হবে। এই হচ্ছে বিষয়টির একটি দিক। অন্য দিকটি হচ্ছে এই কর্মীবৃন্দ, পার্টিসদস্য ও বদলোকদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে যে জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা তারা নেবে না। এটা ঘোষণা করে দিতে হবে যে জনসাধারণ শুধু যে প্রকাশ্যে তাদের অবাধে সমালোচনা করার অধিকারী তাই নয়, যখন প্রয়োজন তখন তাদের পদ থেকে অপসারিত করার বা তাদের পদচ্যুতির প্রস্তাব করার বা পার্টি থেকে তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে জঘন্য ব্যক্তিদের গণআদালতের কাছে বিচারের ও শাস্তিদানের জন্য তুলে দেওয়ারও তারা অধিকারী।

(৩) রাষ্ট্রশক্তির সমস্যা প্রসঙ্গে

১। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী ব্যাপক জনসাধারণের রাষ্ট্রশক্তি। এখানে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে রয়েছেন শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক জনগণ, শহুরে পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসন এবং তার প্রতিনিধিত্বকারী শ্রেণীগুলি যেমন, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিশ্রেণী (বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণী) এবং জমিদারশ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। জনসাধারণের প্রধান অংশ হচ্ছেন শ্রমিক, কৃষক-সৈনিকরা মুখ্যতঃ উর্দি-পরা কৃষক মাত্র এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ। ব্যাপক জনসাধারণ তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র (চীন গণসাধারণতন্ত্র) গড়ে তুলবেন এবং এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে একটি সরকার (চীন গণসাধারণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার) গড়ে তুলবেন। শ্রমিকশ্রেণী তার অগ্রসর বাহিনীর, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে জনসাধারণের এই রাষ্ট্রের এবং সরকারের নেতৃত্ব প্রদান করবে। এই গণসাধারণতন্ত্রের ও তার সরকারের বিরোধী শত্রুরা হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীশ্রেণী ও জমিদারশ্রেণী।

২। চীন গণসাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলি হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের গণকংগ্রেস এবং এইসব কংগ্রেসের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন স্তরের সরকার।

৩। বর্তমান যুগে গ্রামাঞ্চলে কৃষক জনগণের দাবী অনুসারে আমরা গ্রামের

কৃষকদের সভা আহ্বান করতে পারি গ্রামের সরকার নির্বাচন করার জন্য এবং জেলা কৃষক কংগ্রেস আহ্বান করতেই হবে। জেলা বা মিউনিসিপ্যাল স্তরে বা তার ওপরের স্তরে এই সরকারগুলি তো শুধু গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করবে না, তাতে শহরগুলির, জেলা সদরগুলির, প্রাদেশিক রাজধানীগুলির এবং বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য-নগরগুলির সকল স্তরের সকল পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে বলেই আমাদের জেলা, মিউনিসিপ্যাল, প্রাদেশিক বা সীমান্ত অঞ্চল স্তরের গণকংগ্রেস আহ্বান করে সংশ্লিষ্ট স্তরের সরকারসমূহ নির্বাচন করতে হবে। ভবিষ্যতে সমগ্র দেশে যখন বিপ্লব বিজয় লাভ করবে তখন ঐ সংশ্লিষ্ট স্তরের গণকংগ্রেস আহ্বান করে কেন্দ্রীয় সরকার ও সকল স্তরের আঞ্চলিক সরকার সমূহ নির্বাচন করতে হবে।

(৪) বিপ্লবী সংযুক্ত ফ্রন্টে যারা নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং যাদের নেতৃত্ব প্রদান করা হয় তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের সমস্যা

নেতৃত্ব প্রদানকারী শ্রেণী এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী পার্টিকে যে বিভিন্ন শ্রেণী, স্তর, রাজনৈতিক পার্টি ও গণসংগঠনকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হচ্ছে তা সফল ভাবে পরিচালন করতে হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে ঃ

(ক) যাদের (যে মিত্রদের) নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রাম চালাবার জন্য এবং বিজয় অর্জন করার জন্য নেতৃত্ব প্রদান করে নিয়ে যেতে হবে;

(খ) যাদের নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের বৈষয়িক হিতসাধনের ব্যবস্থা করুন বা অন্ততঃ তাদের স্বার্থের হানিসাধন করবেন না এবং একই সঙ্গে তাদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করুন।

এই দু'টি শর্ত পূরণ করা না হলে বা অন্ততঃ একটি পূরণ করা না হলে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কমিউনিস্ট পার্টিকে মাঝারি কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে হলে তাদেরকে আমাদের সঙ্গে একযোগে নিয়ে সামন্তশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালাতে হবে এবং বিজয় অর্জন করতে হবে (জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করে দিতে হবে) যদি দৃঢ় সংগ্রাম চালানো না হয় বা যদি সংগ্রাম চালানো হয় কিন্তু বিজয় অর্জিত না হয়, তবে মাঝারি কৃষকেরা দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করবেন। তাছাড়া যেসব মাঝারি কৃষক তুলনামূলকভাবে গরীব তাদেরকে জমিদারদের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির একটা অংশ বরাদ্দ করে দিতে হবে এবং সম্পন্ন মাঝারি কৃষকদের স্বার্থের কোনো হানিসাধন করা চলবে না। কৃষক সমিতিগুলিতে এবং গ্রামের ও জেলার

সরকারগুলিতে মাঝারি কৃষকদের সক্রিয় লোকজনকে কাজকর্মে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অংশ বরাদ্দ করে দিতে হবে (উদাহরণ হিসাবে, কমিটির সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করে দেওয়া হবে)। মাঝারি কৃষকদের শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণে ভুল করবেন না এবং ভূমি-কর নির্ধারণের ব্যাপারে এবং বে-সামরিক যুদ্ধ সংক্রান্ত সেবা প্রকল্পের ব্যাপারে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করুন। একই সঙ্গে মাঝারি কৃষকদের রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এইসব কাজ যদি আমরা না করি, তাহলে আমরা মাঝারি কৃষকদের সমর্থন হারাবো। মহানগরগুলিতেও শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি কর্তৃক নিপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী, গণতান্ত্রিক পার্টিসমূহ এবং গণসংগঠনগুলির নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

টীকা

১। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীগত মর্যাদা নিরুপণের মাপকাঠি সম্পর্কে জানার জন্য **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলীর** প্রথম খণ্ডের "কী ভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়" (নবজাতক সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১-৬) এবং "চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অনুচ্ছেদ, **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, দ্বিতীয় খণ্ড (নবজাতক সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৯৮) দেখুন।

২। বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকায় মাঝারি কৃষক ও গরীব কৃষকদের থেকে উদ্ভূত কৃষকেরাই হচ্ছেন নূতন ধনী কৃষক। পুরানো ধনী কৃষক বলতে বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই যে ধনী কৃষকেরা ছিলেন তাদের বোঝানো হচ্ছে। পুরানো ধনী কৃষকরা সাধারণভাবে এবং অনেকখানি পরিমাণে সামন্তবাদী ও আধা-সামন্তবাদী চরিত্রসম্পন্ন। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" অধ্যায়টি (পৃঃ ১৭৪) দেখুন।

৩। শ্রম বিনিময়কারী টীম ও কর্ম-বিনিয়োগকারী গ্রুপ হচ্ছে কৃষিতে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য ও সহযোগিতার জন্য গঠিত সংগঠন। "শ্রম-বিনিময়" হচ্ছে এমন একটা মাধ্যম যার সাহায্যে কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে শ্রমশক্তির সামঞ্জস্য বিধান করে নেন এবং মানুষের শ্রমদিবসকে মানুষের শ্রমদিবসের সঙ্গে, বলদের শ্রমদিবসকে বলদের শ্রমদিবসের সঙ্গে এবং মানুষের শ্রমদিবসকে বলদের শ্রমদিবসের সঙ্গে বিনিময় করে নেন। যেসব কৃষকেরা শ্রমবিনিময়কারী টীমে যোগ দেন তারা তাদের শ্রমশক্তি বা তাদের প্রতিপালিত পশুদের শক্তিকে প্রতিটি সদস্য পরিবারের জমি যৌথভাবে চাষ করার জন্য পালাক্রমে দান করেন। হিসেব-নিকেশ করার সময় শ্রমদিবসকে বিনিময়ের একক হিসেবে ধরা হয় ; যারা বেশি মানুষ-শ্রমদিবস বা পশু-শ্রমদিবস দান করবেন তাদের পাওনা বাড়াতিটুকু যারা কম শ্রমদিবস দান করেছেন তারা মিটিয়ে দেন।

৪। এখানে জমিদারগণ কর্তৃক মাটির তলায় লুকিয়ে রাখা মূল্যবান দ্রব্যাদির কথা বলা হচ্ছে।

সৈন্যবাহিনীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮

আমাদের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলিতে রাজনৈতিক কাজকর্মের নীতি হচ্ছে ব্যাপক সৈনিক সাধারণ, কমাণ্ডারগণ এবং সৈন্যবাহিনীতে শ্রমরত সকল লোকজনকে পরিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বাধীনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনটি প্রধান লক্ষ্য যথা, উচ্চস্তরের রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন, জীবন যাত্রার অবস্থার উন্নতি বিধান এবং সামরিক কলাকৌশল ও রণকৌশলের উচ্চতর স্তরে নিজেদের উন্নীত করার লক্ষ্য সাধন করা। যে তিনটি পরীক্ষাকার্য ও তিনটি উন্নতিসাধন[১]কে এখন সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলিতে উৎসাহ সহকারে পরিচালনা করা হচ্ছে তার লক্ষ্য হচ্ছে এই লক্ষ্যগুলির প্রথম দুটিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবে অর্জন করা।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায় সৈনিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কোম্পানীর নেতৃত্বকে সরবরাহ এবং সৈনিকদের বাসস্থানের কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে সহায়তা করার (কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার নয়) অধিকার সুনিশ্চিত করা।

সামরিক গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা যায়, প্রশিক্ষণকালে অফিসার আর সৈনিকদের পারস্পরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা চাই এবং সৈনিকদের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা চাই ; এবং যুদ্ধ বিগ্রহকালে যুদ্ধের ফ্রন্টে কোম্পানীগুলিকে ছোটোবড়ো বিভিন্ন ধরনের সভা করা চাই। কোম্পানীর নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে সৈনিক সাধারণকে আক্রমণ কিভাবে করতে হবে এবং শত্রুর অবস্থানগুলি কিভাবে দখল করতে হবে এবং অন্যান্য যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যকলাপ কিভাবে পূর্ণ করা যায় সেই ব্যাপারে আলোচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। যুদ্ধ যখন বেশ কয়দিন ধরে চলবে তখন এ ধরনের বেশ কয়েকটি সভাই করতে হবে। উত্তর শেনসির পানলুঙ-এর যুদ্ধে[২] এবং চাহর-হোপেই অঞ্চলের শিচিয়াচুয়াং-এর যুদ্ধে বিরাট সাফল্যের সঙ্গেই এই সামরিক গণতন্ত্রকে বাস্তবে কাজে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এটা

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশনের পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি রচনা করেছিলেন।

প্রমাণিত হয়েছে, এই রীতি অনুসরণ করলে ভালোই হয় এবং তাতে খারাপ কিছুই হয় না।

কর্মীদের মধ্যেকার বদ লোকের ভুলভ্রান্তি ও অপকর্মকে উদঘাটিত করে দেওয়ার অধিকার সৈনিক সাধারণের থাকা চাই। এ বিষয়ে আমাদের আশ্বস্ত হওয়া চাই যে সৈনিকেরা সমস্ত উত্তম এবং তুলনামূলক উত্তম কর্মীদের সযত্নে লালন করবেন। তাছাড়া, যখন প্রয়োজন হবে সৈনিকদের নিজেদের লোকজনদের মধ্য থেকে নিম্নস্তরের কর্মীদের পদে যাদের তারা বিশ্বাসভাজন মনে করেন উচ্চতর স্তরের নিয়োগ সাপেক্ষে তাদেরকে মনোনীত করার অধিকার তাদের থাকা চাই। নিম্নস্তরের কর্মীদের যখন তীব্র অভাব দেখা দেবে, এই ধরনের মনোনয়ন তখন খুবই হিতকর। এটাকে অবশ্য একটা নিয়ম করে নেওয়া চলবে না কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে তখনই শুধু তা করা চলবে।

টীকা

১। "তিনটি পরীক্ষা কার্য" ও "তিনটি উন্নতি বিধান" হচ্ছে পার্টির সংহতিসাধন এবং সৈন্যবাহিনীর ভাবাদর্শগত শিক্ষাদানের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন আমাদের পার্টি গণমুক্তিযুদ্ধকালে ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনা করেছিল তারই অঙ্গ। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে "তিনটি পরীক্ষা কার্য" ছিল সংশ্লিষ্ট সদস্যের শ্রেণীগত উৎস, ভাবাদর্শগত মান ও তাদের কাজের ধারা পরখ করে দেখা; সশস্ত্র ইউনিটগুলিতে পরীক্ষা কার্যগুলি ছিল— শ্রেণীগত উৎস, কর্তব্য সম্পাদন এবং লড়াই করার আগ্রহ। "তিনটি উন্নতি বিধান" ছিল সাংগঠনিক সংহতিসাধন, ভাবাদর্শগত শিক্ষা এবং কাজের ধারার শুদ্ধিকরন।

২। পানলুঙ হচ্ছে ইয়েনানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি শহর; ১৯৪৭ সালের মে মাসে হু সুঙ নান-এর নেতৃত্বাধীন ৬,৭০০ কুওমিনতাঙ সৈন্যকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ ওখানে অবরুদ্ধ ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

৩। ১৯৪৭ সালের ১২ই নভেম্বর শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজের ইউনিটগুলি শিচিয়াচুয়াং-কে মুক্ত করেছিল। ওখানে শত্রুর গ্যারিসনের চব্বিশ হাজারের অধিক সৈন্য সকলেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উত্তর চীনে গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক মুক্ত ওটাই ছিল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মহানগর।

বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি আইন কার্যকর করার জন্য গ্রহণীয় বিভিন্ন রণকৌশল

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

ভূমি আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিন ধরনের অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য করা এবং প্রতিটির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ

১। জাপানের আত্মসমর্পণের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পুরানো মুক্ত অঞ্চল। সাধারণভাবে এইসব অঞ্চলে বহু আগেই জমি বিলিবণ্টন করা হয়ে গেছে এবং বিলিবণ্টন করা হয়েছে এমন একটা অংশের ক্ষেত্রেই শুধু আবার এখানে সামঞ্জস্য স্থাপনের দরকার হবে। এক্ষেত্রে আমাদের কাজ হবে পার্টির সদস্যদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসার ও সংহতি সাধনের ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করা এবং পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের প্রয়াসকে যুক্ত করে পিঙশান জেলায়।[১] অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার সমাধান করা। এইসব পুরানো মুক্ত অঞ্চলে যা করতে হবে তা দ্বিতীয়বার ভূমি আইন অনুসারে জমিবণ্টন করা নয় বা কৃত্রিমভাবে যা খেয়ালখুশিমাফিক কৃষক সমিতিগুলিকে নেতৃত্বদানের জন্য গরীব কৃষকদের সংঘ গঠন করা নয়। বরং এখানে কর্তব্য হচ্ছে কৃষক সমিতির মধ্যে গরীব কৃষকদের গ্রুপ গঠন করা। এইসব গ্রুপের সক্রিয় কর্মীরা কৃষক সমিতিসমূহের নেতৃস্থানীয় পদ গ্রহণ করতে পারেন এবং গ্রামীণ অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলিতে নেতৃস্থানীয় পদ গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু মাঝারি কৃষকদের বাদ দিয়ে শুধু গরীব কৃষকেরা এইসব পদ পাবেন এমন কোনো নিয়ম করে দেওয়া চলবে না। এইসব অঞ্চলে কৃষক সমিতিসমূহের ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলিতে নেতৃস্থানীয় পদ গরীব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যেকার সেইসব সক্রিয় কর্মীরাই গ্রহণ করবেন যাদের চিন্তাভাবনা সঠিক এবং কাজকর্ম পরিচালনায় যারা পরিচ্ছন্ন এবং ন্যায়পরায়ণ। এইসব অঞ্চলের আগেকার গরীব কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই মাঝারি কৃষকে পরিণত হয়ে গেছেন এবং মাঝারি কৃষকেরাই এখন গ্রামীণ জনসাধারণের বিরাট অংশ ; সুতরাং মাঝারি কৃষকদের মধ্যেকার সক্রিয় ব্যক্তিদেরকে এইসব গ্রামীণ অঞ্চলে নেতৃত্বে অংশ গ্রহণের জন্য আমাদের টেনে আনতে হবে।

২। জাপানীদের আত্মসমর্পণ এবং সাধারণ প্রতি-আক্রমণের অর্থ ১৯৪৫ সালের

সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই দুই বছরের মধ্যবর্তী সময়ের মুক্ত অঞ্চলগুলি। এইগুলিই হচ্ছে এখন মুক্ত অঞ্চলের বৃহত্তম অংশ এবং এদের বলা যায় আধা-পুরানো মুক্ত অঞ্চল। এইসব অঞ্চলে গত দুই বছর ধরে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এবং "৪ঠা মে-র নির্দেশ"[২] কার্যকর করার মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং সংগঠনের মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভূমি সংস্কারের প্রাথমিক সমাধান সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের মাত্রা এখনও যথেষ্ট উচ্চস্তরে উন্নীত হয়নি এবং ভূমি সমস্যার এখনও পুরোপুরি সমাধান হয়ে যায়নি। এইসব অঞ্চলে ভূমি আইন পুরোপুরি প্রযোজ্য হবে এবং ভূমির বিলিবণ্টন এখানে সার্বিক এবং আনুপূর্বিক হওয়া চাই এবং তা যদি প্রথমে সুসম্পন্ন না হয়ে থাকে তবে পরে একটি বা দুটি পরীক্ষা কার্য চালিয়ে দ্বিতীয়বার জমি বিলিবন্টনের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকবে হবে। এইসব অঞ্চলে মাঝারি কৃষকেরা সংখ্যালঘু এবং তারা অপেক্ষা করে দেখা যাক অবস্থা কি দাঁড়ায় এরকম একটা মনোভাব গ্রহণ করেছেন। গরীব কৃষকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা আগ্রহ সহকারে জমির জন্য দাবী জানাচ্ছেন। গরীব কৃষকদের সংঘগুলিকে এখানে তাই সংগঠন করে নিতেই হবে এবং কৃষক সমিতিগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলিতে তাদের নেতৃস্থানীয় অবস্থান প্রতিষ্ঠা করা চাই।

৩। সাধারণ প্রতি-আক্রমণ শুরু হওয়ার পর সদ্যমুক্ত অঞ্চলগুলি। এইসব অঞ্চলে জনসাধারণ এখনও জেগে ওঠেননি, কুওমিনতাঙ, জমিদারগণ ও ধনী কৃষকদের এখানে এখনও প্রচুর প্রভাব রয়েছে এবং আমাদের কাজকর্ম এখন পর্যন্ত শিকড় বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং আমাদের এক ঝটকায় ভূমি আইন কার্যকর করার চেষ্টা করা উচিত নয়, তা করতে হবে দুটি স্তরে। প্রথম স্তর হচ্ছে ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দেওয়া এবং বিশেষ করে জমিদারদের বিরুদ্ধে আঘাত হানা। এই স্তরকেও আবার কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া চাই; যেমন, প্রচারকার্য, প্রাথমিক সংগঠন, বড়ো বড়ো জমিদারদের অস্থাবর সম্পত্তির[৩] বিলিবণ্টন, বৃহৎ এবং মাঝারি জমিদারদের জমি কিছু কিছু বিচার বিবেচনাসহ ছোটো ছোটো জমিদারগণকেও বিলি করে দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত শ্রেণী হিসাবে জমিদারদের জমি বিলিবণ্টন করে দেওয়া। এই স্তরে নেতৃত্বের মেরুদণ্ড হিসাবে গরীব কৃষকদের সংঘকে গড়ে তুলতে হবে এবং গরীব কৃষকদেরকে প্রধান অংশ হিসাবে গ্রহণ করে কৃষক সমিতিগুলিকেও গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে ধনী কৃষকগণ কর্তৃক খাজনায় খাটানো জমি বিলি করে দেওয়া, তাদের উদ্বৃত্ত জমি[৪]

ও তাদের অন্যান্য সম্পত্তির একটা অংশ বিলি করে দেওয়া এবং জমিদারদের জমির যে অংশ প্রথম স্তরে আনুপূর্বিকভাবে বিলি করে দেওয়া হয়নি তা বিলিবণ্টন করে দেওয়া। প্রথম স্তরে প্রায় দুবছর এবং দ্বিতীয় স্তরে প্রায় এক বছর লাগা চাই। তড়িঘড়ি করলে তাতে নিশ্চয়ই ভালো হবে না। পুরানো ও আধা-পুরানো মুক্ত অঞ্চলে এবং ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতি সাধনের জন্য (এই জানুয়ারি থেকে হিসেব করে) তিন বছর লাগা চাই ; এখানেও তড়িঘড়ি করলে ভালো ফল হবে না।

টীকা

১। পিঙশান জেলা হোপেই প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত ; ঐটি ঐ সময়ে শানসি-চাহার-হোপেই মুক্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে পিঙশান-এর যে অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে—পার্টির সভায় পার্টি-বর্হির্ভূত লোকজনকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারটি, যাতে করে ভূমিসংস্কারকালে গ্রামাঞ্চলে পার্টির প্রাথমিক সংগঠনের সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে সহায়তা হয়েছিল।

২। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা মে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "ভূমি সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশ" হিসাবে যে ঘোষণা করেছিলেন এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে। "তিন মাসের খতিয়ান" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের রচনায় চার নম্বর টীকা দেখুন।

৩। "অস্থাবর সম্পত্তি" বলতে এখানে শস্য, টাকাকড়ি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি বোঝানো হচ্ছে।

৪। "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের রচনার ৬২ টীকা দেখুন।

ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত প্রচার কার্যে "বামপন্থী ভুলগুলি সংশোধন করুন

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

গত কয় মাসে আমাদের সংবাদ সংস্থা ও নানা জায়গার সংবাদপত্র কোনো বিচার বিবেচনা বা বিশ্লেষণ না করেই অনেক ক্রটিপূর্ণ রিপোর্ট ও প্রবন্ধাদি প্রচার করেছে যাতে "বামপন্থী" বিচ্যুতির ভুলভ্রান্তি রয়েছে। এখানে কটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

১। তারা সামন্ত প্রথা উচ্ছেদের জন্য গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের ওপর নির্ভর করার এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচারনা করে একপেশেভাবে গরীব কৃষক— ক্ষেতমজুরদের একটি লাইনই প্রচার করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসনের অবসান ঘটিয়ে চীন গণসাধারণতন্ত্র এবং জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সকল শ্রমজীবী জনগণ ও অন্যান্য সকল নিপীড়িতের সঙ্গে, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং দেশপ্রেমিকগণের (ভূমি সংস্কারের বিরোধিতা করেন না এমন আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতগণসহ সকলের) সঙ্গে ঐক্যবদ্ধহতে হবে এই অভিমত প্রচার না করে তারা একপেশেভাবে এই অভিমতই প্রচার করেছিলেন যে গরীব কৃষক এবং ক্ষেত মজুররা দেশ জয় করে নেবেন এবং তারাই দেশ শাসন করবেন বা গণতান্ত্রিক সরকার হবে শুধুমাত্র কৃষকদেরই সরকার বা গণতান্ত্রিক সরকার শুধু শ্রমিক, গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের প্রতিই কর্ণপাত করবে, কিন্তু অন্যদিকে তাতে মাঝারি কৃষক, স্বতন্ত্র হস্তশিল্পীবৃন্দ, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীদের কোনো উল্লেখই করা হয়নি। এটি একটি গুরুতর নীতিগত ভুল। তা সত্ত্বেও আমাদের সংবাদপত্রাদি ও বেতার কেন্দ্র এ ধরনের রিপোর্ট প্রচার করেছে। বিভিন্ন স্থানের পার্টি কমিটির প্রচার দপ্তর এইসব ভুলভ্রান্তিগুলির কথা উচ্চতর পর্যায়ে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। গত কয়মাসে ঐ ধরনের প্রচারণা যদিও যথেষ্ট ব্যাপক নয় তবু বেশ ঘনঘন তা প্রচারিত হয়েছে এবং এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

যাতে জনসাধারণকে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস করানো হয়েছে যে হয়তো ঐটিই হচ্ছে সঠিক নেতৃত্ব প্রদানকারী মনোভাবের প্রকাশ। যেহেতু উত্তর শেন্‌সি বেতার কেন্দ্র থেকে কিছু ভুল বিষয় প্রচারিত হয়েছে তাই জনসাধারণ ভুল করে হলেও এটা বিশ্বাস করে বসতে পারেন যে ঐ অভিমতগুলো কেন্দ্রীয় কমিটিরই অনুমোদিত।

২। পার্টির সংহতি সাধনের প্রশ্নে কিছু কিছু অঞ্চলে শ্রেণীগত উৎস সম্পর্কে কোনো নজর না দেওয়ার বিরুদ্ধে বা শুধু শ্রেণীগত উৎস সম্পর্কেই নজর দেওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট জোরদার প্রচার অভিযান চালানো হয়নি ; এবং এমন ভ্রান্ত প্রচারণাও চলানো হয়েছে যাতে শুধুমাত্র শ্রেণীগত উৎসের প্রতি নজর দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

৩। ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে, কিছু কিছু অঞ্চলে দ্বিধাসংশয় এবং অবিবেচনা এই দুয়ের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যকে বেশ ভালোভাবেই হাতে তুলে নেওয়া হয়েছে ; কিন্তু অনেক এলাকাতেই অবিবেচনা-প্রসূত প্রচারকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তাকে প্রশংসা করে প্রবন্ধাদিও প্রকাশ করা হয়েছে। নেতৃত্ব ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নে কিছু কিছু অঞ্চলে হুকুমদারী ও লেজুরবৃত্তি এই দুয়ের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান পরিচালনায় মনোযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেক এলাকাতেই ভ্রান্তভাবে জোর দেওয়া হয়েছে "জনসাধারণ যেমনটি চান, সব কিছু সেভাবেই করার" ওপর এবং জনসাধারণের মধ্যেকার প্রচলিত ভ্রান্ত অভিমতগুলিকে আমল দেওয়া হয়েছে। এমন কি যেসব ভ্রান্ত অভিমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নয় বরং যা শুধু কিছু ব্যক্তি বিশেষেরই অভিমতমাত্র সেগুলিকেও বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা নাকচ হয়ে যায় এবং এতে করে লেজুড়বৃত্তিই উৎসাহিত হয়।

৪। শিল্প ও বাণিজ্য এবং শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে নীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু মুক্ত অঞ্চলে গুরুতর "বামপন্থী" বিচ্যুতিকে হয় প্রশংসা করা হয়েছে, নয়তো তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, গত কয় মাসে আমাদের প্রচারকার্য যুদ্ধ, ভূমিসংস্কার, পার্টির সংহতি সাধন, উৎপাদন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সহায়তা প্রদানের বিরাট বিরাট সংগ্রামকে সঠিকভাবেই প্রতিফলিত করে তুলেছে এবং পরিচালনা করেছে এবং সেগুলির বিপুল সাফল্য অর্জনে অবদান জুগিয়েছে ; এটা হচ্ছে আমাদের প্রচার-কার্যের একটি বিরাট দিক এবং সবার আগেই এটাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিছু কিছু ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতিও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। এগুলি প্রকৃতিগত দিক থেকে অতি-বামপন্থী। তাদের কয়েকটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিপরীত এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত।

এটা প্রত্যাশিত যে কেন্দ্রীয় ব্যুরো ও সাব-ব্যুরো, তাদের প্রচার দপ্তরগুলি এবং নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সদর দপ্তরগুলি এবং সকল পত্রপত্রিকায় কর্মরত কমরেডগণ গত কয় মাসের প্রচার কার্যকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলনীতির ভিত্তিতে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের ভিত্তিতে বিচার করে দেখবেন, তাদের সাফল্যকে প্রসারিত করবেন, তাদের ভুলত্রুটিগুলি শুধরে নেবেন এবং এটা লক্ষ্য রাখবেন যাতে করে তাদের কাজ—যুদ্ধ, ভূমিসংস্কার, পার্টির সংহতি সাধন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ইত্যাদি সম্পর্কে মহান সংগ্রামের বিজয়কে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করবে এবং সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবের বিজয়কে সুনিশ্চিত করবে। সমস্ত অঞ্চলের পার্টি কমিটির প্রচার বিভাগগুলিকে এবং নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অফিসকে এই পরীক্ষা কার্য পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাদের নিজের নামে এর ফলাফল সম্পর্কে কর্মনীতিগত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার দপ্তরের কাছে পেশ করতে হবে।

সদ্যমুক্ত অঞ্চলে ভূমি সংস্কারের মূল বিষয়গুলি

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

১। অকারণ দ্রুততা করবেন না। পরিস্থিতি অনুসারে, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার স্তর এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীদের শক্তি অনুসারে ভূমি সংস্কারের গতিবেগ নির্ধারিত হবে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ভূমিসংস্কার শেষ করে ফেলবার প্রচেষ্টা করবেন না। বরং প্রতিটি অঞ্চলে তাকে দুই বা তিন বছরে শেষ করার জন্য প্রস্তুতি নিন। একথা পুরানো ও আধা পুরানো মুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২। সদ্য মুক্ত অঞ্চলে ভূমিসংস্কারকে দুই স্তরে ভাগ করে সম্পন্ন করতে হবে। প্রথম স্তরে জমিদারদের আঘাত করুন এবং ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দিন। এই স্তরকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে হবে, প্রথমে বৃহৎ জমিদারদের আঘাত হানুন, তারপর অন্যান্য জমিদারদের ব্যাপারে হাত দিন। যারা আঞ্চলিক স্বৈরাচারী তাদের প্রতি আচরণ যারা তা নয় তার চেয়ে পৃথক হওয়া চাই এবং বড়ো, মাঝারি ও ছোটো জমিদারদের প্রতি আচরণ পৃথক হওয়া চাই। দ্বিতীয় স্তর হবে ধনী কৃষকদের খাজনায় খাটানো জমি ও তাদের উদ্বৃত্ত জমিসহ জমির সমবণ্টন। কিন্তু জমিদারদের প্রতি আচরণের চেয়ে ধনী কৃষকদের প্রতি আচরণ পৃথক হওয়া চাই। সমগ্র আক্রমণের লক্ষ্য সাধারণভাবে মোট পরিবারের শতকরা আটভাগ বা মোট জনসংখ্যার শতকরা দশভাগের বেশির বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে না। আধা-পুরানো মুক্ত অঞ্চলে আচরণগত বিভিন্নতা এবং সামগ্রিক আক্রমণের ব্যাপকতা একই রকমের হবে ; পুরানো মুক্ত অঞ্চলে এই প্রশ্নগুলি ওঠে না কারণ ওখানে সাধারণভাবে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সামান্য সামঞ্জস্য বিধানেরই[১] শুধু প্রয়োজন হবে।

৩। প্রথমে গরীব কৃষকদের সংঘ গড়ে তুলুন এবং তার কয়েক মাস পর কৃষক সমিতি গড়ে তুলুন। কৃষকসমিতি ও গরীব কৃষকদের সংঘগুলিতে জমিদার ও ধনী কৃষকেরা যাতে চুপিসারে ঢুকে পড়তে না পারে কঠোর ভাবে তার প্রতিরোধ করুন।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

গরীব কৃষকদের সংঘগুলির সক্রিয় কর্মীদেরকেই কৃষক সমিতিসমূহের মেরুদণ্ড করে তুলতে হবে কিন্তু মাঝারি কৃষকদের মধ্যেকার সক্রিয় কর্মীদের একটা অংশকে কৃষক সমিতির কমিটিগুলিতে নিয়ে আসতে হবে। ভূমিসংস্কারের সংগ্রামে মাঝারি কৃষকদের অংশগ্রহণের জন্য টেনে দিয়ে আসতে হবে এবং তাদের স্বার্থের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে।

৪। একই সময়ে সব জায়গায় শুরু করে দেবেন না, কয়েকটি অঞ্চলে প্রথমে কাজ শুরু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ কর্মীদের নিযুক্ত করুন; তারপর ধাপে ধাপে এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করুন এবং কাজকর্মকে স্তরে স্তরে প্রসারিত করুন। একটি জেলা বা একটি রণনীতির আওতাভুক্ত সমগ্র অঞ্চলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। পুরানো এবং আধা-পুরানো মুক্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

৫। সুসংহত মুক্ত অঞ্চল এবং গেরিলা অধ্যুষিত এলাকার মধ্যে পার্থক্য করুন। প্রথম ক্ষেত্রে সংস্কার ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারে। পরবর্তী অঞ্চলে, আমাদের প্রচারকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, গোপন সাংগঠনিক কাজকর্ম এবং কিছু পরিমাণ অস্থাবর সম্পত্তি বিলিবণ্টনের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রাখতে হবে। প্রকাশ্য গণসংগঠন প্রতিষ্ঠা করা চলবে না বা ভূমিসংস্কার কার্যকর করা চলবে না, তাহলে শত্রুরা জনসাধারণকে নিপীড়ন করতে শুরু করে দিতে পারে।

৬। জমিদারদের প্রতিক্রিয়াশীল সশস্ত্রবাহিনী এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোয়েন্দা পুলিশবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে হবে, ওদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা চলবে না।

৭। প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করতে হবে, কিন্তু নির্বিচারে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে, হত্যা যত কম হয় ততই ভালো। মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হলে তা জেলা স্তরে গঠিত কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা চাই এবং তার দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই। রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কেসগুলির বিচার ও সেগুলির নিষ্পত্তির ক্ষমতা জেলা পার্টি কমিটির স্তরে গঠিত কমিটির ওপর অর্পিত থাকবে। এটা পুরানো ও আধা-পুরানো এই দুটি মুক্ত অঞ্চলেও প্রযোজ্য হবে।

৮। জমিদার ও ধনী কৃষকদের পরিবার থেকে যেসব আঞ্চলিক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী ও আধা-বুদ্ধিজীবীরা এসেছেন অথচ যারা ভূমি সংস্কারকে সমর্থন করেন তাদের ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলার কাজে লাগাতে হবে এবং কাজকর্মের মধ্যে তাদের টেনে আনতে হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে আমাদের শিক্ষামূলক কাজকর্মকে তীব্রতর করে তুলতে হবে এবং তারা যাতে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসতে না পারেন বা ভূমি সংস্কারের

পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারেন তা দেখতে হবে। সাধারণভাবে তাদের নিজ নিজ জেলার বা শহরের কাজকর্মে তাদের নিয়োগ করা চলবে না। কৃষক পরিবারগুলি থেকে আগত বুদ্ধিজীবী ও আধা-বুদ্ধিজীবীদের নিয়োগের ওপরই বিশেষ জোর দিতে হবে।

৯। শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষা করার ওপর কঠোর মনোযোগ প্রদান করুন। অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যাপারের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সময় দূরগত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করুন। সশস্ত্র বাহিনী এবং জেলা ও শহরাঞ্চলের সরকার অপচয় প্রতিরোধের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

টীকা

১। "চীন বিপ্লবের এই নূতন প্রবল জোয়ারকে স্বাগত জানান" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের রচনার ১৪নং টীকা দেখুন।

শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মনীতি প্রসঙ্গে

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮

১। কিছু কিছু অঞ্চলের পার্টি সংগঠন শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মনীতিকে লঙ্ঘন করেছেন এবং দুটোরই গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছেন। দ্রুত এই ভুলগুলিকে সংশোধন করতে হবে। এইগুলির সংশোধন করার সময় ঐ সব স্থানের পার্টি কমিটিগুলিকে পথনির্দেশক কর্মনীতিগুলিকে এবং নেতৃত্বদানের পদ্ধতি দুটো দিক থেকে সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

২। পথনির্দেশক নীতিগুলি। সামন্তবাদী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করার জন্য গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেসব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছিল শহরগুলিতে সেই একই ব্যবস্থা গ্রহণের ভুলের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। জমিদার ও ধনী কৃষকদের অবলম্বিত সামন্তবাদী শোষণ এবং জমিদার ও ধনী কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানতে হবে—প্রথমটির বিলোপ সাধন করতে হবে কিন্তু দ্বিতীয়টিকে রক্ষা করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রসার, যৌথ ও ব্যক্তিগত এই উভয় স্বার্থের প্রতি এবং শ্রমিক ও পুঁজি উভয়ের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শনের সঠিক নীতি এবং একপেশে ও সংকীর্ণদৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদ্ভূত "ত্রাণমূলক সাহায্যদানের" যে নীতি শ্রমিকদের নিছক কল্যাণ সাধন করতে চায় কিন্তু কার্যতঃ শিল্প ও বাণিজ্যের হানিসাধন করে এবং জনগণের বিপ্লবের লক্ষ্যেরই ক্ষতিসাধন করে—এই দুটি নীতির মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নে নিযুক্ত কমরেডদের মধ্যে এবং ব্যাপক শ্রমিক জনগণের মধ্যে শিক্ষামূলক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে ব্যাপক ও দূরগত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে তাদের শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর আশু ও আংশিক স্বার্থ দেখলেই চলবে না। আঞ্চলিক সরকারের নেতৃত্বে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের উৎপাদন পলিচালনা করার জন্য এবং সম্ভাব্য সব কিছু করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা ও বিক্রয় বাড়িয়ে তুলে যৌথ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং শ্রম ও পুঁজি উভয়ের হিতসাধনের এবং যুদ্ধ প্রয়াসে সাহায্য

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন।

করার জন্য যুক্ত কমিটি গড়ে তোলার পথে পরিচালিত করতে হবে। বহুস্থানে যে ভুলগুলি হয়েছে তার কারণ হচ্ছে উপরে বর্ণিত কর্মনীতিগুলির সবগুলি, অধিকাংশ বা অন্ততঃ কয়েকটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো ও উপ-ব্যুরোগুলিতে এই প্রশ্নসমূহকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে, সেগুলির বিশ্লেষণ করতে হবে, পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সঠিক কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং অন্তঃপার্টি নির্দেশ ও সরকারী আদেশ জারী করতে হবে।

৩। নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি। কর্মনীতি স্থিরীকৃত হয়ে যাওয়ার পর এবং আদেশ জারী করার পর, কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো বা উপ-ব্যুরোকে তার অঞ্চলের সঙ্গে ও নগরাঞ্চলীয় পার্টি কমিটি[১] বা নিজেদের কর্মরত টিমের সঙ্গে তার-যোগে বা টেলিফোনযোগে, যানবাহনযোগে বা অশ্বারোহী সংবাদ বাহকদের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত দেখা সাক্ষাতের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হবে; সংবাদপত্রকে সংগঠনের ও নেতৃত্বদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। কাজকর্মের অগ্রগতির ওপর, অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ব্যাপারে এবং ভুলভ্রান্তি সংশোধনের ব্যাপারে নিয়ত সতর্ক থাকা দরকার; কয়েক মাস, অর্ধেক বছর বা পুরো একটা বছর সাধারণ পরীক্ষাকার্য এবং সাধারণ ভুলভ্রান্তি সংশোধনের হিসাব-নিকাশের জন্য সভা অনুষ্ঠানের জন্য তাদের অপেক্ষা করা উচিত হবে না। এই অপেক্ষা করা অনেকখানি ক্ষতিরই কারণ হবে, অন্যদিকে ভুল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সংশোধন করে নিলে ক্ষতি কম হবে। সাধারণ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ব্যুরো বা উপ-ব্যুরোকে নিম্নতর সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রয়াস চালাতে হবে, সব সময়ই কোনটা করা উচিত এবং কোনটা করা উচিত নয় এ দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দিতে হবে এবং নিম্নতর সংগঠনগুলিকে নিয়ত একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যাতে করে তারা যথাসম্ভব কম ভুলভ্রান্তিই করেন। এই সবগুলিই হচ্ছে নেতৃত্ব প্রদানের পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশ্ন।

৪। পার্টির মধ্যেকার সকল কমরেডকেই এটা বুঝতে হবে যে শত্রু এখন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার অর্থই আমাদের বিজয়ী হয়ে যাওয়া নয়। যদি আমরা কর্মনীতিগত ভুল করে বসি তবে এখনও আমরা বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারি। আরো স্পষ্ট করে বললে, যদি নিম্নলিখিত পাঁচটি কর্মনীতির ব্যাপারে নীতিগত ভুল হয় এবং সেগুলি সংশোধন না করা হয় তবে আমরা ব্যর্থ হবো—এই কর্মনীতিগুলি হচ্ছে যুদ্ধসংক্রান্ত, পার্টির সংহতিসাধন সংক্রান্ত, ভূমি সংস্কার, শিল্প ও বাণিজ্য এবং প্রতিবিপ্লবের দমন সংক্রান্ত। একটি বিপ্লবী পার্টির সকল বাস্তব কাজকর্মের প্রস্থান-বিন্দুই হচ্ছে তার কর্মনীতি এবং ঐ পার্টির কাজের

প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ফলের মধ্য দিয়েই তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটি বিপ্লবী পার্টি যখনই কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন সে তার কর্মনীতিকেই কার্যকর করে। যদি তা সঠিক কর্মনীতিকে কার্যকর না করে তবে তা একটি ভুল কর্মনীতিকেই কার্যকর করছে ; যদি তা নির্দিষ্ট কর্মনীতিকে সচেতনভাবে কার্যকর না করে তবে তা অন্যভাবেই কাজ করছে। আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি তা হচ্ছে একটি কর্মনীতিকে কার্যকর করার প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ফলাফল মাত্র। জনগণের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যথার্থ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই একটা কর্মনীতি সঠিক না ভ্রান্ত এবং কী পরিমাণে তা সঠিক বা ভ্রান্ত তা নির্ধারণ করে নিতে পারি। কিন্তু জনগণের প্রয়োগ, বিশেষ করে, একটি বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী জনগণের প্রয়োগ একটি বা অন্য একটি কর্মনীতির সঙ্গে সংযুক্ত না থেকেই পারে না। সুতরাং, কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে একটা বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে যে কর্মনীতিকে রূপায়িত করা হয়েছে তাকে পার্টি সদস্যগণ ও জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যথায় পার্টি সদস্যগণ ও জনসাধারণ আমাদের কর্মনীতির পথনির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন, অন্ধভাবে কাজ করবেন এবং ভুল কর্মনীতিকেই কার্যকর করবেন।

টীকা

১। নগরাঞ্চলীয় পার্টি কমিটিপ্রাদেশিক পার্টি কমিটি বা সীমান্ত আঞ্চলিক পার্টি কমিটির নিম্নতর কিন্তু জেলা পার্টি কমিটির উচ্চতর একটি কমিটি।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতবৃন্দ সম্পর্কিত প্রশ্ন

১লা মার্চ, ১৯৪৮

বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লব চরিত্রের দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ-বিরোধী একটি বিপ্লব। ব্যাপক জনগণ বলতে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ কর্তৃক নিপীড়িত ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অবদমিত সকলকে অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকগণকেই বোঝাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের চীনের গণমুক্তিফৌজের ইশতেহারে[১] বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ ইশতেহারে "বুদ্ধিজীবী" বলতে নিগৃহীত ও অবদমিত বুদ্ধিজীবীকেই বোঝানো হয়েছে, "ব্যবসায়ী" বলতে নিগৃহীত ও অবদমিত সকল জাতীয় বুর্জোয়া অর্থাৎ মাঝারি ও পেটিবুর্জোয়াকেই বোঝানো হয়েছে। "অন্যান্য দেশপ্রেমিকগণ" বলতে প্রধানতঃ আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের বোঝানো হয়েছে। বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লব হচ্ছে এই সমস্ত লোকদের দ্বারা গঠিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্তিক পুঁজিবাদের বিরোধী এমন একটি ফ্রন্ট যাতে শ্রমজীবী জনগণ হচ্ছেন প্রধান অংশ এবং এই বিপ্লব তাদের দ্বারা চালিত একটি বিপ্লব। শ্রমজীবী জনগণ বলতে দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত (যেমন, শ্রমিক, কৃষক, হস্তশিল্পী প্রভৃতি) সকলকেই বোঝানো হচ্ছে এবং এই দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত মানসিক শ্রমকারী ব্যক্তিগণ যারা শোষক নন এবং যারা নিজেরা শোষিতই হয়ে থাকেন তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে। বর্তমান স্তরে চীনের বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসনকে উৎখাত করে দেওয়া এবং শ্রমজীবী জনগণকে প্রধান শক্তি হিসাবে নিয়ে ব্যাপক জনগণের একটি নয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা করা, তার লক্ষ্য সাধারণভাবে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধন করে দেওয়া নয়।

আলোকপ্রাপ্ত যে অভিজাতবৃন্দ আমাদের সঙ্গে অতীতে সহযোগিতা করেছিলেন

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে থেকে রচনা করেছিলেন।

এবং বর্তমানেও সহযোগিতা করে চলেছেন, যারা যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে 'সংগ্রামকে অনুমোদন করেন এবং যারা ভূমি সংস্কারকে অনুমোদন করেন তাদের পরিত্যাগ করা আমাদের উচিত হবে না।' উদাহরণ হিসাবে, শানসি-সুইয়ুআন সীমান্ত অঞ্চলের লিউ শাও-পাই এবং শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের লি তিং-মিঙ-এর মতো লোকদের কথাই ধরুন।[২] জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়ে ও তার পরে কঠিন সময়ে আমাদের প্রচুর সহায়তা করে এসেছেন এবং যখন আমরা ভূমি সংস্কার কার্যকর করছিলাম তারা তখন তার পথে বাধা সৃষ্টি করেননি বা তার বিরোধিতা করেননি ; আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলার নীতি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অর্থ তারা এমন একটা শক্তি যা চীন বিপ্লবের চরিত্রকে নির্ধারণ করেছেন তা কিন্তু বোঝাচ্ছে না। যে শক্তিগুলি একটা বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারণ করে তারা হচ্ছে একদিকে প্রধান শত্রু এবং অন্যদিকে তারা হচ্ছেন প্রধান বিপ্লবী। বর্তমানে আমাদের প্রধান শত্রু হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ; অন্যদিকে এই শত্রুগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান শক্তিগুলি হচ্ছে দৈহিক ও মানসিক শ্রমে নিযুক্ত জনগণ যারা হচ্ছেন আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বইভাগ। এর মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে যে, বর্তমান স্তরে আমাদের বিপ্লব হচ্ছে চরিত্রের দিক থেকে নয়া গণতান্ত্রিক, জনগণতান্ত্রিক একটা বিপ্লব ; এবং অক্টোবর বিপ্লবের মতো সমাজতান্ত্রিক একটা বিপ্লবের থেকে তা স্বতন্ত্র।

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার যে কিছু সংখ্যক দক্ষিণপন্থী নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সঙ্গে যুক্ত রেখেছে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে তারাও এই বিপ্লবের শত্রু, অন্যদিকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার যে বামপন্থীরা নিজেদের শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতা করেন, ঠিক যেমন মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত যে অভিজাত সম্প্রদায় সামন্তশ্রেণী থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন তাদের মতোই এরাও বিপ্লবী। পূর্বোক্তরা যেমন শত্রুদের আসল অংশ নন ঠিক তেমনি পরবর্তীরাও বিপ্লবীদের মধ্যেকার আসল অংশ নন ; এদের কেউই বিপ্লবের চরিত্র নির্দ্ধারণ করেন না। শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণী রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও দোদুল্যচিত্ত। কিন্তু এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিই হয় জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগদান করতে পারেন, বা নিরপেক্ষ একটা অবস্থান গ্রহণ করতে পারেন। কারণ তারা সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক- পুঁজিবাদ কর্তৃক উৎপীড়িত ও শৃঙ্খলিত হয়ে থাকেন। তারা ব্যাপক জনগণেরই অংশ কিন্তু তারা জনগণের প্রধান অংশ নন এবং তারা বিপ্লবের চরিত্রও নির্ধারণ করেন না। কিন্তু যেহেতু তারা অর্থনৈতিক

দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং হয় তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিতে পারেন বা ঐ সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন তার জন্য তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব এবং তা প্রয়োজনও। চীনের কমিউনিস্টপার্টির জন্মের আগে সান ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করতো এবং ঐ সময়ের (পুরানো ধাঁচের ততো আমূল নয় এমন একটা গণতান্ত্রিক) চীনা বিপ্লবের তারা নেতৃত্বও করেছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পর তা যখন তার ক্ষমতা প্রদর্শন করলো, কুওমিনতাঙ তখন আর (নয়া গণতান্ত্রিক) চীন বিপ্লবের নেতা বলে গণ্য হতে পারলো না। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ১৯২৪-২৭ সালের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান করেছিল এবং ১৯২৭-৩১ সালের বছরগুলিতে (১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত) তাদের বেশ কিছু সংখ্যক চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। কিন্তু এই কারণে এটা ভাবা উচিত হবে না যে ঐ সময়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে সপক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করা বা অর্থনৈতিকভাবে তাদের রক্ষা করা উচিত হয়নি বা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি গৃহীত আমাদের অতি-বামপন্থী নীতি হঠকারী ছিল না। বরং উল্টো দিকে, ঐ সময়ে আমাদের বাঞ্ছিত নীতি তখনও ছিল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে রক্ষা করা এবং তাদের পক্ষে নিয়ে আসা যাতে করে আমরা আমাদের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেই আমাদের প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করতে পারি। প্রতিরোধের যুদ্ধকালে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির থেকে মাঝামাঝি একটা অবস্থানে দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করতে থাকেন। বর্তমান স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের প্রতি ক্রমঃবর্ধমান ঘৃণা প্রদর্শন করছেন ; তাদের বামপন্থীরা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এবং দক্ষিণপন্থীরা কুওমিনতাঙের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন ; অন্যদিকে তাদের মধ্যেকার মাঝারি শক্তিগুলি দুই পার্টির মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ও অপেক্ষা করে দেখা যাক কী দাঁড়ায় এই রকম একটি মনোভাবই গ্রহণ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অধিকাংশকে সপক্ষে নিয়ে আসা এবং সংখ্যালঘুদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য এই শ্রেণীর অবস্থান পরিমাপ কালে আমাদের বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে হবে এবং নীতিগতভাবে তাদের স্বার্থরক্ষা করার ঢালাও একটি কর্মনীতিই আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা রাজনৈতিকভাবে ভুল করে বসবো।

আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায় হচ্ছেন জমিদার ও ধনী-কৃষকদের সেই সব ব্যক্তি বিশেষরা যাদের গণতান্ত্রিক ঝোঁক রয়েছে। এইসব লোকজনের আমলাতান্ত্রিক

পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং কিছু পরিমাণে সামন্তবাদী জমিদার ও ধনী কৃষকদের সঙ্গেও এদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি তারা একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য তার জন্য নয় বা তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব একটা গুরুত্ব রয়েছে বলে নয় (তাদের সামন্তবাদী তালুকগুলিকে তাদের সম্মতিক্রমে কৃষকদের মধ্যে বিলিবণ্টনের জন্য তুলে দিতে হবে), বরং তারা প্রতিরোধের যুদ্ধকালে ও পরে রাজনৈতিকভাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের প্রচুর সহায়তা করেছিলেন ও করছেন তার জন্যই এই ঐক্য আমরা করছি। ভূমি সংস্কারের অধ্যায়ে যদি কিছু কিছু আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতগণ এতে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন তাতে করে দেশব্যাপী ভূমিসংস্কারেরই সহায়তা হবে! বিশেষ করে এতে করে বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে নিয়ে আসার ব্যাপারে সহায়তা হবে (কারণ এদের অধিকাংশই এসেছেন জমিদার ও ধনী-কৃষকদের পরিবার থেকে), জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে (যার অধিকাংশেরই জমির সঙ্গে যোগ রয়েছে) এবং সমগ্র দেশব্যাপী আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের (যাদের মোট সংখ্যা হবে কয়েক লক্ষ) পক্ষে নিয়ে আসা সহজ হবে এবং চীন বিপ্লবের প্রধান চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা হবে। ঠিক যেহেতু তাদের এই ভূমিকা রয়েছে তাই আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতেরা সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংযুক্ত ফ্রন্টের একটি অংশ ; সুতরাং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও মনোযোগ প্রদর্শন করতে হবে। প্রতিরোধের যুদ্ধকালে আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের কাছ থেকে আমাদের যা প্রত্যাশিত ছিল তা হচ্ছে তারা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আনুকুল্য করবেন, গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হবেন (কমিউনিস্ট-বিরোধী হবেন না) এবং খাজনা ও সুদ হ্রাসকে সমর্থন করবেন ; বর্তমান স্তরে, তাদের কাছ থেকে আমরা যা প্রত্যাশা করি তা হচ্ছে তারা যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আনুকূল্য করবেন, গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হবেন (কমিউনিস্ট-বিরোধী হবেন না) এবং ভূমি সংস্কারকে সমর্থন করবেন। এই প্রত্যাশাগুলি যদি তারা পূরণ করতে পারেন তবে ব্যতিক্রমহীনভাবে আমাদের উচিত তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ঐকবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষিতও করে তোলা।

টীকা

১। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্গত "চীনের গণমুক্তিফৌজের ইশতেহারে" লিপিবদ্ধ আটটি কর্মনীতির প্রথমটি দেখুন।

২। লিউ শাও-পাই ছিলেন শানসি-সুইয়ুআন সীমান্ত অঞ্চলের একজন আলোকপ্রাপ্ত জমিদার; তিনি শানসি-সুইয়ুআন সীমান্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক পর্যদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। লি তিং-মিঙ ছিলেন উত্তর শেনসি প্রদেশের একজন আলোকপ্রাপ্ত জমিদার; তিনি শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চলের সরকারের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৩। "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি" শীর্ষক বর্তমান খণ্ডের রচনার ১০ নং টীকা দেখুন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিরাট বিজয় এবং মুক্তিফৌজে নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে

৭ই মার্চ, ১৯৪৮

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গণমুক্তিফৌজের সাম্প্রতিক বিরাট বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে গণমুক্তিফৌজের সর্বোচ্চ সদর দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন : এই বিজয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পরিস্থিতিকেই পালটে দিয়েছে এবং মধ্য চীনের সমতলের পরিস্থিতিকেও তা প্রভাবিত করবে। এটা প্রমাণ করেছে যে সৈন্যবাহিনীতে মতাদর্শগত যে শিক্ষা আন্দোলন—"অভিযোগগুলি অভিব্যক্ত করা" এবং "তিনটি পরীক্ষা কার্য" প্রয়োগ করার পদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত হয়েছে তাতে করে "পরীক্ষা কার্য" প্রয়োগ করার পদ্ধতি অনুসারে প্রচলিত হয়েছে তাতে করে গণমুক্তিফৌজ নিজেকে অপরাজেয় করে তুলবে।

মুখপাত্রটি বলেন : এক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ আকস্মিকভাবে য়িচুয়ানে শত্রুর একটি ব্রিগেডকে অবরোধ করে এবং হু সুং-নান তার ২৯তম কোরের কমাণ্ডার লিউ কান-কে তার দুটি পুনর্গঠিত ডিভিসনের চারটি ব্রিগেডকে লোচুয়ান-য়িচুয়ান লাইন থেকে সহায়তাদানের জন্য দ্রুত য়িচুয়ানে পাঠানোর আদেশ দেন। ঐ দুটি ব্রিগেড ছিল পুনর্গঠিত ২৭তম ডিভিসনের ৩১তম এবং ৪৭তম ব্রিগেড এবং পুনর্গঠিত ৯০তম ডিভিশনের ৫৩তম এবং ৬১তম ব্রিগেড যার মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৪ হাজারেরও বেশি ; তারা ২৮শে ফেব্রুয়ারি য়িচুয়ানের দক্ষিণ-পশ্চিমের অঞ্চলে উপনীত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ নিশ্চিহ্নকরণের একটি সমরাভিযান শুরু করে এবং ২৯শে ফেব্রুয়ারি ও ১লা মার্চের

চীনের গণমুক্তিফৌজের সর্বোচ্চ সদর দপ্তরের মুখপাত্রের পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই সংবাদভাষ্যটি রচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে শত্রুর আক্রমণ অভিযানকে চূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ অভিযান পরিচালনার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এই সংবাদ ভাষ্যে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয় এবং অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এতে সৈন্যবাহিনীতে নূতন ধরনের ভাবাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলনের বিরাট তাৎপর্যকে জোরের সঙ্গে সামনে তুলে ধরা হয়, "অভিযোগগুলি অভিব্যক্ত করার"

ত্রিশ ঘণ্টার যুদ্ধে এই সহায়ক সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, একজনকেও সেই ঘেরাও থেকে পালিয়ে যেতে দেয়নি। ১৮ হাজারের অধিক সৈন্য বন্দী হয় এবং পাঁচ হাজারের অধিক সৈন্য হতাহত হয় ; লিউকান স্বয়ং, ৯০তম ডিভিসনের কমাণ্ডার ইয়েন মিঙ এবং অন্যান্য অফিসারগণ নিহত হন। তারপর ৩রা মার্চ আমরা য়িচুয়ান দখল করি এবং এখানেও ঐ নগরীর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত শত্রুর পুনর্গঠিত ৭৬তম ডিভিসনের ২৪তম ব্রিগেডের পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই অভিযানে আমরা সব মিলিয়ে একটি কোর—সদর দপ্তর, দুটি ডিভিসন-সদর দপ্তর ও শত্রুর পাঁচটি ব্রিগেড—এইসব নিয়ে ৩০ হাজার সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিই।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যালেচনা করে মুখপাত্রটি বলেন ঃ হু সুং-নান-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন তথাকথিত "২৮টি ব্রিগেডের মধ্যে ৮টি ছিল তার তিনটি বিধ্বংসী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত—সেগুলি হচ্ছে পুনর্গঠিত প্রথম, ৩৬তম এবং ৯০তম ডিভিসন।" এই ডিভিসনগুলির মধ্যে প্রথম পুনর্গঠিত ডিভিসনের প্রথম ব্রিগেডকে এর আগেই আমরা একবার ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ শানসির ফুশানে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম[১] এবং ঐ একই ডিভিশনের ১৬৭তম ব্রিগেডের প্রধান বাহিনীকে গত বছরের মে মাসে উত্তর শেনসির পানলুঙ-য়ে আমরা আরেকবার নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম। পুনর্গঠিত ৩৬তম ডিভিসনের ১২৩তম এবং ১৬৫তম ব্রিগেড দুটিকে গত বছরের আগস্ট মাসে উত্তর শেনসির মিচি জেলার শাচিয়া তিয়েনে আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম ; এবং এইবার পুনর্গঠিত ৯০তম

এবং "তিনটি পরীক্ষা কার্য" প্রয়োগ করার পদ্ধতিকে কার্যকর করা হয়। এই নূতন ধরনের আন্দোলন গণমুক্তিফৌজের মধ্যেকার রাজনৈতিক কাজকর্ম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ সাধন করে। সমস্ত মুক্ত অঞ্চলে ঐ সময়ে বিরাট উদ্যমের সঙ্গে যে ভূমিসংস্কার ও পার্টিগত সংহতিসাধন আন্দোলন চলছিল এটা ছিল সৈন্যবাহিনীতে তারই অভিব্যক্তি। এই আন্দোলন সমস্ত অফিসার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং সংগ্রাম-সামর্থ্যকে বিরাটভাবে বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে সবচেয়ে কার্যকরভাবে তা ধৃত বিপুল সংখ্যক কুওমিনতাঙ সৈন্যকে গণমুক্তিফৌজের সৈনিক হিসাবে নূতনভাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে তোলে। এভাবে তা গণমুক্তিফৌজের সংহতি সাধন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জনকে সুনিশ্চিত করে তোলে। এই আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে জানার জন্য—"সৈন্যবাহিনীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন", "শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের কর্মীদের সম্মেলনে বক্তৃতা" এবং "সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার"—বর্তমান খণ্ডের এই রচনাগুলি দেখুন।

ডিভিসনকে আমরা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। হু সুং-নান-এর অবশিষ্ট প্রধান প্রধান বাহিনীর মধ্যে পুনর্গঠিত প্রথম ডিভিসনের ৭৮তম ব্রিগেড ও পুনর্গঠিত ৩৬তম ডিভিসনের ২৮তম ব্রিগেডকে এখনও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়নি। সুতরাং বলা চলে, হু সুং-নানের সমগ্র সৈন্যবাহিনীতেই কার্যতঃ আর কোনো বিধ্বংসী ইউনিট অবশিষ্ট নেই। য়িচুয়ানে নিশ্চিহ্নকরণের সমরাভিযানের ফলে যে ২৮টি নিয়মিত ব্রিগেড আগে হু সুং-নানের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে ছিল তার মধ্যে মাত্র ২৩টি অবশিষ্ট আছে। এই ২৩টি ব্রিগেড নিম্নলিখিতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঃ একটি ব্রিগেড দক্ষিণ শানসির লিনফেনে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে এবং তার ধ্বংস অনিবার্য ; ৯টি ব্রিগেড রয়েছে শেনসি-হোনান সীমান্তে এবং লোয়াং-তুংকুয়ান লাইন বরাবর চেন কেং ও সিয়ে ফু-চি-র পরিচালনাধীন আমাদের ফিল্ড আর্মির মোকাবিলা করার জন্য এবং অন্য একটি ব্রিগেড নিয়োজিত রয়েছে দক্ষিণ শেনসিতে হানচুঙ অঞ্চল প্রহরা দেওয়ার জন্য। বাকী ১২টি ব্রিগেডকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তুংকুয়ান থেকে পাওকি পর্যন্ত এবং সিয়েনইয়াং থেকে ইয়েনান পর্যন্ত প্রসারিত ইংরেজী "T" অক্ষরের আকৃতি বিশিষ্ট যোগাযোগ লাইন বরাবর। এদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে "সংরক্ষিত ব্রিগেড" যা পুরোপুরি গড়ে তোলা হয়েছে নূতন সংগৃহীত লোকজনকে নিয়ে, দুটিকে আমাদের সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং সম্প্রতি সে দুটিকে আবার গড়ে তোলা হয়েছে, অন্য দুটি আমাদের হাতে প্রচণ্ড বিধ্বংসী আঘাত খেয়েছে এবং পাঁচটি ব্রিগেড তুলনামূলক বিচারে অল্প আঘাতই খেয়েছে। এর থেকে দেখা যাচ্ছে এই বাহিনীগুলি যে খুবই দুর্বল শুধু তাই নয়, তাদের অধিকাংশই গ্যারিসনের কাজকর্মে নিয়োজিত রয়েছে। হু সুং-নানের সৈন্যবাহিনী ছাড়া তেঙ পাও-শানের পরিচালনাধীন দুটি ব্রিগেড ইউলিনের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত রয়েছে, অন্যদিকে মা হুং-কুয়েই-এর পরিচালনাধীনে ৯টি ব্রিগেড নিংসিয়া প্রদেশের এবং মা পু-ফ্যাঙের অধীনে চিংহাই প্রদেশের সান পিয়েন[২] এবং লুংতুঙ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য ছড়িয়ে রয়েছে। হু সুং-নান, পাও শান এবং দুজন ম্যা-এর পরিচালিত নিয়মিত সৈন্যদের মোট ৩৪টি ব্রিগেডের মধ্যে এখন এমন সব ইউনিটও রয়েছে যাদের একবার বা দুবার নিশ্চিহ্ন করার পর আবার কোনোমতে দাঁড় করানো হয়েছে।

এই হচ্ছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শত্রুর বর্তমান অবস্থা। আবার সেই "T" অকৃতি বিশিষ্ট যোগাযোগ লাইনের ব্যাপারে ফিরে আসা যাক, তার মধ্যে যে পাঁচটি ব্রিগেড তুলনামূলকভাবে কম আঘাত খেয়েছে তাদের দুটি ইয়েনানে আটকে রয়েছে এবং তিনটি বৃহত্তর কুয়ানচুং অঞ্চলে[৩] নিয়োজিত রয়েছে। ওখানকার অন্যান্য ব্রিগেডের অধিকাংশই সম্প্রতি দাঁড় করানো হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি আমাদের

হাতে প্রচণ্ড বিধ্বংসী আঘাত খেয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র বৃহত্তর কুয়ান চুং এলাকাতে এবং বিশেষ করে কানসু প্রদেশে শত্রুর বাহিনী খুবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং তারা দুর্বল; আর তাই ওরা সম্ভবতঃ গণমুক্তিফৌজের আক্রমণের আঘাত স্তব্ধ করতে পারবে না। এই পরিস্থিতি দক্ষিণ ফ্রণ্টে চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীগুলির বিন্যাসকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করতে বাধ্য এবং সর্বপ্রথমেই চেন কেঙ ও সিয়েন ফু-চি-র নেতৃত্বাধীন হোনান-শেনসি সীমান্তবর্তী আমাদের ফীল্ড আর্মির সঙ্গে মোকাবিলায় তার সৈন্য-বিন্যাসকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। বর্তমানে তাদের দক্ষিণমুখী অভিযানে উত্তর-পশ্চিমের গণমুক্তিফৌজ তার রণপতাকা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বিজয় অর্জন করে ফেলেছে, চারদিকে আসাধারণ সুখ্যাতি তারা অর্জন করেছে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে তা পরিবর্তন এনে ফেলেছে; এখন থেকে দক্ষিণের ফ্রন্টগুলিতে গণমুক্তিফৌজের বাহিনীগুলির সঙ্গে সুসঙ্গতি রেখে আরো অনেক কার্যকরভাবে তা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে।

মুখপাত্রটি বলেন ঃ গত গ্রীষ্ম ও শরৎকাল থেকে আমাদের তিনটি ফীল্ড আর্মি যথাক্রমে লিউ পো-চেঙ এবং তেঙ শিয়াও-পিং, চেন ঈ এবং সু য়ু, এবং চেঙ কেং ও শিয়ে ফু-চি-র পরিচালনাধীনে পীত নদী পার হয়ে দক্ষিণ মুখে এগিয়ে গেছে[৪], ইয়াংসি, হুয়াই, পীত ও হান নদীগুলির মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগকে একেবারে চষে ফেলেছে, বিপুল সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং দক্ষিণ ফ্রণ্টে চিয়াং কাই-শেকের প্রায় ১৬০টির মতো যে ব্রিগেড ছিল তাদের মধ্য থেকে সুকৌশলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রায় ৯০টি ব্রিগেডকে মুক্তিফৌজের সপক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছে, তার সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে, রণনীতিগত লক্ষ্যের দিক থেকে নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে এবং সারা দেশের জনগণের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছে। তার শীতকালীন আক্রমণ অভিযানে আমাদের উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মি শূন্য তাপাঙ্কের ত্রিশ ডিগ্রী নীচের প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে শত্রুর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, একের পর এক সুপরিচিত মহানগরগুলি অধিকার করে নিয়েছে, এবং সারাদেশে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছে।[৫] গত বছরের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামগুলিতে[৬] শত্রুর বিপুল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর শানসি-চাহার-হোপেই অঞ্চল, শানতুং, উত্তর কিয়াংসু এবং শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান অঞ্চলস্থ আমাদের আর্মিগুলি তাদের প্রশিক্ষণের ও সংহতিসাধনের কাজ গত শীতকালে সম্পূর্ণ করেছে এবং শীঘ্রই তারা তাদের বসন্তকালীন আক্রমণ অভিযান শুরু করবে।[৭] সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে

একটি সত্যই প্রকাশ হয়ে পড়ে, যদি আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষণশীল চিন্তা, শত্রু সম্পর্কে ভীতি এবং বাধাবিপত্তি সম্পর্কে ভয়ভাবনার বিরোধিতা করি এবং যদি আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ রণনীতিগত লাইন অনুসরণ করি এবং তার যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত দশটি প্রধান মূলনীতি বিষয়ক নির্দেশ অনুসরণ করি,[৮] তাহলে আমরা আমাদের আক্রমণ অভিযানকে উন্মোচিত করে দিতে পারবো, বিপুল শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো এবং চিয়াং কাই-শেকের দস্যুদের দঙ্গলকে এমন আঘাত হানতে পারবো যে তারা কিছুকাল শুধু আমাদের ঠেকিয়ে রাখতেই পারবে কিন্তু পাল্টা আঘাত হানার সামর্থ্য তাদের থাকবে না বা হয়তো দেখা যাবে তারা আমাদের আঘাতকেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না এবং একে একে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

মুখপাত্র জোর দিয়ে দেখিয়ে দেন ঃ উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মির সংগ্রামসামর্থ্য গত বছরের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক উঁচুতে রয়েছে।[৯] গত বছরের যুদ্ধবিগ্রহে উত্তর-পশ্চিমের ফীল্ড আর্মি একই সঙ্গে খুব বেশি হলে দু'টি মাত্র ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে পারতো ; কিন্তু এখন য়িচুয়ান অভিযানে একই সঙ্গে তা শত্রুর পাঁচটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছে। এই বিপুল বিজয়ের অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে যেটা আমাদের অবশ্যই দেখিয়ে দেওয়া উচিত, তা হচ্ছে—ফ্রন্টে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের দৃঢ় অথচ নমনীয় পরিচালনা, নেতৃস্থানীয় কমরেডগণ ও জনসাধারণ পশ্চাৎ অঞ্চলে থেকে যে উদ্যোগী সহায়তা তাদের দান করেছেন তা, শত্রুর সৈন্যবাহিনীর তুলনামূলক বিচ্ছিন্নতা এবং আমাদের পক্ষে অনুকূল রণক্ষেত্র। কিন্তু যা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় তা হচ্ছে সৈন্যবাহিনীতে পরিচালিত সেই নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা যা গত শীতকালে দুমাসের অধিক কাল ধরে অভিযোগ অভিব্যক্ত করা ও তিনটি পরীক্ষাকার্য প্রয়োগ করার পদ্ধতির মাধ্যমে চালিয়ে আসা হয়েছে সেটা। অভিযোগ অভিব্যক্ত করার (প্রাচীন সমাজ ও প্রতিক্রিয়াশীলগণ কর্তৃক শ্রমজীবী জনগণের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার) সঠিক বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং (শ্রেণীগত উৎস, কর্তব্যকর্ম সম্পাদন এবং সংগ্রাম করার আগ্রহ) এই তিনটি পরীক্ষা কার্য চালানোর আন্দোলনের ফলে শোষিত শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির সংগ্রামে, জাতি-জোড়া ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে এবং জনসাধারণের অভিন্ন সাধারণ শত্রু 'চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনা বিরাটভাবে উন্নত হয়ে উঠেছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে সকল কমাণ্ডার ও সৈনিকদের সুদৃঢ় ঐক্যও বিরাটভাবে জোরদার হয়ে উঠেছে। এই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনী

নিজের সৈন্যদের মধ্যে অনেক বিশুদ্ধতা অর্জন করেছে, শৃঙ্খলাবোধকে জোরদার করে দিয়েছে এবং পরিপূর্ণভাবে সুপরিচালিত ও সুশৃঙ্খল পথে নিজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গণতন্ত্রকে আরো অনেক বিকশিত করে তুলছে। এভাবে আমাদের সৈন্যবাহিনী ঐক্যবোধে একমন একপ্রাণ হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকেই তাতে তার নিজ নিজ চিন্তাভাবনা, শক্তি ও ত্যাগে নির্ভীকতার অবদান জুগিয়ে চলেছেন এবং বৈষয়িক প্রতিবন্ধতাকে জয় করতে সমর্থ তা এমন এক সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে যা ব্যাপক নির্ভীকতা প্রদর্শন করে চলেছে এবং শত্রুর বিনাশ সাধনে অমিতবিক্রমের পরিচয় দিচ্ছে। এ ধরনের একটি সৈন্যবাহিনী অপরাজেয়।

মুখপাত্রটি বলেন : সৈন্যবাহিনীতে এই নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা-আন্দোলন শুধু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেই পরিচালিত হয়েছে তা নয় ; সারা দেশব্যাপী গণমুক্তিফৌজের মধ্যেই তা পরিচালিত হয়েছে বা হচ্ছে। যুদ্ধবিগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে পরিচালিত হয় বলে এই আন্দোলন যুদ্ধের পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না। পার্টির সংহতিসাধনের আন্দোলন এবং ভূমি-সংস্কারের আন্দোলনের সঙ্গে একই সঙ্গে এই আন্দোলন সঠিকভাবে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীনে, শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিরোধিতা করার সংকীর্ণ পরিসরে আক্রমণ চালানোর, নির্বিচারে মারপিট করা ও হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার (যত কম হত্যা করা হয় ততই ভালো) আমাদের পার্টির এই সঠিক নীতি অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে বলে এবং দেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগের অধিক ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পার্টির সঠিক নীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তা চালিত হচ্ছে বলে, এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প ও বাণিজ্য দৃঢ়ভাবে রক্ষা করা ও বিকাশ সাধনের আমাদের পার্টির সঠিক শহরাঞ্চল সম্পর্কিত নীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখে তা পরিচালিত হচ্ছে বলে এই মতাদর্শগত শিক্ষাআন্দোলন গণমুক্তিফৌজকে অপরাজেয় করে তুলতে বাধ্য। চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠী এবং তাদের প্রভু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান সংগ্রামের বিরুদ্ধে মরীয়া হতে যত চেষ্টাই করুক না কেন, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

টীকা

১। বর্তমান খণ্ডের "বিপুলতর বাহিনী কেন্দ্রীভূত করে একে একে শত্রুর বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করে দিন" শীর্ষক রচনার প্রথম টীকা দেখুন।

২। সানপিয়েন হচ্ছে শেনসি প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি এলাকা। লুঙতুং হচ্ছে কানসু প্রদেশের পূর্বাংশ। সানপিয়েন ও লুঙতুং ঐ সময়ে ছিল শেনসি-কানসু-নিংসিয়া মুক্ত অঞ্চলের দু'টি নগরাঞ্চল।

৩। এখানে মধ্য শেনসি এবং কানসুর উত্তর-পশ্চিমকে একত্রে ধরে বলা হয়েছে।

৪। ১৯৪৭ সালের ৩০ শে জুন থেকে শুরু করে শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান ফীল্ড আর্মির সাতটি বাহিনী লিউ পো-চেঙ, তেঙ শিয়াও-পিং ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীনে পীত নদী অতিক্রম করে তাপিয়ে পর্বতের দিকে অগ্রসর হয় এবং এভাবে গণমুক্তিফৌজের রণনীতিগত আক্রমণ অভিযানের সূত্রপাত করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগেই এক লক্ষাধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয় এবং হুপে-হোনান সীমান্তে, পশ্চিম আনহুইয়ে হুপে-হোনান সীমান্তের তুংপাই পার্বত্য অঞ্চলে, ইয়াংসি ও হান নদীর মধ্যবর্তী সমতলে এবং অন্যান্য অঞ্চলে নূতন ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা হয়। চেন ঈ, সু য়ু এবং অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীনে পূর্ব চীন ফীল্ড আর্মির আটটি বাহিনী ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে শানতুং প্রদেশে শত্রুর কেন্দ্রীভূত আক্রমণকে চুরমার করে দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুংয়ে এবং আনহুই-কিয়াংসু সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে, শত্রুর লক্ষাধিক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, হোনান-আনহুই-কিয়াংসু মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে এবং কাইফেঙ ও চেংচাওয়ে অবস্থিত শত্রুর মূল যুদ্ধকেন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চেন কেঙ, সিয়ে ফু-চি এবং অন্যান্য কমরেডদের পরিচালিত শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান সীমান্ত অঞ্চলের তাইউয়ে সৈন্যদলের দুটি বাহিনী ও একটি কোর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দক্ষিণ শানসিতে পীত নদী অতিক্রম করে পশ্চিম হোনানোর দিকে অগ্রসর হয়, চল্লিশ সহস্রাধিক শত্রু সৈন্যকে ধ্বংস করে দেয়, হোনান-শেনসি-হুপে সীমান্তে ও দক্ষিণ শেনসিতে ঘাঁটি অঞ্চল স্থাপন করে এবং পশ্চিম হোনানে অবস্থিত শত্রুর মূল সমরকেন্দ্র লোয়াং-কে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তুঙকুয়ানকে বিপন্ন করে তোলে।

৫। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের ১৫ই থেকে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ পর্যন্ত নব্বই দিন ধরে একটানা যুদ্ধ চালিয়ে লিন পিয়াও লো জুং-হুয়ান ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বে চালিত উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মির ১০টি বাহিনী ও ১২টি স্বতন্ত্র ডিভিসন চাইনীজ চ্যাঙচুন রেলপথের সেপিংকাই-তাসহি চিয়াও বিভাগের এবং পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথের শানহাইকুয়ান-শেনইয়াং বিভাগের অংশ বরাবর অভূতপূর্ব ব্যাপক আকারে শীতকালীন আক্রমণ অভিযান চালায়; তারা একলক্ষ ছাপান্ন হাজারের অধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং শত্রুর সুরক্ষিত সেপিংকাইয়ের মূল সামরিক কেন্দ্র ও অন্যান্য আঠারোটি মহানগরী দখল করে। য়িংকাও প্রহরারত শত্রুর একটি ডিভিসন বিদ্রোহ করে আমাদের পক্ষে চলে আসে। কিরিন মহানগরীর প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত শত্রুর সৈন্যবাহিনী পলায়ন করে চ্যাঙচুনের দিকে চলে যায়। তারপর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল কমতে কমতে সমগ্র অঞ্চলের শতকরা মাত্র একভাগে এসে দাঁড়ায় এবং চ্যাঙচুন-শেনইয়ং-চিনচাও লাইন বরাবর বিভিন্ন মহানগরীর শত্রুর ঘাঁটিগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

৬। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নীয়ে জুং-চেন ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন শানসি-চাহার-হোপেই ফীল্ড আর্মির পাঁচটি বাহিনী তাচিং নদীর উত্তর অঞ্চলে, চিং ফেংটিয়েন অঞ্চলে শীচিয়া চুয়াংয়ে মুক্তির জন্য সংগ্রামে

একাদিক্রমে বহু যুদ্ধ করে, মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজার শত্রু সৈন্যকে ধ্বংস করে এবং শানসি-চাহার-হোপেই ও শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান মুক্ত অঞ্চলকে যুক্ত করে তাকে পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চল বিশিষ্ট একটি মুক্ত অঞ্চলে পরিণত করে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সু শীউ, তান চেন-লিন এবং অন্যান্য কমরেডদের পরিচালনাধীনে পূর্বচীন ফীল্ড আর্মির শানতুং সৈন্যবাহিনীর তিনটি দল এবং আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব শানতুংয়ে যুদ্ধ চালিয়ে ৬৩ হাজারের অধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে, দশটির অধিক বিভাগীয় শহর মুক্ত করে ; এটা শানতুং প্রদেশের সমগ্র পরিস্থিতিকেই পালটে দেয়। ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্বচীন ফীল্ড আর্মি ইউনিটগুলি উত্তর কিয়াংসুতে ইয়েনচেং, লিপাও এবং অন্যান্য স্থানে একাদিক্রমে অনেকগুলি যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুর চব্বিশ হাজারের অধিক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং উত্তর কিয়াংসু বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে পুনরুদ্ধার করে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে, সু সিয়াং-চিয়েন এবং অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান ফীল্ড আর্মির ইউনিটগুলি উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মির ইউনিটগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে যুদ্ধ চালিয়ে ইয়ুনচেং দখল করে, তেরো হাজারের অধিক শত্রু সৈন্যকে ধ্বংস করে ; তারা দক্ষিণ-পশ্চিম শানসির সকল শত্রু সৈন্যকেই ধ্বংস করে দেয় এবং লিনফেনস্থ শত্রু সৈন্যকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

৭। ১৯৪৮ সালের বসন্তকালে বিগত শীতকালের বেশ দীর্ঘ একটা সময়ের প্রশিক্ষণ ও সংহতিসাধনের পর গণমুক্তিফৌজের ফীল্ড আর্মিগুলি ধারাবাহিক আক্রমণ অভিযান শুরু করে। মার্চ ও মে-র মধ্যবর্তী সময়ে শানসি-চাহার-হোপেই ফীল্ড আর্মি এবং শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান এবং শানসি-সুইয়ুআন ফীল্ড আর্মির ইউনিটগুলি দক্ষিণ চাহার, পূর্ব সুইয়ুআন এবং শানসির লিনফেন অঞ্চলে অভিযান চালায়, ৪৩ হাজারের অধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং বহু অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে। ৭ই মার্চ এবং ২৯শে মে-র মধ্যে পূর্বচীন ফীল্ড আর্মির এবং মধ্য সমতল অঞ্চলের ইউনিটগুলি লোয়াং, সুংহো এবং নানইয়াংয়ের পশ্চিম ও পূর্বভাগে একাদিক্রমে অনেকগুলি যুদ্ধ করে ষোলো হাজারের অধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং মধ্য সমতল অঞ্চলের শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই চুরমার করে দেয় ও ওখানকার মুক্ত অঞ্চলকে সম্প্রসারিত ও সংহত করে তোলে। ১১ই মার্চ ও ৮ই মে-র মধ্যে পূর্বচীন ফীল্ড আর্মির শানতুং সৈন্যবাহিনী সিংতাও-সিনান রেলপথের পশ্চিমভাগে প্রথমে লড়াই করে এবং তারপরে ওয়েই সিয়েনে লড়াই চালিয়ে শত্রুর ৮৪ হাজারের অধিক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এর ফলে সিনান, সিংতাও, লিনয়ি এবং ইয়েনচাওয়ের মতো কুওমিনতাঙ অধিকৃত কিছু কিছু শক্ত ঘাঁটি ছাড়া সমগ্র শানতুং প্রদেশই মুক্ত হয়ে যায়। মার্চে উত্তর কিয়াংসু সৈন্যবাহিনী ইয়িলিনে একটি সফল যুদ্ধ চালায়।

৮। যুদ্ধ পরিচালনার দশটি প্রধান মূলনীতির জন্য বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" অধ্যায়টি দেখুন।

৯। পেং তে-হুয়াই, হো লাঙ, সি চুং-সুন ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন উত্তর-

পশ্চিম ফীল্ড আর্মি দুই কলাম ও দুই ব্রিগেডের মোট পঁচিশ হাজারের অধিক সংখ্যক সৈন্যের একটি মূল বাহিনীকে ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তর শেনসিতে যুদ্ধে নিযুক্ত করে। ১৯৪৮ সালের বসন্তের মধ্যে সেই মূল বাহিনীটি বেড়ে পাঁচটি কলামের মোট ৭৫ হাজার সৈন্যেতে দাঁড়ায়। এক বছরের যুদ্ধের পর এবং সৈন্যবাহিনীতে ১৯৪৭ সালের শীতকালে পরিচালিত নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে মজবুত হয়ে ওঠার পর ব্যাপক সংখ্যক অফিসার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনা এবং সামরিক বাহিনীগুলির কার্যকর সংগ্রামের সামর্থ্য অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। এর মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মির পক্ষে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে নিজের সীমানার লাইন অতিক্রম করে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয় ভিত্তি সৃষ্টি হয়। ইচুয়ানে অর্জিত বিরাট বিজয়ের পর ১২ই এপ্রিল উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মি (সিয়ানের পশ্চিম অঞ্চলে ও চিংশুই এবং ওয়েইশুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের) সিফুতে ও পূর্ব কানসুতে অভিযান চালায়, চিংশুই এবং ওয়েইশুই নদীর মধ্যবর্তী ব্যাপক অঞ্চলে এগিয়ে যায়, সিয়ান-লানচাও রাজপথকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ২২শে এপ্রিল ইয়েনান পুনরুদ্ধার করে।

পরিস্থিতি সম্পর্কিত সার্কুলার

২০শে মার্চ, ১৯৪৮

১। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে কেন্দ্রীয় কমিটি নূতন পরিস্থিতিতে ভূমিসংস্কার, শিল্প ও বাণিজ্য, যুক্তফ্রন্ট, পার্টির সংহতিসাধন এবং নূতন মুক্ত অঞ্চলে নির্দিষ্ট কর্মনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। তা পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী ও "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, মুখ্যত "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছে। পার্টির ইতিহাস থেকে দেখা গেছে যে আমাদের পার্টি যখন কুওমিনতাঙের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলে সেই সময়গুলিতে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং যখন আমাদের পার্টি কুওমিনতাঙের থেকে সরে এসেছে সেই সময়গুলিতে "বামপন্থী" বিচ্যুতি দেখা দেয়। বর্তমানে "বামপন্থী" বিচ্যুতি মুখ্যতঃ দেখা দিচ্ছে মাঝারি কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ সংকোচনের মধ্য দিয়ে; শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের আশু স্বার্থের ওপর একপেশেভাবে জোর দেওয়ার মধ্য দিয়ে; জমিদার ও ধনী কৃষকদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য না করার মধ্য দিয়ে; বৃহৎ, মাঝারি ও ছোটো জমিদারদের মধ্যে বা যেসব জমিদার আঞ্চলিক স্বৈরাচারী এবং যারা তা নয় তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করার মধ্য দিয়ে; সমবণ্টনের মূলনীতির বিধান অনুসারে জমিদারদের জন্য জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না রাখার মধ্য দিয়ে; প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার সংগ্রামে কর্মনীতির ভেদরেখায় কিছু কিছু লাইনকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে; জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক পার্টিগুলিকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করার মধ্য দিয়ে; আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের অবাঞ্ছিত বলে মনে করার মধ্য দিয়ে; নূতন মুক্ত অঞ্চলে (ধনী কৃষক ও ছোটো জমিদারদের নিরপেক্ষ করাকে অবহেলা করে) আক্রমণের পরিসরকে সংকীর্ণ করে আনার রণকৌশলগত গুরুত্বকে অবহেলা করার

এই অন্তঃপার্টি সার্কুলার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। তারপরে কেন্দ্রীয় কমিটি শেনসি-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত অঞ্চল ছেড়ে শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চল হয়ে শানসি-চাহার-হোপেই অঞ্চলে চলে আসে এবং ১৯৪৮ সালের মে মাসে তা পশ্চিম হোপেই প্রদেশের পিংশান জেলার সিপাইপো গ্রামে উপনীত হয়।

মধ্য দিয়ে এবং ধাপে ধাপে কাজ করার ধৈর্য্যের অভাবের মধ্য দিয়ে। গত প্রায় দুবছর ধরে সমস্ত মুক্ত অঞ্চলেই কম বা বেশি পরিমাণে এই "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলি ঘটছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেগুলি গুরুতর হঠকারী প্রবনতা হয়েই দেখা দিয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ ঐগুলি সংশোধন করে নেওয়া খুব শক্ত নয় ; মূলতঃ গত কয় মাসেই সেগুলিকে শুধরে নেওয়া হচ্ছে বা সেগুলিকে এখন শুধরে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত স্তরের নেতাদেরকেই এই ধরনের বিচ্যুতিগুলিকে পুরোপুরি সংশোধন না করা পর্যন্ত কঠোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি মুখ্যতঃ দেখা দিচ্ছে চিয়াং কাই-শেকের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক আকারের সাহায্য দেখে ভয় পেয়ে শত্রুর শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা থেকে, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে অনেকটা ক্লান্তি থেকে, বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে কিছু কিছু সন্দেহ থেকে, সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য জনগণকে পরিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলতে সাহস না পাওয়া থেকে, পার্টির শ্রেণীবিন্যাস এবং কাজের ধারার মধ্যেকার কলুষতা সম্পর্কে ঔদাসীন্য থেকে। এইসব দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি অবশ্য বর্তমানে প্রধান বিচ্যুতি নয় ; এইগুলি সংশোধন করে দেওয়াও কঠিন কাজ নয়। সাম্প্রতিক কয় মাসে আমাদের পার্টি যুদ্ধে, ভূমিসংস্কারে, সৈন্যবাহিনীতে মতাদর্শগত শিক্ষাক্ষেত্রে, নূতন মুক্ত অঞ্চল গড়ে তুলতে এবং গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে সপক্ষে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে ; এবং এইসব কাজের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতিগুলি হয়েছে সেগুলিকে জোরের সঙ্গে সংশোধন করেছে বা সংশোধন করছে। এতে করে চীনের সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষেই সুষ্ঠু বিকাশের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। পার্টির এই সমস্ত কর্মনীতি ও রণকৌশলই যখন সঠিক পথে চলবে তখনই শুধু চীনের বিপ্লবের পক্ষে বিজয় অর্জন করা সম্ভব হবে! কর্মনীতি ও রণকৌশল হচ্ছে পার্টির প্রাণস্বরূপ ; সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরকে ঐগুলির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে এবং কোনো মতেই এ সম্পর্কে অবহেলা প্রদর্শন করা চলবে না।

২। কিছু কিছু গণতন্ত্রী ব্যক্তি তথাকথিত একটি "তৃতীয় পন্থা"[১] তখনও সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেক সম্পর্কে তাদের কিছু কিছু মোহ থেকে এবং দেশের ও বিদেশের তাবৎ শত্রুকে পরাজিত করে দেওয়ার মতো শক্তি পার্টি ও জনগণের রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে তাদের সংশয় থেকে তারা নিজেদের কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির থেকে দূরে মাঝামাঝি জায়গায় রেখেছিলেন ; তারা আজ আকস্মিক এই কুওমিনতাঙ আক্রমণের অভিযানের মুখে পড়ে নিজেদের একটা বিমূঢ় অবস্থায় দেখতে পাচ্ছেন, তারই পরিণতিস্বরূপ, ১৯৪৮

সালের জানুয়ারি মাসে তারা পার্টির শ্লোগানগুলি গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং নিজেদের চিয়াং কাই-শেক ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যের পক্ষে নিজেদের অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছেন।[২] আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কর্মনীতি অনুসরণ করা এবং তাদের ভ্রান্ত, ধ্যানধারণাগুলির যথোপযুক্ত সমালোচনা করা। ভবিষ্যতে যখন জনগণের কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে তখন তাদের কাউকে কাউকে সরকারের কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো প্রয়োজনীয় ও হিতকর হবে। এইসব ব্যক্তিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে ওরা সব সময়ই শ্রমজীবী জনগণের সংশ্রবের থেকে দূরে থাকেন, মহানগরগুলিতে জীবন ধারায় এরা অভ্যস্ত এবং মুক্ত অঞ্চলে চলে আসতে এরা দ্বিধাগ্রস্ত। তা সত্ত্বেও তারা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন তার গুরুত্ব রয়েছে এবং তাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। সুতরাং ওদের সপক্ষে নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের মূল্যায়ন হচ্ছে এই যে আমরা আরো বৃহত্তর বিজয় অর্জন করার পর এবং শেনইয়াং, পিপিং ও তিয়নসিনের মতো বেশ কিছু মহানগর মুক্ত করার পর এবং যখন এটা সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে কমিউনিস্ট পার্টিই জয়লাভ করবে এবং কুওমিনতাঙ পরাজিত হয়ে যাবে, তখন যদি জনগণের কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ গ্রহণের জন্য এইসব ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হন তবে তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুক্ত অঞ্চলে আসতে রাজী হতে পারেন।

৩। আমরা এই বছরই জনগণের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছি না, কারণ সময় এখনও উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। এই বছরের শেষের দিকে সাজানো জাতীয় বিধানসভা চিয়াং কাই-শেককে রাষ্ট্রপতি[৩] নির্বাচিত করার পর এবং তিনি আরো বেশি করে পুরোপুরি হতমান হয়ে পড়ার পর, আমরা আরো বৃহত্তর বিজয় অর্জন করার এবং আমাদের এলাকাকে আরো সম্প্রসারিত করে তোলার পর, আরো ভালো হয় দেশের বৃহত্তম একটি বা দুটি মহানগর দখল করে নেওয়ার পর এবং উত্তর-পূর্ব চীন, উত্তর চীন, শানতুং, উত্তর কিয়াংসু, হোনান, হুপে ও আনহুই পরস্পর সংযুক্ত একটি মাত্র এলাকা হয়ে পড়ার পর জনগণের একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। সময়টা হবে সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সালে। বর্তমানে আমরা শানসি-চাহার-হোপেই এলাকাকে, শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান এলাকাকে এবং শানতুং-এর পোহাই এলাকাকে একক একটি পার্টি কমিটি (উত্তর চীন ব্যুরোর)[৪], "একক একটি সরকারের এবং একক একটি সামরিক কর্তৃত্বের পরিচালনাধীনে নিয়ে আসছি" (পোহাই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি কিছুদিনের জন্য

বিলম্বিত হতে পারে)। এই তিনটি অঞ্চল লুংহাই রেলপথের উত্তর অঞ্চল, তিয়েনসিন-পুকোও রেলপথের পশ্চিম অঞ্চল, তাতুং-পোচাও রেলপথের পূর্ব অঞ্চল এবং পিপিং-সুইয়ুআন রেলপথের দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলগুলি এর মাঝেই পরস্পর সংযুক্ত পাঁচকোটি জনসমষ্টি অধ্যুষিত একটি এলাকায় পরিণত হয়ে গেছে এবং ঐগুলি অন্তর্ভুক্তির কাজ সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এতে করে দক্ষিণ অঞ্চলের ফ্রন্টের যুদ্ধের কাজে আমাদের জোর সাহায্য যোগানো এবং বিপুল সংখ্যক কর্মীদের নূতন মুক্ত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর হবে। সম্মিলিত এই অঞ্চলের সদর কেন্দ্র শিচিয়াচুয়াংয়ো[৫]। কেন্দ্রীয় কমিটিও উত্তর চীনে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি করছে এবং তার ওয়ার্কিং কমিটি তখন কেন্দ্রীয় কমিটির অঙ্গীভূত হয়ে যাবে।

৪। দক্ষিণ রণাঙ্গনের আমাদের সৈন্যরা ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই কয়মাসে যথেষ্ট বিশ্রাম ও সংহতি সাধনের সময় পেয়েছেন; এতে রয়েছেন পানতুং সৈন্যবাহিনীর ৯টি ব্রিগেড, উত্তর কিয়াংসু সৈন্যবাহিনীর ৭টি ব্রিগেড, পীত ও হুয়াই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ২১টি ব্রিগেড, হোনান-হুপে-শেনসি অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীর ১০টি ব্রিগেড, ইয়াংসি, হুয়াই এবং হান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ১৯টি ব্রিগেড, উত্তর-পশ্চিম চীনের সৈন্যবাহিনীর ১২টি ব্রিগেড এবং দক্ষিণ শানসি এবং উত্তর হোনানের সৈন্যবাহিনীর ১২টি ব্রিগেড। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ইশাংসি, হুয়াই এবং হাননদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের লিউ পো-চেঙ এবং তেঙ শিয়াও-পিঙের নেতৃত্বাধীন মূল সৈন্যবাহিনীটি যা বিশ্রাম ও সংহতি সাধনের কোনো অবকাশই পায়নি, কারণ পাই চুং-সি তার সৈন্যবাহিনীকে তাপিয়ে পর্বত আক্রমণের জন্য কেন্দ্রীভূত করেছেন[৬]; ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার পূর্বে ঐ বাহিনীর পক্ষে তার কিছু কিছু ইউনিটকেও হুয়াই নদীর উত্তর তীরে বিশ্রাম ও সংহতি সাধনের জন্য পাঠানো সম্ভব হয়নি। গত কুড়ি মাসের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে ব্যাপক আকারে ঐটিই ছিল আমাদের প্রথম বিশ্রাম ও সংহতিসাধনের অবকাশ। ঐ সময়ে আমরা যে পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করি তা হচ্ছে: সাধারণ সৈনিকগণ কর্তৃক অভিযোগ অভিব্যক্ত করা (প্রাচীন সমাজ ও প্রতিক্রিয়াশীলগণ কর্তৃক শ্রমজীবী জনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ সম্পর্কে বলা), তিনটি পরীক্ষা কার্য (শ্রেণীগত উৎস, কর্তব্য পালন এবং সংগ্রামের আগ্রহ সম্পর্কে) পর্যালোচনা করা এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের (অফিসাররা সৈনিকদের শিক্ষা দেবেন, সৈনিকেরা অফিসারদের শিক্ষা দেবেন এবং সৈনিকেরা একে অন্যকে শিক্ষা দেবেন) ব্যবস্থা করা। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে সমগ্র সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ও সৈনিকদের মধ্যে আমরা উচ্চস্তরের বিপ্লবী অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলি; সৈন্যবাহিনীর

কয়েকটি ইউনিটের মধ্যে কিছু কিছু যেসব জমিদার, ধনী কৃষক ও বদ লোকজনদের দেখা গেছে তাদেরকে নূতন করে রূপদান করে বা অপসারিত করে দেওয়া হয়েছে; শৃঙ্খলাবোধের ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়েছে; ভূমিসংস্কারের সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মনীতি এবং শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মনীতি এবং বুদ্ধিজীবিদের সম্পর্কে কর্মনীতিকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া গেছে; সৈন্যবাহিনীতে গণতান্ত্রিক ধারার কাজকর্মকে বিকশিত করে তোলা গেছে; এবং আমাদের সামরিক কলাকৌশল ও রণকৌশলকে উন্নত করে তোলা গেছে। ফলে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামসামর্থ্যকে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা গেছে। লিউ পো-চেং এবং তেঙ শিয়াও-পিঙের অধীন সৈন্যবাহিনীর যে অংশটি এখনও বিশ্রাম নিচ্ছে ও সংহতি সাধন করছে তাদের বাদ দিয়ে আমাদের সকল সৈন্যবাহিনীই ধারাবাহিকভাবে ফেব্রুয়ারির শেষভাগ বা মার্চের প্রথমভাগ থেকে নূতন নূতন সামরিক অভিযান শুরু করেছেন এবং দুই সপ্তাহেই তারা শত্রুর ৯টি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। উত্তর রণাঙ্গণে আমাদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাহিনীতে রয়েছে ৪৬টি ব্রিগেড, শানসি-চাহার-হোপেই এলাকার বাহিনীতে রয়েছে ১৮টি ব্রিগেড এবং শানসি-সুইয়ুআন এলাকার বাহিনীতে রয়েছে ২টি ব্রিগেড, তাদের অধিকাংশকেই সারা শীতকাল জুড়ে লড়াই করতে হয়েছে এবং একটি অংশই শুধু বিশ্রাম ও সংহতি সাধনের অবকাশ পেয়েছে। লিয়াওহো নদীতে বরফ জমে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আমাদের সৈন্যবাহিনী তিন মাস ধরে লড়াই চালিয়ে এসেছে, ৮টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছে, একটি ব্রিগেডকে সপক্ষে নিয়ে এসেছে, চাংউ, ফাকু, সিনলিতুন, লিয়াওইয়াং, আনশান, ইয়িংকোও এবং সেপিংকাই দখল করেছে এবং কিরিনকে পুনরুদ্ধার করেছে। এই সৈন্যবাহিনী এখন তাদের বিশ্রাম ও সংহতি সাধন শুরু করছে। তারপর চ্যাঙচুন বা পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথ বরাবর শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। শানসি-চাহার-হোপেই অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী একমাসের অধিককাল বিশ্রাম ও সংহতিসাধনের সময় পেয়েছে এবং এখন পিপিং-সুইয়ুআন রেলপথের দিকে এগিয়ে চলেছে। শানসি-সুইয়ুআন অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী তুলনামূলকভাবে ছোটো, তার কাজ হচ্ছে ইয়েন সি-শান-এর সৈন্যবাহিনীকে আটকে রাখা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের এখন দুটি রণাঙ্গণে—উত্তরে ও দক্ষিণে, ১০টি ছোটো বড়ো সৈন্যবাহিনীতে নিয়মিত সৈনিকদের ৫০টি কলাম রয়েছে (প্রতিটি কলাম কুওমিনতাঙের পুনর্গঠিত এক একটি ডিভিসনের সমান) বা ১৫৬টি ব্রিগেড রয়েছে (প্রতিটি ব্রিগেড কুওমিনতাঙের পুনর্গঠিত এক একটি ব্রিগেডের সমান), প্রতিটি ব্রিগেডে রয়েছে (তিনটি রেজিমেন্টে) গড়ে প্রায় ৮,০০০জন করে সৈনিক—

সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে মোট ১৩,২২,০০০ সৈনিকের কিছু বেশি সংখ্যক। তাছাড়া, আছে ১১,৬৮,০০০-এর অধিক অনিয়মিত সৈনিক (তাদের মধ্যে ৮লক্ষ হচ্ছে যুদ্ধ সমর্থ সৈনিক), তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আঞ্চলিক বাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্যদল, গেরিলা বাহিনী, রণাঙ্গানের পশ্চাৎ অঞ্চলের সামরিক সংগঠন এবং সামরিক শিক্ষায়তনসমূহ। সব মিলিয়ে আমাদের মোট সৈন্যবাহিনী দাঁড়াচ্ছে ২৪লক্ষ ৯১ হাজারের অধিক। কিন্তু ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের আগে আমাদের ছিল নিয়মিত সৈন্যের মাত্র ২৮টি কলাম বা ১১৮টি ব্রিগেড, প্রতিটি ব্রিগেডে (তিনটি রেজিমেণ্ট) গড়ে ছিল পাঁচ হাজারের কম সৈন্য—সব মিলিয়ে মোট ৬,১২,০০০ সৈন্য ; তার সঙ্গে ছিল ৬,৬৫,০০০ অনিয়মিত সৈন্য, সব মিলিয়ে আমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২,৭৮,০০০। এটা দেখা যাচ্ছে আমাদের সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিগেডের সংখ্যা খুব বেশি বাড়েনি কিন্তু প্রতি ব্রিগেডে সৈন্যসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। কুড়ি মাসের যুদ্ধের পর, আমাদের সংগ্রাম-সামর্থ্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত, কুওমিনতাঙের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৯৩টি ডিভিসনে ২৪৮টি ব্রিগেড ;এখন তাদের রয়েছে পরিচিহ্নিত ১০৪টি ডিভিসনে ২৭৯টি ব্রিগেড। নিম্নলিখিতভাবে সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। উত্তর ফ্রন্টে রয়েছে ২৯টি ডিভিসনে ৯৩টি ব্রিগেড, সব মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ৫,৫০,০০০ সৈন্য (শেনইয়াং-য়ে ওয়েই লি-হুয়াং-এর পরিচালনাধীনে ১৩টি ডিভিসনের ৪৫টি ব্রিগেড, পিপিংয়ে ফু সো-ঈ-এর পরিচালনাধীনে ১১টি ডিভিসনের ৩৩টি ব্রিগেড, তাইয়ুআনে ইরেন শি শান-এর পরিচালনাধীনে ৫টি ডিভিসনে ১৫টি ব্রিগেড)। দক্ষিণ রণাঙ্গনে রয়েছে ৬৬টি ডিভিসনে ১৫টি ব্রিগেড মোট প্রায় ১০,৬০,০০০ সৈন্য (চেংচাওয়ে কু চু-তুঙের পরিচালনাধীন ৩৮টি ডিভিসনে ৮৬টি ব্রিগেড, কিউ-কিয়াংয়ে নাই চুং-সি-র পরিচালনাধীন ১৪টি ডিভিসনে ৩৩টি ব্রিগেড) এবং সিয়ানে হু সুং-নান-এর পরিচালনাধীন ১৪টি ডিভিসনে ৩৯টি ব্রিগেড)। দ্বিতীয় লাইনে ওখানে রয়েছে ৯টি ডিভিসনে ২৮টি ব্রিগেডে মোট প্রায় ১,৯৬,০০০ সৈন্য (উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ লামচাও-এর পশ্চিম অঞ্চলে ৪টি ডিভিসনে রয়েছে ৮টি ব্রিগেড ; দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অর্থাৎ সেচুয়ান, সিকাঙ, ইউয়ুনান এবং কিউচাও প্রদেশে রয়েছে ৪টি ডিভিসনে ১০টি ব্রিগেড ; দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ ইয়াংসি নদীর দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে ৮টি ব্রিগেড ; এবং তাইওয়ানে এক ডিভিসনে দুটি ব্রিগেড)। কুওমিনতাঙের নিয়মিত বাহিনীর পরিচিতি জ্ঞাপক ইউনিটের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পেয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের সৈন্যবাহিনী কুওমিনতাঙের বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর এবং তারা

রণনীতিগত আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে চলে যাওয়ার পর কুওমিনতাঙ সৈন্যের তীব্র অভাব অনুভব করে এবং তার জন্য বহু আঞ্চলিক সশস্ত্রবাহিনীকে ও তাঁবেদার বাহিনীকে পুনর্গঠিত বা উন্নীত করে তার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তাই উত্তর রণাঙ্গনে ওয়েই লি হুয়াং-এর বাহিনীতে ৩টি ডিভিসনে ১৪টি ব্রিগেডকে যুক্ত করে দেয় এবং ফু সো-ঈ-র বাহিনীতে ২টি ডিভিসনে ৬টি ডিভিসন যুক্ত করে দেয়; দক্ষিণ ফ্রন্টে কু চু-তুঙের বাহিনীতে ৬টি ডিভিসনে ৯টি ব্রিগেড যুক্ত করে এবং হু সুং নান-এর বাহিনীতে দুটি ব্রিগেডকে যুক্ত করে। সব মিলিয়ে বাড়তি সৈন্য যুক্ত করা হয় ১১টি ডিভিসন বা ৩১টি ব্রিগেড। ফলে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীতে এখন ৯৩টি-র বদলে ১০৪টি ডিভিসন রয়েছে এবং ২৪৮টি ব্রিগেডের বদলে তাদের ২৭৯টি ব্রিগেড রয়েছে। কিন্তু প্রথমেই দেখা যায় ৬টি ডিভিসনের যে ২৯টি ব্রিগেডকে আমরা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে (২০শে মার্চ পর্যন্ত) নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি, সেগুলি শুধু নামেই রয়েছে; ঐগুলিকে পুনর্গঠিত করা বা ঢেলে সাজানোর কোনো সময়ই ছিল না এবং সম্ভবতঃ এদের কয়েকটিকে আবার গড়ে তোলা বা ঢেলে সাজানো সম্ভবপরই হবে না। তাই বস্তুতঃ কুওমিনতাঙের এখন রয়েছে ৯৮টি ডিভিসনে মাত্র ২৫০টি ব্রিগেড, নামকেওয়াস্তে চিহ্নিত হয় মাত্র পাঁচটি ডিভিসন এবং প্রকৃতপক্ষে গত গ্রীষ্মকাল থেকে মাত্র দুটি ব্রিগেড বেড়েছে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে এই যে ২৫০টি ব্রিগেড রয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১১৮টি আমাদের সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে বিধ্বংসী আঘাত খায়নি। বাকী ১৩২টি ব্রিগেডের সব কয়টিই আমাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে একবার, দুবার এমনকি তিনবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং তারপর সেগুলিকে আবার দাঁড় করানো হয়েছে; অথবা সেইগুলি আমাদের সৈন্যবাহিনীর হাতে একবার, দুবার বা তিনবার পর্যন্ত বিধ্বংসী আঘাত খেয়েছে (একটি ব্রিগেডের ক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বা তার বিরাট অংশের ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং বিধ্বংসী আঘাত খাওয়ার অর্থ হচ্ছে ঐ ব্রিগেডের এক বা একাধিক রেজিমেণ্ট ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিন্তু তার অর্থ ঐ ব্রিগেডের মূল শক্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়া নয়); এবং তাদের মনোবল ও সংগ্রাম-সামর্থ্য খুবই নিম্নস্তরের। যে ১১৮টি ব্রিগেড আমাদের হাতে এখন পর্যন্ত বিধ্বংসী মার খায়নি তাদের মধ্যে কয়েকটি দ্বিতীয় সারির নূতন সংগৃহীত প্রশিক্ষণরত সৈন্যদের দিয়ে গঠিত এবং কয়েকটি হচ্ছে আঞ্চলিক সশস্ত্র ইউনিট এবং তাঁবেদার সৈনিকদের নিয়ে গঠিত; সেগুলিকে সম্প্রতি পুনর্গঠিত ও উন্নীত করে দেওয়া হয়েছে মাত্র, এদের সংগ্রাম-সামর্থ্য খুবই নিম্নস্তরের। তৃতীয়তঃ দেখা যাচ্ছে, কুওমিনতাঙ সৈন্যদলের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। ১৯৪৬ সালের জুলাই

মাসের আগে তাদের ছিল ২০ লক্ষ নিয়মিত সৈন্য, ৭,৩৮,০০০ অনিয়মিত সৈন্য, ৩,৬৭,০০০ ছিল বিশেষ সশস্ত্রবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা, ১,৯০,০০০ ছিল নৌ ও বিমান বাহিনীতে এবং ১০,১০,০০০ জন সৈনিক ছিল রণক্ষেত্রের পশ্চাৎবর্তী কাজকর্মে এবং সামরিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত। সব মিলিয়ে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের ছিল ১৮,১০,০০০ নিয়মিত, ৫,৬০,০০০ অনিয়মিত সৈন্য, ২,৮০,০০০ সৈন্য ছিল বিশেষ সশস্ত্রবাহিনীতে, নৌ ও বিমানবাহিনীতে ১,৯০,০০০ এবং পশ্চাৎ অঞ্চলের কাজে নিযুক্ত ও সামরিক শিক্ষায়তনে লিপ্ত ছিল ৮,১০,০০০ সৈনিক—সব মিলিয়ে মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৬,৫০,০০০। তার অর্থ হচ্ছে সৈন্য সংখ্যা ৬,৫৫,০০০ জন হ্রাস পেয়েছে। ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই উনিশ মাসে আমাদের সৈন্যবাহিনী সব মিলিয়ে ১৯,৭৭,০০০ কুওমিনতাঙ সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে (ফেব্রুয়ারি মাসের এবং মার্চ মাসের প্রথমার্ধের পরিসংখ্যান এখনও নিরূপিত হয়নি তবে তার সংখ্যা মোটামুটি ১,৮০,০০০ হবে)। অর্থাৎ কুওমিনতাঙ যুদ্ধ চলাকালে যে দশলক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ করেছিল তাদের যে বিনষ্ট হয়েছে শুধু তাই নয়, তার মূল সৈন্যবাহিনীর বিরাট অংশও নষ্ট হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে, কুওমিনতাঙ আমাদের কর্মনীতির বিপরীত কর্মনীতিই গ্রহণ করেছে; সেই কর্মনীতি হচ্ছে একটি ব্রিগেডকে তার পূর্ণশক্তিতে না নিয়ে এসে প্রতিটি ব্রিগেডের সৈন্য সংখ্যাকেই হ্রাস করে দেওয়া এবং ব্রিগেডের সংখ্যাকে প্রতীক হিসাবে বাড়িয়ে দেওয়া। ১৯৪৬ সালে কুওমিনতাঙ ব্রিগেডের গড়পড়তা সৈন্য সংখ্যা ছিল আনুমাণিক ৮,০০০, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬,৫০০ জন মাত্র। এখন থেকে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর অধিকৃত এলাকা প্রতিদিন বেড়ে যাবে এবং কুওমিনতাঙের সৈন্য ও খাদ্য সংগ্রহের উৎসই দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসবে; আমাদের হিসাব অনুসারে আগামী বসন্তকালের মধ্যে পুরো আরেকটি বছরের যুদ্ধের পর, আমাদের সৈন্যবাহিনী ও কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী মোটামুটি সংখ্যার দিক থেকে সমান হয়ে উঠবে। আমাদের নীতি হচ্ছে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া এবং নিশ্চিত আঘাত হানা এবং দ্রুত ফললাভের চেষ্টা না করা; আমরা যা চেষ্টা করছি তা হচ্ছে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় আটটি করে কুওমিনতাঙের নিয়মিত ব্রিগেডকে অথবা বছরে প্রায় একশটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। আসলে গত শরৎকাল থেকে আমরা এই সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছি এবং এখন থেকে এটাকে আমরা আরো অতিক্রম করে যেতে পারবো। (১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে হিসাব করে) প্রায় পাঁচ বছরে পুরো কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকেই আমরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো।[৭]

৬। বর্তমানে, উত্তর ও দক্ষিণ রণাঙ্গণের দুটি বিভাগে শত্রুর এখনও বেশ বড়ো রকমে আঘাত হানার মতো সৈন্যবাহিনী রয়েছে এবং তারা আক্রমণাত্মক অভিযান এখনও চালাতে পারে ও সাময়িকভাবে আমাদের ওখানকার সৈন্যবাহিনীকে একটা কঠিন অবস্থায় ফেলে দিতে পারে। প্রথম বিভাগ হচ্ছে তাপিয়ে পর্বত অঞ্চল, ওখানে শত্রুর আনুমানিক যে ১৪টি ব্রিগেড রয়েছে, তাকে ওরা আঘাত হানার কাজে বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে হুয়াই নদীর উত্তর অঞ্চল, ওখানে শত্রুর প্রায় ১২টি ব্রিগেড রয়েছে। এই দুটি বিভাগে উদ্যোগ এখনও কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর হাতেই রয়ে গেছে (হুয়াই নদীর উত্তরাঞ্চলে উদ্যোগ ওদের হাতে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা ৯টি জঙ্গী ব্রিগেডকে পীত নদীর উত্তরে বিশ্রাম গ্রহণ ও সংহতি সাধনের জন্য এবং অন্যান্য বিভাগে কাজে লাগানোর প্রস্তুতি হিসাবে সরিয়ে নিয়েছি)। অন্যান্য সকল রণাঙ্গনেই শত্রুসৈন্যরা নিষ্ক্রিয় অবস্থানে রয়েছে এবং মার খাচ্ছে। যে রণাঙ্গনগুলিতে অবস্থা আমাদের বিশেষভাবে অনুকূল তা হচ্ছে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গন, শানতুং, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-কিয়াসু, শানসি-চাহার-হোপেই অঞ্চল, শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান অঞ্চল এবং চেংচাও-হ্যাঙ্কাও রেলপথের পশ্চিমের বিশাল অঞ্চল, ইয়াংসি নদীর উত্তর ও পীত নদীর দক্ষিণ অঞ্চলের রণাঙ্গনগুলি।

টীকা

১। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার ৯নং টীকা দেখুন।

২। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার "ডিমোক্র্যাটিক লীগ" দলকে ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দেয়। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের পড়ে ডিমোক্র্যাটিক লীগের কিছু কিছু দোদুল্যমান সদস্য দলটি ভেঙ্গে দেন এবং তার সকল কার্যকলাপ বন্ধ করে দেন। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলিও ঐ সময়ে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে কুওমিনতাঙ এলাকায় প্রকাশ্যে কাজকর্ম করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ডিমোক্র্যাটিক লীগের শেন চুনই এবং অন্যান্য নেতারা হংকংয়ে একটি সভায় মিলিত হয়ে লীগের পরিচালক সংস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং লীগের কার্যকলাপ পুনরায় শুরু করেন। ঐ মাসেই কুওমিনতাঙের গণতান্ত্রিক অংশের লি চি-সেন এবং অন্যান্য নেতারা হংকংয়ে কুওমিনতাঙের বৈপ্লবিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানকে স্বীকার করে নেন এবং ঘোষণা জারী করে চিয়াং কাই-শেকের একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরোধিতার জন্য

কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির ঐক্যের আহ্বান জানান। ঐ সময়ে ডিমোক্র্যাটিক লীগের দোদুল্যচিত্ত সদস্যরাও এই শ্লোগানগুলিকে মেনে নিয়েছিলেন।

৩। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা ১৯৪৮ সালের ২৯শে মার্চ থেকে ১লা মে পর্যন্ত নানকিংয়ে একটি সাজানো "জাতীয় বিধানসভা"র অধিবেশন আহ্বান করেছিল ;তাতে চিয়াং কাই-শেক এবং লি সুং-জেনকে "রাষ্ট্রপতি" ও "উ পরাষ্ট্রপতি" হিসাবে "নির্বাচিত" করা হয়েছিল।

৪। ১৯৪৮ সালের মে মাসে শানসি-চাহার-হোপেই মুক্ত অঞ্চলকে এবং শানসি-হোপেই-শানতুং-হোনান মুক্ত অঞ্চলকে একত্রিত করে দেওয়া হয় এবং উত্তর চীন যুক্ত প্রশাসনিক পর্যৎ এবং উত্তর চীন সামরিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ বছরের আগস্ট মাসেই উত্তর চীন যুক্ত প্রশাসনিক পর্যদের নাম বদল করে 'উত্তর চীনের জনগণের সরকার' এই নামকরণ করা হয়।

৩। লিচিয়াচুয়াং ছিল গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক উত্তর চীনে মুক্ত করা পশ্চিম হোপেই প্রদেশের প্রথম বৃহৎ মহানগর।

৬। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে পাই চুং-সি ৩৩ ব্রিগেড সৈন্য নিয়ে তাপিয়ে পর্বত ও পার্বত্য অঞ্চল আক্রমণ করতে শুরু করেন।

৭। ঐ সময়ে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল যে পুরো কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে প্রায় পাঁচ বছরে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে। পরে সেই পরির্মাকে কমিয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর করে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান খণ্ডের "চীনের সামরিক পরিস্থিতিতে বিপুল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন" শীর্ষক রচনা দেখুন।

শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের কর্মীদের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা

১লা এপ্রিল, ১৯৪৮

কমরেডগণ। আজ আমি শানসি-সুইয়ুআনের মুক্ত অঞ্চলের আমাদের কাজকর্মের কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কেই মূলতঃ বলতে চাই এবং এই প্রসঙ্গে সারা দেশে আমাদের কাজকর্মের কিছু সমস্যা সম্পর্কেও কটি কথা বলতে চাই।

১

আমার মতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির শানসি-সুইয়ুআন সাব-ব্যুরোর নেতৃত্বাধীন এই অঞ্চলে গত বছর পরিচালিত ভূমিসংস্কার এবং পার্টির সংহতিসাধনের কাজকর্ম সফলই হয়েছে।

এটাকে দুদিক থেকে দেখা যায়। একদিকে, শানসি-সুইয়ুআন পার্টি সংগঠন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, গণসংগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এই অঞ্চলের মোট ত্রিশ লক্ষাধিক জনসমষ্টির মধ্যেকার বিশ লক্ষ ও কয়েক সহস্রাধিক জনসাধারণের মধ্যে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজকে সম্পূর্ণ করেছে বা সম্পূর্ণ করে আনছে। অন্যদিকে, যে কয়েকটি "বামপন্থী বিচ্যুতি" এই সব অভিযানে দেখা দিয়েছিল সেগুলিকেও তা সংশোধন করেছে এবং তাতে করে তার সমগ্র কর্তব্যকর্মকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই দুটি দিক থেকেই আমি মনে করি শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

তখন থেকে শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের জনগণ বলছেন, "আর কেউই সামন্তবাদী হওয়ার দুঃসাহস দেখাবে না, অন্যদের ভয়ভীতি দেখানোর বা দুর্নীতি পরায়ণতার আশ্রয় নেওয়ার দুঃসাহস করবে না।" এই হচ্ছে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধন সম্পর্কে আমাদের কাজের ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত। তারা যখন বলেন, "এখন থেকে আর কেউই সামন্তবাদী হওয়ার দুঃসাহস দেখাবে না", তখন তারা বোঝাতে চান আমরা তাদের যে সংগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছি যাতে করে নূতন মুক্ত অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার এবং পুরানো ও আধা-পুরানো মুক্ত অঞ্চলে ঐ শোষণের ভগ্নাবশেষের অবসান করেছি বা তার অবসান করছি। তারা যখন বলেন, "এখন থেকে আর কেউই অন্যদের ভয়ভীতি দেখানোর

বা দুর্নীতিপরায়ণতার আশ্রয় নেওয়ার দুঃসাহস করবে না," তারা তখন অতীতে আমাদের পার্টি ও সরকারী সংগঠনের শ্রেণী বিন্যাসে ও কাজের ধারায় যে কিছু পরিমাণ কলুষতা রয়ে গিয়েছিল সেই গুরুতর ব্যাপারকেই বোঝাতে চান। কিছু সংখ্যক বদলোক পার্টি ও সরকারী সংগঠনে চুপিসারে ঢুকে পড়েছিল ; কিছু সংখ্যক লোক এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক কাজের ধারাই গড়ে তুলেছিল, তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল ও জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়েছিল, কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য জবরদস্তি ও হুকুমদারির পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বা জনগণের স্বার্থহানিই ঘটাচ্ছিল। অবশ্য এক বছরের ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজের পর পরিস্থিতির এখন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

উপস্থিত একজন কমরেড আমাকে বলেছেন, "আমাদের পক্ষে যা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো তার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এমন সব জিনিস আমরা পেয়েছি যা আগে কোনো সময়ই আমাদের ছিল না।" "মারাত্মক ব্যাপার" বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন পার্টি ও সরকারী সংগঠনের শ্রেণী বিন্যাসের এবং কাজের ধারার কলুষতার গুরুতর ব্যাপারকে এবং তার পরিণতি হিসাবে জনগণের মধ্যে দেখা দেওয়া অসন্তোষকে। এই ব্যাপারকে এখন সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া গেছে। "আগে কোনো সময়ই যা আমাদের ছিল না এখন আমরা তা পেয়েছি" একথা বলতে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে গরীব কৃষকদের সংঘ, নূতন কৃষক সমিতি, জেলা ও গ্রামীণ জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মেলন এবং ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজের ফলে গ্রামাঞ্চলে যে নূতন পরিবেশ বিরাজ করছে তার কথা।

এই মন্তব্যগুলি আমার মতে অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছে।

শানসি ও সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজকর্মের এই হচ্ছে বিরাট এক সাফল্য। এটি হচ্ছে সাফল্যের প্রথম দিক। এরই ভিত্তিতে গত বছরে শানসি-সুইয়ুআন পার্টি সংগঠন জনগণের মহান মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে সুবিপুল আকারে যুদ্ধের সহায়ক কাজকর্ম সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে। ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজে আমাদের সাফল্য ছাড়া এমন সুবিপুল সামরিক কর্তব্য সম্পাদন কঠিন হতো।

অন্যদিকে, শানসি-সুইয়ুআন পার্টি সংগঠন এইসব কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে কয়টি "বামপন্থী" বিচ্যুতি ঘটেছিল তা সংশোধন করেছে। এ ধরনের তিনটি প্রধান বিচ্যুতি ঘটেছিল। প্রথমতঃ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণের প্রক্রিয়া কালে কিছু কিছু শ্রমজীবী জনগণকে ভুলভাবে জমিদার বা ধনী কৃষক হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। যদিও তারা কোনো রকম সামন্তবাদী শোষণে লিপ্ত নন বা শুধু অল্প

পরিমাণ শোষণেই তারা লিপ্ত ; এতে করে ভ্রান্তভাবে আক্রমণের পরিসরকে ব্যাপ্ত করে তোলা হয়েছে ; এবং রণনীতিগত একটি চরম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে ভুলে যাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ আমরা ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ পরিবারের বা গ্রামের শতকরা প্রায় নব্বই জনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এবং আমাদের হতেই হবে ; তার অর্থ হচ্ছে, গ্রামীণ সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্ট গড়ে তুলতে হবে। এখন এই বিচ্যুতিকে সংশোধন করা গেছে। ফলে জনগণ খুবই আশ্বস্ত বোধ করেছেন এবং বিপ্লবী ঐক্যবদ্ধ মোর্চা সুসংহত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিসংস্কারের কাজে, জমিদার ও ধনী কৃষকদের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে সংকুচিত করা হয়েছে ; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতি-বিপ্লব উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার সংগ্রামে অনুসন্ধানের আরোপিত সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ; এবং করনীতি নির্ধারণকালে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। এই হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলি। এখন ঐগুলিও সংশোধন করা হয়েছে এবং তাই শিল্প ও বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছে। তৃতীয়তঃ, গত বছর ভূমিসংস্কারের সুতীব্র সংগ্রামের সময় শানসি-সুইয়ুআন পার্টি সংগঠন নির্বিচারে মারপিট করাকে ও হত্যা করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়াকে দ্ব্যর্থহীনভাবে মেনে চলতে পারেনি। তার ফলে কিছু কিছু জায়গায় কিছু জমিদার ও ধনী কৃষককে অযথা মেরে ফেলা হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের বদ লোকেরা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এবং জঘন্যভাবে কিছু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করে ফেলেছে। গণআদালত ও গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে সেইসব প্রধান প্রধান যে অপরাধীরা সক্রিয়ভাবে ও মরীয়া হয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে এবং ভূমিসংস্কারের বিরোধিতা করেছে অর্থাৎ সেইসব চরম ঘৃন্য প্রতিবিপ্লবী ও আঞ্চলিক স্বৈরাচারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আমরা একান্ত প্রয়োজন ও সঙ্গত বলেই মনে করি। যদি তা না করা হতো তবে গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা যেতো না। কিন্তু কুওমিনতাঙ পক্ষের সাধারণ লোকজনকে, সাধারণ জমিদার ও ধনী কৃষকদের ও ছোটোখাটো অপরাধীদের নির্বিচারে হত্যা করাকে নিষেধ করে দিতে হবে। তাছাড়া অপরাধীদের বিচারের সময় একটি গণআদালত বা গণতান্ত্রিক সরকারকে দৈহিক অত্যাচারের আশ্রয় নেওয়া চলবে না। গত বছরে শানসি-সুইয়ুআন অঞ্চলে এ ধরনের যে বিচ্যুতিগুলি ঘটেছিল সেগুলি ঐ একইভাবে সংশোধন করে দেওয়া গেছে।

এখন যখন এই সকল বিচ্যুতিকেই ঐকান্তিকতার সঙ্গে সংশোধন করা গেছে, তখন যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আমরা একথা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় কমিটির শানসি-সুইয়ুআন সাব-ব্যুরোর নেতৃত্বাধীনে সমগ্র কর্তব্যকর্মই সুষ্ঠু বিকাশের পথ ধরে

অগ্রসর হচ্ছে।

সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মপদ্ধতির কথা সকল কমিউনিস্টকেই অবিচলিতভাবে মনে রাখতে হবে তা হচ্ছে আমাদের সকল কাজকর্মের নীতিকেই প্রকৃত বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। আমরা যখন আমাদের কৃত ভুলভ্রান্তিগুলির কারণ অনুসন্ধান করবো তখন আমরা দেখতে পাবো যে এইগুলি দেখা দেওয়ার কারণ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমাদের কাজকর্মের নীতির ক্ষেত্রে আমরা আত্মগত চিন্তার বশবর্তী হয়ে পড়েছিলাম। এটা আমাদের সকল কমরেডদের কাছেই একটি শিক্ষার বিষয় হওয়া উচিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে পার্টি সংগঠনের সংহতিসাধন সম্পর্কে বলা যায়, পুরানো ও আধা-পুরানো মুক্ত অঞ্চলে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী আপনারা শানসি-চাহার-হোপেই মুক্ত অঞ্চলের পিংশান জেলার অভিজ্ঞতার[১] ওপর ভিত্তি করেই কাজ করেছেন, অর্থাৎ; পার্টিবহির্ভূত জনসাধারণের সক্রিয় কর্মীদের আপনারা পার্টির শাখাগুলির সভায় অংশ গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, পার্টি সংগঠনের শ্রেণীবিন্যাস ও কাজের ধারার মধ্যেকার কলুষতা দূর করার জন্য সমালোচনা ও আত্মৎসমালোচনার ব্যবস্থা করেছেন এবং সুষ্ঠুভাবে জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে তুলেছেন। এতে করে সুষ্ঠুভাবে পার্টির সংগঠনসমূহের সংহতিসাধনের কাজকে আপনারা সুসম্পাদন করতে পারবেন।

পার্টির যেসব সদস্য ও কর্মীরা ভুল করেছেন কিন্তু এখনও যাদের শিক্ষিত করে তোলা যায় আর যারা সংশোধনের অযোগ্য তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তবে এদের সবাইকেই শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তাদের শ্রেণীগত উৎস যাই হোক না কেন এদের কাউকেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না। এই কর্মনীতিকে আপনারা একই ভাবে কার্যকর করেছেন বা করছেন এবং তা ঠিক কাজই হয়েছে।

সামন্তবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জেলা ও গ্রাম (অথবা শহরাগত) স্তরে গরীব কৃষকদের সংঘ ও সমিতিগুলির ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মেলন প্রতিষ্ঠার অপনাদের অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান হবে। সত্যিকারের যথার্থ জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মেলন হবে সেইটিই যা গড়ে উঠবে প্রকৃত ব্যাপক জনগণের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে। সকল মুক্ত অঞ্চলেই এখন এ ধরনের জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মেলন স্থাপন করা সম্ভব। এ ধরনের সম্মেলন একবার স্থাপিত হয়ে গেলে তাকেই স্থানীয় জনগণের ক্ষমতার সংস্থা করে তুলতে হবে এবং তা যে সরকারী পর্ষৎ গড়ে তুলবে তার ওপরই যথাবিহিত কর্তৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে। গরীব কৃষকদের সংঘ এবং কৃষক সমিতিগুলি তখন তার সহায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। একসময়ে

আমরা ভেবেছিলাম মূলতঃ ভূমি সংস্কার সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরই শুধু গ্রামাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে জনগণের প্রতিনিধি সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু এখন আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং মুক্ত অঞ্চলগুলির অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ভূমি সংস্কারের সংগ্রামের সময়েই জেলা ও গ্রামস্তরে জনগণের প্রতিনিধি সম্মেলন এবং তাদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর এবং তা প্রয়োজনও বটে, এই পথ ধরেই আপনাদের এগিয়ে চলতে হবে। সমস্ত মুক্ত অঞ্চলগুলিকেই অনুরূপভাবে কাজ করে যেতে হবে। জেলা ও গ্রামস্তরে এই সম্মেলনগুলি সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে পর, বিভাগীয় স্তরে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠা করা চলবে। জনগণের প্রতিনিধি সম্মেলন যখন বিভাগীয় স্তর পর্যন্ত স্থাপিত হয়ে যাবে, তখন উচ্চতর স্তরে সেগুলি প্রতিষ্ঠা সহজেই হয়ে যাবে। বিভিন্ন স্তরে জনগণের প্রতিনিধি সম্মেলনে যেখানেই সম্ভব সেখানেই সকল গণতান্ত্রিক স্তর—শ্রমিক, কৃষক, স্বাধীন হস্তশিল্পীবৃন্দ, বৃত্তিজীবী, বুদ্ধিজীবী, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং ব্যবসায়ী ও আলোকপ্রাপ্ত অভিজাতদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অবশ্য এটাকে যান্ত্রিকভাবে করা উচিত হবে না ; শহর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এরকম গ্রামাঞ্চল এবং শহর নেই এরকম গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য করা চাই যাতে করে যান্ত্রিকভাবে নয়, সহজ স্বাভাবিকভাবে সকল গণতান্ত্রিক স্তরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজকে সুসম্পন্ন করা যায়।

ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের মহান গণসংগ্রাম লক্ষ লক্ষ সক্রিয় ব্যক্তি ও কর্মীদের সামনে টেনে এনেছে। তারা জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত এবং চীন গণসাধারণতন্ত্রের পক্ষে তারা খুবই মূল্যবান সম্পদ হবেন। এখন থেকে তাদের শিক্ষাদানের কাজকে জোরদার করে তুলতে হবে যাতে তারা তাদের কাজকর্মে অব্যাহতভাবে অগ্রগতি লাভ করতে পারেন। এর মাঝে তাদেরকে সতর্কও করে দিতে হবে যেন সাফল্য ও প্রশংসা তাদের আত্মম্ভরী ও আত্মতৃপ্ত করে না তোলে।

এইসব কিছুর আলোকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত এইসব সাফল্যের আলোকে আমরা এটা বলতে পারি যে শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চল এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত। অন্য যেসব মুক্ত অঞ্চল একই লাইন ধরে কাজ করেছেন তারাও অনুরূপভাবে সুসংহত হয়ে উঠেছেন।

২

নেতৃত্ব সম্পর্কে বলা যায়, শানসি-সুইয়ুআন মুক্ত অঞ্চলের সাফল্য অর্জিত হয়েছে মূলতঃ নিম্নলিখিত কারণের জন্য ঃ

১। গত বসন্ত ও শীতকালে শিনসিয়েন বিভাগের প্রশাসনিক গ্রাম হেচিয়াপাও-তে কমরেড ক্যাঙ শেঙ যে কাজ করেছেন তাতে উপকৃত হয়ে শানসি-সুইয়ুআন সাব-ব্যুরো গত জুন মাসে নগরাঞ্চলীয় পার্টি কমিটিসমূহের

সম্পাদকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করে। অতীতে কাজকর্মে যে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ছিল সম্মেলন তার সমালোচনা করে, পার্টি লাইন থেকে বিচ্যুতির বিভিন্ন গুরুতর ব্যাপারগুলিকে পুরোপুরি উদঘাটিত করে দেয় এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজ শুরু করার কর্মনীতি গ্রহণ করে। এই সম্মেলন মূলতঃ সফল হয়। তা না করলে, এরকম আকারে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধন কাজকে সফল করা যেতো না। সম্মেলনের ত্রুটি ছিল তা পুরানো, আধা-পুরানো এবং নূতন মুক্ত অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিতভাবে কর্মনীতি নির্ধারণ করে দিতে ব্যর্থ হয়েছিল ; শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণের প্রশ্নে তা অতি-বাম নীতি গ্রহণ করেছিল ; সামন্ত ব্যবস্থাকে কী করে ধ্বংস করতে হবে এই প্রশ্নে তা জমিদারদের লুকানো সম্পত্তি উদ্ধারের ওপর অতিরিক্ত জোর দিয়েছিল ; জনসাধারণের দাবীদাওয়ার মোকাবিলার ব্যাপারে তা ধীরস্থির বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয় এবং ঢালাও শ্লোগান তুলে ধরে—"জনসাধারণ যেমনটি চান সেইভাবেই সব কাজ করতে হবে"। এই যে শেষ বিষয়টি তা হচ্ছে পার্টির সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কের প্রশ্ন, এ ব্যাপারে বলা যায়, পরিস্থিতি অনুসারে জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সকল সঠিক ধারণাকেই পার্টি কার্যকর করবে এবং জনসাধারণের মধ্যে কোনো ভ্রান্ত ধ্যানধারণা থাকলে সেগুলিকে শুধরে দেওয়ার জন্য পার্টি তাদের শিক্ষিত করে তুলবে। পার্টি জনগণের ধারণাগুলি কার্যকর করবে এইটিকেই শুধু সম্মেলন জোর দিয়ে দেখেছিল কিন্তু পার্টি জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবে ও তাদের নেতৃত্ব দিয়েও এগিয়ে নিয়ে যাবে—এইটি দেখিয়ে দিতে তা অবহেলা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকটি জেলার কমরেডদের ওপর একটি কু-প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের লেজুড় বৃত্তির ভুলটিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

২। এই বছরের জানুয়ারি মাসে, শানসি-সুইয়ুআন উপ-ব্যুরো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ডিসেম্বর অধিবেশন[২] থেকে উপ-ব্যুরোর কমরেডরা ফিরে আসার পর এই ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে উপ-ব্যুরো পাঁচদফা একটি নির্দেশ[৩] জারী করেন। সংশোধনমূলক এই ব্যবস্থাগুলি জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে এমন সুসঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং সেগুলি এমন দ্রুত ও আনুপূর্বিকভাবে কার্যকর করা হয় যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় সমস্ত "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলির সংশোধন করা হয়ে যায়।

৩

জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে শানসি-সুইয়ুআন পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বের লাইন মূলতঃ সঠিকই ছিল। এটা দেখা গেছে খাজনা ও সুদ হ্রাসের মধ্য

দিয়ে ; কৃষি উৎপাদন, ঘরে ঘরে সুতা কাটা ও কাপড় বোনার কাজের, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও কিছু কিছু হাল্কা শিল্পের অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে ; পার্টি সংগঠনের ভিত্তি স্থাপনের মধ্য দিয়ে এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকার এবং প্রায় একলক্ষ সৈন্য নিয়ে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে! এইসব কাজের ওপর ভিত্তি করেই আমরা প্রতিরোধের যুদ্ধকে বিজয়ীর মতো চালিয়ে যেতে পেরেছি এবং ইয়েন সি-শান ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণকে প্রতিহত করে দিতে পেরেছি ? অবশ্য ঐ সময়ে পার্টি ও সরকারের কাজকর্মে ত্রুটি বিচ্যুতিও কিছু কিছু হয়েছে ; এখন ঐগুলি সবই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে ঐগুলি ঘটেছিল শ্রেণীবিন্যাস ও কাজের ধারার কিছু পরিমাণ কলুষতার জন্য যাতে করে আমাদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ধরলে, প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়ের কাজকর্ম সফলই হয়েছিল। যার ফলে জাপানের আত্মসমর্পণের পর চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে পরাজিত করে দেওয়ার মতো অনুকূল অবস্থা আমরা পেয়েছিলাম। প্রতিরোধের যুদ্ধকালে শানসি-সুইয়ুআনের পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বের ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুল ছিল প্রধানতঃ পার্টি ও সরকারী সংগঠনের শ্রেণীবিন্যাস ও কাজের ধারায় বর্তমান কিছু পরিমাণ কলুষতা এবং তাতে করে কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে অবাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলিকে দূর করে দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক জনগণের ওপর নির্ভর করার ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য। এই কাজ সুসম্পন্ন করার ভার এখন আপনাদের উপর পড়েছে। ঐ পরিস্থিতির একটি কারণ ছিল ঐ সময়ে শানসি ও সুইয়ুআনের কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেডের পার্টি ও জনসাধারণের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণার কিছু কিছু অভাব ছিল। এটাও কমরেডদের কাছে একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার হওয়া উচিত।

৪

শানসি-সুইয়ুআন পার্টি সংগঠনের সামনে এখন কর্তব্য হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রয়াস চালিয়ে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজকে সম্পূর্ণ করে ফেলা, গণমুক্তির যুদ্ধকে অব্যাহত রাখা ও তাকে সহায়তা করা, জনসাধারণের ওপর আরোপিত বোঝাকে বাড়ানো থেকে নিবৃত্ত থাকা এবং উপযুক্তভাবে তাকে কমিয়ে আনা এবং উৎপাদনকে পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত করে তোলা। আপনারা এখন উৎপাদন প্রসঙ্গে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করছেন। আগামী কয়বছরে উৎপাদনকে পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত করার লক্ষ্য হবে একদিকে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করে তোলা এবং অন্যদিকে গণমুক্তি-যুদ্ধকে সমর্থন জানানো। আপনাদের ব্যাপক কৃষি ও হস্তশিল্প রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে, কিছু কিছু হাল্কা ও ভারী শিল্প যাতে যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হয়। আমি আশা করি এইসব উৎপাদনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে আপনারা ভালোভাবেই কাজ করে যাবেন, তা না হলে আপনাদের ভালো মার্কসবাদী

বলা যাবে না। কৃষিতে সেই যেসব শ্রমবিনিময়কারী টীম এবং সমবায় আমলাতান্ত্রিক ব্যক্তিদের কবলে পড়ে গিয়েছিল এবং জনসাধারণের হিতসাধনের পরিবর্তে তাদের হানিই সাধন করেছিল সেই সবগুলিই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এটা পুরোপুরি বোধগম্য এবং তার জন্য দুঃখ করবার কিছু নেই। আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে সতর্কতার সঙ্গে যে শ্রম-বিনিময়কারী টীম, সমবায় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি জনগণের সমর্থন অর্জন করেছে সেগুলিকে রক্ষা করা, বিকশিত করে তোলা এবং সর্বত্র তাদের ছড়িয়ে দেওয়া।

৫

জাতীয় পরিস্থিতি আমাদের কমরেডদের কাছে একটি ভাবনার বিষয়। গত বছর পার্টির জাতীয় ভূমিসংস্কার সম্মেলনের পর প্রায় সকল মুক্ত অঞ্চলেই পার্টির সংহতিসাধন এবং ভূমিসংস্কার সম্পর্কে কর্মীদের বিরাট বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে,—পার্টির ঐসব সম্মেলনে একটি নূতন কর্মনীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ভূমি সংস্কারকে এবং পার্টির সংহতিসাধনকে উন্মোচিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ঐসব সম্মেলনে পার্টিতে বর্তমান দক্ষিণপন্থী ধ্যানধারণার সমালোচনা করা হয় এবং পার্টির শ্রেণীগত বিন্যাস ও কাজের ধারায় যে কিছু পরিমাণ কলুষতার গুরুতর ব্যাপারটি ছিল তা উদঘাটিত করে দেওয়া হয়। পরে, বহু অঞ্চলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং "বামপন্থী" বিচ্যুতি সংশোধন করা হয়েছে বা হচ্ছে। এভাবে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ও নূতন রাজনৈতিক কাজকর্মের সম্মুখীন হয়ে আমাদের পার্টি সমগ্র দেশে তার কাজকর্মকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে স্থাপন করতে পেরেছে। গত কয় মাসে প্রায় সমগ্র গণমুক্তিফৌজ যুদ্ধের মধ্যেকার অবকাশকে ব্যাপক আকারে প্রশিক্ষণ ও সংহতিসাধনের জন্য সদ্ব্যবহার করেছে। এই সমগ্র কর্তব্যটি পুরোপুরি পরিচালনাধীনে, সুশৃঙ্খলভাবে এবং গণতান্ত্রিক পথে কার্যকর করা হয়েছে। সুতরাং এতে করে বিপুল সংখ্যক কমাণ্ডার ও সৈনিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, সৈন্যবাহিনীতে যে কিছু কিছু ভ্রান্ত ভাবাদর্শগত প্রবণতা এবং অবাঞ্ছিত অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল তাকে তা নিশ্চিহ্ন করে দিতে পেরেছে, কর্মীদের ও সৈনিকদের শিক্ষিত করে তুলেছে এবং সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলেছে এবং সেনাবাহিনীর সংগ্রাম-সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে সেনাবাহিনীতে এই নূতন ধরনের মতাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলন আমাদের অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে, এই আন্দোলনের একটি গণতান্ত্রিক ও গণচরিত্র রয়েছে। আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন পার্টির সংহতিসাধন, সেনাবাহিনীতে মতাদর্শগত শিক্ষা আন্দোলন বা ভূমিসংস্কার প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা সুসম্পন্ন করেছি এবং এই সবগুলিরই যে বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে তার কোনোটিই আমাদের শত্রু কুওমিনতাঙের

পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমাদের দিক থেকে আমরা আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধনের জন্য খুবই ঐকান্তিক ; আমরা পার্টি ও সৈন্যবাহিনীকে কার্যতঃ একমন একপ্রাণ করে তুলেছি এবং তাদের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধন গড়ে তুলেছি ; আমরা কার্যকরভাবে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক রূপায়িত সমস্ত কর্মনীতি ও রণকৌশলকে রূপায়িত করছি এবং সাফল্যের সঙ্গে জনগণের মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের শত্রুর কাছে সব কিছুই কিন্তু একেবারে বিপরীত। তারা এতো দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্রমবর্ধমান ও সামঞ্জস্যের সম্ভাবনারহিত আভ্যন্তরীণ কলহে তারা এমন দীর্ণ বিদীর্ণ, জনগণের দ্বারা তারা এমন ঘৃণিত ও একান্ত বিচ্ছিন্ন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তারা এতো ঘন ঘন পরাজিত হচ্ছে যে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এই হচ্ছে চীনে বিপ্লব বনাম প্রতিবিপ্লবের সমগ্র পরিস্থিতি।

এই পরিস্থিতিতে, পার্টির সমস্ত সদস্যকে পার্টির সাধারণ লাইনকে অর্থাৎ নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনকে আয়ত্ত করতে হবে। নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব নিছক অন্য আরেকটি বিপ্লব মাত্র নয়, সেটা হতে পারে এবং তাকে হতেই হবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ-বিরোধী একটি বিপ্লব। তার অর্থ হচ্ছে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণী ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণী বা অন্য কোনো পার্টি গ্রহণ করতে পারে না ও পারবে না। তার অর্থ হচ্ছে এই বিপ্লবে যোগদানকারীদের যে সংযুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠবে তা হবে খুবই ব্যাপক, তার অন্তর্ভুক্ত হবে শ্রমিক, কৃষক, স্বাধীন হস্তশিল্পীবৃন্দ, বৃত্তিজীবি, বুদ্ধিজীবী, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং অলোকপ্রাপ্ত সেইসব অভিজাতগণ যারা জমিদারশ্রেণী থেকে বের হয়ে এসেছেন। এদের সবাইকে বোঝাতেই আমরা ব্যাপক জনসাধারণ কথাটি বলছি। ব্যাপক জনসাধারণ যে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন তা হবে চীন গণসাধারণতন্ত্র এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সমগ্র গণতান্ত্রিক শ্রেণীর মৈত্রীবন্ধনের একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার। এই বিপ্লব যে শত্রুদের উচ্ছেদ করবে তারা হচ্ছে এবং তাদেরকে হতেই হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ; আর সমূহ শত্রুদের কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি ঘটেছে চিয়াং কাই-শেকের কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের মধ্যে।

সামন্তবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মিত্র এবং তাদের শাসনের ভিত্তি। সুতরাং ভূমি সংস্কার হচ্ছে চীনের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান বিষয়বস্তু। ভূমি সংস্কারের সাধারণ লাইন হচ্ছে গরীব কৃষকদের ওপর নির্ভর করা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, ধাপে ধাপে এবং বিচার বিবেচনা সহকারে বিভিন্ন পথে সামন্তশোষণ ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া এবং কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তোলা। ভূমিসংস্কারে যে মূল শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে তা একমাত্র

হতে পারে এবং অবশ্যই হবে গরীব কৃষকেরা। ক্ষেত মজুরদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এরা হচ্ছেন চীনের গ্রামীণ জনসমষ্টির প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ। ভূমিসংস্কারের প্রধান এবং আশু কাজ হচ্ছে ব্যাপক গরীব কৃষক জনগণ ও ক্ষেত মজুরদের দাবীগুলি পূর্ণ করা। ভূমি সংস্কার কালে মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন; যে মাঝারি কৃষকেরা হচ্ছেন গ্রামীণ জনসমষ্টির শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ। গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের উচিত তাদের সঙ্গে দৃঢ় সংযুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা। অন্যথায়, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরেরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পাবেন এবং তাতে ভূমিসংস্কারও ব্যর্থ হয়ে যাবে। ভূমিসংস্কারের অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে কিছু কিছু মাঝারি কৃষকদের দাবী পূরণ করে দেওয়া! গরীব কৃষকেরা গড়ে যা জমি পাবেন তার চেয়ে কিছু বেশি বাড়তি জমি মাঝারি কৃষকদের একটা অংশকে রাখতে দেওয়া হবে। ব্যাপক কৃষক জনগণকে দ্রুত জাগিয়ে তোলার জন্য, সামন্তবাদী জমিদারশ্রেণীর মালিকানাধীন ভূমিব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য আমরা কৃষকদের জমির সমবণ্টনের দাবীকে সমর্থনের কথা বলি না। যিনি চূড়ান্ত সমতাবাদের কথা বলেন, তিনি ভুলই করছেন। গ্রামাঞ্চলের এই একটি চিন্তা প্রচলিত রয়েছে যাতে শিল্প ও বাণিজ্যের হানিসাধন করে এবং ভূমি বণ্টনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সমতাবাদের ওকালতি করা হয়। এরকম চিন্তা চরিত্রের দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎপদ এবং পশ্চাৎমুখী। তাকে আমাদের সমালোচনা করতে হবে। ভূমি সংস্কারের আক্রমণের লক্ষ্য হবে এবং হতে পারে জমিদারশ্রেণীর ও পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের সাম্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা; এবং এক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের ক্ষতিসাধন করা বা জমিদার ও ধনী কৃষকগণ কর্তৃক পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের হানিসাধন করা চলবে না। বিশেষ করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে মাঝারি কৃষক, স্বাধীন হস্তশিল্পীবৃন্দ, বৃত্তিজীবী ও নূতন ধনী কৃষকদের স্বার্থের কোনো হানি করা না হয় কারণ এরা সকলেই কোনো শোষণে লিপ্ত নন বা অতি অল্প শোষণেই এরা লিপ্ত। ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য হচ্ছে সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেওয়া অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে নয়, একটি শ্রেণী হিসাবে সামন্ত জমিদারদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। সুতরাং একজন কৃষক যেভাবে জমি ও সম্পত্তির বরাদ্দ পাবেন একজন জমিদারও সেই ভাবেই তা পাবেন এবং তাকে উৎপাদনী শ্রম করা শিখতেই হবে এবং জাতির অর্থনৈতিক জীবনের ধারায় তাকে যোগদান করতেই হবে। সবচেয়ে ঘৃণ্য যে প্রতিবিপ্লবী ও আঞ্চলিক স্বৈরাচারীরা ব্যাপক জনগণের তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করেছে, যারা দোষী প্রমাণিত হয়েছে এবং যাদের শাস্তি দেওয়া হবে ও দিতেই হবে, এদের বাদ দিয়ে সকলের প্রতিই নমনীয়তার নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং নির্বিচারে মারপিট করা ও হত্যা করাকে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। ধাপে ধাপে সামন্তবাদী শোষণকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে অর্থাৎ তা

করতে হবে রণকৌশলগত পথে। সংগ্রাম পরিচালনাকালে পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং কী পরিমাণে কৃষক জনসাধারণ জেগে উঠেছেন ও সংগঠিত হয়েছেন সেই অনুযায়ী আমাদের রণকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। রাতারাতি সমগ্র সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা আমাদের করা চলবে না। চীনে গ্রামে গ্রামে সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার যথার্থ বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে ভূমি সংস্কারকালে আক্রমণের মোট পরিসর সাধারণভাবে গ্রামীণ পরিবারগুলির শতকরা প্রায় ৮ ভাগের এবং গ্রামীণ জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ১০ ভাগের বেশি হওয়া উচিত নয়। পুরানো মুক্ত অঞ্চলে এই শতকরা হার আরো কম হবে। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে বিচ্যুতি হওয়া ও ভ্রান্তভাবে আক্রমণের পরিসরকে বাড়িয়ে তোলা হবে বিপজ্জনক। তাছাড়া নূতন মুক্ত অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পার্থক্য করা বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি যেসব স্থানে আমরা শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবো সেখানে সেখানে আমাদের প্রয়াস হবে আঞ্চলিক জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথোপযুক্ত ভূমিসংস্কারের কাজ রূপায়িত করা, অন্যদিকে যেসব স্থানে সাময়িকভাবে হলেও অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দখল বজায় রাখা শক্ত হবে, সেখানে তড়িঘড়ি করে ভূমিসংস্কার শুরু করে না দিয়ে আমাদের কার্যকে তদানীন্তন বর্তমান পরিস্থিতিতে যা জনগণের পক্ষে হিতকর ও সম্ভবপর তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি, যেসব স্থান সম্প্রতি গণমুক্তিফৌজ দখল করেছে সেখানে আমাদের কাজ হবে ধনী কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দেওয়া, মাঝারি ও ক্ষুদ্র জমিদারদের নিরপেক্ষ করে দেওয়ার রণকৌশল হাজির করা এবং তা কার্যকর করা এবং এভাবে আক্রমণের পরিসরকে সংকীর্ণ করে এনে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং বদ অভিজাত সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধেই শুধু আঘাত হানা। নূতন মুক্ত অঞ্চলে আমাদের সমস্ত প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। তারপর আমাদের কর্তব্য হবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে জনসাধারণের বর্তমান রাজনৈতিক চেতনার স্তর ও সংগঠন অনুসারে পুরো সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার স্তরে যাওয়া। নূতন মুক্ত অঞ্চলে সম্পত্তি ও জমি আমরা তখনই বিলি করবো যখন অবস্থা তুলনামূলকভাবে সুস্থির হয়ে উঠেছে এবং ব্যাপকতম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণকে পুরোপুরি কর্মক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলা সম্ভব হয়েছে। অন্যথা করা হবে হঠকারিতা এবং অনির্ভরযোগ্য, আর তাতে করে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। নূতন মুক্ত অঞ্চলে প্রতিরোধের যুদ্ধকালে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হয়েছে তাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। বিচার-বিবেচনা করে বিভিন্ন পথে সামন্তবাদের উচ্ছেদ করা বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি, জমিদার ও ধনী কৃষকদের মধ্যে বড়ো, মাঝারি,

ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যে এবং যেসব জমিদার ও ধনী কৃষক আঞ্চলিক স্বৈরাচারী এবং যারা তা নয় তাদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং জমির সমবণ্টনের এবং সামন্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনের মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই শুধু আমাদের সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না এবং তাদের সকলের প্রতি একই আচরণ করলে চলবে না বরং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে আমাদের পার্থক্য করতে হবে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচরণ করতে হবে। তা যখন আমরা করতে পারবো জনসাধারণ তখন দেখতে পাবেন আমাদের কাজকর্ম সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কৃষি উৎপাদনের বিকাশ সাধন হচ্ছে ভূমিসংস্কারের আশু লক্ষ্য। সামন্ত ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করেই শুধু এ ধরনের বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করা যাবে। প্রতিটি অঞ্চলে যখনই সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধিত হয়ে যাবে এবং ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ হবে, পার্টি ও গণতান্ত্রিক সরকারকে তখন কৃষি উৎপাদনের পুনরুজ্জীবনের ও বিকাশের কর্তব্যকে হাজির করতে হবে, গ্রামাঞ্চলের সম্ভাব্য সকল শক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করতে হবে, সমবায় ও পারস্পরিক সাহায্যের কার্যক্রম সংগঠিত করতে হবে, কৃষিকর্মের কলাকৌশলকে উন্নত করতে হবে, বীজ বাছাইয়ের কাজকে উন্নত করতে হবে এবং জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে—এইসব কিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করা। গ্রামাঞ্চলে পার্টি সংগঠনসমূহকে তাদের সর্বোচ্চ শক্তিকে কৃষি উৎপাদনের এবং ছোটো ছোটো শহরে শিল্প উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এই পুনরুজ্জীবন ও বিকাশকে দ্রুততর করার জন্য সামন্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদের সংগ্রামের ধারায় উৎপাদনের ও জীবনধারণের সব কয়টি হিতকর মাধ্যমকে রক্ষা করা, সেগুলিকে যারা ধ্বংস বা অপচয় করবে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বেহিসেবী খানাপিনার বিরোধিতা করা এবং মিতব্যায়িতা ও ব্যয়সংকোচের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের যথাসাধ্য করা চাই। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া যেন তারা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনুমোদনযোগ্য ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনকারীদের ও ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের সমবায়[৪] গড়ে তোলেন। সামন্তব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন এবং কৃষিগত উৎপাদনের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্প উৎপাদনের বিকাশের এবং কৃষিপ্রধান একটি দেশকে শিল্পপ্রধান একটি দেশে রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপিত হবে। এই হচ্ছে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আপনারা কমরেডরা জানেন, আমাদের পার্টি চীন বিপ্লবের একটি সাধারণ লাইন এবং সাধারণ কর্মনীতি নির্ধারণ করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কাজের জন্য তা বিবিধ সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড কাজকর্মের জন্য নির্ধারিত আমাদের পার্টির নির্দিষ্ট লাইন ও নির্দিষ্ট কর্মনীতির কথা মনে রাখলেও, তারা সবাই পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতির কথা ভুলে

বসে থাকেন। আমরা যদি আসলে পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতিকে ভুলে বসে থাকি, তাহলে আমরা অন্ধ, অর্ধপক্ক, তালগোল পাকানো বিপ্লবী হয়ে দাঁড়াবো এবং যখন আমরা শুধু কাজের একটি নির্দিষ্ট লাইন ও নির্দিষ্ট কর্মনীতিকেই কার্যকর করবো তখন আমরা আমাদের খেই হারিয়ে ফেলবো এবং কখনো বামে ও কখনো দক্ষিণে দোল খেতে থাকবো এবং এতে করে আমাদের কাজেরই ক্ষতি সাধিত হবে।

আমি আবার পুনরাবৃত্তি করে বলছি ঃ

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণ কর্তৃক পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবই হচ্ছে চীনের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তাই হচ্ছে ইতিহাসের বর্তমান স্তরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতি।

গরীব কৃষকদের ওপর নির্ভর করা, মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, ধাপে ধাপে ও বিচার-বিবেচনা করে বিভিন্ন পথে সামন্ত শোষণব্যবস্থার বিলোপ সাধন করা এবং কৃষি উৎপাদনের বিকাশ সাধন করা—এই হচ্ছে নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতি।

টীকা

১। ১৯৪৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রচারিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এই নির্দেশে বিভিন্ন মুক্ত অঞ্চলে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজের অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ করা হয়েছিল, তাতে ভূমিসংস্কার ও পার্টির সংহতিসাধনের কাজের ধারাবাহিক কর্মনীতি ও পদ্ধতিসমূহ লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু কিছু অঞ্চলে এই দুটি কাজ সম্পন্ন করার সময় যে "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলি ঘটে তা সংশোধনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

১। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার ভূমিকাংশ দেখুন।

৩। ১৯৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির শানসি-সুইয়ুআন সাব-ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত "শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণে এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ভুলভ্রান্তি সংশোধন প্রসঙ্গে নির্দেশ"-এর কথা এখানে বলা হচ্ছে। নির্দেশটি পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান ঃ

(১) শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপনের নিরিখ যেহেতু সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি তার ফলে কিছু কিছু লোকজনকে ভুল করে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী অনুসারে দেউলিয়া জমিদার বা ধনীকৃষক হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং বিশেষ করে সম্পন্ন মাঝারি কৃষকদের ধনীকৃষক হিসাবে ভুলভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এতে করে মাঝারি

কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং তা ভুলই করেছে।

(২) যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কৃষকদের দৃঢ়ভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই ভুলগুলিকে সংশোধন করতে হবে। যে সম্পত্তি অধিগ্রহন করা হয়েছে তা পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) কৃষকদের ও কর্মীদের এটা বুঝিয়ে বলতে হবে যে শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া চাই শোষণের সঙ্গে সম্পর্ক। শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণ সম্পর্কিত ভুলগুলি সংশোধন করে নিতেই হবে।

(৪) গরীব কৃষকদের ও ক্ষেতমজুরদের ওপর নির্ভর করা এবং মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূলনীতিকে আয়ত্ত করতে হবে। মাঝারি কৃষকদেরকে কৃষক প্রতিনিধিদের সম্মেলনে এবং কৃষক সমিতিগুলির নেতৃস্থানীয় সংস্থাতে এক তৃতীয়াংশ সদস্যলাভের সুযোগ দিতে হবে এবং কর নির্ধারণ, ভূমিসংস্কারকালে তাদের স্বার্থের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে।

(৫) গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে পার্টির শ্রেণী নীতির বিষয়ে দায়িত্বশীল কর্মীদের গুরুতর অধ্যয়ন করতে হবে। মাঝারি কৃষকদের সম্পর্কে পার্টির কর্মনীতি থেকে যে বিচ্যুতি ঘটেছিল তা সংশোধন করতে হবে ;এবং জনসাধারণের মাধ্যমেই এই ভুলগুলিকে সংশোধন করতে হবে।

একই সঙ্গে এই পাঁচদফা নির্দেশ জারী করার সঙ্গে সঙ্গে শানসি-সুইয়ুআন সাব-ব্যুরো ভূমি সংস্কারকালে শিল্প ও বাণিজ্যের হানি সাধনের যে বিচ্যুতিগুলি ঘটেছিল তা সংশোধন করার জন্য "শিল্প ও বাণিজ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে নির্দেশ" জারী করেছিল।

৪। এখানে সরবরাহ ও বিপণন সমবায়গুলির কথাই বলা হচ্ছে।

শানসী-সুইয়ুআন ডেইলি পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের প্রদত্ত বক্তৃতা

২রা এপ্রিল, ১৯৪৯

আমাদের কর্মনীতি শুধু নেতাদের ও কর্মীদের জানিয়ে দিলেই চলবে না, তা ব্যাপক জনসাধারণকেও জানিয়ে দিতে হবে। কর্মনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে নিয়ম হিসাবেই পার্টির পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রচার করতে হবে। আমরা এখন ভূমিব্যবস্থার সংস্কারকে কার্যকর করছি। ভূমিসংস্কার বিষয়ক কর্মনীতিগুলিকে সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হবে এবং রেডিওতে প্রচার করতে হবে যাতে করে জনসাধারণ সেগুলি সম্পর্কে জানতে পারেন। জনসাধারণ যখন একবার সত্যকে জানতে পারবেন এবং একটি অভিন্ন লক্ষ্য গ্রহণ করবেন, তখন তারা একমন-একপ্রাণ হয়ে কাজ করবেন। এটা হচ্ছে একটা যুদ্ধ করার মতো ; যুদ্ধ জয় করতে হলে সৈনিক এবং অফিসার সবাইকেই একমন-একপ্রাণ হতে হবে। উত্তর শেনসিতে সৈন্যরা যখন প্রশিক্ষণ লাভ করলেন, নিজেদের সংহতি সাধন করলেন আর পুরানো সমাজের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগগুলিকে অভিব্যক্ত করলেন, সৈনিকদের রাজনৈতিক চেতনা যখন বেড়ে গেল, কেন তারা যুদ্ধ করছেন বা কিভাবে যুদ্ধ করা তাদের উচিত তা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন ; প্রত্যেকেই আস্তিন গুটিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, তাদের মনোবল খুবই উন্নত হয়ে উঠল এবং যখন যুদ্ধ করতে গেলেন তখন যুদ্ধে তারা জয়লাভও করলেন। জনসাধারণ যখন একমন-একপ্রাণ, সব কিছুই তখন সহজ হয়ে যায়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি মূলনীতিই হচ্ছে জনগণকে কোনটা তাদের আপন স্বার্থ তা তাদের জানতে দেওয়া এবং তাদের নিজেদের স্বার্থেই তাদের সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ করে তোলা। সংবাদপত্রের ভূমিকা ও শক্তি নিহিত রয়েছে পার্টির কর্মসূচী, পার্টির লাইন, পার্টির সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মনীতিকে, তার কর্তব্য ও কর্মপদ্ধতিকে দ্রুততম ও সবচেয়ে ব্যাপকভাবে জনগণের সামনে হাজির করার ব্যাপারে তাদের দক্ষতার মধ্যে।

আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিতে কিছু কিছু স্থানে এমন লোকজনেরা রয়েছেন যারা মনে করেন শুধু নেতারা পার্টির কর্মনীতিগুলি জানলেই যথেষ্ট এবং জনসাধারণের সেগুলি জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের কিছু কিছু কাজকর্ম যে ভালোভাবে করা যায় না এটা তার অন্যতম একটি মূল কারণ। বিশ বছরের

অধিককাল ধরে আমাদের পার্টি প্রতিদিন জনগণের মধ্যে কাজ করে আসছে এবং গত দশ বারো বছর ধরে তা প্রতিদিনই গণনীতি সম্পর্কে কথাবার্তা বলে আসছে। আমরা সব সময় বলে এসেছি যে বিপ্লবকে নির্ভর করতে হবে ব্যাপক জনসাধারণের ওপর, প্রত্যেকেরই এতে কিছু করণীয় রয়েছে এবং শুধু কিছু হুকুম জারী করার লোকের ওপর নির্ভর করার আমরা বিরোধিতা করে এসেছি। গণনীতি কিন্তু এখনো কিছু কিছু কমরেডের কাজকর্মে পুরোপুরি অনুসৃত হচ্ছে না ; তারা এখনো পুরোপুরি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের নীরবে নিঃশব্দে নিজে নিজে কাজ করে যাওয়ার ওপরই নির্ভর করে থাকেন। তার একটি কারণ হচ্ছে, তারা যাই করুন না কেন তারা যাদের ওপর নেতৃত্ব করছে সেই জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে সব সময়ই অনিচ্ছুক এবং তারা বুঝতে পারেন না কেন বা কেমন করে তারা যাদের নেতৃত্ব করছেন তাদের উদ্যোগ এবং সৃজনশীল শক্তিকে অবারিত করে তুলবেন। চিন্তার দিক থেকে তারাও চান প্রত্যেকেই কাজকর্মে হাত লাগাক কিন্তু তারা অন্যদের জানতেই দেন না কী করতে হবে বা কিভাবে করতে হবে। এই যখন অবস্থা তখন সবাই কাজে লেগে যাবেন বা সব কিছুই ভালোভাবে হয়ে যাবে এটা কী করে আশা করা যায়? এই সমস্যার সমাধান করতে হলে মূল যে কাজটি করতে হবে তা অবশ্যই হচ্ছে গণনীতির ব্যাপারে মতাদর্শগত শিক্ষাকে কার্যকর করা কিন্তু একই সঙ্গে এইসব কমরেডদেরকে আমাদের বেশ কিছু কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। এধরনের অন্যতম একটি পদ্ধতি হচ্ছে সংবাদপত্রগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। ভালোভাবে একটি পত্রিকা পরিচালনা করা, তাকে কৌতূহলোদ্দীপক এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলা, পত্রপত্রিকায় পার্টির সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রচার করা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে পার্টির যোগসূত্রকে জোরদার করে তোলা—এটা হচ্ছে আমাদের পার্টির কাজের মূলনীতিগত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যাকে হালকাভাবে নেওয়া চলে না।

আপনারা কমরেডরা হচ্ছেন সাংবাদিক। আপনাদের কাজ হচ্ছে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, তাদের নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানো, তাদের নিজেদের কাজকর্ম এবং পার্টির সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি সম্পর্কে তাদের জানতে দেওয়া। অন্যসব কাজের মতোই পত্রিকা চালানোকে যদি ভালোভাবে সুসম্পন্ন করতে হয়, তাকে সুবিবেচনার সঙ্গেই করতে হবে। আমাদের সংবাদপত্রগুলির ব্যাপারেও আমাদের সকলের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হবে, ব্যাপক জনসাধারণের ওপর, তা পরিচালনার জন্য সমগ্র পার্টির ওপর নির্ভর করতে হবে, শুধুমাত্র রুদ্ধদ্বারের আড়ালে কর্মরত মুষ্টিমেয় অল্প কিছু লোকের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের পত্রিকাগুলি প্রতিদিনই গণনীতির কথা বলে তবু প্রায়ই খোদ

সংবাদপত্রের কাজকর্মেই এই গণনীতিকে কার্যকর করা হয় না। উদাহরণ হিসাবে, সংবাদপত্রে প্রায়ই মুদ্রণপ্রমাদ দেখা দেয় শুধুমাত্র ঐগুলি দূর করাকে গুরুতর একটি কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি বলে। আমরা যদি এই গণনীতির পদ্ধতিটি গ্রহণ করি তবে মুদ্রণপ্রমাদ দেখা দিলে আমাদের কর্তব্য হবে পত্রিকার সমগ্র কর্মীবৃন্দকেই আলোচনার জন্য সমবেত করা এবং শুধু ঐ বিষয় ছাড়া আর কিছুই আলোচনা না করা, পরিষ্কার করে তাদের বলা কী কী ভুল হয়েছে, ব্যাখ্যা করে তাদের বলা কেন এই ভুলগুলি ঘটেছে, কিভাবে ঐগুলি দূর করে দেওয়া যায় এবং এই ব্যাপারে গুরুতর মনোযোগ দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে বলা। তিনবার বা পাঁচবার এটা করার পর ভুলভ্রান্তিকে নিশ্চিতভাবেই দূর করে দেওয়া যাবে। ছোটোখাটো বিষয়ের বেলা এটা যেমন সত্য, বড়ো বড়ো বিষয়ের বেলাতেও তা তেমনি সত্য।

পার্টির কর্মনীতিকে জনগণের বাস্তব কাজকর্মে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়া, শুধু নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নয়, ব্যাপক জনসাধারণকেও তা বুঝতে দেওয়ার ব্যাপারে দক্ষ হওয়া এবং আমাদের পরিচালিত প্রতিটি আন্দোলন ও প্রতিটি সংগ্রামকে আয়ত্ত করতে দক্ষ হওয়া—এটা হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-নেতৃত্বের একটি কলাকৌশল। আমাদের কাজকর্মে আমরা ভুল করব কি না এটা হচ্ছে তা নির্ধারণের একটি বিভাজক রেখাও বটে। জনগণ যখন পর্যন্ত জেগে ওঠেননি তখন যদি আমরা আক্রমণাত্মক অভিযানে চলে যেতে চেষ্টা করতাম তা হতো হঠকারিতা। জনগণকে যদি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতাম তাহলে সুনিশ্চিতভাবেই আমরা ব্যর্থ হয়ে যেতাম। জনগণ যখন এগিয়ে যাওয়ার দাবী জানাচ্ছেন তখন যদি আমরা এগিয়ে না যেতাম তা হতো দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। ছেন তু-শিউয়ের সুবিধাবাদী ভুলটি ছিল ঠিক এখানেই যে তিনি জনগণের জাগরণের পেছনে পড়ে রয়েছিলেন, জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি, এমন কি তাদের অগ্রগতির অভিযানের বিরোধিতাই করেছিলেন। এখনো অনেক কমরেড রয়েছেন যারা এইসব প্রশ্নগুলিকে বোঝেন না। আমাদের পত্রিকাগুলিকে এই সব অভিমতকে খুব ভালোভাবে প্রচার করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকেই সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংবাদপত্রের কর্মীদেরকেই সবার আগে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আপনারা কমরেডরা সকলেই হচ্ছেন বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই অজ্ঞতায় ভোগেন এবং প্রায়ই দেখা যায় বাস্তব বিষয় সম্পর্কে তাদের অতি অল্প অভিজ্ঞতাই আছে বা কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত "কিভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়"[১] পুস্তিকাখানিকে আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারেন না ; এ ক্ষেত্রে, কৃষকেরা

আপনাদের তুলনায় অনেক দক্ষ কারণ তাদের এ সম্পর্কে বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ব্যাপারটা পুরো বুঝে ফেলেন। কুওসিয়েন বিভাগের দুটি জেলার ১৮০ জনের অধিক লোক পাঁচ দিনের জন্য সভায় মিলিত হয়েছিলেন এবং ভূমি বণ্টন সম্পর্কে বহু সমস্যার সমাধান করে ফেলেছিলেন। আপনাদের সম্পাদকীয় দপ্তরকে যদি ঐ সমস্যাগুলির আলোচনা করতে হতো, আমার ভয় আছে, আপনারা দুই সপ্তাহ ধরে আলোচনা করেও তার সমাধানের কোন কুলকিনারাই করতে পারতেন না। তার কারণ খুবই সোজা ; আপনারা ঐ সমস্যাগুলি বুঝতেই পারেন না। উপলব্ধির অভাব থেকে উপলব্ধিতে পৌঁছতে হলে একজন মানুষকে কাজকর্ম করতে হয়, দেখতে হয়, তাকেই শিক্ষা বলা হয়। সংবাদপত্রে কর্মরত কমরেডদের পালা করে গণ-কাজকর্মে অংশ গ্রহণের জন্য বাইরে যেতে হবে, কিছুকালের জন্য ভূমি সংস্কারের কাজকর্মে যোগ দিতে হবে ; এটা খুবই জরুরী বিষয়। যখন গণ-কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন না, আপনাদেরকে তখনও অনেক কিছু শুনতে হবে, গণআন্দোলন সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করতে হবে এবং ঐ বিষয়বস্তুগুলি অধ্যয়নের জন্য প্রচুর সময় ও প্রয়াস নিয়োজিত করতে হবে। সৈন্যগণকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে আমাদের শ্লোগান হচ্ছে "অফিসাররা সৈনিকদের শিক্ষা দেবেন, সৈনিকেরা অফিসারদের শিক্ষা দেবেন এবং সৈনিকেরা একে অন্যকে শিক্ষা দেবেন।" সৈনিকগণকে প্রচুর বাস্তব যুদ্ধবিগ্রহের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। অফিসারগণকে সৈনিকদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং যখন তারা অপর লোকজনের অভিজ্ঞতাকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা করে তুলবেন, তখন তারা আরো বেশি সুদক্ষ হয়ে উঠবেন। সংবাদপত্রে কর্মরত কমরেডগণকেও নীচের তলা থেকে আগত বিষয়বস্তুগুলিকে অবিরত অধ্যয়ন করতে হবে, ক্রমান্বয়ে তাদের বাস্তবজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে হবে। একমাত্র এভাবেই তারা ভালোভাবে কাজকর্ম করতে পারবেন, জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার আপন কর্তব্যকে তারা সুসম্পাদন করতে সমর্থ হবেন।

শানসি-সুইয়ুআন ডেইলি পত্রিকা গত জুন মাসে নগরাঞ্চলীয় পার্টি কমিটিগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনের পর খুবই বিরাট রকমের অগ্রগতি লাভ করেছে। ঐ সময়ে পত্রিকাখানি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল, ছিল ক্ষুরধার, ঝাঁঝালো এবং প্রাণবন্ত ; তাতে ব্যক্ত হয়েছিল বিরাট বিরাট গণআন্দোলনগুলি, তা জনগণের পক্ষে কথা বলতো। পত্রিকাখানি পড়তে আমার খুব ভালো লাগতো। কিন্তু বর্তমান বছরের গত জানুয়ারী থেকে যখন আমরা "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলিকে সংশোধন করতে শুরু করলাম, মনে হচ্ছে তখন থেকেই আপনাদের পত্রিকাখানি তার তেজ অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে ; তা আর যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, সে রকম যথেষ্ট ঝাঁঝালো

নয়, তথ্যের দিক থেকে তা অপেক্ষাকৃত কম হৃদয়গ্রাহী এবং পাঠকদের পক্ষে আর তা তেমন আকর্ষণীয় থাকছে না। এখন আপনারা আপনাদের কাজকর্মের পরীক্ষা করে দেখছেন এবং আপনাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করছেন ; এটা খুবই ভালো কাজ। দক্ষিণপন্থী এবং "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনাদের অভিজ্ঞতাকে আপনারা যখন মূল্যায়ন করবেন এবং আপনাদের ভাবনা-চিন্তাকে আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলবেন, আপনাদের কাজের তখন উন্নতি সাধিত হবে।

শানসি-সুইয়ুআন ডেইলি পত্রিকা গত জুন মাস থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে তা সম্পূর্ণ সঠিকই ছিল। এই সংগ্রামে আপনারা খুবই ঐকান্তিকতা সহকারে কাজ করে এসেছেন এবং গণআন্দোলনের আসল পরিস্থিতিকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করে এসেছেন। সম্পাদকীয় বক্তব্য হিসাবে আপনারা যে দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়বস্তুগুলিকে ভুল বলে মনে করেন সে ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। পরবর্তীকালে আপনাদের কিছু কিছু মন্তব্যাদিতে আপনাদের ত্রুটিবিচ্যুতিও ঘটেছে কিন্তু আপনাদের ঐকান্তিকতার মনোভাবটি ভালোই ছিল। আপনাদের ত্রুটিবিচ্যুতিটি ছিল এই যে আপনারা ধনুকের ছিলাকে বেশি করে টেনেছিলেন। ধনুকের ছিলাকে বড়ো বেশি করে টানলে তা ছিঁড়ে যায়। প্রাচীনেরা বলেছেন, "রাজা উয়েন এবং রাজা উ-র নীতি ছিল টানের এই উত্তেজনা আর সহজ অবস্থাকে পালাক্রমে ব্যবহার করা"।[২] এখন একটু "সহজ হয়ে" নিন, আর তা হলে কমরেডদের চিন্তা-ভাবনাও আরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আপনারা আপনাদের কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন ; তবে কিছু কিছু ভুলভ্রান্তিও করেছেন, মূলতঃ "বামপন্থী" ভুলভ্রান্তি করেছেন। আপনারা এখন একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছেন এবং "বামপন্থী" বিচ্যুতিগুলি সংশোধনের পর আপনারা বিরাটতর সাফল্যই অর্জন করবেন।

আমরা যখন বিচ্যুতিগুলিকে সংশোধন করছি তখন কিছু কিছু লোক আমাদের অতীত কাজকর্মের প্রতি এমনভাবে তাকান যেন তা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে এবং তা সবই ভুল ছিল। তা ঠিক নয়। ঐ লোকেরা যা দেখতে চান তা হচ্ছে আমাদের পার্টি বিপুল সংখ্যক কৃষক জনগণকে জমি লাভ করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছে, সামন্তবাদকে উচ্ছেদ করেছে, পার্টি সংগঠনসমূহের সংহতি সাধন করেছে এবং কর্মীদের কাজের ধারাকে উন্নত করেছে আর এখন তা "বামপন্থী" বিচ্যুতিকেও সংশোধন করেছে এরা কর্মীবৃন্দ ও জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলেছে। এইগুলি কি বিরাট সাফল্য নয়? আমাদের কাজকর্ম ও জনগণের উদ্যোগ-আয়োজনগুলি সম্পর্কে আমাদের বিচারশীল হতে হবে এবং সবকিছুকেই নেতিবাচকভাবে খারিজ

করে দেওয়া চলবে না। অতীতে "বামপন্থী" বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল কারণ তখন জনগণের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। অভিজ্ঞতা থাকলে ভুল পরিহার করা কঠিন। অনভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজনকে যেতে হয়। গত বছরের জুন মাস থেকে এই স্বল্প কালের মধ্য দক্ষিণ ও "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণ বুঝতে পেরেছেন দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ কী এবং "বামপন্থী" বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থই বা কী। এই প্রক্রিয়া ছাড়া জনগণ তা উপলব্ধি করতে পারতেন না।

আপনারা আপনাদের কাজকর্ম পরীক্ষা করার পর যখন আপনাদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করবেন তখন আমি নিশ্চিত জানি, আপনাদের পত্রিকা আরো ভালো করে চলবে। আপনাদের পত্রিকার পূর্বেকার গুণগুলি আপনাদের অক্ষুণ্ণ রাখা চাই—তাকে হওয়া চাই তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার, ঝাঁঝালো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাকে ঐকান্তিকতার সঙ্গেই পরিচালনা করা চাই। সত্যকে আমাদের দৃঢ়ভাবে উচ্চে তুলে ধরতে হবে এবং সত্যের জন্য চাই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থান। আমরা কমিউনিস্টরা সব সময়েই আমাদের অভিমতকে গোপন করে রাখাকে ঘৃণা করে এসেছি। আমাদের পার্টি পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিকে এবং আমাদের সকল প্রচার-কার্যকেই সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং তীক্ষ্ণ হওয়া চাই এবং কোনো সময়ই তাকে মিনমিনে বা অস্পষ্ট অবোধ্য হলে চলবে না। এটাই হচ্ছে আমাদের, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর, যথার্থ জঙ্গী প্রচারধারা। যেহেতু আমরা জনগণকে সত্য সম্পর্কে জানার ব্যাপারে শিক্ষা দিতে চাই এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের মুক্তির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চাই, আমাদের এই জঙ্গী ধারার প্রয়োজন রয়েছে। ভোঁতা ছুরি দিয়ে তো আর রক্ত ঝরানো যায় না।

টীকা

১। "কিভাবে গ্রামাঞ্চলের শ্রেণীসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়", মাও সে-তুঙের **নির্বাচিত রচনাবলী**, প্রথম খণ্ড, দেখুন।

২। **আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ** (Book of Rites)-এর "বিচিত্র বিবরণ" (Miscellaneous Records)-এর দ্বিতীয় ভাগ থেকে। "রাজা উয়েন এবং রাজা উ মাঝে মাঝে ধনুকের ছিলাকে সহজ ও ঢিলে না করে একটানা স্থায়ী ভাবে টান করে রাখতে পারতেন না। আবার তারা তাকে টান না করে একনাগাড়ে স্থায়ীভাবে সহজ ও ঢিলে করে রেখে দিতেও পারতেন না।" উয়েন ও উ ছিলেন (দ্বাদশ থেকে তৃতীয় খ্রীস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত) চৌ রাজবংশের প্রথম দুজন রাজা।

মহানগরী পুনরায় দখল করার পর লোয়াং ফ্রন্টের সদর দপ্তরের কাছে প্রেরিত তারবার্তা

৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮

লোয়াং-কে এখন পুনরায় অধিকার[১] করা হয়েছে এবং মনে হচ্ছে, তাকে দৃঢ়ভাবেই এবার দখলে রাখা যাবে। আমাদের শহরাঞ্চল সম্পর্কিত নীতিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দিন ঃ

১। কুওমিনতাঙ শাসনের সংস্থাসমূহকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে খুবই বিজ্ঞতার পরিচয় দিন, শুধুমাত্র প্রধান প্রতিক্রিয়াশীলদেরকেই গ্রেপ্তার করুন এবং অনেক বেশী লোককে ঘাঁটাবেন না।

২। আমলাতান্ত্রিক পুঁজির সংজ্ঞা নিরূপণকালে একটা পরিষ্কার সীমারেখা টেনে নিন ; কুওমিনতাঙ সদস্যদের পরিচালিত সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকেই আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বলে আখ্যা দিয়ে দেবেন না বা সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে নেবেন না। নীতি হিসাবে যা লিপিবদ্ধ করতে হবে তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সরকার কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, বিভাগীয় অথবা পৌর সরকারের দ্বারা পরিচালিত বলে সুনিশ্চিত ভাবে চিহ্নিত সকল শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে অর্থাৎ পুরোপুরি সরকারী সংস্থা হিসাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অধিগ্রহণ করবে এবং পরিচালনা করবে। কিন্তু যদি এখনই গণতান্ত্রিক সরকার সেগুলিকে অধিগ্রহণ করতে প্রস্তুত না থাকে বা তা করতে অসমর্থ হয়, তাহলে যে সকল ব্যক্তিরা আগে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন তাদেরকেই সাময়িকভাবে এই পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে যাতে করে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণের জন্য লোকজন নিযুক্ত না করা পর্যন্ত সেগুলি যথারীতি চালু থাকতে পারে। ঐসব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদদের পরিচালনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণের জন্য সংগঠিত করে তুলতে হবে এবং তাদের দক্ষতার ওপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। কুওমিনতাঙের লোকজনেরা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই তারবার্তাটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। যেহেতু এই তারবার্তার বিষয়বস্তু শুধু লোয়াংয়ে নয় বরং মূলতঃ মোটামুটিভাবে তা সদ্যমুক্ত সকল মহানগরীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য ছিল, তাই একই সঙ্গে তা অন্যান্য অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের পাঠানো হয়।

কাজকর্ম যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে, গণতান্ত্রিক সরকার শ্রমিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে ঐ সংস্থা পরিচালনার জন্য পরিচালক ও কার্যনির্বাহকগণকে নিযুক্ত না করা পর্যন্ত শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিচালক কমিটি স্থাপন করতে হবে। কুওমিনতাঙের কুখ্যাত বড়ো বড়ো আমলাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপরে বর্ণিত মূলনীতি ও ব্যবস্থা অনুসারে অধিগ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদে আমলারা এবং জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে কিন্তু বাজেয়াপ্ত করা চলবে না। জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হবে।

৩। কৃষক সংগঠনগুলিকে নগরে প্রবেশ করে জমিদারদের ধরা এবং তাদের সঙ্গে হিসেবনিকেশ চুকিয়ে নেওয়ার ব্যাপারকে নিষেধ করে দিন। যেসব জমিদারদের জমি রয়েছে গ্রামে কিন্তু যারা বাস করেন শহরে তাদের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক পৌরসরকার আইন অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। গ্রামের কৃষক সংগঠনগুলির অনুরোধক্রমে যেসব লোকজন জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী তাদের সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওদের গ্রামে ফেরৎ পাঠাতে হবে।

৪। শহরে প্রবেশ করে মজুরি বৃদ্ধির বা কাজের ঘন্টা কমিয়ে দেওয়ার শ্লোগান হালকাভাবে হাজির করে বসবেন না। যুদ্ধের সময়টাতে উৎপাদন যদি অব্যাহত থাকে, প্রচলিত কাজের ঘন্টা এবং মূল মজুরির স্তর যদি বজায় রাখা যায় তবে তা-ই যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। উপযুক্তভাবে কাজের ঘন্টা হ্রাস করা এবং মজুরি বৃদ্ধির পরে করা হবে কি না তা নির্ভর করবে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর অর্থাৎ সংস্থাগুলির অগ্রগতি হচ্ছে কি না তার ওপর।

৫। নগরের জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক সংস্কার ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য সংগ্রামে সংগঠিত করে তোলার জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। পৌরপ্রশাসন যখন ভালোরকম কাজকর্ম শুরু করছে, জনগণের আবেগ শান্ত হয়ে এসেছে, সতর্কভাবে সমীক্ষা করা হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা লাভ করা গেছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নিরূপিত হয়ে গেছে শুধুমাত্র তখনই স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্তভাবে এই বিষয়গুলিকে পরিচালনা করা যাবে।

৬। বৃহৎ মহানগরগুলিতে খাদ্য ও জ্বালানিই হচ্ছে এখন মূল সমস্যা ; পরিকল্পিত পথে তার সমাধান করতে হবে। যখনই কোনো মহানগর আমাদের প্রশাসনের অধীনে আসবে তখন মহানগরের দরিদ্রদের জীবিকার সমস্যাকে ধাপে ধাপে ও পরিকল্পিতভাবে সমাধান করতে হবে। "গরীবদের দুঃখ লাঘবের জন্য শস্যভাণ্ডারগুলির দ্বার খুলে দাও" এই শ্লোগান তুলে বসবেন না। ত্রাণমূলক সাহায্যের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করার মানসিকতা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবেন না।

৭। কুওমিনতাঙ এবং তার 'জনগণের তিনটি মূলনীতির যুব লীগ'-এর সদস্যদের ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখুন এবং তালিকাভুক্ত করুন।

৮। সব কিছুকেই দূরগত ভিত্তিতে পরিকল্পনা করুন। যৌথ বা ব্যক্তিগত যে মালিকানাধীনই হোক না কোন উৎপাদনের কোনো উপকরণকে ধ্বংস করা এবং ভোগ্যপণ্যর অপচয় করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিন। বেহিসেবী খানা-পিনাকে নিষিদ্ধ করে দিন, মিতব্যয়িতা এবং ব্যয় সংকোচের প্রতি মনোযোগ দিন।

৯। পার্টির পৌর কমিটির সম্পাদক এবং মেয়র ও সহকারী-মেয়র হিসাবে একমাত্র সেইসব ব্যক্তিগণকেই নিযুক্ত করুন যাদের কর্মনীতির ওপর ভালো দখল রয়েছে এবং যারা সুদক্ষ। তাদের কর্তব্য হবে তাদের সকল লোকজনকে প্রশিক্ষণ দান করা, তাদেরকে শহরাঞ্চল সম্পর্কিত কর্মনীতি এবং রণকৌশল ব্যাখ্যা করে বলা। এখন মহানগরটি যেহেতু জনগণেরই মহানগর তাই এই মহানগরের সব কিছুই পরিচালনার জন্য জনগণ দায়িত্বশীল রয়েছেন এই বোধ চালাতে হবে। জনগণের নিজেদের প্রশাসনের অধীন একটি মহানগরের প্রতি কুওমিনতাঙের অধীন মহানগরগুলির প্রতি গৃহীত কর্মনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ ভুল হবে।

টীকা

১। লোয়াং ছিল হোনান প্রদেশের পশ্চিম অংশের কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্ত ঘাঁটি। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ গণমুক্তিফৌজ প্রথমবার লোয়াং দখল করে, পরে নিজের উদ্যোগেই তার শহর পরিত্যাগ করে চলে যায় যাতে করে শত্রুর কার্যকর শক্তিকে আরো ভালোভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় এবং তারপর ১৯৪৮ সালের ৫ই এপ্রিল আবার তারা লোয়াং দখল করে নেয়।

নূতন মুক্ত অঞ্চলসমূহে গ্রামাঞ্চলীয় কাজকর্মের রণকৌশলগত সমস্যা

২৪শে মে, ১৯৪৮

নূতন মুক্ত অঞ্চলগুলিতে গ্রামাঞ্চলীয় কাজকর্মে রণকৌশলগত সমস্যার প্রতি সবচেয়ে বেশি করে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এইসব এলাকায় কাজ-কর্মে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের সময় অর্জিত আমাদের অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে হবে; ঐ সব অঞ্চলের মুক্তির অনেক কাল পর পর্যন্ত আমাদের খাজনা ও সুদ হ্রাসের সামাজিক নীতিকেই কার্যকর করতে হবে এবং বীজ ও খাদ্যশস্যের যোগানকে যথোপযুক্তভাবে সঙ্গতি রেখে প্রয়োগ করতে হবে এবং করের বোঝাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ধার্য করার আর্থিক নীতি অনুসরণ করতে হবে; প্রধান প্রধান যে প্রতিবিপ্লবীরা রাজনৈতিকভাবে কুওমিনতাঙ পক্ষাবলম্বন করে একগুঁয়ের মতো আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনীর বিরোধিতা করে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের মূল আঘাত পরিচালিত হবে ঠিক যেমন প্রতিরোধের যুদ্ধকালে আমরা শুধুমাত্র দেশদ্রোহীদেরকে গ্রেপ্তার করেছিলাম এবং তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলাম, এবং আমরা তড়িঘড়ি করে অস্থাবর সম্পত্তি ও জমিজমা বিলি বণ্টনের সামাজিক সংস্কারের নীতিকে কার্যকর করতে লেগে যাবো না। এর কারণ হচ্ছে, মুষ্টিমেয় অধিক-সাহসী কিছু লোকজনেরাই শুধু অকালে অস্থাবর সম্পত্তি বিলিবণ্টনকে স্বাগত জানাবে এবং মূল জনসাধারণ এতে করে কিছুই পাবেন না আর তাই তারা অসন্তুষ্ট হয়েই থাকবেন। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে সামাজিক সম্পদের এই বিলিবণ্টন সৈন্যবাহিনীর পক্ষেও অসুবিধাজনক হবে। অকালে জমির বিলিবন্টন করে দেওয়া হয়ে গেলে অকালেই সামরিক প্রয়োজনের পুরো বোঝাটি জমিদার ও ধনী কৃষকদের পরিবর্তে কৃষক সাধারণের ওপর এসে পড়বে। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে, অস্থাবর সম্পত্তির জমিজমার বিলিবণ্টন না করাই ভালো বরং তার পরিবর্তে সার্বজনীনভাবে খাজনা ও সুদ হ্রাস করে দেওয়া হলে তাতে করে কৃষকদের লক্ষণীয় হিত সাধিত হবে এবং করভার যুক্তিসঙ্গতভাবে ধার্য করার আর্থিক নীতি যদি আমরা কার্যকর করি তবে জমিদার ও ধনী কৃষকদের অনেক বেশি করে দিতে হবে। এভাবে, সামাজিক সম্পদ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবেই এবং

জনশৃঙ্খলা তুলনামূলকভাবেই অনেক বেশি সুস্থির হয়ে থাকবে এবং তাতে করে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বাহিনীকে নিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা হবে। এক, দুই বা তিন বছর পরে যখন কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যাপক ঘাঁটি এলাকাগুলি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাবে, যখন পরিস্থিতি সুস্থির হয়ে উঠবে, যখন জনগণ জেগে উঠেছেন ও সংগঠিত হয়ে উঠেছেন, যখন যুদ্ধ অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গেছে, তখন আমরা ভূমিসংস্কারের স্তরে প্রবেশ করতে পারবো—উত্তর চীনের মতো অস্থাবর সম্পত্তির এবং জমিজমার বিলিবণ্টন আমরা করে দিতে পারবো। কোনো নূতন মুক্ত অঞ্চলগুলিতেই খাজনা ও সুদ হ্রাসের স্তরকে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া যাবে না এবং যদি আমরা তা লাফ দিয়ে অতিক্রম করে যাই তবে আমরা ভুল করবো। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম চীনের বিরাট মুক্ত অঞ্চলের যে অংশগুলি শত্রুর অধিকৃত এলাকার সীমান্তবর্তী সেখানেও উপরে বর্ণিত এই রণকৌশলকে কার্যকর করতে হবে।

১৯৪৮ সালে ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতি সাধনের করণীয় কর্তব্য

২৫ শে মে, ১৯৪৮

১

বিভিন্ন ঋতুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোগুলি যেসব অঞ্চলের জন্য আগামী গোটা শরৎ-শীতকাল অর্থাৎ এই সেপ্টেম্বর থেকে আগামী মার্চ পর্যন্ত সাতটি মাসকে নিশ্চিন্ত করে রেখেছেন তাদেরকে নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি যথাযথ ক্রমানুসারে রূপায়িত করতে হবেঃ

১। গ্রামীণ পরিস্থিতির অনুসন্ধান করতে হবে।

২। সঠিক কর্মনীতি অনুসারে পার্টির সংহতিসাধনের প্রাথমিক করণীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। একটি কার্যকরী কোর বা কার্যকরী যে টীম উচ্চতর সংস্থা থেকে গ্রামাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে প্রেরিত হবে তাদেরকে সর্বপ্রথম আঞ্চলিক পার্টি শাখার সকল সক্রিয় ও উন্নততর সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে হবে এবং তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে একযোগে ভূমি সংস্কারের কাজকর্মের নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।

৩। গরীব কৃষকদের সংঘগুলিকে এবং কৃষক সমিতিগুলিকে সংগঠিত, নূতন করে সংগঠিত বা জোরদার করে তুলতে হবে এবং ভূমি সংস্কারের সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

৪। সঠিক মানদণ্ড অনুসারে শ্রেণীগত মর্যাদা নিরূপণ করতে হবে।

৫। সঠিক নীতি অনুসারে সামন্তবাদীদের জমিজমা ও সম্পত্তি বিলিবণ্টন করতে হবে। এই বিলিবণ্টনের চূড়ান্ত ফলাফল এমন হওয়া চাই যেন সমস্ত প্রধান প্রধান স্তরই তাকে সমুচিত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন এবং জমিদারগণও এটা বুঝতে পারেন যে তাদের নিজেদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহের একটা পথ রয়েছে এবং তার নিশ্চয়তাও রয়েছে।

৬। শহরাঞ্চল (বা গ্রাম), জেলা বা বিভাগীয় স্তরে জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠান করুন এবং সরকারী পর্ষৎ নির্বাচিত করুন।

এই অন্তঃপার্টি নির্দেশটি কমরেড মাও সে-তুঙ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন।

৭। জমির মালিকানা নির্দিষ্ট করে জমির পাট্টা (সার্টিফিকেট) প্রদান করুন।

৮। কৃষি করের (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় শস্য করের) হার সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিবর্তিত করুন। এই হার নির্ধারণকালে যৌথ ও ব্যক্তিগত উভয় স্বার্থের প্রতি বিবেচনা প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হওয়া চাই; একদিকে সেগুলিকে যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক হওয়া চাই আর অন্যদিকে কৃষকদেরকে উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ সাধনে আগ্রহী করেও তোলা চাই, তাদের জীবিকা নির্বাহকে উন্নত করে তোলার পক্ষে সেগুলি সহায়ক হওয়া চাই।

৯। সঠিক নীতি অনুসারে পার্টি শাখাগুলির সাংগঠনিক সংহতিসাধনের কাজ সম্পূর্ণ করুন।

১০। ভূমিসংস্কার থেকে সরিয়ে আমাদের কাজকর্মকে গ্রামীণ সকল শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করার এবং জমিদার ও ধনী কৃষকদের শ্রমশক্তিসহ সকল শক্তিকে সংগঠিত করে কৃষি উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ সাধনের জন্য নিয়োজিত করুন। স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে অংশগ্রহণ এবং সমমূল্যের নীতি অনুসারে ক্ষুদ্র আকারে কর্ম বিনিময়কারী গ্রুপ ও অন্যান্য সমবায়ী ইউনিটগুলি গড়ে তুলতে শুরু করুন; বীজ, সার এবং জ্বালানির ব্যবস্থা করুন; উৎপাদন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করুন, (মূখ্যতঃ উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ঋণ যা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ত্রাণমূলক সাহায্য থেকে যাকে কঠোরভাবে পৃথক করে রাখতে হবে এমন) কৃষিঋণ যখনই প্রয়োজন এবং যেখানে যেখানে সম্ভব মঞ্জুর করুন; যেখানে যেখানে সম্ভব জল সংরক্ষণের কাজকর্মের পরিকল্পনা রচনা করুন।

ভূমিসংস্কার থেকে উৎপাদনে চলে যাওয়ার এই হচ্ছে সমগ্র প্রক্রিয়া, ভূমিসংস্কারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত সকল কমরেডকেই এই প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে করে তারা তাদের কাজে একদেশদর্শিতা পরিহার করতে পারেন এবং একটি মৌসুমকে নষ্ট না করেই আসন্ন শরৎ ও শীতকালে উপরোক্ত সকল করণীয় কর্তব্যকেই সুসম্পন্ন করতে পারেন।

২

এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য আগামী তিনমাসে—জুন থেকে আগস্টের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি সুসম্পন্ন করা দরকার ঃ

১। ভূমি সংস্কারের এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করুন। এরকম প্রতিটি এলাকার নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন ঃ

(ক) শত্রুর সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া চাই এবং পরিস্থিতি সুস্থির হয়ে ওঠা চাই; তাকে একটা অস্থির গেরিলা অঞ্চল হলে চলবে না।

(খ) মূল জনসাধারণের (ক্ষেতমজুর, গরীব কৃষক এবং মাঝারি কৃষকের) ব্যাপক

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, নিছক সংখ্যালঘু অংশ নয়, এর মাঝেই জমির বিলিবণ্টনের দাবী জানাচ্ছেন এমন হওয়া চাই।

(গ) ভূমি সংস্কারের কাজ হাতে তুলে নিতে পারার মতো সংখ্যা ও গুণের দিক থেকে পার্টির যথেষ্ট কর্মী থাকা চাই এবং তাকে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

কোনো অঞ্চলে যদি এই তিনটি শর্তের কোনো একটিও অপূর্ণ থাকে তবে তাকে ১৯১৮ সালে ভূমি সংস্কারের জন্য চিহ্নিত করা চলবে না। উদাহরণ হিসাবে, যেহেতু প্রথম শর্তটি পূর্ণ হয়নি তাই উত্তর ও পূর্ব চীনের, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের মুক্ত অঞ্চলের সেইসব অংশ যা শত্রুর কবলিত অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত এমন এলাকাসমূহকে আমাদের এই বছরের ভূমিসংস্কারের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না, বা কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যাঞ্চলীয় সমতলের ব্যুরোর এলাকাধীন ইয়াংসি, হুয়াই, পীত এবং হান নদীর দ্বারা সীমায়িত এলাকার অধিকাংশ স্থানকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। ঐ অঞ্চলগুলিকে আগামী বছরের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কি না তাও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। ঐ সব এলাকায় জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়কার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আমাদের পুরোপুরি সদ্ব্যহার করতে হবে, খাজনা ও সুদ হ্রাসের সামাজিক কর্মনীতিকে কার্যকর করতে হবে এবং বীজ ও খাদ্যশস্যের যোগানের যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এবং করের বোঝাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণের আর্থিক কর্মনীতি অনুসরণ করে যাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় এমন সকল সামাজিক শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে সামাজিক শক্তিগুলিকে নিরপেক্ষ করে দেওয়া যায় তাদের সকলকে নিরপেক্ষ করে দিতে হবে, সমস্ত কুওমিনতাঙ সশস্ত্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য গণমুক্তিফৌজকে সাহায্য করতে হবে এবং রাজনৈতিকভাবে যারা সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সেই আঞ্চলিক স্বৈরাচারীদের আঘাত হানতে হবে। যেহেতু অঞ্চলগুলি নূতন মুক্ত অঞ্চল এবং শত্রুর এলাকার সীমান্তে সেগুলি অবস্থিত তাই ওখানকার জমিজমা বা অস্থাবর সম্পত্তি বিলিবন্টন করা হবে না আর ওখানকার ঐ বিলিবণ্টন কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার মূল কাজকে সুসম্পাদনের জন্য যাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে বা যাদের নিরপেক্ষ করে দেওয়া যায় তাদের নিরপেক্ষ করে দেওয়ার পক্ষে তা সহায়ক হবে না।

২। কর্মীদের সম্মেলনগুলিকে সফল করে তুলুন। ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতি সাধনের কাজ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত কর্মীদের সম্মেলনে এই দুটি কাজ সম্পর্কে সঠিক নীতিগুলিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং কী অনুমোদনযোগ্য আর কী

অনুমোদনযোগ্য নয় তার মধ্যে একটি পরিষ্কার ভেদরেখা টানতে হবে। ভূমি সংস্কার ও পার্টির সংহতি সাধন সম্পর্কে কর্মরত সকল কর্মীকে কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলিকে গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে, কর্মীদের ঐ সবগুলিকেই মেনে চলতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোনো রকম অনুমোদিত পরিবর্তন সাধন করা চলবে না। দলিলগুলির কোনো অংশ যদি আঞ্চলিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ না খায়, কর্মীরা সংশোধনের প্রস্তাব করতে পারেন ও করা উচিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনো পরিবর্তন করার আগে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সংগ্রহ করতেই হবে। এই বছর বিভিন্ন স্তরে যেসব কর্মী-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগে থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চতর নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে তার জন্য যথেষ্ট ও যথোচিত প্রস্তুতি করতে হবে অর্থাৎ একটি সম্মেলন আহ্বান করার আগে কয়েকজন লোকের মধ্যে আলোচনা হওয়া চাই (তার মাঝে একজনকে মূল দায়িত্ব নিতে হবে), এই আলোচনার মধ্য দিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে ; রূপরেখাটিকে তখন সতর্কভাবে বিষয়বস্তু ও কথায় রূপ দিতে হবে (এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন যাতে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সংক্ষিপ্ত হয় এবং দীর্ঘ বাক্যজাল ব্যবহারে বিরত হোন)। তারপর সম্মেলনে একটি রিপোর্ট উপস্থিত করুন, আলোচনাকে অবারিত করে দিন, রূপরেখাটিকে সংযোজিত করন, সংশোধিত করুন এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত অভিমতের আলোকে তাকে চূড়ান্ত রূপ দিন আর এই চূড়ান্ত দলিলটিকে সমগ্র পার্টির মধ্যে বিলি করুন এবং যথাসম্ভব তাকে সংবাদপত্রে প্রকাশ করুন। নিছক অভিজ্ঞতাবাদী ভঙ্গীতে আগে থেকে কোনো প্রস্তুতি না করে, কোনো সমস্যা উত্থাপন না করে, বিচার বিশ্লেষণ না করে এবং সতর্কভাবে ও সুচিন্তিত বিষয়বস্তু এবং ভাষায় রূপ দিয়ে কোনো রিপোর্ট তেরী না করে, সেই রিপোর্ট কর্মীদের সম্মেলনে হাজির না করে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্যহীন, এলোপাথাড়ি বাক্যজাল ছড়িয়ে অধিবেশনকে টেনে এগিয়ে নিয়ে কোনো পরিষ্কার বা সুবিবেচিত সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে সভা অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করতে হবে। এই ক্ষতিকর নিছক অভিজ্ঞতাবাদী পন্থা যদি কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো ব্যুরো বা সাব-ব্যুরোর, কোনো অঞ্চলের, প্রাদেশিক বা নগরাঞ্চলীয় পার্টি কমিটির নেতৃত্বের মধ্যে দেখা যায় তবে তা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য মনোযোগ প্রদান করতে হবে। কর্মনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অত্যধিক লোকজনের যোগ দেওয়ার দরকার নেই এবং যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকলে তাকে সংক্ষিপ্ত করে আনা যায়। সাধারণভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক যেমন দশ বা বারোজন লোক, কুড়ি বা ত্রিশ বা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন লোক প্রায় সপ্তাহ খানেকের জন্য সভায়

মিলিত হওয়াই সমীচীন হবে। কর্মনীতি বুঝিয়ে বলার জন্য অনুষ্ঠিত সভায় অধিকতর সংখ্যক লোকজন অংশ নিতে পারেন কিন্তু তাও অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ার দরকার নেই। একমাত্র প্রবীণ ও মাঝারি স্তরের কর্মীদের মধ্যে পার্টির সংহতি সাধনের জন্য অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলিতেই শুধু অধিকতর সংখ্যক লোকজন যোগ দিতে পারেন এবং তা দীর্ঘতর সময় ধরে চলতে পারে।

৩। সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধের এবং খুব বেশি হলে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধের ভূমি সংস্কারে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করবেন এমন সকল কর্মীকেই গ্রামে এসে পৌঁছতে হবে এবং কাজ শুরু করে দিতে হবে। অন্যথায় আগামী শরৎ ও শীতকালের মধ্যেই ভূমি সংস্কার, পার্টির সংহতি সাধন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা গড়ে তোলা ও বসন্তকালীন চাষবাসের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কাজকে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

৩

কর্মীদের সম্মেলনে ও তাদের কাজকর্মে কর্মীদেরকে বাস্তব পরিস্থিতিকে কী করে বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বাস্তব অবস্থা থেকে অগ্রসর হয়ে কিভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রদত্ত স্থান ও কালে তাদের কাজকর্ম ও কাজের পদ্ধতির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সেই ব্যাপারে কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এবং পুরানো মুক্ত অঞ্চল, শত্রুর কবলিত অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকা ও নূতন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানতে হবে ; অন্যথায়, ভুল হবে।

৪

যেসব অঞ্চলে সামন্ত ব্যবস্থাকে মূলগতভাবে উচ্ছেদ করা হয়ে গেছে, যেখানে গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরেরা মোটামুটি গড়পড়তা একটা পরিমাণ জমি পেয়ে গেছেন এবং যেখানে তাদের জমির পরিমাণ এবং মাঝারি কৃষকদের জমির পরিমাণের মধ্যে (অনুমোদন যোগ্য) একটি পার্থক্য রয়েছে সত্য কিন্তু সেই পার্থক্য তেমন বিরাট কিছু নয়—সেইসব অঞ্চলে ভূমি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে বলে মনে করতে হবে এবং ভূমি সংস্কারের প্রশ্নকে আবার ওখানে তুলে ধরা উচিত নয়। ঐসব অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কাজ হচ্ছে উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ সাধন, পার্টির সংহতি সাধনকে সম্পূর্ণ করা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলি গঠন করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সমর্থন যোগানো। যদি এইসব অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রামে কিছু জমি এখনও বিলি করার বা নূতন করে সামঞ্জস্য বিধানের অবকাশ থেকে গিয়ে থাকে, কিছু কিছু লোকজনের শ্রেণীগত মর্যাদা নিরুপণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের অবকাশ থেকে গিয়ে থাকে এবং কিছু কিছু জমির পাট্টা বিলি করা এখনো বাকী

থেকে গিয়ে থাকে, তবে ঐ কাজকর্মগুলিকে প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসারে অবশ্যই সুসম্পূর্ণ করতে হবে।

৫

ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ হোক বা না হোক সমস্ত মুক্ত অঞ্চলে কৃষক জনগণকে গমের ক্ষেত চাষ করার জন্য এবং জমির একটা অংশে লাঙ্গল দেওয়ার জন্য আমাদের পরিচালনা করতে হবে। শীতকালে কৃষকদের সার সংগ্রহ করতে বলতে হবে। কৃষি উৎপাদনের এবং ১৯৪৯ সালের ফসলের দিক থেকে এইসব কিছুই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গণ-উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এইসব কাজকর্মকে সুসম্পন্ন করতে হবে।

৬

বহু স্থানে শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের যে কিছু কিছু অভিব্যক্তি এখনও বর্তমান রয়েছে দৃঢ়ভাবে সেগুলিকে দূর করে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এমন কিছু কিছু লোক রয়েছেন যারা উপযুক্ত এক্তিয়ার ছাড়াই কেন্দ্রীয় কমিটি বা অন্যান্য উচ্চতর পার্টি কমিটির গৃহীত কর্মনীতি ও রণকৌশলকে পরিবর্তিত করে বসেন এবং চূড়ান্ত হানিকর এমন সব কর্মনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ করেন যা ঐক্যবদ্ধ বাসনার এবং শৃঙ্খলার বিরোধী কিন্তু যাকে তারা তাদের আত্মম্ভরিতা থেকে সঠিক বলেই বিশ্বাস করেন। এমন লোকজনেরাও রয়েছেন যারা কাজের চাপের অজুহাতে কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণের আগে নির্দেশ চেয়ে না পাঠানোর বা পরে রিপোর্ট পেশ না করার ভ্রান্ত মনোভাবই গ্রহণ করেন এবং যারা তাদের নিজেদের প্রশাসনাধীন এলাকাকে একদা স্বাধীন রাজ্য বলেই গণ্য করেন। এইসব কিছুই বিপ্লবের স্বার্থের দিক থেকে চূড়ান্ত ক্ষতিকর। প্রতিটি স্তরের পার্টি কমিটিকেই এই বিষয়টি নিয়ে বার বার আলোচনা করতে হবে এবং এইসব শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবার জন্য ঐকান্তিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে যাতে করে কেন্দ্রীভূত করা যায় এমন সকল শক্তিই কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার নিয়োজিত সংস্থাসমূহের[১] হাতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে।

৭

কেন্দ্রীয় কমিটি, তার ব্যুরো (অথবা সাব-ব্যুরো), আঞ্চলিক (বা প্রাদেশিক) পার্টি কমিটিসমূহ এবং নগরাঞ্চলীয়, বিভাগীয় ও জেলা পার্টি কমিটিসমূহ একেবারে শাখাস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনের গতিধারাকে ভালো করে উপলব্ধি করার জন্য, অবিরাম তথ্যাদির ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদানের জন্য এবং দ্রুত ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা ও সাফল্যের প্রসারের জন্য একে অন্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করবে।

এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে রেডিও, তারবার্তা, টেলিফোন, ডাক ব্যবস্থা ও সংবাদ বাহকদের মতো যোগাযোগের নানা মাধ্যমকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে; (চার বা পাঁচ জনের মধ্যে) ছোটো ছোটো বৈঠক সভা, (কয়েকটি বিভাগের) মুক্ত আঞ্চলিক সম্মেলন এবং ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠানের মতো আলাপ আলোচনার সকল পদ্ধতিগুলিরই সদ্ব্যবহার করতে হবে; (তিন থেকে পাঁচজনের) ছোটো ছোটো গ্রুপের পরিদর্শনমূলক ভ্রমণ বা মর্যাদা সম্পন্ন কমিটি সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে ভ্রমণ এবং সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রসমূহকে এ ব্যাপারে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। নিম্নতর একটি সংগঠন কর্তৃক তার উচ্চতর সংগঠনের কাছে তার কাজকর্মের সারমর্মের রিপোর্ট পেশ করার জন্য অথবা উচ্চতর সংগঠন কর্তৃক নীচের সংগঠনগুলির প্রতি সাধারণ নির্দেশ জারী করার জন্য কয়েক মাস, অর্ধেক বছর বা আরও বেশি সময় অপেক্ষা করার কোনই দরকার নেই। কারণ ঐ ধরনের রিপোর্ট ও নির্দেশ তা হলে পুরনো হয়ে পড়ে, তারা তাদের পুরোপুরি বা আংশিক প্রয়োজনীয়তাই তাহলে হারিয়ে বসে। ভুল যা হয় তা যথাসময়ে সংশোধন করা যায় না ফলে গুরুতর ক্ষতিসাধিত হয়। সমগ্র পার্টির যা জরুরী প্রয়োজন তা হচ্ছে সময়োচিত, জীবন্ত ও সুনির্দিষ্ট বাস্তব রিপোর্ট ও নির্দেশাদি।

৮

নেতৃত্বদানকালে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো বা সাব-ব্যুরোগুলিকে, আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, নগরাঞ্চলীয় ও পৌর এলাকার পার্টির কমিটিসমূহকে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল এই দুয়ের কাজের এবং শিল্প ও কৃষিগত এই দুই কাজের প্রতিই উপযুক্ত মনোযোগ দিতে হবে। অর্থাৎ ভূমি সংস্কার ও কৃষি উৎপাদন পরিচালনা করছেন বলেই শহরাঞ্চলের কাজকর্মে এবং শিল্প উৎপাদনের কাজকর্মে নেতৃত্বদানকে অবহেলা করবেন বা এক্ষেত্রে তাদের প্রয়াসকে মন্দীভূত করে দেবেন—তা চলবে না। যেহেতু এখন আমরা বহু বড়ো, মাঝারি ও ছোটো শহর দখল করেছি এবং শিল্প, খনি ও যোগাযোগের একটি বিশাল ক্ষেত্র আমাদের অধিকারে রয়েছে, যদি কোনো সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় সংস্থা এক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে পড়েন বা তার প্রয়াসের ব্যাপারে ধীরগতি হয়ে পড়েন তবে আমরা ভুল করে বসবো।

টীকা

১। কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত যে সংস্থাগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে তার ব্যুরো ও সাব-ব্যুরোগুলি।

লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানের[১]
সামরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর, ১৯৪৮

(১) ৭ই সেপ্টেম্বরের তারবার্তা

১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে হিসেব করে, প্রায় পাঁচ বছরের মধ্যে কুওমিনতাঙ-কে মূলগতভাবে উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত।[২] এটা খুবই সম্ভবপর । যদি প্রতি বছর আমরা কুওমিনতাঙের নিয়মিত সৈন্যের প্রায় একশটি করে ব্রিগেডকে অর্থাৎ পাঁচ বছরে পাঁচশটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে পারি, তবে আমাদের পক্ষে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। গত দুবছরে আমাদের সৈন্যবাহিনী শত্রুর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মোট ১৯১টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছে অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর সাড়েপঁচানব্বইটি করে ব্রিগেডকে বা গড়ে প্রতিমাসে প্রায় আটটি করে ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আগামী তিন বছরে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে তিনশ বা ততোধিক শত্রুর নিয়মিত সৈন্যদের ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে হবে। বর্তমান বছরের জুলাই থেকে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত আমরা আশা

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশনের পক্ষ থেকে এই দুটি তারবার্তা রচনা করেছিলেন কমরেড মাও সে-তুঙ এবং সেগুলি প্রেরিত হয়েছিল লিন পিয়াও, লো জুং-হুয়ান ও অন্যান্য কমরেডদের উদ্দেশে। লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানের সামরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে যে ধারণা তিনি এতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা পরে পুরোপুরি কার্যকর করা হয়। এই অভিযানের পরিণতি দাঁড়িয়েছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) শত্রুর ৪,৭০,০০০ সৈন্যের বিনাশ এবং তার সঙ্গে ঐ সময়ে অন্যান্য রণাঙ্গণে অর্জিত বিজয় এর মাঝেই গুণগতভাবে উন্নততর গণমুক্তিফৌজকে সংখ্যাগত দিক থেকেও কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর চেয়ে উন্নততর করে তোলে।

(২) উত্তর-পূর্ব চীনের সমগ্র ভূভাগ মুক্ত হয় এবং পিপিং, তিয়েনসিন এবং সমগ্র উত্তর চীনের মুক্তির অবস্থা সৃষ্টি হয়।

(৩) ব্যাপক আকারে নিশ্চিহ্নকরণ যুদ্ধবিগ্রহের অভিযানের অভিজ্ঞতা আমাদের সৈন্যবাহিনী লাভ করে।

(৪) উত্তর-পূর্ব চীনের মুক্তির ফলে মুক্তি যুদ্ধের এবং পার্টির পক্ষে সামরিক গুরুত্ব পূর্ণ, নিরাপদ, শিল্পগত দিক থেকে সমৃদ্ধ একটি পশ্চাৎ অঞ্চল সৃষ্টি হলো এবং

করছি শত্রুর নিয়মিত সৈন্যদের প্রায় ১১৫টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দেবো। আমাদের বিভিন্ন ফীল্ড আর্মি ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এই মোট সংখ্যাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।[৩] পূর্ব চীন ফীল্ড আর্মিকে (জুলাই মাসে এর মাঝেই তারা যে সাতটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেগুলি সহ) প্রায় ৪০টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে হবে এবং সিনান ও উত্তর কিয়াংসু, পূর্ব হোনান ও উত্তর আনহুই-এর বড়ো, মাঝারি ও ছোটো কয়েকটি মহানগরকে দখল করে নিতে হবে। মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মিকে (জুলাই মাসে তারা যে দুটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছে সেগুলি সহ) প্রায় ১৪টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে হবে এবং হুপে, হোনান এবং আনহুই প্রদেশের কটি বেশ শহরকে দখল করে নিতে হবে। উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মিকে (আগস্ট মাসে যে ১½টি ব্রিগেডকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে সেগুলি সহ) প্রায় ১২টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে হবে। উত্তর চীনের সু সিয়াং-চিয়েন এবং চৌ শী-তি-র নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনীকে (জুলাই মাসে যে ৮টি ব্রিগেডকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে সেগুলি সহ) প্রায় ১৪টি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে হবে এবং তাইয়ুআনকে দখল করে নিতে হবে। লো জুই-চিং এবং ইয়াং চেং-উ-র পরিচালনাধীন দুটি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে আপনাদেরকে (জুলাই মাসে ইয়াং চেং-উ যে একটি ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিয়েছেন সেটি সহ) ওয়েই লি-হুয়াং এবং ফু সো-য়ি-র অধীনস্থ দুটি গ্রুপ আর্মির প্রায় ৩৫টি

জনগণ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের পক্ষে সহায়ক একটি পরিস্থিতি লাভ করলেন।

লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযান ছিল চীনের মুক্তিযুদ্ধের নির্ধারক তাৎপর্যসম্পন্ন তিনটি মহত্তম অভিযানের অন্যতম একটি। অন্য দুটি হচ্ছে হুয়াই-হাই এবং পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান। চারমাস উনিশ দিন ধরে পরিচালিত এই তিনটি বিরাট অভিযানে শত্রুর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ১৪৪টি ডিভিসন (ব্রিগেড) এবং অনিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ২৯টি ডিভিসন বা মোট পনের লক্ষ চল্লিশ হাজারের বেশি সৈন্য ধ্বংস হয়ে যায়। এই অধ্যায়ে গণমুক্তিফৌজ অন্যান্য ফ্রন্টেও আক্রমণ অভিযান চালায় এবং বিরাট সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে গণমুক্তিফৌজ প্রতিমাসে গড়ে শত্রুর আটটি করে ব্রিগেড ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন আর প্রতিমাসে গড়ে শত্রুর ব্রিগেড ধ্বংস করে দেওয়ার সংখ্যা আট রইলো না, তা আটত্রিশ হয়ে দাঁড়াল। এই তিনটি প্রধান অভিযান, যে দুর্ধর্ষ বাহিনীগুলির ওপর নির্ভর করে কুওমিনতাঙ প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং সমগ্র দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে বিরাট দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তোলে। হুয়াই-হাই এবং পিপিং অভিযান দুটি সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "হুয়াই-হাই অভিযান সম্পর্কিত ধারণা" এবং "পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান সম্পর্কিত ধারণা" শীর্ষক রচনাগুলি দেখুন।

ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে হবে এবং পিপিং-লিয়াওনিং, নিবিং-সুইয়ুআন, পিপিং-চেংতে এবং পিপিং, তিয়েনসিন ও সেনইয়াং ছাড়া পিপিং-পাওতিং রেলপথ বরাবর অবস্থিত সমগ্র মহানগরগুলিকেই দখল করে নিতে হবে। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সবচেয়ে নির্ধারক গুরত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এইসব অভিযানে সৈন্যদের যথাযথভাবে নিয়োগ করা এবং তাদের নেতৃত্বদান করা আর যুদ্ধ ও বিশ্রামের মধ্যে উপযুক্ত সমতা রক্ষা করা। যদি সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর এই দুমাসে বা আরো খানিকটা বেশি সময়ের মধ্যে আপনারা চিনচাও থেকে তাংসান পর্যন্ত পথে অবস্থিত শত্রুসৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন এবং চিন চাও, শানহাইকুয়ান ও তাংশান দখল করে নিতে পারেন তাহলে আপনারা প্রায় ১৮টি শত্রু ব্রিগেডকে ধ্বংস করে দিতে পারবেন। ঐগুলিকে ধ্বংস করে দিতে হলে চ্যাঙচুন ও শেনইয়াং-এর শত্রু সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে আপনাদের এখনই ঐ পথ বরাবর আপনাদের মূল বাহিনীকে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আপনারা যখন চিনচাও আক্রমণ করবেন তখন চ্যাঙচুন ও শেনইয়াং থেকে যে শত্রু সৈন্যবাহিনী ওদের উদ্ধারের জন্য আসতে পারে তাদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যও আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যেহেতু চিনচাও, শানহাইকুয়ান ও তাংশানস্থ এবং ঐ স্থানগুলির নিকটবর্তী শত্রুসৈন্যরা একটি অন্যটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তাই ওদের আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সাফল্য খুবই সুনিশ্চিত এবং চিনচাও দখল করার এবং শত্রুর সহায়ক-বাহিনীগুলিকে আক্রমণের সাফল্যের আশাও খুব উজ্জ্বল। কিন্তু আপনারা যদি সিনমিন এবং তার পার্শ্ববর্তী উত্তরাঞ্চলে আপনাদের মূলবাহিনীকে চ্যাঙচুন ও শেনইয়াং থেকে যে শত্রুবাহিনী আসতে পারে তাকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি হিসাবে নিয়োজিত করেন, তবে শত্রু আদৌ এগিয়ে আসতেই সাহস করবে না কারণ আপনারা তাদের কাছে ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠবেন। একদিকে, চ্যাঙচুন এবং অন্যদিকে যে বাহিনী-গুলিকে আপনারা চিনচাও শানহাইকুয়ান এবং তাংশানের দিকে প্রেরণ করবেন তা খুবই ছোটো হবে, এই তিনটি নগরীর ও তার নিকটবর্তী শত্রু সৈন্যরা (১৮টি ব্রিগেড সৈন্য) খুব সম্ভবতঃ চিনচাও এবং তাংসানের দিকে পিছু হটে চলে যাবে এবং আপনারা তাদের আক্রমণ করা প্রয়োজনীয় অথচ বেশ কঠিন বলে দেখতে পাবেন, এতে সময় ও শক্তির অপচয় হবে এবং তাতে করে সম্ভবতঃ আপনারা নিজেদের নিষ্ক্রিয় একটি অবস্থানে দেখতে পাবেন। এইসব কারণে চ্যাঙচুন ও শেনইয়াং-এর শত্রুদের ছেড়ে দিয়ে চিনচাও, শানহাইকুয়ান এবং তাংশানের শত্রুদের ওপর আপনাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাই সমীচীন কাজ হবে। অন্য একটি বিষয়ঃ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী জুন পর্যন্ত এই দশ মাসে আপনাদের তিনটি বিরাট আক্রমণ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং প্রতিটি অভিযানে দুই মাস করে

আপনাদের কাটাতে হবে, সব মিলিয়ে ছ'মাস লেগে যাবে এবং চার মাস ছেড়ে দিতে হবে বিশ্রামের জন্য। চিনচাও-শানহাইকুয়ান-তাংশান অভিযান (প্রথম বৃহৎ অভিযান)—কালে যদি চ্যাঙচুন ও শেনইয়াং-এর শত্রুসৈন্যরা পূর্ণশক্তি নিয়ে চিনচাওয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে (আপনাদের মূল বাহিনী যেহেতু সিনমিনে নিয়োজিত থাকবে না, থাকবে চিনচাওয়ের চারপাশে ; তাই ওয়েই লি হুয়াং তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সাহসী হবে) তখন চিনচাও-শানহাইকুয়ান-তাংশান লাইন ছেড়ে না এসে আপনারা অবিলম্বে শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য ব্যাপক অভিযান শুরু করে দিতে পারেন এবং ঐ স্থানেই ওয়েই লি-হুয়াং-এর সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য তৎপর হতে পারেন। এটা একটা আদর্শ অবস্থা হবে। সুতরাং আপনাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে ঃ

(১) চিনচাও, শানহাইকুয়ান এবং তাংশান আক্রমণ করে দখল করার জন্য এবং পুরো লাইনটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন।

(২) এর আগে আপনারা যা করেছেন তার চেয়ে অনেক বিরাটতর আকারে নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধ চালিয়ে ওয়েই লি-হুয়াং-এর সৈন্যবাহিনী যখন উদ্ধারকার্যের জন্য এগিয়ে আসবে তখন সকল সৈন্যের বিরুদ্ধে সাহসভরে সংগ্রাম চালাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন।

(৩) এই দুটি প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আপনাদের অভিযানের পরিকল্পনাকে পুনর্বিবেচনা করুন আপনাদের সমগ্র বাহিনীর (খাদ্য, গোলাগুলি, নূতন সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদি) সকল সামরিক প্রয়োজনের মোকাবিলা করা সম্পর্কে এবং ধৃত বন্দীদের ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

উপরের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন এবং আপনাদের উত্তর তারযোগে জানান।

(২) ১০ই অক্টোবরের তারবার্তা

১। যে দিন থেকে আপনারা চিনচাও আক্রমণ শুরু করবেন তারপর একটা সময় দেখা দেবে যখন রণকৌশলগত দিক থেকে অবস্থাটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকবে। আমরা আশা করছি, আপনারা রেডিও যোগে দুই বা তিনদিন অন্তর শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানাবেন (চিনচাও প্রতিরক্ষাকারী শত্রুর বাহিনীর শক্তি কতো, হুলুতাও ও চিনসি এবং শেনইয়াং থেকে প্রেরিত শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনী কতোদূর এগিয়ে এসেছে এবং চ্যাঙচুনস্থ শত্রুর বাহিনী সম্ভাব্য কোন কর্মধারা গ্রহণ করছে সেই সম্পর্কে) এবং আমাদের অবস্থা (নগরের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণের অগ্রগতি এবং ঐ আক্রমণে ও শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিতে আমাদের হতাহতদের সংখ্যা) সম্পর্কে আমাদের জানাবেন।

২। এটা খুবই সম্ভব এবং আপনারা ঠিকই বলেছেন, এই সময়ে রণকৌশলগত দিক থেকে অবস্থা খুবই সহায়ক হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠবে অর্থাৎ আপনারা যে শুধু চিনচাও প্রতিরক্ষাকারী শত্রুবাহিনীসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবেন তা নয়, আপনারা হুলুতাও ও চিনসি এবং চ্যাঙ্চুন থেকে পলায়নপর বেশ কিছু বা অধিকাংশ শত্রু সৈন্যকেই ধ্বংস করে দিতে পারবেন। যদি শেনইয়াং থেকে আগত শত্রুর সহায়ক বাহিনী তাইলিং নদীর উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত আপনাদের চিংচাও দখলের পরই এগিয়ে চলে আসে এবং যখন আপনারা আপনাদের সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে তাদের ঘেরাও করার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারবেন, তখন এই সাহায্যকারী বাহিনীগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হবে। এই সবকিছুর মূল চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে চিনচাও দখল করে নেওয়ার মধ্যে।

৩। শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীগুলিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য চিনচাও আক্রমণের ব্যাপারে আপনাদের অগ্রগতি অনুসারে এবং পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিক থেকে তাদের অগ্রগতির নিরিখে আপনাদের সৈন্যদের নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। যদি শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনী শেনইয়াং থেকে অনেকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে (যেটা ঘটতে পারে যদি চিনচাওয়ে আপনাদের আক্রমণকালে চ্যাঙ্চুনয়ের অবরুদ্ধ শত্রু বাহিনী অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে যায় কিন্তু আমাদের দ্বাদশ কলাম ও অন্যান্য বাহিনী কর্তৃক আটক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এরকম ক্ষেত্রে শেনইয়াং থেকে আগত শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীও হতভম্ব হয়ে পড়তে পারে এবং অনেকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে পারে, থেকে যেতে পারে বা চ্যাঙ্চুনস্থ বাহিনীকে উদ্ধার করার জন্য ফিরে যেতে পারে) এবং যদি হুলুতাও ও চিনসি থেকে শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনী অনেকটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসতে থাকে, তাহলে পরবর্তী এই সাহায্যকারী বাহিনীগুলির একটা অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য এবং সবার আগে অন্ততঃ তাদের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য চতুর্থ ও একাদশ কলামকে আপনাদের সাধারণ সংরক্ষিত বাহিনী থেকে প্রেরণ করে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। হুলুতাও ও চিনসি থেকে প্রেরিত শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীগুলিকে যদি আমাদের চতুর্থ ও একাদশ কলাম এবং অন্যান্য সৈন্যবাহিনীগুলি আটক করে রাখতে বা স্তব্ধ করে দিতে থাকে এবং তাদের অগ্রগতি অনেকটা ধীর গতিসম্পন্ন বা স্তব্ধ হয়ে পড়ে, চ্যাঙ্চুনের শত্রুর, বাহিনীগুলি যদি অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে না পারে, শেনইয়াং থেকে আগত শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনী যদি অনেকটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকে, এবং চিনচাওস্থ শত্রুবাহিনীর অধিকাংশই যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং নগরীটির দখল নেওয়া আসন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে আপনাদের উচিত শেনইয়াং থেকে প্রেরিত শত্রুর বাহিনীগুলিকে তাইলিং

নদীর উত্তর অঞ্চলের গভীরে ঢুকে পড়তে দেওয়া যাতে আপনারা যথাসময়ে আপনাদের সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে তাদের অবরুদ্ধ করে ফেলতে পারেন এবং আপনাদের সুবিধামতো তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন।

৪। চিনচাওয়ে আপনাদের অভিযানের ওপরই আপনাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব ঐ মহানগরটিকে দখল করে নিতে হবে। অন্যান্য লক্ষ্য যদি সাধন করা সম্ভব হয় এবং শুধু যদি চিনচাওকেই দখল করা যায় তাহলে আপনারা উদ্যোগ আপনাদের হাতে নিয়ে আসতে পারবেন, যেটা এমনিতেই একটি বিরাট বিজয় বলে গণ্য হবে। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে আপনারা উপরিউক্ত সব বিষয়ের প্রতিই উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করবেন। বিশেষ করে চিনচাওয়ের প্রথম কয়েক দিনের যুদ্ধকালে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুদিক থেকেই শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনী কোনো বড়ো রকমের অভিযান চালাবে না এবং আপনাদেরকে চিনচাও ফ্রন্টের সামরিক অভিযানের ওপরই আপনাদের সকল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

টীকা

১। লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযান ছিল লিয়াওনিং প্রদেশের পশ্চিম অংশে এবং শেনইয়াং-চ্যাঙচুন অঞ্চলে ১৯৪০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা নভেম্বরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমের গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক পরিচালিত এক বিরাট যুদ্ধাভিযান। এই অভিযানের প্রাক্কালে চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুওমিনতাঙের মোট শক্তি ছিল ১৪টি কোর বা ৪৪টি ডিভিশন নিয়ে গঠিত চারটি সৈন্যবাহিনী। এই বাহিনীগুলি তাদের যুদ্ধের পরিসরকে সংক্ষিত করে এনেছিল এবং চ্যাঙচুন, শেনইয়াং এবং চিনচাওয়ের একে অন্যে বিচ্ছিন্ন তিনটি বিভাগে নিজেদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শত্রুর সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মুক্ত করে ফেলার লক্ষ্য নিয়ে এই অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ আঞ্চলিক ব্যাপক জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে ১২ কলাম মূলবাহিনী, এক কলাম গোলন্দাজবাহিনী এবং আঞ্চলিক বাহিনীগুলিকে নিয়ে অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৫৩টি ডিভিসন বা সাত লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযান শুরু করে। পিপিং লিয়াওনিং রেলপথের ওপর অবস্থিত চিনচাও ছিল উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের মধ্যকার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র। চিনচাও বিভাগে অবস্থানরত শত্রুর বাহিনীতে ছিল কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের "দস্যুদমনের" সদর দপ্তরের সহকারী প্রধান সেনাপতি ফান হান-চিয়ে-র অধীনস্থ মোট এক লক্ষাধিক সৈন্যের আটটি ডিভিসন। চিনচাও দখল করা ছিল লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানের সাফল্যের চাবিকাঠি। কমরেড মাও সে-তুঙের নির্দেশ অনুসরণ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ এক কলাম এবং সাতটি স্বতন্ত্র ডিভিসনকে চ্যাঙচুন অবরোধের

কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োজিত করে ; ছয় কলাম, একটি গোলন্দাজ কলাম এবং একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটলিয়নকে চিনচাও অবরোধ ও আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করে ; চিনচাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম বিভাগে তাশান কাওচিয়াওস্থ দুটি কলামের সঙ্গে হেইশান-তাহুশান-চ্যাঙউ বিভাগের তিনটি কলামকে চিনচাওস্থ শত্রুবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য শত্রু চিনসি ও হুলুতাও এবং শেনইয়াং থেকে যে সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাতে পারে তাদের পথরোধ করার জন্য নিয়োজিত করেছিল। চিনচাও অঞ্চলের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে। ইশিয়েন দখল করার পর আমাদের সৈন্যবাহিনী যখন চিনচাওয়ের চারপাশে শত্রুকে ঘেরাও করে নিশ্চিহ্ন করার কাজ চালাচ্ছিল সেই সময় চিয়াং কাই-শেক দ্রুত বিমান যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চলে আসেন, যুদ্ধ পরিচালনার ভার ব্যক্তিগতভাবে নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথে অবস্থিত উত্তর চীনের "দস্যুদমনকারী" সদর দপ্তর থেকে ৫টি ডিভিসনকে ও শানতুং থেকে দুটি ডিভিসনকে চিনসিতে অবস্থিত চারটি ডিভিসনের সঙ্গে যোগদানের জরুরী তলব পাঠান ; মোট এই এগারোটি ডিভিসন তাশানে আমাদের অবস্থানের বিরুদ্ধে ১০ই অক্টোবর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে কিন্তু তা ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। এর মাঝে লিয়াও-সিয়াং- এর পরিচালনাধীন যে নবম সৈন্যবাহিনী ১১টি ডিভিসন ও তিনটি অশ্বারোহী ব্রিগেডসহ শেনইয়াং থেকে চিনচাওয়ের শত্রুবাহিনীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিল তাদেরকে আমাদের সৈন্যবাহিনী হেইপান ও তাহুশানের উত্তর-পূর্বে বাধাদান করে। আমাদের সৈন্যবাহিনী ১৪ই অক্টোবর চিনচাও আক্রমণ শুরু করে এবং একত্রিশ ঘণ্টার প্রচণ্ড যুদ্ধের পর প্রতিরক্ষাকারী শত্রু সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়, উত্তর পূর্বাঞ্চলের "দস্যুদমনকারী" সদর দপ্তরের সহকারী প্রধান সেনাপতি ফান হান-চিয়ে, ষষ্ঠ সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার লু চুন-চুয়ানসহ তাদের পরিচালনাধীন একলক্ষাধিক সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে। চিনচাও মুক্ত হওয়ার ফলে চ্যাঙচুনস্থ শত্রুর সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা পায় এবং বাকী অংশ আত্মসমর্পণ করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ পতন একটি অবধারিত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক তখনও চিনচাও আবার দখল করে নেওয়ার এবং উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব চীনের মধ্যে যোগাযোগ পথ আবার উন্মুক্ত করে দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে লিয়াও ইয়াও সিয়াং-এর পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনীকে চিনচাওয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কঠোর আদেশ প্রদান করেন। চিনচাও দখল করার পর অবিলম্বে গণমুক্তিফৌজ উত্তর-পূর্বে ফিরে যায় এবং লিয়াও-এর সৈন্যবাহিনীকে হেইশান ও তাহুশানের উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে চেপে ধরে। ২৬শে অক্টোবর গণমুক্তিফৌজ হেইশান-তাহুশান-নিসমিন রণক্ষেত্রে শত্রু সৈন্যবাহিনীকে ঘিরে ধরতে সফল হয় এবং দুদিন ও একরাত্রির কঠোর যুদ্ধের পর তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়, সেনাপতি লিয়াও ইয়াও-সিয়াং, কোর কমাণ্ডার লি তাও, পাই ফেঙ উ এবং চেং তিং-চি-সহ একলক্ষাধিক সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে। আমাদের সৈন্যবাহিনী এই বিজয়ের পর প্রচণ্ডবেগে এগিয়ে চলে এবং ২রা নভেম্বর শত্রুর একলক্ষ উনপঞ্চাশ হাজারের অধিক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শেনইয়াং এবং ইয়িংকাওকে মুক্ত করে। এভাবে সমগ্র উত্তর-

পূর্বাঞ্চল মুক্ত হয়। এই অভিযানে শত্রুবাহিনীর মোট চার লক্ষ সত্তর হাজারের অধিক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

২। বর্তমান খণ্ডের "পরিস্থিতি সম্পর্কিত সার্কুলার" শীর্ষক রচনার ৭নং টীকা দেখুন।

৩। ১৯৪৮ সালের ১লা নভেম্বর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশন সমস্ত বৃহৎ যুদ্ধরত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সেপ্টেম্বর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফীল্ড আঞ্চলিক ও গেরিলা বাহিনীতে শ্রেণীবিভক্ত করে দেয়। ফীল্ড সৈন্যদের বাহিনীগুলিকে ফীল্ড আর্মি হিসাবে সংগঠিত করা হয়। একটি ফীল্ড আর্মিতে সৈন্যদল ও কোরগুলিসহ (এই কোরগুলিকে প্রথমে কলাম বলা হতো) একটি ডিভিসনের কোর রেজিমেণ্টের একটি ডিভিসন থাকতো। তাদের স্থানীয় অবস্থান অনুসারে ফীল্ড আর্মিগুলিকে গণমুক্তিফৌজের উত্তর-পশ্চিম ফীল্ড আর্মি, মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মি, পূর্ব-চীন ফীল্ড আর্মি, উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মি ও উত্তরাঞ্চলীয় ফীল্ড আর্মি হিসাবে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি বৃহৎ রণনীতিগত অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিটি ফীল্ড আর্মির অন্তর্ভুক্ত সৈন্যবাহিনী, কোর ও ডিভিসনের সংখ্যাগত বিভিন্নতা ছিল। পরে উত্তর-পশ্চিম কিন্তু আর্মিকে নাম বদল করে প্রথমে ফীল্ড আর্মি নামে অভিহিত করা হয়; তাতে দুটি সৈন্যবাহিনী অন্তর্ভুক্ত ছিল; মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মিকে দ্বিতীয় ফীল্ড আর্মি নামে অভিহিত করা হয়, তাতে তিনটি সৈন্যবাহিনী অন্তর্ভুক্ত থাকে; পূর্ব-চীনের ফীল্ড আর্মির নাম বদল করে তৃতীয় ফীল্ড আর্মি নামে অভিহিত করা হয় এবং চারটি সৈন্যবাহিনী তার অন্তর্ভুক্ত থাকে; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ফীল্ড আর্মির নাম বদল করে চতুর্থ ফীল্ড আর্মি করা হয় এবং চারটি সৈন্যবাহিনী তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। তিনটি চীনের সৈন্যবাহিনী নিয়ে গঠিত উত্তর চীনের ফীল্ড আর্মিকে চীনের গণমুক্তি ফৌজের সর্বোচ্চ সদর দপ্তরের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে রাখা হয়।

পার্টি কমিটি ব্যবস্থাকে জোরদার করা সম্পর্কে

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

পার্টি কমিটি ব্যবস্থা পার্টিতে যৌথ নেতৃত্বের নিশ্চয়তা সাধন ও কোনো ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃত্ব কাজকর্মের পরিচালনাধীন একচেটিয়া করে নেওয়াকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান। সম্প্রতি দেখা গেছে কিছু কিছু (অবশ্যই সবগুলি নয়) নেতৃস্থানীয় সংস্থার ক্ষেত্রে কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা একচেটিয়া করে নেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্ত পার্টি কমিটির সভায় গৃহীত হয় না, সিদ্ধান্ত নেন একজন ব্যক্তি এবং পার্টি কমিটির সদস্যবৃন্দ নিছক একটি নামমাত্র ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যেকার মতভেদ দূর করা হয় না এবং দীর্ঘকাল ধরে তা সমাধান না হয়েই পড়ে। পার্টি কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যথার্থ কোনো ঐক্য নয়, শুধু আনুষ্ঠানিক একটি ঐক্যই বজায় রাখেন। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করা চাই। এখন থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরো থেকে শহরাঞ্চলিক পার্টি কমিটি পর্যন্ত, কমিটি ব্যবস্থাকে যুদ্ধক্ষেত্রের ফ্রন্টের পার্টি কমিটি থেকে ব্রিগেড ও সামরিক অঞ্চলের (বিপ্লবী সামরিক কমিশনের সাব-কমিশন বা নেতৃস্থানীয় সংস্থানসমূহের) পার্টি কমিটি পর্যন্ত, সরকারী সংস্থা, গণসংগঠন, সংবাদ সংস্থা এবং সংবাদপত্রের দপ্তর-সমূহের নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যদের গ্রুপগুলিতে পার্টি কমিটি সভার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা (অবশ্যই অদরকারী নগন্য সমস্যাদি বা যেসব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে এর মাঝেই সভায়

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এই সিদ্ধান্তটি কমরেড মাও সে-তুঙ প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড তেঙ মিয়াও-পিঙ তার "পার্টি সংশোধন সম্পর্কিত রিপোর্ট"-এ এই নথিপত্রের তাৎপর্যটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

> জরুরী প্রশ্নে পার্টির মধ্যেকার একক কেউ নয়, সকলে মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে ঐতিহ্য তা আমাদের পার্টির ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। এই সমষ্টিগত নেতৃত্বের নীতি আমাদের পার্টির মধ্যে যদিও কোনো কোনো সময়ে খর্বিত হয়েছে, তথাপি যখনই তাকে ধরতে পারা গেছে, তখনই পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব তাদের

আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে এবং যেগুলি শুধু কার্যকর করার প্রশ্ন সেই সমস্যাগুলি ছাড়া) আলোচনার জন্য কমিটির কাছে পেশ করতে হবে এবং উপস্থিত কমিটির সদস্যরা পুরোপুরিভাবে তাদের অভিমত ব্যক্ত করবেন ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যরাই সেগুলিকে কার্যকর করবেন। শহরাঞ্চলিক ও ব্রিগেড স্তরের পার্টির কমিটিগুলিকে এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। উচ্চতর নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন দপ্তরের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সভাও অনুষ্ঠান করতে হবে (যেমন, প্রচার দপ্তর ও সাংগঠনিক দপ্তর), কমিশনসমূহ (যেমন, শ্রমিক, নারী, যুব কমিশন), বিভিন্ন শিক্ষায়তন (যেমন, পার্টির স্কুলসমূহ) এবং বিভিন্ন অফিসের (যেমন, গবেষণামূলক অফিসমূহের) নেতৃস্থানীয় সংস্থা সমূহেরও সভা করতে হবে। অবশ্য, আমাদেরকে এটিও দেখতে হবে যেন ঐ সভাগুলি খুবই দীর্ঘ বা অতিরিক্ত ঘনঘন অনুষ্ঠিত না হয় এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা আটকে পড়ে কাজকর্মের ক্ষতি করার মতো কিছু করা না হয়। গুরুত্বপূর্ণ জটিল যেসব সমস্যা বা যেসব ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে এসব ছাড়াও সভার আগে আলোচনা করতে হবে যাতে করে ব্যাপারগুলিকে নিয়ে সদস্যরা আগে থেকেই ভেবে নিতে পারেন এবং সভার সিদ্ধান্তগুলি নিছক আনুষ্ঠানিক হয়ে না পড়ে বা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অসম্ভব হয়ে না পড়ে। পার্টি কমিটির সভাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে—তা হচ্ছে স্থায়ী স্ট্যাণ্ডিং কমিটির মিটিং এবং পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন; এ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। তাছাড়া আমাদের সতর্কভাবে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে করে যৌথ নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব এই দুটির কোনোটিরই একটির ওপর জোর দিতে গিয়ে অন্যটির প্রতি অবহেলা না হয়। সৈন্যবাহিনীতে, নেতৃত্বে সমাসীন ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ চলাকালে ও পরিস্থিতি অনুসারে তেমনটির প্রয়োজন হলে আপৎকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে।

সমালোচনা-ও সংশোধন করা হয়। পার্টি জোরদার করে তোলার ব্যাপারে ১৯৪৮ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তটি পার্টির সমষ্টিগত নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। পার্টির সমস্ত স্তরে এই সিদ্ধান্তকে ব্যবহারিক দিক থেকে কার্যকর করা হয় এবং করা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে সমষ্টিগত নেতৃত্বের সচেতন অভ্যাসজনিত পার্টির সাফল্যকর অভিজ্ঞতাকে তা সংক্ষেপিত করে, যেসব সংগঠন সমষ্টিগত নেতৃত্বকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না, তা সেইসব সংগঠনের ত্রুটি সংশোধন করার জন্য আবেদন জানায় এবং সমষ্টিগত নেতৃত্বকে ব্যবহারগত দিক থেকে কার্যকর করে তোলার সুযোগকে বিস্তৃত করে।

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সার্কুলার

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৮

১। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটি পলিটিক্যাল ব্যুরোর সভা আহ্বান করে, তাতে পলিটিক্যাল ব্যুরোর সাতজন সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটির চোদ্দজন সদস্য ও বিকল্প সদস্য এবং উত্তর চীন, পূর্ব চীন, মধ্যাঞ্চলের সমতল ও উত্তর-পশ্চিম চীনের পার্টি ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান প্রধান নেতৃস্থানীয় কমরেডগণসহ দশজন দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারী যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত এই সভায় জাপানের আত্মসমর্পণের পরবর্তী যে কোনো সমাবেশের তুলনায় বৃহত্তম সংখ্যক সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সভা অতীত অধ্যায়ের কাজের পর্যালোচনা করে এবং আগামী সময়ের করণীয় কর্তব্যাদি নির্দেশ করে নেয়।

২। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেসের পর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সমগ্র পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের সময়কার তুলনায় অধিকতর ঐক্যের প্রকাশ দেখিয়েছেন। এই ঐক্যের ফলেই জাপানের আত্মসমর্পণের পরবর্তী তিনবছরে স্বদেশের ও বিদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে পার্টি মোকাবিলা করতে পেরেছে; এবং এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আমাদের পার্টি চীন বিপ্লবকে এক বিরাট পদক্ষেপের সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে, চীনের ব্যাপক জনগণের মধ্যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পেরেছে, কুওমিনতাঙের নূতন বিশ্বাসঘাতকতার [১] বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে পেরেছে, তার সামরিক আক্রমণকে হটিয়ে দিতে পেরেছে এবং গণমুক্তিফৌজকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান থেকে

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এই অন্তঃপার্টি সার্কুলারের বয়ানটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। হোপেই প্রদেশের পিংশান জেলার সিপাইপো গ্রামে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আহূত এই সভায় জাপানের আত্মসমর্পণের পরবর্তী যে কোনো সময়ের তুলনায় বৃহত্তম সংখ্যক সদস্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন। এর আগে এতো বড়ো সভা অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি কারণ কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যরাই বিভিন্ন মুক্ত অঞ্চলে তীব্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় লিপ্ত ছিলেন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা তখন ছিল অত্যন্ত কঠিন।

আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার অবস্থানে চলে আসতে সমর্থ করে তুলেছে।

১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই দুবছরের যুদ্ধবিগ্রহে গণমুক্তিফৌজ ১৬, ৩০, ০০০ শত্রুসৈন্যকে বন্দী করা সহ ২৬, ৪০,০০০ শত্রুসৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রধান যা সঞ্চয় করা গেছে তার মধ্যে রয়েছে প্রায় নয় লক্ষ রাইফেল, ৬৪ হাজারের অধিক ভারী ও হাল্কা মেসিনগান, আট হাজারের মতো হাল্কা গোলন্দাজ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, পাঁচ হাজারের মতো পদাতিক বাহিনীর ব্যবহার্য গোলন্দাজ অস্ত্রশস্ত্র এবং পার্বত্য অঞ্চলে রণক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য ১১০টি ভারী কামান। এই দুবছরে গণমুক্তিফৌজ ১২ লক্ষ থেকে বেড়ে ২৮ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। আমাদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ১১৮ ব্রিগেড থেকে বেড়ে ১৭৬ ব্রিগেডে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ আমাদের সৈন্যসংখ্যা ৬,১০,০০০ থেকে বেড়ে ১৪,৯০,০০০ হয়েছে। মুক্ত অঞ্চলের আয়তন এখন দাঁড়িয়েছে ২৩,৫০,০০০বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ চীনের মোট, ৯৫, ৯৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার শতকরা ৪.৫ ভাগ ; তার লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ অর্থাৎ চীনের মোট ৪৭ কোটি ৪০ লক্ষের শতকরা ৩৫.৩ ভাগ। মুক্ত এলাকায় রয়েছে বিভাগীয় শহর থেকে শুরু করে ৫৮৬টি বড়ো, মাঝারি ও ছোটো শহর ও নগর অর্থাৎ চীনের এ ধরনের মোট ২০০৯টি শহর ও নগরের শতকরা ২৯ ভাগ।

যেহেতু আমাদের পার্টি দৃঢ়তা সহকারে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার কার্যকর করার ক্ষেত্রে কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে তাই প্রায় দশকোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় ভূমি সমস্যার আমূল সমাধান করা হয়ে গেছে এবং পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের জমি মোটামুটি সমভাবে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এবং সবার আগে, গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দেওয়া হয়ে গেছে।

আমাদের পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯৪৪ সালে মে মাসের ১২ লক্ষ ১০ হাজার থেকে বেড়ে এখন ত্রিশলক্ষ হয়েছে। (১৯২৭ সালে কুওমিনতাঙের বিশ্বাসঘাতকতার আগে তা ছিল ৫০ হাজার ; কুওমিনতাঙের বিশ্বাসঘাতকতার পর তা হ্রাস পেয়ে প্রায় ১০ হাজারে এসে দাঁড়ায় ; ১৯৩৪ সালে কৃষি বিপ্লবের সফল বিকাশের পরিণতি হিসাবে তা বেড়ে তিন লক্ষে উপনীত হয় ; ১৯৩৭ সালে দক্ষিণাঞ্চলে বিপ্লবের পরাজয়ের ফলে[২] তা আবার হ্রাস পেয়ে চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ায় ; ১৯৪৫ সালে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সফল বিকাশের পরিণতি হিসাবে তা বেড়ে ১২ লক্ষ ১০ হাজার দাঁড়ায় এবং এখন চিয়াং কাই-শেক-বিরোধী যুদ্ধের ও কৃষিবিপ্লবের সফল বিকাশের পরিণতি হিসাবে তা ত্রিশ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে, পার্টি সদস্যদের মধ্যে কিছু পরিমাণে যেসব অস্বাস্থ্যকর কিছু কিছু ব্যাপার দেখা দিয়েছিল, সেগুলিকে পার্টি গতবছরে মূলগতভাবে দূর করে দিয়েছে বা দূর করে দিচ্ছে। এই অস্বাস্থ্যকর

ব্যাপারগুলি ছিল—শ্রেণীগত বিন্যাসের দিক থেকে (জমিদার ও ধনী কৃষক লোকজনদের অনুপ্রবেশজনিত) কলুষতা, মতাদর্শগত দিক থেকে (জমিদার ও ধনী কৃষকদের মতাদর্শ—জাত) কলুষতা এবং কাজের ধারার দিক থেকে (আমলাতান্ত্রিকতা ও হুকুমদারির মনোভাব-জাত) কলুষতা। অন্যদিকে গতবছরে যে কিছু কিছু "বামপন্থী" ভুলভ্রান্তি ভূমি সমস্যার সমাধানের সংগ্রামে কৃষক জনসাধারণকে সমবেত করার সূত্রে দেখা দিয়েছিল পার্টি সেগুলিকে দূর করে দিয়েছে বা দূর করে দিচ্ছে; এই ভুল ভ্রান্তিগুলি ছিল—অংশতঃ অথচ বেশ বিরাট সংখ্যায় মাঝারি কৃষকদের স্বার্থের হানিসাধন, কিছু কিছু ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবীদের দমনের নীতির ব্যাপারে আরোপিত সীমারেখাকে অতিক্রম করে যাওয়া। গত তিন বছর ধরে, বিশেষ করে গত বছরে বিরাট ও তীব্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং আমাদের নিজেদের ভুলভ্রান্তিগুলির ঐকান্তিক সংশোধনের মধ্য দিয়ে সমগ্র পার্টি রাজনৈতিক পরিপক্কতার দিকে বিরাট পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে।

কুওমিনতাঙ অঞ্চলে পার্টির কাজকর্মে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এটা এই বাস্তব সত্যের মধ্য দিয়েই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে, বিরাট বিরাট মহানগরগুলিতে ব্যাপক শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাধারণ অধিবাসীকে ও জাতীয় পুঁজিবাদীগণ এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও গণসংগঠনকে আমরা আমাদের পার্টির সপক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছি এবং এভাবে কুওমিনতাঙের নিপীড়নকে প্রতিরোধ করতে পেরেছি এবং কুওমিনতাঙকে পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছি। দক্ষিণের কয়েকটি বিরাট বিরাট অঞ্চলে (ফুকিয়েন-কোয়ানতুং-কিয়াংসি, হুনান-কোয়ানতুং-কিয়াংসি, কোয়ানতুং-কোয়াংসি এবং কোয়াংসি-ইউয়ুআন সীমান্ত অঞ্চল, দক্ষিণ ইউয়ুআন, আনহুই-চেকিয়াংনি সীমান্ত অঞ্চল এবং পূর্ব ও দক্ষিণ চেকিয়াং) গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহের ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে এবং ঐসব অঞ্চলের গেরিলা-বাহিনী ত্রিশ হাজারের অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত দুবছর ধরে এবং বিশেষ করে, গত বছরে গণমুক্তিফৌজের মধ্যে আমরা সুশৃঙ্খল ও সুপরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সুসম্পন্ন করেছি যাতে সকল সৈনিক ও কমাণ্ডারগণই অংশ গ্রহণ করেছেন। এই আন্দোলনে আমরা আত্ম-সমালোচনাকে উন্মোচিত করে দিয়েছি, সেনাবাহিনীতে আমলাতান্ত্রিকতাকে দূর করে দিচ্ছি এবং সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরে পার্টি কমিটি ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন করেছি এবং কোম্পানী স্তরে সৈনিকদের কমিটি ব্যবস্থা আবার চালু করেছি আর এই দুটি ব্যবস্থা ১৯২৭ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সুফল প্রদান করে এলেও এগুলি পরে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এইসবের ফলে কমাণ্ডার ও সৈনিকদের রাজনৈতিক উদ্যম

এবং চেতনা বিরাটভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সংগ্রাম-সামর্থ্যকে ও নিয়মানুবর্তিতাকে জোরদার করে তোলা গেছে এবং বন্দী প্রায় আট লক্ষাধিক কুওমিনতাঙ সৈন্যকে আমাদের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং তাদেরকে কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে তাদের বন্দুক ঘুরিয়ে ধরার মতো মুক্তিযোদ্ধা[৩] রূপান্তরিত করে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। মুক্ত অঞ্চলসমূহে গত দুবছরে জমি পেয়েছেন এমন প্রায় ১৬ লক্ষ কৃষককে সমবেত করে তাদেরকে আমরা গণমুক্তিফৌজে নিয়ে আসতে পেরেছি।

আমরা এর মাঝেই বেশ কিছু সংখ্যক রেলপথ, খনি ও শিল্প সংস্থা অধিকার করে নিয়েছি এবং আমাদের পার্টি কিভাবে শিল্প পরিচালনা করতে হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে হয় তা ব্যাপক আকারে শিখে নিচ্ছে। গত দুবছরে আমাদের যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প বিপুল আকারে বিস্তার লাভ করেছে, কিন্তু এখনও সেগুলি যুদ্ধের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অভাব রয়ে গেছে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা এখনও পর্যন্ত ইস্পাত তৈরী করতে পারছি না।

চার কোটি চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত উত্তর চীনের অঞ্চলগুলিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ জনগণের একটি সরকার গড়ে তুলেছি যাতে আমাদের পার্টি, পার্টি-বহির্ভূত গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। যুদ্ধের ফ্রন্টগুলিতে সহায়তা সহজসাধ্য করে তোলার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই সরকারের হাতে অর্থনীতি, আর্থিক ব্যাপারে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, যোগাযোগ এবং তিনটি বিভাগীয় অঞ্চলের, উত্তর চীনের, (চার কোটি ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত) পূর্ব চীনের (সত্তর লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত) এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্পের ভার অর্পণ করবো এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই সংহতি সাধনের কাজ উত্তর-পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলের সমতলের আরো দুটি বিভাগীয় অঞ্চলে সম্প্রসারিত করার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছি।

৩। গত দু'বছরের যুদ্ধে এবং শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যের আলোকে কেন্দ্রীয় কমিটির আহূত সভা ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে শুরু করে প্রায় পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্যর একটি গণমুক্তিফৌজ গড়ে তোলা সম্পূর্ণ সম্ভব বলে মনে করে, শত্রুর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর (গড়ে প্রতি বছরে একশটি ব্রিগেড করে) মোট প্রায় পাঁচশটি ব্রিগেডকে (ডিভিসনকে) নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, শত্রুর নিয়মিত ও বিশেষ বাহিনী সমূহের (গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ সৈন্যকে ধরে) মোট প্রায় ৭৫ লক্ষ সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে দেওয়া সম্ভব বলে মনে করে।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙের সামরিক শক্তি ছিল ৪৩ লক্ষ। গত দুবছরে তার ত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার সৈন্য হয় নিশ্চিহ্ন হয়েছে, না হয় দলত্যাগ করেছে এবং চব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নূতন সৈন্য সংগৃহীত হয়েছে। তার বর্তমান সৈন্যসংখ্যা হচ্ছে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার। হিসাব করে দেখা গেছে আগামী তিন বছরে কুওমিনতাঙ আরো ত্রিশ লক্ষের মতো সৈন্য সংগ্রহ করতে পারবে এবং সম্ভবতঃ আরো প্রায় ৪৫ লক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বা দলত্যাগ করে চলে যাবে। ফলে, পাঁচ বছরের যুদ্ধের পরিণতি হিসাবে কুওমিতাঙের অবশিষ্ট সামরিক শক্তি খুব সম্ভবতঃ মাত্র ২০ লক্ষে এসে দাঁড়াবে। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে এখন রয়েছে ২৮ লক্ষ সৈনিক। আগামী তিন বছরে আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে ধৃত সৈন্যদের মধ্য থেকে ১৭ লক্ষকে (আনুমানিক মোট ধৃত সৈন্যের শতকরা ষাটভাগকে) আমাদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া এবং ২০ লক্ষ কৃষককে সমবেত করে সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত কর)। ক্ষয়ক্ষতির কথা ধরে নিয়েও পাঁচ বছরের যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যবাহিনী সম্ভবতঃ ৫০ লক্ষের কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। পাঁচ বছরের যুদ্ধে যদি এই পরিণতি দাঁড়ায়, তাহলে এটা বলা চলে যে আমরা কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে সম্পূর্ণভাবেই উচ্ছেদ করে দিয়েছি।

এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আমাদের প্রতি বছরে শত্রুর নিয়মিত বাহিনীর প্রায় একশটি ব্রিগেডকে (ডিভিসনকে) নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে এবং পাঁচ বছরে তাকে প্রায় পাঁচশটি ব্রিগেডে (ডিভিসনে) দাঁড় করাতে হবে। এই হচ্ছে সকল সমস্যা সমাধানের একেবারে মূল চাবিকাঠি। প্রথম বছরে আমরা শত্রুর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর মোট ৯৭টি ব্রিগেডকে (ডিভিসনকে) এবং দ্বিতীয় বছরে ৯৪টি ব্রিগেডকে (ডিভিসনকে) নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি; এই তথ্যের আলোকে এটা বলা চলে যে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা বা, সেই লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভবপর। কুওমিনতাঙের বর্তমান মোট যে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য রয়েছে তার শতকরা ৭০ ভাগই যুদ্ধের ফ্রন্টে রয়েছে (ইয়াংসি নদীর এবং পাশান পর্বতের লাইনের উত্তরে, লানচাও ও হোলান পর্বতের লাইনের পূর্বে এবং চেংতে-চ্যাঙ্চুন লাইনের দক্ষিণে রয়েছে); মাত্র শতকরা ত্রিশভাগ সৈন্য রয়েছে পশ্চাৎ অঞ্চলের কাজে (ইয়াংসি নদী ও পাশান পর্বতের লাইনের দক্ষিণের সৈন্যগণ এবং লানচাও ও হোলান পর্বতের লাইনের পশ্চিমের সৈন্যগণকেও তার মধ্যে ধরা হয়েছে)। কুওমিনতাঙের বর্তমান নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ২৮৫টি ব্রিগেড বা ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার সৈন্যের মধ্যে ২৪৯টি ব্রিগেড বা ১৭ লক্ষ ৪২ হাজার সৈন্য এখন ফ্রন্টে রয়েছে (তার মধ্যে উত্তর ফ্রন্টে রয়েছে ৯৯টি ব্রিগেড বা ৬ লক্ষ ৯৪ হাজার সৈন্য এবং দক্ষিণ ফ্রন্টে রয়েছে ১৫০টি ব্রিগেড বা দশ লক্ষ ৪৮ হাজার

সৈন্য)। মাত্র ৩৬টি ব্রিগেড বা ২,৩৮,০০০ সৈন্য পশ্চাৎ অঞ্চলে কাজে নিযুক্ত রয়েছে এবং তার অধিকাংশই নবগঠিত সৈন্যবাহিনী ও তাদের সংগ্রাম-সামর্থ্য খুবই নীচু স্তরের। সুতরাং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত তৃতীয় বছরে সমগ্র গণমুক্তিফৌজ ইয়াংসি নদীর উত্তর অঞ্চলে, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব চীনে কাজকর্ম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য মুক্ত অঞ্চলের জনগণকে সমবেত করে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞজনোচিতভাবে তাদের সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়াও ধৃত বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৪। যেহেতু আমাদের পার্টি ও সৈন্যবাহিনী দীর্ঘকাল ধরে এমন একটা অবস্থায় ছিল যখন তা শত্রু কর্তৃক একে অন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, গেরিলা যুদ্ধবিগ্রহ চালাচ্ছিল এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করছিল, তাই আমরা বিভিন্ন এলাকার পার্টি ও সৈন্যবাহিনীর নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলিকে প্রচুর পরিমাণে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনুমোদন করেছিলাম। এতে করে পার্টি সংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে তাদের আপন উদ্যোগ ও উদ্দীপনাকে প্রকাশ করার এবং গুরুতর বাধাবিঘ্নের দ্বারা সমাকীর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে তা সহায়তা করেছিল; কিন্তু একই সঙ্গে এতে করে শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের, আঞ্চলিকতাবাদের ও গেরিলা সুলভ মনোবৃত্তির এমন কিছু ব্যাপারের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে করে বিপ্লবের লক্ষ্যের ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতির দাবী হচ্ছে আমাদের পার্টিকে শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের, আঞ্চলিকতাবাদের ও গেরিলা মনোবৃত্তির এইসব ব্যাপারগুলিকে দূর করে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার সংস্থাসমূহের হাতে কেন্দ্রীভূত করা যায় ও কেন্দ্রীভূত করতেই হবে এমন সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে যাতে করে যুদ্ধের পদ্ধতিকে গেরিলা পদ্ধতি থেকে নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা যায়। গত দুবছরে সৈন্যবাহিনী ও তার কার্যকলাপ প্রকৃতির দিক থেকে অধিকতর নিয়মিত হয়ে উঠেছে কিন্তু তা এখনও যথেষ্ট নয় এবং তৃতীয় বছরে আরো একটি অগ্রসর পদক্ষেপ অবশ্যই নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন রেলপথ, রাজপথে পরিচালিত পরিবহণ ও জলযান প্রভৃতির সংস্কার ও প্রচলন করার জন্য সাধ্যমতো সব কিছু করতে হবে, মহানগরের ও শিল্পসংস্থার প্রশাসনকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং ধাপে ধাপে আমাদের পার্টির কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দুকে গ্রামাঞ্চল থেকে নগরাঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৫। সমগ্র দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য আমাদের পার্টিকে দ্রুত গতিতে ও ধারাবাহিকভাবে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পার্টিগত, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত বিষয়সমূহ প্রশাসনের উপযুক্ত বিপুলসংখ্যক কর্মীদের

প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যুদ্ধের তৃতীয় বছরে আমাদের নিম্ন, মাঝারি ও উচ্চতর স্তরের ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার কর্মীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে করে চতুর্থ বছরে সৈন্যবাহিনী যখন এগিয়ে যাবে তখন তারাও যাতে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেন এবং পাঁচ থেকে দশ কোটির মতো জনসংখ্যা অধ্যুষিত নূতন মুক্ত অঞ্চলে প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। চীন একটি সুবিস্তীর্ণ দেশ, তার জনসংখ্যা খুবই বিপুল এবং বিপ্লবী যুদ্ধের বিকাশ ঘটছে খুবই দ্রুতগতিতে ; কিন্তু আমাদের দিক থেকে বিপ্লবী কর্মীদের যোগান খুবই অপর্যাপ্ত—এটা খুবই বড়ো রকমের একটি অসুবিধা। তৃতীয় বছরে কর্মীদের প্রস্তুত করে তোলার সময় আমাদেরকে পুরানো মুক্ত অঞ্চলের ওপর অধিকাংশ কর্মীদের যোগানের জন্য নির্ভর করতে হবে কিন্তু কুওমিনতাঙের নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ মহানগরগুলি থেকে কর্মীদের তালিকাভুক্ত করার প্রতিও আমাদেরকে মনোযোগ প্রদান করতে হবে। কুওমিনতাঙ এলাকার বৃহৎ মহানগরগুলিতে এমন বহু শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা আমাদের কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, পুরাণো মুক্ত অঞ্চলের শ্রমিক ও কৃষকদের তুলনায় তারা উচ্চতর সাংস্কৃতিক মানের অধিকারী। প্রতিক্রিয়াশীল লোকজনদের বাদ দিয়ে কুওমিনতাঙের অর্থনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপুল সংখ্যক কর্মীদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। মুক্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আবার চালু করতে হবে। এবং তাকে উন্নত করে তুলতে হবে।

৬। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন[৪] আহ্বানের শ্লোগান আমাদের পার্টির চারপাশে কুওমিনতাঙ অঞ্চলের সকল গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন ও দলবহির্ভূত সকল গণতন্ত্রী ব্যক্তিদের সমবেত করেছে। এইসব দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং ১৯৪৯ সালের চীনের সকল গণতান্ত্রিক দল, গণসংগঠন ও দল বহির্ভূত গণতন্ত্রীদের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করার আমরা প্রস্তুতি চালাচ্ছি যাতে করে চীন গণসাধারণতন্ত্রের একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।

৭। মুক্ত অঞ্চলের শিল্প ও কৃষিগত উৎপাদনকে পুনরুজ্জীবিত করা ও তার বিকাশ সাধন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজয়ের ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি যোগসূত্র। কেন্দ্রীয় কমিটির আহূত সভা মনে করে যে একদিকে, গণমুক্তিফৌজকে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে তার বিজয়ী আক্রমণ অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং কুওমিনতাঙ বাহিনী ও কুওমিনতাঙ এলাকা থেকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ সংগ্রহ করে যেতে হবে এবং অন্যদিকে, পুরানো মুক্ত অঞ্চলে সর্বাত্মক প্রয়াস

চালাতে হবে কিছু পরিমাণে তাদের মান উন্নত করে তোলার জন্য শিল্প ও কৃষি উৎপাদনকে পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত করে তোলার জন্য। এই দুটি কাজ যদি সুসম্পন্ন করা যায় তাহলেই শুধু কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে উচ্ছেদের কাজকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে, অন্যথায় তা সম্ভবপর হবে না।

এই দুটি কাজ সম্পন্ন করার পথে আমরা বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবো। আমাদের সৈন্যবাহিনী যখন সদলবলে কুওমিনতাঙ অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যাবে তখন তাদের কোনো পশ্চাৎ অঞ্চল থাকবে না বা যথোপযুক্ত কোনো পশ্চাৎ অঞ্চল থাকবে না এবং তাদের সমূহ বা অধিকাংশ সামরিক যোগানই তাদেরকে সেই সব স্থান থেকে নিজেদের জন্য সংগ্রহ করতে হবে। শিল্প ও কৃষিগত উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের জন্য সুষ্ঠু সাংগঠনিক কাজকর্ম, মুক্ত অঞ্চলের বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সুষ্ঠু নেতৃত্ব, বহিরাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য, কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাব দূর করার জন্য এবং সবার আগে যোগাযোগ, যানবাহন, পরিবহন এবং রেলপথ, রাজপথ ও জলপথ সংস্কার করা ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তম নেতৃত্বের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে মুক্ত অঞ্চলসমূহে অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতিতে খুবই বড়ো রকমের অসুবিধা রয়েছে। যদিও আমাদের অসুবিধা রয়েছে কুওমিনতাঙের অসুবিধার তুলনায় অনেক কম তবু তা রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আমাদের বৈষয়িক সম্পদ ও অপর্যাপ্ত জনবল এবং যথেষ্ট পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে; এবং এইসব অসুবিধার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্মের বিশেষ করে আর্থিক ক্ষেত্রের কাজকর্মের অপ্রতুলতা। আমরা বিশ্বাস করি এইসব অসুবিধা দূর করা যাবে এবং সেগুলিকে দূর করে দিতে হবেই। এটা করতে গেলে সেই সংগ্রামে আমাদের অপচয়ের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং ব্যয় সংকোচ করতে হবে। যুদ্ধের ফ্রন্টে আমাদের দেখতে হবে যেন ধৃত সবকিছুই যথাস্থানে অর্পণ করা হয়, আমাদের কার্যকর শক্তির প্রতি যত্ন নেওয়া হয়, অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি ভালো করে যত্ন নেওয়া হয়, গোলাগুলি যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করা হয় এবং ধৃত সৈনিকদের রক্ষা করা হয়। পশ্চাৎ অঞ্চলে সরকারী ব্যয় হ্রাস করতে হবে, জনবল সমবেত করা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় নয় এমন ভারবাহী পশু সংগ্রহ করাকে হ্রাস করতে হবে, সভাসমিতির জন্য ব্যয়িত সময় কমাতে হবে, যথাসময়ে যাতে ক্ষেতের কাজ শেষ করা যায় তার জন্য কৃষিকার্যের মৌসুম যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, শিল্প উৎপাদনের ব্যয় কমাতে হবে, শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন পরিচালনার কাজ শিক্ষা করার জন্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব প্রয়াস চালিয়ে মুক্ত অঞ্চলের অর্থনীতিকে যথাযথভাবে গড়ে

তোলার জন্য, বাজারের বিশৃঙ্খলাকে দূর করার জন্য এবং সমস্ত ফাটকাবাজী ও চতুরালির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সমগ্র পার্টিকে সমবেত করতে হবে। এই সবগুলি কাজ সুসম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের সামনের সকল বাধাবিপত্তিকে দূর করে দিতে পারবো।

৮। কর্মীদের তত্ত্বগত মান উন্নত করা এবং অন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের প্রসার সাধন করা উপরে বর্ণিত কর্তব্যগুলি সুসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রস্বরূপ। কেন্দ্রীয় কমিটির আহূত সভা পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র সম্প্রসারণের[৫] ব্যাপারে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তা কর্মীদের তত্ত্বগত মান উন্নয়নের সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছে এবং এই সমস্যার প্রতি উপস্থিত সকল কমরেডের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

৯। ষষ্ঠ জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সারা চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন[৬] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী বছরের প্রথম ভাগে একটি জাতীয় মহিলা কংগ্রেস আহ্বান করা হবে নিখিল চীন গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন[৭] গড়ে তোলার জন্য, একটি জাতীয় যুব কংগ্রেস আহ্বান করা হবে নিখিল চীন যুব ফেডারেশন[৮] গড়ে তোলার জন্য এবং নয়া-গণতান্ত্রিক যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।[৯]

টীকা

১। কুওমিনতাঙ প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করে ১৯২৭ সালে। এখানে যে বিশ্বাসঘাতকতার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিরোধের যুদ্ধ হওয়ার পর কুওমিনতাঙ কর্তৃক পরিচালিত প্রতি-বিপ্লবী সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ।

২। দক্ষিণে বিপ্লবের পরাজয় হচ্ছে কুওমিনতাঙের "অবরোধ ও দমনমূলক অভিযানের" বিরুদ্ধে চীনের লালফৌজের পঞ্চম অভিযানের পরাজয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিপ্লবী ঘাঁটি থেকে ১৯৪৩ সালে আমাদের মূল বাহিনীর প্রত্যাহারের ঘটনা; ঐটি ছিল পার্টিতে ওয়াং মিং-এর অনুসৃত তৃতীয় "বামপন্থী" বিচ্যুতির লাইনের পরিণাম।

৩। গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক বন্দী করার মাধ্যমে যে কুওমিনতাঙ সৈন্যদের উদ্ধার করা হয় এবং শিক্ষালাভের পর যারা গণমুক্তিফৌজে যোগদান করে তাদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

৪। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করার শ্লোগান কমরেড মাও সে-তুঙ হাজির করেছিলেন। তারই পরামর্শ অনুসারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৮ সালের "মে দিবসের" অন্যতম একটি শ্লোগান হিসাবে ঘোষণা করে—"সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন ও বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা অবিলম্বে একটি গণকংগ্রেস আহ্বান করা ও গণতান্ত্রিক একটি কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে তাকে কার্যকর করার জন্য একটি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করবেন।"

কুওমিনতাঙ অঞ্চলের গণতান্ত্রিক দল, গণসংগঠন এবং দল-বহির্ভূত গণতন্ত্রীদের পক্ষ থেকে এই শ্লোগান তৎক্ষণাৎ উষ্ণ সমর্থন লাভ করে। রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের নাম বদল করে "নূতন রাজনৈতিক সম্মেলন" করা হয় এবং সর্বশেষে তার নাম "চীনের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন" রাখা হয়। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা"র এক নম্বর টীকা দেখুন।

৫। বিভিন্ন স্তরে পার্টির কংগ্রেস ও কনফারেন্স আহ্বান করা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কমিটির প্রস্তাব-এর কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। পার্টির অভ্যন্তরে নিয়মিত গণতান্ত্রিক জীবনধারা গড়ে তোলা ও সম্প্রসারণ করার জন্য এই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নির্দেশ করা হয় ঃ বিভিন্ন স্তরের পার্টির কমিটিসমূহ পার্টির সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সংশ্লিষ্ট স্তরে নিয়মিতভাবে পার্টি আহ্বান করবে। এইসব কংগ্রেস ও কনফারেন্সের পার্টির সংবিধান কর্তৃক নির্দেশিত সকল ক্ষমতাই থাকবে এবং সেই ক্ষমতার কোনো রকম সংকোচন করা চলবে না। এই অধিবেশনসমূহের আগে যথোপযুক্ত প্রস্তুতি করতে হবে। পার্টির আভ্যন্তরীণ বিতর্কসমূহ সম্পর্কে দ্রুত ও তথ্যনিষ্ঠ রিপোর্ট উচ্চতর স্তরের কাছে পেশ করতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এই প্রস্তাবে পার্টির কমিটি ব্যবস্থাকে জোরদার করে তোলারও ব্যবস্থা করা হয় এবং সকল স্তরের পার্টি কমিটি কর্তৃক পার্টি কমিটিসমূহে যৌথ আলোচনার পরই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এই নিয়মটি কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলে দেওয়া হয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তই কোনো ব্যক্তিবিশেষ নেবেন না এবং একটিকে আমল দিতে গিয়ে অন্যটির প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হচ্ছে না এটার প্রতি লক্ষ্য রেখে যৌথ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব এই দুটির কোনোটির ওপরই অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা চলবে না।

৬। ষষ্ঠ জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেস ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে হারবিনে অনুষ্ঠিত হয়। চীনের শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগঠন সারা চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এই কংগ্রেসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শ্রমিক কংগ্রেসের পূর্বতন পাঁচটি কংগ্রেস যথাক্রমে ১৯২২, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৭। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পিপিংয়ে প্রথম জাতীয় মহিলা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশের ব্যাপক মহিলা সমাজের সংগঠনসমূহের নেতৃস্থানীয় সংস্থা নিখিল চীন গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন এই কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তার নাম পরিবর্তন করে 'চীন গণসাধারণতন্ত্রের জাতীয় মহিলা ফেডারেশন' রাখা হয়।

৮। ১৯৪৯ সালের মে মাসে পিপিংয়ে জাতীয় যুব কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে 'নিখিল চীন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে তার নাম পরিবর্তন করে 'নিখিল চীন যুব ফেডারেশন' রাখা হয়।

৯। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'নয়া-গণতান্ত্রিক যুবলীগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার প্রথম জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পিপিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তার নাম বদল করে 'কমিউনিস্ট যুবলীগ' রাখা হয়।

হুয়াই-হাই অভিযান সম্পর্কিত ধারণা

১১ই অক্টোবর, ১৯৪৮

হুয়াই-হাই অভিযানে[১] সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ সম্পর্কে আপনাদের বিবেচনার জন্য এখানে কয়েকটি বিষয় উপস্থিত করছি ঃ

১। এই অভিযানের প্রথম স্তরে কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে হুয়াং পো-তাও-এর সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য শক্তি কেন্দ্রীভূত করা, মধ্যাঞ্চলে ঠেলে পথ করে বের হয়ে আসা ও সিনানচেন, গ্র্যাণ্ড ক্যানেল রেলওয়ে স্টেশন, সাওপাচি, ঈশিয়েন, সাওচুয়াং, লিনচেং, হানচুয়াং, শুইয়াং, পিশিয়েন, তানচেং, তাইয়েরচুয়াং ও লিনয়ি দখল করে নেওয়া। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য শত্রুর প্রতিটি ডিভিসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য দুটি করে কলামকে কাজে লাগতে হবে অর্থাৎ ছয় বা সাতটি কলামকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর ২৫তম, ৬৩তম এবং ৬৪তম ডিভিসনকে আপনাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। পাঁচ বা ছয়টি কলামকে শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীগুলিকে আটকে রাখা ও আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করুন। লিনচেং ও

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যুরোগুলি এবং পূর্ব চীন ও মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মির কাছে প্রেরিত এই টেলিগ্রাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী মিলিটারী কমিশনের পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন। চীনের গণমুক্তির যুদ্ধে হুয়াই-হাই অভিযান হচ্ছে চূড়ান্ত নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অভিযানের অন্যতম একটি অভিযান। এই অভিযান পূর্ব চীন ও মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মি দুটি এবং পূর্ব চীন ও মধ্যাঞ্চলের সমতল এলাকার আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী যুক্তভাবে পরিচালনা করে। এই অভিযানে সাড়ে পাঁচ লক্ষের অধিক কুওমিনতাঙ সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই তারবার্তায় কমরেড মাও সে-তুঙ অভিযান সম্পর্কে যে ধারণা উপস্থিত করেন তা অনুসরণ করে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয় ; বস্তুত এই অভিযান প্রত্যাশার চেয়ে অনেক নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় এবং তার ফলে বিজয় অনেক বিরাট ও দ্রুত অর্জিত হয়। এই অভিযানের পর প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের রাজধানী নানকিং গণমুক্তিফৌজের প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে এসে পড়ে। ১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারি হুয়াই-হাই অভিযান সমাপ্ত হয় এবং ২১শে জানুয়ারি চিয়াং কাই-শেক তার "অবসর গ্রহণের" কথা ঘোষণা করেন এবং তারপর নানকিংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসকগোষ্ঠী দন্দ্বসংঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

হানচুয়াংয়ে লি মি-র অধীনস্থ একটি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য একটি বা দুটি কলামকে ব্যবহার করুন এবং এই দুটি শহরকে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করুন যাতে করে সুচাওকে উত্তর দিক থেকে বিপন্ন করে তোলা যায় এবং যার ফলে চিউ চিং-চুয়ান ও লি মি-র অধীনস্থ দুটি সৈন্যবাহিনী সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে পূর্ণশক্তিতে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হতে সাহসই করবে না। দক্ষিণ-পশ্চিম শানতুংয়ের আঞ্চলিক বাহিনীসহ এক কলাম সৈন্য ব্যবহার করুন সুচাও-শানচিউ রেল বিভাগের ওপর পার্শ্ব থেকে আক্রমণ চালিয়ে চিউ চিং-চুয়ান-এর সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে আটকে রাখার জন্য (যেহেতু সান ইউয়ান-লিয়াং-এর অধীনস্থ তিনটি শত্রু ডিভিসন পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হতে চলেছে বললে চলে তখন এটা আশা করা যায় লিউ পো-চেং, চেন ঈ ও তেঙ শিয়াও-পিং তাদের সৈন্যবাহিনীকে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে চেংচাও-সুচাও লাইনের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য এবং সান ইউয়ান-লিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীকে আটকে রাখার জন্য নিয়োজিত করবেন।) সুচিয়েন-সুইনিং-লিংপি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে লি সি-র সৈন্যবাহিনীকে আটকে রাখার জন্য একটি বা দুটি কলামকে ব্যবহার করুন। এইসব সৈন্য নিয়োগের অর্থ হচ্ছে হুয়াং পো তাও-এর সৈন্যবাহিনীর তিনটি ডিভিসনকে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আগেই আমাদের মোট সৈন্যবাহিনীর অর্ধেকের বেশিকে চিউ চিং-চুয়ান ও লি মি-র অধীনস্থ দুটি সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে হবে তাদের আটকে রাখা, প্রতিহত করা এবং আংশিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। মোটামুটিভাবে এইসব সৈন্য সমাবেশ হবে গত সেপ্টেম্বর মাসে সিনান দখল করার সময় এবং শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীগুলিকে আক্রমণ করার সময় [২] যেভাবে করা হয়েছিল তারই অনুরূপ; অন্যথায় হুয়াং পো-তাও-এর সৈন্যবাহিনীর তিনটি ডিভিসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হবে। অভিযান শুরু হওয়ার দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে প্রথম স্তর পরিসমাপ্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

২। দ্বিতীয় স্তরে, পাঁচটি কলামকে ব্যবহার করুন হাইচাও, সিনপু, লিয়েনইয়ুনকাঙ ও কুয়ানইয়ুনস্থ শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ও ঐ শহরগুলি দখল করে নেওয়ার জন্য। হিসাব করে দেখা গেছে শত্রুর ৫৪তম ও ৩২তম ডিভিসনকে খুব সম্ভবতঃ সমুদ্র পথে ঐ সময়ের মধ্যে সিংতাও থেকে হাইচাওসিনপু-লিয়েনইউয়ুনকাঙ এলাকায় পাঠানো হবে।[৩] সব মিলিয়ে এর মাঝে যে এক ডিভিসন সৈন্য রয়েছে তাকে নিয়ে শত্রুর তিন ডিভিসন সৈন্য ওখানে থাকবে; সুতরাং আমাদেরকে পাঁচটি কলাম ব্যবহার করতে হবে ওদের আক্রমণ করার জন্য এবং বাকী সৈন্যবাহিনীকে (অর্থাৎ আমাদের মূল শক্তিকে) ব্যবহার

করতে হবে চিউ চিং চুয়ান ও লি মি-র অধীনস্থ দুটি সৈন্যবাহিনীকে আটকে রাখার জন্য এবং এক্ষেত্রেও নির্দেশক মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে সিনান দখল করার সময়ে সেপ্টেম্বরে যেভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল এবং শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীকে আক্রমণ করা হয়েছিল তারই অনুরূপ। এই স্তরের কাজও আপনাদেরকে দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে পরিসমাপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

৩। তৃতীয় স্তরে, এটা ধরে নেওয়া যায় যে যুদ্ধ চলবে হুয়াইয়িন ও হুয়াই-আন-এর চার পাশে। ঐ সময়ের মধ্যে শত্রু তার শক্তিকে আরো প্রায় এক ডিভিসন বাড়িয়ে তুলবে (ইয়েনতাইস্থ পুনর্গঠিত অষ্টম ডিভিসনকে তারা জাহাজযোগে দক্ষিণে পাঠাচ্ছে) ; সুতরাং আমাদেরকে আবার পাঁচটি কলামকে আক্রমণের জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের মূলবাহিনীর বাকী অংশকে শত্রুর সহায়তাকারী বাহিনীর ওপর আঘাত হানা ও তাদেরকে আটকে রাখার জন্য ব্যবহার করতে হবে। এই স্তর পরিসমাপ্ত হতেও দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগবে।

এই তিনটি স্তর মিলে প্রায় দেড় মাস থেকে দুমাস সময় লাগবে।

৪। নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুমাসে হুয়াই-হাই অভিযান আপনাদেরকে সমাপ্ত করতে হবে। আগামী জানুয়ারীতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন ও বাহিনীকে সুসংহত করে তুলুন। মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত আপনার লিউ পো-চেং ও তেঙ শিয়াও-পিং-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে যুদ্ধ করে শত্রুকে তাড়িয়ে ইয়াংসি নদী বরাবর স্থানগুলি পর্যন্ত নিয়ে যান, ওখানেই ওরা আস্তানা গাড়বে। শরৎকালের মধ্যেই আপনাদের মূলবাহিনী সম্ভবতঃ ইয়াংসি নদী অতিক্রম করার যুদ্ধে নিয়োজিত থাকবে।

টীকা

১। হুয়াই-হাই অভিযান ছিল কিয়াংসু, শানতুং, আনহুই ও হোনান প্রদেশে সুচাওকে কেন্দ্র করে পূর্বে হাইচাও, পশ্চিমে শাঙচিউ, উত্তরে লিনচেং (এখন নূতন নাম হচ্ছে সুয়েচং) এবং দক্ষিণে হুয়াই নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গণমুক্তিফৌজের পরিচালিত চূড়ান্ত নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ একটি অভিযান। এই রণাঙ্গণে কুওমিনতাঙের সমবেত বাহিনীর মধ্যে ছিল পাঁচটি সৈন্যবাহিনী ও তিনটি শান্তিস্থাপনকারী এলাকার বাহিনীগুলি—চারটি সৈন্যবাহিনী ও তিনটি শান্তিস্থাপনকারী এলাকার বাহিনী ছিল লিউ চি এবং তু য়ু-মিং এর পরিচালনাধীন (এরা ছিলেন সুচাও-এর দস্যুদমন বাহিনীর যথাক্রমে কমাণ্ডার ও ডেপুটি কমাণ্ডার) এবং অন্য সৈন্যবাহিনীটি ছিল হুয়াং উয়েই-এর অধীনে যাকে পরে সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে মধ্যাঞ্চল থেকে পাঠানো হয়েছিল। গণমুক্তিফৌজের পক্ষে ছিল—এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী ছয় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে গঠিত বাহিনীগুলি—তার মধ্যে ছিল পূর্বচীন ফীল্ড আর্মি থেকে আগত ১৬টি কলাম, মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড

আর্মি থেকে আগত ৭টি কলাম এবং পূর্বচীন সামরিক অঞ্চল, মধ্যাঞ্চলের সমতলের সামরিক অঞ্চল এবং (ঐ সময়ে উত্তর চীন সামরিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত) হোপেই-শানতুং-হোনান সামরিক অঞ্চল থেকে আগত আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনীগুলি। এই অভিযান ১৯৪৮ সালের ৬ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত ৬৫ দিন ধরে চলেছিল ; ২২টি কোর বা ৫৬টি দুর্ধর্ষ কুওমিনতাঙ ডিভিসনের ৫,৫৫,০০০ সৈন্য এই অভিযানে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় (তার মধ্যে ছিল বিদ্রোহ করে আমাদের পক্ষে চলে আসা ৪১/২ ডিভিসন সৈন্য) এবং (নানকিং থেকে সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে) লিউ জু-মিং ও লি ইয়েন-নিয়নের অধীনস্থ আগত দুটি সেনাবহিনীকে মধ্য পথেই প্রতিহত করে দেওয়া হয়। এই অভিযানের ফলে ইয়াংসি নদীর উত্তরে অবস্থিত পূর্ব চীন ও মধ্যাঞ্চলের সমতলের সমস্ত অংশই প্রায় পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যায়। এই অভিযান তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়। ৬ই থেকে ২২শে নভেম্বর পরিচলিত প্রথম স্তরে পূর্বচীন ফীল্ড আর্মি মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মির সঙ্গে সমন্বয় রেখে সুচাওয়ের পূর্বভাগে সিনানচেন নিয়েনচুয়াংয়ের হুয়াং পো-তাও-এর অধীন সৈন্যবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়, হুয়াং পো-তাও-কে নিহত করে এবং নিয়েচুয়াংয়ের পূর্বদিকের লুংহাই রেলপথের উভয় পার্শ্বের, তিয়েনসিন-পুকাও রেলপথের সুচাও-পেংপু বিভাগের উভয় পার্শ্বের এবং সুচাওয়ের পশ্চিম ও উত্তরভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মুক্ত করে। তাইয়ের চুয়াং-সাওচুয়াং বিভাগের কুওমিনতাঙের তৃতীয় শান্তিস্থাপনকারী এলাকার ৩১/২ ডিভিসনের মোট ২৩ হাজারের অধিক সৈন্য বিদ্রোহ করে ও আমাদের পক্ষে চলে আসে। ২৩শে নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় স্তরে মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মি পূর্বচীন ফীল্ড আর্মির মূল বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে সুসিয়েনয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শুয়াংতুইচি ও তার আশেপাশের হুয়াং উয়েইয়ের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ও ডেপুটি কমাণ্ডার হুয়াং উয়েইকে ও উ শাও-চৌকে গ্রেপ্তার করে ; এই সৈন্যবাহিনীর এক ডিভিসন সৈন্য বিদ্রোহ করে ও আমাদের পক্ষে চলে আসে। একই সঙ্গে, আমাদের সৈন্যবাহিনী সান-ইউয়ান-লিয়াং-এর অধীনস্থ যে বাহিনী সুচাও থেকে পশ্চিম দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। শুধু সান ইউয়ান-লিয়াং কোনোক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৪৯ সালের ৬ই জানুয়ারি থেকে ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত বিস্তৃত তৃতীয় স্তরে পূর্ব চীন ফীল্ড আর্মি মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মির সঙ্গে সমন্বয় রেখে ইউয়ুনচাঙের উত্তর-পশ্চিমের চিংলুংচি-চেনকুয়ান চুয়াং বিভাগের যে দুটি কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী সুচাও থেকে পশ্চিমের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অবরুদ্ধ করে দেয়; এই দুটি ছিল যথাক্রমে চিউ চিং-চুয়ান ও লি মি-র পরিচালনাধীন এবং এই দুটি ছিল তু য়ু-মিঙের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন। তু য়ু-মিঙ গ্রেপ্তার হন, চিউ চিং-চুয়ান নিহত হন এবং এবং লি মি কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচেন। এভাবে মহান হুয়াই-হাই অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪। "সিনান দখল করা ও সাহায্যকারী শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করা" বলতে গণমুক্তিফৌজ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে সিনান অভিযানকালে যে রণকৌশল

গ্রহণ করেছিল তার কথাই বলা হচ্ছে। সিনান ছিল শানতুং প্রদেশে কুওমিনতাঙের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র, কুওমিনতাঙের দ্বিতীয় শান্তিস্থাপনকারী এলাকার একলক্ষ দশ সহস্রাধিক সৈন্য ওখানে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া, কুওমিনতাঙের মূলবাহিনীর প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার সৈন্যবিশিষ্ট ২৩টি ব্রিগেড ছিল সুচাও অঞ্চলে সমাবিষ্ট এবং তার উত্তরে এগিয়ে গিয়ে সিনানকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। আমাদের পূর্বচীন ফীল্ড আর্মি সাতটি কলামের একটি গ্রুপ তৈরী করে ঐ শহরের ওপর আক্রমণ চালায় এবং আট কলামের অন্য একটি গ্রুপ শত্রুর সাহায্যকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে আঘাত হানে। সিনানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যাকালে। ২৪শে সেপ্টেম্বর আট দিন ও রাত্রি ধরে একটানা অবিরাম যুদ্ধের পর শত্রুর দূর্গটিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। (একটি কোর বিদ্রোহ করে ও আমাদের পক্ষে চলে আসে), এবং কুওমিনতাঙের দ্বিতীয় শান্তিস্থাপনকারী এলাকার কমাণ্ডার ওয়াং ইয়াও-উ গ্রেপ্তার হন। আমাদের সৈন্যবাহিনী এতো দ্রুত সিনান দখল করে নেয় যে সুচাওয়ে অবস্থিত শত্রুবাহিনী তাকে সাহায্য করার জন্য উত্তরে এগিয়ে যেতে সাহসই করেনি।

৩। আসলে, শত্রুর এই দুটি ডিভিসন এগিয়ে আসতেই সাহস করেনি।

বিশ্বের বিপ্লবীবাহিনীগুলি ঐক্যবদ্ধ হোন, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন!

নভেম্বর, ১৯৪৮

এই সময় যখন দুনিয়ার জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত প্রকৃত বিপ্লবীরা প্রচুর উদ্দীপনার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৩১তম বার্ষিকী উদযাপন করছেন, আমি তখন ১৯১৮ সালে ঐ বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে স্তালিনের লিখিত একটি সুপরিচিত প্রবন্ধের কথা স্মরণ করছি। ঐ প্রবন্ধে স্তালিন বলেছেন ঃ

অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী মহান তাৎপর্য প্রকাশ পাচ্ছে মুখ্যত এই বাস্তব তথ্যের মধ্যে ঃ

(১) জাতীয় সমস্যার পরিধিকে তা সম্প্রসারিত করেছে এবং তাকে ইউরোপের জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আংশিক সমস্যা থেকে তা সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে নিপীড়িত জাতিসমূহ, উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মুক্তির সাধারণ সমস্যায় রূপান্তরিত করেছে ;

(২) তা তাদের এই মুক্তির বিপুল সম্ভাবনাকে এবং মুক্তির দিকে তার সঠিক পথকে উন্মোচিত করে দিয়েছে আর এভাবে পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তির লক্ষ্যকে অনেকখানি সহজতর করে তুলেছে এবং তাদেরকে টেনে এনেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের একটি সাধারণ ধারায় ;

(৩) **এভাবে সমাজতান্ত্রিক পশ্চিম ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাচ্যের মধ্যে তা একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে** এবং রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী থেকে প্রাচ্যের অত্যাচারিত জাতিগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক নূতন বিপ্লবী ফ্রন্ট সৃষ্টি করেছে।[১]

অক্টোবর বিপ্লবের ৩১তম বার্ষিকী স্মরণে কমরেড মাও সে-তুঙ এই প্রবন্ধ ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র **ফর এ লাস্টিং পীস, ফর এ পিপল্‌স ডিমোক্র্যাসি**-র জন্য রচনা করেছিলেন। ঐ পত্রিকার ১৯৪৮ সালের ২১তম সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

স্তালিন যে দিক নির্দেশ করেছিলেন সেই পথ ধরেই ইতিহাসের বিকাশ ঘটেছে। অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বের জাতিসমূহের মুক্তির বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যের দিকে বাস্তব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে ; তা রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী থেকে প্রাচ্যের অত্যাচারিত জাতিগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবের একটি নূতন ফ্রন্ট সৃষ্টি করেছে। বিপ্লবের এই ফ্রন্ট লেনিন এবং লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনের প্রদীপ্ত পরিচালনাধীনে গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়ে উঠেছে।

বিপ্লব করতে হলে চাই একটি বিপ্লবী পার্টি। একটি বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বৈপ্লবিক ধারায় গড়ে তোলা একটি পার্টি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যদের পরাজয়ের জন্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মার্কসবাদের উদ্ভবের পরবর্তী এই এক শতাধিক বছরে একমাত্র রুশ বলশেভিকগণের অক্টোবর বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের নেতৃত্ব প্রদান এবং ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনকে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে এই নূতন ধরনের বিপ্লবী পার্টি গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই ধরনের বিপ্লবী পার্টিগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিপ্লবের চেহারাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তন এমনই বিরাট যে প্রাচীনতম লোকজনের কাছে আগুন আর ঝঞ্ঝাঝড়ের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত এই রূপান্তর একেবারে ধারণাতীত। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আদলেই গড়ে-তোলা ও বিকশিত হয়ে-ওঠা একটি পার্টি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে চীন বিপ্লবের চেহারাও সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। এই সত্য কি যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

বিশ্বের বিপ্লবী যুক্তফ্রন্ট সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরোভাগে রেখে ফ্যাসিস্ট জার্মানী, ইতালী ও জাপানকে পরাজিত করেছে। এটা অক্টোবর বিপ্লবেরই পরিণাম। যদি অক্টোবর বিপ্লব না ঘটতো, যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি না থাকতো, কোনো সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকতো এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট না থাকতো, তাহলে কারো পক্ষে ফ্যাসিস্ট জার্মানী, ইতালী ও জাপান এবং তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যদের বিরুদ্ধে বিজয়ের কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিল কি? অক্টোবর বিপ্লব যদি শ্রমিকশ্রেণী ও বিশ্বের অত্যাচারিত জাতিগুলির মুক্তির বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে থাকে এবং ঐ দিকে বাস্তব পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে থাকে তবে ফ্যাসি-বিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় শ্রমিকশ্রেণী ও বিশ্বের অত্যাচারিত জাতিগুলির মুক্তির আরো বিপুলতর সম্ভাবনার দ্বারই উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং ঐ দিকে আরো

অধিকতর বাস্তব পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ের তাৎপর্যকে লঘু করে দেখা খুবই বড় রকমের ভুল হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ের পর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও বিভিন্ন দেশের তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরা ফ্যাসিস্ট জার্মানী, ইতালী ও জাপানের স্থান দখল করেছে ও উন্মত্তের মতো নূতন একটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে এবং গোটা দুনিয়াকে বিপন্ন করে তুলেছে, এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ার পুরোপুরি অবক্ষয় এবং নিজের আসন্ন পতন সম্পর্কে তার ভয়েরই প্রকাশ ঘটছে। শত্রুর এখনও শক্তি রয়েছে; সুতরাং প্রতিটি দেশের বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে এবং অনুরূপভাবে সকল দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে এবং সঠিক কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে ;অন্যথায় বিজয় অর্জন করা হবে অসম্ভব। এই শত্রুর ভিত্তিটি কিন্তু দুর্বল ও ভঙ্গুর, আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে, জনগণের থেকে তা বিচ্ছিন্ন, সমাধান সম্ভাবনা-রহিত অর্থনৈতিক সংকট তার সামনে ; সুতরাং তাকে পরাজিত করা সম্ভব। শত্রুর শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা এবং বৈপ্লবিক বাহিনীগুলির শক্তিকে খাটো করে দেখা খুবই বড়ো রকমের ভুল হবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীনে চীনে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উন্মত্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বাসঘাতক, একনায়কতন্ত্রী ও প্রতিক্রিয়াশীল যে কুওমিনতাঙ সরকার চীনের জনগণকে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে হত্যা করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত চীনের জনগণের মহান গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এখন বিরাট বিপুল বিজয় অর্জিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই দুই বছরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত গণমুক্তিফৌজ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের ৪৩ লক্ষ সৈন্যের আক্রমণকে হটিয়ে দিয়েছে এবং আত্মরক্ষামূলক অবস্থান থেকে আক্রমণাত্মক অভিযানের পর্যায়ে চলে গেছে। এই দুবছরের যুদ্ধে (১৯৪৮ সালের জুলাইয়ের পরবর্তী ঘটনা এর মধ্যে ধরা হয়নি) গণমুক্তিফৌজ ২৬ লক্ষ ৪০ হাজার কুওমিনতাঙ সৈন্যকে বন্দী করেছে ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। চীনের মুক্ত অঞ্চল এখন ২৩,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ দেশের মোট ৯৫,৯৭,০০০ বর্গ কিলোমিটারের তা শতকরা ২৪.৫ ভাগ ; মুক্ত অঞ্চলের লোকসংখ্যা হচ্ছে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার তা শতকরা ৩৫.৫ ভাগ, তার মধ্যে রয়েছে ৫৮৬টি শহর ও নগর অর্থাৎ সারা দেশের মোট দুহাজার নয়টি শহর ও নগরের তা হচ্ছে শতকরা ২৯ ভাগ। যেহেতু আমাদের পার্টি ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের ব্যাপারে কৃষক জনগণকে

নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাই ১০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে ভূমি সমস্যার আমূল সমাধান করা হয়ে গেছে এবং জমিদার ও পুরানো ধাঁচের ধনী কৃষকদের মধ্যে জমি কৃষকদের মধ্যে ও মুখ্যতঃ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে মোটের ওপর সমভাবেই বিলিবন্টন করে দেওয়া হয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯৪৫ সালের ১২,১০,০০০ থেকে বেড়ে আজ ৩০ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র দেশের বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী বাহিনীগুলিকে বিতাড়িত করে দেওয়া, কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে উচ্ছেদ করে দেওয়া এবং একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক গণসাধারণতন্ত্র গড়ে তোলা। আমরা জানি সামনে এখনো অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে। কিন্তু তার জন্য আমরা ভীত নই। আমরা বিশ্বাস করি, বাধাবিঘ্নগুলিকে দূর করে দেওয়া যায় এবং সেগুলিকে দূর করে দিতে হবেই।

অক্টোবর বিপ্লবের উজ্জ্বল আলোকে আমরা উদ্ভাসিত। দীর্ঘকাল ধরে উৎপীড়িত চীনের জনগণকে মুক্তি অর্জন করতেই হবে এবং তারা দৃঢ় প্রত্যয় রাখেন যে তারা তা অর্জন করতে পারেন। অতীতে সবসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে এখন আর বিচ্ছিন্ন বোধ করে না। আমরা দুনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিসমূহেরও শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন অর্জন করেছি। চীন বিপ্লবের অগ্রদূত ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর কর্মনীতি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মৃত্যুশয্যা থেকে তার সর্বশেষ অভিজ্ঞান পত্রের অংশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে তিনি একখানি পত্রও লিখেছিলেন। কুওমিনতাঙের চিয়াং কাই-শেক দস্যুগোষ্ঠীই সান ইয়াৎ-সেন-এর কর্মনীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সাম্রাজ্যবাদী প্রতি-বিপ্লবী ফ্রন্টের সপক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের নিজদেশের জনগণেরই বিরোধিতা করেছে। কিন্তু অচিরেই জনগণ দেখতে পাবেন চীনের জনসাধারণ কুওমিনতাঙের গোটা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন। চীনের জনগণ সাহসী জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও তা-ই এবং তারা সমগ্র চীনকে মুক্ত করতে কৃতসঙ্কল্প।

টীকা

১। "অক্টোবর বিপ্লব ও জাতীয় সমস্যা"র তৃতীয় অংশ "অক্টোবর বিপ্লবের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য" থেকে গৃহীত ; জে. ভি. স্তালিন এর রচনাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, মস্কো, ১৯৫৩ ; চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৯-৭০।

চীনের সামরিক পরিস্থিতিতে বিপুল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৮

চীনের সামরিক পরিস্থিতি একটি নূতন দিক পরিবর্তনের মুহূর্তে উপনীত হয়েছে এবং যুদ্ধে দুই পক্ষের শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। দীর্ঘকাল ধরেই যে গণমুক্তিফৌজ গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল, তা এখন সংখ্যাগত দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। চীনের বিপ্লবের বিজয় ও চীনে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সময় যে সমীপবর্তী হয়ে উঠেছে এটি হচ্ছে তারই লক্ষণ।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের শেষে অর্থাৎ বর্তমান বছরের জুনের শেষে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সব মিলিয়ে মোট প্রায় ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য ছিল ; ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কুওমিনতাঙ যখন দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ শুরু করে তখন তাদের যে ৪৩ লক্ষ সৈন্য ছিল এটা হচ্ছে তার চেয়ে ৬,৫০,০০০ কম। কুওমিনতাঙ এই দুবছরে প্রায় ২৪,৪০,০০০ নূতন সৈন্য সংগ্রহ করেছে যার জন্য তার সৈন্য সংখ্যা মাত্র ৬, ৫০,০০০ হ্রাস পেয়েছে, যদিও ঐ সময়ের মধ্যে আনুমানিক ৩০,৯০,০০০ সৈন্য ধ্বংস হয়েছে, বন্দী হয়েছে, না হয় দলত্যাগ করেছে (২৬,৪০,০০০ ধ্বংস হয়েছে বা বন্দী হয়েছে)। সম্প্রতি একটি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধের তৃতীয় বছরের প্রথম চারমাসে অর্থাৎ ১লা জুলাই থেকে নভেম্বরের দুই তারিখের মধ্যে

কমরেড মাও সে-তুঙ এই সংবাদভাষ্যটি নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রচনা করেছিলেন। নূতন পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে কমরেড মাও সে তুঙ লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানের পর শত্রু ও আমাদের মধ্যেকার শক্তির ভারসাম্যের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার বিচার করে গণমুক্তি যুদ্ধের বিজয়ের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন হবে তার নূতন পরিমাপ করেন এবং দেখিয়ে দেন যে কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন উচ্ছেদ করার জন্য ১৯৪৮ সালের নভেম্বর থেকে এক বছরের বেশী লাগবে না। চীনের সামরিক পরিস্থিতির পরবর্তী বিকাশ এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পুরোপুরি সঠিক বলেই প্রমাণ করেছে।

শেনইয়াং মুক্ত হয়েছে এবং কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী ১০ লক্ষ সৈন্য হারিয়েছে। এই চার মাসে এদের জায়গায় নূতন কতো সৈন্য সংগৃহীত হয়েছে তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে তারা তিন লক্ষের মতো নূতন সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছে, তবু তাদের অন্ততঃ সাত লক্ষের মতো সৈন্য কমে গেছে। তাই কুওমিনতাঙের মোট সামরিক শক্তি—সেনাবাহিনী, নৌ ও বিমান বাহিনী, নিয়মিত ও অনিয়মিত, রণাঙ্গনের সৈন্য ও পশ্চাৎ অঞ্চলের সেবামূলক কাজকর্মে নিয়োজিত সৈন্য সবাইকে একত্রে ধরলে তা প্রায় মাত্র ২৯ লক্ষে দাঁড়াবে। অন্য দিকে ১৯৪৬ সালের জুনমাসে যে গণমুক্তিফৌজের ১২ লক্ষ সৈন্য ছিল, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তা বেড়ে ২৯ লক্ষে দাঁড়িয়েছে এবং এখন তা বেড়ে ৩০ লক্ষের অধিক হয়েছে। তাই কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর দীর্ঘকাল ধরে যে সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তা দ্রুত হ্রাস পেয়ে সংখ্যাগতভাবেও তারা নিকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। দেশের সমস্ত রণক্ষেত্রে গত চারমাস ধরে গণমুক্তিফৌজ যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছে এটা হচ্ছে তারই ফল; বিশেষ করে এটা হচ্ছে দক্ষিণ রণাঙ্গনের সুই কি ও সিনান অভিযানের[১] এবং উত্তর রণাঙ্গনের চিনচাও, চ্যাঙ্চুন, লিয়াওসি এবং শেনইয়াং অভিযানেরই[২] ফল। বর্তমান বছরের শেষ পর্যন্ত কুওমিনতাঙের পরিচিতিজ্ঞাপক ২৮৫টি ডিভিসন বজায় রয়েছে কেন না তা উন্মত্তের মতো তার অনিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এই চার মাসে ব্যাটালিয়ন ও তার চেয়ে বৃহত্তর যে কুওমিনতাঙ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিকে গণমুক্তিফৌজ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ৬৩টি পুরো ডিভিসনসহ তার মোট পরিমাণ হচ্ছে ৮৩ ডিভিসন।

সুতরাং আমরা প্রথমে যা অনুমান করেছিলাম যুদ্ধ তার চেয়ে অনেক কম দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমরা প্রথমে হিসাব করে দেখেছিলাম প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারকে ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে শুরু করে পাঁচ বছরে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে দেওয়ার জন্য আর মাত্র এক বছর বা ঐ রকম সময় লাগবে। অবশ্য দেশের সকল অংশে প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীগুলিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য এবং জনগণের মুক্তিকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য আরো কিছু বেশি সময় লাগবে।

শত্রু দ্রুত ভেঙ্গে পড়েছে কিন্তু কমিউনিস্টরা, গণমুক্তিফৌজ ও সারা দেশের সকল স্তরের জনসাধারণকে একমন-একপ্রাণ হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে এবং তাদের প্রয়াসকে চতুর্গুণ করে তুলতে হবে ;একমাত্র তা হলেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবো এবং সমগ্র দেশব্যাপী একটি ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারবো।

টীকা

১। সুই কি অভিযান পূর্ব হোনান অভিযান হিসাবেও পরিচিত; গণমুক্তিফৌজ কাইফেঙ, সুইসিয়েন ও কিসিয়েন অঞ্চলে এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৭ই জুন এই অভিযান শুরু হয়। ২২শে জুন আমাদের সৈন্যবাহনী কাইফেঙ দখল করে। তার সংকটগ্রস্ত সামরিক পরিস্থিতিকে রক্ষা করার জন্য চিয়াং কাই-শেক যুদ্ধ ফ্রন্টে চলে যান, নিজে বাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং চিউ চিং-চুয়ান, ঔ শৌ-নিয়েন এবং হুয়াং পো-তাও-এর অধীন তিনটি সৈন্যবাহিনীকে জড়ো করেন নানা দিক থেকে কাই-ফেঙ-এর ওপর আক্রমণ চালাবার জন্য। পূর্ব চীন ফীল্ড আর্মির ছয়টি কলাম, আমাদের মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মির দুটি কলাম এবং আমাদের কোয়ান-তুং কোয়াংসি-র কলাম সুইসিয়েন-কিসিয়েন অঞ্চলে ঔ শৌ-নিয়েন এবং হুয়াং পো-তাও-এর অধীনস্থ বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে এবং ২৭শে জুন থেকে ৬ই জুলাই পর্যন্ত নয় দিন ও নয় রাত্রির তুমুল যুদ্ধের পর তারা ঔ শৌ-নিয়েন-এর সৈন্যবাহিনীর দুই ডিভিশন বা দুটি ব্রিগেডকে এবং হুয়াং পো-তাও-এর সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে আর সব মিলিয়ে মোট নব্বই হাজারের অধিক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ঔ শৌ-নিয়েন এবং পুনর্গঠিত ৭৫তম ডিভিসনের কমাণ্ডার শেন চেং-নিয়েন বন্দী হন। সিনান অভিযান সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের "হুয়াই-হাই সম্পর্কিত ধারণা"-র ২নং টীকা দেখুন।

২। উত্তর-পূর্ব চীনের চিনচাও, চ্যাঙচুন, লিয়াওসি ও শেনইয়াং অভিযানকে একত্রে ধরে লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযান নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান খণ্ডের "লিয়াওসি-শেনইয়াং অভিযানের সামরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণা"-র ১নং টীকা দেখুন।

পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান সম্পর্কিত ধারণা[১]

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮

১। চ্যাঙচিয়াকৌ, সিনপাও-আন ও হুয়াইলাই এবং পিপিং, তিয়েনসিন, তাঙকু ও তাংশানের সমগ্র অঞ্চলের শত্রুবাহিনীগুলির মাত্র কয়েকটি ইউনিট ছাড়া ৩৫তম, ৬২তম এবং ৯৪তম কোরের যে কিছু কিছু ডিভিসনের সুরক্ষিত অবস্থানগুলি প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এখনো বেশ খানিকটা উচ্চস্তরের সংগ্রাম-সামর্থ্য রয়েছে, সেগুলি ছাড়া অন্যদের আক্রমণাত্মক উৎসাহ অল্পই আছে; তাদের অবস্থা হচ্ছে নিছক ধনুকের টংকারে চমকে ওঠা পাখীর মতো। মহান্ প্রাচীরের দক্ষিণ ধারে আপনাদের অগ্রসর হওয়ার সময় থেকেই বিশেষ করে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে। আপনাদের কোনোমতেই শত্রুর সংগ্রাম-সামর্থ্যকে বড়ো করে দেখা চলবে না। আমাদের কিছু কিছু কমরেড শত্রুর সংগ্রাম সামর্থ্যকে বাড়িয়ে দেখছিলেন কিন্তু সমালোচনা করার পর তারা সঠিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। চ্যাংচিয়াকৌ এবং সিনপাও-আন এই দুই জায়গার শত্রুসৈন্যই সুনিশ্চিতভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বেড়াজাল ভেঙ্গে পালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে যে চূড়ান্ত দুরূহ কাজ হবে তারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। ১৬নং কোরের প্রায় অর্ধেক সৈন্যকে দ্রুত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। হুয়াইলাইয়ে অবস্থিত শত্রুর ১০৪ নং কোর দ্রুত দক্ষিণে পালিয়ে গেছে এবং খুব সম্ভবতঃ আজ বা আগামীকালই তাদের নিশ্চিহ্ন

---

[১] চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশনের পক্ষ থেকে এই তারবার্তার খসড়া কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন এবং তা লিন পিয়াও, লো জুং-হুয়ান ও অন্যান্য কমরেডদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। চীনের গণমুক্তিযুদ্ধের দিক থেকে চূড়ান্ত নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৃহত্তম অভিযানের মধ্যে এটি হচ্ছে শেষ অভিযান। এই অভিযানে আমরা পাঁচ লক্ষ বিশ হাজারের অধিক কুওমিনতাঙ সৈন্যকে নিঃশেষ করে দেওয়া ও পুনর্গঠিত করে নেওয়ার ব্যবস্থা করি; পিপিং তিয়েনসিন ও চ্যাঙচিয়াওকৌ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরীগুলি মুক্ত করি এবং বস্তুতঃপক্ষে, উত্তর চীনের মুক্তিযুদ্ধের সমাপ্তি সাধন করি। এই অভিযানের সামরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে যে ধারণা কমরেড মাও সে-তুঙ এখানে হাজির করেন তা বাস্তবে পুরোপুরি কার্যকর করা হয়।

করে দেওয়া হবে। তা করার পর, আপনারা চতুর্থ কলামকে উত্তর-পশ্চিম[২] থেকে উত্তর-পূর্বে পাঠিয়ে নানকাও ও পিপিংয়ের মধ্যেকার যোগপথকে ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হবেন। আমরা মনে করি, তা করা সহজ কাজ হবে না; কারণ, হয় ৯৪ ও ১৬ নং কোরের অবশিষ্ট সৈন্যরা দ্রুত পিপিংয়ে সরে যাবে বা ৯৪, ১৬ এবং ৯২নং কোর নানকাও-চ্যাঙপিং-শাহোচেন অঞ্চলের যুক্ত প্রতিরক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত হবে। কিন্তু আমাদের চতুর্থ কলামের এই চেষ্টার ফলে পিপিংয়ের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর উপকণ্ঠ সরাসরি বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং ঐ সৈন্যবাহিনীকে এমনভাবে আটকে রাখবে যে তারা নড়তেই সাহস পাবে না। যদি তারা সাহসে ভর করে আরো পশ্চিমে সরে গিয়ে ৩৫নং কোরকে শক্তিশালী করে তুলতে চায়, আমরা সরাসরি তাদের পশ্চাদপসরণের পথকে ছিন্ন করে দিতে পারি অথবা পিপিংয়ের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাতে পারি; সুতরাং সম্ভবতঃ তারা আরো পশ্চিমে সরে যাওয়ার সাহস করবে না। উত্তর চীনে ইয়াং তেচি, লো জুই-চিং এবং কেং পিয়াও-এর পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনী শত্রুর ৩৫নং কোরের তিন ডিভিসন সৈন্যকে অবরুদ্ধ করার জন্য নয় ডিভিসন সৈন্যকে নিয়োগ করছেন; এটা চূড়ান্ত রকমের সংখ্যাধিক্য। তারা শত্রুর এই ডিভিসনগুলিকে তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান কিন্তু আমরা তাদের বলছি—কিছু কাল ওদের আক্রমণ না করার জন্য, যাতে করে পিপিং ও তিয়েনসিনস্থ শত্রুসৈন্যদের লোভ দেখিয়ে আটকে রাখা যায় এবং সমুদ্রপথে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াকে তাদের পক্ষে কঠিন করে তোলা যায়। তারা দুই কলাম সৈন্য ব্যবহার করেছেন ৩৫তম কোরকে অবরুদ্ধ করার জন্য এবং একটি কলামকে নিযুক্ত করেছেন ১০৪নং কোরকে প্রতিহত করার জন্য এবং এই দুটি শত্রু বাহিনীকেই তারা পিছু হটিয়ে দিয়েছেন।

২। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পিপিং, নানকাও এবং হুয়াই জৌয়েতে অবস্থিত শত্রুকে বিপন্ন করে তোলার জন্য নানকাওয়ের সন্নিকটে অবিলম্বে পঞ্চম কলামকে প্রেরণ করার আপনাদের প্রস্তাবে আমরা এখন সম্মতি জানাচ্ছি। ঐ কলাম ওখানেই থাকবে, যাতে পরে (প্রায় দশ পনেরো দিনের মধ্যে অর্থাৎ যখন ইয়াং তে-চি, লো জুই-চিং এবং কেং পিয়াও-এর পরিচালনাধীন উত্তর চীনের সৈন্যবাহিনী ৩৫তম কোরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে তার পরে) আপনাদের চতুর্থ কলামকে অব্যাহতি দিয়ে পূর্ব চীনে কাজের জন্য প্রেরণ করা হবে। তাই দয়া করে পঞ্চম কলামকে আজই আদেশ দিন যাতে পশ্চিম অভিমুখে তারা তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখে।

৩। তৃতীয় কলাম কোনো মতেই নানকাওয়ে যাবে না বরং আমাদের নয় তারিখের তার-বার্তা অনুযায়ী পিপিংয়ের পূর্বভাগে ও তুঙশিয়েন-এর দক্ষিণে চলে যাবে পিপিংকে পূর্বদিক থেকে বিপন্ন করে তোলার জন্য এবং চতুর্থ, একাদশ ও

পঞ্চম কলামের সঙ্গে একযোগে মিলে পিপিংয়ের চারদিকে অবরোধ রচনা করার জন্য।

৪। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু প্রথমেই পিপিংকে অবরোধ করা নয় বরং প্রথমেই তিয়েনসিন, তাংকু, লুতাই এবং তাংশানকে অবরোধ করা।

৫। আমাদের হিসাব হচ্ছে আপনাদের দশম, নবম, ষষ্ঠ, এবং অষ্টম কলাম, আমাদের গোলন্দাজবাহিনী এবং আপনাদের সপ্তম কলাম ইউতিয়েন-এর চারপাশের অঞ্চলে সম্ভবতঃ ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে সমবেত হবে। আমরা প্রস্তাব করছি ২০ শে ডিসেম্বর ও ২৫ শে ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী এই কটা দিনের মধ্যে আপনারা বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে যান এবং তৃতীয় কলাম (পিপিংয়ের পূর্ব উপকণ্ঠ থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে যাবে), ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম কলাম—এই ছটি কলামকে ব্যবহার করে তিয়েনসিন, তাংকু, লুতাই এবং তাঙশানকে অবরোধ করুন যদি অবশ্য ঐ অঞ্চলে শত্রু সৈন্যের অবস্থা মোটামুটি এখনকার মতো একই থেকে যায়। পদ্ধতিটি হবে দুই কলামকে উচিংয়ের চারপাশে লাংকাঙ, হোসিউ ও ইয়াঙসুনে রাখা এবং পাঁচটি কলামকে তিয়েনসিন, তাংকু, লুতাই, তাংশান এবং কুয়ের শত্রুর অবস্থানের মাঝে প্রতিরোধ হিসাবে বসিয়ে রাখা এবং শত্রুর সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার যোগসূত্রগুলিকে ছিন্ন করে দেওয়া। এই সমস্ত কলামগুলিকেই দুইদিক থেকে অবরোধের অবস্থান করতে হবে যাতে শত্রুরা পলায়ন করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য। তারপর তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবেন এবং নিজেদের সৈন্যদের সংহতি সাধন করবেন এবং ক্লান্তি দূর করার পর শত্রুর ছোটো ছোটো কয়েকটি গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে। এই অবসরে চতুর্থ কলামকে উত্তর-পশ্চিম থেকে পিপিংয়ের পূর্বভাগে চলে যেতে হবে। চতুর্থ কলাম যাত্রা শুরু করার আগেই ইয়াং তে-চি, লো জুই চিং এবং কে পিয়াও-এর পরিচালনাধীন উত্তর চীন শত্রুবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। পূর্বভাগে পরিস্থিতি অনুসারে সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে করে প্রথমে তাংকু-র শত্রু সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় এবং এই সামুদ্রিক বন্দরটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করা যায়। এই দুটি স্থান তাঙকু (যা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) এবং সিনপাও-আন দখল করা হয়ে গেলে সমস্ত দাবার ছকের উদ্যোগেই আপনাদের হাতে চলে আসবে। উপরে বর্ণিত সৈন্যসমাবেশ বাস্তবিক পক্ষে চ্যাঙচিয়াকৌ, সিনপাও-আন, নানকোও, পিপিং, হুহাইজৌ, তুঙসিয়েন, ওয়াংপিঙ (চোসিয়েন ও লিয়াংসিয়াং দখল করা হয়ে গেছে) ফেঙতাই, তিয়েনসিন, তাঙকু, লুতাই, তাংশান ও কাইপিংস্থ শত্রু সৈন্যদেরকে সামগ্রিকভাবে অবরোধেরই পরিকল্পনা।

৬। এই সংগ্রাম পদ্ধতি সাধারণভাবে ইসিয়েন, চিনচাও, চিনসি, সিংচেঙ, সুইচুঙ,

শানহাইকুয়ান এবং লুয়ানসিয়েন[৩] লাইন ধরে আপনারা সংগ্রামের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তারই অনুরূপ হবে।

৭। আজ থেকে শুরু করে দুই সপ্তাহ (১১ই থেকে ২৫শে ডিসেম্বর) যুদ্ধের মূলনীতি হবে আক্রমণ না করে অবরোধ করা (চ্যাঙচিয়াকৌ ও সিনপাও-আন-এর ক্ষেত্রে) এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অবরোধ না করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া (পিপিং, তিয়েনসিন এবং তুংচাও-এর ক্ষেত্রে শুধু রণনীতিগত দিক থেকে সামরিকভাবে অবরোধ করা এবং শত্রুর বাহিনীগুলির একে অন্যের মধ্যেকার যোগপথগুলি ছিন্ন করে দেওয়া, কিন্তু রণকৌশলগত কোনো অবরোধ না করা) যাতে করে আমাদের সৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ করে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় এবং তারপর একে একে শত্রুর সৈন্যবাহিনীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। বিশেষ করে, চ্যাঙচিয়াকৌ, সিনপাও-আন এবং নানকাওস্থ শত্রুর সকল বাহিনীগুলিকে আপনারা অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করে দেবেন না কারণ তাহলে নানকাওয়ের পূর্বভাগে অবস্থিত শত্রুকে দ্রুত দ্বারবন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে তা বাধ্য করবে। দয়া করে এই বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিয়েছেন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হোন।

৮। পিপিং-তিয়েনসিন অঞ্চলস্থ তার সৈন্যবাহিনীকে জাহাজে করে দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত চিয়াং কাই-শেক যাতে দ্রুত নিয়ে না নেন তার জন্য আমরা লিউ পো-চেঙ, তেঙ শিয়াও-পিং, চেন ঈ ও সু য়ু-কে নির্দেশ দিচ্ছি হুয়াং ওয়েই-এর সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর চিউ চিং-চুয়ান, লি মি ও সান ইউয়ুআন-লিয়াং-এর অধীনে তু-য়ু-মিঙ-এর বাকী সৈন্যবাহিনীকে রেহাই দেওয়ার জন্য (প্রায় অর্ধেককে তো এর মধ্যেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে) এবং দু সপ্তাহ তাদের চূড়ান্ত নিশ্চিহ্নকরণের জন্য কোনো সৈন্যসমাবেশ না করার জন্য।

৯। সিংতাওয়ের দিকে শত্রুর পলায়নকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা শানতুংস্থ আমাদের সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছি কিছু সৈন্য সমাবেশ করে সিনান-এর নিকটবর্তী পীত নদীর অংশটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং সিংতাও-সিনান রেলপথ বরাবর প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

১০। শত্রুর সূচাও, চেংচাও, সিয়ান বা সুইয়ুআন-এর দিকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প বা কোনো সম্ভাবনাই নেই।

১১। প্রধান বা একমাত্র আশঙ্কা হচ্ছে শত্রুবাহিনী সমুদ্রপথে পালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং সামনের দু সপ্তাহ সাধারণ পদ্ধতি হবে আক্রমণ না করে অবরোধ করা বা অবরোধ না করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

১২। এই পরিকল্পনা শত্রুর ধারণার বাইরে এবং আপনারা চূড়ান্ত সৈন্য সমাবেশ

সম্পূর্ণ করার আগে তাদের পক্ষে কোনো কিছু আন্দাজ করাই অত্যন্ত কঠিন হবে। বর্তমানে শত্রু সম্ভবতঃ হিসাব করছে যে আপনারা পিকিং আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।

১৩। শত্রু সব সময়ই আমাদের সৈন্যবাহিনীর উদ্যমকে খাটো করে এবং তার নিজের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখে। যদিও তার অবস্থা হচ্ছে নিছক ধনুকের টংকারে চমকে-ওঠা পাখীর মতো। পিপিং ও তিয়েনসিনস্থ শত্রুবাহিনী কোনোমতে এটা ভাবতেই পারে না যে উপরে বর্ণিত সৈন্যসমাবেশ আপনারা ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত করে ফেলতে পারবেন।

১৪। ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই সমাবেশ সমাপ্ত করে ফেলার জন্য আপনাদেরকে আপনাদের সৈন্যবাহিনীকে আগামী দুই সপ্তাহ সকল ক্লান্তিকে তুচ্ছ করার জন্য, নিজেদের সৈনিকদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে কোনো ভয় না করার জন্য এবং শীত ও ক্ষুধাকে ভয় না করার জন্য অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে ; এই সমাবেশগুলি সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা বিশ্রাম নিতে পারেন, নিজেদের সংহতি সাধন করতে পারেন এবং আক্রমণ করার জন্য সময় নিতে পারেন।

১৫। ধারানুসারে আক্রমণগুলি হবে অনেকটা নিম্নরূপ : প্রথমে তাঙকু-লুতাই বিভাগে আক্রমণ চালাতে হবে ; দ্বিতীয় হবে সিনপাও-আন ; তৃতীয় হবে তাঙশান বিভাগ ; চতুর্থ হবে তিয়েনসিন ও চ্যাঙচিয়াকৌ বিভাগে আক্রমণ পরিচালনা এবং সর্বশেষে পিপিং বিভাগে আক্রমণ চালাতে হবে।

১৬। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের অভিমত কী? এই পরিকল্পনার ত্রুটিবিচ্যুতি কী কী? এটা কার্যকর করার পথে কোনো অসুবিধা আছে কি? দয়া করে, এইসব নিয়ে বিবেচনা করুন এবং তার-যোগে উত্তর পাঠান।

টীকা

১। লিন পিয়াও, লো জুং-হুয়ান, নিয়ে জুং-চেন ও অন্যান্য কমরেডদের পরিচালনাধীনে উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মি ও গণমুক্তিফৌজের উত্তর চীন বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে উত্তর-পূর্ব চীনের লিয়াওসি, শেনইয়াং অভিযানের বিজয়ী পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই শুরু হয়। কমরেড মাও সে-তুঙের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মি সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীনের মুক্তি সম্পূর্ণ করার পর মহান প্রাচীর ধরে দক্ষিণ দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায় এবং উত্তর চীনের গণমুক্তিফৌজের বাহিনীগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিলিত অভিযান চালিয়ে উত্তর চীনের কুওমিনতাঙ সৈন্যদের অবরুদ্ধ করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উত্তর-পূর্ব চীনে গণমুক্তি-ফৌজের বিজয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে কুওমিনতাঙের উত্তর-চীন "দস্যু দমন" সদর দপ্তরের প্রধান সেনাপতি ফু সো-ঈর ছয় লক্ষাধিক কুওমিনতাঙ সৈন্য দ্রুত তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে

সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসে সমুদ্র পথে দক্ষিণে বা পশ্চিমে সুইয়ুআন প্রদেশে পালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের সৈন্যবাহিনী বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর বাহিনীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তাদের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পিপিং তিয়েনসিন চ্যাংচিয়াকৌ, সিনপাও-আন এবং তাঙকূতে অবস্থিত পাঁচটি শক্ত ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ করে রাখে—এবং এভাবে দক্ষিণে বা পশ্চিমে তাদের পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ২২শে ডিসেম্বর (শত্রুর ৩৫তম কোরের এবং দুটি ডিভিসনের সদর দপ্তর) সিনপাও-আনস্থ শত্রুর মূল বাহিনীকে অবরুদ্ধ ও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ২৪শে ডিসেম্বর চ্যাঙ-চিয়াকৌ দখল করে নেওয়া হয় এবং শত্রুর একাদশ সৈন্যবাহিনীর সাত ডিভিসন ও একটি কোরের সদর দপ্তর দখল করে নেওয়া হয় এবং সব মিলিয়ে ৫৪ হাজারের অধিক সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি তিয়েনসিন অবরোধকারী আমাদের সৈন্যবাহিনী মহানগরীর শত্রু পক্ষের গ্যারিসনের সেনাপতি চেন চ্যাঙচিয়ে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করার পর একটি ব্যাপক অভিযান শুরু করে। উনত্রিশ ঘণ্টার তীব্র যুদ্ধবিগ্রহের পর মহানগরীকে মুক্ত করা হয়, এক লক্ষ ত্রিশ সহস্রাধিক শত্রু সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় এবং চেন চ্যাঙ-চিয়ে-কে বন্দী করা হয়। তার ফলে পিপিংয়ে অবস্থিত দুই লক্ষাধিক শত্রু সৈন্য আমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক কঠোরভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে দাঁড়ায়। তাকে সপক্ষে নিয়ে আসার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার ফলে জেনারেল ফু সো-ঈর পরিচালনাধীন শত্রুর পিপিংস্থ বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়। ৩১শে জানুয়ারী আমাদের সৈন্যবাহিনী পিপিং প্রবেশ করে, শান্তিপূর্ণভাবে মহানগরীর মুক্তি ঘোষণা করা হয় এবং পিপিং-তিয়েনসিন অভিযানের বিজয়ী পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অভিযানকালে তাঙকুস্থ শত্রুর পঞ্চাশ সহস্রাধিক যে সৈন্যগণ সমুদ্রপথে পালিয়ে যায় তাদের বাদ দিয়ে পাঁচলক্ষ বিশ সহস্রাধিক কুওমিনতাঙ সৈন্যদের অকেজো করে দেওয়া হয় এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তাদের পুনর্গঠিত করে নেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে সুইয়ুআন প্রদেশের কুওমিনতাঙ সৈন্যগণ একটি তার-বার্তায় ঘোষণা করেন যে তারা বিদ্রোহ করেছেন এবং জনগণের পক্ষে চলে এসেছেন এবং নিজেদের পুনর্গঠিত হতে দিতে তারা রাজী আছেন।

২। এতে করে নানকাও-এর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে।

৩। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঈশিয়েন, চিনচাও, চিনসি, সিংচেং, সুইচুং, সানকাইকুয়ান, লুয়ানসিয়ান এবং চ্যাঙলি, পিপিং-লিয়াওনিং রেলপথ বরাবর এইসব স্থানে অবস্থিত শত্রু সৈন্যবাহিনী যাতে তাদের রণক্ষেত্রকে গুটিয়ে আনতে না পারে এবং নিজেদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে না পারে তার জন্য ঐ সময়ে ঐ রেলপথ বরাবর অভিযানরত উত্তর-পূর্ব ফীল্ড আর্মি প্রথমে নিজের সৈন্যবাহিনীর একটা অংশকে কাজে লাগিয়ে শত্রুকে অবরুদ্ধ করা এবং ঐসব স্থানের শত্রুর ইউনিটগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং তারপর একটি একটি করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল।

আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানিয়ে তু ইউয়ু-মিং ও অন্যান্যদের কাছে প্রেরিত বার্তা

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮

জেনারেল তু ইউয়ু-মিং, জেনারেল চিউ চিং-চুয়ান, জেনারেল লি মি এবং জেনারেল চিউ চিং-চুয়ান ও লি মি-র অধীনস্থ দুটি সৈন্যবাহিনীর সকল কোর, ডিভিসন ও রেজিমেন্টের কমাণ্ডারগণ ঃ

আপনারা আমাদের শক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছেন। ১৫ই রাত্রে হুয়াঙ ওয়েই-এর সৈন্যবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, লি ইয়েন-নিয়েন-এর সৈন্যবাহিনী পলায়ন করে দক্ষিণের দিকে চলে গেছে এবং তাদের সঙ্গে যোগদান করার আশা করে থাকা আপনাদের পক্ষে নিরর্থক। আপনারা কি ভাবছেন যে বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে যাবেন? চারদিকেই যখন গণমুক্তিফৌজ রয়েছে তখন আপনারা কী করে তা ভেদ করে যাবেন? গত কদিন ধরেই তো আপনারা বেড়াজাল ভেদ করে বের হওয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাতে করে কী হয়েছে? আপনাদের বিমান এবং ট্যাঙ্কগুলিও অকেজো হয়ে পড়েছে। আপনাদের চেয়ে বেশি বিমান ও ট্যাঙ্কই আমাদের রয়েছে অর্থাৎ জনসাধারণ আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাগুলি ও বিস্ফোরককেই তো আমাদের গৃহজাত বিমান ও ট্যাঙ্ক বলে অভিহিত করে থাকেন। বিদেশে তৈরী আপনাদের বিমান ও ট্যাঙ্কের চেয়ে সেগুলি দশগুণ বেশি ভয়ঙ্কর নয় কি? সান ইউয়ান-লিয়াং-এর অধীনস্থ আপনাদের বাহিনীকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবং আপনাদের বাকী দুটি সৈন্যবাহিনীর অর্ধেকের বেশি সৈন্য আহত বা বন্দী হয়েছে। আপনারা আপনাদের সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের হরেক রকমের ও অকর্মন্য বহু লোকজনকে নিয়ে এসেছেন, সুচাও থেকে বহু ছাত্রকে নিয়ে এসেছেন এবং জোর করে তাদেরকে আপনাদের সৈন্যদলে ঢুকিয়েছেন, কিন্তু এইসব লোকেরা কী করে যুদ্ধ করবে বলুন? দশ দিনের বেশি হলো, বেড়াজালের পর বেড়াজালে আপানারা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছেন, আঘাতের পর আঘাত আপনাদের সইতে হচ্ছে এবং আপনাদের অবস্থান খুবই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যে ছোটো জায়গায়

মধ্যাঞ্চলের সমতলের এবং পূর্বচীনের গণমুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে এই বেতারবার্তাটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করে দিয়েছিলেন।

আপনারা রয়েছেন তা মাত্র দশ বর্গ লী পরিমিত স্থান এবং সেখানে এত বিরাট সংখ্যক লোকজন এমন গাদাগাদি ভীড় করে রয়েছেন যে আমাদের একটি গোলাই আপনাদের অনেকের ভবলীলা শেষ করে দিতে পারবে। আপনাদের আহত সৈন্যগণ এবং যেসব পরিবার আপনাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন তারা ওপরওয়ালা ঠাকুরদেবতার কাছে অবিরাম নালিশ জানাচ্ছেন। আপনাদের সৈন্যগণ এবং অফিসারদের অনেকেরই আর লড়াই করার কোনো বাসনাই নেই। সহকারী প্রধান সেনাপতি হিসাবে, সৈন্যদল, কোর, ডিভিসন ও রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার হিসাবে আপনাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত এবং আপনাদের অধীনস্থদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের এই মনোভাব সম্পর্কে আপনাদের সহানুভূতি থাকা উচিত, তাদের জীবনকে প্রিয় বস্তু বলে গণ্য করা উচিত, যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্কৃতির একটা পথ খুঁজে বের করা উচিত এবং অর্থহীন মৃত্যুর পথে তাদের ঠেলে দেওয়া থেকে বিরত হওয়া উচিত।

এখন যেহেতু হুয়াং ওয়েই-এর সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও লি ইয়েন-নিয়েন-এর সৈন্যবাহিনী পেঙপুর দিকে পালিয়ে গেছে আমরা তাই আপনাদের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি বাহিনীকে আক্রমণের জন্য সমবেত করতে পারবো। এই যাত্রা আমরা মাত্র চল্লিশ দিন যুদ্ধ করেছি এবং আপনারা হুয়াং পো-তাও-এর অধীনস্থ দশ ডিভিসন সৈন্যকে এর মাঝেই খুইয়েছেন, হুয়াই ওয়েই-এর অধীনস্থ এগারো ডিভিসন, সান ইউয়ান-লিয়াং-এর অধীনস্থ চার ডিভিসন, ফেঙচি আন-এর অধীনস্থ চার ডিভিসন, সান লিয়াং-চেঙ-এর অধীনস্থ দুই ডিভিসন, সুসিয়েনে এক ডিভিসন এবং লিংপিতে অন্য এক ডিভিসন সৈন্যকে খুইয়েছেন— সব মিলিয়ে আপনাদের ৩৪ ডিভিসন সৈন্য হারাতে হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনী ২৭১/২ ডিভিসন সৈন্যকে একেবারে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে; এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে হো চি-ফেঙ এবং চ্যাঙ কে-শিয়া-র পরিচালনাধীন সাড়ে তিন ডিভিসন এবং লিয়াও ইউয়ুন-চৌ-এর পরিচালনাধীন এক ডিভিসন সৈন্যের ক্ষেত্রে যারা বিদ্রোহ করেছেন ও আমাদের পক্ষে চলে এসেছেন এবং সান লিয়াং-চেঙ-এর পরিচালনাধীন একটি ডিভিসনের চাও পি কুয়াং ও হুয়াং সে-হুয়া-র পরিচালনাধীন দুটো অর্ধ ডিভিসন যারা আত্মসমর্পন করেছেন।[১] আপনারা নিজেদের চোখেই হুয়াঙ পো-তাও, হুয়াং ওয়েই এবং সান ইউয়ান লিয়াং-এর অধীনস্থ তিনটি বাহিনীর হাল দেখতে পেয়েছেন। চ্যাঙ্চুন-এর জেনারেল চেঙ তুঙ-কুয়ো-এর দৃষ্টান্ত[২] থেকে এবং কোর কমান্ডার সান লিয়াঙ-চেঙ ও ডিভিসন কমান্ডার চাও পি-কুয়াং এবং হুয়াং সে-হুয়ার দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আপনাদের উচিত অবিলম্বে আপনাদের সকল সৈন্যকে অস্ত্রবিসর্জন ও

প্রতিরোধ বন্ধ করার আদেশ দেওয়া। আমাদের সৈন্যবাহিনী আপনাদের সমস্ত উচ্চপদস্থ অফিসার ও সকল অফিসার সৈনিকদের জীবন ও নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি প্রদান করছে। নিষ্কৃতি লাভের এই হচ্ছে আপনাদের একমাত্র পথ। এ নিয়ে ভেবে দেখুন! যদি আপনারা মনে করেন এটা ঠিকই আছে, তাহলে তাই করুন। আর যদি তা সত্ত্বেও আপনারা আরেক দফা যুদ্ধ লড়তে চান আপনারা তাও করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেই হবে।[৩]

—গণমুক্তিফৌজের মধ্যাঞ্চলের সমতলের সদর দপ্তর
গণমুক্তিফৌজের পূর্বচীন সদর দপ্তর

টীকা

১। কুওমিনতাঙের তৃতীয় শান্তিস্থাপনকারী অঞ্চলের ডেপুটি কমাণ্ডার দুজন হো চি-ফেঙ এবং চ্যাঙকে-শিয়া সুচাওয়ের উত্তর-পূর্বস্থ চিয়াওয়াং বিভাগে হুয়াই-হুয়া অভিযানের প্রথম স্তরের যুদ্ধবিগ্রহকালে কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং একটি কোরের সদর দপ্তর, তিনটি ডিভিসন এবং একটি রেজিমেণ্ট সব মিলিয়ে বিশ সহস্রাধিক সৈন্যসহ গণমুক্তিফৌজের পক্ষে চলে আসেন। কুওমিনতাঙের ৮৫তম কোরের ১১০নং ডিভিসনের কমাণ্ডার লিয়াও ইউয়ুন-চৌ আনহুই প্রদেশের সুসিয়েন-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে লোচিতে হুয়াই-হাই অভিযানের দ্বিতীয় স্তরের যুদ্ধবিগ্রহকালে ১৯৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তার ডিভিসনের সদর দপ্তর ও পুরো দুটো রেজিমেণ্ট ও মোট ৫,৫০০জন সৈন্যসহ গণমুক্তিফৌজের পক্ষে চলে আসেন। কুওমিনতাঙের প্রথম শান্তিস্থাপনকারী এলাকার ডেপুটি কমাণ্ডার এবং ১০৭নং কোরের কমাণ্ডার সান লিয়াঙ-চেং তার কোরের সদর দপ্তর ও একটি ডিভিসন তথা মোট ৫৮০ জন সৈনিকসহ ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর হুয়াই-হাই অভিযানের প্রথম স্তরের যুদ্ধ-বিগ্রহকালে কিয়াংসু প্রদেশের সুইনিং-এর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গণমুক্তিফৌজের পক্ষে চলে আসেন। হুয়াই-হাই অভিযানের প্রথম স্তরের যুদ্ধবিগ্রহকালে ১৯৪৮ সালের ১৮ই নভেম্বর কিয়াংসু প্রদেশের সুচাওয়ের পূর্বভাগে নিয়েনচুয়াং বিভাগে কুওমিতাঙের ৪৪তম কোরের ১৫০নং ডিভিসনের কমাণ্ডার চাও পি কুয়াং তার অবশিষ্ট দুহাজার সৈন্যসহ গণমুক্তিফৌজের পক্ষে চলে আসেন। কুওমিনতাঙের ৮৫তম কোরের ২৩নং ডিভিসনের কমাণ্ডার হুয়াঙ সে-হুয়া তার ডিভিসনের সদর দপ্তর এবং দুটি রেজিমেণ্টের ভগ্নাবশেষসহ হুয়াই-হাই অভিযানের দ্বিতীয় স্তরের যুদ্ধবিগ্রহকালে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে আনহুই প্রদেশের মেং চেং-এর উত্তর-পূর্বে শুয়ানং উইচিতে গণমুক্তিফৌজের পক্ষে চলে আসেন।

২। ১৯৪৭ সালের শীতকালে উত্তর-পূর্ব চীনের গণমুক্তিফৌজ চ্যাঙচুন অবরোধ করে। আমাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক চিনচাও মুক্ত হওয়ার পর যখন সমগ্র উত্তর-পূর্ব চীনের সমস্ত

শত্রুসৈন্য নড়বড়ে একটি অবস্থায় সেই সময় কুওমিনতাঙের উত্তর-পূর্ব চীনের "দস্যু দমন" সদর দপ্তরের সহকারী প্রধান সেনাপতি এবং চ্যাঙচুন-এর কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি চেঙ তুং কুয়ো প্রথম সৈন্যবাহিনীর সৈনিকগণ এবং নূতন সপ্তম কোরের অফিসার ও সৈনিকদের নিয়ে ১৯৪৮ সালের ১৯শে অক্টোবর আত্মসমর্পণ করেন।

৩। এই বার্তাটি পাওয়ার পরও কুওমিনতাঙের সুচাওস্থ "দস্যু দমন" সদর-দপ্তরের সহকারী প্রধান সেনাপতি তু ইউয়ুংমিং, কুওমিনতাঙের দ্বিতীয় সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার চিউ চিং-চুয়ান এবং কুওমিনতাঙের ত্রয়োদশ সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার লি মি মরীয়া হয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে থাকেন যার ফলে তাদের সমূহ সৈন্যবাহিনী আমাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তিশালী আক্রমণের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তু ইউয়ু-মিং বন্দী হন, চিউ চিং-চুয়ান নিহত হন এবং শুধু লি মি-ই পালিয়ে যেতে পারেন।

বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে চলুন

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

মহান মুক্তিযুদ্ধে চীনের জনগণই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেন। আমাদের শত্রুও এই পরিণতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

যুদ্ধ আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে এসেছে। প্রতিক্রিয়াবাদী কুওমিনতাঙ সরকার যখন প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন আমাদের গণমুক্তিফৌজের চেয়ে তার আনুমাণিক সাড়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য ছিল; গণমুক্তিফৌজের তুলনায় তার সৈন্যদলের অস্ত্রশস্ত্র, লোকবল ও বৈষয়িক সম্পদ ছিল অনেক উৎকৃষ্ট, তার ছিল আধুনিক শিল্প ও আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম; গণমুক্তিফৌজের এসব কিছুই ছিল না; আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ওরা ব্যাপক আকারে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে ওরা প্রস্তুতি চালিয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধের প্রথম বছরে (১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৭ সালের জুন পর্যন্ত) কুওমিনতাঙ আক্রমণাত্মক অবস্থানে ছিল এবং গণমুক্তিফৌজ আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। ১৯৪৬ সালের কুওমিনতাঙ উত্তর-পূর্বের শেনইয়াং, সেপিংকাই, চ্যাঙ্চুন, কিরিন, আনতুং ও অন্যান্য মহানগরী এবং লিয়াওনিং, লিয়াওপেই ও আনতুং প্রদেশের অধিকাংশই দখল করে নিয়েছিল;[১] পীত নদীর দক্ষিণে তা হুয়াইয়িন ও হোতসে মহানগরীগুলি এবং হুপে-হোনান-আনহুই, কিয়াংসু-আনহুই, হোনান-আনহুই-কিয়াংসু এবং শানতুং মুক্ত অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল; এবং মহান প্রাচীরের উত্তরে তা চেংতে, চিনিং ও চ্যাঙচিয়াকৌ এবং জেহোল, সুইয়ুআন এবং চাহার প্রদেশের অধিকাংশই দখল করে নিয়েছিল। কুওমিনতাঙ তখন বিজয়ী বীরের মতো হাঁক-ডাক ছাড়ছিল আর হেলেদুলে চলছিল। গণমুক্তিফৌজ সঠিক রণনীতিই গ্রহণ করেছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল অঞ্চল অধিকারে রাখার চেষ্টা না করে কুওমিনতাঙের কার্যকর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং প্রতি মাসে তা গড়ে কুওমিনতাঙের নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর প্রায় আটটি করে ব্রিগেডকে ধ্বংস করে

নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্য এই নববর্ষের বাণীটি কমরেড মাও সে-তুঙ রচনা করেছিলেন।

দিচ্ছিল (যা ছিল বর্তমানের আটটি ডিভিসনের সমান)। তার ফলে, কুওমিনতাঙকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সর্বাত্মক আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয় এবং ১৯৪৭ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই তারা প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যকে দক্ষিণাঞ্চলের ফ্রন্টের দুটি দিকে অর্থাৎ শানতুং ও উত্তর শেনসিতে সীমাবদ্ধ করে নিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বছরে (১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৪৮ সালের জুন পর্যন্ত) যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। বিরাট সংখ্যক কুওমিনতাঙ নিয়মিত সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গণমুক্তিফৌজ দক্ষিণ ও উত্তরের যুদ্ধফ্রন্টে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান থেকে আক্রমণাত্মক একটি অবস্থানে চলে যায়, অন্যদিকে কুওমিনতাঙ আক্রমণাত্মক থেকে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে হটে যায়। উত্তর-পূর্ব চীনে, শানতুংয়ে এবং উত্তর শেনসিতে হৃত অধিকাংশ অঞ্চলই যে গণমুক্তিফৌজ পুনরুদ্ধার করে তাই নয়, ইয়াংসি ও ওয়েইহুই নদীর উত্তরভাগে অবস্থিত কুওমিনতাং অঞ্চলেও তা যুদ্ধের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে দেয়। তদুপরি, শিচিয়াচুয়াঙ, ইউয়ুনেচং, সেপিংকাই, লোয়াং, ঈচুয়ান, পাওকি, ওয়েইসিয়েন, লিনফেন ও কাইফেঙ আক্রমণ ও দখল করার সূত্রে আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড সুরক্ষিত স্থানগুলি আক্রমণের রণকৌশল আয়ত্ত করে নেয়।[২] গণমুক্তিফৌজ তার নিজস্ব গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোর গড়ে তোলে। এটা ভুলে যাবেন না, গণমুক্তিফৌজের বিমান ছিল না, ট্যাঙ্কও ছিল না, কিন্তু একবার তা কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর চেয়ে উন্নততর গোলন্দাজবাহিনী ও ইঞ্জিনিয়ারিংবাহিনী গড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুওমিনতাঙের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তার সমস্ত বিমান ও ট্যাঙ্ক সত্ত্বেও তুলনামূলক বিচারে নগণ্য হয়ে দাঁড়ালো। এর মাঝেই গণমুক্তিফৌজ শুধু চলমান যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনায় নয়, অবস্থানগত যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনাতেও দক্ষ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের তৃতীয় বছরের প্রথমার্ধে (১৯৪৮ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বরে) অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। গণমুক্তিফৌজ এতকাল সংখ্যাগত দিক থেকে পেছনে পড়েছিল, তা সংখ্যাগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলো। তা শুধুমাত্র কুওমিনতাঙের প্রচণ্ড সুরক্ষিত মহানগরীগুলিই যে দখল করে নিতে পারলো তা নয়, কুওমিনতাঙের দুর্ধর্ষ বাহিনীসমূহের শক্ত অবস্থানগুলিকে এবং লক্ষ ও বহু লক্ষ সৈন্যকে একসঙ্গে অবরোধ ও ধ্বংস করে দিতে পারলো। গণমুক্তিফৌজ যে হারে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাটালিয়ন ও তার উচ্চতর পর্যায়ে কুওমিনতাঙের নিয়মিত যে পরিমাণ ইউনিটগুলিকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি সেই পরিসংখ্যানের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, (এর মধ্যে শত্রুর যেসব বাহিনী বিদ্রোহ করেছে ও আমাদের পক্ষে চলে এসেছে তাদেরকেও

ধরা হয়েছে)। প্রথম বছরে পুরোপুরি ৪৬টি ব্রিগেডসহ ৯৭টি বিগ্রেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল ; দ্বিতীয় বছরে পুরোপুরি ৫০টি ব্রিগেডসহ ৯৪টি ব্রিগেডকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল এবং তৃতীয় বছরের প্রথমার্ধে অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি ১১১টি ব্রিগেডসহ ১৪৭টি ডিভিসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।[৩] এই ছয় মাসে শত্রুর সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া ডিভিসনের মোটসংখ্যা গত দুবছরের মিলিত যোগফলের চেয়ে ১৫টি বেশি। শত্রুর যুদ্ধের ফ্রন্ট সামগ্রিক দিক থেকে পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে। উত্তর-পূর্বের শত্রু সৈন্যকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে; উত্তর চীনের শত্রুসৈন্যদের শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে এবং পূর্ব চীনে ও মধ্যাঞ্চলের সমতলে শুধুমাত্র সামান্য কিছু শত্রুসৈন্যই বাকী রয়েছে। ইয়াংসি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত কুওমিনতাঙের মূল বাহিনীর এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ফলে গণমুক্তিফৌজের আসন্ন ইয়াংসি নদী অতিক্রম করা এবং দক্ষিণমুখী অভিযান চালিয়ে সমগ্র চীনকে মুক্ত করা অনেক পরিমাণে সহজতর হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে সামরিক ফ্রন্টে এই বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চীনের জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফ্রন্টেও বিপুল বিজয় অর্জন করেছেন। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের জনমত, এমন কি সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকাজগৎও, আর চীনের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের দেশজোড়া বিজয়ের নিশ্চয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন না।

শত্রু নিজের থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে না। চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীরা বা চীনে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তিগুলি ইতিহাসের মঞ্চ থেকে আপন ইচ্ছায় বিদায় নেবে না। ঠিক যেহেতু তারা বুঝতে পারছে যে চীনের জনগণের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে নিছক সামরিক যুদ্ধবিগ্রহ দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না, তাই তারা প্রতিদিন রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপর অধিক থেকে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করছে। এক দিকে চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীরা ও আমেরিকান আক্রমণকারীরা বর্তমান কুওমিনতাঙ সরকারকে তার "শান্তির" প্রতারণার জন্য কাজে লাগাচ্ছে, অন্যদিকে, তারা উভয় পক্ষের সঙ্গেই তাদের সঙ্গে এবং বিপ্লবী শিবিরের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এমন কিছু ব্যক্তিকে ব্যবহার করে ঐ ব্যক্তিগণকে সুকৌশলে কাজ করার জন্য উত্তেজিত ও প্ররোচিত করছে, বিপ্লবী শিবিরে অনুপ্রবেশ করতে বলছে এবং ঐ শিবিরের মধ্যে তথাকথিক একটি বিরোধী উপদল গড়ে তুলতে বলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে রক্ষা করা এবং বৈপ্লবিক শক্তিগুলির হানি সাধন করা। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এই পরিকল্পনা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং চীনে এর মাঝেই তাকে কার্যকর করতে শুরু করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের

সরকার কুওমিনতাঙের প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধকে নিছক সরাসরি সমর্থন জ্ঞাপনের নীতি বদল করে দুধরণের সংগ্রামকৌশল গ্রহণ করেছে ঃ

১। কুওমিনতাঙের সশস্ত্র বাহিনীর ভগ্নাবশেষকে এবং আঞ্চলিক বাহিনীগুলিকে সংগঠিত করে ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে এবং সুদূর সীমান্ত অঞ্চলে গণমুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখা এবং

২। বিপ্লবী শিবিরের মধ্যেকার বিরোধী একটি উপদলকে সংগঠিত করে সর্বশক্তি দিয়ে যেখানেই সম্ভব বিপ্লবকে স্তব্ধ করে দেওয়া ;আর যদি তা এগিয়েই চলে তবে তাকে যথাসম্ভব নরম করে আনা এবং তা যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যদের স্বার্থে খুব বেশি হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য প্রয়াসী হওয়া ।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতিকে সমর্থন করে। বহু লোকজন এখনও পরিস্থিতিটি পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতেই তারা তা দেখতে পাবেন।

চীনের জনগণের সামনে, সকল গণতান্ত্রিক পার্টি ও সকল গণসংগঠনের সামনে এখন প্রশ্ন বিপ্লবকে তারা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবেন না তাকে মাঝপথে ছেড়ে দেবেন। বিপ্লবকে যদি শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে প্রতিক্রিয়ার সকল শক্তিকে দৃঢ়ভাবে, সম্পূর্ণভাবে, সামগ্রিকভাবে ও পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বৈপ্লবিক পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে ; অবিচালিত ভাবে আমাদেরকে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে ;কুওমিনতাঙের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনকে দেশব্যাপী ভিত্তিতেউচ্ছেদ করে দিতে হবে এবং এমন একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা হবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন ও শ্রমিক এবং কৃষকদের মৈত্রীর মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একটি একনায়কত্ব। এভাবে, চীনা জাতি নিপীড়িতদের সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিতে পারেবে ; দেশ একটি আধা উপনিবেশ থেকে যথার্থ স্বাধীন একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে ;চীনের জনগণ পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন করবেন, চিরকালের মতো সামন্তবাদী নিপীড়ন এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের (চীনের একচেটিয়া পুঁজিবাদের) নিপীড়ন এই উভয়কে উচ্ছেদ করে দেবেন এবং এভাবে কৃষিপ্রধান একটি দেশ থেকে চীনকে শিল্পসমৃদ্ধ একটি দেশে রূপান্তরের জন্য যা প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত ঐক্য, গণতন্ত্র ও শান্তি অর্জিত হবে এবং মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি সমাজকে বিকশিত করে তাকে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিণত করার কাজকে তা সম্ভবপর করে তুলবে। বিপ্লবকে

যদি মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া হয় তার অর্থ হবে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া, বিদেশী আক্রমণকারীদের ও চীনা প্রতিক্রিয়াবাদীদের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করা এবং কুওমিনতাঙকে তার ক্ষতগুলি শুকিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাতে করে আবার একদিন তা বিপ্লবকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে পারে এবং সমগ্র দেশকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে পারে। ঠিক এই ভাবেই স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্নটি এসে হাজির হয়েছে। এই দুই পথের কোনটিকে বেছে নিতে হবে চীনের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দল, প্রতিটি গণসংগঠনকে ও প্রশ্নটি বিচার করে দেখতে হবে, পথ বেছে নিতে হবে এবং নিজের অবস্থানকে পরিচ্ছন্নভাবে হাজির করতে হবে। মাঝ পথে ছাড়াছাড়ি না করে চীনের গণতান্ত্রিক দল ও গণসংগঠনগুলি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে পারছেন কিনা না তা নির্ভর করছে তারা এই প্রশ্নে সহমত পোষণ করেন কি না এবং চীনের জনগণের সাধারণ শত্রুকে উচ্ছেদ করে দিতে তারা সর্বসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করছেন কিনা তার ওপর। আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সহমত ও সহযোগিতা, কোনো "বিরোধী উপদল" গঠন বা কোনো "মধ্যপন্থা" অনুসরণ[৪] তা নয়।

বিগত কুড়ি বছরের অধিক দীর্ঘ এই সময়ে, ১৯৭২ সালের ১২ই এপ্রিল বলপূর্বক প্রতি-বিপ্লবী ক্ষমতা দখল থেকে আজ পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বাধীন চীনের প্রতিক্রিয়াশীলগণ এবং তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা কি এরকম যথেষ্ট প্রমাণ দেননি যে তারা হচ্ছেন রক্তপিপাসু একটি দঙ্গল মাত্র এবং জনগণকে জবাই করতে তাদের বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধে না? তারা কি এরকম যথেষ্ট প্রমাণ দেননি যে তারা হচ্ছেন পেশাদার বিশ্বাসঘাতকদের একটি দঙ্গল এবং সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র? প্রত্যেকেই বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখুন। দুস্যদের এই দঙ্গলের প্রতি চীনের জনগণ ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরের সিয়ান-এর ঘটনা থেকে, ১৯৪৫ সালের অক্টোবরের চুংকিং আলোচনার সময় থেকে এবং ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের সময় থেকে তাদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের আশায় কতো মহানুভবতাই দেখিয়ে এসেছেন। কিন্তু এতো সদিচ্ছাতেও কি ওদের শ্রেণীচরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা গেছে? তাদের ইতিহাসের বিচারে এই দস্যুদের একজনকেও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের থেকে পৃথক করা যায় না। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর করে ওরা সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি দেশবাসীকে অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতায় ভরা প্রচণ্ড এক গৃহযুদ্ধের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে, কোটি কোটি নরনারী যুবক বৃদ্ধকে বোমার আঘাতে, জঙ্গীবিমান কামান, বন্দুক, রকেট উৎক্ষেপক, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, গ্যাসোলিন বোমা, গ্যাস বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রপাতি দিয়ে জবাই করেছে আর এই সব কিছুই যুগিয়েছে আমেরিকান

সাম্রাজ্যবাদ। আর এই অপরাধীদের ওপর ভরসা করেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের দিক থেকে চীনের নিজের মাটিতে, জলভাগে ও আকাশে চীনের সার্বভৌম অধিকারকে কাবু করে নিয়েছে, আভ্যন্তরীণ নৌচালনার অধিকার ও বিশেষ বাণিজ্যগত সুবিধা, চীনের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে বিশেষ অধিকার কাবু করে নিয়েছে, এমন কি জনগণকে হত্যা করার, তাদের মারপিট করার, তাদের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দেওয়ার, মা-বোনেদের ধর্ষণ করার—এবং এইসব কিছুই বিনা বাধায় করে যাওয়ার অধিকার আদায় করে নিয়েছে। এটা কি বলা চলে, যে চীনের জনগণ এই যে এমন দীর্ঘ আর রক্তাক্ত একটি যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন তারা তারপরও এই জঘন্যতম শত্রুদের প্রতি দয়ামায়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন, তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবেন না এবং বিতাড়িত করে দেবেন না? চীনা প্রতিক্রিয়াবাদীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী বাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই চীন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তি অর্জন করতে পারবে। এর মাঝেই কি এই সত্য যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি?

যা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করছে তা হচ্ছে এই যে হঠাৎ করে চীনের জনগণের শত্রুরা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের একান্ত নিরপরাধ, এমন কি নিতান্ত করুণ একটি চেহারা ধরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে (হে পাঠকগণ, দয়া করে মনে রাখবেন, ভবিষ্যতে তারা আবার আরো অনেক বেশি করুণ চেহারাই ধরার চেষ্টা করবে)। যে সান কো এখন কুওমিনতাঙের কার্যকরী ইউয়ানের সভাপতি হয়েছেন, তিনি কি গত বছরের জুন মাসে বলেননি "শেষ পর্যন্ত সমাধান একটা হবেই, যদি অবশ্য সামরিক বাহিনী শেষ পর্যন্ত লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারে?" কিন্তু এখন, যে মুহূর্তে গদীতে বসেছেন অমনি তিনি মিষ্টিগলায় "সম্মানজনক শান্তির" সুর ধরেছেন এবং বলছেন "সরকার শান্তির জন্য প্রয়াস চালিয়েই যাচ্ছিলেন এবং শান্তি হয়নি বলেই শুধু যুদ্ধ করতে হচ্ছিল কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য এখনও হচ্ছে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।" তার অব্যবহিত পরেই ২১শে ডিসেম্বর, ইউনাইটেড প্রেস সাংহাই থেকে প্রেরিত এক বার্তায় ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন যে সান কো-র বিবৃতি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী এবং কুওমিনতাঙ উদার-নীতিবাদীদের মহলে ব্যাপক অনুমোদনই লাভ করবে। বর্তমানে আমেরিকান কর্তাব্যক্তিরা চীনে "শান্তির" ব্যাপারে শুধু যে একান্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তাই নয়, তারা বারে বারে জোর দিয়ে বলেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মস্কো সম্মেলন থেকেই নাকি আমেরিকান

যুক্তরাষ্ট্র "চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি" অনুসরণ করে আসছে। "ভদ্রলোকদের দেশ থেকে" আগত এইসব মহামান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কী করা যায় বলুন তো? এখানে একটি প্রাচীন গ্রীসদেশীয় উপকথা উদ্ধৃত করা উচিত হবে বলে মনে হচ্ছে। একদিন শীতের বেলা, একজন চাষী দেখতে পেলেন একটা সাপ ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছে। চাষীর দয়া হলো, তিনি সাপটিকে কুড়িয়ে তার বুকে আগলে বাড়ী নিয়ে এলেন। তাপ পেয়ে সাপটি প্রাণ ফিরে পেল, তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিও ফিরে এলো এবং তা উপকারীকে মরন কামড় দিলো। মরতে মরতে চাষীটি বললেন, "একটা নষ্ট জীবকে দয়া দেখিয়ে আমার যা শাস্তি পাওয়া উচিত, তা-ই পেলাম।"[৬] বিষাক্ত সাপেরা, তা চীনদেশী হোক, আর ভিনদেশী হোক, ভাবছে চীনের জনগণ ঐ চাষীর মতোই মরবেন, তার মতোই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের সকল বিপ্লবী গণতন্ত্রীরাই তাদের প্রতি দয়ায় বিগলিত-চিত্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু চীনের জনগণ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের যথার্থ বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদীরা সেই মরনোম্মুখ শ্রমজীবি মানুষটির কথাগুলি শুনেছেন এবং সেই কথাগুলি তারা মনে রাখবেন। তাছাড়া, চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছোটোবড়ো, সাদা কালো যে সাপগুলি কখনও তাদের বিষাক্ত ফনা মেলে ধরতে পারে আবার কখনও বা সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরতে পারে, তারা এখনও শীতে জমে আড়ষ্ট হয়ে যায়নি, যদিও তারা এর মাঝেই আসন্ন বিপদটি আঁচ করতে পেরেছে ঠিকই।

চীনের জনগণ কোনো সময়ই সর্পসম ক্রুর এই বদমায়েশদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে না এবং তারা সততার সঙ্গেই একথা বিশ্বাস করবেন, যে কেউই এই বদমায়েশদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কথা বিগলিতচিত্ত হয়ে বলেন এবং বলেন অন্য কিছু করা চীনের ঐতিহ্যের পরিপন্থী কাজ হবে, তার মহত্ত্বের হানি ঘটাবে ইত্যাদি, ইত্যাদি, তারা চীনের জনগণের প্রকৃত বন্ধু নন। সর্পসম ক্রুর এই বদমায়েশদের প্রতি আমরা করুণাই বা প্রদর্শন করতে যাবো কেন? এমন কোনো শ্রমিক, কোনো কৃষক, কোনো সৈনিক আছেন যিনি বলবেন এরকম বদমায়েশদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা উচিত? সত্যি কথা বললে, "কুওমিনতাঙ উদারনীতিবাদীরা"ও অ-কুওমিনতাঙ "উদারনীতিবাদীরাই" হচ্ছেন সেইসব লোক যারা চীনের জনগণকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন চীনের জনগণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কুওমিনতাঙের প্রস্তাবিত "শান্তি"কে বরণ করে নেন অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের ভগ্নাবশেষকে অক্ষত রাখেন ও মাথায় করে রাখেন যাতে করে এইসব মহার্ঘ নিদর্শনগুলি দুনিয়া থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে না যায়। কিন্তু নিশ্চিন্তভাবেই এরা কেউ শ্রমিক নন, কৃষক বা সৈনিক নন, তারা কেউই

শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের বন্ধুও নন।

আমরা মনে করি চীনের জনগণের বৈপ্লবিক শিবিরকে সম্প্রসারিত করা দরকার এবং যারাই বর্তমান এই স্তরে বৈপ্লবিক লক্ষ্যে যুক্ত হতে ইচ্ছুক তাদের সকলেরই এই শিবিরে থাকা উচিত। চীনের জনগণের বিপ্লবের যেমন একটি মূল বাহিনী চাই, তেমনি তার মিত্রবাহিনীও চাই, কারণ মিত্রহীন সৈন্যবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না। এই মুহূর্তে বিপ্লবের তরঙ্গ-শীর্ষে অবস্থিত চীনের জনগণেরও মিত্রদের প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদেরকে তাদের মিত্রদের কথা মনে রাখা চাই, তাদের ভুলে থাকলে চলবে না। জনগণের বৈপ্লবিক লক্ষ্যের প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত এমন বহু বন্ধুই রয়েছেন যারা জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন এবং যারা শত্রুর স্বার্থ রক্ষা করার বিরোধী, নিঃসন্দেহে এই বন্ধুদের কাউকেই ভুলে থাকা বা অবহেলা করা চলবে না। যদিও আমরা একথা বলছি যে আমরা চীনের জনগণের বিপ্লবের শিবিরকে সংহত করে তুলতে চাই, আমরা কোনো বদলোককেই কিন্তু চুপিসারে তার মধ্যে ঢুকে পড়তে দেবো না বা কোনো ভ্রান্ত ধারণাকে জয়ী হতে দেবো না। তা ছাড়া বন্ধুদের কথা মনে রেখেও এই মুহূর্তে বিপ্লবের তরঙ্গ শীর্ষে অবস্থিত চীনের জনগণকে তাদের শত্রুদের এবং তাদের শত্রুদের মিত্রদের কথা ভালো ভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা ওপরে যেমন বলে এসেছি, শত্রু যেহেতু ধূর্ততার সঙ্গে "শান্তির" ছলাকলা ব্যবহার করছে ও বিপ্লবী শিবিরে চুপিচুপি ঢুকে পড়ার ছলাকলা ব্যবহার করে তার অবস্থানকে রক্ষা করা ও জোরদার করে তোলার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমনি জনগণের দাবী হচ্ছে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী শক্তিগুলিকে চীন থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া ; তাই যারা জনগণকে উপদেশ দিচ্ছেন শত্রুর প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে রক্ষা করতে তারা জনগণের বন্ধু নন ; তারা হচ্ছেন জনগণের শত্রুদেরই বন্ধুবর্গ।

চীনের বিপ্লবের উন্মথিত এই জোয়ার সমস্ত সামাজিক স্তরকে তাদের মনোভঙ্গী স্থির করে নিতে বাধ্য করেছে। চীনের শ্রেণীশক্তি সমাবেশের ক্ষেত্রে একটি নূতন পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। ব্যাপক জনসাধারণ দলে দলে কুওমিনতাঙের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছেন এবং বিপ্লবের শিবিরে চলে আসছেন ; চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীদের আজ বড়োই করুণ দশা, তারা আজ বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত। জনগণের মুক্তিযুদ্ধ যতোই বেশি বেশি করে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, সমস্ত বিপ্লবী জনগণ ও জনগণের বন্ধুরা ততো বেশি বেশি করে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিক্রিয়াবাদী শক্তিসমূহের

পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধন এবং দেশব্যাপী ভিত্তিতে একটি জনগণের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র এবং ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের আনুপূর্বিক বিকাশের জোর দাবী জানিয়ে চলেছেন। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা, চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীরা ও তাদের বন্ধুরা অন্যদিকে কোনো দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে এবং অন্তহীন কোন্দল, পারস্পরিক তিরস্কার গালমন্দ ও বিশ্বাসহন্তার মধ্যে তারা মগ্ন হয়েই থাকবে। একটি বিষয়ে কিন্তু তারা একে অন্যের সহযোগিতা করবেই—তা হচ্ছে বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্ষতি সাধন এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলির সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের প্রয়াস হবে অভিন্ন। প্রকাশ্য ও গোপন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল পন্থাই তারা এর জন্য ব্যবহার করবে। কিন্তু নিশ্চিন্তভাবেই এটা বলে দেওয়া যায় যে তাদের রাজনৈতিক চক্রান্ত তাদের সামরিক আক্রমণের মতো একই ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। প্রচুর অভিজ্ঞতার অধিকারী চীনের জনগণ এবং তাদের সেনানীমণ্ডলী, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, নিশ্চিতভাবেই শত্রুর সকল ষড়যন্ত্রকে চুরমার করে দেবেন ঠিক যেমন করে তারা সামরিক আক্রমণকে গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং জনগণের মহান মুক্তিযুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত তারা এগিয়ে নিয়ে যাবেনই।

১৯৪৯ সালে চীনের গণমুক্তিফৌজ ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে এগিয়ে যাবে এবং ১৯৪৮ সালের তুলনায় আরো বিপুলতর বিজয় অর্জন করবে।

১৯৪৯ সালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের তুলনায় আমরা আরো বিপুলতর সাফল্য অর্জন করবো। আমাদের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের উৎপাদন আগের চেয়ে আরো উন্নততর স্তরে উন্নীত হবে এবং রেল ও রাজপথের পরিবহন ব্যবস্থার পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা হবে। তাদের সামরিক অভিযানকালে গণমুক্তিফৌজের মূল বাহিনীগুলি নিজেদের মধ্যে গেরিলা অভ্যাসের কিছু কিছু পুনরাবির্ভাবের অবসান ঘটাবে এবং নিয়মিত-করণের উচ্চতর একটি পর্যায়েই তারা উপনীত হবেন।

১৯৪৯ সালে কোনো প্রতিক্রিয়াবাদীদের অংশ গ্রহণ ছাড়াই রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন জনগণের বিপ্লবের করণীয় কর্তব্যগুলি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে আহ্বান করা হবে, চীন গণসাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হবে এবং সাধারণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সরকার হবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী উপযুক্ত লোকজনদের নিয়ে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার।

চীনের জনগণ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সকল গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে ১৯৪৯ সালে এই মূল বাস্তব কর্তব্যগুলিই সুসম্পন্ন করার জন্য

প্রয়াসী হতে হবে। সমস্ত বাধাবিপত্তিকেই সাহসের সঙ্গে আমরা মোকাবিলা করবো এবং একমন-একপ্রাণ হয়ে এই কর্তব্যগুলি সুসম্পন্ন করবো।

আমাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা হাজার হাজার বছরের সামন্তবাদী নিপীড়নকে ও একশ বছরের সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নকে চিরদিনের মতো উচ্ছেদ করে দেবো। ১৯৪০ সালটি হবে সুবিপুল গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। আমাদের উচিত আমাদের প্রয়াসকে চতুর্গুণ করে তোলা।

টীকা

১। ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর কুওমিনতাঙ সরকার উত্তর-পূর্ব চীনের লিয়াওনিং, কিরিন এবং হেইলুংকিয়াং এই তিনটি প্রদেশকে লিয়াওনিং, লিয়াওপেই, আনতুং, কিরিণ, হোকিয়াং, সুংকিয়াং, হেইলুংকিয়াং, নানকিয়াং ও সিংগান—এই নয়টি প্রদেশে বিভক্ত করে। ১৯৪৯ সালে আমাদের উত্তর-পূর্ব প্রশাসনিক কমিশন ঐ অঞ্চলকে লিয়াওতুঙ, লিয়াওসি, কিরিন, হেইলুংকিয়াং ও সুংকিয়াং এই পাঁচটি প্রদেশে পুনর্বিভক্ত করে। জোহোলসহ ঐ প্রদেশগুলিকে তারপর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি প্রদেশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে জনগণের কেন্দ্রীয় সরকারী পর্ষৎ লিয়াওতুঙ ও লিয়াওসি প্রদেশ দুটিকে একক একটি লিয়াওনিং প্রদেশ হিসাবে একত্রিত করে এবং সুংকিয়াং ও হেইলুং কিয়াং এই প্রদেশ দুটিকে একক একটি হেইলুংকিয়াং প্রদেশ হিসাবে একত্রিত করে কিন্তু কিরিনকে অপরিবর্তিতই রেখে দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালে জেহোল প্রদেশকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় এবং ঐ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলকে হোপেই ও লিয়াওনিং প্রদেশ দুটির এবং অন্তর্মঙ্গোলীয় আত্মশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ভাগ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়।

২। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করার তারিখ হচ্ছেঃ শিচিয়াচুয়াং, ১২ই নভেম্বর, ১৯৪৭ ; ইউয়ুনচেং, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ; সেপিংকাই, ১৩ই মার্চ, ১৯৪৮ ; লোয়াং প্রথমবার ১৪ই মার্চ, ১৯৪৮ এবং আবার ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৮ ; ঈচুয়ান, ৩রা মার্চ, ১৯৪৮ ; পাওকী, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ; ওয়েই সিয়েন, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৮ ; লিনফেন, ১৭ই মে, ১৯৪৮ ; কাইফেঙ, ২২শে জুন ১৯৪৮। এই সমস্ত মহানগরীই ছিল পুঞ্জ পুঞ্জ বহু ব্লকহাউস দিয়ে সুরক্ষিত এবং কয়েকটির চারদিকে ছিল প্রশস্ত উঁচু প্রাচীর ; তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল সাহায্যকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তার মধ্যে ছিল বহুমুখী যোগাযোগবিশিষ্ট ট্রেঞ্চ, কাঁটাতারের বেড়ার প্রতিরোধ এবং গাছপালা দিয়ে রচিত প্রতিরোধবূহ্য। আমাদের সৈন্যবাহিনীর ঐ সময়ে বিমান ছিল না, ট্যাঙ্ক ছিল না, এবং গোলন্দাজ বহর ছিল সামান্য বা ছিল না বললেই চলে। এইসব মহানগরীগুলি আক্রমণ ও দখল করার সময় আমাদের সৈন্যবাহিনী দৃঢ় সুরক্ষিত অবস্থানগুলি দখল করে দেওয়ার ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি রণকৌশলকে সুসম্পূর্ণ করে তোলে। ঐ রণকৌশলগুলি ছিলঃ

(১) ধারাবাহিকভাবে চুরমার করে দেওয়া—বিস্ফোরক ব্যবহার করে শত্রুর বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নির্মিত ব্যূহগুলিকে ধারাবাহিকভাবে চুরমার করে দেওয়া।

(২) সুড়ঙ্গের মাধ্যমে কাজ করা—সংগোপনে সুড়ঙ্গ খনন করে শত্রুর ব্লকহাউস ও নগর-প্রাচীর পর্যন্ত এবং ঐসবের তলা পর্যন্ত চলে যাওয়া এবং তারপর বিস্ফোরক ব্যবহার করে ঐগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া এবং তারপরই তীব্র আক্রমণ চালানো।

(৩) ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কাছে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা—শত্রুর শক্ত অবস্থান স্থল পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া আর তারপর হঠাৎ আক্রমণ করা।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্যের প্যাকেট নিক্ষেপণ—মিসাইল নিক্ষেপক বা মর্টার থেকে বিস্ফোরকের প্যাকেট নিক্ষেপ করে শত্রুর প্রতিরক্ষাকে গুড়িয়ে দেওয়া।

(৫) "ধারালো ছুরির" রণকৌশল—জনবল ব্যবহার ও গোলাগুলির প্রবল বর্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যূহভেদ করে ফেলা এবং শত্রুর বাহিনীগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

৩। এখানে যে ব্রিগেডগুলির কথা বলা হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত হওয়ার পর যেগুলি ব্রিগেড নামে অভিহিত হয়েছিল সেইগুলি, অন্যদিকে ডিভিসন হচ্ছে এই পুনর্গঠনের পূর্বেকার ডিভিসনগুলি (যেগুলি বাস্তবিকপক্ষে পুনর্গঠিত ব্রিগেডগুলিরই অনুরূপ ছিল)।

৪। "মধ্য পন্থা"কে "তৃতীয় পন্থা"ও বলা হয়। বর্তমান খণ্ডের "বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনার ৯নং টীকা দেখুন।

৫। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে বিজয়ের পরবর্তী পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি" নামক রচনার ৮নং টীকা দেখুন।

৬। "হিতের বদলে অ-হিত"—ঈশপের গল্প থেকে।

যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির জন্য ফারয়াদ

৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৯

চীনের প্রতিক্রিয়ার এবং চীনে আমেরিকান আগ্রাসনের বাহিনীগুলিকে রক্ষা করার জন্য চীনের পয়লা নভেম্বরের যুদ্ধাপরাধী ও কুওমিনতাঙ দস্যুবাহিনীর সর্দার চিয়াং কাই-শেক নববর্ষ দিবস উপলক্ষে শান্তির ফরিয়াদ জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন। যুদ্ধাপরাধী চিয়াং কাই-শেক বলেছেন ঃ

শান্তি আলোচনা যাতে দেশের স্বাধীনতা সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে বরং যাতে তা জনগণের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে পারে ; আমার কোনো কাজের দ্বারা যাতে পবিত্র সংবিধানের কোনো উল্লঙ্ঘন সাধিত না হয় এবং গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতা যাতে লঙ্ঘিত না হয় ; চীনের সাধারণতন্ত্রের সরকারী কাঠামোটি যাতে নির্বিঘ্ন থাকে এবং আইনানুগভাবে গঠিত চীন সাধারণতন্ত্রের কর্তৃত্ব যাতে অব্যাহত থাকে ; সশস্ত্রবাহিনী সুনিশ্চিত ভাবেই সুরক্ষিত থাকে এবং জনগণ যাতে তাদের স্বাধীন জীবন-ধারাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে পারেন এবং বর্তমানের তাদের জীবন-ধারণের মানকে বজায় রাখতে পারেন— তাছাড়া অন্য কোনো অভিলাষই এক্ষেত্রে আমার নেই।

......যদি শুধু শান্তিটুকু অর্জিত হয়ে যায় তবে আমি গদীতে থাকলাম না অবসর গ্রহণ করলাম তাতে নিশ্চিতভাবেই আমার কিছু যায় আসে না, আমি জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাকে মান্য করেই চলবো।

একজন যুদ্ধাপরাধী এমনভাবে শান্তির জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছেন তার মধ্যে

শান্তি আলোচনাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রতি বিপ্লবী বাহিনীগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কুওমিনতাঙের অপচেষ্টার স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়ে নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্য কমরেড মাও সে-তুঙের লিখিত ধারাবাহিক রচনাগুলির মধ্যে এই সংবাদভাষ্যটি হচ্ছে প্রথম রচনা। এই ধারাবাহিক রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে "কেন কদর্যভাবে ছিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখনও 'সামগ্রিক শান্তির' জন্য সোরগোল চালিয়েই যাচ্ছে?" "কুওমিনতাঙ-প্রতিক্রিয়াশীলেরা 'শান্তির জন্য আবেদন' থেকে যুদ্ধের জন্য আবেদনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে", "যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে কুওমিনতাঙের বিভিন্ন উত্তর প্রসঙ্গে" এবং "নানকিং সরকার কোন পথে চলেছে?"

পরিহাসযোগ্য কিছু আছে মনে করা বা শান্তির জন্য এ ধরনের অপচেষ্টা যথার্থতই বিরক্তিকর এরকম মনে করা জনগণের উচিত হবে না। এটা বুঝতে হবে, পয়লা নম্বরের যুদ্ধাপরাধী এবং কুওমিনতাঙ দস্যুদলের সর্দার যে ব্যক্তিগতভাবে শান্তির জন্য এই ফরিয়াদ জানাচ্ছেন এবং এ ধরনের বিবৃতি প্রকাশ করছেন তাতে স্পষ্টতঃই চীনের জনগণের কিছু হিত সাধিত হচ্ছে, কেন না এর মধ্য দিয়ে তারা কুওমিনতাঙ দস্যুগোষ্ঠী ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের গূঢ় চক্রান্তের আসল চেহারাটিই দেখতে পাচ্ছেন। এ থেকে চীনের জনগণ দেখতে পাচ্ছেন, যে "শান্তি" নিয়ে সম্প্রতি এমন এন্তার সোরগোল হচ্ছে, ঠিক সেই বস্তুটিরই চিয়াং কাই-শেক হত্যাকারী চক্রটির এবং তাদের আমেরিকান প্রভুদের জরুরী দরকার হয়ে পড়েছে।

চিয়াং কাই-শেক এই দঙ্গলটির পুরো চক্রান্তকেই কবুল করে বসেছেন। এই চক্রান্তের মূল বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ

"শান্তি আলোচনা যাতে দেশের স্বাধীনতা ও সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে"—এই হচ্ছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "শান্তি" খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু সেই "শান্তি" যদি বৃহৎ চারটি পরিবারের এবং মুৎসুদ্দী ও জমিদারশ্রেণীর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে সে "শান্তি"র লক্ষ রকমের দোষ থাকবে। যদি চীন-আমেরিকান মৈত্রী, বাণিজ্য ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত চুক্তি, চীন-আমেরিকান বিমান-পরিবহন চুক্তি[১] এবং চীন-আমেরিকান দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির[২] ক্ষতিসাধন করে বা যদি তার ফলে চীনে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী মোতায়েন রাখার, সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের, খনিজ সম্পদ অহ্রণের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের হানিসাধন করে বা চীনকে আমেরিকার একটি উপনিবেশে পরিণত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে— সংক্ষেপে, তা যদি চিয়াং কাই-শেকের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রের "স্বাধীনতা ও সংহতিকে" ক্ষতিগ্রস্ত করে তবে ঐ "শান্তি" পুরোপুরি দোষদুষ্ট।

"তা যাতে জনগণের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে পারে"— অর্থাৎ যে চীনা প্রতিক্রিয়াবাদীরা পরাজিত হয়েছে কিন্তু এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, "শান্তি"কে তাদের পুনর্বাসনের সহায়ক হতে হবে যাতে একবার পুনর্বাসিত হয়ে যাওয়ার পর তারা আবার আসরে ফিরে আসতে পারেন এবং বিপ্লবকে নিঃশেষ করে দিতে পারেন। "শান্তি" তো ঠিক এই জন্যই চাই। আড়াই বছর ধরে যুদ্ধ চলছে, "আজ্ঞাবাহী কুকুর আর আগের মতো ছুটতে পারছে না" আর ওদিকে আমেরিকানরাও ক্রুদ্ধ হয়েছে ঃ এমতাবস্থায় বিশ্রাম নিয়ে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও দম ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা, একেবারেই দম নেবার কোনো অবকাশ না

পাওয়ার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক ভালো জিনিস হবে।

"আমার কোনো কাজের দ্বারা যাতে পবিত্র সংবিধানের কোনো উল্লঙ্ঘন সাধিত না হয় এবং গণতান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতা যাতে লঙ্ঘিত না হয় ; চীনের সাধারণতন্ত্রের সরকারী কাঠামোটি যাতে নির্বিঘ্ন থাকে এবং আইনানুগতভাবে গঠিত চীন সাধারণতন্ত্রের কর্তৃত্ব যাতে অব্যাহত থাকে"—এসবের অর্থ হচ্ছে চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলি ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের প্রাধান্যের অবস্থান যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং এই সমস্ত শ্রেণীগুলির "আইনানুগতভাবে গঠিত কর্তৃত্বের" নিশ্চয়তা যাতে রক্ষিত হয় এবং তাদের সরকার যেন "ব্যাহত" না হয়। এই "আইনানুগতভাবে গঠিত কর্তৃত্ব"কে নিশ্চিতভাবেই "ব্যাহত" করা চলবে না, কেন না তাকে "ব্যাহত" করা খুবই বিপজ্জনক হবে—কারণ তার অর্থ দাঁড়াবে সমস্ত মুৎসুদ্দী ও জমিদারশ্রেণীর শেষ হয়ে যাওয়া, কুওমিনতাঙ দস্যুবাহিনীর শেষ হয়ে যাওয়া এবং ছোটো, বড়ো ও মাঝারি সকল যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার হওয়া ও শাস্তি পাওয়া।

"সশস্ত্র বাহিনীকে সুনিশ্চিতভাবেই রক্ষা করতে হবে"—এরা হচ্ছে মুৎসুদ্দী ও জমিদারশ্রেণীরই প্রাণরক্ষীবাহিনী এবং যদিও ঘৃণ্য গণমুক্তিফৌজ এদের বেশ কয়েক লক্ষকে শেষ করে দিয়েছে তবু বেশ কয়েক লক্ষ সৈন্য এখনও বেঁচে আছে এবং এদেরকে "রক্ষা করতে হবে" এবং "নিশ্চিতভাবেই" তা করতে হবে। যদি তাদের "রক্ষা" করাও হয় কিন্তু "নিশ্চিতভাবেই যদি তাদের রক্ষা করা না হয়" তবে মুৎসুদ্দী ও জমিদারশ্রেণীকে তাদের পুঁজি খোয়াতে হবে, তাদের "আইনানুগতভাবে গঠিত কর্তৃত্ব" তাতে "ব্যাহত" হবে, কুওমিনতাঙ দস্যুবাহিনী তাহলে শেষ হয়ে যাবে, ছোটো, বড়ো ও মাঝারি সকল যুদ্ধাপরাধীই গ্রেপ্তার হবে এবং তাদের শাস্তি পেতে হবে। ঠিক যেমন 'গ্রাণ্ড ভিউ গার্ডেনের' চিয়া পাও য়ু-র জীবন নির্ভর করতো তার গলার হারের এক টুকুরো পান্নার ওপর,[৩] তেমনি কুওমিনতাঙের জীবন নির্ভর করছে তার সেনাবাহিনীর ওপর, তাই কী করে কেউ বলবে যে ঐ সেনবাহিনীকে "রক্ষা করা হবে না, বা তাকে শুধু "রক্ষা" করা হলেই চলবে কিন্তু "নিশ্চিতভাবে" রক্ষা না করলেও চলবে?"

"জনগণ যাতে তাদের স্বাধীন জীবনধারাকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে পারেন এবং বর্তমানের তাদের জীবনধারণের মানকে বজায় রাখতে পারেন",— এ কথার অর্থ হচ্ছে চীনের মুৎসুদ্দী ও জমিদারশ্রেণী সমগ্র দেশের জনগণকে নিপীড়ন ও শোষণ করার তাদের অধিকার অব্যাহত রাখবে এবং তাদের বর্তমানের অভিজাত-সুলভ, বিলাস-বহুল, অবাধ ও অলস জীবনধারা বজায় রাখতে পারবে, অন্যদিকে

চীনের শ্রমজীবী জনগণ তাদের নিপীড়িত ও শোষিত হওয়ার স্বাধীনতা অটুট রাখবেন, শীত ও ক্ষুধায় জর্জরিত তাদের জীবনধারণের মানটি বজায় রাখবেন। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির জন্য ফরিয়াদের এই হচ্ছে আসল মতলব। কী হবে সেই শাস্তি দিয়ে যদি না তাতে যুদ্ধাপরাধীরা এবং তাদের শ্রেণীগুলি তাদের নিপীড়ন চালানোর ও শোষণের অধিকারই অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলো না, পারলো না তাদের অভিজাত-সুলভ, বিলাস-বহুল, অবাধ ও অলস জীবনধারা বজায় রাখতে? এইসব কিছুকেই যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাহলে শ্রমিক, কৃষক, বৃত্তিজীবী, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের তাদের "স্বাধীন জীবনধারা ও নিম্নতম জীবনধারণের মান" তো অতি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, শীত ও ক্ষুধায় জর্জরিত জীবনধারা তো তাদেরকে নিশ্চয়ই বজায় রাখতে হবে। আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট চিয়াং এই শর্তটি হাজির করা মাত্রই, কোটি কোটি শ্রমিক, হস্তশিল্পী ও বৃত্তিজীবী, কোটি কোটি কৃষক, লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকেরা একযোগে করতালি ধ্বনি করে ও আভূমি প্রণত হয়ে "প্রেসিডেন্ট দীর্ঘজীবী হোন" এই জয়ধ্বনিই করতে থাকবেন! তারপরও যদি কমিউনিস্ট পার্টি শান্তির প্রতিকূলতা করে, এই চমৎকার জীবনধারা ও জীবন ধারণের এই উৎকৃষ্ট মানের প্রবর্তনের বিরোধিতা করে তবে তারা এমন অপরাধ করবে যে হাজার মৃত্যুতেও সেই অপরাধের স্খলন হবে না এবং "এই সমূহ পরিণতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী হতে হবে।"

এইটুকুতেই কিন্তু পয়লা জানুয়ারির বিবৃতিতে যুদ্ধাপরাধীরা শাস্তির জন্য ফরিয়াদ জানিয়ে যে অভিনব ভাবসম্পদরাজি হাজির করেছেন তার ব্যাখ্যা শেষ হয়ে গেল না। আরো একটি মহামূল্য রত্নের কথা এখানে উল্লেখ করছি—চিয়াং কাই-শেক তার নববর্ষের বাণীতে যাকে অভিহিত করেছেন "নানকিং-সাংহাই বিভাগে চূড়ান্ত নির্ধারক যুদ্ধ" হিসাবে এরকম একটা 'নির্ধারক যুদ্ধের' জোরটা কোথায়? চিয়াং কাই-শেক বলছেন "এটা বুঝতে হবে আজ সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে সরকারের শক্তি কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির চেয়ে বহুগুণ, এমন কি বলতে গেলে শতগুণ, বেশী।" অঃ! হো! এই সাংঘাতিক শক্তির বহরের কথা শুনে জনগণ ভয়ে কাঠ না হয়ে পারেন? রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক শক্তির কথা ছেড়েই দিন, শুধু সামরিক শক্তির কথা ধরলেই দেখা যাবে গণমুক্তিফৌজের এখন ত্রিশ লক্ষের অধিক সৈন্য রয়েছে, তার দ্বিগুণ 'বেশী' হচ্ছে ষাট লক্ষাধিক এবং তার দশগুণ 'বেশি' হচ্ছে তিন কোটির অধিক। তাহলে 'শতগুণ বেশি' হতে হলে তা কতো দাঁড়াবে? ঠিক আছে, কুড়িগুণ বেশিই ধরা যাক; তা হলে তা ছয় কোটি অধিক দাঁড়াবে; বিস্ময়ের কিছু নেই, প্রেসিডেন্ট

চিয়াং বলছেন "চূড়ান্ত নির্ধারক যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা" তার রয়েছে! তাহলে তিনি শান্তির জন্য এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই তিনি আর যুদ্ধ চালাতে পারছেন না বলে নয়। কারণ তিনি যদি ছয় কোটির অধিক সৈন্যের চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন তা হলে কমিউনিস্ট পার্টির বা এই দুনিয়ার কোনো পার্টিরই কি বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল? তারা সকলেই গুঁড়িয়ে একেবারে ধুলো হয়ে যেতো। এটা তা হলে পরিষ্কার, তিনি যখন শান্তির জন্য মিনতি জানাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি জনগণের জীবন "রক্ষার আহ্বান জানানো" ছাড়া আর কিছুর জন্যই তা করছেন না।

কিন্তু সবকিছুই কি কোনো ঝুটঝামেলা ছাড়াই, যেমনটি চলা উচিত, ঠিক সেভাবেই চলছে? বলা হয়েছে, সংঘাত রয়েছে। সংঘাতটা কী? প্রেসিডেন্ট চিয়াং বলছেন :

> এটা খুবই দুঃখজনক যে আমাদের সরকারে এমন সব লোকজন রয়েছেন যারা বিদ্বেষে ভরা কমিউনিস্ট প্রতারণার খপ্পরে পড়েছেন এবং তার ফলে মানসিক দিক থেকে তারা দোদুল্যমান একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন বললেই চলে। মনোভাবের দিক থেকে কমিউনিস্টদের দ্বারা এভাবে বিপন্ন হয়ে তারা শুধু শত্রুর শক্তিকেই দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের প্রবল শক্তিকে একদম ভুলেই বসে আছেন, অথচ তা শত্রুর শক্তির চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি।

খুবই ভালো কথা, প্রতি বছরই তার নিজের খবরের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছে, কিন্তু এবারের ডালিতে খুবই বিশেষ কিছু রয়েছে। এটা কি অত্যন্ত বিশেষ একটি খবর নয় যে কুওমিনতাঙের সদস্যবৃন্দ তাদের ছয় কোটির মতো অফিসার ও সৈনিকদের অধিকারী হয়েও গণমুক্তিফৌজের ত্রিশলক্ষের মতো সৈন্যকেই শুধু দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু তাদের ছয় কোটির অধিক সৈন্যবাহিনীকে দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না?

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হবে, "এসব খবরের কাটতি হবে তো? এবং "এই খবরের দিকে এক নজর তাকিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয়?" পিপিং মহানগরীর মধ্য থেকেই খবর এসেছে, "নববর্ষ দিবসের সকালে দ্রব্যমূল্য সামান্য হ্রাস পায় ঠিকই কিন্তু বিকেলের মধ্যেই তা আবার যথা পূর্বং হয়ে যায়।" একটি বিদেশী সংবাদ সংস্থা সাংহাই থেকে একটি প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন, "চিয়াং কাই-শেকের নববর্ষের বাণীটি সাংহাইয়ে খুবই নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।" যুদ্ধাপরাধী চিয়াং কাই-শেকের বাজারে কাটতি কেমন এই প্রশ্নের জবাব এখানেই পাওয়া যাবে।

আমরা অনেক আগেই বলেছি, চিয়াং কাই-শেকের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে, এখন নিছক একটি ধড় পড়ে রয়েছে এবং কেউই আর তাকে বিশ্বাস করে না।

টীকা

১। "চীন আমেরিকান বিমান পরিবহন চুক্তি" ১৯৪৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর চিয়াং কাই-শেক সরকার এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে চিয়াং কাই-শেক চীনের আকাশপথের সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি বিক্রয় করে দেয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে আমেরিকান বিমান চীনের মধ্যেকার যে কোনো স্থানে উড়ে যাওয়া, মাল বোঝাই ও খালাস করা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার অধিকার লাভ করে এবং আমেরিকান বিমান বহর চীনের বিমান পরিবহনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার লাভ করে। আমেরিকান বিমান বহরকে "পরিবহনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবতরণের" অধিকার অর্থাৎ চীনের ভূখন্ডে সামরিক অবতরণের অধিকারও দেওয়া হয়।

২। "চীন-আমেরিকান দ্বিপাক্ষিক চুক্তি" হচ্ছে ১৯৪৮ সালের ৩রা জুলাই নানকিংয়ে চিয়াং কাই-শেক সরকারের প্রতিনিধি ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সম্পাদিত চীন-আমেরিকান অর্থনৈতিক সাহায্য চুক্তি। এতে ধরে নেওয়া হয় যে চিয়াং কাই-শেক সরকারের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তদারকি করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব করার অধিকার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের থাকবে এবং আমেরিকার যে লোকজনেরা চীনে এই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালনা করবেন তাদের "চীনের এক্তিয়ার-বহির্ভূত বিশেষ অধিকার" থাকবে এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োজন হলে চীনের থেকে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জিনিস নিতে পারবে এবং ঐগুলির প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে চিয়াং কাই-শেক সরকার নিয়মিতভাবে তাদেরকে অবহিত রাখবে। এই চুক্তিতে চিয়াং কাই-শেক চীনে আমেরিকান পণ্য মজুদ করার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৩। চিয়া পাও য়ূ হচ্ছেন **দি ড্রিম অফ দি রেড চেম্বার** নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর চীনা উপন্যাসের একটি চরিত্র এবং 'গ্র্যাণ্ড ভিউ গার্ডেন' ছিল তার পারিবারিক প্রমোদ উদ্যান। কথিত আছে, চিয়া পাও য়ূ তার মুখে এক খণ্ড পান্না নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই পান্নার খণ্ডটি ছিল "তার প্রাণশক্তির উৎস" এবং সর্বক্ষণ তার গলায় তা পরে থাকতে হতো। কোনো সময়ই তা আলাদা করার উপায় ছিল না। যদি তা হারিয়ে যায়, তবে তার বুদ্ধিই লোপ পেয়ে যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের বিবৃতি

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৯

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের পর আড়াই বছর কেটে গেছে যখন প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে জনগণের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করে, সন্ধিচুক্তিকে এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে দেশব্যাপী প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধের এই আড়াই বছরে প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার একটি ভুয়ো জাতীয় বিধানসভা আহ্বান করেছে, ভুয়ো একটি সংবিধান জারী করেছে, নকল একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছে এবং "বিদ্রোহ দমনের জন্য সমাবেশের" তথাকথিত একটি জাল নির্দেশ জারী করেছে; জাতীয় স্বার্থকে সামগ্রিকভাবে আমেরিকান সরকারের কাছে বিকিয়ে দিয়ে এবং শত শত কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে; আমেরিকান নৌ ও বিমান বাহিনীকে চীনের ভূখণ্ড, আঞ্চলিক সমুদ্র ও আকাশপথ দখল করে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে; আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে দেশদ্রোহাত্মক একগাদা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং চীনের গৃহযুদ্ধে আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা গ্রুপের অংশগ্রহণকে মেনে নিয়েছে; এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে থেকে চীনের জনগণকে জবাই করার জন্য বিপুল পরিমাণ বিমান, ট্যাঙ্ক, হাল্কা ও ভারী গোলন্দাজবাহিনীর সমর সম্ভার, মেশিনগান, রাইফেল, গোলাগুলি, বুলেট ও সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেছে। এইসব প্রতিক্রিয়াবাদী ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ওপর দাঁড়িয়ে নানকিং-এর কুওমিনতাঙ সরকার লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে চীনের জনগণের মুক্ত অঞ্চলের এবং চীনের গণমুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আক্রমণ পরিচালনার আদেশ দিয়েছে। পূর্ব-চীন, মধ্যাঞ্চলের সমতল, উত্তর চীন, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্বের সমস্ত মুক্ত অঞ্চলগুলিই নির্বিচারে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর দাপাদাপিতে জর্জরিত হয়েছে। মুক্ত অঞ্চলের প্রধান প্রধান মহানগর যেমন, ইয়েনান, চ্যাঙচিয়াকৌ, হুয়াইয়িন, হোতসে, তামিং, লিনয়ি, ইয়েনতাই, চেংতে, সেপিংকাই, চ্যাঙচুন, কিরিন এবং আনতুং সব কয়টিই এক সময় না এক সময় এই দস্যু সৈন্যবাহিনীর করতলগত হয়েছে। যেখানেই তারা গেছে সেখানেই

তারা ধ্বংসের ও ধর্ষণের তাণ্ডব চালিয়েছে, অগ্নিকাণ্ড ও লুটতরাজ চালিয়েছে এবং কোনো অপকর্মই বাদ দেয়নি। তার শাসনাধীন অঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার শ্রমিক, কৃষক বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী ব্যাপক জন-সাধারণের প্রাণশক্তিকে দুর্বহ শস্য-লেভি ও করভার চাপিয়ে এবং "দস্যুদের দমন ও বিদ্রোহ দমনের" নাম করে নিঃশেষে শোষণ করে নিচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার জনগণকে তাদের সকল স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে; তাদের সকল আইনানুগ মর্যাদা খারিজ করে দিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণ-সংগঠনকে দমন করছে। গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে, অনাহারের বিরুদ্ধে, চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এবং জাপানে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আগ্রাসী-বাহিনীকে পরিপোষণের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে তা দমন পীড়ন করছে; সারা দেশকে তা ভুয়ো জাতীয় মুদ্রা ও নকল সোনার ইউয়ানী নোট ছড়িয়ে ভাসিয়ে দিয়ে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে একেবারে চুরমার করে দিচ্ছে এবং ব্যাপক জনগণকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে; লুণ্ঠনের নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে জাতীয় সম্পদের বিপুলতম অংশকে চিয়াং, সুঙ, কুঙ এবং চেন এই চারটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বৃহৎ পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত করে দিচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার সমগ্র জাতিকে তার প্রতিক্রিয়াবাদী ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মৌলিক কর্মনীতির মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে দুঃসহ যন্ত্রণার গভীরে নিক্ষেপ করেছে; এ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব থেকে তা কোনোমতেই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। কুওমিনতাঙের বিপরীত পক্ষে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জাপানের আত্মসমর্পণের পর তার সাধ্যমতো সবটুকু করেছে কুওমিনতাঙ সরকারকে চাপ দিয়ে নিবৃত্ত করার জন্য এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জন করার জন্য। এই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে এবং সমগ্র দেশের জনগণের সহায়তা নিয়ে ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আলাপ আলোচনার সংক্ষিপ্তসারে স্বাক্ষরদানকে বাস্তবায়িত করে তোলে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে পার্টি আবার কুওমিনতাঙের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে এবং গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সহযোগিতায় কুওমিনতাঙকে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীকে মেনে নিতে বাধ্য করে। তারপর থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে এই চুক্তি ও প্রস্তাবাবলীকে মান্য করানোর জন্য প্রস্তাব চালিয়ে এসেছে। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার আভ্যন্তরীণ শান্তি ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য আমরা যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিলাম

তার কোনোটির প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার কোনো সম্মান প্রদর্শন করেনি। ঠিক তার উল্টো, সেগুলিকে তারা দুর্বলতার লক্ষণ ও ভ্রূক্ষেপ করার অযোগ্য বলেই গণ্য করেছে। প্রতিক্রিয়াবাদী কুওমিনতাঙ সরকার ভেবেছিল জনসাধারণকে ভীতসন্ত্রস্ত করে দেওয়া যাবে, ইচ্ছামতো সন্ধিচুক্তি ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া যাবে, তার বহুলক্ষ সৈন্যবাহিনী যখন সারা দেশকে দখল করে নেবে গণমুক্তিফৌজ তখন একটি আঘাতও সহ্য করতে পারবে না এবং আমেরিকান সরকারের কাছ থেকে অপরিমেয় সহায়তাই তারা পাবে। তারই জন্য প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার ঔদ্ধত্যভাবে সমগ্র দেশের জনগণের ইচ্ছাকে অমান্য করতে দুঃসাহস করেছিল এবং প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ানো এবং দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিরক্ষায় সংগ্রাম করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সাহসী গণমুক্তিফৌজকে নেতৃত্ব দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের ৪৩ লক্ষ সৈন্যের আক্রমণকে প্রতিহত করে দিতে এবং তারপর প্রতি-আক্রমণের পর্যায়ে চলে যেতে পেরেছে, মুক্ত অঞ্চলের হৃত সমস্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে এবং শীচিয়াচুয়াং, লোয়াং, সিনান, চ্যাঙ্চাও, কাইফেঙ, শেনইয়াং, সুচাও ও তাংশান প্রভৃতি বৃহৎ অনেকগুলি মহানগরীকে মুক্ত করতে পেরেছে। তুলনাহীন বাধাবিপত্তিকে জয় করে গণমুক্তিফৌজ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কুওমিনতাঙকে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে তা দিয়েই নিজেকে তারা সুসজ্জিত করে তুলেছে। গত আড়াই বছরে তা প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের মূলবাহিনীসমূহ এবং সমস্ত দুর্ধর্ষ জঙ্গী ডিভিসনগুলিকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আজ গণমুক্তিফৌজ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের সামরিক বাহিনীর ভগ্নাবশেষের চেয়ে সংখ্যা, মনোবল ও অস্ত্রপাতির বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফেলেছে। একমাত্র এই এখনই শুধু চীনের জনগণ মুক্তভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন। বর্তমান পরিস্থিতিটি খুবই পরিষ্কার—গণমুক্তিফৌজ ওদের সৈন্যবাহিনীর ভগ্নাবশেষের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি শক্তিশালী আঘাত হানলেই প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনের সমগ্র কাঠামোই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে ও চুরমার হয়ে যাবে। গৃহযুদ্ধের নীতি অনুসরণ করে চলার পর কুওমিনতাঙ সরকারকে এখন তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হচ্ছে, জনগণ এখন বিদ্রোহে ফেটে পড়েছেন, ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা পর্যন্ত তাদের পরিত্যাগ করে যাচ্ছে এবং তারা নিজেদের গুছিয়ে এক

করে রাখতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে কুওমিনতাঙ সরকারের সৈন্যবাহিনীর ভগ্নাবশেষকে রক্ষা করার জন্য এবং বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নূতন করে আঘাত হানার আগে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ করে নেওয়ার জন্য চীনের পয়লা নম্বরের যুদ্ধাপরাধী, কুওমিনতাঙ দস্যুদলের সর্দার এবং নানকিং সরকারের ভূয়া রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-শেক, বর্তমান বছরের পয়লা জানুয়ারী একটি প্রস্তাব হাজির করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠানের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রস্তাবকে কপটতাপূর্ণ বলে মনে করে। তার কারণ হচ্ছে এই যে এতে চিয়াং কাই-শেক শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ভূয়ো সংবিধান, তদনুযায়ী "গঠিত কর্তৃত্ব" এবং প্রতিক্রিয়ার সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে রক্ষা করার এমন সব শর্ত আরোপ করেছেন, যা সারা দেশের জনগণ গ্রহণ করতে পারেন না। এইগুলি হচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শর্ত, শান্তি স্থাপনের শর্ত তা নয়। গত দশ দিনে দেশব্যাপী জনগণ তাদের ইচ্ছা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। আশু শান্তির জন্য তারা একান্ত প্রত্যাশী কিন্তু তারা যুদ্ধাপরাধীদের তথাকথিত এই শান্তিকে অনুমোদন করেন না বা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শর্তগুলিকেও অনুমোদন করেন না। জনগণের অভিব্যক্ত ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে, যদিও অচিরেই প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মতো গণমুক্তি ফৌজের এখন যথেষ্ট শক্তি ও উপযুক্ত যুক্তি রয়েছে এবং এটা করে দিতে পারার মতো পূর্ণ আস্থাও তার রয়েছে তবু যুদ্ধের পরিসমাপ্তিকে দ্রুততর করার জন্য, যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জনগণের দুঃখযন্ত্রণাকে লাঘব করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিক্রিয়াশীল নানকিংস্থ কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে অথবা যে কোনো আঞ্চলিক সরকার বা কুওমিনতাঙের সামরিক গ্রুপগুলির সঙ্গে নিম্নলিখিত শর্তগুলির ভিত্তিতে শান্তি আলোচনার অনুষ্ঠানে সম্মত আছে ঃ

(১) যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে।

(২) ভূয়ো সংবিধানকে বাতিল করে দিতে হবে।

(৩) ভূয়ো "গঠিত কর্তৃত্ব"কে বিলোপ করে দিতে হবে।

(৪) সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনীকে গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হবে।

(৫) আমলাতান্ত্রিক পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

(৬) ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে।

(৭) দেশদ্রোহাত্মক চুক্তিগুলিকে বাতিল করে দিতে হবে।

(৮) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে অংশ গ্রহণ করতে না দিয়ে একটি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের ও তার অধীনস্থ সর্বস্তরের সরকারের সমূহ ক্ষমতা অধিগ্রণের জন্য একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে।[১]

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে উপরে বর্ণিত শর্তগুলি সারা দেশের জনগণের অভিন্ন ইচ্ছারই মূর্ত প্রকাশ করে এবং এইসব শর্তের ভিত্তিতে স্থাপিত শান্তিই যথার্থ গণতান্ত্রিক শান্তি হবে। যদি নানকিংস্থ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের লোকজনেরা যথার্থ গণতান্ত্রিক একটি শান্তি স্থাপন করতে চান এবং একটা মিথ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শান্তি না চান তবে তাদের উচিত তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শর্তগুলি পরিত্যাগ করা এবং শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উপস্থাপিত আটটি শর্তকে গ্রহণ করে নেওয়া। অন্যথায় তাদের তথাকথিত এই শান্তি একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমরা আশা করছি, সারা দেশের জনগণ ও সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনগুলি যথার্থ গণতান্ত্রিক একটি শান্তির সপক্ষে এবং ভুয়ো প্রতিক্রিয়াশীল শান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রুখে দাঁড়াবেন। নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের প্রশাসনের মধ্যে সব দেশপ্রেমিকরা রয়েছেন তাদের উচিত এই শান্তির প্রস্তাবকে সমর্থন করা। গণমুক্তিফৌজের কমরেড কমাণ্ডারগণ ও সৈনিকবৃন্দ, মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য রাখুন। নানকিংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার যতক্ষণ একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক শক্তিকে মেনে না নিচ্ছে এবং তাকে কার্যকর না করছে, ততক্ষণ আপনারা আপনাদের যুদ্ধ প্রয়াসকে বিন্দুমাত্রও শিথিল করবেন না। যে প্রতিক্রিয়াবাদীরা প্রতিরোধের দুঃসাহস দেখাবে, তাদেরকেই দৃঢ় হস্তে, পুরোপুরিভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে হবে।

টীকা

১। এই বিবৃতিতে কমরেড মাও সে-তুঙ শান্তির জন্য যে আটদফা শর্ত উপস্থিত করেছিলেন তা ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও চ্যাঙ চি-চুঙ-এর নেতৃত্বাধীন কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতিনিধিদলের মধ্যেকার শান্তি আলোচনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ঐ আলোচনার সূত্র ধরে আভ্যন্তরীণ শান্তির ব্যাপারে চুক্তির যে খসড়া প্রণয়ন করা হয় তাতে শান্তির এই আটটি শর্তের বাস্তব ব্যবস্থাদি হাজির করা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "দেশব্যাপী এগিয়ে চলার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ" শীর্ষক রচনার ১নং টীকা দেখুন।

নানকিংয়ে কার্যকরী ইউয়ানের প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্রের মন্তব্য

২১শে জানুয়ারি, ১৯৪৯

নানকিংস্থ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের সরকারী সংবাদ সংস্থা 'সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি'র ১৯শে জানুয়ারির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কার্যকরী ইউয়ান ঐ দিন সকাল নয়টায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় বিস্তারিতভাবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে ঃ

> আশু শান্তি স্থাপনের জন্য সমগ্র দেশের জনগণের ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতদ্বারা সরকার তার সুচিন্তিত এই বাসনা ব্যক্ত করেছে, প্রথমতঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে অবিলম্বে ও নিঃশর্তে সকল যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করবে এবং তারপর শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করবে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র বলেন ঃ নানকিং কার্যকরী ইউয়ানের এই প্রস্তাবে নানকিংয়ের ভুয়ো রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-শেক পয়লা জানুয়ারী শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করে ১৪ই জানুয়ারী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার কোনো উল্লেখ করেনি বা দুটো বিবৃতির কোনটিকে তারা সমর্থন করে বা কোনটির বিরোধিতা করে তার কোনো উল্লেখই তা করেনি। বরং তার পরিবর্তে নিজের একটি প্রস্তাব তা হাজির করেছে যেন কুওমিনতাঙ বা কমিউনিস্ট পার্টি ১লা জানুয়ারি ও ১৪ই জানুয়ারী কোনো প্রস্তাবই হাজির করেনি, এই সব কিছু একেবারেই বোধগম্য নয়। বস্তুতঃপক্ষে নানকিং কার্যকরী ইউয়ান শুধু যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৪ই জানুয়ারির প্রস্তাবকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করেছেন তাই নয়, তারা ভুয়ো প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাই-শেক ১লা জানুয়ারি যে প্রস্তাব করেছেন তাও সরাসরি বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি তার ১লা জানুয়ারির প্রস্তাবে বলেছিলেন ঃ

> যখনই চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তরিকভাবে শান্তি চাইবে এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা ব্যক্ত করবে, সরকার তখনই সকল আন্তরিকতা নিয়ে নিশ্চিতভাবে

এগিয়ে যাবে এবং যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটাবার জন্য ও শান্তি স্থাপনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনায় সম্মত আছে।

এখন উনিশ দিন পরে সেই একই সরকারের একটি সংস্থা অর্থাৎ নানকিং সরকারের "কার্যকরী ইউয়ান" তাদেরই সরকারের "রাষ্ট্রপতির" বিবৃতিকে খারিজ করে দিয়েছে এবং ঐ সরকার "সকল আন্তরিকতা নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটাবার জন্য এবং শান্তি স্থাপনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনায় সম্মত আছে" একথা বলার পরিবর্তে, তা বলছে "প্রথমতঃ, অবিলম্বে ও নিঃশর্তে সকল যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করবে এবং তারপর শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করবে।" নানকিংয়ের কার্যকরী ইউয়ানের ভদ্রলোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই ঃ শেষ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব বহাল থাকছে, আপনাদেরটি না, আপনাদের "রাষ্ট্রপতির"-টি? আপনাদের "রাষ্ট্রপতি" যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা ও শান্তি স্থাপনকে" এক এবং অভিন্ন বলে মনে করেন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বাস্তব ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনার জন্য তার আন্তরিকতা এবং ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন অন্যদিকে আপনারা যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার বাস্তব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিদল নিয়োগের ব্যাপারে অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং তার পরিবর্তে চূড়ান্ত উন্মাদ কল্পনাবিলাসের আশ্রয় নিয়েছেন, প্রস্তাব করেছেন "প্রথমেই অবিলম্বে ও নিঃশর্তে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা হবে" এবং তারপর "শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করা হবে। "কোন প্রস্তাবটি সঠিক, আপনাদেরটি না আপনাদের 'রাষ্ট্রপতির'টি। আমরা মনে করি নানকিংয়ের কার্যকরী ইউয়ান তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন ; তাদের ভুয়ো রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবকে একপাশে ঠেলে দেওয়ার এবং আপন ইচ্ছানুসারে নিজের একটি প্রস্তাব হাজির করার কোনো অধিকারই তার নেই। আমরা এই নূতন প্রস্তাবকে অযৌক্তিক বলে মনে করি ; এরকম ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্ঠুর যুদ্ধ পরিচালনার পর বাস্তব প্রক্রিয়া হিসাবে উভয় পক্ষের উচিত কাজ হচ্ছে শান্তির মৌল শর্ত নিয়ে আলোচনা করা এবং পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য একটি সন্ধিচুক্তি প্রণয়ন করা ; একমাত্র এভাবেই যুদ্ধ বন্ধ করা যেতে পারে। জনগণ যে এরকম শান্তিই চান তা নয়, কুওমিনতাঙ পক্ষেও বহুলোক রয়েছেন যারা অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নানকিংয়ের কার্যকরী ইউয়ানের এই একান্ত অযৌক্তিক "প্রস্তাব" যদি অনুসরণ করা হয় এবং প্রথমেই যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা না হয়, যদি কুওমিনতাঙ শান্তি আলোচনা চালাতে অনিচ্ছুক হয় তবে এখানে শান্তির জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ কোথায়? প্রথমে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ না হলে কোনো শান্তি আলোচনা হতে পারে না, নানকিংয়ের এখন থেকে তাই শান্তি আলোচনার দ্বার পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে গেলো ; শান্তি আলোচনা যদি করতেই

হয় তবে প্রথমেই এই একান্ত অযৌক্তিক "প্রস্তাবটি" খারিজ করে দিতে হবে। হয় এইটি, না হয় অন্যটি হতে হবে। যদি নানকিংয়ের কার্যকরী ইউয়ান তার নিজের "প্রস্তাব" খারিজ করে দিতে রাজী না হয়, তাহলে শুধু এইটুকুই বোঝা যাবে যে নানকিংয়ের প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের দিক থেকে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠানের একান্ত কোনো বাসনাই নেই। জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করবেন নানকিং যদি ঐকান্তিক হয় তবে তা শান্তির বাস্তব ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় অনিচ্ছুক কেন? এই সিদ্ধান্তই কি এ থেকে সপ্রমাণিত হয়নি যে নানকিংয়ের শান্তি প্রস্তাব কপটতাপূর্ণ একটি প্রস্তাব মাত্র? কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র বলেন ঃ নানকিং এখন নৈরাজ্যের একটি অবস্থায় উপনীত হয়েছে, ভুয়ো রাষ্ট্রপতি একটি প্রস্তাব হাজির করছেন, কার্যকরী ইউয়ান হাজির করছে আরেকটি। কার সঙ্গে কথা বলতে হবে?

চীনে জাপানী আক্রমণকারী বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি যাসুজি ওকামুরাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি আদেশ প্রদান প্রসঙ্গে এবং কুওমিনতাঙ গৃহযুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার করা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের বিবৃতি

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৪৯

প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি ২৬শে জানুয়ারি একটি প্রতিবেদনে বলেছে ঃ

জনৈক সরকারী মুখপাত্র নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন। গতমাসে জনসাধারণের দুঃখযন্ত্রণা অপনোদনের নিমিত্ত সরকার যুদ্ধের আশু পরিসমাপ্তির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া, বর্তমানে ২২ তারিখে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি আলোচনা চালাবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল[১] নিযুক্ত করেছেন। গত কয় দিন ধরে সরকার শুধু চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল নিযুক্তির জন্য এবং সভার স্থানের ব্যাপারে সম্মত হয়ে যাতে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায় তার জন্য অপেক্ষা করেছে। কিন্তু উত্তর শেনসি বেতার থেকে নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ২৫ তারিখ যে বিবৃতি[২] প্রচারিত হয়েছে তাতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র সরকারের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আলোচনার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বল্গাহীন অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য ও নিন্দাসূচক উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং অসার ও আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে পিপিং পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার আগে আলোচনার স্থান নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যদি পিপিংয়ের তথাকথিত পূর্ণমুক্তির অছিলায় অবিলম্বে তার প্রতিনিধিদল নিয়োগ না করে এবং সভার স্থান সম্পর্কে সহমতে উপনীত না হয় এবং সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ না করে তা হলে তা কি অযথা কালহরণ এবং যুদ্ধের দুর্বিপাককে প্রলম্বিত করা নয়? এটা জানা দরকার যে যুদ্ধের দুর্বিপাক বন্ধ করার ব্যাপারে সমগ্র দেশের জনগণের প্রত্যাশা বিলম্ব সইবে না।

নিজের সুগভীর ঐকান্তিকতা প্রদর্শনের জন্য সরকার পুনরায় এই প্রত্যাশা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চায় যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এটা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করবে, জনগণের পরিত্রাণই আজকের প্রথম ভাবনা হওয়া চাই এবং তা যত শীঘ্র সম্ভব আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করবে যাতে করে নিকটবর্তী একটা দিনেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে উঠবে। ২৬শে জানুয়ারি অন্য একটি প্রতিবেদনে নানকিংয়ের সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি সাংহাই থেকে জানিয়েছে ঃ

২৬ তারিখে জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত সামরিক আদালত তার মামলার পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে চীনে জাপানী দখলদার বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি জাপানী যুদ্ধাপরাধী যাসুজি ওকামুরা আজ বিকাল চারটায় আদালতের প্রেসিডেন্ট শী মেই-য়ু কর্তৃক নিরপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছেন। আদালতকক্ষের পরিবেশ ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। মনোনিবেশের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান ওকামুরা এই রায় শুনে স্মিতহাস্য করেন।

উপরে প্রাপ্ত এই বিবরণের আলোকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করেছেন ঃ

১। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও গণমুক্তিফৌজের সর্বোচ্চ সদর দপ্তর ঘোষণা করেছে যে প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং কুওমিনতাঙ সরকার নিয়োজিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত সামরিক আদালতের পক্ষে চীনে দখলদার আগ্রাসী বাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যেকার মুখ্য অপরাধী জেনারেল যাসুজি ওকামুরাকে “নিরপরাধ” বলে রায়দান অনুমোদনযোগ্য নয়।[৩] জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের আট বছরে চীনের জনগণ মানবিক ও বৈষয়িক অকথ্য ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেন এবং এই যুদ্ধাপরাধীকে বন্দী করেন এবং তারা কোনোমতেই প্রতিক্রিয়াশীল নানকিংয়ের কুওমিনতাঙ সরকারকে ইচ্ছামতো তাকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করতে দিতে পারেন না। সারা দেশের জনগণ, সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনসমূহ এবং নানকিংস্থ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারী প্রশাসনের মধ্যেকার দেশপ্রেমিকদেরও উচিত অবিলম্বে ঐ সরকার কর্তৃক জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ এবং জাপানী ফ্যাসিস্ট সমরবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক অপরাধজনক এই অপকর্মের বিরোধিতায় রুখে দাঁড়ানো। প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকারের প্রতি আমরা গুরুতর একটি সতর্কবাণীই এতদ্বারা উচ্চারণ করতে চাই। আপনাদেরকে অবিলম্বে যাসুজি ওকামুরাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অতি অবশ্যই তাকে আবার কারারুদ্ধ করতে হবে। আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার

জন্য আপনাদের অনুরোধের সঙ্গে এই বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমরা মনে করি আপনাদের বর্তমান সকল কার্যকলাপই হচ্ছে ভুয়ো। এই শান্তি আলোচনাকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করে যুদ্ধের জন্য নূতন প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা মাত্র এবং এই প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলদের চীনে চলে আসার জন্য প্ররোচিত করার ও আপনাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চীনের জনগণকে হত্যাভিযানে সামিল হওয়ার জন্য প্ররোচনা দান করা ; ঠিক এই মতলব থেকেই আপনারা যাসুজি ওকামুরাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমরা অতি অবশ্যই আপনাদেরকে তা করতে দিতে পারি না। যাসুজি ওকামুরাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার জন্য এবং আমাদের নির্দেশিত একটা সময়ে ও নির্দিষ্ট স্থানে গণমুক্তিফৌজের হাতে তাকে তুলে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আদেশদানের অধিকার আমাদের রয়েছে। অন্যান্য জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে তারা আপনাদের হেফাজতে থাকুক কিন্তু আপনারা যেন আপনাদের এক্তিয়ার ফেলে তাদের কাউকে মুক্তি না দিয়ে দেন বা পালিয়ে যেতে না দেন ; আপনাদের মধ্যে যারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করবেন তাদেরকে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হবে।

২। প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের মুখপাত্রের ২৬শে জানুয়ারির বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে নানকিংয়ের আপনারা, ভদ্রোমহোদয়েরা শান্তি আলোচনার ব্যাপারে খুবই উদগ্র, আগ্রহী, বিচলিত ও শংকিত এবং বলা হয়েছে আপনারা সবাই নাকি "যুদ্ধের পরিধি সংক্ষিপ্ত করে আনার জন্য", "জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করার জন্য" এবং "জনগণের পরিত্রাণকে ভাবনার প্রথম বিষয় করে তোলার জন্যই" এতো ব্যাকুল ; আমরা এটাও অবগত হয়েছি যে আপনারা মনে করেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আপনাদের বাসনার জবাবে একান্তই নিরুত্তাপ, অনাগ্রহী, অবিচলিত ও উদাসীন থাকছে এবং "অধিকতর সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিচ্ছে না" এবং বাস্তবে "কালহরণ করছে ও যুদ্ধের দুর্বিপাককে প্রলম্বিত করছে।" নানকিংয়ের ভদ্রমহোদয়, আপনাদের আমরা খোলাখুলি জানিয়ে দিতে চাই ঃ আপনারা যুদ্ধাপরাধে অপরাধী, আপনাদের বিচার করা হবে। "শান্তি" বা 'জনগণের ইচ্ছা" ইত্যাদি বিষয়ক আপনাদের গালভরা কথাবার্তায় আমাদের কোনোই আস্থা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির ওপর আপনারা ভরসা স্থাপন করেছিলেন, "জনগণের ইচ্ছাকে অমান্য করে এসেছেন, সন্ধিচুক্তিকে এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন এবং এই একান্ত বর্বর, জনবিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী, প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু করেছেন। আপনারা তখন এতই উদগ্র, আগ্রহী, ব্যাকুল ও বিচলিত ছিলেন যে, কারো সদুপদেশ শোনার

আপনাদের সময়ই ছিল না। আপনারা যখন সাজানো বিধানসভা, আহ্বান করেন ভুয়ো একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন, নকল একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন এবং যখন "বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্যসমাবেশের" ভুয়ো আদেশটি জারি করেন তখনও আপনারা এসব নিয়ে এমন উদগ্র, আগ্রহী, ব্যাকুল ও বিচলিত ছিলেন যে কারো সদুপদেশ শোনার সময়ই আপনাদের ছিল না। ঐ সময়ে সাংহাই, নানকিং ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মহানগরীতে তথাতথিত যেসব পরামর্শদাতা পর্ষদগুলি বণিকসভা, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, নারী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ইত্যাদি যে সকল সংস্থা আপনাদের সরকার পরিচালনা করতো বা যেগুলি আপনাদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতো তারা সবাই মিলে "বিদ্রোহ দমনের জন্য সমাবেশের সমর্থনে" এবং "কমিউনিস্ট দস্যুদের নিশ্চিহ্নকরণের জন্য" এমন এক সোরগোল বাধিয়ে তুলেছিল এবং আপনারা এসব নিয়ে আবার এতোই উত্তেজিত, আগ্রহী, ব্যাকুল ও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন যে কারো সদুপদেশ শোনার আপনাদের সময়ই ছিল না। তারপর আড়াই বছর কেটে গেছে এবং এই সময়ের মধ্যে আপনাদের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জবাই হয়েছেন, গ্রামের পর গ্রাম আপনারা পুড়িয়ে দিয়েছেন, মা বোনেরা ধর্ষিতা হয়েছেন ও ধনসম্পদ আপনারা লুণ্ঠন করেছেন, আপনাদের বিমানবহরও যে জীবন ও ধনসম্পত্তি ধ্বংস করেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই ; জঘন্য অপরাধ আপনারা করেছেন এবং আপনাদের সঙ্গে তার একটি হিসাবনিকাশ অবশ্যই হওয়া দরকার। আমরা শুনেছি এরকম হিসাবনিকাশের সংগ্রামের আপনারা বিরোধী। কিন্তু এবার হিসাবনিকাশের সংগ্রাম করার উপযুক্ত কারণই রয়েছে, হিসাবনিকাশ করতেই হবে, তার একটা নিষ্পত্তিও করা দরকার, একটা লড়াই, একটা সংগ্রাম অবশ্যই হওয়া দরকার। আপনারা পরাজিত হয়েছেন। আপনারা জনগণের ক্রোধ জাগিয়ে তুলেছেন এবং জনগণ আপনাদের বিরুদ্ধে জীবনমরণ পণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। জনগণ আপনাদের পছন্দ করেন না, আপনাদের নিন্দা করেন, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছেন, আপনারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তারই জন্য আপনারা পরাজিত হয়েছেন। শান্তি আলোচনার জন্য আপনারা পাঁচ দফা[৪] প্রস্তাব করেছিলেন এবং আমরা আটদফা[৫] প্রস্তাব পেশ করেছিলাম ; আপনাদের পাঁচ দফার প্রতি নয়, জনগণ সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আট দফার প্রতিই তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। আপনারা আমাদের আট দফাকে খণ্ড করতে বা আপনাদের পাঁচদফার জন্য জেদ ধরতে সাহস করছেন না। আপনারা বলেছেন, আপনারা আমাদের আট দফাকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী আছেন। এটা কি খুবই ভালো জিনিস নয়? তা হলে একটু তড়িঘড়ি করেই আলোচনা করা হবে না কেন? মনে হচ্ছে, আপনারা খুবই উত্তেজিত, আগ্রহী, উদগ্র পরিচালিত এবং আপনারা "নিঃশর্তে

যুদ্ধ বিরতির জন্য", "যুদ্ধের সময়কে কমিয়ে আনার জন্য", জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করার জন্য" এবং "জনগণের পরিত্রাণলাভকে প্রধান ভাবনার বিষয় করে তোলার জন্য" ভীষণ ব্যাকুল। আর আমরা? আমরা স্পষ্টতঃই ততো উত্তেজিত, আগ্রহী, ব্যাকুল বা বিচলিত নই এবং আমরা "অযথা কালহরণ করছি এবং যুদ্ধের দুর্বিপাককে প্রলম্বিত করছি।" কিন্তু নানকিংয়ের ভদ্রমহেদেয়েরা, একটু অপেক্ষা করুন। আমরাও আকুল, আগ্রহী, ব্যাকুল ও বিচলিত হয়ে যাচ্ছি, যুদ্ধের সময়কে নিশ্চিতভাবেই সংক্ষিপ্ত করে আনা হবে এবং জনগণের দুঃখযন্ত্রণাকে নিশ্চিতভাবে লাঘব করে আনা হবে। আপনারা যেহেতু আমাদের আট দফাকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন, আপনারা এবং আমরা দুপক্ষই ব্যস্ত হয়ে পড়বো। এই আট দফাকে কার্যকর করার জন্য আপনারা, আমরা, তাবৎ গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন এবং সারা দেশের সকল স্তরের জনগণই আগামী কয়েক মাস, ছমাস, পুরো বছর বা কয়েকটি বছর খুবই ব্যস্ত-সমস্ত থাকবে,—জানিনা তাতেও কাজটা শেষ করা যাবে কিনা! নানকিংয়ের ভদ্রমহোদয়েরা, আপনারা অবহিত হোন! এই আট দফা কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়, তাদের একান্ত বাস্তব বিষয়বস্তু রয়েছে; এই অল্প অবকাশে প্রত্যেকরই খানিকটা চিন্তাভাবনা করে নেওয়া দরকার এবং একটু আধটু দেরী হলে জনগণ আমাদের মার্জনা করবেন। খোলাখুলি বলতে গেলে, জনগণের অভিমত হচ্ছে এই যে আলোচনার জন্য আমাদের ভালোভাবেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। আলোচনা নিশ্চয়ই হবে এবং কাউকেই মাঝপথে তা ভেঙ্গে দিতে বা আলোচনা চালাতে অস্বীকার করতে দেওয়া হবে না। সুতরাং আপনাদের প্রতিনিধিদলকে আলোচনায় আসার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার জন্য আরো কিছু সময় চাই এবং আমরা যুদ্ধাপরাধীদের আমাদের হয়ে আলোচনার দিনক্ষণ বেঁধে দেওয়ার ভার দেবো না। আমরা এবং পিকিংয়ের জনগণ এখন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করছি; আমরা আট দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে পিকিংয়ের প্রশ্নের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাধানের কাজ করছি। পিপিংয়ে জেনারেল ফু সো ঈ-র মতো আপনাদের লোকও এ কাজে অংশ গ্রহণ করছেন এবং আপনারাও আপনাদের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ইশতেহারে ওটাকে সঠিক কাজ বলেই অভিহিত করেছেন।[৬] তা যে শুধু শান্তি আলোচনার একটি স্থানের ব্যবস্থা করবে তা নয়, বরং নানকিং, সাংহাই, উহান, তাইয়ুআন, কুয়েইসুই, লানচাও, তিহুয়া, চেংতু, কুনমিং, চাংসা, নানচাঙ, হ্যাঙচাও, ফুচাও, ক্যান্টন, তাইওয়ান, হাইনান দ্বীপ ইত্যাদি স্থানের শান্তিপূর্ণ সমাধানের একটি আদর্শ হিসাবে কাজ করবে। এই কাজটি তাই খুবই প্রশংসাযোগ্য, এবং নানকিং-এর ভদ্রলোকদের তার প্রতি একটা আলগা মনোভাব গ্রহণ করা উচিত হবে না। আমরা গণতান্ত্রিক পার্টি, সংগঠন এবং আমাদের

এলাকার ও আপনাদের এই উভয় এলাকার দলবহির্ভূত গণতন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে এবং আট দফার প্রথম দফার ব্যাপারে বাস্তব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় নিয়ে কাজ করছি। অনতিবিলম্বেই আমরা এই তালিকা খুব সম্ভব সরকারীভাবে ঘোষণা করে দিতে পারবো। নানকিংয়ের ভদ্রমহোদয়েরা, আপনারা জানেন গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনগুলির সঙ্গে এই তালিকা নিয়ে আলোচনার ও সরকারীভাবে তা প্রকাশ করার সময় আমরা পাইনি। এর জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি। এর কারণ হচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে শান্তি আলোচনার জন্য অনুরোধ এসেছে খানিকটা দেরীতে। তা যদি আগে আসত তাহলে আমাদের প্রস্তুতি হয়তো এর মাঝে শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা থেকে এটা বোঝাচ্ছে না যে আপনাদের কিছুই করার নেই। জাপানী যুদ্ধাপরাধী যাসুজী ওকামুরাকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও আপনাদের অবিলম্বে এক দঙ্গল গৃহ-যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার করা দরকার এবং সর্বপ্রথম তার মধ্যে থাকা চাই নানকিং, সাংহাই, ফেঙ হুয়া ও তাইওয়ানের যুদ্ধাপরাধীদের যে তালিকা ১৯৪৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিবৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছিল তার মধ্যেকার সেই ৪৩ জনকেও গ্রেপ্তার করার জন্য আপনাদের তৎপর হওয়া উচিত। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছেন চিয়াং কাই-শেক, টি ভি সুঙ, চেন চেঙ, হোইং-চিন, কু চু-তুঙ, চেন লি-ফু, চু চিয়াং-হুয়া ওয়াং শী-চিয়ে, উ কুও-চেন, তাই চুয়ান-সিয়েন, তাঙ এন-পো, চৌ চি-জৌ, ওয়াং-শু-মিঙ এবং কুয়েই ই ইউয়ুং চিং।[৭] তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছেন চিয়াং কাই-শেক যিনি এখন ফেঙহুয়াতে[৮] পালিয়ে গেছেন এবং খুবই সম্ভাবনা আছে যে তিনি বিদেশে পাড়ি জমাবেন এবং আমেরিকান বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় ভিক্ষা করবেন ; সুতরাং আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে দ্রুত এই অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা এবং তাকে পলায়ন করতে না দেওয়া। এ ব্যাপারে আপনাদের পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। যদি পলায়নের কোনো ঘটনা ঘটে তবে দস্যুদের মুক্ত করে দেওয়ার জন্য আপনাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং কোনো করুণাই প্রদর্শন করা হবে না। সতর্ক করে দেওয়া হয়নি একথা যেন কেউই বলতে না পারেন। আমরা মনে করি এই যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়েই আপনাদের দিক থেকে যুদ্ধের সময়কে হ্রাস করে আনার এবং জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করার ব্যাপারে গুরুতর একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। যতক্ষণ এই যুদ্ধাপরাধীরা মুক্ত থাকছে, যুদ্ধের সময় তাতে শুধু প্রলম্বিতই হবে এবং জনগণের দুঃখযন্ত্রণা বেড়েই চলবে।

৩। আমরা দাবী জানাচ্ছি প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার উপরের এই দুটি বিষয়ের জবাব দিন।

৪। আট দফার বাকী বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় পক্ষের কী কী প্রস্তুতি করা উচিত সেই বিষয়ে নানকিংকে পরে এক সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

টীকা

১। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার যে প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করে তাতে ছিলেন শাও লি সে, চ্যাঙ চি চুঙ, হুয়াং শাও-হুঙ, পেঙ চাও-সিয়েন ও চুং তিয়েন-সিন।

২। ১৯৪৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র শান্তি আলোচনা সম্পর্কিত তার বিবৃতিতে দেখিয়ে দেনঃ "আমরা প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকারের একটি প্রতিনিধিদলকে আমাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাতে অনুমতি দিয়েছি এই জন্য নয় যে আমরা ঐ সরকারকে এখনো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য বলে মনে করি বরং আমরা এই অনুমতি দিয়েছি এই জন্য যে প্রতিক্রিয়াশীল সশস্ত্র বাহিনীর কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঐ সরকার যদি মনে করে তা জনগণের আস্থা পুরোপুরি খুইয়ে বসেছে এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল সশস্ত্র বাহিনীর ভগ্নাবশেষ শক্তিমান গণমুক্তিফৌজকে প্রতিরোধ করতে অসমর্থ এবং যদি ঐ সরকার শান্তির জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবিত আট দফা মেনে নিতে সম্মত হয় তবে জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করার জন্য আলোচনার মাধ্যমে জনগণের মুক্তির ব্যাপারটির সমাধান করা অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় ও হিতকরই হবে। আলোচনার স্থান সম্পর্কে ঐ বিবৃতিতে বলা হয়, "পিপিংয়ের পরিপূর্ণ মুক্তির পরই তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে এবং সম্ভবতঃ পিপিংই সেই স্থান হতে পারে।" নানকিংয়ের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে তাতে বলা হয় "পেঙ চাও-সিয়েন হচ্ছেন কুওমিনতাঙয়ের কেন্দ্রীয় চক্রের প্রধান খুঁটিদের একজন যারা সবচেয়ে উগ্রভাবে যুদ্ধের পক্ষে চেঁচিয়ে এসেছেন এবং জনগণ তাকে একজন যুদ্ধাপরাধী বলেই জানে; চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এরকম একজন প্রতিনিধিকে গ্রহণ করতে পারে না।"

৩। যাসুজি ওকামুরা হচ্ছেন চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের দীর্ঘতম ও জঘন্যতম অপরাধের তালিকায় শীর্ষস্থানের অধিকারীদের অন্যতম একজন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের অন্যতম সান চুয়াং-ফ্যাঙ-এর সামরিক উপদেষ্টা। ১৯২৮ সালে জাপানী পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার হিসাবে সিনান আক্রমণ ও দখলকারী জাপানীদের যুদ্ধের তিনি ছিলেন অন্যতম একজন নায়ক এবং তিনিই ছিলেন সিনান হত্যাকাণ্ডের প্রধান জল্লাদ। ১৯৩২ সালে তিনি সেই জাপানী দখলদার বাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ হিসাবে কাজ করেন যা সাংহাই আক্রমণ ও দখল করে। ১৯৩৩ সালে বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে "তাঙকু চুক্তি" স্বাক্ষরের সময় তিনি জাপানী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত তিনি একাদিক্রমে জাপানের একাদশ কোরের, উত্তর চীন ফ্রন্ট বাহিনীর ও ষষ্ঠ ফ্রন্ট বাহিনীর এবং চীনের জাপানী দখলদার বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। চীনে "সব কিছু পুড়িয়ে ফেলা, সবাইকে হত্যা করা ও সব কিছু লুণ্ঠন করার" চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার নীতির তিনিই ছিলেন

শিরোমণি। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে ইয়েনানে প্রকাশিত জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় তিনিই ছিলেন প্রথম অপরাধী। গণমুক্তির যুদ্ধকালে তিনি ছিলেন চিয়াং কাই-শেকের গোপন পরামর্শদাতা ও মুক্ত অঞ্চলে চিয়াং-এর আক্রমণের পরিকল্পনার মন্ত্রণাদাতা। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করা হয় ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার তাকে মুক্তিদান করে এবং তিনি জাপানে ফিরে যান। ১৯৫০ সালে তিনি তথাকথিত 'রিসার্চ ইনস্টিট্যুট অফ রিভল্যুশনারী প্র্যাকটিশ' নামক চিয়াং কাই-শেকের সংস্থার প্রধান প্রশিক্ষণদাতার পদটি গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি জাপানী সৈনিক ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন লোকজনদের "লীগ অফ কমরেডস ইন আর্থ" (পরে লীগ অফ রিটায়ার্ড কমরেডস ইন আর্থ) নামে পরিচিত সংস্থাটি গড়ে তোলেন এবং জাপানী সমরবাদকে জাগিয়ে তোলার প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপে তিনি খুবই তৎপর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৪। শান্তি আলোচনার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার যে "পাঁচদফা" প্রস্তাব দেয় তা ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি চিয়াং কাই-শেক তার নববর্ষের বাণীতে উপস্থিত করেন। সেগুলি ছিলঃ (১) শান্তি আলোচনা দেশের "স্বাধীনতা ও সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না," (২) শান্তি আলেচনাকে "জনগণের পুনর্বাসনে সহায়তা করতে হবে" (৩) "আমার কোনো কাজের দ্বারা পবিত্র সংবিধানের কোনো উল্লঙ্ঘন সাধিত হবে না এবং গণতান্ত্রিক নিয়মতান্তিকতা তাতে লঙ্ঘিত হবে না ;চীনের সাধারণতন্ত্রের সরকারী কাঠামোটি নির্বিঘ্ন থাকবে এবং চীনের সাধারণতন্ত্রের আইনানুগভাবে গঠিত কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে" ; (৪) "সশস্ত্র বাহিনী সুনিশ্চিতভাবে রক্ষিত হবে" ; (৫) "জনগণকে তাদের স্বাধীন জীবনধারা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে এবং তাদের জীবন ধারণের নিম্নতম মানকে বজায় রাখতে দেওয়া হবে।" কমরেড মাও সে-তুঙ দ্রুত এবং কঠোরভাবে এই পাঁচ দফাকে খণ্ডন করে দেন। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির জন্য ফরিয়াদ" দেখুন।

৫। ১৯৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর কমরেড মাও সে-তুঙ তার বিবৃতিতে শান্তি আলোচনার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির "আট দফা" প্রস্তাব হাজির করেন। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের বিবৃতি" দেখুন।

৬। ১৯৪৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে কুওমিনতাঙ সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি প্রচারিত প্রতিবেদন অনুসারে নানকিং সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ঘোষণা করেঃ "উত্তর চীনে যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে আনা, শান্তি সুরক্ষিত করা এবং তার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন রাজধানীর ভিত্তিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, পিপিং, তার সাস্কৃতিক বস্তুগুলি ও ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধগুলি অক্ষর রাখার জন্য প্রধান সেনাপতি ফু সো-ঈ ২২শে জানুয়ারি এই মর্মে ঘোষণা করেন যে ঐ দিন বেলা দশটা থেকে সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। সর্বোচ্চ সদর দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে পিপিংস্থ আমাদের সৈন্যের বিপুল অংশই মহানগরীর

চত্বরের অন্তর্ভুক্ত সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু অঞ্চলে সরে এসেছে।" তাতে আরো বলা হয়, "যুক্তবিগ্রহ বন্ধ করার ব্যাপার সুইয়ুআন ও তাতুঙয়েও কার্যকর হবে।"

৭। কুওমিনতাঙ শাসনকালের ক্রোড়পতি টি. ভি. সুঙ অর্থমন্ত্রী, কার্যকরী ইউয়ানের সভাপতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রে কুওমিনতাঙ সরকারের বিশেষ দূত হিসাবে কাজ করেন। চেন চেঙ ছিলেন পূর্বতন চীফ অফ দি জেনারেল স্টাফ, তারপর হন তাইওয়ান প্রদেশের গভর্নর। হো ইং-চিন ছিলেন কুওমিনতাঙের চীফ অফ দি জেনারেল স্টাফ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। কু চু-তুঙ ছিলেন কুওমিনতাঙ বাহিনীর চীফ অফ দি জেনারেল স্টাফ। চেন লি-ফু, চেন কুও-ফু, চু চিয়া-হুয়া—এরা সকলেই ছিলেন কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় চক্রের মাতব্বরগণ। ওয়াং-শী-চিয়ে ছিলেন কুওমিনতাঙের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। উ কুও-চেন ছিলেন সাংহাইয়ের কুওমিনতাঙ মেয়র। তাই চুয়ান-সিয়েন (তাই চি-তাও নামেও পরিচিত) দীর্ঘকাল ধরে চিয়াং কাই-শেকের "সর্বোচ্চ উপদেষ্টা মণ্ডলীর" একজন সদস্য এবং কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির স্টাণ্ডিং কমিটির ঐ সময়ের একজন সদস্য ছিলেন। তাঙ এন-পো ছিলেন নানকিং-সাংহাই-হ্যাঙচাও এলাকার কুওমিনতাঙ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। চৌ চি-জৌ ছিলেন কুওমিনতাঙ বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ওয়াং শু-মিং ছিলেন কুওমিনতাঙ বিমান বাহিনীর সহকারী প্রধান সেনাপতি। কুয়েই ইয়ুং-চিন ছিলেন কুওমিনতাঙ নৌ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

৮। চিয়াং কাই-শেকের জন্মস্থান, চেকিয়াং প্রদেশের একটি জেলা।

শান্তির শর্তের মধ্যে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের এবং কুওমিনতাঙ যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের বিবৃতি

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র ২৮শে জানুয়ারি শান্তি আলোচনার নানা প্রশ্ন সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন, ৩১শে জানুয়ারি প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারের মুখপাত্র তার জবার দিয়েছেন। তার জবাবে, প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারের মুখপাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের উত্থাপিত বিষয়গুলিকে কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি উত্থাপন করেছিল যে প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারকে চীনে জাপানী হানাদার বাহিনীর প্রধান অপরাধী যাসুজি ওকামুরাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা, তাকে গণমুক্তিফৌজের হাতে তুলে দেওয়া, অন্যান্য জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের আটক রাখা এবং তাদের পলায়ন প্রতিরোধ করার দায়িত্ব নিতে হবে সে সম্পর্কে কুওমিনতাঙ মুখপাত্র বলেন, "এটা হচ্ছে বিচার বিভাগীয় প্রশ্ন। শান্তি আলোচনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই, শান্তি আলোচনার একটি পূর্বশর্ত তা কোনোমতেই হতে পারে না।" চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দাবী জানিয়েছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারকে চিয়াং কাই-শেক ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার করার দায়িত্ব নিতে হবে। এ সম্পর্কে কুওমিনতাঙ মুখপাত্রটি বলেন, "যথার্থ শান্তির জন্য কোনো পূর্বশর্ত আরোপ করা উচিত হবে না।" তিনি আরো বলেছেন, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের বিবৃতি "যথেষ্ট গুরুতর মনোভাবের প্রকাশ বলে মনে হয় না", এবং তাছাড়া "এতে করে অযথা জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।" এই প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র বলেন ঃ অতি সম্প্রতি এই ২৮শে জানুয়ারি পর্যন্তও আমাদের মনোভাব যথেষ্ট গুরুতর ছিল না, কেন না আমরা তখনও প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারের একটি সরকার হিসাবেই ধরে নিয়ে কথা বলেছিলাম। এ রকম তথাকথিত একটি "সরকার" এখনও বহাল রয়েছে কি? তা নানাকিংয়ে বহাল আছে তো? ওখানে এখন কোনো প্রশাসনিক সংস্থাই নেই। ক্যান্টনে তা রয়েছে কি? ক্যান্টনেও কোনো প্রশাসনিক প্রধান নেই। সাংহাইয়ে

তা রয়েছে কি? কোনো প্রশাসনিক সংস্থা বা প্রশাসনিক প্রধান সাংহাই-তেও নেই। ফেঙুহুয়াতে তা রয়েছে কি? ফেঙুহুয়াতে একজন নকল রাষ্ট্রপতিই মাত্র রয়েছেন, যিনি এর মাঝেই তার "অবসর গ্রহণের" কথা ঘোষণা করেছেন; আর কিছুই তো সেখানে নেই? গুরুত্ব সহকারে বললে, একে একটা সরকার বলে আমাদের গণ্য করাই উচিত নয়; এটাকে বড়ো জোর একটা প্রাকল্পিক বা প্রতীকী সরকার বলা যায়। ধরেই নেওয়া যাক, ওখানে ওরকম একটা প্রতীকী "সরকার" রয়েছে এবং ঐ "সরকারের" হয়ে কথা বলার মতো একজন মুখপাত্রও রয়েছেন। তাহলে এই মুখপাত্রের বোঝা উচিত যে ঐ প্রাকল্পিক, প্রতিক্রিয়াশীল, বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকার শান্তি আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো অবদানই যে রাখেনি তা নয়, বরং তা অন্তহীন জটিলতা সৃষ্টি করে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় হঠাৎ করে জাসুজি ওকামুরাকে যে আপনারা এভাবে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে দিলেন তার দ্বারা আপনারা যে আলোচনার ব্যাপারে এমন আগ্রহী তাতেই কি কিছু জটিলতা সৃষ্টি করে দিলেন না? চীনের কমিউনিস্ট পার্টি পুনরায় তার গ্রেপ্তার করার দাবী জানানোর পর তাকে আরো ২৬০জন অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে জাপানে পাঠিয়ে দিয়ে কি আপনারা অনেকে বেশি জটিলতা সৃষ্টি করলেন না? জাপানে আজ কারা শাসন চালাচ্ছে? এটা বলা চলে কি, সাম্রাজ্যবাদীরা নয়, জাপানী জনগণই জাপান শাসন করছেন? জাপান একটা দেশ যাকে আপনারা এতোই পছন্দ করেন যে, আপনারা ভাবছেন জাপানী যুদ্ধাপরাধীরা আপনাদের শাসনাধীন এলাকার চেয়ে সেখানে অধিকতর নিরাপত্তা ও আরাম বোধ করবেন এবং অনেক বেশি সুব্যবহার পাবেন। এটা কি একটা বিচার বিভাগীয় প্রশ্ন? এই বিচার বিভাগীয় প্রশ্ন উঠলো কেন? এটা কি হতে পারে যে, আপনারা ভুলে গেছেন জাপানী আক্রমণকারীরা পুরো আট বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে? এই প্রশ্নের সঙ্গে কি শান্তি আলোচনার কোনোই সম্পর্ক নেই? চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন ১৪ই জানুয়ারি শান্তি আলোচনার আট দফা প্রস্তাব হাজির করে তখন যাসুজি ওকামুরাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ২৬শে জানুয়ারি, তারই জন্য প্রশ্নটি তোলা হয়েছে; শান্তি আলোচনার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই তার যোগ রয়েছে। ৩১শে জানুয়ারি আপনারা ম্যাক আর্থারের আদেশ মান্য করে যাসুজি ওকামুরাসহ ২৬০ জন জাপানী যুদ্ধাপরাধীকে জাপানে পাঠিয়ে দিয়েছেন; তাই এটা আরো বেশি করে শান্তি আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আপনারা শান্তির জন্য ফরিয়াদ করছেন কেন? তার কারণ হচ্ছে, আপনারা জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিলেন। আপনারা কখন এই গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিলেন? শুরু করেছিলেন জাপানের আত্মসমর্পণের পর। কাদের বিরুদ্ধে আপনারা এই যুদ্ধ চালিয়েছিলেন? গণমুক্তি

ফৌজ ও জনগণের মুক্ত এলাকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধে এদের বিশেষ অবদান ছিল। আর কি উপায় অবলম্বন করে, কী হাতিয়ার দিয়ে আপনারা এই গৃহযুদ্ধ চালিয়েছেন? আমেরিকানদের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য ছাড়াও আপনাদের শাসনাধীন এলাকার জনগণের থেকে মানুষজনকে ছিনিয়ে এনে এবং তাদের সম্পদ লুট করে এনে আপনারা তা চালিয়েছেন। জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের মহান নির্ধারক সংগ্রাম যখন শেষ হয়ে এলো, বহির্দেশীয় যুদ্ধ শেষ হয়ে এলো, অমনি আপনারা এই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আপনারা পরাজিত হলেন এবং আলোচনার কথা বলছেন কিন্তু হঠাৎ করে আপনারা মুখ্য জাপানী যুদ্ধাপরাধী যাসুজি ওকামুরাকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আর যখনই আমরা প্রতিবাদ জানালাম, দাবী করলাম তাকে আবার কয়েদ করুন এবং তাকে গণমুক্তি ফৌজের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তৈরী হোন, অমনি তড়িঘড়ি তাকে আপনারা আরো ২৬০ জন জাপানী যুদ্ধবন্দীসহ জাপানে পাঠিয়ে দিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারের ভদ্রমহোদয়েরা, আপনাদের কাজটি খুবই অযৌক্তিক এবং জনগণের ইচ্ছার পক্ষে তা চূড়ান্ত অবমাননাকর। আমরা ইচ্ছা করেই আপনাদের উপাধিতে "বিশ্বাসঘাতক" কথাটি যুক্ত করেছি এবং আপনাদের তা মেনে নেওয়াই উচিত। আপনাদের সরকার দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছে এবং বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যই শুধু আমরা মাঝে মাঝে শব্দটি বাদ দিয়েছি, আমরা এখন আর তা বাদ দিতে পারি না। অতীতে আপনারা যতো সব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অপরাধ করেছেন তার সঙ্গে এখন আরো একটি খুবই গুরুতর অপরাধ যুক্ত হয়েছে, শান্তি আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত সভায় তা নিয়ে কথাবার্তা হওয়া দরকার। তাকে জটিলতা সৃষ্টি করা বা যা-ই বুলন, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেই হবে; এবং যেহেতু তা ১৪ই জানুয়ারির পরে ঘটেছে এবং প্রথমে উপস্থাপিত আট দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আমরা তাই একটা নূতন বিষয় প্রথম শর্তের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মনে করি, তা হচ্ছে, জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে। তাহলে প্রথম শর্তের এখন দুটি বিষয় থাকবে, (ক) জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং (খ) গৃহযুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। আমরা এই নূতন বিষয় যুক্ত করে সঠিক কাজই করেছি; তাতে সমগ্র দেশের জনগণের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটছে। সমগ্র দেশের জনগণের দাবী হচ্ছে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। এমনকি কুওমিনতাঙের মধ্যেও অনেকে রয়েছেন যারা যাসুজি ওকামুরা ও অন্যান্য জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের এবং চিয়াং কাই-শেক ও অন্যান্য গৃহযুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের দাবীকে স্বাভাবিক ও সঠিক বলেই মনে করেন। শান্তির ব্যাপারে আমরা ঐকান্তিক কি না, এ ব্যাপারে আপনারা যাই বলুন,

এই দুধরনের যুদ্ধাপরাধীদের বিষয় আলোচনা করতেই হবে এবং শাস্তি ওদের দিতেই হবে। আলোচনা শুরু হওয়ার আগে গৃহযুদ্ধাপরাধীদের একটি দঙ্গলকে আপনাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং তাদের পলায়ন প্রতিরোধ করতে হবে, আমাদের এই দাবী সম্পর্কে আপনারা বলছেন "কোনো পূর্বশর্ত আরোপ করা উচিত হবে না।" প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ সরকারের ভদ্রোমহোদয়েরা, এটা কোনো পূর্বশর্ত নয়, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদান করা সম্পর্কে শর্তকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে মেনে নেওয়া থেকে এই দাবীটি স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসছে। আমরা ওদের গ্রেপ্তার করতে বলেছিলাম কারণ আমাদের ভয় ছিল তারা পালিয়ে যাবে। ঠিক এই সময়ে যখন আমরা আলোচনার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে উঠতে পারিনি তখনই আপনারা বড়ো করুণভাবে আলোচনার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এবং আপনারা অস্থির হয়ে উঠেছেন কেন না আপনাদের তো অবসরের অন্ত নেই। তাই আপনাদেরকে আমরা একটা যুক্তিযুক্ত কাজের ভার দিয়েছিলাম। এই যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার করতেই হবে; যদি তারা বিশ্বের দূরতম প্রান্তেও পালিয়ে গিয়ে থাকে তবু ওদেরকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। যেহেতু আপনাদের হৃদয় অন্তহীন করুণায় ভরা এবং আপনারা বেদনার্ত মানবাত্মার দয়াময় মুক্তিদাতা, যেহেতু "যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসার" ব্যাপারে, "জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করার" ব্যাপারে এবং "জনগণের পরিত্রাণকেই আপনাদের ভাবনার প্রধান বিষয়" করে তোলার ব্যাপারে আপনারা আগ্রহী এবং যেহেতু আপনারা একান্ত উদার-হৃদয় ব্যক্তিবর্গ, তাই যারা আপনাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাদের নিশ্চয়ই আপনারা সযত্নে লালন করবেন না। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানকে আলোচনার ভিত্তির অঙ্গ হিসাবে মেনে নিতে আপনাদের মনোভাবকে বিচার করে এটা মনে হয় ঐসব জীবদের আপনারা তেমন কিছু অনুগ্রহ করেন না। কিন্তু যেহেতু আপনারা বলছেন এদের গ্রেপ্তার করাকে আপনারা বেশ কঠিন কাজ বলে মনে করেন তাই আমরা বলছি, ঠিক আছে ওদের পলায়ন প্রতিরোধ করুন; কোনো অবস্থাতেই এই জীবগুলিকে পালাতে দেবেন না। ভদ্রমহোদয়েরা, একবার ভেবে দেখুন তো, আপনারা অনেক চেষ্টাচরিত্র করে এইসব যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধিদল পাঠালেন, কিন্তু তারপর যদি দেখা যায় যে ওরা এর মাঝেই পালিয়ে গেছে তবে কী নিয়ে আলোচনা করা যায় বলুন তো? তাহলে আপনাদের প্রতিনিধিদলের ভদ্রলোকদের চেহারাটাই কি দাঁড়াবে বলুন তো! তাহলে "শান্তির জন্য" আপনাদের মহান "আন্তরিকতাই" বা কী করে দেখাবেন? তাহলে আপনারা ভদ্রমহোদয়েরা কী করে বাস্তব "যুদ্ধের সময়কে হ্রাস করে আনবেন", "জনগণের দুঃখযন্ত্রণাকে লাঘব করে আনবেন" এবং "জনগণের

পরিত্রাণকেই আপনারা আপনাদের ভাবনার প্রধান বিষয় করে তুলবেন" এবং তাকে নেহাৎ একটি প্রাকল্পিক ব্যাপার হিসাবেই আপনারা রেখে দেবেন না? কুওমিনতাঙ মুখপাত্র আরো বহু বিষয় নিয়েও একান্ত আজেবাজে বকেছেন ; এসব আজেবাজে কথা কাউকেই প্রতারিত করতে পারবে না এবং তার জবাব দেবার কোনো প্রয়োজনই দেখি না। প্রাকল্পিক, প্রতীকী, প্রতিক্রিয়াশীল, বিশ্বাসঘাতক কুওমিনতাঙ "সরকারের" (মনে রাখবেন, সরকার এই কথাটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রয়েছে), নানকিং বা ক্যান্টন বা ফেঙহুয়া বা সাংহাই যেখানকার "সরকারই" হোক, তার ভদ্রমহোদয়েরা! আপনারা যদি মনে করেন, এই বিবৃতিতেও আমাদের মনোভাব আবার তেমন গুরুতর বলে মনে হচ্ছে না, আমাদের ক্ষমা করবেন, কারণ আপনাদের প্রতি শুধু এই মনোভাবই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

সৈন্যবাহিনীকে একটি শ্রমবাহিনীতে পরিণত করুন

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯

চার তারিখের তারবার্তা পেয়েছি। এটা খুবই ভালো কথা, আপনারা প্রশিক্ষণ ও সংহতি সাধনকে দ্রুততর করে তুলেছেন এবং সময়সূচীর একমাস আগে আগে [১] চলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই লাইন ধরে অনুগ্রহ করে এগিয়ে চলুন, তাকে ধীরগতি করে তুলবেন না। আসলে কিন্তু মার্চ মাসেও প্রশিক্ষণ ও সংহতি সাধনকে চালিয়ে যেতে হবে, কর্মনীতি নিয়ে অধ্যয়নকে জোরদার করে তুলতে হবে এবং বিরাট বিরাট মহানগরীগুলিকে দখল করা ও সেগুলির প্রশাসন পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এখন থেকে, বিগত কুড়ি বছর ধরে "প্রথমে গ্রামাঞ্চল তারপর মহানগরী" এই যে সূত্র অনুযায়ী আমরা চলে এসেছি তাকে বিপরীতমুখী করে নিতে হবে, নূতন সূত্রে তাকে পরিবর্তিত করে "প্রথমে মহানগর, তারপর গ্রামাঞ্চল" এইটিই করে নিতে হবে। সৈন্যবাহিনী শুধু একটি যোদ্ধাবাহিনী মাত্র নয়, তা মূলতঃ হচ্ছে একটি শ্রমবাহিনী। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর কর্মীদেরকেই কী করে মহানগর অধিগ্রহণ ও পরিচালনা করতে হয় তা শিখতে হবে। শহরাঞ্চলের কাজে সাম্রাজ্যবাদী

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশনের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফীল্ড আর্মির তারবার্তার জবাবে কমরেড মাও সে-তুঙ এই তারবার্তাটি রচনা করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট অনান্য ফীল্ড-আর্মির ও কেন্দ্রীয় কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যুরোগুলির কাছেও তা প্রেরিত হয়। তিনটি মহান অভিযান—যেমন লিয়াওসি-শেনইয়াং, হুয়াই-হাই এবং পিপিং-তিয়েনসিন অভিযানের পর গুরুতর যুদ্ধবিগ্রহের অধ্যায় শেষ হয়ে এসেছে মনে করে কমরেড মাও সে-তুঙ এই তারবার্তায় যথাসময়েই এটা দেখিয়ে দেন যে গণমুক্তিফৌজ তো আর নিছক একটি যোদ্ধাবাহিনীমাত্র নয়, তারা একই সঙ্গে একটি শ্রমবাহিনীও বটে এবং বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে তাকে একটি শ্রমবাহিনীই হতে হবে। এই কর্মনীতি নূতন মুক্ত অঞ্চলে ঐ সময়ের কর্মী সমস্যার সমাধানে এবং জনগণের বৈপ্লবিক লক্ষ্যের অবাধ বিকাশের নিশ্চয়তা সাধনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। যোদ্ধবাহিনী ও শ্রমবাহিনী এই দ্বিবিধ বাহিনী হিসাবে গণমুক্তিফৌজের প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের রিপোর্ট" এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন।

ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীদের সঙ্গে কী করে মোকাবিলা করতে হবে তা ভালো করে জানতে হবে। কী করে বুর্জোয়াশ্রেণীর মোকাবিলা করতে হয়, কী করে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে হয়, ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন করতে হয়, যুবদের সমাবেশ ও সংগঠন করতে হয়, নূতন মুক্ত অঞ্চলের কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হয় ও তাদের কী করে প্রশিক্ষণ দিতে হয় তা ভালো করে জানতে হবে, শিল্প ও বাণিজ্য কী করে পরিচালনা করতে হয়, বিদ্যালয়, সংবাদপত্র, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বেতার কেন্দ্র কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তা ভালো করে জানতে হবে, পররাষ্ট্রীয় বিষয় পরিচালনা, গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে, মহানগর ও গ্রামাঞ্চলের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান এবং খাদ্য, কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর সমস্যার সমাধান এবং মুদ্রাসংক্রান্ত ও আর্থিক সমস্যার সমাধান ভালো করে করতে জানতে হবে। সংক্ষেপে, শহরাঞ্চলীয় যেসব সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মীরা ও সৈনিকেরা অপরিচিত ছিলেন, তাদেরকে এখন থেকে সেইসব সমস্যাগুলিরই সমাধান করতে হবে। আপনাদের এগিয়ে গিয়ে চার বা পাঁচটি প্রদেশ দখল করতে হবে এবং মহানগরগুলির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশাল গ্রামাঞ্চলের কাজও চালাতে হবে। যেহেতু দক্ষিণাঞ্চলের সমগ্র গ্রামাঞ্চলই হবে নূতন মুক্ত অঞ্চল, সেখানকার কাজ মূলগতভাবেই উত্তরাঞ্চলের পুরানো মুক্ত অঞ্চলের কাজের চেয়ে ভিন্নরকমের হবে। প্রথম বছরে, খাজনা ও সুদ হ্রাস করার কর্মনীতিকে কার্যকর করা যাবে না, অনেকটা পুরানো হারেই মোটামুটিভাবে খাজনা ও সুদ দিয়ে যেতে হবে। এ রকম পরিস্থিতিতেই আমাদের গ্রামাঞ্চলের কাজ এগিয়ে চলবে। সুতরাং গ্রামের কাজকর্মকেও নূতন করে শিখে নিতে হবে। কিন্তু শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামের কাজ শিখে নেওয়া অনেক সহজ। শহরাঞ্চলের কাজ অধিকতর কঠিন এবং এখন তাই হচ্ছে আপনাদের অধ্যয়নের প্রধান বিষয়। আমাদের কর্মীরা যদি দ্রুত মহানগরের প্রশাসনের কাজ আয়ত্ত করে নিতে না পারেন, আমরা চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হবো। তাই ফেব্রুয়ারির মধ্যে অন্য সব সমস্যাকে আপনাদের সমাধান করে নিতে হবে এবং সমগ্র মার্চ মাসকে মহানগরগুলিতে কিভাবে কাজ করতে হয় ও নূতন মুক্ত অঞ্চলে কিভাবে কাজ করতে হয় তা শিখে নেওয়ার জন্য ব্যয় করতে হবে। কুওমিনতাঙের শুধু দশ লক্ষ ও কয়েক হাজার সৈন্য রয়েছে এবং তাও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যদিও সামনে আরো বেশ কিছু যুদ্ধই আমাদের লড়তে হবে, কিন্তু হুয়াই-হাই অভিযানের মতো ব্যাপক আকারের যুদ্ধবিগ্রহ আমাদের করতে হবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম এবং বলা চলে, ঐরকম

কোনা সম্ভাবনাই নেইএবং তীব্র লড়াইয়ের অধ্যায় শেষ হয়েছে। সৈন্যবাহিনী এখনও একটি যোদ্ধাবাহিনীই বটে এবং এই দিক থেকে কোনোরকম শিথিলতা করা চলবে না ; শিথিলতা করা ভুল হবে। কিন্তু তা সত্বেও সময় এসেছে যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীকে একটি শ্রমবাহিনীতে পরিণত করতে হবে। যদি এই কাজে আমরা নিজেদের নিয়োজিত না করি এবং তা সম্পাদন করতে বদ্ধপরিকর না হই, তবে আমরা চূড়ান্ত বড়ো রকমের ভুলই করে বসবো। সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে ৫৩ হাজার কর্মীকে আমরা দক্ষিণে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, কিন্তু সংখ্যা হিসাবে এটা খুবই অল্প। আট বা নয়টি প্রদেশের কাজ ও বহুসংখ্যক বৃহৎ মহানগরীর কাজের জন্য আমাদের বিপুল কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন হবে এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য সৈন্যবাহিনীকে মূলতঃ নিজের ওপরই নির্ভর করতে হবে। আমাদের সৈন্যবাহিনী একটি বিরাট শিক্ষায়তন। ২১ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত আমাদের ফীল্ড আর্মিগুলি বহু সহস্র বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমান। কর্মীবাহিনীর জন্য আমাদের মূখ্যতঃ সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হবে। এই বিষয়টি আপনাদেরকে খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। প্রচণ্ড তীব্র সংগ্রাম যখন মূলতঃ শেষ হয়ে এসেছে, সৈন্যবাহিনীর লোকবলকে ও হাতিয়ারপাতির নবীকরণ ও যোগানকে যথোপযুক্ত সীমার মধ্যেই রাখতে হবে এবং পরিমাণ, গুণ ও পূর্ণাঙ্গতার দিক থেকে আর অতিরিক্ত দাবী করার দরকার নেই কারণ তাতে করে আর্থিক সংকটই দেখা দিতে পারে। এই আরেকটি বিষয় যা আপনাদেরকে গুরুতরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। উপরে বর্ণিত কর্মনীতিগুলি চতুর্থ ফীল্ড আর্মির ক্ষেত্রেও পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হবে এবং কমরেড লিন পিয়াও এবং লো জুং-হুয়ানকে এসবের প্রতি একইভাবে মনোযোগ দিতে বলা হচ্ছে। কমরেড কাঙ শেঙের সঙ্গে এ নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং তাকে আমরা বলেছি ১২ তারিখের মধ্যে দ্রুত আপনাদের কাছে চলে যেতে এবং আপাদের সঙ্গে কথা বলতে। কথাবার্তা বলার পর দ্রুত তার-যোগে আমাদেরকে আপনাদের অভিমত জানাবেন এবং আপনারা কী করার পরামর্শ দিচ্ছেন তাও জানাবেন। পূর্বচীন ব্যুরো এবং পূর্বচীন আঞ্চলিক সামরিক সদর দপ্তরকে অবিলম্বে সুচাওয়ে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে জেনারেল ফ্রন্ট কমিটির সঙ্গে[২] এবং তৃতীয় ফীল্ড আর্মির ফ্রন্ট কমিটির সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ করে কেন্দ্রীভূত প্রয়াস চালিয়ে দক্ষিণমুখী অভিযানের পরিকল্পনা করা সম্ভবপর হয়। পশ্চাৎ অঞ্চলের আপনাদের সকল কাজের ভার শানতুং সাব-ব্যুরোর ওপর ছেড়ে দিন।

টীকা

১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফীল্ড আর্মি পরিকল্পনা করেছিল ইয়াংসি নদী অতিক্রম করার দিনকে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল থেকে এগিয়ে মার্চ মাসে নিয়ে আসতে। প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য এই অতিক্রমণের সময়কে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়।

২। হুয়াই-হাই অভিযানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিপ্লবী সামরিক কমিশন ১৯৪৮ সালের ১৬ই নভেম্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে— কমরেড লিউ পো-চেঙ, চেন ঈ, তেঙ শিয়াও-পিঙ, সু য়ু এবং তান চেন-লিনকে নিয়ে এবং কমরেড তেঙ শিয়াও-পিঙকে সম্পাদক করে একটি জেনারেল ফ্রণ্ট কমিটি গঠন করবে যা মধ্যাঞ্চলের সমতলের ফীল্ড আর্মি ও পূর্ব চীন ফীল্ড আর্মির সুসংহত নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে এবং সামরিক কার্যকলাপের ও হুয়াই-হাই ফ্রণ্টের সমরাভিযানের পরিচালনার কাজ সুসম্পন্ন করবে।

কেন কদর্যভাবে ছিন্নভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখনো "সামগ্রিক শান্তির" জন্য আলস সোরগোল চালিয়ে যাচ্ছে?

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯

যা প্রত্যাশা করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসন ভেঙে পড়ছে। গণমুক্তিফৌজ সিনান দখল করার পর মাত্র চার মাসের সামান্য অধিক সময় কেটেছে এবং তা শেন ইয়াং দখল করার পর মাত্র তিন মাসের অধিক কেটেছে। কিন্তু সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রচার ক্ষেত্রে কুওমিনতাঙের সমস্ত শক্তির ভগ্নাবশেষসমূহ এর মাঝেই ভীষণ রকম ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর ফ্রন্টের লিয়ওসি-শেনবয়াং এবং পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান এবং দক্ষিণ ফ্রন্টের হুয়াই-হাই অভিযানের মধ্য দিয়ে কুওমিনতাঙ শাসনের সর্বাত্মক পতন শুরু হয়েছিল। চারমাসের কম সময়ের মধ্যে গতবছরের অক্টোবরের প্রথম থেকে বর্তমান বছরের জানুয়ারির শেষপর্যন্ত এই তিনটি অভিযানে কুওমিনতাঙ তার নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ১৪৪টি পুরো ডিভিসনসহ মোট ১৫ লক্ষ ৪০ হাজারের অধিক সৈন্য খুইয়েছে। কুওমিনতাঙ শাসনের সর্বাত্মক পতন চীনের গণমুক্তি যুদ্ধের ও চীনের জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের মহান বিজয়েরই অনিবার্য পরিণাম, কিন্তু "শান্তির" জন্য কুওমিনতাঙ ও তার আমেরিকান প্রভুদের সোরগোল এই পতনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকাই পালন করেছে। বর্তমান বছরের ১লা জানুয়ারী কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা "শান্তির সপক্ষে আক্রমণাত্মক অভিযান বলে অভিহিত" তথাকথিত একটি প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করতে শুরু করেছিল ; তাদের ইচ্ছা ছিল চীনের জনগণের ওপর তা ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা তাদের নিজেদের পায়ের ওপরই পড়েছে। আরো সঠিকভাবে বললে এই প্রস্তরখণ্ড কুওমিনতাঙকেই খণ্ডছিন্ন করে দিয়েছে। যে জেনারেল ফু সো-ঈ পিপিং সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে গণমুক্তিফৌজকে সহায়তা করেছেন তিনি ছাড়াও সর্বত্রই প্রচুর লোকজন রয়েছেন যারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রত্যাশা করছেন। আমেরিকানরা অহেতুক উষ্মা নিয়ে তাকাচ্ছে, কেন না তাদের ক্রীড়নকেরা তাদেরকে একেবারে হতাশ করেছে। বস্তুতঃ শান্তির সপক্ষে আক্রমণাত্মক অভিযানের ভোজবাজীর অস্ত্রটি আমেরিকান

কারখানাতেই বানানো হয়েছে এবং প্রায় দেড় বছর আগেই তা কুওমিনতাঙের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। লিটন স্টুয়ার্টই নিজে এই তথ্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন। চিয়াং কাই-শেক তথাকথিত নববর্ষের বাণীটি প্রচার করার পর স্টুয়ার্ট সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সির সংবাদদাতাকে বলেছেন "এই জিনিসটি আমি অবিরাম ব্যবহার করে এসেছি।" আমেরিকান সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির খবরে প্রকাশ "প্রচারার্থ নয়" এ রকমের এই মন্তব্যটি প্রচার করার জন্য সংবাদদাতাটিকে ভাতে মারা হয়েছে, তার চাকরী গেছে। চিয়াং কাই-শেকগোষ্ঠী দীর্ঘকাল যে এই আমেরিকান আদেশ পালন করতে সাহস করেনি তার একটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা মিলছে কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রচার দপ্তর কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ২৭শে ডিসেম্বর প্রচারিত একটি নির্দেশ থেকে ঃ

যদি আমরা যুদ্ধ করতে না পারি তবে আমরা শান্তিও কায়েম করতে পারবো না। যদি আমরা যুদ্ধ করতে পারি তবে শান্তির কথা বললে সৈন্যবাহিনীকে নয় বরং জনগণকেই শুধু মানসিক দিক থেকে হীনবল করে দেওয়া হবে। সুতরাং আমরা যুদ্ধ করতে পারি আর না পারি, শান্তির কথা বলে বলে আমরা শুধু খোয়াবোই, লাভ আমাদের কিছুই হবে না।

ঐ সময়ে কুওমিনতাঙ এই নির্দেশটি প্রচার করেছিল তার কারণ হচ্ছে চিয়াং-এর উপদলটি ছাড়া কিছু কুওমিনতাঙ উপদল তার মাঝেই শান্তির জন্য কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। গত ২৫শে ডিসেম্বর পাই চুং-সি এবং হুপে প্রাদেশিক পর্ষৎ তার নির্দেশে চিয়াং কাই-শেকের কাছে "শান্তিপূর্ণ মীমাংসার"[১] কথাটি তুলেছিলেন যার ফলে চিয়াং বাধ্য হয়ে তার পাঁচ দফার ভিত্তিতে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠানের জন্য ১লা জানুয়ারি একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি আশা করেছিলেন, শান্তির সপক্ষে আক্রমণ-অভিযান চালানোর এই আবিষ্কারের পেটেণ্টটি তিনি পাই চুং-সি-র কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেন এবং নূতন ট্রেড মার্কের আড়ালে তার পুরানো শাসনকেই চালিয়ে যেতে পারবেন। ৮ই জানুয়ারি তিনি চ্যাঙ্চুনকে হ্যাঙ্কাওয়ে পাঠান পাই চুং-সির সমর্থন আদায়ের জন্য এবং ঐ একই দিনে তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের কাছে চীনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্য[২] আহ্বান জানান। কিন্তু সকল চেষ্টাই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের ১৪ই জানুয়ারির বিবৃতি ভুয়ো শান্তির জন্য চিয়াং কাই-শেকের ষড়যন্ত্রের ওপর মরণ-আঘাত হানে এবং এক সপ্তাহ পরে "অবসর গ্রহণ করে" তাকে মঞ্চের পেছনে সরে যেতে বাধ্য করে। চিয়াং কাই-শেক, লি সুং-জেন এবং আমেরিকানরা যদিও এই চক্রান্তের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল এবং চমৎকার একটি পুতুলনাচের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে আশা

করেছিল, তার ফল দাঁড়ালো তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত ; দর্শকমণ্ডলী ক্রমেই যে হ্রাস পেয়ে আসছিল তা নয়, দেখা গেলো অভিনেতারাই একের পর এক মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফেঙহুয়াতে চিয়াং কাই-শেক তার "অবসর গ্রহণের পরবর্তী অবস্থান" থেকে তার বাহিনীর ভগ্নাবশেষকে পরিচালনা করেই চলেছেন, কিন্তু আইনানুগ মর্যাদাটি তার শেষ হয়ে গেছে এবং তার ওপর আস্থা রাখতে পারেন এমন লোকের সংখ্যাও ক্রমেই কমে যাচ্ছে। নিজেদের থেকেই সান ফো-র "কার্যকরী ইউয়ান"[৩] ঘোষণা করে দিয়েছে যে "সরকার ক্যাণ্টনে স্থানান্তরিত হলো"; তা যে শুধুমাত্র সরকারের "রাষ্ট্রপতিকে" ছেড়ে দিয়েছে তা নয় ; তা "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে"ও পরিত্যাগ করেছে, তার "আইনসভা, সংক্রান্ত ইউয়ান" এবং "নিয়ন্ত্রক ইউয়ানকে"-ও পরিত্যাগ করেছে। সান ফো-র "কার্যকরী ইউয়ান" যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু যে "জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক" যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত তা ক্যাণ্টনে নেই, নানকিংয়েও নেই এবং যতদূর জানা যায় তার মুখপাত্র রয়েছেন সাংহাইয়ে। কাজেই "পাষাণ নগরীর" দুর্গপ্রাকারে দাঁড়িয়ে লি সুং-জেন-এর দেখার মতো রয়েছে ঃ

উ আরচু-র সারা দেশ জুড়ে
মুখ-থুবড়ে পড়ে থাকা বিবর্ণ আকাশ,
আর ধূ ধূ করা নিঃসীম শূন্যতা।[৪]

(নবজাতক সংস্করণের অনুবাদক-কৃত ভাবানুবাদ)

২১শে জানুয়ারি ক্ষমতা অধিগ্রহণের পর থেকে লি সুং-জেন যেসব আদেশ জারী করেছেন তার একটিও কার্যকর হয়নি। কুওমিনতাঙের যদিও এখন আর "সমগ্র" কোনো "সরকার" নেই এবং বহু স্থানেই আঞ্চলিকভাবে শান্তির জন্য কাজকর্ম চলছে, কুওমিনতাঙ গোঁড়া-পন্থীরা আঞ্চলিক শান্তির বিরোধিতা করছেন এবং তথাকথিত একটি "সামগ্রিক শান্তির" জন্য দাবী জানিয়ে চলেছেন এবং শান্তিকে খারিজ করে দেওয়ার পেছনে তাদের একমাত্র দুর্বার প্রত্যাশা হচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ; তাদের ভয় হচ্ছে, এইসব আঞ্চলিক শান্তির প্রয়াস ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে পড়তে একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। কদর্যভাবে ছিন্নভিন্ন ও ভাঙনের জীর্ণদশায় উপনীত কুওমিনতাঙের "সামগ্রিক শান্তির" দাবীর প্রহসন তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছায় ৯ই ফেব্রুয়ারী সাংহাইয়ে ভুয়ো জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ভারপ্রাপ্ত ব্যুরোর প্রধান, যুদ্ধাপরাধী তেঙ উয়েন-ঈ-র প্রচারিত বিবৃতির মধ্য দিয়ে। তেঙ উয়েন-ঈ সান ফো-র মতোই লি সুং জেন-এর ২২শে জানুয়ারির যে বিবৃতিতে শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আট দফাকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল তাকে খারিজ করে

দিয়েছেন ; তার বদলে তিনি তথাকথিত "সমতার ভিত্তিতে সামগ্রিক শান্তির" দাবী[৫] জানিয়েছেন এবং বলেছেন তা ব্যর্থ হলে "একেবারে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য যে কোনো আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিতেই আমরা পিছপা হব না"। কিন্তু তেঙ উয়েন-ঈ জানিয়ে দিতে ভুলে গেছেন "সমতার ভিত্তিতে শান্তির, সামগ্রিক শান্তির" জন্য তার বিরোধী পক্ষীয় আমরা কাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। এটা দেখা যাচ্ছে, তেঙ উয়েন-ঈ-র কাছে গেলে কোথাও যাওয়া হবে না এবং তেঙ উয়েন-ঈ ছাড়া অন্য কারো কাছে যাওয়ার মানেও হবে কোথাও না-যাওয়া। কী কঠিন অবস্থা ভেবে দেখুন তো! সাংহাই থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারি সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে ঃ

> একজন রিপোর্টার তেঙ উয়েন-ঈ-কে জিজ্ঞাসা করেন, "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি লি আপনার চার দফা সম্বলিত প্রকাশ্য বিবৃতি অনুমোদন করেছেন কি?" তেঙ উয়েন-ঈ জবাবে বলেন, "আমি জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে কথা বলছি এবং আজ যে চার দফা প্রকাশ করা হয়েছে তা আগেভাগে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি লি-র কানে পেশ করা হয়নি।"

এখানে তেঙ উয়েন-ঈ ভুয়ো কুওমিনতাঙ সরকারের সামগ্রিক অবস্থান থেকে পৃথক ভুয়ো জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই যে আংশিক অবস্থানটি আবিষ্কার করেছেন আসলে তা ভুয়ো জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত ব্যুরোর ক্ষুদ্রতম একটি অংশের অবস্থান মাত্র এবং ভুয়ো জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বৃহত্তম অংশের অবস্থান থেকে তা স্বতন্ত্র। তেঙ উয়েন-ঈ খোলাখুলিভাবেই পিপিংয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিরোধিতা করেছেন এবং তার কুখ্যাতি করেছেন কিন্তু ভুয়ো জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ২৭শে জানুয়ারি তাকে "যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসা, শান্তি সুরক্ষিত করা এবং এভাবে প্রাচীন রাজধানী পিপিংয়ের ভিত্তি, তার সাংস্কৃতিক সম্পদ ও ঐতিহাসিক সৌধগুলি রক্ষা করার" পক্ষে একটি সহায়ক কাজ হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে তাতুঙ এবং সুইয়ুআনে[৬] একই ভাবে "যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা" হবে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিক্রিয়াশীলেরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ভরে "সামগ্রিক শান্তির" কথা বলছেন, সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের সামগ্রিক অবস্থান রয়েছে অতি অল্পই। দেখা যাচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাজনৈতিক কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যুরো জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরও বিরোধিতা করতে পারছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলেরাই আজকের চীনে শান্তি স্থাপনের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। তারা "সামগ্রিক শান্তির" শ্লোগানের আড়ালে সামগ্রিক যুদ্ধ পরিচালনারই স্বপ্ন দেখছে ; তাদের নিজেদের ভাষাতেই "যুদ্ধ যদি করতেই হয় তাকে সামগ্রিক যুদ্ধই হতে হবে, শান্তি যদি

করতেই হয় তবে তাকে সামগ্রিক শান্তিই হতে হবে"। কিন্তু বাস্তবে তাদের সামগ্রিক শান্তি নিয়ে আসার ক্ষমতা নেই বা সামগ্রিক যুদ্ধ চালানোর হিম্মতও নেই। সামগ্রিক ক্ষমতা রয়েছে চীনের জনগণের হাতে চীনের গণমুক্তিফৌজ, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির হাতে, মোটেই তা কদর্যভাবে ছিন্নভিন্ন ও জীর্ণদশায় উপনীত কুওমিনতাঙের হাতে নেই। একপক্ষ সামগ্রিক শক্তির অধিকারী অন্যদিকে অপর পক্ষ চূড়ান্ত রকমের ছিন্নভিন্ন এবং জীর্ণদশায় উপনীত ; এই হচ্ছে চীনের জনগণের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের এবং কুওমিনতাঙের দীর্ঘস্থায়ী অপকর্মের একমাত্র পরিণাম। কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিই আজকের চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

টীকা

১। চিয়াং কাই-শেকের চূড়ান্ত প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে কুওমিনতাঙ-এর মধ্যচীনের "দস্যুদমন" সদর দপ্তরের প্রধান সেনাপতি পাই চুং-সি চিয়াং-কাই শেকের কাছে "শান্তিপূর্ণ মীমাংসার" একটি প্রস্তাব পেশ করেন ; উদ্দেশ্য ছিল তাকে গদী থেকে অপসারিত করে দেওয়া এবং পাই যে কোয়াংসি চক্রের অন্তর্ভুক্ত তার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা। পাই চুং-সি-র নির্দেশে হুপে প্রাদেশিক পর্ষৎ চিয়াং কাই-শেকের কাছে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করে দেয় যে "যদি যুদ্ধের এই দুর্বিপাক প্রসারিত হতেই থাকে এবং অবিলম্বে যদি তার গতিমুখ পরিবর্তন করার চেষ্টা না করা হয় তবে রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েরই সর্বনাশ হবে" এবং তাকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয় "রাজনৈতিক মীমাংসার স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করুন এবং শান্তি আলোচনার পথ গ্রহণ করুন।"

২। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার হস্তক্ষেপের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। ১২ই জানুয়ারি কুওমিনতাঙ সরকারের কাছে প্রেরিত তাদের **স্মারকলিপিতে** যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যাখ্যা করে বলেছিল যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কুওমিনতাঙ সরকারের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে তার কারণ হচ্ছে "তারা বিশ্বাস করে না যে তাতে করে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হবে।" তার অর্থ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার এর মাঝেই বুঝে নিয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল যে চিয়াং কাই-শেক সরকারকে তারা লালন পালন করে এসেছে তার চূড়ান্ত বিনাশ ঠেকানো আর সম্ভব নয়।

৩। ১৯৪৯ সালের ৬ই এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি কুওমিনতাঙ সরকারের ভুয়ো কার্যকরী ইউয়ানের সভাপতি সান ফো ক্যান্টনে দুটি বিবৃতি প্রকাশ করে শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উপস্থাপিত আট দফা শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে নিয়ে লি-সু-জেন-এর প্রদত্ত বিবৃতির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন "সরকার ক্যান্টনে চলে এসেছে এবং সেখানে কাজ শুরু করেছে এবং আমাদেরকে আমাদের অতীতের একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করতে হবে।" তিনি আরো বলেছেন, "যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের জন্য কমিউনিস্টরা যে শর্তটি হাজির করেছে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

৪। ইউয়ান রাজবংশের সময়কার চতুর্দশ শতাব্দীর চীনা কবি শাদুল-এর একটি কবিতা থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত। কবিতাটির প্রথমাংশ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

পাষাণ নগরীর দুর্গপ্রাকার থেকে
চোখে পড়ে উ আর চু-র সারা দেশ জুড়ে
মুখ-থুবড়ে পড়ে-থাকা বিবর্ণ আকাশ,
আর ধূ ধূ-করা নিঃসীম শূন্যতা।
ছয়টি রাজকূলের সুখ্যাত রণক্ষেত্রের দিকে তাকালে
চোখে পড়ে বোবা দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে-থাকা
পাহাড়গুলিকে।
একদিন যাদের বিজয় পতাকা
সূর্যকে ছুয়ে ছুয়ে যেতো
রণতরীর মাস্তুল মেঘ পর্যন্ত উদ্ধত হয়ে উঠতো আকাশে
সেই বীরভূমিতে আজ অনাদৃত শবের
বিক্ষিপ্ত হিমশীতল কংকালের রাশি।
নদীর দুকূল জুড়ে পড়ে রয়েছে
কত শত যোদ্ধার অসংখ্য মৃত্যুর বিষণ্ণ অবশেষ।

(**নবজাতক** সংস্করণের অনুবাদক-কৃত ভাবানুবাদ।

"পাষাণ নগরী" হচ্ছে নানকিংয়ের প্রাচীন নাম।

৫। "যুদ্ধ ও শান্তির বিকাশধারা শীর্ষক তার লিখিত বিবৃতিতে তেঙ উয়েই-ঈ নিম্নলিখিত "চারটি বিষয়" হাজির করেন ঃ (১) "সরকার শান্তি চান" (২) "চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ চায়"; (৩) "পিপিংয়ের আঞ্চলিক শান্তি একটি প্রতারণা মাত্র"; (৪) "একেবারে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য যে কোনো আত্মত্যাগ স্বীকার করে নিতেই আমরা পিছপা হবো না।"

৬। তিয়েনসিন ও পিপিংয়ের মুক্তির পর উত্তর চীনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটিই শুধু কুওমিনতাঙ বাহিনীর হাতে ছিল। সেগুলি তাইয়ুআন, তাতুং, সিনসিয়াং, আনইয়াং ও কুয়েইসুই। তাইয়ুআনের শত্রুপক্ষকে ১৯৪৯ সালের ২৪শে এপ্রিল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাতুং-এর শত্রুবাহিনী ১লা মে শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার প্রস্তাব মেনে নেয়। সিনসিয়াংস্থ শত্রুপক্ষ ৫ই মে আত্মসমর্পণ করে। আনইয়াংয়ের শত্রুপক্ষকে ৬ই মে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কুয়েইসুই ১৯শে সেপ্টেম্বর শান্তিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়।

কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা "শান্তির জন্য আবেদন" থেকে যুদ্ধের জন্য আবেদনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯

১লা জানুয়ারি দস্যু চিয়াং কাই-শেক তার শান্তি বিষয়ক আক্রমণ অভিযান শুরু করার পর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ গোষ্ঠীর বীরবৃন্দ সবিস্তারে পুনঃপুনঃ "যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসা", "জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করা" এবং জনগণের পরিত্রাণকেই ভাবনার প্রধান হিসাবে গণ্য করা সম্পর্কে তাদের আগ্রহের কথা বলেই চলেছেন। ফেব্রুয়ারির প্রথম থেকে হঠাৎ করে তাদের শান্তির সঙ্গীতে খানিকটা নরম সুর ধরেছেন এবং "চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার" পুরানো সঙ্গীতই গাইতে শুরু করেছেন। গত কদিন ধরে সেটা বিশেষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রচার দপ্তর "সমস্ত পার্টির-দপ্তর ও পার্টি-পত্রিকার" উদ্দেশ্যে "প্রচার সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশে" বলেছেন ঃ

ইয়েন চিয়েন-য়িং আমাদের পশ্চাৎ অঞ্চলে এই প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার শান্তি প্রয়াসে ঐকান্তিক ;অথচ সরকারের সামরিক ব্যবস্থাকে শান্তি প্রয়াসে ঐকান্তিকতার অভাবের প্রকাশ বলে তিনি নিন্দা করছেন। আমাদের সকল পত্রিকাকে নিম্নলিখিত বিষয়ানুগভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জোরের সঙ্গে তাকে খণ্ডন করে দিতে হবে।

"বিশেষ নির্দেশে" কেন এই "খণ্ডন" করা দরকার তার জন্য বেশ কিছু কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে ঃ

নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে সরকার বরং চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত লড়াই করেই যাবেন।

১৪ই জানুয়ারির তার বিবৃতিতে মাও সে-তুঙ যে আটটি শর্ত হাজির করেছেন তা জাতির সর্বনাশ ঘটাবে এবং সরকারের তা গ্রহণ করা উচিত কাজ হয়নি।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে শান্তি বিনষ্ট করার দায়িত্ব বহন করতে হবে। তার বদলে তা এমন তথাকথিত যুদ্ধবন্দীদের এমন এক তালিকা প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে সরকারের সকল নেতাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা এমন দাবীও

করেছে যে সরকারকে প্রথমেই এদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে ; এ থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি কী পরিমাণ জঙ্গী এবং অযৌক্তিক মনোভাবাপন্ন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যদি তার আচরণ পরিবর্তন না করে, তা হলে শান্তি আলোচনার পথ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন হবে।

দুসপ্তাহ আগের শান্তি আলোচনার জন্য সকরুণ ব্যাকুলতা এখানে নেই। "যুদ্ধের সময়কে সংক্ষিপ্ত করে আনা", "জনগণের দুঃখযন্ত্রণা লাঘব করা" এবং "জনগণের পরিত্রাণকে ভাবনার মুখ্য বিষয় করে তোলা" ইত্যাদি যে বিখ্যাত উক্তিগুলি হৃদয়কে পুলকিত করে তুলেছিল এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল তার উল্ল্যেখ এখানে নেই। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যদি তার "আচরণ" পরিবর্তন না করে এবং যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির জন্য পীড়াপীড়ি করতেই থাকে তাহলে শান্তি আলোচনা অসম্ভব। তাহলে মুখ্য ভাবনা কোনটি—জনগণের পরিত্রাণ, না যুদ্ধাপরাধীদের পরিত্রাণ? কুওমিনতাঙের বীরবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত "প্রচার সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশ" অনুসারে দেখা যাচ্ছে তারা পরবর্তীটিরই পক্ষপাতী। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এখনও গণতান্ত্রিক পার্টি ও গণসংগঠনগুলির সঙ্গে যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা নিয়ে আলোচনা করছে এবং বিভিন্ন মহলের অভিমত এখন পাওয়া গেছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত অভিমত বিচার করে দেখা যাচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গত বছরের ২৫শে ডিসেম্বর যে তালিকা উপস্থিত করেছেন তা তারা সকলেই অনুমোদন করেন না। তারা মনে করেন মাত্র ৪৩ জন যুদ্ধাপরাধীদের নাম সম্বলিত এই তালিকা একান্ত সংক্ষিপ্ত ; তারা মনে করেন প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে জবাই করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তালিকায় মাত্র ৪৩ জনের নয়, অন্ততঃ শতাধিক লোকের নাম থাকা দরকার। সাময়িকভাবে না হয় ধরেই নিলাম যে যুদ্ধাপরাধীদের সংখ্যা শতাধিকই হবে ; কিন্তু সে যাই হোক, কুওমিনতাঙের বীরবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের আপনারা বিরোধিতা করছেন কেন? আপনারা কি "যুদ্ধের সময়কে হ্রাস করে আনতে" এবং "জনগণের দুঃখযন্ত্রণাকে লাঘব করতে" আগ্রহী নন? আপনাদের বিরোধিতার জন্য যদি যুদ্ধ চলতেই থাকে তাহলে কি সেটা অযথা কালহরণ করা হবে না বা যুদ্ধের দুর্বিপাককে প্রলম্বিত করা হবে না? "অযথা কালহরণ ও যুদ্ধের দুর্বিপাককে প্রলম্বিত করা"—ঠিক এই অভিযোগই তো ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারি নানকিং সরকারের মুখপাত্রের নামে প্রচারিত বিবৃতিতে আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে করেছিলেন ; এটা কি ধরে নিতে হবে যে আপনারা তা ফিরিয়ে নিতে চান, একটা প্ল্যাকার্ডে লিখে নিয়ে পরম সম্মানের বিষয় হিসাবে আপনাদের গায়ে তা ঝুলিয়ে নিতে চান? আপনারা তো অপার করুণা

আর দয়ার সাগর, আপনারা বলেছেন "জনগণের পরিত্রাণই আপনাদের ভাবনার প্রধান বিষয়।" তাহলে হঠাৎ করে কথা পালটে যুদ্ধাপরাধীদের পরিত্রাণকেই কেন আপনাদের ভাবনার মুখ্য বিষয় করে তুলেছেন? আপনাদের সরকারেরই আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীদপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে চীনের জনসংখ্যা ৪৫ কোটি নয়, ৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ; তার সঙ্গে তুলনা করে দেখুন প্রায় শ খানেক যুদ্ধাপরাধীর—কোন সংখ্যাটি বড়ো? আপনারা বীরপুরুষেরা তো অঙ্ক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন; যত্ন করে একটু অঙ্কের বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্ক কষে দেখুন, তারপর আপনাদের সিদ্ধান্তে আসুন। এই অঙ্ক না কষেই যদি ঝট করে আপনাদের পূর্বেকার "জনগণের পরিত্রাণকে ভাবনার মুখ্য বিষয় করে তোলা"-র সূত্রকে বরবাদ করে দেন, এমন একটা চমৎকার সূত্র যাকে আমরাও সমর্থন করি এবং সারা দেশের মানুষই যা সমর্থন করেন, তাকে বরবাদ করে দিয়ে "শতাধিক যুদ্ধাপরাধীদের পরিত্রাণকেই ভাবনার মুখ্য বিষয়" করে তোলেন তবে খেয়াল রাখবেন, আপনাদের পক্ষে যুক্তিতে দাঁড়ানো নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। কয়েক সপ্তাহ ধরে "শান্তির জন্য আবেদন জানিয়ে" বারে বারে যেসব লোকেরা "জনগণের পরিত্রাণকে ভাবনার মুখ্য বিষয়" করে তোলার কথা বলে এসেছেন সেই লোকেরাই এখন আর "শান্তির জন্য আবেদন" নয় বরং যুদ্ধের জন্যই আবেদন জানাচ্ছেন। কুওমিনতাঙ গোঁড়াপন্থীরা এই যে যন্ত্রণায় পড়েছেন তার কারণ হচ্ছে ঃ তারা গোঁয়ারের মতো জনগণের বিরোধিতা করে এসেছেন, তাদের ওপর যেমন খুসি ডাণ্ডাবাজি চালিয়ে এসেছেন এবং এভাবে মন্দিরের শীর্ষে জনগণের থেকে অনেক তফাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছেন; তাছাড়া মরে গেলে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবেন না বলে পণ করে বসে আছেন। ইয়াংসি অববাহিকা আর দক্ষিণ চীনের ব্যাপক জনগণ—শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, শহুরে পেটিবুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী, অলোকপ্রাপ্ত অভিজাত সম্প্রদায় ও বিবেকবান কুওমিনতাঙ সদস্যবৃন্দ—আপনারা দয়া করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন! যে কুওমিনতাঙ গোঁড়াপন্থীরা আপনাদের বিরুদ্ধে বেপরোয়া ডাণ্ডাবাজী চালিয়ে এসেছে তাদের দিন আজ খতম হয়ে এসেছে। আপনারা এবং আমরা আজ একই দিকে এসে দাঁড়িয়েছি। মুষ্টিমেয় গোঁড়াপন্থী অচিরেই প্রাসাদ চূড়া থেকে হুড়মুড় করে পড়ে ধরাশায়ী হবে এবং জনগণের চীন অচিরকালের মধ্যে উচ্চে মাথা তুলে দাঁড়াবে।

যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে কুওমিনতাঙের বিভিন্ন উত্তর প্রসঙ্গে

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯

"প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, সরকার শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের নীতি অনুসরণ করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যাটির শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেড় বছর ধরে সম্পাদিত প্রতিটি চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং তাই শান্তি ভঙ্গ করার দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। অথচ তার বদলে তা এখন তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের এমন একটি তালিকা প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে সরকারের সমস্ত নেতারাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এবং তা এমন দাবীও করেছে যে সরকারকে প্রথমেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে ; এ থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি কী পরিমাণ জঙ্গী এবং অযৌক্তিক মনোভাবাপন্ন। যদি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার আচরণ পরিবর্তন না করে, তা হলে শান্তি আলোচনার পথ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন হবে।"

যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে ১৯৪৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রচার দপ্তর "প্রচার সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ"-এ যে যুক্তিজাল হাজির করেছে উপরে তা পুরোপুরি তুলে দেওয়া হলো।

এই যুক্তিজাল পয়লা নম্বর যুদ্ধাপরাধী চিয়াং কাই-শেকেরই যুক্তিজাল। তিনি তার নববর্ষ দিবসের বাণীতে বলেছিলেন ঃ

জনগণের তিনটি মূলনীতি ও সাধারণতন্ত্রের জনকের একজন অনুগত অনুসারী হিসাবে আমি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমাপ্তির পরই সশস্ত্রভাবে দস্যুদের দমনের ব্যাপারে তৎপর হওয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক ছিলাম। প্রতিরোধের যুদ্ধ শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সরকার তার শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের নীতি ঘোষণা করে এবং তাছাড়া রাজনৈতিক আলোচনা ও সামরিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে কমিউনিস্ট সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়াসী হয়। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশাকে বিনষ্ট করে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত চুক্তি ও প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করে এবং প্রথমে যে ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা ভাবা হয়েছিল তার বাস্তবায়ণকে অসম্ভব করে তোলে। শেষ পর্যন্ত তা সর্বাত্মক

এমন এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে দিল যা রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুললো। সরকারকে তাই বাধ্য হয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য সমাবেশের বেদনাদায়ক ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়।

১৯৪৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর চিয়াং কাই-শেকের এই বিবৃতি প্রদানের সাত দিন আগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভারপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি ৪৩ জন যুদ্ধাপরাধীর একটি তালিকা হাজির করেন এবং এই কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গের তালিকার শীর্ষে যার নাম শোভা পায় তিনি সেই স্বনামধন্য চিয়াং কাই-শেক। যে যুদ্ধাপরাধীরা একই সঙ্গে শান্তির জন্য ফরিয়াদ করতে চান, আবার তাদের দায়িত্বও পরিহার করতে চান,—তাদের সামনে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর দোষ চাপানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যের কোনোই অবকাশ নেই। কমিউনিস্ট পার্টি যদি যুদ্ধ চালনার জন্য দায়ী হয় তবে কমিউনিস্ট পার্টিকে শাস্তি পেতেই হবে। যেহেতু কমিউনিস্টরা "দস্যু", তাই ওদের "দমন করা" চাই-ই। যেহেতু ওরা "সর্বাত্মক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করেছিল" তাই ঐ "বিদ্রোহকে" "দমন" করতেই হবে। "দস্যু দমন" ও "বিদ্রোহ দমন" শতকরা একশ ভাগ সঠিক কাজ হবে, তাই ঐগুলি পরিহার করবেন কেন? "কমিউনিস্ট দস্যু" কথাটি বদল করে ১৮৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত সকল কুওমিনতাঙ দলিলে "কমিউনিস্ট পার্টি" করা হয়েছে কেন?

এসবের মধ্যে কিছু একটা গণ্ডগোল রয়েছে ভেবে, চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক তার নববর্ষ দিবসের বাণীটি প্রকাশের একই দিনে সন্ধ্যায় বেতারে প্রচারিত একটি বক্তৃতায় সান ফো যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে ভিন্ন একটি যুক্তি হাজির করেছেন। সান ফো বললেন ঃ

> আমাদের মনে পড়ছে তিন বছর আগে, প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের প্রথমভাগে, জনসাধারণের তখন পুনর্বাসনের প্রয়োজন, দেশের সক্রিয় পুনর্গঠনই প্রয়োজন এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে এইসব প্রয়োজন সম্পর্কে তখনও অভিন্ন উপলব্ধি বর্তমান ছিল, তাই আমরা বিভিন্ন মহলের প্রতিনিধিদের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে একত্রিত করি। তিন সপ্তাহের প্রচেষ্টার পর এবং বিশেষ করে, প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের বিশেষ দূত মিঃ মার্শালের সানুগ্রহ মধ্যস্থতার আনুকুল্যে আমরা শান্তি ও জাতীয় পুনর্গঠনের একটি কর্মসূচীর ব্যাপারে ও বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সহমতে উপনীত হই। আমরা যদি তখন ঐ সমূহ ব্যবস্থাদি যথাসময়ে কার্যকর করতাম, তবে একবার ভেবে দেখুন, চীন কী সমৃদ্ধই না হতো এবং জনগণ কতোই না সুখী হতেন! দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সময় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পার্টির

কোনোটিই পুরোপুরি নিজেদের আত্মস্বার্থবোধ বিসর্জন দেয়নি, সারা দেশব্যাপী জনগণও শান্তি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য তাদের চূড়ান্ত করণীয়টুকু করেননি, ফলে আবার যুদ্ধের দুর্দৈব দেখা দিলো, জনগণ লাঞ্ছনা ও দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলেন।

দেখা যাচ্ছে, চিয়াং কাই-শেকের চেয়ে সান ফো খানিকটা বেশি "বাস্তবানুগ"। দেখতেই পাচ্ছেন, যুদ্ধের জন্য পুরো দায়িত্ব তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন না ; বরং সমভাবে "সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পার্টির মধ্যেই" তিনি "জমির মালিকানা সমানভাবে ভাগ করার"[১] মতো তা ভাগ করে দিচ্ছেন। সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আছেন কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক লীগ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শুধু তাই নয় ; "সারা দেশের জনগণও" এতে জড়িত, সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি দেশবাসীর কেউই দায়িত্ব থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। চিয়াং কাই-শেক শুধু কমিউনিস্ট পার্টিকেই বেত্রাঘাত করেছেন ; সান ফো সকল পার্টিকেই, দলনিরপেক্ষ সকল মানুষকে, দেশবাসী প্রতিটি মানুষকেই বেত্রাঘাত করেছেন ; এমন কি, চিয়াং কাই-শেক এবং মনে হচ্ছে, সান ফো নিজেও বেত্রাঘাত খেয়েছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো কুওমিনতাঙের মধ্যে, সান ফো ও চিয়াং কাই-শেকের মধ্যে বিরোধ বেধেছে।

তৃতীয় একজন কুওমিনতাঙ-পন্থী এগিয়ে এসে বলেছেন, "না' আমার মতে পুরো দায়িত্ব কুওমিনতাঙকেই নিতে হবে।" তার নাম হচ্ছে লি-সুং-জেন। ১৯৪৯ সালের ২২শে জানুয়ারি, লি-সুং-জেন "অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি" হিসাবে তার পদাধিকার বলে একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন। যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> আট বছরের প্রতিরোধের যুদ্ধের পর যে তিন বছরের গৃহযুদ্ধ চলেছে তা প্রতিরোধের যুদ্ধের বিজয়ের পরে দেশের পুনরুজ্জীবনের শেষ আশাকেই যে সম্পূর্ণভাবে চুরমার করে দিয়েছে তা নয়, তা পীত নদীর উত্তরে ও দক্ষিণে সর্বত্র ধ্বংসের তাণ্ডব ছড়িয়েছে, অসংখ্য ঘরবাড়ী ও ক্ষেত-খামারকে ধ্বংস করে দিয়েছে, হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হতাহত করেছে, অসংখ্য পরিবারকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে এবং ক্ষুধা ও শীতে উৎপীড়িত মানুষকে সর্বত্র যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট করে তুলেছে। এ রকম সাংঘাতিক দুর্যোগ আমাদের দেশের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসেও একেবারে নজীরবিহীন।

লি-সুং-জেন এখানে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, কিন্তু কারো নাম করেননি ; কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্য কোনো মহলের ওপর তিনি দায়িত্ব আরোপ করেননি ; তা সত্ত্বেও তিনি একটি বাস্তব সত্যের উল্লেখ করেছেন, এই "সাংঘাতিক দুর্যোগ" আর কোথাও নয় "পীতনদীর উত্তর ও দক্ষিণে" অনুষ্ঠিত হয়েছে। খোঁজ

করে দেখা যাক, পীতনদী থেকে দক্ষিণে ইয়াংসি নদী পর্যন্ত এলাকায় ও সুনগারি নদীর উত্তরের এলাকায় এই "সাংঘাতিক দুর্যোগ" কারা ঘটিয়েছে বা কিসের জন্য ঘটেছে। তা কি ওখানকার জনগণ ও গণফৌজ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করে ঘটিয়েছে? যেহেতু লি-সুং-জেন ছিলেন একদা চিয়াং কাই-শেকের পিপিং সদর দপ্তরের প্রধান এবং যেহেতু কোয়াংসি গোষ্ঠীর সৈন্যরা চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলে একদা শানতুং প্রদেশের ঈ-মেঙ পার্বত্য অঞ্চলে[২] যুদ্ধ করেছিল, তাই কোথায় এবং কিভাবে এই "দুর্যোগ" ঘটেছিল তার নির্ভরযোগ্য তথ্য তার কাছে রয়েছে। লি-সুং-জেন সম্পর্কে বলার মতো ভালো কিছু না থাকলেও অন্ততঃ ভালো এইটুকু বলার মতো রয়েছে যে তিনি সততার সঙ্গে বিবৃতিটি দিয়েছেন। তাছাড়া, "বিদ্রোহ দমন" সম্পর্কে বা "দস্যুদের দমন করা" সম্পর্কে বলার পরিবর্তে তিনি যুদ্ধকে একটি "গৃহযুদ্ধ" বলে অভিহিত করেছেন এবং কুওমিনতাঙের দিক থেকে বিষয়টিকে অভিনবই বলা চলে।

তার নিজের যুক্তি অনুসরণ করেই, লি-সুং-জেন ঐ একই বিবৃতিতে বলেছেন "সরকার অবিলম্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবিত আট দফার ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করতে আগ্রহী।" লি-সুং-জেন জানেন যে আট দফার প্রথম দফা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদান এবং তার সম্মানিত নামটিও তার মধ্যে রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদান "দুর্যোগ" থেকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই চলে আসে। এই জন্য কুওমিনতাঙ গোঁড়াপন্থীরা লি-সুং-জেন-এর বিরুদ্ধে বিড়বিড় করে অভিযোগও করতে শুরু করেছেন, বলছেন, "১৪ই জানুয়ারি মাও সে-তুঙ যে আট দফা প্রস্তাব হাজির করেছেন তা জাতিকে ধ্বংস করে ছাড়বে এবং সরকারের তা গ্রহণ না করাই উচিত হতো।"

গোঁড়াপন্থীরা কেন শুধু বিড়বিড়ই করছেন, সাহস করে খোলাখুলি বলতে ভরসা পাচ্ছেন না—তারও কারণ আছে। চিয়াং কাই-শেক "অবসর গ্রহণের" আগে গোঁড়াপন্থীরা আমাদের আট দফাকে খারিজ করে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন কিন্তু তারপর দ্বিতীয়বার চিন্তা করে ওরা তা না করার সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, সম্ভবতঃ তারা ভেবেছেন তা খারিজ করে দিলে আর অব্যাহতির কোনো পথই খোলা থাকবে না; এই ছিল ১৯শে জানুয়ারির পরিস্থিতি। ঐদিন সকালে চ্যাঙ চুন-মাই[৩] নানকিং থেকে সাংহাই ফিরে এসে বললেন, "সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আট দফার জবাবে শীঘ্রই অন্য একটি বিবৃতি দিতে পারেন," তারপরই সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি ঐদিন সন্ধ্যায় বার্তাবিভাগীয় একটি বিবৃতিতে বললেন ঃ

সাংহাই থেকে চ্যাঙ চুন-মাই-এর যে বিবৃতি এইমাত্র পেয়েছেন সেই সঙ্গে

চীনের কথাগুলি যুক্ত করে দিতে হবে। 'সরকার শীঘ্রই অন্য একটি বিবৃতি দিতে পারেন' তার এই বক্তব্য সম্পর্কে সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সির সংবাদদাতা এইমাত্র সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানতে পেরেছেন, সরকারের অদ্য একটি বিবৃতি প্রদানের কোনো বাসনাই নেই।

২১শে জানুয়ারি "অবসর গ্রহণ" সংক্রান্ত তার বিবৃতিতে চিয়াং কাই-শেক আট দফা প্রস্তাবের সমালোচনায় একটি কথাও বলেননি বা তার পাঁচ দফার উল্লেখও করেননি, তার বদলে বলেছেন "ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব যাতে অক্ষত থাকে; ঐতিহাসিক সংস্কৃতি ও সমাজ শৃঙ্খলা যাতে ধ্বংস হয়ে না যায় এবং জনগণের জীবন-জীবিকা ও স্বাধীনতার অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে সেই মূলনীতির ভিত্তিতেই শান্তি অর্জিত হোক।" তিনি সংবিধান, আইনানুগভাবে গঠিত কর্তৃত্ব বা সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি বিষয় উত্থাপনেরই সাহস করেননি। তারই জন্য ২১শে জানুয়ারির বিবৃতিতে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আট দফাকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং তারই জন্য কুওমিনতাঙ গোঁড়াপন্থীরা প্রকাশ্যে সেগুলিকে খারিজ করে দিতে সাহস করেননি; শুধুমাত্র বিড়বিড় করে বলেছিলেন "সরকারের তা গ্রহণ না করাই উচিত হতো।"

সান ফো কি তার "জমির মালিকানা সমভাবে ভাগ করার" নীতিতে অবিচল থাকবেন? না, থাকবেন না। তিনি ১৯৪৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি "ক্যান্টনে সরকার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার" পর, ৭ই ফেব্রুয়ারি যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কিত একটি বক্তৃতা করেছেন, তাতে বলেছেন ঃ

> গত ছয় মাসে যুদ্ধের তাণ্ডব প্রসারিত হয়ে পরিস্থিতিতে গুরুতর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং জনগণের জীবনে তা অকথ্য যন্ত্রণা ডেকে নিয়ে এসেছে। এইসব কিছুর মূলে রয়েছে অতীতের ভুলভ্রান্তি, ব্যর্থতা ও অযৌক্তিকতা এবং আজকের গুরুতর পরিস্থিতি তারই পরিণাম মাত্র। আমরা সকলেই এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে জনগণের তিনটি মূলনীতি আমাদের প্রয়োজন। যতক্ষণ তিনটি মূলনীতি কার্যকর না হচ্ছে ততক্ষণ চীনের সমস্যাদির সমাধান সম্ভব নয়। এটা মনে রাখা দরকার যে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে **রাষ্ট্রপতি** আমাদের পার্টিকে ব্যক্তিগতভাবে জনগণের তিনটি মূলনীতি কার্যকর করার ভার উত্তরাধিকার হিসাবে এই আশায় দিয়ে যান যে সেগুলিকে ধাপে ধাপে কার্যকর করা হবে। যদি সেগুলিকে কার্যকর করা হতো, তাহলে অবস্থা কোনোমতেই এরকম চূড়ান্ত হতাশাজনক পর্যায়ে উপনীত হতো না।

জনগণ দয়া করে লক্ষ্য করে দেখুন, কুওমিনতাঙ সরকারের কার্যকরী ইউয়ান-

এর সভাপতি এখানে দায়িত্বভার সমভাবে বিভিন্ন পার্টি ও তার দেশবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছেন না বরং কুওমিনতাঙের নিজের ওপরই দায়িত্ব আরোপ করছেন। জনসাধারণ পরম পরিতোষভরেই লক্ষ্য করতে পারেন যে সান ফো সহৃদয়তার সঙ্গে শুধুমাত্র কুওমিনতাঙের পৃষ্ঠদেশেই বেত্রচালনা করছেন। তাহলে কমিউনিস্ট পার্টির কী হলো? সভাপতি সান বলছেন ঃ

> আমরা দেখতে পাচ্ছি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি জমির মালিকানা সমভাবে ভাগ করে দেওয়ার যে নীতি জনগণের তিনটি মূলনীতির এবং জনগণের জীবন-জীবিকার মূলনীতির একটি অঙ্গ, নিছক তার আবেদন জানিয়েই জনগণকে লোভ দেখিয়ে, বোকা বানিয়ে, পক্ষে টেনে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। এর জন্য আমাদের লজ্জিতই বোধ করা উচিত, আমাদের সতর্কভাবে তীক্ষ্ণতর করা উচিত এবং নূতন করে আমাদের ভুলভ্রান্তির পুনর্বিচার করাই উচিত।

প্রিয় সভাপতি মহোদয়, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই! কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যদিও "জনগণকে লোভ দেখানো ও বোকা বানানোর" অভিযোগ আনীত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য মারাত্মক সব অপরাধের হাত থেকে তা রেহাই পেয়েছে এবং তাই তার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ মোটামুটি অক্ষত রেখেই তা এযাত্রা অব্যাহতি পেয়েছে। শুধু এরই জন্য সভাপতি সানকে এমন চমৎকার লোক বলে মনে হয়েছে তা নয়। এই একই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন ঃ

> আজ কমিউনিস্ট প্রভাবের এই যে প্রসার তা যেসব মূলনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতারই পরিণাম। আমাদের পার্টির সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছে এই যে কিছু কিছু সদস্য বলপ্রয়োগকে অত্যন্ত বেশি বড়ো করে দেখেছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছিলেন, এভাবে শত্রুকে আমাদের মধ্যে বিভেদ ছড়াবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। আট বছরের প্রতিরোধের যুদ্ধের সমাপ্তি দেশের শান্তিপূর্ণ ঐক্য সাধনের শুভমুহূর্ত হওয়াই উচিত ছিল, হাজার বছরে একবার পাওয়া সুবর্ণ সুযোগ বলেই তা গণ্য হওয়া উচিত ছিল এবং প্রথম দিকে রাজনৈতিকভাবে আভ্যন্তরীণ বিরোধের নিষ্পত্তির একটি পরিকল্পনা সরকারের ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা কার্যকর করা হয়নি। বহু বছরের যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার পর জনগণের একান্তভাবেই পুনর্বাসনের প্রয়োজন ছিল। নূতন করে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে জনগণের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি এবং তাদের অশেষ দুঃখযন্ত্রণাই ভোগ করতে হয়; এতে সৈন্যবাহিনীর মনোবলেরও হানি ঘটে এবং বারেবারে সামরিক পরাজয় ঘটে। জনগণের এই

মনোভাবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং যেহেতু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সামরিক পদ্ধতি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে তাই রাষ্ট্রপতি চিয়াং শান্তির আহ্বান জানিয়ে নববর্ষ দিবসের বাণীটি প্রচার করেছেন।

চমৎকার! দেখুন, যুদ্ধাপরাধী সান ফো ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি স্বীকারোক্তি করেছেন এবং একটি খোলাখুলি ও সত্যনিষ্ঠ স্বীকারোক্তিই তিনি করেছেন, তাকে আমরা গ্রেপ্তার করিনি বা বেত্রাঘাতও করিনি। কারা বলপ্রয়োগকে অত্যন্ত বেশি বড়ো করে দেখেছিলেন, যুদ্ধ শুরু করেছিলেন এবং একমাত্র যখন সামরিক পদ্ধতি সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে তখনই শান্তির জন্য দরবার শুরু করেছেন? কুওমিনতাঙ ছাড়া আর কেউই নয়, স্বয়ং চিয়াং কাই-শেক ছাড়া আর কেউই তা করেনি। সভাপতি সান তার কথাগুলি ব্যবহারকালে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন; —তার দলের "কিছু কিছু সদস্যই" বলপ্রয়োগকে অত্যন্ত বেশি বড়ো করে দেখেছিলেন। এটা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দাবীর সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ কারণ পার্টি বলছে কুওমিনতাঙের কিছু কিছু সদস্যকেই শুধু শাস্তি দিতে হবে এবং তাদেরকেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে পার্টি চিহ্নিত করেছে; তার চেয়ে বেশি সংখ্যক সদস্যকে এবং অবশ্যই সমগ্র সদস্যবৃন্দকে তা এভাবে অভিযুক্ত করেনি।

এই সংখ্যা নিয়ে তাই সান ফো-র সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। কী সিদ্ধান্ত টানতে হবে তা নিয়েই তার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। আমরা মনে করি কুওমিনতাঙের "কিছু কিছু সদস্যকে" যুদ্ধাপরাধী হিসাবে শাস্তি দিতে হবে কারণ তারা "বলপ্রয়োগকে অত্যন্ত বড়ো করে" দেখেছিলেন এবং "নূতন করে সশস্ত্র সংঘর্ষ" শুরু করেছিলেন যা "জনগণের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছিল"। কিন্তু সান ফো একমত হতে পারছেন না। তিনি বলেছেন ঃ

> তার প্রতিনিধিদল নিয়োগে দেরী করে এবং একটানা কালহরণ করে কমিউনিস্ট পার্টিও এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে তাও বলপ্রয়োগকে অত্যন্ত বড়ো করে দেখে, বিশ্বাস করে যে তা এখন পূর্ণাঙ্গ শক্তিমত্তার অধিকারী এবং শক্তির জোরেই তা সারা দেশকে জয় করে নিতে পারবে; সুতরাং প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সংঘর্ষ থামিয়ে দিতে তা অস্বীকার করছে। তার উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। আমি সমস্ত গুরুত্ব সহকারে এতদ্বারা প্রস্তাব করছি, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুপক্ষকেই সমতার ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে হবে এবং শর্তগুলিকে উপযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত এবং সারা দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই।

এ থেকে দেখতে পাচ্ছেন, সভাপতি সান তেমন কিছু মনোহর ব্যক্তি নন! দেখা যাচ্ছে, তিনিও মনে করেন যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত

কাজ হবে না। যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্নে তার কথাবার্তা থেকে যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে তা ১৩ই ফেব্রুয়ারি কুওমিনতাঙ প্রচার দপ্তরের প্রচারিত "প্রচার সম্পর্কিত বিশেষ নির্দেশেরই" অনুরূপ এবং তিনিও অনুরূপভাবে শুধু বিড়বিড় করে বলছেন, খোলাখুলি আপত্তি জানাতে সাহস করছেন না। লি-সুং-জেন-এর সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট, কারণ লি আলোচনার অন্যতম একটি মূল ভিত্তি হিসাবে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানকে সাহসের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন।

তবু সভাপতি সান-এর মধ্যে চমৎকৃত হওয়ার মতো কিছু রয়েছে, কারণ তিনি বলেছেন যদিও কমিউনিস্ট পার্টিও "বলপ্রয়োগকে অত্যন্ত বড়ো করে দেখে" এবং "প্রতিনিধিদল নিয়োগে দেরী করে" এবং "প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সংঘর্ষ থামিয়ে দিতে অস্বীকার করে" তা এটা স্পষ্ট করে তুলেছে, তবু তা কুওমিনতাঙের মতো নয় কেন না কুওমিনতাঙ অনেক আগে সেই ১৯৪৬ সাল থেকেই বলপ্রয়োগের বন্দনা করে আসছে এবং একান্ত নিষ্ঠুর একটি যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। ভালো কথা, কমিউনিস্ট পার্টি তার "প্রতিনিধিদল নিয়োগে দেরী করেছে" কেননা যুদ্ধাপরাধীদের একটি তালিকা রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, তাকে "সমগ্র দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই" এবং এই তালিকা যদি অত্যন্ত দীর্ঘ বা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয় তবে তা খুবই অবাস্তব হবে এবং "দেশের সমগ্র জনগণের কাছে" (যুদ্ধাপরাধীরা বা তাদের সহযোগীরা অবশ্যই তার মধ্যে পড়েন না) তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তার জন্য গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি ও গণসংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করা দরকার ; এতে করে কিছু "কালহরণ" অবশ্যই হচ্ছে এবং আমরা দ্রুত আমাদের প্রতিনিধিদল নিয়োগ করতে পারিনি এবং এভাবে সান ফো ও তার মতো লোকজনদের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এ থেকে ঝট করে এই সিদ্ধান্তে চলে আসা যায় না যে কমিউনিস্ট পার্টিও "বলপ্রয়োগের বন্দনা করে"। এটা খুবই সম্ভব যে অচিরেই যুদ্ধাপরাধীদের তালিকা প্রকাশিত হবে, আমাদের প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষিত হবে এবং আলোচনা শুরু হয়ে যাবে ; এবং তারপর অবশ্যই সভাপতি সান আর একথা বলতে পারবেন না যে আমরা "বলপ্রয়োগের বন্দনা করি"।

"প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সংঘর্ষ বন্ধ করতে অস্বীকার করা" সম্পর্কে বলা যায় রাষ্ট্রপতি চিয়াং-এর নববর্ষ দিবসের বাণীর প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখলে এটা নিশ্চয়ই একটি সঠিক মনোভাব। ঐ বাণীতে রাষ্ট্রপতি চিয়াং বলেছিলেন ঃ

> কমিউনিস্ট পার্টি যখনই শান্তির জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রদর্শন করবে এবং তার নিশ্চিত আভাস দেবে, সরকার তখন নিশ্চিতভাবেই সমস্ত ঐকান্তিকতা নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং সংঘর্ষ বন্ধ করা ও শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনায় সম্মত হবে।

১৯শে জানুয়ারি সান ফো-র কার্যকরী ইউয়ান, চিয়াং কাই-শেকের এই বানীর বিরোধী একটি প্রস্তাব পাশ করে বলেছিল "প্রথমেই আশু ও নিঃশর্তভাবে সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে এবং তার পরই শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধিদল নিয়োগ করা হবে।" ২১শে জানুয়ারি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র কঠোর ভাষায় এই অসার প্রস্তাবের সমালোচনা করেন। অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, কার্যকরী ইউয়ানের সভাপতি এই সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেননি এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি আবার বলে বসলেন, কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু "প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সংঘর্ষ বন্ধ করতে অস্বীকার করছে" তাই এ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে তাও "বলপ্রয়োগকে বন্দনা করে।" চিয়াং কাই-শেক-এর মতো একজন যুদ্ধাপরাধীও জানেন—আলোচনা ছাড়া সংঘর্ষ বন্ধ করা এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এ ক্ষেত্রে সান চিয়াং-এর অনেক পেছনে পড়ে রয়েছেন।

সাধারণভাবে এটা সকলেই জানেন, সান ফো-কে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তালিকা-ভুক্ত করা হয়েছে কারণ তিনি সবসময় যুদ্ধ শুরু করা ও তা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন তারিখেও তিনি বলে চলেছিলেন "চূড়ান্ত নিষ্পত্তি একটা হবেই যদি অবশ্য সামরিকভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে পারি" এবং একথাও বলেছিলেন "বর্তমানে শান্তি আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এবং হয় সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে চুরমার করে দেবে, আর না হয় নিজেই উচ্ছেদ হয়ে যাবে"। স্বয়ং সান ফো-ই হচ্ছেন কুওমিনতাঙের সেইসব কিছু সদস্যদের একজন যারা বলপ্রয়োগের বন্দনা গান করেছিলেন। এখন তিনি এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে দায়িত্বহীনের মতো এবং অন্যদের দোষ দেখিয়ে নানা উক্তি করছেন যেন তিনি কোনোকালেই বলপ্রয়োগের বন্দনা গান করেননি ও জনগণের তিনটি মূলনীতি কার্যকর করার ব্যাপারে ব্যর্থতার জন্য তার কোনো দায়িত্বই নেই। এটা চূড়ান্ত অসাধুতা। রাষ্ট্রের আইনানুসারে হোক বা কুওমিনতাঙের দলীয় শৃঙ্খলার বিচারেই হোক, তার প্রাপ্য দণ্ড থেকে সান ফো রেহাই পেতে পারেন না।

টীকা

১। সান ইয়াৎ-সেন-এর একটি বিখ্যাত শ্লোগান। ("নয়াগণতন্ত্র সম্পর্কে", ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ, **মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, নবজাতক সংস্করণ দেখুন।) এখানে তা বাক্যালঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সান ফো-কে বিদ্রূপ করার জন্য।

২। এখানে শানতুং প্রদেশের ঈ ও মেঙ পর্বতের অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে।

কোয়াংসিগোষ্ঠীর ৪৬তম সৈন্যবাহিনীর চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে এই অঞ্চল আক্রমণ করেছিল। হাইনান দ্বীপ থেকে সমুদ্রপথে এই বাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে সিংতাওয়ে তা অবতরণ করে। শানতুং প্রদেশের লাইয়ু অঞ্চলে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

৩। প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষুদ্র ডিমোক্র্যাটিক সোস্যালিস্ট পার্টির প্রধান, একজন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিবিদ। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "চীনের বিপ্লবের এই নূতন প্রবল জোয়ারকে স্বাগত জানান" এবং "নয়াগণতন্ত্র সম্পর্কে" শীর্ষক রচনার ৯নং টীকা দেখুন, (**মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, দ্বিতীয় খণ্ড)।

৪। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "নানকিংয়ের কার্যকরী ইউয়ানের প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্রের মন্তব্য" দেখুন।

৫। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন নানকিংয়ের কুওমিনতাঙ সরকারের তদানীন্তন সহ-সভাপতি সান পো এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, কুওমিনতাঙের **সেন্ট্রল নিউজ ডেইলি** এবং **সিন মিন পাও** পত্রিকার রিপোর্টারদের কাছে যে মন্তব্য করেছিলেন তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট

৫ই মার্চ, ১৯৪৯

১

লিয়াওসি-শেনইয়াং, হুয়াই-হাই এবং পিপিং-তিয়েনসিন অভিযান সমাপ্ত হওয়ার পর, কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর মূল শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। তার আর প্রায় দশ লক্ষাধিক যোদ্ধৃ সৈন্যই মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে এবং সিংকিয়াং থেকে তাইওয়ান পর্যন্ত প্রসারিত সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘ ফ্রন্ট জুড়ে তা ছড়িয়ে রয়েছে। এখন থেকে এই কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শুধু তিনটি পদ্ধতিই গৃহীত হতে পারে—সেগুলি হচ্ছে তিয়েনসিন পদ্ধতি, পিপিং পদ্ধতি অথবা সুইয়ুআন পদ্ধতি।[১] যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুবাহিনীকে শেষ করে দেওয়ার যে পদ্ধতি আমরা তিয়েনসিনে অবলম্বন করেছি, তা এখনো আমাদের মনোযোগের ও প্রস্তুতির প্রধান বিষয় হয়েই থাকবে। চীনের গণমুক্তিফৌজের কমাণ্ডার ও সৈনিকদের কোনোমতেই তাদের সংগ্রামী মনোভাবের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শিথিলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না; সংগ্রামের ইচ্ছাকে যে চিন্তা স্তিমিত করে দেয় বা যা শত্রুকে ছোটো করে দেখায় তা একটি ভুল চিন্তা। পিপিং পদ্ধতিতে সমাধানের অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে, দ্রুতগতিতে এবং পুরোপুরিভাবে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করে তাদের ব্যবস্থাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গণমুক্তিফৌজের শত্রুর সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ১৯৪৯ সালের ৫ই থেকে ১৩ই মার্চ হোপেই প্রদেশের পিঙশান জেলার সিপাইপোতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কমিটির ৩৪জন সদস্য ও ১৯জন বিকল্প সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চীনের গণমুক্তি বিপ্লবের বিজয়ের প্রাক্কালে আহূত এই অধিবেশন ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশনে তার প্রদত্ত রিপোর্টে কমরেড মাও সে-তুঙ দ্রুত দেশব্যাপী বিপ্লবের বিজয় অর্জনের জন্য এবং এই বিজয় সংগঠিত করার জন্য অনুসরণযোগ্য কর্মনীতিগুলি উপস্থিত করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিলেন যে বিজয়ের জন্য পার্টির কাজের মূল কেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিজয়ের পরে পার্টিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেসব মূল নীতি অনুসরণ করতে হবে

পেয়েছে। প্রতিবিপ্লবের অবশেষকে দ্রুত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য এই সমাধান যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে অর্জিত সমাধানের মতো ততো কার্যকর নয়। কিন্তু শত্রুর মূল বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এটা ঘটতে বাধ্য এবং অপরিহার্যভাবে তা ঘটবে ; তাছাড়া আমাদের সৈন্যবাহিনীর ও জনগণের পক্ষে তা সহায়ক। কারণ, এতে করে প্রাণনাশ ও ধ্বংসকাণ্ড পরিহার করা সম্ভব হয়। সুতরাং বিভিন্ন ফীল্ড আর্মির নেতৃস্থানীয় কমরেডদেরকে এই সংগ্রাম পদ্ধতির প্রতি এবং কিভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে তার প্রতি মনোযোগ প্রদান করতে হবে। এই হচ্ছে এক ধরনের সংগ্রামের পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে কোনো রক্তপাত হবে না ; তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সংগ্রাম ছাড়াই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া যাবে। সুইয়ুআন পদ্ধতি হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অংশকে পুরোপুরি অক্ষত রেখে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে সাময়িকভাবে কিছু সুবিধা করে দেওয়া যাতে ঐ সৈন্যবাহিনীকে আমাদের পক্ষে

তাও তিনি নিরূপিত করে দেন এবং চীনকে কৃষিপ্রধান একটি দেশ থেকে শিল্পপ্রধান একটি দেশে এবং নয়াগণতান্ত্রিক সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করার সাধারণ কর্তব্যগুলিও তিনি হাজির করেন। বিশেষভাবে, চীনে অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তিনি এই রিপোর্টে বিশ্লেষণ করেন এবং চীনে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের জন্য যে সঠিক নীতিগুলি গ্রহণ করতে হবে ও প্রয়োজনীয় যে পন্থাগুলি অনুসরণ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করেন, এইসব প্রশ্নে যে যে "বামপন্থী" ও "দক্ষিণপন্থী" বিচ্যুতি রয়েছে তিনি তার সমালোচনা করেন এবং চীনের অর্থনীতি যে তুলনামূলক দ্রুত গতিতে বিকাশলাভ করবে এই দৃঢ় আশাও তিনি ব্যক্ত করেন। চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পরবর্তীকালে দেশের ও বিদেশের শ্রেণীসংগ্রামের নূতন পরিস্থিতির তিনি মূল্যায়ন করেন এবং এই সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর "মিষ্টি প্রলেপ দেওয়া বুলেটই" শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রধান বিপদের কারণ হবে। এই সব কিছুর জন্য, দলিলটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক অধ্যায় জুড়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই রিপোর্ট এবং ঐ বছরই জুন মাসে লিখিত তার প্রবন্ধ **জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে** চীনের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত সাধারণ কর্মসূচীতে অভিব্যক্ত কর্মনীতিসমূহের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় এবং এইগুলির ওপর ভিত্তি করেই নয়াচীন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সাময়িক সংবিধানের কাঠামোটি রচিত হয়। কমরেড মাও সে-তুঙের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই অধিবেশনের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে হোপেই প্রদেশের পিঙশান জেলার সিপাইপো থেকে পিপিংয়ে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

নিয়ে আসা যায় বা তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ করে তোলা যায়। এতে করে কুওমিনতাঙ বাহিনীর অবশিষ্ট শক্তির মূল অংশকে আমরা প্রথমে শেষ করে দেওয়ার জন্য নিজেদের শক্তিকে কেন্দীভূত করতে পারবো এবং তার কিছুকাল পরে (ধরুন, কয়েকমাস, ছমাস বা এক বছর পরে) এই সৈন্যবাহিনীকে তার ব্যবস্থা অনুযায়ী গণমুক্তিফৌজ পুনর্গঠিত করে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারবো। এটা হচ্ছে অন্য এক ধরনের সংগ্রাম। এতে করে অবশ্য পিপিং পদ্ধতির চেয়েও বেশি করে ও বেশি সময় ধরে প্রতি-বিপ্লবের ভগ্নাবশেষ ও রাজনৈতিক প্রভাব বজায় থাকবে। কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে শেষ পর্যন্ত ঐগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই। কোনোমতেই ধরে নেওয়া চলে না যে একবার আমাদের কাছে নতি স্বীকার করার পরই প্রতি-বিপ্লবীরা বিপ্লবী বনে যাবেন বা তাদের প্রতি-বিপ্লবী ধ্যানধারণা ও চক্রান্তের শেষ হয়ে যাবে। নিশ্চিতভাবেই তা শেষ হয়ে যাবে না। প্রতি-বিপ্লবীদের অনেকেই পরিবর্তিত হয়ে যাবেন, কিছু কিছুকে বেছে আলদা করে দিতে হবে এবং কিছু গোঁড়া প্রতিবিপ্লবীকে দমন করতেই হবে।

২

গণমুক্তিফৌজ সব সময়ই হচ্ছে একটি যোদ্ধৃবাহিনী। দেশব্যাপী বিজয় অর্জিত হওয়ার পরও, যে ঐতিহাসিক অধ্যায় জুড়ে আমাদের দেশ থেকে শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে না এবং বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা তখনো বহাল থাকবে, আমাদের সৈন্যবাহিনী একটি যোদ্ধৃবাহিনী হয়েই থাকবে এই বিষয়ে কোনো ভুল ধারণা বা দোদুল্যমানতা থাকা চলবে না। গণমুক্তিফৌজ একটি শ্রমবাহিনীও বটে ; দক্ষিণে যখন বিভিন্ন স্থানে পিপিং বা সুইয়ুআন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সেখানে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। যুদ্ধবিগ্রহ যখন ক্রমশঃ কমে আসবে তখন শ্রমবাহিনী হিসাবে তার কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। এরকম সম্ভাবনা রয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতেই গণমুক্তিফৌজকে একটি সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করে তোলা হবে এবং এরকম সম্ভাবনাকে আমাদের হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যে ৫৩ হাজার কর্মী দক্ষিণে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, আমরা অচিরে যে নূতন নূতন বিপুল অঞ্চল মুক্ত করবো তার কাজ চালানোর পক্ষে এরা একান্ত অপ্রচুর বলেই গণ্য হবেন এবং ২১ লক্ষ সৈন্য সম্বলিত আমাদের সমস্ত ফীল্ড আর্মিগুলিকেই শ্রমবাহিনীতে পরিণত করে তোলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মীই তখন পাওয়া যাবে এবং অনেক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলা যাবে। ২১লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত ফীল্ড আর্মিগুলিকে কর্মীবাহিনীর দিক থেকে বিপুলায়তন একটি শিক্ষায়তন হিসাবে আমাদেরকে দেখতে হবে।

৩

১৯২৭ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের কাজের মূল কেন্দ্র ছিল গ্রামে। গ্রামে শক্তি সঞ্চয় করা, গ্রামগুলিকে ব্যবহার করে মহানগরগুলিকে অবরোধ করা এবং তারপর মহানগরগুলিকে দখল করা। এই পদ্ধতিতে কাজ করার অধ্যায় এখন সমাপ্ত হয়েছে। "নগর থেকে শহর" এবং নগর গ্রামকে পথ দেখাবে এই অধ্যায়ই এখন শুরু হয়েছে। পার্টির কাজের মূল কেন্দ্র গ্রাম থেকে নগরে সরে এসেছে। দক্ষিণে গণমুক্তিফৌজ প্রথমে নগরীগুলি দখল করে নেবে এবং তারপর দখল করবে গ্রামগুলিকে। নগর ও গ্রাম দুটোর প্রতিই মনোযোগ দিতে হবে এবং শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের কাজের মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে, শিল্প ও কৃষির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। কোনো পরিস্থিতিতেই গ্রামগুলিকে অবহেলা করা এবং শহরের প্রতিই সকল মনোযোগ দেওয়া চলবে না ; এরকম চিন্তা পুরোপুরি ভুল। তা সত্ত্বেও পার্টির ও সৈন্যবাহিনীর কাজের মূল কেন্দ্র হবে মহানগরীগুলি এবং মহানগরীগুলিকে কিভাবে পরিচালনা করতে হয় ও গড়ে তুলতে হয় তা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে শিখতে হবে। কী করে মহানগরগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালাতে হয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক সংগ্রাম চালাতে হয় তাও আমাদের শিখতে হবে। কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম চালাতে হয় তা আমাদের শিখতে হবে, তেমনি কী করে তাদের বিরুদ্ধে অপ্রকাশ্য সংগ্রাম চালাতে হয় তাও আমাদের শিখতে হবে। এইসব সমস্যার প্রতি যদি আমরা মনোযোগ প্রদান না করি, কী করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয় তা যদি আমরা না শিখে নিই এবং এইসব সংগ্রামে বিজয় অর্জন না করি, তাহলে আমরা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারবো না, আমরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবো না এবং আমরা ব্যর্থ হয়ে যাবো। বন্দুকধারী শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরও বন্দুকবিহীন শত্রুরা থেকে যাবে ; তারা মরীয়া হয়েই আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে ; এইসব শত্রুদের হাল্কাভাবে নেওয়া আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। সমস্যাটিকে যদি এদিক থেকে আমরা তুলে না ধরি ও তাকে সেভাবে বোঝার চেষ্টা না করি তবে আমরা খুবই গুরুতর ভুল করবো।

৪

মহানগরগুলিতে আমাদের সংগ্রামের জন্য কাদের ওপর আমরা নির্ভর করবো? তালগোল-পাকানো ভাবনা চিন্তা করেন এমন কিছু কমরেড মনে করেন শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নয়, আমাদের উচিত দরিদ্র জনসাধারণের ওপর নির্ভর করা। কিছু কিছু

কমরেড যাদের ভাবনা আরো বেশি তালগোল-পাকানো, তারা মনে করেন আমাদের বুর্জোয়াশ্রেণীর ওপরই নির্ভর করা উচিত। শিল্প-উদ্যোগের বিকাশের পরিচালনা সম্পর্কে কিছু কিছু তালগোল-পাকানো কমরেডের ভাবনা হচ্ছে; রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে নয়, মূলতঃ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প-উদ্যোগকেই আমাদের সহায়তা করা উচিত, আবার অন্য কিছু কমরেড তার ঠিক বিপরীত মনোভাব পোষণ করে ভাবেন রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই যথেষ্ট হবে এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু গুরুত্বই নেই। এই সকল তালগোল-পাকানো ধ্যানধারণার সমালোচনা আমাদের করতেই হবে। আমাদের সর্বান্তঃকরণে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভর করতে হবে, শ্রমজীবী জনগণের বাকী অংশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, বুদ্ধিজীবীদের সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন এমন যতো বেশী সম্ভব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর লোকজনদের বা তাদের প্রতিনিধিদের আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে—বা তাদের নিরপেক্ষ করে দিতে হবে—যাতে করে সাম্রাজ্যবাদীগণ, কুওমিনতাঙ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালাতে পারি এবং ধাপে ধাপে এইসব শত্রুদের পরাস্ত করে দিতে পারি। এর মাঝে আমরা বিভিন্ন নির্মাণমূলক কাজকর্মে আমাদেরকে নিয়োজিত করবো এবং ধাপে ধাপে কী করে মহানগরীর প্রশাসন পরিচালনা করতে হয়, উৎপাদনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হয় ও বিকশিত করে তুলতে হয় তা শিখে নিতে আত্মনিয়োগ করবো। উৎপাদনকে পুনর্জ্জীবিত ও বিকশিত করে তোলার সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পরিষ্কার থাকতে হবে ঃ প্রথমেই আসে রাষ্ট্রীয় শিল্প উৎপাদন, দ্বিতীয়তঃ আসে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প এবং তৃতীয়তঃ আসবে হস্তশিল্পগত উৎপাদন। একটি মহানগর দখল করার প্রথম দিন থেকেই উৎপাদন পুনরুদ্ধার করা ও তার বিকাশের প্রতি আমাদের মনোযোগ প্রদান করতে হবে। অন্ধের মতো ও এলোপাথাড়িভাবে কাজ করলে আমাদের চলবে না এবং আমাদের মূল কর্তব্যকে ভুলে থাকলেও চলবে না, তা হলে একটি মহানগর দখলে নেওয়ার কয়েক মাস পরেও দেখা যাবে তার উৎপাদন ও নির্মাণকার্যকে তখনো সঠিক পথে নিয়ে আসা যায়নি এবং বহু শিল্পই অচলাবস্থায় পড়ে রয়েছে, যার ফলে শ্রমিকরা বেকার হয়ে রয়েছে, তাদের জীবনজীবিকার মান অধঃপাতে যাচ্ছে এবং তারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। এরকম একটা অবস্থাকে কোনোমতেই চলতে দেওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের কমরেডগণকে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে উৎপাদনের কলাকৌশল ও উৎপাদন পরিচালনার পদ্ধতি এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত অন্যান্য বিষয়গুলিকে শিখে নিতে হবে। মহানগরীগুলিতে

উৎপাদন যখন পুনরুদ্ধার করা যাবে ও বিকশিত করে তোলা যাবে, ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারী মহানগরগুলিকে যখন উৎপাদনকারী মহানগরগুলিতে রূপান্তরিত করে তোলা যাবে তখনই জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করে তোলা হবে। উদাহরণস্বরূপ, মহানগরগুলির পার্টি সংগঠনের, রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলির, ট্রেডইউনিয়নসমূহের ও অন্যান্য গণসংগঠনের, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রের, প্রতিবিপ্লবীদের দমনের, সংবাদসংস্থার, সংবাদপত্রসমূহের ও বেতার কেন্দ্রসমূহের অন্যান্য সমূহ কাজকর্ম উৎপাদন ও গঠনমূলক কেন্দ্রীয় কর্তব্যের ওপরই নির্ভর করে থাকবে এবং তারই সহায়তা করবে। যদি আমরা উৎপাদন সম্পর্কে কিছুই না জানি এবং দ্রুত তা আয়ত্ত করে না নিই, যদি যত দ্রুত সম্ভব উৎপাদনের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ সাধন আমরা করে নিতে না পারি এবং লক্ষণীয় বাস্তব সাফল্য অর্জন করে প্রথমেই শ্রমিকদের এবং ব্যাপক জনসাধারণের জীবন-জীবিকার উন্নতিবিধান করতে না পারি, তবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখতে পারবো না, আমাদের নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবো না এবং আমরা ব্যর্থ হয়ে যাবো।

৫

দক্ষিণের পরিস্থিতি উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতির চেয়ে পৃথক এবং পার্টির কাজকর্মও ভিন্ন রকম হবে। দক্ষিণ এখন পর্যন্ত কুওমিনতাঙ শাসনাধীনে রয়েছে। ওখানে পার্টি ও গণমুক্তিফৌজের কাজ হচ্ছে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া, পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা, রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা, ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করা, কৃষক সমিতি ও অন্যান্য গণসংগঠন গড়ে তোলা, জনগণের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা, কুওমিনতাঙ বাহিনীর ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, উৎপাদনকে পুনরুদ্ধার ও বিকশিত করে তোলা। গ্রামাঞ্চলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ধাপে ধাপে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, দস্যুদের ঝেঁটিয়ে দূর করা এবং আঞ্চলিক স্বৈরাচারীদের (অর্থাৎ ক্ষমতাসীন জমিদারশ্রেণীর একটা অংশের) বিরোধিতা করে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার প্রস্তুতির কাজ সম্পূর্ণ করা ; গণমুক্তিফৌজের উপস্থিতিতে এক বছর বা দুবছরের মধ্যে খাজনা ও সুদ হ্রাস করার এই কাজ সুসম্পন্ন করা যাবে এবং ভূমির বিলি-বন্টনের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করা যাবে। একই সঙ্গে বর্তমানের কৃষি উৎপাদনের স্তরকে যথাসম্ভব অব্যাহত রাখার জন্য যত্ন নিতে হবে এবং উৎপাদন কমে যাওয়াকে প্রতিরোধ করতে হবে। উত্তরাঞ্চলে একমাত্র নূতন মুক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া অন্যত্র পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে কুওমিনতাঙ শাসনের

উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে, জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভূমিসমস্যা মূলগতভাবে সমাধান করা হয়ে গেছে। এখানে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্য হচ্ছে উৎপাদনকে পুনরুদ্ধার ও বিকশিত করে তোলার জন্য সমস্ত শক্তিকে সমবেত করা ; আমাদের সকল কাজকর্মের এই হবে মূল কথা। তার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত কাজকর্মও পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত করে তোলা প্রয়োজন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, সমগ্র উত্তরকে সুসংহত করে তোলা এবং গণমুক্তিফৌজকে সহায়তা করা প্রয়োজন।

৬

আমরা এর মাঝেই ব্যাপক অর্থনৈতিক গঠনকার্য শুরু করে দিয়েছি এবং পার্টির অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবে কার্যকর করা হয়েছে ও তা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু কেন অন্য ধরনের নয়, এই ধরনের অর্থনৈতিক নীতিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ তত্ত্ব ও নীতিগত প্রশ্নে পার্টির মধ্যে বহু রকমের তালগোল পাকানো চিন্তা রয়েছে। কিভাবে এই প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে? আমরা মনে করি নিম্নোক্তভাবে উত্তরটি আসা দরকার। প্রতিরোধের যুদ্ধের আগে, চীনের সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প ও কৃষির অনুপাত ছিল, আধুনিক শিল্প শতকরা প্রায় ১০ ভাগ এবং কৃষি ও হস্তশিল্প শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। তা ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের নিপীড়নেরই পরিণাম ; তা ছিল পুরানো চীনের আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রেরই অভিব্যক্তি ; এবং চীন বিপ্লবের এই অধ্যায়ে এবং বিজয়ের বেশ দীর্ঘকাল পরেও সমস্ত প্রশ্নে এইটিই হচ্ছে আমাদের মূল প্রস্থান-বিন্দু। এ থেকে আমাদের পার্টির রণনীতি, রণকৌশল ও কর্মনীতিগত ধারাবাহিক বহু সমস্যাই দেখা দিচ্ছে। আমাদের পার্টির বর্তমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে—এই সমস্যাগুলির ও তাদের সমাধানের ব্যাপারে একটি পরিচ্ছন্ন উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া। সেগুলি হচ্ছে ঃ

১। চীনে এর মাঝেই অর্থনীতির প্রায় শতকরা দশভাগ জুড়ে আধুনিক শিল্প রয়েছে, প্রাচীন কালের শিল্পের চেয়ে তা পৃথক প্রগতিশীল। ফলে চীনে দেখা দিয়েছে নূতন শ্রেণীসমূহ এবং নূতন রাজনৈতিক পার্টি—শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী, শ্রমিক ও বুর্জোয়া পার্টি। শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি বহুবিধ শত্রু দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে, পোড় খেয়েছে এবং চীনের গণবিপ্লবের নেতৃত্বদানের যোগ্য হয়ে উঠেছে। যদি কেউ এই বিষয়টি অবহেলা করেন বা ছোটো করে দেখেন তবে তিনি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুলই করবেন।

২। চীনে এখন সমগ্র অর্থনীতির প্রায় শতকরা ৯০ভাগ জুড়ে বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত

মালিকানাধীন কৃষি এবং হস্তশিল্প রয়েছে ; এটা পশ্চাৎপদ, প্রাচীনকালের তুলনায় খুব পৃথক কিছু নয়—আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ প্রাচীন কালের অনুরূপই রয়ে গেছে। ভূমির ওপর যুগযুগ ধরে চলে-আসা সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা আমরা উচ্ছেদ করে দিয়েছি বা শীঘ্রই উচ্ছেদ করে দেবো। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনকালে আমরা যা ছিলাম তার চেয়ে ভিন্নরকম হয়ে উঠেছি বা শীঘ্রই ভিন্ন রকম হয়ে উঠবো ; এবং ধাপে ধাপে আমাদের কৃষি ও হস্তশিল্পকে আধুনিক করে তোলার সম্ভাবনা আমাদের সামনে এসেছে বা এসে যাবে। মূলগত রূপের দিক থেকে অবশ্য আমাদের কৃষি ও হস্তশিল্প এখন পর্যন্ত প্রাচীনকালে যেমন ছিল অনেকটা তেমনই বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রয়ে গেছে এবং আগামীতে বেশ কিছুকাল ধরে সেইরকমই থেকে যাবে। যদি কেউ এই বিষয়টিকে অবহেলা করেন বা ছোটো করে দেখেন তবে তিনি "বামপন্থী" সুবিধাবাদী ভুলই করবেন।

৩। যদিও চীনের আধুনিক শিল্পের উৎপাদিত পণ্য মূল্যগত পরিমাণের নিরিখে জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদিত পণ্য মূল্যের শতকরা প্রায় দশভাগ মাত্র তবু তা চূড়ান্ত রকমের কেন্দ্রীভূত; পুঁজির বৃহত্তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের অনুচর চীনের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীদের হাতে কেন্দ্রীভূত। এই পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণসাধারণতন্ত্রের হাতে তা সমর্পণ করার ফলে গণসাধারণতন্ত্রের পক্ষে দেশের অর্থনীতিক প্রাণ-প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতির পক্ষে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির নেতৃস্থানীয় অংশ হয়ে ওঠা সম্ভবপর হবে। অর্থনীতির এই ভাগ চরিত্রের দিক থেকে পুঁজিবাদী নয়, সমাজতান্ত্রিক। যদি কেউ এই বিষয়টিকে অবহেলা করেন বা ছোটো করে দেখেন তবে তিনি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ভুল করবেন।

৪। চীনের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে পুঁজিবাদী শিল্প তার আধুনিক শিল্পে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী তা এমন একটা শক্তি যে তাকে উপেক্ষা করা চলে না। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদের দ্বারা তারা নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাই চীনের বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার প্রতিনিধিবৃন্দ প্রায়ই জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন বা নিরপেক্ষ একটা অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই কারণে এবং যেহেতু চীনের অর্থনীতি এখনো পশ্চাৎপদ তার জন্য, এখন এবং বিপ্লবের বিজয়ের বেশ দীর্ঘকাল পরেও শহরাঞ্চলের ও গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুঁজিবাদের সদর্থক গুণগুলিকে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন থাকবে। এই অধ্যায়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলের যে সকল পুঁজিবাদী শক্তিগুলি জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর নয় বরং হিতকর সেগুলিকে

বহাল থাকতে ও সম্প্রসারিত হয়ে উঠতে দিতে হবে। এটা যে শুধু অপরিহার্য তাই নয়, অর্থনৈতিকভাবে তা প্রয়োজনীয়ও বটে। চীনে পুঁজিবাদীদের অস্তিত্ব ও প্রসারণ পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো বাধাবন্ধনহীন বা নিয়ন্ত্রণহীন হবে না। বহুদিক থেকে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে—নিজের কার্যক্ষেত্রের পরিসরের দিক থেকে, করনীতির দিক থেকে, বাজারদর ও শ্রমিকদের অবস্থার দিক থেকে সেগুলি নিয়ন্ত্রিত থাকবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি শিল্প ও প্রতিটি অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে নানা দিক থেকে পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য আমরা সুপ্রযুক্ত ও নমনীয় কর্মনীতিই গ্রহণ করবো। সান ইয়াৎ-সেন-এর "পুঁজি নিয়ন্ত্রণের"[২] শ্লোগান আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ও হিতকরই হবে। সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও সকল শ্রমজীবী জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বার্থের দিক থেকে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে অতিরিক্ত পরিমাণে বা সুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের অবশ্যই উচিত কাজ হবে না এবং গণসাধারনতন্ত্রের অর্থনৈতিক কর্মনীতি ও পরিকল্পনা চৌহদ্দির মধ্যে তার অস্তিত্ব ও বিকাশের স্থান আমাদের রেখে দিতে হবে। ব্যক্তিগত পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণের এই নীতি বিভিন্ন মাত্রায় ও নানা আকারে বুর্জোয়াশ্রেণীর, বিশেষ করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বৃহৎ মালিকদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজিবাদীদের পক্ষ থেকে নানাবিধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এই হবে শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান রূপ। বর্তমানে পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়োজন নেই এবং আমরা পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণের শ্লোগানটি বর্জন করতে পারি—এই চিন্তা করা পুরোপুরি ভুল এবং তা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী একটি দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তার বিপরীত যে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিগত পুঁজির অতিরিক্ত রকমের ও সুকঠোর নিয়ন্ত্রণের কথা বলে বা মনে করে যে আমরা অত্যন্ত দ্রুত ব্যক্তিগত পুঁজিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি তা-ও পুরোপুরি ভুল ; তা হচ্ছে "বামপন্থী" সুবিধাবাদী বা হঠকারী একটি দৃষ্টিভঙ্গী।

৫। বিক্ষিপ্ত, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে কৃষি ও হস্তশিল্প জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদন মূল্যের শতকরা নব্বই ভাগ উৎপাদন করে তাকে বিচক্ষনতার সঙ্গে, ধাপে ধাপে অথচ সক্রিয়ভাবে আধুনিকীকরণ ও যৌথকরণের পথে নিয়ে যাওয়া যায় ও নিয়ে যেতে হবেই ; তাদের আপন পথে চলতে দেওয়া হোক এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ভুল। উৎপাদকদের, গ্রাহকদের ও ঋণদানের সমবায় গড়ে তোলা এবং জাতীয়, প্রাদেশিক, পৌর, বিভাগীয় ও জেলাগত স্তরে সমবায়ী নেতৃত্ব প্রদানকারী ঐ সংস্থাসমূহ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই সমবায়সমূহ হবে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনাধীনে সংগঠিত

শ্রমজীবী জনগণের যৌথ অর্থনৈতিক সংস্থা। সংস্কৃতিগত দিক থেকে চীনের জনগণ পশ্চাৎপদ এবং সমবায় গঠনের ঐতিহ্য যেহেতু তাদের নেই—এই বাস্তব সত্য থেকে আমাদের সামনে নানা বাধাবিপত্তি এসে হাজির হতে পারে। কিন্তু সমবায় গড়ে তোলা যায়, সেগুলির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায় এবং সেগুলি গড়ে তুলতে হবেই এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে হবেই। যদি শুধু রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত একটি অর্থনীতিই থাকে এবং সমবায়ী কোনো অর্থনীতি না থাকে তবে আমাদের শ্রমজীবী জনগণের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অর্থনীতিকে ধাপে ধাপে যৌথকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে, নয়া-গণতান্ত্রিক সমাজ থেকে ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্র শক্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে সুসংহত করা অসম্ভব হবে। যদি কেউ এই বিষয়টিকে অবহেলা করেন বা ছোটো করে দেখেন তবে তিনি অত্যন্ত গুরুতর ভুলই করবেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অর্থনীতি হচ্ছে চরিত্রের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং সমবায়ী অর্থনীতি হচ্ছে আধা-সমাজতান্ত্রিক ; তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ, যুক্ত রয়েছে ব্যক্তিগত অর্থনীতি, রয়েছে রাষ্ট্র-পুঁজিবাদী সেই অর্থনীতি যেখানে রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদীরা যুক্তভাবে কাজ করছেন—এইগুলি হবে গণসাধারনতন্ত্রের অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র এবং এগুলিকে নিয়েই নয়া-গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবে।

৩। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করা হলে গণসাধারনতন্ত্রের জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও বিকাশ অসম্ভব হবে। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং এই তিনের কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি কুওমিনতাঙ শাসনকে যখন চীন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে তখনও স্বাধীন ও সংহত শিল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সমস্যা অসমাপ্তই থেকে যাবে এবং যখন আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি বিকশিত হয়ে উঠবে এবং পশ্চাৎপদ কৃষিপ্রধান একটি দেশ থেকে অগ্রসর শিল্পায়িত একটি দেশে তা রূপান্তরিত হবে তার চূড়ায় সমাধান একমাত্র তখনই হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ না করে এই লক্ষ্য অর্জন করা অসম্ভব হবে। চীন বিপ্লবের দেশব্যাপী বিজয় অর্জন এবং ভূমি সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পরও চীনে দুটি মৌলিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত থেকে যাবে। প্রথমটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ, তা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈদেশিক, তা হচ্ছে চীন এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। ফলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণসাধারনতন্ত্রের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে দুর্বল নয়, তাকে জোরদার করেই তুলতে হবে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দুই মৌলিক কর্মনীতি হবে দেশের মধ্যে পুঁজির নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ। যদি কেউ এই বিষয়টিকে অবহেলা করেন বা খাটো করে দেখেন তবে তিনি গুরুতর রকমের

ভুলই করবেন।

৭। চীন উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে পশ্চাৎপদ একটি অর্থনীতি। কিন্তু চীনের জনগণ সাহসী ও পরিশ্রমী জনগণ। চীনের গণবিপ্লবের বিজয়ের পর এবং গণসাধারনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এবং দুনিয়ার দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর এবং মুখ্যতঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন নিয়ে চীনের অর্থনৈতিক গঠনকার্যের গতি খুব মন্দ হবে না বরং তা বেশ দ্রুতগতিসম্পন্নই হবে। সেদিন আর দূরে নয় যেদিন চীন সমৃদ্ধি অর্জন করবে। চীনের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী হওয়ার আদৌ কোনো ভিত্তি নেই।

৭

পুরানো চীন ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবাধীন আধা-উপনিবেশিক একটি দেশ। চরিত্রের দিক থেকে পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব হওয়ায় চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদীদের তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে এবং তারা কুওমিনতাঙকে সাহায্য করার জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। এতে করে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের আরো গভীরতর ঘৃণা জেগে উঠেছে এবং চীনের জনগণের মধ্যে তাদের মর্যাদার অবশেষটুকুও তারা হারিয়ে বসেছে। একই সঙ্গে গোটা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে বিশ্বের সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের শক্তি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে, চীন থেকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে ধারাবাহিকভাবে ও পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার কর্মনীতিই আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং তাই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এই সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি শহরে বা প্রতিটি স্থানে যেখানেই কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী নিশ্চহ্ন হয়ে যাবে ও কুওমিনতাঙ সরকার উচ্ছেদ হয়ে যাবে, সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যও উচ্ছেদ হয়ে যাবে, উচ্ছেদ হয়ে যাবে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি যথা-পূর্ব থেকেই যাবে এবং কুওমিনতাঙের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তাদের কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকেরাও থেকে যাবেন। গুরুত্বের ক্রমানুসারে এদের সবকিছু সম্পর্কেই আমাদের যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কুওমিনতাঙ আমলে কোনো বৈদেশিক কূটনৈতিক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের আইনানুগ মর্যাদা স্বীকার করে নিতে অস্বীকার করুন, কুওমিনতাঙ আমলের সকল দেশদ্রোহাত্মক চুক্তিকে স্বীকার

করে নিতে অস্বীকার করুন, চীনে সাম্রাজ্যবাদী সকল প্রচার সংস্থাকে উচ্ছেদ করে দিন, অবিলম্বে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন এবং শুল্ক ব্যবস্থাকে সংস্কার করুন—বৃহৎ মহানগরগুলিতে প্রবেশ করে এই প্রথম পদক্ষেপগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তখন তারা এভাবে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করবেন, চীনের জনগণ সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় রুখে দাঁড়াবেন। অবশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বলা যায়, আমাদের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সাময়িকভাবে সেগুলিকে বজায় থাকতে দেওয়া চলতে পারে, দেশব্যাপী বিজয়ের পর আমরা সেগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সাধারণ বৈদেশিক নাগরিকদের সম্পর্কে বলা যায়, তাদের আইনগত স্থান রক্ষা করা হবে এবং সেগুলির কোনো হানি করা হবে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কর্তৃক আমাদের দেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্ন সম্পর্কে বলা যায়, তা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলার জন্য তাড়াহুড়া করার কিছু নেই এবং দেশব্যাপী বিজয় অর্জিত হওয়ার বেশ কিছু পরেও তা মিটিয়ে ফেলার জন্য তাড়াহুড়া করার কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সমতার নীতির ভিত্তিতে সকল দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আমরা ইচ্ছুক কিন্তু যে সাম্রাজ্যবাদীরা সবসময় চীনের জনগণের বিরুদ্ধে শত্রু-ভাবাপন্ন ছিল তারা নিশ্চিতভাবেই তাড়াতাড়ি করে আমাদের সমান হিসাবে মেনে নিতে চাইবে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যতক্ষণ তাদের বৈর মনোভাব পরিবর্তিত না করবে, ততক্ষণ চীনে তাদেরকে আইনসঙ্গত মর্যাদা আমরা প্রদান করবো না। বিদেশীয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করা সম্পর্কে অবশ্য কোনো প্রশ্নই নেই ; যখনই ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে, আমরা তা করবো এবং এর মাঝেই আমরা তা শুরু করে দিয়েছি ; এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বেশ কিছু পুঁজিবাদী দেশের ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছেন। যতখানি সম্ভব, প্রথমে সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গেই আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে ; একই সঙ্গে অবশ্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গেও আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবো।

৮

রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বানের এবং একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের সমস্ত পরিস্থিতি এখন পরিপক্ক। সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন এবং পার্টি-বহির্ভূত সমস্ত গণতন্ত্রীরাই এখন আমাদের পক্ষে। সাংহাইয়ের এবং ইয়াংসি উপত্যকার বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে নৌ-পরিবহন এবং ডাক যোগাযোগ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধ্বংসোন্মুখ কুওমিনতাঙ নিজেকে সকল জনসাধারণের থেকেই বিচ্ছিন্ন করে

নিয়েছে। আমরা প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।[৩] আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তার উদ্যোগী অংশ হচ্ছে কোয়াংসি চক্রের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের গোষ্ঠী, শান্তির ব্যাপারে আগ্রহী কুওমিনতাঙের উপদলগুলি এবং সাংহাইয়ের বুর্জোয়ারা। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে কোয়ালিশন সরকারে একটু ঠাঁই করে নেওয়া, যত বেশি সংখ্যক সৈন্য অক্ষত রাখা, সাংহাই এবং দক্ষিণাঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা এবং বিপ্লবকে নমনীয় করে আনার জন্য যথাসাধ্য করা। এই গ্রুপগুলি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে আমাদের আট দফাকে স্বীকার করে। কিন্তু তাদের যাতে অতিরিক্ত ক্ষতি হয়ে না যায় তার জন্য তারা দর কষাকষি করতে চায়। আলোচনাকে যারা ভেঙে দিতে চায় তারা হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক এবং তার একান্ত অনুগত অনুসারীবৃন্দ। ইয়াংশির দক্ষিণে চিয়াং কাই-শেকের এখনো ষাট ডিভিসিন সৈন্য রয়েছে এবং তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের নীতি হচ্ছে আলোচনা করতে অস্বীকার না করা কিন্তু এটাও দাবী করা যে অপরপক্ষকে আট দফা পুরোপুরি মেনে নিতে হবে এবং তাদের দর কষাকষি করতে না দেওয়া। বিনিময়ে কোয়াংসি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য যে কুওমিনতাঙ উপদলগুলি শান্তির সপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকবো, তাদের সৈন্যদের পুনর্গঠিত করে নেওয়া এক বছরের মতো বন্ধ রাখবো, নানকিং সরকারের কিছু কিছু লোকজনকে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে এবং কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিতে দেবো এবং সাংহাই ও দক্ষিণাঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণীর কিছু কিছু স্থান রক্ষা করতে সম্মত হবো। আলোচনা হওয়া চাই সামগ্রিক ভিত্তিতে এবং যদি তা সফল হয় তাতে করে দক্ষিণে আমাদের অগ্রগতির পথের ও দক্ষিণের বৃহৎ মহানগরগুলির দখল নেওয়ার পথে বহু বাধাই কমে আসবে এবং তা আমাদের খুবই সহায়ক হবে। যদি আলোচনা সফল না হয় তবে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির পর স্থানীয় ভিত্তিতে পৃথক আলোচনা চালানো হবে। সামগ্রিক ভিত্তিতে আলোচনা এখনকার মতো মার্চের শেষে হবে বলে ঠিক হয়েছে। আমরা এপ্রিল বা মে-র মধ্যে নানকিং দখল করে নিতে চাই, তারপর পিপিংয়ে রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করতে চাই, কোয়ালিশন সরকার গড়ে তুলতে চাই এবং পিপিংকে রাজধানী করে দিতে চাই। যেহেতু আমরা আলোচনা অনুষ্ঠান করতে রাজী হয়েছি, আলোচনা সফল হওয়ার পর যে অনেকগুলি অসুবিধা দেখা দেবে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং পরিষ্কার মাথা নিয়ে অপরপক্ষ যেসব কৌশল গ্রহণ করবে তার মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, যে কৌশল গ্রহণ করে লোহার পাখাধারিনী রাজকন্যার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে বানর তাকে জব্দ করেছিল[৪] সেই কৌশলের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যতক্ষণ

আমরা মানসিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবো ততক্ষণ আমরা যে কোনো শয়তান বানরকেই পরাজিত করে দিতে পারবো। শান্তি আলোচনা সামগ্রিক হোক বা আঞ্চলিক ভিত্তিতেই হোক, আমাদের এরকম একটি পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। অসুবিধাকে ভয় করি এবং জটিলতাকে পরিহার করতে চাই বলে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করা উচিত হবে না বা মনের মধ্যে আবছা ধারণা নিয়ে আলোচনায় যাওয়া আমাদের উচিত হবে না। নীতির দিক থেকে আমাদের দৃঢ় থাকতে হবে; আবার অনুমোদনযোগ্য এবং আমাদের মূলনীতিগুলি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নমনীয়তাই আমাদের থাকা চাই।

৯

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ওপর প্রতিষ্ঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের পার্টির দিক থেকে সততার সঙ্গে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী, সমগ্র কৃষক জনগণ এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া; এরা হচ্ছেন একনায়কত্বের নেতৃস্থানীয় ও মৌলিক শক্তি। এই ঐক্য ছাড়া, একনায়কত্বকে সুসংহত করে তোলা যাবে না। তার জন্য আমাদের আরো প্রয়োজন হচ্ছে শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর যতো বেশি সম্ভব যে প্রতিনিধিবৃন্দ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন তাদের সঙ্গে তাদের বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এবং রাজনৈতিক গ্রুপগুলির সঙ্গে আমাদের পার্টির ঐক্যবদ্ধ হওয়া, যাতে করে বিপ্লবী অধ্যায়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি এবং চীনে প্রতিবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদীদের উভয় শক্তিকেই উচ্ছেদ করে দিতে পারি এবং যাতে বিপ্লবের বিজয়ের পর উৎপাদনকে আমরা দ্রুত পুনরুদ্ধার ও বিকশিত করে তুলতে পারি, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবিলা করতে পারি, অবিচলিতভাবে চীনকে একটি কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করতে পারি এবং চীনকে একটি মহান সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করে তুলতে পারি। সুতরাং দল-বহির্ভূত গণতন্ত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার আমাদের পার্টির নীতিকে সমগ্র পার্টির চিন্তায় ও কর্মে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত করা প্রয়োজন। পার্টি-বহির্ভূত গণতন্ত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে আমরা আমাদের কর্মীদের যেভাবেই দেখি সেভাবেই দেখা উচিত, তাদের সঙ্গে যেসব সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের জন্য আলোচনা করা দরকার তা নিয়ে আন্তরিকভাবে ও খোলাখুলিভাবে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত, তাদেরকে কাজকর্ম করতে দেওয়া উচিত, তাদের পদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের উপযুক্ত দায়িত্বভার তাদের ওপর ন্যস্ত করা উচিত এবং তারা যাতে তাদের কাজ ভালোভাবে করতে পারেন সেভাবে তাদের সাহায্য

করা উচিত। তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মনোভাব থেকে অগ্রসর হয়ে তাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতির বিরুদ্ধে আমাদের গুরুতর ও যথোপযুক্ত সমালোচনা ও সংগ্রাম চালাতে হবে যাতে ঐক্যের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। তাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মেনে নেওয়ার মনোভাব গ্রহণ করা ভুল হবে। আবার তাদের প্রতি একটি রুদ্ধদ্বারনীতি বা নৈষ্ঠিক মনোভাব গ্রহণ করাও ভুল হবে। প্রতিটি বৃহৎ ও মাঝারি মহানগরে, প্রতিটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, প্রতিটি প্রদেশেই মর্যাদাসম্পন্ন এবং যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন দল-বহির্ভূত এমন গণতন্ত্রীদের একটি গ্রুপ আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কৃষি বিপ্লবের যুদ্ধের সময় দল-বহির্ভূত গণতন্ত্রীদের প্রতি রুদ্ধদ্বার কর্মধারায় যে ভ্রান্ত মনোভাব পার্টির মধ্যে প্রচলিত ছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধকালেও তা পুরোপুরি দূর করে দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং ঘাঁটি অঞ্চলসমূহের ভূমিসংস্কারের প্রবল জোয়ারের সময় ১৯৪৭ সালে তা আবার দেখা দেয়। এই মনোভাব শুধু আমাদের পার্টিকেই বিচ্ছিন্ন করে দেবে, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সংহতিকে প্রতিহত করবে এবং শত্রুর পক্ষে মিত্র সংগ্রহ করার সহায়ক হবে। আমাদের পার্টির নেতৃত্বে এখন যেহেতু চীনের প্রথম রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন শীঘ্রই আহূত হতে যাচ্ছে, একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, বিপ্লব যেহেতু শীঘ্রই সারা দেশব্যাপী বিজয়ী হতে যাচ্ছে—সমগ্র পার্টিকে এই সমস্যা নিয়ে গুরুতর আত্মসমালোচনামূলক বিচার-বিবেচনা করতে হবে এবং সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে ; সব কিছু মেনে নেওয়ার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি এবং রুদ্ধদ্বার ও নৈষ্ঠিকতার "বামপন্থী" বিচ্যুতি—এই দুটো বিচ্যুতিরই তাকে বিরোধিতা করতে হবে এবং সম্পূর্ণ সঠিক একটি মনোভাবই গ্রহণ করতে হবে।

১০

অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই আমরা সারা দেশব্যাপী বিজয় অর্জন করবো। এই বিজয় সাম্রাজ্যবাদের প্রাচ্যের ফ্রণ্টে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে এবং তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য হবে বিরাট। এই বিজয় অর্জনের জন্য আর অনেক বেশি সময় বা প্রয়াস লাগবে না কিন্তু বিজয়কে সংহত করতে তা লাগবে। আমাদের গঠন ক্ষমতা সম্পর্কে বুর্জোয়াশ্রেণী সন্দেহ পোষণ করে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্য আমরা তাদের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত পাতবো সাম্রাজ্যবাদীরা সেই হিসাবই করছে। বিজয়ের সঙ্গে পার্টির মধ্যে ঔদ্ধত্য, নিজেকে বীর হিসাবে জাহির করার মনোভাব, আলসেমি ও প্রগতি সম্পর্কে আগ্রহের অভাব, আরামপ্রিয়তা ও অব্যাহত কঠোর জীবন ধারণের প্রতি বিতৃষ্ণার মতো কিছু মনোভাব দেখা দিতে পারে। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণ

আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবেন এবং বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের তোষামোদ করতে এগিয়ে আসবে। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে শত্রুরা আমাদের অস্ত্রের জোরে দাবিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণীর তোষামোদ আমাদের মধ্যেকার দুর্বল-চিত্তদের জয় করে ফেলতে পারে। এমন কিছু কিছু কমিউনিস্ট থাকতে পারেন যাদেরকে শত্রুরা বন্দুক দিয়ে জয় করে নিতে পারেনি এবং যারা ঐ শত্রুদের সামনে যথার্থ বীরের মতোই দাঁড়িয়েছেন কিন্তু দেখা যাবে, হয়তো তারা মিষ্টি-মাখানো বুলেটের ঘায়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছেন ; তারা মিষ্টি-মাখানো বুলেটের কাছে হার মেনেছেন। এরকম একটা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। দেশব্যাপী বিজয় অর্জন দশ হাজার মাইল দীর্ঘ দূর যাত্রা পথের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এই প্রথম পদক্ষেপটি যদিও গর্বের বিষয় কিন্তু তুলনামূলক বিচারে তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ; যা আরো যথার্থ গর্বের বিষয় তা এখনো সামনে পড়ে রয়েছে। কয়েক দশক পরে চীনের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি পেছন ফিরে তাকালে মনে হবে এক দীর্ঘ নাটকের তা হচ্ছে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত একটি গৌরচন্দ্রিকা মাত্র। গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে একটি নাটক শুরু হয় কিন্তু গৌরচন্দ্রিকাই তো আর নাটকের চরম মুহূর্ত নয়। চীনের বিপ্লব এক সুমহান বিপ্লব কিন্তু বিপ্লবের পরবর্তী পথ হবে দীর্ঘতর, কাজ হবে বিরাটতর ও অনেক বেশি দুরূহ। পার্টিতে এটা এখন পরিষ্কার থাকা চাই। কমরেডগণকে বিনয়ী, বিবেচক ও ঔদ্ধত্যমুক্ত ও তাদের কাজকর্মের ধারায় অবিবেচনামুক্ত হতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কমরেডগণকে তাদের সরল জীবন ও কঠোর সংগ্রামের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আমাদের রয়েছে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মার্কসবাদী হাতিয়ার। খারাপ ধারা থেকে মুক্ত হয়ে ভালো ধারাকে আমরা বজায় রাখতে পারি। যা আমরা জানি না তা আমরা শিখে নিতে পারি। আমরা শুধু পুরানো জগৎকে ধ্বংস করে দিতেই জানি তা নয়, আমরা নূতন একটা জগৎ গড়ে তুলতেও জানি। চীনের জনগণ শুধু যে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে ভিক্ষা না নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন তা নয়, তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির চেয়ে উন্নততর জীবন যাপন করবেন।

টীকা

১। ১৯৪৯ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সুইয়ুআন প্রদেশের কুওমিনতাঙ গভর্নর তু চি-উ এবং কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার সান লান-ফেঙ বিদ্রোহ করেন এবং চল্লিশ হাজারের অধিক সৈন্যসহ আমাদের পক্ষে চলে আসেন। গণমুক্তিফৌজের সুইয়ুআন মিলিটারী কমাণ্ডের নেতৃত্বাধীনে ১৯৫০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঐ ইউনিটগুলিকে নূতন করে সংগঠিত করা শুরু হয়। ১০ই এপ্রিল এরা পুনর্গঠিত গণমুক্তিফৌজের অন্তর্ভুক্ত

হয়।

২। "পুঁজির নিয়ন্ত্রণ" ছিল সান ইয়াৎ-সেনের সুপরিচিত অন্যতম একটি শ্লোগান। কুওমিনতাঙের প্রথম যে জাতীয় কংগ্রেসে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি সহযোগিতা করেছিলেন সেই কংগ্রেসের ইশতেহারটি ১৯২৪ সালের ২৩ শে জানুয়ারি প্রকাশিত হয় এবং এই শ্লোগানটির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় ঃ "মালিকানা চীনদেশীয় হোক অথবা দেশীয়ই হোক— যে প্রতিষ্ঠানগুলি একচেটিয়া প্রকৃতির অথবা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপণার পক্ষে অত্যন্ত বড়ো— যেমন ব্যাঙ্ক, রেলপথ, বিমান পথের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ—সেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হবে যাতে ব্যক্তিগত পুঁজি জনগণের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে।"

৩। প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনা সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে ঃ

(১) আলোচনা শুরু করার সময় হবে ১লা এপ্রিল ;

(২) আলোচনার স্থান হবে—পিপিং ;

(৩) চৌ এন-লাই, লিন পো-চৌ, লিন পিয়াও, ইয়ে চিয়েন-ইং ও লি ওয়েই-হানকে প্রতিনিধি হিসাবে এবং চৌ এন-লাইকে মুখ্য প্রতিনিধি হিসাবে ১৪ই জানুয়ারি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙের বিবৃতির ভিত্তিতে এবং তাতে উপস্থাপিত আট দফার ভিত্তিতে আলোচনা করার জন্য নিয়োগ করা হয়। (১লা এপ্রিল কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে জুং-চেনকে প্রতিনিধিদলের তালিকায় যুক্ত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে)।

(৪) প্রতিক্রিয়াশীলদের নানকিং-কুওমিনতাঙ সরকারকে অবিলম্বে উপরিউক্ত বিষয়টি বেতারযোগে জানিয়ে দিতে হবে এবং নির্ধারিত স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের উপস্থিত হতে বলতে হবে এবং যাতে করে আলোচনার সহায়তা হয় তার জন্য আট দফা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত দলিলপত্র আনতে বলতে হবে।

৪। কিভাবে বানর, সান উ-কুং, নিজেকে একটি ক্ষুদ্র পোকায় পরিণত করে লোহার পাখাধারিনী রাজকন্যার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে পরাজিত করেছিল এই গল্প জানতে হলে চীনা উপন্যাস **পশ্চিমে তীর্থযাত্রা**-র ৫৯ তম অধ্যায় দেখুন। (মাও সে-তুঙ নির্বাচিত রচনাবলী ঃ নবজাতক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড দেখুন।)

পার্টি কমিটির কাজের পদ্ধতি

১৩ই মার্চ, ১৯৪৯

১। পার্টি কমিটির সম্পাদককে একজন ভালো "দলনায়ক" হতে হবে। পার্টি কমিটিতে দশ থেকে কুড়ি জন সদস্য থাকবেন ; তা হবে সেনাবাহিনীর একটি দলের (স্কোয়াড-এর) মতো এবং সম্পাদককে "স্কোয়াড-লীডার"-এর মতো হতে হবে। একটা স্কোয়াডকে ভালোভাবে চালানো সহজ কাজ নয়। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি ব্যুরো বা সাব-ব্যুরো এখন বিশাল অঞ্চল পরিচালনা করছে এবং খুবই গুরুদায়িত্বভার বহন করছে। নেতৃত্বদান করা মানে শুধু সাধারণ ও নির্দিষ্ট কর্মনীতি নির্ধারণ করা নয়, কাজের সঠিক পদ্ধতি নিরূপণ করাও বটে। সঠিক সাধারণ ও নির্দিষ্ট কর্মনীতি থাকলেও কাজের পদ্ধতির প্রতি অবহেলা করলে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। নেতৃত্বের কর্তব্য সম্পাদন করতে হলে কমিটিকে তার " স্কোয়াডের সদস্যদের" ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং তারা যাতে তাদের ভূমিকা পুরোপুরি পালন করতে পারেন সেই সুযোগ তাদের দিতে হবে। ভালো একজন "দলনায়ক" হতে হলে পার্টি সম্পাদককে কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে এবং গভীরভাবে অনুসন্ধান কার্য করতে হবে। যদি তিনি তার "স্কোয়াড সদস্যদের" মধ্যে প্রচার ও সংগঠনমূলক কাজ সযত্নে পরিচালনা না করেন, কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ভালোভাবে গড়ে তুলতে না জানেন বা কী করে সাফল্যের সঙ্গে সভা পরিচালনা করতে হয় তা নিয়ে অধ্যয়ন না করেন তবে একজন সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক তার "স্কোয়াড-কে" ভালোভাবে পরিচালনা করা খুবই কঠিন বলে বোধ করবেন। যদি "স্কোয়াড সদস্যরা" সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে না চলেন, তাহলে তারা কোটি কোটি মানুষকে যুদ্ধে ও গঠনকর্মে নেতৃত্ব দিতে পারবেন এটা প্রত্যাশা করা যায় না। অবশ্য, সম্পাদক ও কমিটি সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এমন যে এখানে সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠকে মান্য করে চলতে হয়, তাই একজন স্কোয়াড লীডার ও তার সৈনিকদের মধ্যেকার সম্পর্কের চেয়ে তা ভিন্নরকমের। এখানে আমরা শুধু একটা উপমা হিসাবেই কথাটি বললাম।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এটি হচ্ছে কমরেড মাও সে-তুঙের সমাপ্তি ভাষণের অংশবিশেষ।

২। সকল সমস্যা সামনে উপস্থিত করুন। এটা শুধু "স্কোয়াড লীডার" কে করলেই চলবে না, কমিটির সদস্যগণকেও তা করতে হবে। কারো আড়ালে তার সম্পর্কে কথা বলবেন না। যখন সমস্যাদি দেখা দেবে তখন সভা ডাকুন, আলোচনার জন্য সমস্যাগুলি উপস্থিত করুন, কিছু সিদ্ধান্ত নিন, দেখবেন, সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গেছে। সমস্যা রয়েছে অথচ তা উপস্থিত করা হলো না, তাহলে দীর্ঘকাল তা অপূর্ণ হয়ে পড়ে থাকবে, এমনকি, বছরের পর বছর সেগুলি এভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতেই থাকবে। "স্কোয়াড লীডার" ও কমিটির সদস্যগণকে একে অন্যের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। সম্পাদক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও তার ব্যুরোগুলির মধ্যে এবং ব্যুরো ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটিগুলির মধ্যে পারস্পরিক উপলব্ধি, সহায়তা ও বন্ধুত্বের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। অতীতে এই বিষয়ের প্রতি অতি অল্পই মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সপ্তম পার্টি কংগ্রেসের পর থেকে এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং বন্ধুত্ব ও ঐক্যের বন্ধন খুবই জোরদার হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও এই বিষয়ের প্রতি আমাদের নিয়ত মনোযোগ প্রদান করতে হবে।

৩। "তথ্যের বিনিময় করুন" এর অর্থ হচ্ছে একটি পার্টি কমিটির সদস্যদের একে অন্যকে তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে এবং তাদের নজরে পড়েছে এমন বিষয় সম্পর্কে অভিমত বিনিময় করতে হবে। একটা সাধারণ অভিব্যক্তি লাভ করতে হলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে তা করতে ব্যর্থ হন এবং লা ও জু-র বর্ণিত লোকজনদের মতো "সারা জীবনে একে অন্যে বাড়ীতে পা মাড়াননি যদিও এক বাড়ীর মুরগা ডাকলে বা আরেক বাড়ীর কুকুর ডাকলে অন্য বাড়ী থেকে সহজেই শোনা যায়।"[১] ফল দাঁড়ায় একে অন্যের কথা বোঝেন না। অতীতে আমাদের বহু উচ্চপদাধীকারী কর্মীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অত্যন্ত মৌলিক তত্ত্বগত সমস্যা সম্পর্কেও একে অন্যের সাধারণ বোধগম্য ভাষা জানা ছিল না কারণ তারা যথেষ্ট অধ্যয়ন করেননি। আজ পার্টির মধ্যে একে অন্যের বোধগম্য ভাষা অনেক বেশি রয়েছে কিন্তু সমস্যার সমাধান এখনও পুরোপুরি হয়ে যায়নি। উদাহরণ হিসাবে, ভূমিসংস্কারকালে "মাঝারি কৃষক" বা "ধনী কৃষক" বলতে কী বুঝবো তার উপলব্ধি সম্পর্কে কিছু কিছু পার্থক্য এখনো রয়ে গেছে।

৪। আপনার অধীনস্থদের কাছ থেকে যেসব বিষয় আপনি বোঝেন না বা যা আপনি জানেন না তা জেনে বুঝে নিন এবং হাল্কাভাবে আপনাদের সম্মতি দিয়ে দেবেন না। কিছু কিছু দলিল রচিত হয়ে যাওয়ার পরও কিছুকালের মতো তার

প্রচার বন্ধ রাখা হয় কারণ তার কিছু কিছু প্রশ্ন আরো বিশ্লেষিত হওয়া দরকার মনে হয় এবং তার জন্য প্রথমেই নিম্নতর স্তরগুলির সঙ্গে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে হয়। কোনো সময়ই আমরা যা জানি না তা জানি বলে ভাণ করা উচিত নয় এবং "নীচের তলার লোকদের নিকট থেকে জেনে নিতে ও শিখে নিতে লজ্জিত বোধ করা"[২] আমাদের উচিত নয় এবং নিম্নতর স্তরের কর্মীদের মতামত আমাদের সতর্কভাবে জেনে নেওয়াই উচিত। শিক্ষক হওয়ার আগে ছাত্র হোন ; নিম্নতর স্তরের কর্মীদের কাছ থেকে জেনে নিন, তারপরে নির্দেশ জারী করবেন। সমস্যা সমাধানের বেলা একমাত্র জরুরী সামরিক ক্ষেত্র ছাড়া এবং যেসব ক্ষেত্রে তথ্যবস্তু এর মাঝেই যথেষ্ট পরিষ্কার সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সকল ব্যুরো ও ফ্রন্টের সকল পার্টি কমিটির এই প্রয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। এটা করলে কারো মর্যাদার হানি হবে না, বরং এতে করে তা বৃদ্ধিই পাবে। যেহেতু আমাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নতর স্তরের কর্মীদের সঠিক অভিমতগুলি অভিব্যক্ত হয়ে উঠবে তাই তারা স্বাভাবিকভাবে সেগুলিকে সমর্থন জানাবেন। নিম্নতর স্তরের কর্মীরা যা বলেন তা সঠিক হতে পারে, নাও হতে পারে ; আমাদের সেগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। সঠিক ধারণাগুলিকেই গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলিকেই কার্যকর করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব যে সঠিক তার কারণ হচ্ছে মূলতঃ তা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু, রিপোর্ট ও সঠিক অভিমতগুলিরই সংশ্লেষিত রূপ। অঞ্চলগুলি যদি নানা বিষয়বস্তু ও অভিমত হাজির না করে তবে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সঠিক নির্দেশ জারী করা কঠিন হবে। নীচের তলা থেকে আগত ভুল ধারণাগুলিও মন দিয়ে শুনুন, ওগুলি একেবারে না শোনাও ভুল হবে। এই অভিমত অনুযায়ী অবশ্যই কাজ করা হবে না এবং ঐগুলির সমালোচনাই করতে হবে।

৫। "পিয়ানো বাজানো" শিখতে হবে। পিয়ানো বাজানোর সময় দশটি আঙ্গুলকেই কাজে লাগাতে হয়; মাত্র কটি আঙ্গুলকে নাড়ালাম, অন্যগুলিকে নাড়ালাম না এতে হবে না। কিন্তু এক সাথে যদি দশটি আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেন তা হলেও কোনো সঙ্গীত হবে না। ভালো সঙ্গীত যদি সৃষ্টি করতে চান, তবে দশটি আঙ্গুলকেই ছন্দোবদ্ধভাবে ও সুসমন্বিতভাবে নাড়াতে হবে। পার্টি কমিটিকে তার কেন্দ্রীয় কর্তব্যকর্মের ওপর দৃঢ় অধিকার অব্যাহত রাখতে হবে এবং একই সঙ্গে ঐ কেন্দ্রীয় কর্তব্যের সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে আমাদেরকে অনেকগুলি ক্ষেত্রে কাজ করতে হচ্ছে, সকল অঞ্চলের, সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিটের এবং বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হচ্ছে,

অন্যগুলিকে বাদ দিয়ে কিছু সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেই চলবে না। যেখানেই সমস্যা দেখা দেবে, সেখানেই হাত লাগাতে হবে এবং এই পদ্ধতিকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। অনেকে পিয়ানো ভালো বাজান, অনেকে তেমন বাজাতে পারেন না এবং তাদের সৃষ্ট সঙ্গীতের মধ্যেও তাই বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। পার্টি কমিটির সদস্যদের ভালো করে "পিয়ানো বাজানো" শিখতে হবে।

৬। "দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করতে হবে"। তার অর্থ হবে, পার্টি কমিটিকে শুধু মূল কাজকে আয়ত্ত করলেই চলবে না, তা একেবারে "দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত" করতে হবে। কোনো কিছুর ওপর দখল আছে এটা তখনই বলা যায় যখন বিন্দুমাত্র ফাঁক না রেখে তাকে দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা হয়। দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত না করার অর্থ একেবারেই কোনো কিছু আয়ত্ত না করা। নিজের হাত আলাদা রেখে তো কেউ কোনো কিছু আঁকড়ে ধরতে পারেন না। হাতকে আঁকড়ে ধরার মতো ভঙ্গী করে রাখা হলো কিন্তু জোরে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরা হলো না, তাকেও তো আয়ত্ত করা বলে না। আমাদের কিছু কিছু কমরেড মূল কাজকে আয়ত্ত করেছেন কিন্তু তাদের সেগুলি দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা হয়নি, তাই তারা তাদের কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারে না। কোনো কিছু আয়ত্ত করা না হলে যেমন চলবে না, তেমনি যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করা না হলেও চলবে না।

৭। "সংখ্যাগত হিসাব-নিকাশের মাথা থাকা চাই"। তার অর্থ হচ্ছে, একটা পরিস্থিতি বা সমস্যার পরিমাণগত দিকের প্রতি নজর রাখা চাই এবং পরিমাণগত মৌলিক বিশ্লেষণ করা চাই। প্রতিটি গুণগত দিকেরই পরিমাণগত একটা অভিব্যক্তি থাকে এবং পরিমাণ ছাড়া গুণ থাকতেই পারে না। আজ পর্যন্ত আমাদের অনেক কমরেডই এটা বোঝে না যে তাদের নানা বিষয়ের সংখ্যাগত দিকের প্রতিও নজর দিতে হবে—যে মৌল পরিসংখ্যান, প্রধান প্রধান শতকরা হিসাব এবং পরিমাণগত সীমাগুলি নানা জিনিসের গুণাগুণগুলিকে নিরূপিত করে তার প্রতি নজর দিতে হবে। তাদের মাথায় কোনো "সংখ্যা" থাকে না, যার ফলে ভুল করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। উদাহরণ হিসাবে, ভূমিসংস্কার কার্যকর করার সময় জনসংখ্যার মধ্যে জমিদার, ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং গরীব কৃষকদের সংখ্যা এবং এই প্রতিটি গ্রুপ কী পরিমাণ জমির মালিক এই সবের শতকরা হিসেবের মতো পরিসংখ্যানগুলি একান্ত অপরিহার্য, কারণ একমাত্র তার ভিত্তিতেই আমরা সঠিক কর্মনীতি রূপায়িত করে তুলতে পারবো। কাকে ধনী কৃষক, কাকে সম্পন্ন মাঝারি কৃষক বলবো এবং শোষণ থেকে কী পরিমাণ আয় হলে তাকে একজন সম্পন্ন কৃষকের চেয়ে পৃথক করে একজন ধনী কৃষক বলবো—এই সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিমাণগত সীমা নিরূপণ

করতে হবে। সকল গণ-আন্দোলনেই আমাদের সক্রিয় সমর্থক, বিরোধীয় লোকজন ও নিরপেক্ষ লোকজনদের সংখ্যা নিয়ে আমাদের মূলগতভাব কিছু অনুসন্ধান বিশ্লেষণ করতে হবে এবং মনগড়াভাবে কোনো ভিত্তি ছাড়াই সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে নিলে চলবে না।

৮। "জনসাধারণকে অবহিত করে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করুন।" সভাসমিতির বিজ্ঞপ্তি আগেভাগে দিতে হবে ; এটা হচ্ছে "জনসাধারণকে অবহিত করে আগে থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার মতো" যাতে করে সকলেই আগে থেকে জানতে পারেন সভায় কী নিয়ে আলোচনা হতে যাচ্ছে, কী কী সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যাতে আগে থেকেই সকলে সে সম্পর্কে সময়োচিত প্রস্তুতি করতে পারেন। কিছু কিছু জায়গায় প্রথমে রিপোর্ট ও খসড়া প্রস্তাবাদি প্রস্তুত না করেই কর্মীদের সভা ডেকে দেওয়া হয় এবং যখন সভার লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছেন তখন "যেমন তেমন করে কাজ চালানোর মতো" ব্যবস্থা করে নেওয়া হয় ; "সৈনিকেরা এসে গেছে, ঘোড়াগুলি এসে হাজির হয়েছে অথচ লোকজনের বা ঘোড়াগুলির খাবারের কোন ব্যবস্থাই হয়নি" অনেকটা এই রকমের একটা ব্যাপার আদৌ কোনো ভালো কথা নয়।

৯। "অল্প কিন্তু উন্নততর সৈন্যবাহিনী ও সরলতর প্রশাসন চাই।" আলাপ আলোচনা, বক্তৃতা, নিবন্ধ ও প্রস্তাবাদি সবই সংক্ষিপ্ত এবং একেবারে বিষয়ানুগ হওয়া চাই। সভাসমিতিও অনেকক্ষণ ধরে চালানো উচিত নয়।

১০। আপনার সঙ্গে যারা ভিন্ন মত পোষণ করেন এমন কমরেডদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে মনোযোগী হোন। বিভিন্ন অঞ্চলে ও সেনাবাহিনীতে উভয় ক্ষেত্রেই কথাটা মনে রাখা চাই। পার্টি বহির্ভূত লোকজনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে আমরা এসে জড়ো হয়েছি এবং যারা আমাদের সঙ্গে একই মত পোষণ করেন শুধুমাত্র সেই কমরেডদের সঙ্গে নয়, যারা আমাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের সঙ্গেও আমাদের ভালোভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা খুবই গুরুতর ভুলভ্রান্তি করেছেন ; তাদের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ পোষণ করা উচিত নয় এবং তাদের সঙ্গে কাজ করতে আমাদের প্রস্তুত থাকা চাই।

১১। ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন। নেতৃস্থানীয় অবস্থানে রয়েছেন এমন কারো পক্ষে ঐক্য অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এটি একটি নীতিগত বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। যারা গুরুতর কোনো ভুলভ্রান্তি করেননি এবং তাদের কাজকর্মে খুবই বড়ো রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের পক্ষেও কাজকর্মের ক্ষেত্রে উদ্ধত প্রকৃতির

হওয়া উচিত নয়। পার্টি নেতাদের জন্মদিনের উৎসবাদি নিষিদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন স্থান, রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানগুলির নাম পার্টির নেতাদের নাম অনুসারে রাখা একইভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। আমাদের সরল জীবন ও কঠোর পরিশ্রমের জীবনধারায় অবিচলিত থাকতে হবে এবং চাটুবাক্য ও বাড়তি রকমের প্রশংসাবাক্য ব্যবহারের সমাপ্তি ঘটাতে হবে।

১২। দুই লাইনের মধ্যে পরিষ্কার ভেদরেখা টানতে হবে। প্রথমে ভেদরেখা টানা চাই বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের লাইনের মধ্যে, ইয়েনান ও সিয়ানের লাইনের মধ্যে[৩]। অনেকে এটা বোঝেন না যে তাদেরকে এই ভেদরেখা টানতেই হবে। উদাহরণ হিসাবে, যখন তারা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন তখন তারা ইয়েনানের কথা বলেন যেন ওখানে "কিছুই সঠিক ছিল না" এবং ইয়েনানের আমলাতান্ত্রিকতা ও সিয়ানের আমলাতান্ত্রিকতার মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে তারা ব্যর্থ হন। এটা মূলগত একটি ভুল। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবী বাহিনীর মধ্যে সঠিকতা ও ভুলের মধ্যে সাফল্য ও ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে পরিষ্কার ভেদরেখা টানার প্রয়োজন রয়েছে, এটা পরিষ্কার করে নেওয়া চাই এই দুটির মধ্যে কোনটি প্রাথমিক এবং কোনটি গৌণ। উদাহরণ হিসাবে, সাফল্য কি সমগ্রের শতকরা ত্রিশভাগ, না তার সত্তর ভাগ? কম করে বললে বা বাড়িয়ে বললে চলবে না। কোনো ব্যক্তির কাজের মৌলিক একটা মূল্যায়ন থাকা চাই এবং এটা নিরূপিত হাওয়া চাই তার সাফল্য শতকরা ৩০ ভাগ এবং ভুলভ্রান্তি শতকরা ৭০ ভাগ, না তার বিপরীত, তা দিয়ে। তার সাফল্য যদি সমগ্রের শতকরা ৭০ ভাগ হয়, তবে তার কাজকে মোটামুটি অনুমোদনই করতে হবে। যে কাজে সাফল্য হচ্ছে মুখ্য, তাকে যে কাজে ভুলভ্রান্তি হচ্ছে মুখ্য সে হিসাবে দেখানো পুরোপুরি ভুল হবে। সমস্যাসমূহের নির্ধারণের সময় এই দুটি সীমারেখা টানতে, বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের মধ্যে এবং সাফল্য ও ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে সীমারেখা টানতে ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। এই দুটি পার্থক্য যদি আমরা মনে রাখি তবে আমরা ভালোভাবে কাজকর্ম চালাতে পারবো ; অন্যথায় সমস্যাগুলির প্রকৃতিকেই আমরা তালাগোল পাকিয়ে ফেলবো। এই সীমারেখাগুলি ভালোভাবে টানতে হলে, সতর্ক অধ্যয়ন ও অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন। প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাব হবে বিশ্লেষণের ও অধ্যয়নের।

পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্যগণ এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, একমাত্র উপরে বর্ণিত পদ্ধতি প্রয়োগ করেই পার্টি কমিটিগুলি তাদের কাজ ভালোভাবে করতে পারবেন। পার্টি কংগ্রেসগুলি ভালোভাবে পরিচালনা করা ছাড়াও পার্টি

কমিটিসমূহের পক্ষে সর্বস্তরে তাদের নেতৃত্বের কাজ ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারবেন। যাতে পার্টি কমিটিস্তরে নেতৃত্বকে আরো উন্নত করা যায় তার জন্য কাজের পদ্ধতি নিয়ে অধ্যয়ন করা ও তাকে নিখুঁত করে তোলার ব্যাপারে আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে।

টীকা

১। এই উদ্ধৃতিটি **লাও জু**-র ৫৩তম অধ্যায় থেকে নেওয়া হয়েছে।

২। এই উদ্ধৃতিটি **কনফুশীয় উপদেশাবলীর** পঞ্চম খণ্ড, "কুঙইয়ে চ্যাঙ" থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩। ইয়েনান ছিল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর; সিয়ান ছিল উত্তর-পশ্চিম চীনের প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙের কেন্দ্র। কমরেড মাও সে-তুঙ বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে এই দুটি মহানগরীর উল্লেখ করেছেন।

নানকিং সরকার কোন পথে চলেছে?

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৯

কুওমিনতাঙ সরকারের এবং তার সামরিক প্রশাসনিক লোকজনের সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা আছে। হয় তারা যুদ্ধাপরাধী চিয়াং কাই-শেক গোষ্ঠী এবং তাদের প্রভু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঝুলে থাকবে অর্থাৎ জনগণের শত্রু হয়েই থাকবে এবং গণমুক্তি যুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক যুদ্ধাপরাধী গোষ্ঠীর একই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর নয় তো, তারা জনগণের পক্ষে চলে আসবে অর্থাৎ চিয়াং কাই-শেক যুদ্ধাপরাধী গোষ্ঠী ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের কৃত অপরাধের স্খলন করে গণমুক্তিযুদ্ধে সেবামূলক প্রশংসনীয় কর্তব্য সম্পাদন করে জনগণের সহৃদয়তা ও উপলব্ধি অর্জন করবে। এখানে তৃতীয় কোনো পথই নেই।

লি সুং-জেন এবং হো য়িং-চিনের নানকিং সরকারে[১] তিনটি বিভিন্ন গ্রুপের লোক রয়েছেন। একদল গোঁয়ারের মতো প্রথম পথটি অনুসরণ করছেন। মুখের কথায় যতো শোভনতাই দেখান না কেন কাজে তারা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার এবং যে জনসাধারণ যথার্থ শান্তি চান তাদের নিপীড়ন ও হত্যা করার প্রস্তুতি তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরা হচ্ছেন আমরণ চিয়াং কাই-শেকের অবিচল অনুগামী। অন্য একটি গ্রুপ দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করতে চান, কিন্তু এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো পথ গ্রহণ করার ব্যাপারে ঠিক করে উঠতে পারেননি। তৃতীয় গ্রুপ পথের মোড়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কোন পথে যাবেন ঠিক করতে পারছেন না। তারা চিয়াং কাই-শেক ও আমেরিকান সরকারকে ক্ষুণ্ণ করতে চান না অথচ ভাবেন তাদের অবস্থাটা জনগণতন্ত্রের শিবির উপলব্ধি করবে এবং তাদের ঠাঁই দেবে। কিন্তু এটা নিতান্তই একটি ভ্রান্তি এবং তা একেবারেই অসম্ভব।

লি সুং-জেন এবং হো য়িং-চিনের নানকিং সরকার মূলতঃ প্রথম ও তৃতীয় গ্রুপের লোকজনদের নিয়ে গঠিত এবং দ্বিতীয় গ্রুপের মাত্র কিছু সংখ্যক লোকই এতে রয়েছেন। আজ পর্যন্ত এই সরকার চিয়াং কাই-শেক এবং আমেরিকান সরকারেরই একটি হাতিয়ার হয়ে রয়েছে।

১লা এপ্রিল নানকিংয়ে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে[২] তা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

তা লি সুং-জেন এবং হো য়িং-চিনের সরকার কর্তৃক চিয়াং কাই-শেক, তার অবিচলিত অনুগামীবৃন্দ এবং আমেরিকান আগ্রাসী শক্তিগুলিকে রক্ষা করার জন্য গৃহীত কর্মব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণাম। লি সুং-জেন এবং হো য়িং-চিনের সরকার এবং চিয়াং কাই-শেকের যে অবিচল অনুগামীবৃন্দ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তি সংক্রান্ত আট দফা প্রস্তাব ও বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানকে প্রতিহত করতে চায় তারা তাদের "সমান অবস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মানজনক শান্তির" জন্য যে অসার ঢাক পিটাচ্ছে এটা হচ্ছে তারই পরিণাম। লি সুং-জেন ও হো য়িং-চিনের সরকার এখন পিপিংয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য তাদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন এবং আলোচনার ভিত্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির উপস্থাপিত আট দফাকে গ্রহণ করে নিতে সম্মতির কথা জানতে দিয়েছেন, যদি তাদের সামান্যতম সততাও থাকে তবে তাদের উচিত নানকিং হত্যাকাণ্ডের মোকাবিলা করেই কাজ শুরু করা; চিয়াং কাই-শেক, তাঙ এন-পো এবং চ্যাঙ ইয়াও-মিঙের মতো মুখ্য অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও কঠোর শাস্তিপ্রদান করা, নানকিং ও সাংহাইয়ের গোয়েন্দা পুলিশবাহিনীর ঠগগুলিকে গ্রেপ্তার করা ও কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং যে মুখ্য প্রতিনিধিরা একগুঁয়েভাবে শান্তির বিরোধিতা করছে, শান্তি আলোচনায় বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে গণমুক্তি ফৌজের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার জন্য সক্রিয় প্রস্তুতি চালাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা ও কঠোর শাস্তি প্রদান করা। "চিং ফু-কে শেষ করে দেওয়ার আগে লু রাজ্যের সংকটের অবসান ঘটবে না।"[৩] যুদ্ধাপরাধীদের শেষ করে দেওয়ার আগে, দেশে কোনো শান্তি হবে না, এর মধ্যেই কি ব্যাপারটি যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি?

নানকিং সরকারকে খোলাখুলি আমরা কিছু কথা বলে নিতে চাই। যদি আপনারা এটা করতে অসমর্থ হন, আপনাদের উচিত অন্ততঃ গণমুক্তিফৌজকে তা করতে সাহায্য করা, কারণ আমাদের সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে দক্ষিণে এগিয়ে চলতে যাচ্ছে, এই শেষ সময়েও আপনাদের অলস বাক্য ব্যয়ে মগ্ন থাকা উচিত নয় বরং তার চেয়ে নিজেদের অপরাধ স্খলন করার জন্য প্রকৃত কিছু কাজের কাজ করুন। তাহলে প্রাণ নিয়ে আপনাদের পালাতে হবে না, চিয়াং কাই-শেকের অবিচলিত অনুগামীদের গুণ্ডামির কাছে আপনাদের মাথা নত করতে হবে না এবং জনগণও চিরকালের মতো ঘৃণাভরে আপনাদের দূর করে দেবেন না। এই আপনাদের শেষ সুযোগ। এটা হারাবেন না। গণমুক্তিফৌজ শীঘ্রই ইয়াংসি নদী অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। আমরা ফাঁকা কথা বলছি না। আপনারা আট দফা মেনে নিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করুন আর না-ই করুন গণমুক্তিফৌজ এগিয়ে যাবেই। আমাদের সৈন্যবাহিনী

এগিয়ে যাওয়ার আগে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তা অনেকের পক্ষেই সুবিধাজনক হবে— জনগণ, গণমুক্তিফৌজ, কুওমিনতাঙ সরকারের যে সকল লোক প্রশংসনীয় কাজ করে তাদের অপরাধের স্খলন করতে চান এবং কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক অফিসারবৃন্দ ও সৈনিকদের পক্ষে তা সুবিধাজনকই হবে, তা অসুবিধাজনক হবে শুধু চিয়াং কাই-শেক, তার অবিচল অনুগামীবৃন্দ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে। চুক্তি যদি স্বাক্ষরিত না হয় তাবে অবস্থা মোটামুটি একই থাকবে ; আঞ্চলিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে নেওয়া যাবে। তারপরও সামান্য কিছু যুদ্ধবিগ্রহ হতে পারে, তা তেমন কিছু নয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এবং সিনকিয়াং থেকে তাইওয়ান পর্যন্ত দীর্ঘ প্রসারিত ফ্রন্ট জুড়ে কুওমিনতাঙের মাত্র আর প্রায় ১১ লক্ষ যোদ্ধ সৈন্য রয়েছে, কাজেই তেমন কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হবে না। একটা সর্বাত্মক চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে কি না বা ওরকম কোনো চুক্তি যদি স্বাক্ষরিত না হয়, বা ধরুন, তার পরিবর্তে অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, তাতে করে চিয়াং কাই-শেকের, তার অবিচল অনুগামীদের এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, এক কথায় তাবৎ সেইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে এতে করে কোনো পরিবর্তন সূচীত হবে না, ব্যাপারটা একই থেকে যাবে কারণ আমৃত্যু এদের কোনো পরিবর্তনই হবার নয় এবং এদের চরম ধ্বংসও একেবারে অপরিবর্তনীয়। মনে হচ্ছে নানকিং সরকার এবং আমাদের পক্ষেও একটা সর্বাত্মক চুক্তি স্বাক্ষর করা এ রকম কোনো চুক্তি স্বাক্ষর না করার চেয়ে সামান্য খানিকটা বেশি সুবিধাজনকই হবে এবং তারই জন্য আমরা এখনও তা সম্পাদনের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি । কিন্তু একটা সর্বাত্মক চুক্তি যদি স্বাক্ষরিত হতে হয়, তাহলে বহু জট পাকানো ব্যাপারকে মোকাবিলা করার জন্যও আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বাত্মক একটি চুক্তি স্বাক্ষর না করে তার পরিবর্তে অনেকগুলি আঞ্চলিক চুক্তি স্বাক্ষর করা আমাদের দিক থেকে একই রকমের হবে। তা সত্ত্বেও আমরা সর্বাত্মক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাই। নানকিং সরকার এবং তার প্রতিনিধিদলও যদি তা করতে সম্মত থাকেন তবে তাদের আগামী ক'দিনের মধ্যে মনস্থির করে ফেলতে হবে ; সমস্ত ভ্রান্তিবিলাস ও ফাঁকা কথার অবসান ঘটিয়ে দিতে হবে। আপনাদের মনস্থির করার জন্য আপনাদেরকে আমরা কোনো জোর জবরদস্তি করছি না। নানকিং সরকার এবং তার প্রতিনিধিদল মনস্থির করবেন কি না এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন। অর্থাৎ আপনারা চিয়াং কাই-শেক ও লিটন স্টুয়ার্ট-এর কথা শুনতে পারেন, অপরিবর্তনীয়ভাবে ওদের পক্ষাবলম্বন করতে পারেন, বা আমাদের কথা শুনতে পারেন ও আমাদের পক্ষাবলম্বন করতে পারেন ; বেছে নেওয়ার ব্যাপারে আপনাদের খুব বেশি সময় কিন্তু নেই। গণমুক্তিফৌজ শীঘ্রই তার অভিযাত্রা শুরু করবে এবং দ্বিধাসংশয়ের কোনো অবকাশই এখানে নেই।

টীকা

১। সান ফো-র পদত্যাগের পর লি সুং-জেন হো য়িং-চীনকে তার পরিবর্তে ১৯৪৯ সালের ১২মার্চ ভুয়ো কার্যকরী ইউয়ানের সভাপতি নিযুক্ত করেন।

২। ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল নানকিংয়ের এগারোটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় সহস্রাধিক ছাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টির শান্তির জন্য উপস্থাপিত আট দফা প্রস্তাব প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার মেনে নিক এই দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। চিয়াং কাই-শেকের নির্দেশে কুওমিনতাঙের নানকিং গ্যারিসনের প্রধান সেনাপতি চ্যাঙ ইয়াও-মিঙ সৈন্য, পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশবহরকে ছাত্রদের নৃশংসভাবে মারপিট করার আদেশ দেন ; দুজনের মৃত্যু হয় এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হন।

৩। বসন্ত ও শারদীয় যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী (৪৭০-৪৭৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) সম্পর্কিত প্রাচীন চীনের ইতিহাস কাহিনী **সাও চুয়ান**-য়ে প্রাপ্ত বিবরণ অনুযায়ী লু রাজ্যের একজন অভিজাত ব্যক্তি চিং ফু বারে বারে আভ্যন্তরীন যুদ্ধবিগ্রহ সংগঠিত করেন এবং ঐ রাজ্যের দুজন রাজাকে হত্যা করেন। লু রাজ্যের জন-সাধারণের মধ্যে এই কাহিনীটি একটি জনশ্রুতি হিসাবে প্রচলিত ছিল এবং তারপর থেকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যারাই যুদ্ধবিগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন চিং ফু-র নামটি তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য একটি চলতি-কথা হয়ে দাঁড়ায়।

দেশব্যাপী এগিয়ে চলার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ

২১শে এপ্রিল, ১৯৪৯

সকল ফীল্ড আর্মির কমরেড কমাণ্ডার ও সৈনিকগণ, দক্ষিণের গেরিলা এলাকার গণমুক্তিফৌজের কমরেডগণ!

আভ্যন্তরীণ শান্তির ব্যাপারে যে চুক্তি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতিনিধিদলের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর তৈরী করা হয়েছিল তা ঐ সরকার খারিজ করে দিয়েছে।[১] নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের দায়িত্বশীল সদস্যরা চুক্তিটি খারিজ করে দিয়েছেন কারণ তারা এখনও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং কুওমিনতাঙ দস্যুদলের সরদার চিয়াং কাই-শেকের হুকুম তামিল করে চলতে চান, তারা চীনের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যের এগিয়ে চলাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে যেতে চান এবং শান্তিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানকে তারা প্রতিহত করতে চান। আভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তিতে আটটি অনুচ্ছেদ ও চব্বিশটি

কমরেড মাও সে-তুঙ এই আদেশটি প্রণয়ন করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার অস্বীকার করার পর চীনের গণমুক্তিফৌজের চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ এবং প্রধান সেনাপতি চু তে-র এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে, অভূতপূর্ব ব্যাপক আকারে সর্বাত্মক এগিয়ে চলার অভিযান শুরু করে এবং যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন পর্যন্ত মুক্ত হয়নি তা মুক্ত করার জন্য এগিয়ে যায়। ১৯৪৯ সালের ২১শে এপ্রিল লিউ পো-চেঙ, তেঙ শিয়াও-পিঙ ও চেন ঈ, সু য়ু, তান চেন-লিন ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বে তৃতীয় ফীল্ড আর্মি (কিউকিয়াং-এর উত্তর-পূর্বের) পশ্চিমে হুকৌ থেকে পূর্বে কিয়াংয়িন পর্যন্ত ইয়াংসি নদীর তীরবর্তী পাঁচিশ কিলোমিটারের অধিক বিস্তীর্ণ ফ্রন্ট জুড়ে নদী অতিক্রম করে এবং ইয়াংসি নদীর তীর জুড়ে তিন মাসে শত্রুবাহিনী যে রক্ষাব্যূহ বহু পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে চুরমার করে দেয়। যে নানকিং বাইশ বছর ধরে কুওমিনতাঙের প্রতিবিপ্লবী শাসনের কেন্দ্র ছিল ২৩শে এপ্রিল এই বাহিনীগুলি তাকে মুক্ত করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ শাসনের অবসান ঘোষণা করে দেয়। তারপর তারা স্বতন্ত্র রাস্তা ধরে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে ৩রা মে হ্যাঙচাও এবং ২২শে মে নানচ্যাঙ মুক্ত করেন এবং ২৭ শে মে চীনের বৃহত্তম মহানগর সাংহাই দখল করেন। জুন মাসে তারা ফুকিয়েন প্রদেশে তাদের অভিযান শুরু করেন ; ১৭ই আগস্ট তারা ফুচাও ওবং ১৭ই অক্টোবর আময় মুক্ত করেন। ১৪ই মে লিন পিয়াও, লো জুং-

ধারা উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদল আলোচনাকালে সন্নিবেশিত করেন; তাতে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে, কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর অফিসার, সৈনিক ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং অন্যান্য সকল সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে জাতি ও জনগণের স্বার্থের লক্ষ্য থেকে অগ্রসর হয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই চুক্তি খারিজ করে দেওয়া থেকে দেখা যাচ্ছে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা যে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ শুরু করেছিল তা তারা শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতেই চায়। এই চুক্তি খারিজ করে দেওয়া থেকে দেখা যাচ্ছে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা এই বছরের ১লা জানুয়ারি শান্তি আলোচনার প্রস্তাব করার সময় শুধুমাত্র গণমুক্তিফৌজের অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতেই চেয়েছিল এবং এভাবে দম ফেলার অবকাশ করে নিয়ে আবার ফিরে এসে বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টাই করছিল। এই চুক্তি খারিজ করে দেওয়া থেকে দেখা যাচ্ছে নানকিং-এর লি সুং-জেন সরকার চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে উপস্থাপিত আট দফা প্রস্তাবকে গ্রহণ করার সময় পুরোপুরি কপটতাই করেছিল। যেহেতু লি সুং-জেন সরকার যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিপ্রদান, গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন এবং নানকিং সরকারের ও তার অধীনস্থ সকল স্তরের সরকারের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করে দেওয়ার মতো মৌলিক শর্তাদি এর মাঝেই মেনে নিয়েছিল তাই এই মৌলিক শর্তসমূহের ভিত্তিতে রচিত

হুয়ান এবং অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন চতুর্থ ফীল্ড আর্মি উহানয়ের পূর্বভাগের তুয়ানফেঙ-উশুয়ে বরাবর একশ কিলোমিটারের অধিক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নদী অতিক্রম করে। ১৬ই এবং ১৭ই মে তারা উচ্যাঙ ও হ্যাঙ্কাও-এর মতো মধ্যচীনের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মহানগরগুলি মুক্ত করেন। তারপর তারা হুনান প্রদেশে এগিয়ে চলেন। কুওমিনতাঙের হুনান প্রদেশের গভর্ণর চেঙ চিয়েন এবং কুওমিনতাঙের প্রথম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি চেন মিঙ-জেন ৪ঠা আগষ্ট কুওমিনতাঙের প্রতি তাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং হুনান প্রদেশ শান্তিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়। চতুর্থ ফীল্ড আর্মি সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে হেঙ ইয়াংপাও চিং অভিযান শুরু করে, পাই চুং-সি-র অধীনস্থ কুওমিনতাঙ সৈন্যদলের মূলবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তারপর কোয়ানতুং ও কোয়াংসি প্রদেশে এগিয়ে যায়। ১৪ই অক্টোবর তা ক্যান্টন মুক্ত করে, ২২শে নভেম্বর কুয়েইলিন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর নান্নিং মুক্ত করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফীল্ড আর্মি যখন ইয়াংসি নদী অতিক্রম করছিল, নীয়ে জুং-চেন, হু সিয়াং-চিয়েন এবং অন্যান্য কমরেডদের পরিচালনাধীনে উত্তর চীনের সৈন্যবাহিনীগুলি ১৯৪৯ সালের ২৪শে এপ্রিল তাইয়ুআন দখল করে। পেঙ তে-হুয়াই, হোলাঙ এবং অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন প্রথম ফীল্ড আর্মি ২০শে মে সিয়ান

এবং অত্যন্ত নমনীয়তার সঙ্গে প্রণীত সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদিকে খারিজ করে দেওয়ার তার কোনোই কারণ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে আমরা আপনাদের প্রতি নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করছি :

১। নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলুন এবং চীনের সীমান্তের এলাকার মধ্যে যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা প্রতিরোধ করার দুঃসাহস করবে তাদের দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে ধ্বংস করে দিন। চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করুন।

২। নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলুন এবং সংশোধনের-অযোগ্য সকল যুদ্ধাপরাধীদের বন্দী করুন। যেখানেই তারা পালিয়ে যাক না কেন, তাদেরকে বিচারের জন্য হাজির করা চাই এবং আইনসঙ্গতভাবে তাদের শাস্তি প্রদান করা চাই। দস্যুদলের সরদার চিয়াং কাই-শেককে বন্দী করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করুন।

৩। সমস্ত আঞ্চলিক কুওমিনতাঙ সরকার ও আঞ্চলিক সামরিক বাহিনীর কাছে আভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তির চূড়ান্ত ও সংশোধিত বয়ানটি প্রকাশ করে দিন। এই চুক্তির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যারা যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি করে নিতে ইচ্ছুক আপনারা তাদের সঙ্গে আঞ্চলিকভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন।

মুক্ত করার পর উত্তর চীনের দুটি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে উত্তর-পশ্চিমের কুওমিনতাঙ অঞ্চলে এগিয়ে যায়। তারা ২৬শে আগষ্ট লানচাও দখল করে, ৫ই সেপ্টেম্বর সিনিং মুক্ত করে এবং মা পূ-ফ্যাঙ ও মা হুং-কুয়েই-এর পরিচালনাধীন কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সিকিয়াং প্রদেশের কুওমিনতাঙ গ্যারিসনের প্রধান সেনাপতি তাও চি ইয়ে এবং গভর্ণর বুরহান কুওমিনতাঙের প্রতি তাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং সিকিয়াং শান্তিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়। নভেম্বরের শুরুতে লিউ পো-চেঙ এবং তেঙ শিয়াও-পিঙ ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ফীল্ড আর্মি, উত্তর চীনের ফীল্ড আর্মির অষ্টাদশ সৈন্যবাহিনী এবং হো লাঙ, লি চিং-চুয়ান ও অন্যান্য কমরেডদের নেতৃত্বাধীন প্রথম ফীল্ড আর্মির একটি অংশ উত্তর-পশ্চিম চীনে তাদের অভিযাত্রা শুরু করেন। ১৫ই নভেম্বর তার কুয়েইইয়াং এবং ৩০শে নভেম্বর চুংকিং মুক্ত করেন। ৯ই ডিসেম্বর ইয়ুনান প্রদেশের কুওমিনতাঙ গভর্ণর লু হান, সিকাং প্রদেশের কুওমিনতাঙ গভর্ণর লিউ উয়েন-হুই, দক্ষিণ-পশ্চিমে কুওমিনতাঙের সামরিক ব্যুরো এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে ডেপুটি ডাইরেক্টরদ্বয় তেঙ সি-হৌ এবং পান উয়েন-হুয়া কুওমিনতাঙের প্রতি তাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং ইয়ুনান ও সিকাং প্রদেশ দুটি শান্তিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে যায়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে

৪। গণমুক্তিফৌজ নানকিং অবরোধ করার পর যদি এখনও সেই সরকার পালিয়ে গিয়ে না থাকে এবং তাকে ভেঙ্গে দেওয়া না হয়ে থাকে ও চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে যদি না চায় তবে আমরা লি সুং-জেন-এর নানকিং সরকারকে আভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আরেকটি সুযোগ দিতে চাই।

মাও সে-তুঙ,
চেয়ারম্যান,
চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশন;
চু তে,
প্রধান সেনাপতি,
চীনের গণমুক্তিফৌজ

টীকা

১। ১৯৪৯ সালের ১লা এপ্রিল, চ্যাঙ চি-চুং-এর নেতৃত্বাধীনে কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতিনিধিদল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য পিপিং এসে পৌঁছান। পনের দিন ধরে আলাপ আলোচনার পর আভ্যন্তরীণ শান্তি সংক্রান্ত একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ হয়। ১৫ই এপ্রিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদল চুক্তিটির (চূড়ান্ত সংশোধিত বয়ান) নানকিং সরকারের প্রতিনিধিদলের হাতে অর্পণ করেন এবং নানকিং সরকার ২০শে এপ্রিল তা প্রত্যাখ্যান করে দেয়। চুক্তির (চূড়ান্ত সংশোধিত) পূর্ণ বয়ান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

চীন সাধারণতন্ত্রের ২৫তম বর্ষে, নানকিং জাতীয় সরকার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সহায়তাপুষ্ট হয়ে জনগণের ইচ্ছাকে অমান্য করে সন্ধিচুক্তি ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলীকে বরবাদ করে দিয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিরোধিতা করার অছিলায় চীনের জনগণ ও চীনের গণমুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধ দুবছর সাড়ে নয় মাস ধরে চলে আসছে। সারা দেশব্যাপী জনগণ এতে করে অকথ্য দুর্দশার শিকার হয়েছেন। দেশের আর্থিক ও বৈষয়িক সম্পদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং তার সার্বভৌমত্ব আরো সংকুচিত হয়ে পড়েছে। সমগ্র

যে গণমুক্তিফৌজ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল তারা চেঙতু অভিযান পরিচালনা করেন, হু সুং-নান-এর পরিচালনাধীন কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং ২৭শে ডিসেম্বর চেঙতু মুক্ত করেন। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে গণমুক্তিফৌজ চীনের মূল ভূখণ্ডের সমগ্র কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তিব্বত ছাড়া সমগ্র মূল ভূখণ্ডকেই মুক্ত করে।

দেশের জনগণ জাতীয় সরকারের কাছে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর জনগণের তিনটি বিপ্লবী মূলনীতির এবং রুশ দেশের সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং শ্রমিক ও কৃষকদের সহায়তা করার তার সঠিক কর্মনীতির এবং তার বিপ্লবী অন্তিম ইচ্ছাপত্রের অমান্য করার বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষের কথা সর্বদা জানিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে নানকিং জাতীয় সরকার কর্তৃক অভূতপূর্ব ব্যাপক আকারে বর্তমান গৃহযুদ্ধের পরিচালনার বিরুদ্ধে এবং গৃহযুদ্ধের অনুসরণক্রমে এই সরকার কর্তৃক গৃহীত ভ্রান্ত রাজনৈতিক, সামরিক, আর্থিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পররাষ্ট্রীয় কর্মনীতি ও ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণ তাদের বিরোধিতার কথা ঘোষণা করে এসেছেন। নানকিং জাতীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে সমগ্র জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান গৃহযুদ্ধে তার সৈন্যবাহিনী এর মাঝেই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন এবং চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশনের পরিচালনাধীন গণমুক্তিফৌজের কাছে পরাজিত হয়ে গেছে। নিজেদের এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে নানকিং জাতীয় সরকার চীন সাধারণতন্ত্রের ৩৮তম বছরের ১লা জানুয়ারি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে প্রস্তাব করে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা হোক এবং শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য আলোচনা শুরু করা হোক। ঐ বছরের ১৪ই জানুয়ারি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিবৃতিতে নানকিং কুওমিনতাঙ সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় এবং দুপক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনার ভিত্তি হিসাবে আট দফা প্রস্তাব হাজির করে। এই আট দফা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে ; ভুয়ো সংবিধানের অবসান করতে হবে ; ভুয়ো "সংগঠিত কর্তৃত্বের" অবসান করতে হবে ; গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে তুলতে হবে ; আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে হবে ; ভূমিব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে ; দেশদ্রোহাত্মক চুক্তিগুলিকে বাতিল করে দিতে হবে ; প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করতে হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল নানকিং সরকার এবং তার অধীনস্থ সকল স্তরের সরকারের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করার মতো একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গড়ে তুলতে হবে। নানকিংস্থ জাতীয় সরকার এই আটটি মৌলিক দাবী মেনে নেন। তারপর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও নানকিং জাতীয় সরকার আলোচনা পরিচালনা ও চুক্তি স্বাক্ষর করার মতো পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদল নিয়োগ করেন। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদল পিপিংয়ে মিলিত হন, প্রথমেই তার এটা মেনে নেন যে নানকিংয়ের জাতীয় সরকারকে বর্তমান গৃহযুদ্ধের জন্য ও তার অনুসৃত সকল ভ্রান্ত কর্মনীতির জন্য পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং তারা এই চুক্তি সম্পাদনে একমত হয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ এক

ধারা ১ ঃ ন্যায় ও অন্যায় এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করার জন্য চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদল এবং নানকিংস্থ জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিদল (অতঃপর উভয়পক্ষ হিসাবে বর্ণিত) এটা নীতিগতভাবে

মেনে নিচ্ছে যে নানকিং জাতীয় সরকারের যারা বর্তমান গৃহযুদ্ধ বাধানো এবং চালিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী সেই যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু নিম্নে উল্লিখিত শর্তানুসারে তাদের নিজ নিজ কৃতকর্মের গুণাগুণের বিচারের ভিত্তিতেই তা করা হবে ঃ

বিষয় ১ ঃ যুদ্ধাপরাধী যারাই হোন না কেন যুদ্ধাপরাধের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে এবং নমনীয়তার সঙ্গে তাদের প্রতি আচরণ করা হতে পারে যদি দেখা যায় তাদের প্রকৃত কাজের মধ্য দিয়ে ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে তার ঐকান্তিক এবং তাদের অতীতের সুস্পষ্ট সমাপ্তি ঘটিয়ে দিতে তারা বদ্ধপরিকর হয়ে চীনের জনগণের মুক্তির এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করছেন।

বিষয় ২ ঃ অসংশোধনীয় যুদ্ধাপরাধী যারাই হোন না কোন যদি তারা জনগণের মুক্তির লক্ষ্যের অগ্রগতিতে বাধাদান করেন, আভ্যন্তরীণ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতিবন্ধকতা করেন বা বিদ্রোহের প্ররোচনাদানে অগ্রসর হন তবে তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে। চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশন বিদ্রোহের এই চক্রগুলির নেতাদের দমন করার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ধারা ২ ঃ উভয় পক্ষই মনে করেন চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আগ্রাসী যুদ্ধাপরাধী জেনারেল যাসুজি ওকামুরাকে নানকিং জাতীয় সরকার নির্দোষ বলে ঘোষণা করে ও চীনের সাধারণতন্ত্রের ৩৮তম বর্ষের ২৬শে জানুয়ারি তাকে মুক্তি দিয়ে এবং ঐ একই বছরের ৩১শে জানুয়ারি অন্য ২৬০জন জাপানী যুদ্ধাপরাধীকে জাপানে দেশান্তরী হওয়ার অনুমতি দিয়ে অন্যায় করেছে। সমগ্র চীনের জনগণের প্রতি-নিধিত্বকারী নূতন কেন্দ্রীয় সরকার, চীনের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের মামলা আবার রুজু করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

ধারা ৩ ঃ উভয়পক্ষই মনে করেন চীন সাধারণতন্ত্রের ৩৫তম বছরের নভেম্বরে নানকিং সরকারের আহূত "জাতীয় সভা"তে যে "চীন সাধারণতন্ত্রের সংবিধান" গ্রহণ করেছে তা বাতিল করে দেওয়া হবে।

ধারা ৪ ঃ "চীন সাধারণতন্ত্রের সংবিধান" বাতিল করে দেওয়ার পর নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন ও গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী জনগণ ও রাষ্ট্র কর্তৃক পালনীয় মৌল বিধান নিরূপণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ধারা ৫ ঃ উভয়পক্ষই মেনে নিচ্ছেন যে নানকিং জাতীয় সরকারের সমগ্র আইনানুগভাবে গঠিত কর্তৃত্বকেই বাতিল করে দেওয়া হবে।

ধারা ৬ ঃ গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পর জনগণতান্ত্রিক সরকারের গঠিত কর্তৃত্ব স্থাপন করা হবে এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল আইন ও নির্দেশাবলী গণমুক্তিফৌজ কর্তৃক অধিকৃত স্থানগুলিতে ও যেসব স্থানে তা প্রবেশ করেছে সেখানে খারিজ হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

ধারা ৭ ঃ উভয়পক্ষ মেনে নিচ্ছেন নানকিং জাতীয় সরকারের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে (সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশবহিনী, যোগাযোগ রক্ষাকারী পুলিশবাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী, সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষায়তন, কারখানা, পশ্চাৎ অঞ্চলের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে) গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করে গণমুক্তিফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। আভ্যন্তরীণ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই পুনর্গঠনের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একটি জাতীয় পুনর্গঠন কমিটি অবিলম্বে গঠিত হবে। এই পুনর্গঠন কমিটিতে সাত বা নয় জন সদস্য থাকবেন, চার থেকে পাঁচ জন জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশন নিয়োগ করবে, তিন থেকে চার জন নিয়োগ করবে নানকিং জাতীয় সরকার, জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশনের নিয়োজিত সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন হবেন চেয়ারম্যান এবং নানকিং জাতীয় সরকারের নিয়োজিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন হবেন সহকারী চেয়ারম্যান। যেসব স্থানে গণমুক্তিফৌজ প্রবেশ করেছে ও তারা যেসব স্থান দখল করেছেন সেখানেও এই পুনর্গঠন কমিটির আঞ্চলিক সাব কমিটি প্রয়োজনবোধে গঠিত হতে পারে। ঐসব সাব-কমিটিতে উভয়পক্ষের সদস্যের অনুপাত এবং চেয়ারম্যান ও সহকারী চেয়ারম্যানের পদ জাতীয় পুনর্গঠন কমিটিরই অনুরূপ হবে। নৌবাহিনীর জন্য এবং বিমানবাহিনীর জন্য একটি একটি করে পুনর্গঠন কমিটি গঠিত হবে। বর্তমানে নানকিং জাতীয় সরকারের প্রশাসনাধীন অঞ্চলে গণমুক্তি-ফৌজের প্রবেশ ও সেগুলির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল বিষয় চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশনের নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত হবে। নানকিংয়ে সরকারের সশস্ত্রবাহিনী গণমুক্তিফৌজের প্রবেশে বাধা দান করবে না।

ধারা ৮ ঃ প্রতিটি অঞ্চলে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা দুই পর্যায়ে কার্যকর করা হবে এটা উভয়পক্ষই মেনে নিচ্ছে ঃ

বিষয় ১ ঃ প্রথম স্তর—সমাবেশ ও পুনর্বিন্যাস।

করণীয় ১ ঃ নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীকে (স্থল, নৌ, বিমানবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, যোগাযোগরক্ষাকারী পুলিশবাহিনী, আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী ইত্যাদিকে) সমবেত ও পুনর্বিন্যস্ত করা হবে। পুনর্বিন্যাসের মূলনীতি হবে নিম্নরূপ ঃ পুনর্গঠন কমিটি প্রতিটি অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে গণমুক্তিফৌজ প্রবেশ করেছে ও অধিগ্রহণ করে নিয়েছে এমন সব স্থানের ঐ বাহিনীগুলিকে অঞ্চলগতভাবে ও পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হতে এবং তাদের পূর্বতন পরিচিতিজ্ঞাপক অভিধা, বিন্যাস ও সংখ্যাগত শক্তি অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত হতে আদেশদান করবে।

করণীয় ২ ঃ গণমুক্তিফৌজ প্রবেশ করার ও অধিকার স্থাপন করার পূর্ব পর্যন্ত নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সমস্ত সশস্ত্রবাহিনী তার যে যে স্থানে রয়েছে এমন ছোটোবড়ো সকল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পথ ও নদী বরাবর সকল সামুদ্রিক বন্দর ও গ্রামের আঞ্চলিক শৃঙ্খলা রক্ষার ও যে কোনো প্রকার অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম প্রতিরোধের জন্য দায়ী থাকবে।

করণীয় ৩ ঃ উপরে উল্লিখিত স্থানগুলিতে গণমুক্তিফৌজ যখন প্রবেশ করবে এবং অধিকার স্থাপন করবে তখন নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সশস্ত্রবাহিনী পুনর্গঠন কমিটি ও সাবকমিটির আদেশ অনুসারে শান্তিপূর্ণভাবে তা হস্তান্তর করে নির্দেশিত নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাবে। নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাওয়ার সময় এবং সেখানে পৌঁছে নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সশস্ত্রবাহিনী কঠোরভাবে শৃঙ্খলা মেনে চলবে এবং আঞ্চলিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কোনো বিঘ্ন ঘটাবে না।

করণীয় ৪ ঃ পুনর্গঠিত কমিটি ও তার সাবকমিটির আদেশ মান্য করে নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সশস্ত্রবাহিনী যখন তাদের মূল স্থান পরিত্যাগ করে যাবে, তখন স্থানীয় পুলিশ বা ঐসব স্থানের শান্তিরক্ষীবাহিনী স্থান ত্যাগ করে যাবে না বরং অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দায়ী থাকবে এবং গণমুক্তিফৌজের আদেশ ও নির্দেশসমূহ পালন করবে।

করণীয় ৫ ঃ পুনর্গঠন কমিটি, তার সাব-কমিটি এবং আঞ্চলিক সরকার নানকিং সরকারের অধীনস্থ যে সকল সশস্ত্রবাহিনী অন্যত্র অপসারিত হচ্ছে বা সমবেত হচ্ছে, তাদের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র যেমন—খাদ্য, পশুখাদ্য, বিছানাপত্র ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

করণীয় ৬ ঃ পুনর্গঠন কমিটি ও তার সাবকমিটি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী নানকিং জাতীয় সরকারের কর্তৃপক্ষকে পর্যায়ক্রমে অঞ্চলের পর অঞ্চলে এবং ধাপে ধাপে তার সমস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠানের সংস্থা

(শিক্ষাকেন্দ্র, কারখানা, গুদাম ইত্যাদি জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে শুরু করে সম্মিলিত পশ্চাৎ অঞ্চলের সেবামূলক সদর দপ্তরের আওতাধীন সমস্ত সংস্থাকে) এবং তার সকল সামরিক অধিষ্ঠানকে (নৌবন্দর, দুর্গ ও বিমান ঘাঁটি ইত্যাদিকে) এবং তার পুরো সামরিক যোগানকে বিভিন্ন স্থানের গণমুক্তিফৌজের ও তার সামরিক কণ্ট্রোল কমিশনের হাতে হস্তান্তরিত করার আদেশ প্রদান করবে।

বিষয় ২ ঃ দ্বিতীয় স্তর—পর্যায়ক্রমে অঞ্চলের পর অঞ্চল পুনর্গঠন।

করণীয় ১ ঃ নানকিং জাতীয় সরকারের অধীনস্থ স্থল বাহিনী (পদাতিক, অশ্বারোহী, বিশেষ সৈন্যবাহিনী, সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, যোগাযোগরক্ষাকারী পুলিশবাহিনী এবং আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী) যখন নির্ধারিত স্থানে চলে যাবে, একটি অঞ্চলের পর অঞ্চলে এবং পর্যায়ক্রমে সমবেত এবং পুনর্বিন্যস্ত হয়ে যাবে, পুনর্গঠন কমিটি তখন বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী অঞ্চলগতভাবে তাদের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা কার্যকর করবে। পুনর্গঠনের মূলনীতি হবে এই যে উপরে উল্লিখিত সকল স্থলবাহিনী সমবেত ও পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নিয়মিত কাঠামো অনুসারে তাদেরকে গণমুক্তিফৌজের নিয়মিত ইউনিট হিসাবে পুনর্গঠিত করে নেওয়া হবে। বয়স অথবা অসামর্থ্যবশতঃ যে সৈন্যদের অবসর গ্রহণের যোগ্য বলে মনে হবে এবং যারা অবসর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং যেসব অফিসার ও নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসাররা অন্য বৃত্তি গ্রহণ করার জন্য পদত্যাগ করতে চাইবেন তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার পুনর্গঠন কমিটি ও তার সাবকমিটির ওপর ন্যস্ত থাকবে। কমিটি তাদের বাড়ী ফেরার ব্যবস্থা করে দেবে এবং যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তিই উপযুক্তভাবে নিজের যোগ্য স্থান খুঁজে নিতে পারেন এবং জীবিকার সুযোগের অভাবে তারা যাতে কোনো অপকর্মে লিপ্ত না হন তার জন্য তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেবে।

করণীয় ২ ঃ নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন নৌ ও বিমান বাহিনীকে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে সমবেত ও পুনর্বিন্যস্ত করার পর অঞ্চলগতভাবে একে একে, ধাপে ধাপে তাদের মৌলিক অভিধা, বিন্যাস ও সংখ্যাগত পরিমাণ অনুসারে নৌ ও বিমান বাহিনীর পুনর্গঠন কমিটি গণমুক্তিফৌজে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুনর্গঠিত করে নেবে।

করণীয় ৩ ঃ নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সমস্ত সশস্ত্রবাহিনী গণমুক্তিফৌজে পুনর্গঠিত হয়ে যাওয়ার পর গণমুক্তিফৌজের নিয়মানুবর্তিতার তিনটি মূল নিয়ম এবং মনোযোগের আটটি বিষয় কঠোরভাবে পালন করবে এবং কোনোভাবে তা লঙ্ঘন না করে গণমুক্তিফৌজের সামরিক ও রাজনৈতিক

ব্যবস্থাকে আনুগত্য সহকারে মান্য করে চলবে।

করণীয় ৪ ঃ পুনর্গঠনের পর যে সমস্ত অফিসার ও সৈনিক অবসর গ্রহণ করবেন তাদেরকে আঞ্চলিক গণ-সরকারকে মান্য করতে হবে এবং গণ-সরকারের আইন ও নির্দেশাদিকে মান্য করে চলতে হবে। গণ-সরকারসমূহ এবং জনসাধারণ এইসব অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন করবেন এবং তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক কোনো আচরণ করবেন না।

ধারা ৯ ঃ আভ্যন্তরীণ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন সকল সশস্ত্রবাহিনী সমস্ত সৈন্যসংগ্রহ ও সৈনিক এবং অন্যান্য লোকজনদের নিয়োগ বন্ধ রাখবে। তারা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, হাতিয়ারপাতি, সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং অধিষ্ঠানগুলি এবং সমরসম্ভার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন এবং তার মধ্যেকার কোনোকিছু ধ্বংস করা, লুকিয়ে রাখা, হস্তান্তরিত করা বা বিক্রয় করা চলবে না।

ধারা ১০ ঃ আভ্যন্তরীণ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নানকিং জাতীয় সরকার যদি তার কোনো সশস্ত্রবাহিনী পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে অস্বীকার করে তবে পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করা ও তাকে কার্যকর করাকে সুনিশ্চিত করার জন্য তা গণমুক্তিফৌজকে সহায়তা করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

ধারা ১১ ঃ উভয়পক্ষ এ বিষয়ে একমত যে সমস্ত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান ও যেসব সম্পত্তি (ব্যাঙ্ক, কারখানা, খনি, যানবাহন, কোম্পানী ও দোকানপাট ইত্যাদি সহ) নানকিং জাতীয় সরকারের শাসনকালে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সম্পদের ও অবস্থানের বিশেষ অধিকার বলে দখল করে নেওয়া হয়েছে, তা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে এবং সেগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে।

ধারা ১২ ঃ যেসব অঞ্চলে গণমুক্তিফৌজ এখনও প্রবেশ করেনি বা তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি, নানকিং জাতীয় সরকার সেইসব স্থানের আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান এবং ১১নং ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে যাতে করে ঐগুলি চুরি করা বা লুকিয়ে রাখা বা ঐগুলির ক্ষতিসাধন করা, স্থানান্তর করা বা গোপনে বিক্রয় করার কোনো ঘটনা না ঘটে। যে সম্পত্তি এর মাঝেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তা যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পরেও সেগুলিকে অপসারণ, বিদেশে চালান বা ক্ষতিসাধন করা অনুমোদন করা হবে না। বিদেশস্থ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠানাদি ও

সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলেই গণ্য হবে।

ধারা ১৩ ঃ যেসব অঞ্চলে গণমুক্তিফৌজ এর মাঝেই ঢুকে পড়েছে এবং দখল করে নিয়েছে সেইসব স্থানে ১১নং ধারায় বর্ণিত আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি আঞ্চলিক সামরিক কন্ট্রোল কমিশন বা গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের ভারপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ বাজেয়াপ্ত করে নেবে। যদি এইসব প্রতিষ্ঠানে কোনো ব্যক্তিগত শেয়ার থেকে থাকে তবে তা অনুসন্ধান করে দেখা হবে, যদি অনুসন্ধানক্রমে দেখা যায় যে সেগুলি প্রকৃত পক্ষেই ব্যক্তিগত শেয়ার এবং তা গোপনে হস্তান্তরিত আমলাতান্ত্রিক পুঁজি নয়, তবে সেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং তাদের মালিকদের শেয়ার-হোল্ডার হয়ে থাকতে দেওয়া হবে বা সেগুলি তুলে নিতে দেওয়া হবে।

ধারা ১৪ ঃ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী যে প্রতিষ্ঠানগুলি নানকিং জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই চালু আছে এবং নানকিং জাতীয় সরকারের শাসনকাল থেকে যেগুলি চালু আছে এবং যেগুলি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান নয়, জাতীয় অর্থনীতি এবং জনগণের জীবিকার পক্ষে, যা হানিকর নয়—সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে না। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে যদি এমন কোনো লোকের সম্পত্তি থেকে থাকে যারা অপরাধজনক কার্যকলাপ করেছেন, যেমন সেইসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের দায় রয়েছে, জনগণ যাদের বিরদ্ধে এইসব অভিযোগ করেছেন এবং সেগুলি প্রমাণিত হয়েছে, তবে সেইসব ব্যক্তির সম্পত্তিও প্রতিষ্ঠানগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ধারা ১৫ ঃ গণমুক্তিফৌজ যেসব মহানগরে এখনও প্রবেশ করেনি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি, সেইসব স্থানে নানকিং জাতীয় সরকারের অধীন প্রাদেশিক, পৌর ও বিভাগীয় সরকারসমূহ জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির রক্ষার ও ঐসব অঞ্চলে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে দেওয়ার ব্যাপারে দায়ী থাকবেন এবং তাদের দমন বা ক্ষতিসাধন করবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

ধারা ১৬ ঃ উভয় পক্ষই একমত হয়েছেন যে চীনের গ্রামাঞ্চলে যে সামন্তবাদী জমির মালিকানা ব্যবস্থা রয়েছে তাকে ধাপে ধাপে সংস্কার করা হবে। গণমুক্তি ফৌজের প্রবেশের পর প্রথমে সাধারণভাবে সুদ ও খাজনা হ্রাসকে কার্যকর করা হবে এবং তারপর ভূমিবণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে।

ধারা ১৭ ঃ গণমুক্তিফৌজ যেসব অঞ্চলে এখনও প্রবেশ করেনি বা দখল করে নেয়নি সেইসব স্থানে নানকিং জাতীয় সরকারের অধীনস্থ আঞ্চলিক সরকারগুলি

কৃষক জনগণের সংগঠনসমূহকে রক্ষা করার ও তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে দেওয়ার দায়িত্ব নেবেন এবং সেগুলির দমন বা ক্ষতিসাধন করবেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

ধারা ১৮ ঃ উভয়পক্ষই একমত যে, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে নানকিং জাতীয় সরকারের শাসনকালে যে সকল সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, কূটনৈতিক দলিলপত্র এবং মহাফেজখানায় রক্ষণীয় প্রকাশ্য বা গোপন কাগজপত্র রয়েছে, তা নানকিং জাতীয় সরকার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের হাতে তুলে দেবে এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার তা পরীক্ষা করে দেখবে। চীনের জনগণের পক্ষে ও তাদের রাষ্ট্রের পক্ষে হানিকর, বিশেষ করে রাষ্ট্রের অধিকার বিকিয়ে দেওয়ার মতো ব্যবস্থাদি যাতে রয়েছে এমন সকল সন্ধি ও চুক্তিকে হয় বাতিল করে দেওয়া হবে বা পরিবর্তিত করা হবে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী তার পরিবর্তে নূতন সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ধারা ১৯ ঃ উভয়পক্ষই একমত যে, আভ্যন্তরীণ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের পূর্বে নানকিং জাতীয় সরকার এবং তার ইউয়ান, মন্ত্রীদপ্তরসমূহ, কমিশন ও অন্যান্য সংগঠনসমূহ সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যাবে। কিন্তু চীনের জনগণের বিপ্লবী মিলিটারী কমিশনের সঙ্গে কাজকর্মের ব্যাপারে আলোচনাক্রমেই তা করবে এবং গণমুক্তিফৌজকে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করা এবং তার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করবে। গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পর নানকিং জাতীয় সরকার অবিলম্বে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করবে এবং নিজের বিলুপ্তি ঘোষণা করবে।

ধারা ২০ ঃ নানকিং জাতীয় সরকার, তার বিভিন্ন স্তরের সরকার এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি তাদের দায়িত্বভার অর্পণ করার পর গণমুক্তিফৌজ, আঞ্চলিক গণ-সরকারগুলি, চীনের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার সযত্নে প্রাক্তন সরকারের সমস্ত দেশপ্রেমিক ও দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করবে, তাদের গণতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ দান করবে এবং তাদের উপযুক্ত পদে নিয়োগ করবে যাতে করে তারা অসহায় ও গৃহহারা হয়ে না পড়েন।

ধারা ২১ ঃ গণমুক্তিফৌজ প্রবেশ করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আগে নানকিং জাতীয় সরকার এবং তার অধীনস্থ নানা প্রদেশের, মহানগরীর ও বিভাগের

আঞ্চলিক সরকারগুলি তাদের নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার, সমস্ত সরকারী সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি (যেমন ব্যাঙ্ক, কারখানা, খনি, রেলওয়ে, ডাক ও তার অফিস, বিমান, যানবাহন, কোম্পানিসমূহ গুদাম ও যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি) ও রাষ্ট্রের স্থাবর ও অস্থাবর সমূহ সম্পত্তি দেখাশোনা করার ও রক্ষা করার জন্য এবং কোনো ধ্বংসসাধন, ক্ষয়ক্ষতি, অপসারণ ও সেগুলি লুকানোর বা বিক্রয়ের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যও তারা দায়ী থাকবেন। বইপত্র, নথিপত্র, প্রাচীন নিদর্শন, মূল্যবান দ্রব্য, স্বর্ণ মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা, সমস্ত সম্পদ ও দামী জিনিসপত্র ইত্যাদি যা অপসারিত বা লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলি যেখানেই পাওয়া যাবে তৎক্ষণাৎ তা আটক করা হবে, পরে যথাসময়ে তাদের অধিগ্রহণের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা হবে। যে সম্পদ বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা যা আগে থেকেই বিদেশে ছিল, নানকিং জাতীয় সরকার সেগুলির পুনরুদ্ধারের ও সেগুলি নিরাপদে রাখার ব্যাপারে দায়ী থাকবেন এবং সেগুলি হস্তান্তরিত করার ব্যাপারে দায়ী থাকবেন।

ধারা ২২ ঃ এর মধ্যেই যেসব অঞ্চলে গণমুক্তিফৌজ প্রবেশ করেছে এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে সেইসব এলাকার সমস্ত ক্ষমতা এবং সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের মূল্যবান জিনিসপত্রগুলির দায়িত্বভার আঞ্চলিক মিলিটারী কণ্ট্রোল কমিশন, আঞ্চলিক গণসরকারগুলি অথবা কোয়ালিশন সরকারের ভারপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি গ্রহণ করবে।

ধারা ২৩ ঃ নানকিং জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিদল কর্তৃক আভ্যন্তরীণ শান্তি সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এবং ঐ সরকার কর্তৃক তা কার্যকর হওয়ার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদল নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে নানকিং জাতীয় সরকার যাতে কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতে পারেন সে ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে; প্রস্তুতি কমিটির সম্মতিলাভের পর নানকিং জাতীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা ২৪ ঃ নানকিং জাতীয় সরকার নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে তার প্রতিনিধিগণকে প্রেরণ করার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে সহযোগিতার স্বার্থে নানকিং জাতীয় সরকারের কয়েকজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদল ঘোষণা করছেন ঃ আমরা চীনের জনগণের মুক্তির এবং চীনা জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির এবং যুদ্ধের আশু সমাপ্তি ও শান্তি পুনঃ-

প্রতিষ্ঠার জন্য এতদ্বারা এই চুক্তি স্বাক্ষর করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি যাতে করে জাতিজোড়া পর্যায়ে উৎপাদন ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে এবং যাতে করে আমাদের দেশ ও জনগণ অবিচল সমৃদ্ধি, শক্তি ও কল্যানের পথে এগিয়ে যেতে পারে। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে সমগ্র দেশের জনগণ এই চুক্তির পরিপূর্ণ রূপায়ণে একমন-একপ্রাণ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবেন। স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই চুক্তি কার্যকর হবে।

চীনের গণমুক্তিফৌজের ঘোষণা

২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৬

কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলেরা শান্তির শর্তগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধজনক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অবস্থানে তারা অবিচলিতই রয়েছে। সারা দেশের জনগণ আশা করছেন যে গণমুক্তিফৌজ দ্রুত কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আমরা গণমুক্তিফৌজকে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে, যে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধের দুঃসাহস দেখাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে, অসংশোধনীয় সকল যুদ্ধাপরাধীকে বন্দী করতে, সমগ্র দেশের জনগণকে মুক্ত করতে, চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে এবং সমগ্র জনগণ যার জন্য একান্ত প্রত্যাশী দেশের সেই যথার্থ ঐক্যবিধান করতে আদেশ দিয়েছি। আমরা একান্তভাবে আশা করি, মুক্তিফৌজ যেখানেই যাবে দেশের সকল স্তরের জনগণই তাকে সহায়তা করবেন। আমরা এতদ্বারা নিম্নলিখিত আটটি মূলনীতি ঘোষণা করছি যা আমরা সমগ্র জনগণের সঙ্গে একবাক্যে মেনে চলবো।

১। সমগ্র জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করুন। সমাজ জীবনের সকল স্তরের জনগণ তাদের শ্রেণী, ধর্ম ও বৃত্তি নির্বিশেষে শৃঙ্খলা মেনে চলবেন ও গণমুক্তিফৌজের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করি। গণমুক্তিফৌজ তার দিক থেকে জীবনের সকল স্তরের জনগণের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করবে। প্রতিবিপ্লবী ও অন্তর্ঘাতে লিপ্ত অন্যান্য যে ব্যক্তিরা এই সুযোগ গ্রহণ করে গোলমাল বাধাবে, লুটতরাজ করবে ও অন্তর্ঘাতে লিপ্ত হবে তাদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে।

২। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও গৃহপালিত পশুদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করুন। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সমস্ত কারখানা, দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, গুদাম, যানবাহন, জাহাজঘাট, খামার, গৃহপালিত পশুশালা ও ব্যতিক্রমহীনভাবে এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করুন। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে সমস্ত বৃত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীবৃন্দ যথারীতি উৎপাদনের কাজকর্ম অব্যাহত রাখবেন এবং সমস্ত দোকানপাঠ যথারীতি খোলা থাকবে।

৩। আমলাতান্ত্রিক পুঁজি বাজেয়াপ্ত করুন। সমস্ত কারখানা, দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, গুদাম, সকল যানবাহন, জাহাজঘাট ও রেলপথ, সমস্ত ডাক, তার, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন, জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং সমস্ত খামার, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকার ও বৃহৎ আমলারা পরিচালনা করতো সেগুলি জনগণের সরকার অধিগ্রহণ করবে। এইসব প্রতিষ্ঠানে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপক্ষীশালার পরিচালনায় নিযুক্ত জাতীয় পুঁজিপতিরা যে সমস্ত ব্যক্তিগত শেয়ার নিয়োজিত করেছেন তাদের মালিকানা নিরূপিত হয়ে যাওয়ার পর সেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিই তাদের স্ব স্ব পদে বহাল থেকে জনগণের সরকার কর্তৃক সেগুলি অধিগ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সেগুলির সমস্ত সম্পত্তি, মেশিন, চার্ট, হিসাবের খাতা, রেকর্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা ও অধিগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করে রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে যারা কার্যকর সেবার নিদর্শন রাখবেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে; যারা এ কাজে বাধা দেবে ও অন্তর্ঘাত করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। জনগণের সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের পরও যারা কাজ করে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে তাদের কর্মদক্ষতা অনুযায়ী উপযুক্ত কাজ দেওয়া হবে যাতে করে তারা অসহায় ও আশ্রয়হীন হয়ে না পড়েন।

৪। সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন বিদ্যায়তন, হাসপাতাল, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া-ক্ষেত্র ও অন্যান্য জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে রক্ষা করুন। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে এইসব প্রতিষ্ঠানের সকল লোকজন তাদের কর্মস্থলে অবিচলিত থাকবেন, গণমুক্তিফৌজ তাদেরকে সকল প্রকার আক্রমণের কবল থেকে রক্ষা করবে।

৫। একান্ত জঘন্য অপরাধে অপরাধী অসংশোধনীয় যুদ্ধাপরাধী ও প্রতিবিপ্লবীগণ ছাড়া গণমুক্তিফৌজ ও জনগণের সরকার কুওমিনতাঙের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, পৌর ও বিভাগীয় সরকারের উচ্চ বা নীচ পদাধিকারী কোনো অফিসারকে "জাতীয় বিধানসভার" প্রতিনিধিদেরকে, আইন সভা বা নিয়ন্ত্রণকারী ইউয়ানের সদস্যগণকে, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণকে, পুলিশ কর্মচারীদের, জেলা, শহর, গ্রাম ও পাও চিয়া-র[১] অফিসারগণকে যতক্ষণ তারা সশস্ত্র কোনো প্রতিরোধ সংগঠিত করবেন না বা অন্তর্ঘাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন না ততক্ষণ তাদের কাউকেই কয়েদ করে রাখবে না, গ্রেপ্তার বা লাঞ্ছিত করবে না। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকেই একান্ত অনুরোধ করা হচ্ছে, অধিগ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের পদে অবিচল থাকুন, গণমুক্তিফৌজ ও গণসরকারের আদেশ ও নির্দেশকে মান্য করে চলুন এবং তাদের অফিসের সমস্ত সম্পত্তি ও রেকর্ড সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

যে কোনো ধরনের কাজে যদি তারা তাদের হিতকারিতা প্রদর্শন করতে পারেন এবং গুরুতর কোনো প্রতিক্রিয়াশীল বা জঘন্য কোনো অপকর্ম না করে থাকেন, তবে গণসরকার তাদের মধ্যেকার এ ধরনের ব্যক্তিদের কাজ করে যাওয়ার অনুমতি দেবে। কিন্তু যারা এই সুযোগ গ্রহণ করে অন্তর্ঘাত, চুরি বা তছরুপের মাধ্যমে জনগণের অর্থ সম্পদ ও রেকর্ড ইত্যাদি আত্মসাৎ করে গোপন করে রেখে সেগুলির হিসাব দিতে অস্বীকার করবে তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে।

৬। শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ও জনশৃঙ্খলা, অব্যাহত রাখার জন্য সমস্ত দলছুট ও দল থেকে পরিত্যক্ত সৈন্যগণকে তাদের অঞ্চলের গণমুক্তিফৌজ ও গণসরকারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে এবং আত্মসমর্পণ করতে হবে। যারা স্বেচ্ছায় এটা করবেন এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেবেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। যারা রিপোর্ট করতে অস্বীকার করবেন এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখবেন, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং তাদের ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা হবে। যে সকল ব্যক্তিরা দলছুট এবং সৈন্যবাহিনী থেকে পরিত্যক্ত সৈন্যদের আশ্রয় দেবেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দেবেন না তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

৭। গ্রামাঞ্চলের জমির মালিকানার সামন্তবাদী ব্যবস্থাটি অযৌক্তিক এবং তাকে ধ্বংস করে দিতেই হবে। তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য অবশ্য প্রস্তুতি করা দরকার এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা চাই। সাধারণভাবে বলতে গেলে, প্রথমেই খাজনা ও সুদ হ্রাস করা দরকার এবং জমির বিলিবণ্টন হবে তার পরে কোনো স্থানে গণমুক্তিফৌজ এসে উপস্থিত হওয়ার পর এবং সেখানে বেশ কিছুকাল কাজকর্ম করার পরই ঐকান্তিকতার সঙ্গে ভূমিসংস্কার করা সম্ভব একথা বলে চলে। কৃষক জনগণকে নিজেদের সংগঠিত হয়ে উঠতে দিতে হবে এবং প্রাথমিক স্তরের সংস্কারগুলি কার্যকর করার জন্য গণমুক্তিফৌজকে তাদের সাহায্য করা দরকার। কৃষক জনগণের উচিত তাদের নিজ নিজ কৃষিকাজ কঠোর পরিশ্রম সহকারে করে চলা যাতে করে বর্তমান কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস না পায় এবং তারপর ধাপে ধাপে উৎপাদন বাড়িয়ে তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে তোলা যায় এবং শহরবাসী লোকজনকে শস্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। গ্রামাঞ্চলের জমির মতো করে একইভাবে শহরাঞ্চলের জমি ও বাড়ীর সমস্যাকে দেখা চলে না।

৮। বিদেশী নাগরিকদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করুন। এটা আশা করা হচ্ছে যে সকল বিদেশী নাগরিকই তাদের কাজকর্ম যথারীতি চালিয়ে যাবেন এবং আদেশ নির্দেশাদি পালন করবেন। সমস্ত বিদেশী নাগরিককেই গণমুক্তিফৌজের ও জনগণের

সরকারের আদেশ ও হুকুমনামাকে মান্য করে চলতে হবে এবং অবশ্যই তারা গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হবেন না এবং চীনের জাতীয় স্বাধীনতার ও গণমুক্তির লক্ষ্যের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না বা চীনের যুদ্ধাপরাধী, প্রতিবিপ্লবী ও অন্যান্য আইন অমান্যকারীদের আশ্রয় দেবেন না। অন্যথায় গণমুক্তিফৌজ ও জনগণের সরকারের আইন অনুসারে তাদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গণমুক্তিফৌজ অত্যন্ত উচ্চ শৃঙ্খলাপরায়ণ; কোনো কিছু কেনাবেচার ক্ষেত্রে তা খুবই পরিচ্ছন্ন এবং একটি সূচ বা একটুকরো সুতোও তারা জনগণের কাছ থেকে নেন না। আশা করা চলে সারা দেশের জনগণ শান্তিতেই বসবাস করবেন এবং তাদের কাজকর্ম করে চলবেন, গুজবে কান দেবেন না বা অকারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না। সমস্ত আন্তরিকতা ও একাগ্রতা নিয়েই এই ঘোষণা এতদ্বারা প্রচার করা হলো।

মাও সে-তুঙ
চেয়ারম্যান,
চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশন;
চু তে,
প্রধান সেনাপতি
চীনের গণমুক্তিফৌজ।

টীকা

১। **পাও চিয়া** হচ্ছে সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী প্রাথমিক স্তরে তাদের ফ্যাসিস্ট শাসন কার্যকর করত। ১৯৩২ সালের ১লা আগস্ট, চিয়াং কাই-শেক তার জেলাগুলিতে লোকগণনার **পাও** ও **চিয়া** সংগঠন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঘোষণা করেন। হোনান, হুপে এবং আনহুই প্রদেশগুলি নিয়েই এই কাজ শুরু হয়। এই 'নিয়মাবলী' অনুসারে ব্যবস্থা করা হয় যে, পরিবার ভিত্তিতে **পাও** ও **চিয়া** সংগঠন করা হবে; প্রত্যেক পরিবারের মতো প্রতিটি **চিয়া**-র একজন প্রধান থাকবেন, প্রতিটি **চিয়া** গড়ে উঠবে দশটি পরিবারকে নিয়ে এবং প্রতিটি **পাও** গড়ে উঠবে দশটি চিয়া নিয়ে। প্রতিটি প্রতিবেশীকে একে অন্যের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখতে হতো এবং কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হতো; যদি একজনের দোষ হতো তবে সবাইকেই শাস্তি পেতে হতো। বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়ের প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থাও এতে ছিল। ১৯৩৪ সালের ৭ই নভেম্বর কুওমিনতাঙ সরকার সরকারীভাবে ঘোষণা করে দেবে যে এই ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা তার শাসনাধীন সকল প্রদেশ ও পৌর এলাকাতেই চালু হবে। (**মাও সে-তুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী**, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক সংস্করণ দেখুন।)

ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলির তাণ্ডব সম্পর্কে[১]
—চীনের গণমুক্তিফৌজের সদরদপ্তরের মুখপাত্রের বিবৃতি

৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৯

যুদ্ধবাজ চার্চিলের অযৌক্তিক বিবৃতির আমরা নিন্দা করছি।[২] ব্রিটিশ কমন্স সভায় ২৬শে এপ্রিল চার্চিল দাবী জানিয়েছেন যে ব্রিটিশ সরকারের উচিত "কার্যকর প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থার" জন্য দুইটি বিমানবাহিনী জাহাজকে দূর প্রাচ্যে পাঠানো। কিসের বিরুদ্ধে আপনি "প্রতিশোধ" নিচ্ছেন, মিঃ চার্চিল? ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কুওমিনতাঙ যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে মিলে চীনের গণমুক্তিফৌজের প্রতিরক্ষা এলাকার মধ্যে জবরদস্তিমূলক অনুপ্রবেশ করেছে এবং গণমুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে গোলাগুলি বর্ষণ করেছে ও আমাদের অনুগত ও সাহসী যোদ্ধাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ২৫২ জনকে হতাহত করেছে। যেহেতু ব্রিটিশ বাহিনী চীনের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এতো বিরাট একটি অপরাধ করেছে তাই গণমুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই অপকর্মের কথা কবুল করে নেওয়া, মার্জনা ভিক্ষা করা ও ক্ষতিপূরণদানের দাবী করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। চীনের গণমুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে "প্রতিশোধ" গ্রহণের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করার পরিবর্তে এটা করাই কি আপনার কর্তব্য নয়? প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলীর বিবৃতিটিও অন্যায্য।[৩] তিনি বলেছেন, চীনের ইয়াংসি নদীতে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণের অধিকার ব্রিটেনের রয়েছে। আপনাদের, ব্রিটিশদের এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাবার কী অধিকার রয়েছে? আপনাদের এরকম কোনো অধিকারই নেই। চীনের জনগণ তাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং

চীনের মুক্তি ফৌজের সর্বোচ্চ সদর দপ্তরের মুখপাত্রের পক্ষ থেকে কমরেড মাও সে-তুঙ এই বিবৃতিটি রচনা করেন। কোনো প্রকার ভীতি প্রদর্শনে অকুতোভয় ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের দৃঢ়বিরোধী চীনের জনগণের সুদৃঢ় অবস্থানই এতে অভিব্যক্ত হয়েছে, অচিরেই যে নয়াচীন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল এতে তার পররাষ্ট্র নীতিও উপস্থাপিত হয়েছিল।

সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত রাখবে এবং বিদেশী সরকারগুলির কোনো রকম হস্তক্ষেপকে কোনোমতেই তারা বরদাস্ত করবে না। এ্যাটলী বলেছেন, "গণমুক্তিফৌজ যুদ্ধ জাহাজটিকে (**আমেথিস্ট**কে) নানকিং পর্যন্ত অগ্রসর হতে একমাত্র এই শর্তে অনুমতিদানে প্রস্তুত ছিল যে তা গণমুক্তিফৌজকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।" এ্যাটলী মিথ্যা কথা বলেছেন। গণমুক্তিফৌজ **আমেথিস্ট**কে নানকিং পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কোনো অনুমতিই দেয়নি। গণমুক্তিফৌজ চায় না যে অন্য কোনো দেশ তাকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করতে বা অন্য কিছু করতে সাহায্য করুক। বরং উল্টো, গণমুক্তিফৌজ দাবী জানাচ্ছে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স দ্রুত তাদের সৈন্যবাহিনীকে ইয়াংসি ও ওহাঙপো নদীতে এবং চীনের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত তাদের যুদ্ধ জাহাজ, সামরিক বিমান বহর ও জাহাজকে দ্রুত অপসারণ করে নিক, চীনের আঞ্চলিক জলভাগ, সমুদ্র, স্থল ও আকাশ সীমা থেকে সেগুলিকে সরিয়ে নিক এবং চীনের জনগণের শত্রুকে গৃহযুদ্ধ চালাতে সাহায্য করা থেকে তারা নিবৃত্ত হোক। চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশন এবং জনগণের সরকার এখন পর্যন্ত কোনো বিদেশী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেনি। চীনের জনগণের বিপ্লবী সামরিক কমিশন ও জনগণের সরকার চীনে অবস্থিত যে বিদেশী নাগরিকেরা বিধিসঙ্গত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবেন তাদের রক্ষা করবে। তারা বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার কথা বিবেচনা করতে ইচ্ছুক ; এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই সমতা, পারস্পরিক সহায়তা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক সংহতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ভিত্তিতে এবং সবার আগে, কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের কোনো সাহায্য না দেওয়ার ভিত্তিতেই তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোনো বিদেশী সরকারের ভীতি প্রদর্শনকেই তারা বরদাস্ত করবে না। যে বিদেশী সরকার আমাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করতে চায় তাকে কুওমিনতাঙ বাহিনীর ভগ্নাবশেষের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং চীন থেকে তার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এ্যাটলী অভিযোগ করেছেন যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই বলে তারা (কুওমিনতাঙ কর্তৃক স্বীকৃত) বৈদেশিক সরকারের পুরানো কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপনে অনিচ্ছুক। এসব অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। গত কয় বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি দেশের সরকার আমাদের বিরোধিতা করার জন্য কুওমিনতাঙকে সহায়তা করে এসেছে। মিঃ এ্যাটলী কি তা ভুলে গেছেন? এটাও কি হতে পারে, যে ভারী যুদ্ধজাহাজ **চুংকিং**[৪] কেসম্প্রতি ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা কুওমিনতাঙকে কোন দেশ দিয়েছিল সেটা মিঃ এ্যাটলী জানেন না?

টীকা

১। ১৯৪৯ সালের ২০শে ও ২১শে এপ্রিল গণমুক্তিফৌজের বাহিনীগুলি যখন ইয়াংসি নদী অতিক্রম করার সংগ্রামে লিপ্ত সেই সময়ে **আমেথিস্ট** ও অন্য তিনটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ চীনের আভ্যন্তরীণ জলপথ এই নদীতে বেআইনী অনুপ্রবেশ করে, কুওমিনতাঙ যুদ্ধ জাহাজগুলির সঙ্গে মিলে আমাদের সৈন্যবাহিনীর ওপর গোলাগুলি বর্ষণ করে এবং ২৫২ জনকে হতাহত করে। গণমুক্তিফৌজ এই গোলাবর্ষণের প্রত্যুত্তর দেন, **আমেথিস্ট** যুদ্ধ জাহাজকে বিকল করে দেওয়া হয় এবং চিংকিয়াং-এর কাছে নোঙর করতে তাকে বাধ্য করে ; অনান্য তিনটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ পলায়ন করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন **আমেথিস্ট**-কে চলে যেতে দেওয়া হোক এবং ব্রিটিশ দূর প্রাচ্য নৌবহরের প্রধান সেনাপতি ব্রিন্দ-এর আদেশক্রমে ঐ জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হন। এই আলোচনা চলাকালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবিরাম সত্যের অপলাপ করতে থাকেন এবং নিজেদের আক্রমণাত্মক অপরাধজনক কার্যকলাপ কবুল করে নিতে অস্বীকার করেন। আলোচনা যখন চলছিল, ৩০শে জুলাই রাত্রে **আমেথিস্ট** চিংকিয়াং থেকে ভাটির দিকে যে যাত্রীবাহী জাহাজ **মুক্ত চিয়াংলিং** যাচ্ছিল তার পাশে পাশে জোর করে যাত্রা শুরু করে দেয় এবং ঐ যাত্রীবাহী জাহাজটিকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে পালিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যবাহিনী যখন **আমেথিস্টকে** থামার জন্য সতর্কতা সূচক সিগন্যাল দেখায়, ঐ যুদ্ধ জাহাজ তখন গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং আমাদের বেশ কয়েকটি সৈন্যবাহী নৌকাকে ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দিয়ে ইয়াংসি নদী থেকে পালিয়ে যায়।

২। ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল ব্রিটিশ কমন্স সভায় বক্তৃতাকালে ব্রিটিশ রক্ষণশীলদলের নায়ক যে ব্রিটিশ জাহাজ আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে গোলাগুলি বর্ষণ করেছিল তার প্রতি-আক্রমণ করে চীনের গণমুক্তিফৌজ যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিল তাকে "ঔদ্ধত্যসূচক অনাচার" বলে নিন্দাবাদ করেন এবং দাবী করেন ব্রিটিশ সরকার "চীনের জলভাগে দুটি না হোক অন্ততঃ একটি এমন বিমানবাহী জাহাজ পাঠাক যা কার্যকর প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ হবে।"

৩। ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলী কমন্স সভায় ঘোষণা করেন ব্রিটিশ নৌযানগুলি তাদের "শান্তিপূর্ণ কার্যোপলক্ষে" ইয়াংসি নদী বরাবর এগিয়ে গিয়ে তাদের অধিকারের সীমার মধ্যে থেকেই কাজ করেছে কারণ চীনের কুওমিনতাঙ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি তারা পেয়েছিল। একই সঙ্গে চীনের গণমুক্তিফৌজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা যে আলোচনা করছেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এই মিথ্যা কথা বলেন যে চীনের গণমুক্তিফৌজ 'যুদ্ধ জাহাজটিকে (আমেথিস্ট-কে) নানকিং পর্যন্ত অগ্রসর হতে একমাত্র এই শর্তে অনুমতিদানে প্রস্তুত ছিল যে তা গণমুক্তিফৌজকে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।'

৪। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সরকারই ভারী যুদ্ধ জাহাজ কুওমিনতাঙ নৌবাহিনীর বৃহত্তম জাহাজ চুংকিং কুওমিনতাঙকে দিয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঐ যুদ্ধজাহাজের অফিসার ও সৈনিকেরা বিদ্রোহ করেন, প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য অস্বীকার করেন এবং চীনের জনগণের নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯শে মার্চ, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এবং কুওমিনতাঙ দস্যুগণ ভারী বোমারু বিমান পাঠিয়ে উত্তর-পূর্ব চীনের লিয়াওতুঙ উপসাগরের হুলতাওয়ের অদূরে চুংকিংকে ডুবিয়ে দেয়।

নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা

১৫ই জুন, ১৯৪৯

সাথী প্রতিনিধিবৃন্দ,

আজ আমরা নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের[১] প্রস্তুতিমূলক উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠান করছি। এই সভার কাজ হচ্ছে সকল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সুসম্পূর্ণ করা এবং যে নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে তা দ্রুত-আহ্বান করা, যাতে করে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়ার ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এবং যত শীঘ্র সম্ভব সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে নির্মাণকার্যকে ধারাবাহিকভাবে ও ধাপে ধাপে কার্যকর করার পথে সারা দেশের জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা এটা করি সারা দেশের জনগণ এই প্রত্যাশাই করেন এবং আমাদের তা করতেই হবে।

১৯৪৮ সালের ১লা মে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশের জনগণের কাছে নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেছিল।[২] গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন, সমগ্র চীনের সমাজ জীবনের সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গ, দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ ও বিদেশে প্রবাসী চীনা জনগণ দ্রুত তার প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠনসমূহ, সমাজ জীবনের সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গ, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ ও বিদেশে প্রবাসী চীনা জনগণ সকলেই মনে করেন যে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদেরকে আমাদের উচ্ছেদ করে দিতে হবে, সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন, সমাজ জীবনের সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গ, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ এবং বিদেশে প্রবাসী চীনা জনগণের প্রতিনিধিদের একটি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করতে হবে, চীন গণসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করতে হবে এবং তার প্রতিভূ হিসাবে একটি গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার নির্বাচিত করতে হবে। একমাত্র এভাবেই আমাদের মহান মাতৃভূমি নিজেকে আধা-উপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক

দুর্ভাগ্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে এবং স্বাধীনতা, মুক্তি, শান্তি, ঐক্য, শক্তি ও সামর্থ্যের পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। এই হচ্ছে অভিন্ন রাজনৈতিক একটি ভিত্তি। এই হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টিগুলি, গণসংগঠনসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের, সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ও বিদেশে প্রবাসী চীনা জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অভিন্ন রাজনৈতিক ভিত্তি এবং তা সমগ্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অভিন্ন ভিত্তিও বটে। এই রাজনৈতিক ভিত্তি এমন সুদৃঢ় যে, কোনো গুরুতর মনোভাবসম্পন্ন গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের কেউই কোনো প্রকার মতপার্থক্যের কথা এ ক্ষেত্রে ব্যক্ত করেননি এবং সকলেই মনে করেন যে চীনের সমূহ সমস্যা সমাধানের সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে চলার এই হচ্ছে একমাত্র পথ।

সারা দেশের জনগণ তাদের একান্ত আপন গণমুক্তিফৌজকে সমর্থন জ্ঞাপন করে যুদ্ধ জয় করেছেন। এই মহান গণমুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে এবং গত তিন বছর ধরে তা চলে আসছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্য পেয়ে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা যুদ্ধ চালিয়েছিল। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং চরম অসাধুতা সহকারে সন্ধিচুক্তি ও ১৯৪৬ সালের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তাব ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে এই গৃহযুদ্ধ শুরু করেছিল। কিন্তু মাত্র তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই বীর গণমুক্তিফৌজ তাদের পরাজিত করে দিয়েছে। বেশী আগের কথা নয়, কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীদের শান্তির চক্রান্তের মুখোস উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার পর গণমুক্তি ফৌজ নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসে ইয়াংসি নদী অতিক্রম করেছে। কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীদের রাজধানী পিকিং এখন আমাদের দখলে। সাংহাই, হ্যাঙ্চাও, নানচ্যাঙ, উহান ও সিয়ান মুক্ত হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে গণমুক্তিফৌজ দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে ইতিহাসে আশ্রুতপূর্ব এক মহান অভিযাত্রায় লিপ্ত রয়েছে। তিন বছরে গণমুক্তিফৌজ মোট ৫৫,৯০,০০০ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কুওমিনতাঙের অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হচ্ছে এখন প্রায় মাত্র ১৫লক্ষ ; তার মধ্যে নিয়মিত, অনিয়মিত সৈন্যগণ এবং পশ্চাৎ অঞ্চলে সামরিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকেও ধরা হয়েছে। এই ভগ্নাবশিষ্ট শত্রু সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে আরো কিছু সময় লাগবে, তবে তার জন্য বেশি সময় লাগবে না।

এই বিজয় হচ্ছে সারা চীনের জনগণের জয় এবং তা সমগ্র বিশ্বের জনগণের জয়ও বটে। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াবাদীরা ছাড়া সমগ্র বিশ্বই চীনের জনগণের এই মহান বিজয়ে উল্লসিত এবং অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছেন। নিজেদের

শত্রুর বিরুদ্ধে চীনের জনগণের সংগ্রাম এবং তাদের নিজ নিজ শত্রুদের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণের সংগ্রামের অর্থ একই। চীনের জনগণ ও বিশ্বের জনগণ বাস্তবে দেখতে পেয়েছেন সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীদের প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে চীনের জনগণের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং চীনের জনগণ একটি বিপ্লবী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াবাদীদের বিজয়গর্বে উচ্ছেদ করে দিয়েছেন।

এখানে এই বিষয়ের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি যে, সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীরা স্বেচ্ছায় চীনের এই ভূখণ্ডে তাদের পরাজয়কে কবুল করে নেবে না। তারা সমস্ত রকম উপায়ে চীনের জনগণের বিরুদ্ধে জোট পাকিয়ে চলতেই থাকবে। উদাহরণ হিসাবে, বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলা ও গোলমাল বাধাবার জন্য তারা গোপনে তাদের ক্রীড়নকদের চীনে পাচার করবে ; এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই । তারা এই কাজকর্মে কোনো সময়ই অবহেলা করবে না। অন্য একটা উদাহরণ নেওয়া যাক, তারা চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীদের উস্কানি দেবে, এমনকি তাদের নিজেদের বাহিনী নিয়োগ করে হলেও তারা চীনের বন্দরগুলিকে অবরোধ করবে। যতক্ষণ সম্ভব তারা তা চালিয়ে যাবে। তারপরও যদি হঠকারী অভিযানের অভিলাষ তাদের থাকে তবে তারা তাদের কিছু সৈন্যকে চীনের সীমান্তে হামলা চালাবার জন্য ও উৎপাত করার জন্য পাঠাবে। এটাও অসম্ভব কিছু নয়। এই সমস্ত কিছুকেই আমাদের হিসাবের মধ্যে পুরোপুরি রাখতে হবে। যেহেতু আমরা বিজয় অর্জন করে ফেলেছি তার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরের উন্মত্ত প্রতিহিংসা গ্রহণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতাকে কোনোমতেই শিথিল করা চলবে না। যে কেউ নিজের সতর্কতাকে শিথিল করে দেবেন তিনিই নিজেকে রাজনৈতিকভাবে নিরস্ত্র করে ফেলবেন এবং নিজেকে একটা অসহায় অবস্থায় দেখতে পাবেন। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং চীনের জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যদের প্রতিটি চক্রান্তকে দৃঢ়ভাবে, পুরোপুরিভাবে, সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে চুরমার করে দিতে হবে। চীনকে স্বাধীন হতে হবে, চীনকে মুক্ত হতে হবে, চীনের কাজকর্ম চীনের জনগণ নিজেরাই নির্ধারণ করবেন ও নিজেরাই চালাবেন এবং কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের সামান্যতম কোনো হস্তক্ষেপও তারা বরদাস্ত করবেন না।

চীনের বিপ্লব হচ্ছে গোটা জাতির ব্যাপক জনগণের একটি বিপ্লব। সাম্রাজ্যবাদীরা এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদীরা, কুওমিনতাঙ, প্রতিক্রিয়াবাদীরা ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা ছাড়া প্রত্যেকেই আমাদের বন্ধু। আমাদের রয়েছে ব্যাপক ও সুদৃঢ় একটি বিপ্লবী ফ্রন্ট। এই সংযুক্ত ফ্রন্ট এতোই ব্যাপক যে তার মধ্যে রয়েছেন

শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক জনগণ, শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। এই সংযুক্ত ফ্রন্ট এতোই সুদৃঢ় যে তার রয়েছে প্রতিটি শত্রুকে পরাজিত করে দেওয়ার ও প্রতিটি বাধাবিঘ্নকে জয় করার অবিচল প্রতিজ্ঞা ও অপরিমেয় শক্তি। আমরা যে যুগে বাস করছি সেই যুগে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা সামগ্রিক পতনের পথে চলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীরা দুরূহ সংকটের আবর্তে পড়েছে এবং চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তারা যত বিরোধিতাই করে চলুক না কেন, চীনের জনগণ সব সময়ই চূড়ান্ত বিজয়ের একটা পথ পেয়ে যাবেন।

একই সঙ্গে আমরা সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিতে চাই আমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা এবং চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তেরই শুধু বিরোধিতা করছি। যদি তারা চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তাদের সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করা ও তাদেরকে সাহায্য করা বন্ধ করে দেয় এবং চীনের জনগণের প্রতি কপট নয়, যথার্থ বন্ধুত্বের মনোভাব গ্রহণ করে তবে আমরা যে কোন বিদেশী সরকারের সঙ্গে সমতা, পারস্পরিক কল্যাণ, পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নীতির ভিত্তিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনায় রাজী আছি। চীনের জনগণ সকল দেশের জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করতে চান এবং উৎপাদনের বিকাশ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করতে চান।

সাথী প্রতিনিধিবৃন্দ, নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন আহ্বান করার এবং গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গড়ে তোলার সমস্ত পরিস্থিতিই আমাদের দিক থেকে রয়েছে। সারা দেশের জনগণ একান্ত আগ্রহভরে প্রত্যাশা করছেন আমরা সম্মেলনটি আহ্বান করবো এবং সরকার গড়ে তুলবো। আমার বিশ্বাস, আমরা যে কাজ শুরু করেছি তাতে করে অনতিকালের মধ্যেই আমরা এই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবো।

চীনের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর আমাদের কেন্দ্রীয় কর্তব্য হবে : (১) প্রতিক্রিয়াবাদীদের ভগ্নাবশেষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া এবং তাদের উৎপাত সৃষ্টিকে স্তব্ধ করে দেওয়া ; এবং (২) জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত ও বিকশিত করে তোলার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছু করা ও চূড়ান্ত প্রয়াস চালানো এবং একই সঙ্গে জনগণের সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে পুনরুদ্ধার ও বিকশিত করে তোলা।

চীনের জনগণ দেখতে পাবেন চীনের জনগণের ভবিষ্যৎ একবার তাদের হাতে এলে চীন পূর্ব দিগন্তের উদীয়মান সূর্যের মতো দেশের প্রতিটি কোণকে উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে আলোকোদ্ভাসিত করে তুলবে, দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের রেখে

যাওয়া পুঞ্জীভূত আবর্জনারাশিকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেবে, যুদ্ধের সমস্ত ক্ষতকে নিরাময় করে তুলবে এবং গণসাধারণতন্ত্র নামের যোগ্য এক নূতন, শক্তিমান ও সমৃদ্ধ চীন গড়ে তুলবে।

চীন গণসাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!
গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার দীর্ঘজীবী হোক!
সারা দুনিয়ার জনগণের মহান ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক!

টীকা

১। ১৯৪৯ সালের ১৫ই থেকে ১৯শে জুন পিপিংয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল, গণসংগঠন, সমাজজীবনের সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গ, দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ এবং বিদেশে প্রবাসী চীনা জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দসহ ২৩টি সংগঠন ও গ্রুপের পক্ষ থেকে ১৩৪ জন প্রতিনিধি তাতে অংশগ্রহণ করেন। "নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির কাঠামোগত বিধি" এবং "নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলনে অংশগহণকারী সংগঠন ও গ্রুপসমূহের ব্যাপারে এবং তাদের প্রতিনিধিদলের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি" এই সভায় গৃহীত হয় এবং তা কমরেড মাও সে-তুঙকে সভাপতি করে একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি নির্বাচিত করে। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে চুংকিংয়ে আহূত রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন থেকে পৃথক করে দেখবার জন্য এই সম্মেলনকে 'নূতন রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন' নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তার নাম পরিবর্তন করে 'চীনের জনগণের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সম্মেলন' রাখা হয়।

২। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সভা সম্পর্কে—চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সার্কুলার"-এর ৪নং টীকা দেখুন।

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে লিখিত

৩০শে জুন, ১৯৪৯

১৯৪৯ সালের ১লা জুলাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আটাশ বছর পূর্ণ হলো। একজন মানুষের মতো একটি রাজনৈতিক দলেরও শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য রয়েছে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এখন আর শিশু বা নাবালক নয়—তা এখন পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠেছে। একজন মানুষ যখন বার্ধক্যে পৌঁছান তখন তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসে, একটি পার্টি সম্পর্কেও একথা খাটে। যখন সব শ্রেণী লোপ পেয়ে যাবে তখন শ্রেণী সংগ্রামের সকল হাতিয়ার পার্টি ও রাষ্ট্রযন্ত্রও ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং নিজ নিজ ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পূর্ণ করে বিলুপ্ত হয়ে যাবে; আর মানবসমাজ উন্নততর একটি স্তরে উন্নীত হবে। আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীর পার্টিগুলির একেবারে বিপরীত। শ্রেণীসমূহের, রাষ্ট্রশক্তি ও পার্টিসমূহের অবলুপ্তির কথা বলতে তারা ভয় পায়। অন্যদিকে, আমরা খোলাখুলি ঘোষণা করে থাকি যে আমরা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্যই কঠোর চেষ্টা করছি যা এসবের বিলোপ ঘটিয়ে দেবে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ও জনগণের একনায়কত্বের রাষ্ট্রশক্তিই হচ্ছে সেই পরিস্থিতির উপাদান। যে ব্যক্তি এই সত্যটি স্বীকার করেন না, তিনি কমিউনিস্টই নন। যেসব তরুণ কমরেড মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করেননি এবং অত্যন্ত সম্প্রতি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন তারা হয়তো এখনো এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেননি। সঠিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হলে এটি তাদের উপলব্ধি করতেই হবে। তাদের এটা বুঝতেই হবে যে শ্রেণীসমূহ, রাষ্ট্রশক্তি এবং পার্টিসমূহের বিলোপ সাধনের পথ ধরেই মানবসমাজকে অগ্রসর হতে হবে; এটা হচ্ছে শুধু সময় ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ একটি প্রশ্ন। পৃথিবীর সর্বত্রই কমিউনিস্টরা বুর্জোয়াদের চেয়ে অধিকতর প্রাজ্ঞ; যে নিয়মসমূহ বস্তুর অস্তিত্ব ও বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে তা তারা উপলব্ধি করতে পারেন; তারা দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং দূরদৃষ্টি লাভ করেন। বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে এই সত্যটি সুখকর নয় কারণ তারা নিজেদের উচ্ছেদ কামনা করে না। উৎসাদিত যারা হবে তাদের কাছে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার চিন্তাটা যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়; উদাহরণ

হিসাবে যে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের আমরা এখন উচ্ছেদ করছি এবং যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে কিছুকাল আগে অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলে আমরা একযোগে উচ্ছেদ করে দিয়েছি তাদের কথা বলা চলে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী, শ্রমজীবী জনগণ এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাছে উচ্ছেদ হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, তাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম করে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে করে সমস্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রশক্তি এবং রাজনৈতিক পার্টিসমূহ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মানবজাতি মহামিলনের [১] রাজ্যে প্রবেশ করবে। যেসব সমস্যা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যই প্রসঙ্গ ক্রমে মানব-সমাজের প্রগতির এই দূরগত দৃষ্টিভঙ্গীটির কথা আমরা উল্লেখ করলাম।

প্রত্যেকেই জানেন, আমাদের পার্টির জীবনের আটাশ বছর শান্তিতে কাটেনি, কেটেছে নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে ; কারণ আমাদের একই সঙ্গে লড়তে হয়েছে বিদেশী এবং দেশী, পার্টির ভিতরের ও বাইরের বিভিন্ন শত্রুদের বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ে আমাদের এনে দেবার জন্য মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই হাতিয়ার কোনো মেশিনগান নয়, তা হচ্ছে মার্কসবাদ—লেনিনবাদ।

১৯২০ সালে তার লেখা **বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা** নামক পুস্তকে বিপ্লবী তত্ত্বের জন্য রাশিয়ানদের এই অনুসন্ধানের বিষয়টি বিবৃত করেছেন। [২] বেশ কয়েক দশকের কঠোর শ্রম ও দুঃখযন্ত্রণা ভোগের পরেই রাশিয়ানরা মার্কসবাদের সন্ধান পেয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের আগেকার রাশিয়ার বহু কিছুই ছিল চীনের বহু জিনিসের মতো হুবহু এক বা তার অনুরূপ। দুই দেশেই ছিল সামন্তবাদের নিপীড়ন। ছিল একই ধরনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা। দু'টি দেশই ছিল পশ্চাৎপদ, কিন্তু চীন ছিল আরো বেশি পশ্চাৎপদ। দুই দেশেই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের জন্য ও বিপ্লবী সত্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রগতিবাদীদের একই ধরনের কঠোর, তিক্ত সংগ্রামকে বরণ করে নিতে হয়েছিল।

১৮৪০ সালে আফিম যুদ্ধে [৩] চীনের পরাজয়ের সময় থেকে চীনের প্রগতিবাদীরা পাশ্চাত্যের দেশগুলো থেকে সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হয়ে অকথ্য দুঃখযন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবের আগে যারা পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে সত্য আহরণের চেষ্টা করেছিলেন তাদের মুখপাত্র ছিলেন হুঙ শিউ-চুয়ান [৪], কাঙ য়ু-উয়েই [৫], ইয়েন ফু [৬] এবং সান ইয়াৎ-সেন। ঐ সময়ে প্রগতিকামী যে কোনো চীনাকেই যাতে পাশ্চাত্যের এই নূতন শিক্ষার সন্ধান রয়েছে এমন বইপত্র পড়তে হতো। জাপান, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জার্মানীতে যে সংখ্যায় ছাত্রদের পাঠানো হতো তা ছিল রীতিমতো চমকপ্রদ। দেশের মধ্যে,

রাজকীয় পরীক্ষা পদ্ধতি [৭] বাতিল করে দেওয়া হলো এবং বসন্তের বৃষ্টির পর যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁশের চারা গজিয়ে ওঠে তেমনিভাবে আধুনিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে লাগলো ; পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষালাভের জন্য সকল চেষ্টাই চললো। যৌবনে আমিও অনুরূপ অধ্যয়নই করেছি। তা ছিল পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংস্কৃতি, ঐ যুগের সমাজতত্ত্ব এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানেরই প্রতিভূ, চীনের সামন্তবাদী সংস্কৃতিকে "পুরানো বিদ্যা" নামে অভিহিত করে একে বলা হতো "নূতন বিদ্যা"। এই নূতন বিদ্যাকে যারা আয়ত্ত করেছিলেন দীর্ঘকাল ধরে তারা দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে তা চীনকে পরিত্রাণের পথ দেখাবে এবং পুরানো বিদ্যার অনুগামীদের সন্দেহ থাকলেও নূতন বিদ্যার অনুসারীদের মনে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না বললেই চলে। একমাত্র আধুনিকীকরণই চীনকে বাঁচাতে পারবে আর একমাত্র বৈদেশিক শিক্ষাই চীনকে আধুনিক করে তুলতে পারবে। বৈদেশিক দেশগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলিই ছিল প্রগতিশীল, কেন না তারাই সফলতার সঙ্গে আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। জাপানীরা পশ্চিমের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে সফল হয়েছিল তাই চীনারা জাপানীদের কাছ থেকেও শিখতে চাইতেন। ঐ সময়ের চীনারা রাশিয়াকে পিছিয়ে-পড়া একটি দেশ হিসাবেই গণ্য করতেন এবং প্রায় কেউই তার কাছ থেকে শিখতে চাইতেন না। ১৮৪০-এর পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত প্রসারিত এই যুগটিতে এভাবেই চীনারা বিদেশ থেকে শিক্ষালাভের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

পাশ্চাত্যের কাছ থেকে চীনাদের শিক্ষা গ্রহণের এই সুখস্বপ্ন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ফলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এটা কি একান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নয়, খোদ শিক্ষকেরাই যে ছাত্রদের বিরুদ্ধে চড়াও হয়ে অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলেন? চীনারা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে অনেক শিখেছেন কিন্তু তারা তাকে কাজে লাগাতে পারেননি এবং তাদের লক্ষ্য অপূর্ণই রয়ে গেল। তাদের একের পর এক সংগ্রাম, এমন কি ১৯১১ সালের বিপ্লবের [৮] মতো দেশব্যাপী আন্দোলনও ব্যর্থ হল। দিনের পর দিন দেশে অবনতি ঘটতে লাগল এবং জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সন্দেহ দেখা দিল, তা বাড়তে লাগল এবং ঘনীভূত হয়ে উঠল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকেই কাঁপিয়ে তুলল। রাশিয়ানরা অক্টোবর বিপ্লব সম্পাদন করলেন এবং দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুললেন। মহান রুশ শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমজীবী জনগণের যে বিপ্লবী শক্তি এতদিন পর্যন্ত সুপ্ত ও বিদেশীয়দের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল—তা লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সহসা একটি আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়লো এবং চীনারা ও গোটা মানবজাতি রাশিয়ানদের এক নূতন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তারপর এবং তারপর থেকেই চীনারা চিন্তায় ও জীবনে সম্পূর্ণ

নূতন একটি যুগে প্রবেশ করলেন। সার্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য সত্য—মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সন্ধান তারা পেলেন এবং চীনের চোহারাও পাল্টাতে শুরু করলো।

রাশিয়ানদের মাধ্যমেই চীনারা মার্কসবাদের সন্ধান পেয়েছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের আগে চীনারা যে শুধু লেনিন ও স্তালিন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন তাই নয়, তারা মার্কস ও এঙ্গেলকেও জানতেন না। অক্টোবর বিপ্লবের তোপধ্বনি আমাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এনে দিয়েছিল। জাতির ভবিষ্যৎ তোপধ্বনি আমাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এনে দিয়েছিল। জাতির ভবিষ্যৎ অনুধাবনে এবং নিজেদের সমস্যাবলীর পুনর্বিবেচনার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে চীনের প্রগতিশীলদেরও অক্টোবর বিপ্লব সহায়তা করেছিল। রুশদের পথ অনুসরণ করো—এই হয়ে দাঁড়াল সিদ্ধান্ত। ১৯১৯ সালে চীনে ৪ঠা মে আন্দোলন শুরু হল। ১৯২১ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলো। হতাশার অতলে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে সান ইয়াং-সেন অক্টোবর বিপ্লবকে স্বাগত জানালেন, চীনের প্রতি রুশ সাহায্যকে স্বাগত জানালেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতাকে স্বাগত জানালেন। তারপর সান ইয়াং-সেন-এর মৃত্যু হলো এবং চিয়াং কাই-শেক ক্ষমতায় এলেন ; সুদীর্ঘ বাইশ বছর ধরে চিয়াং কাই-শেক চীনকে অধিক থেকে অধিকতর হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে টেনে এনেছেন। এই অধ্যায়ে ফ্যাসি-বিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান শক্তিরূপে তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন ঘটায় এবং অন্য দু'টি দুর্বলতর হয়ে পড়ে। সমগ্র বিশ্বে একটিমাত্র বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই অক্ষত রয়ে গেল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একটি গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকটের মুখে পড়ল। তা সমগ্র পৃথিবীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাইল ; লক্ষ লক্ষ চীনাকে হত্যা করার জন্য চিয়াং কাই-শেককে অস্ত্র সরবরাহ করল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের জনগণ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করে দেওয়ার পর তিন বছর ধরে গণমুক্তি যুদ্ধ চালিয়েছেন এবং মূলগতভাবে জয়লাভ করেছেন।

এভাবেই চীনের জনগণের চোখে পশ্চিমী বুর্জোয়া সভ্যতা, বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার দেউলিয়াপণা ধরা পড়েছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের জায়গায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের জায়গায় গণসাধারণতন্ত্র এসেছে। এর ফলে জনগণের সাধারণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে শ্রেণীসমূহের বিলোপ সাধন করে মহামিলনের একটি বিশ্বে উপনীত হওয়া। কাঙ য়ু-উয়েই **তা তুং-শু বা মহামিলনের গ্রন্থ** রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু মহামিলনের জগতে উত্তরণের পথ তিনি খুঁজে পাননি। বিদেশে বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র রয়েছে ; কিন্তু চীনে বুর্জোয়া

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, কারণ চীন হলো সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা উৎপীড়িত একটি দেশ। এ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণসাধারণতন্ত্রের মাধ্যমে এগিয়ে চলাই হলো একমাত্র পথ।

অন্যান্য সব পথই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং সবগুলিই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যেসব লোকেরা ঐ পথগুলি ধরে চলতে চেয়েছিলেন—তাদের অনেকের পতন ঘটেছে, অনেকের মোহ ভেঙেছে, অনেকে ধারণা পাল্টাছেন।—ঘটনা এতো দ্রুত ঘটে চলেছে যে পরিবর্তনের এই অভাবনীয়তা অনেকেই টের পাচ্ছেন এবং নূতন করে শেখবার প্রয়োজন অনুভব করছেন। এই মানসিক অবস্থাটি বোঝা যায় এবং নূতন করে শেখার এই সদিচ্ছাকে আমরা স্বাগতই জানাই।

অক্টোবর বিপ্লবের পর চীনের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর অংশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা করেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। কালবিলম্ব না করে তারা রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করে দেন এবং আজ আটাশ বছর ধরে আঁকা-বাঁকা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এইমাত্র এখন মূলগত বিজয় অর্জন করেছেন। আমাদের আটাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, সান ইয়াৎ-সেন তার "চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা" থেকে তার অন্তিম ঘোষণাপত্রে ঠিক অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন ; তা হচ্ছে, আমরা এ বিষয়ে একান্ত দৃঢ়প্রত্যয় পোষণ করি যে জয়লাভ করতে হলে "ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেই হবে এবং দুনিয়ার যেসব জাতি আমাদের সমান বলে গণ্য করে তাদের মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিন্ন সংগ্রাম চালাতেই হবে।" সান ইয়াৎ-সেন-এর ছিল আমাদের চেয়ে পৃথক একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং সমস্যার অনুধাবনে ও সমস্যার সমাধানে তিনি একটি পৃথক শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ১৯২০ সালের পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার প্রশ্নে তিনি মূলতঃ আমাদেরই অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন।

সান ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যুর পর চব্বিশটি বছর কেটে গেছে এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের বিপ্লব তত্ত্ব ও প্রয়োগ এই উভয় দিক থেকেই বিরাট অগ্রগতি লাভ করেছে এবং চীনের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত চীনের জনগণ দুটি প্রধান ও মৌলিক অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছেন ঃ

(১) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে, ব্যাপক জনসাধারণকে জাগানো ; অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকজনগণ, শহুরে পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি আভ্যন্তরীণ যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা এবং তা থেকে অগ্রসর হয়ে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ওপর ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

(২) বৈদেশিক ক্ষেত্রে, সকল দেশের জনগণের সঙ্গে এবং পৃথিবীর যে সব জাতি আমাদের সমান হিসাবে গণ্য করে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অভিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করা ; অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী স্থাপন করা, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে এবং অন্যান্য সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণী এবং ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে [illegible] আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা।

“আপনারা একটি পক্ষে ঝুঁকে পড়ছেন”। ঠিকই বলছেন। সান ইয়াৎ-সেন-এর চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আটাশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের একটি পক্ষে ঝুঁকে পড়ার শিক্ষাই দিয়েছে এবং এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে জয়লাভের জন্য এবং তাকে সুসংহত করে তোলার জন্য আমাদেরকে একটি পক্ষে ঝুঁকতেই হবে। এই চল্লিশ বছরের ও আটাশ বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যতিক্রমহীনভাবে চীনের যে কোনো ব্যক্তিকে হয় সাম্রাজ্যবাদের দিকে, না হয় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকতেই হবে। বেড়ার ওপর বসে থাকা তার চলবে না, তৃতীয় কোনো পথই নেই। সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীলেরা আমরা তাদের বিরোধিতা করি এবং তৃতীয় পথ সম্পর্কে মোহেরও আমরা বিরোধী।

“আপনারা বড়ো বেশি বিরক্তি সৃষ্টি করেন”। আমরা দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের, সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরদের সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সেকথাই বলছি, অন্যদের কারো সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এইসব প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পর্কে বিরক্তি সৃষ্টি করা বা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বিরক্তি সৃষ্টি করা হোক আর না হোক তারা যা আছে তাই থাকবে কারণ তারা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল। প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লবীদের মধ্যে আমরা যদি একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানি, যদি প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিই, বিপ্লবী বাহিনীকে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা সম্পর্কে অবহিত করি, আমাদের সংগ্রামী মনোভাবকে বাড়িয়ে তুলি এবং শত্রুর ঔদ্ধত্যকে চুরমার করে দিই একমাত্র তা হলেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত করে দিতে পারবো বা তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবো। একটা বন্য জানোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্যতম ভীরুতা দেখানোও আমাদের চলে না। চিংইয়াং পর্বতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উ সুঙ [৯] যে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তা থেকেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। চিংইয়াং পর্বতে বাঘটিকে দেখেই উ সুঙ বুঝেছিলেন ঐটি হচ্ছে একটি নরখাদক বাঘ, প্ররোচনা দেওয়া হোক আর না হোক, তা মানুষকে খাবেই। এ অবস্থায় হয় বাঘটিকে মেরে ফেলতে

হবে। আর তা না হলে বাঘই মানুষটির ঘাড় মটকাবে—এই দুটির একটি বা অন্যটি হবে।

"আমরা ব্যবসাবাণিজ্য করতে চাই।" ঠিক কথা, ব্যবসা তো করতেই হবে। যেসব দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলেরা আমাদের ব্যবসা করার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, শুধুমাত্র তাদেরই আমরা বিরোধিতা করছি, অপর কারো বিরোধিতা আমরা করি না। প্রত্যেকেরই একথা জানা উচিত, একমাত্র সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরের দল চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীলেরাই আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের পথে এবং বিদেশের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা যখন সমগ্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত করে দেবো তখন সমানাধিকার, পারস্পরিক কল্যাণ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমরা ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারব এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব।

"আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়াই জয়লাভ করা সম্ভব।" এটা হলো একটা ভ্রান্ত ধারণা। যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ টিকে রয়েছে তখন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শক্তিসমূহের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য ছাড়া একটি দেশের সত্যিকারের গণবিপ্লবের পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব এবং জয়লাভ যদি সম্ভবও হয় তবু তাকে সুরক্ষিত করা যাবে না। অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভ ও তাকে সুরক্ষিত করা সম্পর্কে বহুকাল পূর্বেই লেনিন ও স্তালিন আমাদেরকে যা বলে গেছেন তা থেকেই একথা জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উচ্ছেদ এবং জনগণের গণতন্ত্রসমূহের প্রতিষ্ঠা থেকেও একথা দেখা যায়। জনগণের চীনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও এ কথাটি খাটে। একবার ভাবুন তো! যদি সেভিয়েত ইউনিয়ন না থাকতো, ফ্যাসি-বিরোধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি জয়লাভ না হতো, জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যদি পরাজিত না হতো, যদি জনগণতন্ত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত না হতো, প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলি যদি সংগ্রামে এগিয়ে না আসতো, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, জাপান ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের জনগণ যদি তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতো—যদি এই সমস্ত ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ না ঘটতো, তাহলে যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা এখনকার তুলনায় নিশ্চয়ই অনেকগুণ বেশি হতো। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা কি জয়লাভ করতে পারতাম? স্পষ্টতঃই পারতাম না। আর জয়লাভ সম্ভব হলেও তাকে সংহত করা যেত না। চীনের জনগণের এ ধরনের প্রচুর অভিজ্ঞতাই হয়েছে। অনেক কাল আগে মৃত্যুশয্যা থেকে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন আন্তর্জাতিক বিপ্লবী

শক্তিসমূহের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন তাতে এই অভিজ্ঞতাই অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।

'ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সাহায্য আমাদের দরকার।' বর্তমানকালে এ ধরনের চিন্তা বোকামির শামিল। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা কি একটি জনগণের রাষ্ট্রকে সাহায্য করবে? এইসব দেশ আমাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করবে কেন এবং যদি ধরেই নেওয়া যায় যে ভবিষ্যতে পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে তারা আমাদের অর্থ সাহায্য করতে ইচ্ছুকও হয়, তবে কেন তারা তা করবে বলুন তো? এর কারণ হচ্ছে ঐসব দেশের পুঁজিপতিরা মুনাফা কামাতে চায়, তাদের নিজস্ব সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য তাদের ব্যাঙ্ক মালিকেরা সুদ আদায় করতে চায় ;—চীনের জনগণকে সাহায্য করার ব্যাপার তা নয়। ঐসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রগতিশীল মহলগুলো আমাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, এমন কি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতেও তাদের সরকারগুলোকে আহ্বান জানাচ্ছেন। এ হলো শুভেচ্ছা, এটাই প্রকৃত সাহায্য ; ঐসব দেশের বুর্জোয়াদের আচরণের সঙ্গে এটাকে এক করে ফেলা চলে না। তার সারা জীবনে সান ইয়াৎ-সেন অসংখ্যবার পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু হৃদয়হীন প্রত্যাখান ছাড়া তিনি আর কিছুই পাননি। তাঁর জীবনে একবারই মাত্র সান ইয়াৎ-সেন বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিলেন আর তা এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর অন্তিম ইচ্ছাপত্রের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ; তাতে তিনি জাতির প্রতি সনির্বন্ধ আবেদন জানিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা না করে "দুনিয়ার যেসব জাতি আমাদের সমান বলে গণ্য করে তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে" বলেছিলেন। ডাঃ সানের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তিনি প্রচুর ভুগেছেন, অনেক প্রতারিত হয়েছেন। তার কথাগুলো আমাদের মনে রাখা উচিত এবং আবার যাতে আমরা প্রতারিত না হই তার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রণ্টের পক্ষে রয়েছি আমরা এবং সাম্রাজ্যবাদী পক্ষ থেকে নয়, একমাত্র এই পক্ষ থেকেই আমরা যথার্থ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তার প্রত্যাশা করতে পারি।

"আপনারা একনায়কত্ববাদী"। প্রিয় ভদ্রমহোদয়েরা, আপনারা ঠিকই ধরেছেন, সত্যি সত্যিই আমরা একনায়কত্ববাদী। বিগত কয়েক দশক ধরে চীনের জনগণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তা আমাদের শিখিয়েছে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম করতেই হবে ; অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীলদের মতামত ব্যক্ত করার অধিকার কেড়ে নিতে হবে এবং একমাত্র জনগণেরই এই অধিকার থাকবে।

জনগণ কারা? চীনের বর্তমান স্তরে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, শহুরে পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীই হচ্ছেন জনগণ। শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এইসব শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তাদের নিজেদের রাষ্ট্র গঠন ও নিজেদের সরকার নির্বাচন করার জন্য; সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরের দল—জমিদারশ্রেণী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিগণ এবং ঐসব শ্রেণীর প্রতিনিধি—কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে তাদের একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য, তাদের দমন করার জন্য, তাদের কথায় ও কাজে আইনানুগ হয়ে সোজা পথে চলতে বাধ্য করার জন্য। যদি তারা কথায় ও কাজে কোনো অবাধ্যতা দেখায়, তাদের অবিলম্বে দমন করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। জনগণের মধ্যে গণতন্ত্র আচরিত হবে, তাদের কথা বলার, সমাবেশ করার, সংগঠন গড়ার এবং এই ধরনের সকল স্বাধীনতাই থাকবে। একমাত্র জনগণেরই ভোটদানের অধিকার থাকবে, প্রতিক্রিয়াশীলদের এই অধিকার থাকবে না। এই দুটো দিকের সম্মিলন—জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে একনায়কত্বই—হলো জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

এ ধরনের কাজ চালানো হবে কেন? প্রত্যেকের কাছেই কারণটি অত্যন্ত পরিষ্কার। যদি কাজ এভাবে না চালানো হয় তবে বিপ্লব ব্যর্থ হবে, জনগণকে দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং দেশটাই পরাধীন হয়ে পড়বে।

"আপনারা কি রাষ্ট্রক্ষমতার অবসান চান না?" হ্যাঁ, আমরা তা চাই; কিন্তু ঠিক এখনই নয়; এখনই তা করা যায় না। কেন? কারণ সাম্রাজ্যবাদ এখনও বেঁচে আছে, আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখনও বেঁচে আছে এবং এখনও আমাদের দেশে শ্রেণীসমূহের অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের বর্তমান কাজ হলো জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করা—প্রধানতঃ জনগণের সেনাবাহিনী, জনগণের পুলিশবাহিনী এবং জনগণের আদালতকে শক্তিশালী করা যাতে জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত হয় এবং জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। এসব শর্তগুলো পালিত হলে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীন দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলবে, একটা কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে, নয়াগণতন্ত্র থেকে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী একটি সমাজে পরিণত হবে, শ্রেণীসমূহের বিলোপ সাধিত হবে এবং মহামিলনকে বাস্তব করে তুলবে। সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, আদালতসহ রাষ্ট্রযন্ত্র হলো একটি শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে নিপীড়নের হাতিয়ার। তা হলো পরস্পর বিরোধী শ্রেণীসমূহকে নিপীড়নের হাতিয়ার; তা হচ্ছে বলপ্রয়োগ, মোটেই তা কোনো "দয়া-দাক্ষিণ্যের" ব্যাপার নয়। "আপনারা নির্দয়"। ঠিক তা-ই; প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি; প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের প্রতি আমরা সুনিশ্চিতভাবেই দয়াদাক্ষিণ্যের

নীতি অনুসরণ করবো না। একমাত্র জনগণের প্রতিই আমরা সহৃদয় ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করবো কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি বা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের প্রতি আমরা অবশ্যই এই নীতি অনুসরণ করবো না।

জনগণের রাষ্ট্র জনগণকেই রক্ষা করে। যখন এরকম একটি রাষ্ট্র জনগণের থাকে তখনই তার জাতীয় পরিসরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে, নবরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন, এবং তা হলেই সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাবকে (এই প্রভাব এখনও খুবই শক্তিশালী, আগামী দীর্ঘকাল ধরে তা অব্যাহত থাকবে এবং দ্রুত তার মূলোৎপাটনও সম্ভব নয়) ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবেন, পুরানো সমাজ থেকে পাওয়া বদভ্যাস ও ধ্যানধারণা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবেন, প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হওয়ার কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন এবং সমাজবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের দিকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলতে পারবেন।

এখানে আমরা যে পদ্ধতি গ্রহণ করি তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বমতে আনার পদ্ধতি, জোর-জবরদস্তির পদ্ধতি তা নয়। জনগণের মধ্যেকার কেউ যদি আইনভঙ্গ করেন, তাকেও শাস্তি দেওয়া হবে, জেলে পাঠানো হবে, এমন কি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতে পারে। কিন্তু তা হবে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ঘটনা মাত্র; শ্রেণীগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব প্রয়োগ করা থেকে নীতিগতভাবেই তা স্বতন্ত্র।

রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর যতক্ষণ তারা বিদ্রোহ না করবে, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত না হবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করবে—ততক্ষণ প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি এবং খোদ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদেরকেও জমি ও কাজ দেওয়া হবে যাতে তারা বেঁচে থাকতে পারে এবং শ্রমের মাধ্যমে তারা যাতে নূতন মানুষ হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। যদি তারা কাজ করতে রাজী না হয়, জনগণের রাষ্ট্র তাদের কাজ করতে বাধ্য করবে। তাদের মধ্যে প্রচার ও শিক্ষামূলক কাজকর্মও করা হবে এবং অতীতে যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছেন সেই সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যে রকম সতর্কতা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমরা প্রচার ও শিক্ষামূলক কাজকর্ম চালাতাম সেভাবেই তা চালিয়ে যাবো। ইচ্ছা হলে একেও একধরনের "সহৃদয়তার নীতি" বলে আখ্যায়িত করতে পারেন; কিন্তু এই নীতি আমরা প্রয়োগ করছি শত্রুশ্রেণীসমূহ থেকে আগত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। বিপ্লবী জনগণের মধ্যে আত্মোন্নতির শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমরা যে কাজকর্ম করে থাকি— তার সাথে কোনোমতেই একে একে করে দেখা চলে না।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের

রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের এভাবে নূতন করে গড়ে তোলার কাজটি করা সম্ভব। এই কাজটি সুসম্পন্ন হওয়ার পরই চীনের প্রধান প্রধান শোষক শ্রেণীসমূহ, জমিদারশ্রেণী ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী (একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণী) চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখনও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে যাবে; বর্তমান স্তরেই সেই শ্রেণীর বহুলোকের মধ্যে আমরা সঠিক শিক্ষামূলক কাজ অনেকখানি চালিয়ে যেতে পারি। সমাজতন্ত্র রূপায়ণের সময় যখন আসবে অর্থাৎ যখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পসংস্থাগুলোও জাতীয়করণ করা হবে তখন ঐসব লোকদের শিক্ষাদানের এবং নূতন করে তাদের গড়ে তোলার কাজে আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাবো। জনগণের হাতে থাকবে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের বিদ্রোহের ভয় করার কোনো কারণই জনগণের থাকবে না।

কৃষকদের শিক্ষার সমস্যা হচ্ছে একটি গুরুতর সমস্যা। কৃষি অর্থনীতি বিক্ষিপ্ত বলে কৃষিব্যবস্থার সমাজতন্ত্রীকরণের কাজ, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য একটি কাজই হবে। কৃষির সমাজতন্ত্রীকরণ ছাড়া, পরিপূর্ণ ও সুসংহত সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। কৃষিতে সমাজতন্ত্রীকরণ করতে হলে রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূল মেরুদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে [১০] আমাদের শক্তিশালী শিল্প ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে কৃষিতে গৃহীত সেই ধাপগুলিকে সুসমন্বিত করে তুলতে হবে। শিল্পায়ণের সমস্যাগুলিকে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে সমাধান করবে। যেহেতু পুংখানুপুংখভাবে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হচ্ছে না, তাই এখানে এই বিষয় নিয়ে আর সবিশেষ বলছি না।

১৯২৪ সালে কুওমিনতাঙের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে একটি বিখ্যাত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়; ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন নিজে এই কংগ্রেসের নেতৃত্ব করেন এবং কমিউনিস্টরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়ঃ

> আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তা সাধারণতঃ বুর্জোয়াশ্রেণীকেই একচেটিয়া সম্পত্তি এবং তা সাধারণ মানুষকে নিপীড়নের নিছক একটি যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে, কুওমিনতাঙ গণতন্ত্রের যে মূলনীতির কথা বলে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারণ মানুষেরই সম্পত্তি, মুষ্টিমেয় লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তা নয়।

কে কাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই প্রশ্ন বাদ দিয়ে বিচার করলে এখানে যে গণতন্ত্রের নীতির কথা বলা হয়েছে, আমরা যাকে জনগণের গণতন্ত্র বা নয়া গণতন্ত্র বলে থাকি তার সাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে তা সুসঙ্গতিপূর্ণ। এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা

যা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি এবং যা বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে না—এর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বটি যুক্ত করে দিলেই আমরা পাই জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

চিয়াং কাই-শেক সান ইয়াৎ-সেন-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারশ্রেণীর একনায়কত্বকে চীনের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নিপীড়ন চালাবার একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বাইশ বছর ধরে এই একনায়কত্ব চলে এসেছে এবং সম্প্রতি আমাদের নেতৃত্বে চীনের জনগণ তার উচ্ছেদ সাধন করেছেন।

যেসব বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলেরা আমরা "একনায়কত্ব" চালু করছি কিংবা "সর্বগ্রাসী স্বেচ্ছাতন্ত্র" কায়েম করছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, তারা কিন্তু ঠিক এই কাজটাই করে চলেছে। তারা এই একনায়কত্ব বা সর্বগ্রাসী স্বেচ্ছাতন্ত্রকে ব্যবহার করেছে একটি শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অন্যান্য অংশের উপর শাসন চালাবার জন্য। সাধারণ মানুষকে নিপীড়নকারী বলে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের যে বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা সান ইয়াৎ-সেন বলেছিলেন—এরা হলো ঠিক সেই লোকেরা। আর এই প্রতিক্রিয়াশীল বদমায়েশদের কাছ থেকেই চিয়াং কাই-শেক তার প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্বের পাঠ গ্রহণ করেছেন।

সুঙ বংশের রাজত্বকালে চু সি নামে একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি বহু বইপত্র লিখেছিলেন, এমন অনেক কথা তিনি লিখে গেছেন যা আজ মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে কিন্তু তার একটি মন্তব্য আজও মানুষের মনে রয়েছে। তিনি বলে গেছেন, "একজন লোক তোমার প্রতি যেমন ব্যবহার করবে, তুমিও তার প্রতি তেমন ব্যবহারই করো।"[১১] আমরা ঠিক এই কাজটিই করছি; সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের আজ্ঞাবাহী কুকুরের দল চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াশীলেরা আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করে এসেছে আমরা তাদের প্রতি ঠিক সেই ব্যবহারই করছি। এই হচ্ছে আসল কথাটি।

বৈপ্লবিক একনায়কত্ব এবং প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্ব চরিত্রগতভাবে বিপরীতধর্মী, তা সত্ত্বেও প্রথমটি দ্বিতীয়টির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাগ্রহণ খুবই গুরত্বপূর্ণ। প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে শাসন চালাবার এই পদ্ধতি বিপ্লবী জনগণ যদি আয়ত্ত না করেন তবে তারা তাদের রাষ্ট্রক্ষমতাই বজায় রাখতে পারবেন না, দেশীয় ও বিদেশী প্রতিক্রিয়া তাদের ঐ ক্ষমতাকেই উচ্ছেদ করে দেবে এবং চীনে আবার তাদের শাসন কায়েম করবে এবং বিপ্লবী জনগণের জীবনে এক দারুণ বিপর্যয় নেমে আসবে।

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক জনসাধারণ

ও শহুরে পেটিবুর্জোয়াদের একটি মৈত্রীবন্ধন এবং প্রধানতঃ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক জনগণের মৈত্রীর ওপরই তা প্রতিষ্ঠিত। কারণ এই দুটি শ্রেণীই হচ্ছে চীনের জনসাধারণের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। সাম্রাজ্যবাদ ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীদের উচ্ছেদ সাধনে এই দুটি শ্রেণীই হচ্ছে প্রধান শক্তি। নয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ মুখ্যতঃ এই দুটি শ্রেণীর মৈত্রীর ওপরই নির্ভর করছে।

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র শ্রেণী যা হচ্ছে সবচেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ এবং সবচেয়ে আপোসহীন বিপ্লবী। বিপ্লবের সমগ্র ইতিহাসই একথা প্রমাণ করেছে যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হয় এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব থাকলে বিপ্লব সফল হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে কোনো দেশেই অন্য কোনো শ্রেণীর নেতৃত্বে সত্যিকারের বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। চীনের পেটিবুর্জোয়া ও বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বহু বিপ্লবের ব্যর্থতাই এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বর্তমান স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের সর্বাপেক্ষা হিংস্র শত্রু সাম্রাজ্যবাদ এখনও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনুপাতের দিক থেকে চীনের আধুনিক শিল্প জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই, তবু প্রাপ্ত কিছু কিছু তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা গেছে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের আগে জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদনের সামগ্রিক মূল্যের প্রায় শতকরা দশভাগ মাত্র ছিল আধুনিক শিল্পজাত উৎপাদন। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়িন প্রতিরোধ করার জন্য এবং পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতীয় অর্থনীতি জনগণের জীবন-জীবিকার পক্ষে ক্ষতিকর নয় বরং হিতকর, শহর ও গ্রামের এমন পুঁজিবাদের সবগুলো উপাদানকে চীনের সদ্ব্যবহার করতেই হবে এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়েই আমাদের সাধারণ সংগ্রাম চালাতে হবে। আমাদের বর্তমান নীতি হলো পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার উচ্ছেদ সাধন করা নয়। কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না, তাই রাষ্ট্র পরিচালনাতেও তাকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে দেওয়া চলে না। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান থেকেই তার দুর্বলতার উদ্ভব ;তাদের দূরদৃষ্টি ও যথেষ্ট সাহসের অভাব রয়েছে এবং তাদের অনেকের মধ্যেই জনগণ সম্পর্কে ভয় রয়েছে।

সান ইয়াৎ-সেন "জনগণকে জাগানোর" অথবা "কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য করার" কথা বলেছিলেন। কিন্তু কে তাদের "জাগাবে" আর কেই বা তাদের "সাহায্য করবে"? সান ইয়াৎ-সেন মনে মনে পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু আসলে এদের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। সান ইয়াৎ-সেন-

এর নেতৃত্বে পরিচালিত চল্লিশ বছর ব্যাপী বৈপ্লবিক অভিযান ব্যর্থ হলো কেন? তার কারণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের যুগে পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে যথার্থ কোন বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়!

আমাদের আটাশ বছর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি অনুসরণকারী এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি সুশৃঙ্খল পার্টি ; এ ধরনের একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্যবাহিনী ; এ ধরনের একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন সকল বিপ্লবীশ্রেণী ও সকল বিপ্লবী গোষ্ঠীর একটি যুক্তফ্রন্ট—এই তিনটি প্রধান অস্ত্রের সাহায্যেই আমরা শত্রুকে পরাজিত করেছি। আমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে এইগুলিই আমাদের স্বাতন্ত্র্যদান করেছে। এইগুলির ওপর নির্ভর করেই আমরা মূলগতভাবে বিজয় অর্জন করেছি। আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা এগিয়ে এসেছি। আমাদের পার্টির মধ্যেকার দক্ষিণ ও "বাম" এই উভয়বিধ সুবিধাবাদী বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। যখনই এই তিনটি বিষয়ে আমরা গুরুতর কোনো ভুল করেছি তখনই বিপ্লব পিছিয়ে পড়েছে। ভুলভ্রান্তি ও বাধাবিপত্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই আমরা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছি এবং আমাদের কাজকর্মগুলো অনেক ভালোভাবে সমাধান করতে পেরেছি। কোনো রাজনৈতিক পার্টি বা ব্যক্তির পক্ষে একেবারে কোনো ভুলভ্রান্তি না করা খুবই কঠিন, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে ভুলভ্রান্তি খুবই কম হয়। ভুল হলে আমাদের উচিত তা শুধরে নেওয়া এবং যতো তাড়াতাড়ি এবং একাগ্রভাবে তা করা হবে ততোই মঙ্গল।

সংক্ষেপে, আমাদের অভিজ্ঞতাকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করলে তা দাঁড়ায় ঃ শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, (কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের সঙ্গে একমন-একপ্রাণ হয়ে ঐক্যস্থাপন করবে। এই হচ্ছে আমাদের মূলসূত্র, আমাদের মুখ্য অভিজ্ঞতা, আমাদের প্রধান কর্মসূচী।

আমাদের পার্টির জীবনের আটাশ বছর একটি দীর্ঘ সময়, এর মধ্যে আমরা শুধু একটি কাজই সমাধা করতে পেরেছি—বৈপ্লবিক সংগ্রামে আমরা মূলগতভাবে বিজয়ী হয়েছি। তা বিজয় উৎসব করার মতোই ঘটনা, কারণ এ হচ্ছে জনগণের জয়, কারণ এ হচ্ছে চীনের মতো বিরাট একটি দেশের অর্জিত জয়। কিন্তু এখনও আমাদের সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে ; একটা পথ পরিক্রমার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলা যায়, আমাদের অতীতের সম্পাদিত কাজ দশ হাজার মাইল সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার দিকে প্রথম একটি পদক্ষেপ মাত্র। শত্রুর অবশিষ্টাংশকে এখনও আমাদের

নিশ্চিহ্ন করতে হবে। অর্থনৈতিক গঠনকর্মের দুরূহ কর্তব্য রয়েছে আমাদের সামনে। যেসব কাজ আমরা ভালো করে জানি তার কটিকে তাড়াতাড়ি একপাশে সরিয়ে রেখে যেগুলো আমরা ভালোভাবে জানি না তা করতে আমরা বাধ্য হবো। এর মানেই হচ্ছে বাধাবিপত্তি। আমরা আমাদের অর্থনীতিকে গুছিয়ে চালাতে পারবো না—সাম্রাজ্যবাদীরা এই দুরাশাই করছে; আমাদের বিপর্যয় দেখার জন্যই তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম আমরা করবোই, আমরা যা জানি না তা আমরা শিখে নেবোই। যারা জানেন তাদের সকলের কাছ থেকেই আমাদের অর্থনৈতিক কাজকর্ম শিখে নিতে হবে, তা তারা যে কেউই হোন না কেন, শিক্ষক হিসাবেই তাদেরকে আমাদের মান্য করতে হবে, শ্রদ্ধাভরে একাগ্রতার সঙ্গে তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। যা জানি না আমরা তা জানার ভান করবো না। আমলাতান্ত্রিক ভাবসাব আমরা দেখাবো না। কোন একটা বিষয় নিয়ে যদি আমরা একান্তভাবে লেগে থাকি, মাসের পর মাস, এক দুই তিন বা পাঁচ বছর যদি আমরা তা নিয়ে পড়ে থাকি, তা হলে শেষ পর্যন্ত আমরা তা আয়ত্ত করতে পারবোই পারবো। প্রথম দিকে সোভিয়েত কমিউনিস্টদের কেউ কেউ অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিচালনায় তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেননি এবং সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের ব্যর্থতার জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি বিজয়ী হয়েই বের হয়ে আসে এবং লেনিন ও স্তালিনের পরিচালনাধীন শুধু বিপ্লব পরিচালনা করতেই তা শিখে নিয়েছিল তা নয়, কিভাবে নির্মাণকার্য সম্পাদন করতে হয় তাও তা শিখে নিয়েছিল। তা সুমহান ও চমৎকার একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই গড়ে তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতি দুইই আমাদের অনুকূলে; জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের হাতিয়ারের উপর আমরা পুরো আস্থাই রাখতে পারি, প্রতিক্রিয়াশীলদের বাদ দিয়ে সমগ্র দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারি এবং পারি আমাদের লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে।

টীকা

১। মহামিলনের জগৎ বলেও তা পরিচিত। সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রেণীশোষণ ও নিপীড়নের থেকে মুক্ত চীনা জনগণের দীর্ঘ বাঞ্ছিত একটি মহান আদর্শ সমাজের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। মহামিলনের জগৎ বলতে এখানে সাম্যবাদী সমাজকেই বোঝানো হচ্ছে।

২। লেনিন ঃ **"বামপন্থী" কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা,** দ্বিতীয় অধ্যায়। লেনিন বলেছেন ঃ "প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে মোটামুটিভাবে চল্লিশের থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত, দীর্ঘকালব্যাপী রাশিয়ায় অগ্রসর চিন্তাবিদেরা প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের বর্বর এবং তুলনারহিত নিপীড়নের মধ্যেও সঠিক বিপ্লবীতত্ত্বের জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। বিস্ময়কর শ্রমশীলতা ও একাগ্রতা নিয়ে এক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি "শেষ কথা"র প্রতি তারা লক্ষ্য রেখেছিলেন। একমাত্র সঠিক বিপ্লবীতত্ত্ব মার্কসবাদকে রুশ দেশ পেয়েছিল সুকঠোর **যন্ত্রণার** মধ্য দিয়ে, অর্ধশতাব্দী ধরে তুলনাহীন নির্যাতন ও ত্যাগ, অতুলনীয় বৈপ্লবিক সাহসিকতা, অবিশ্বাস্য উদ্যম, একনিষ্ঠ অনুসন্ধান, অধ্যয়ন, বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হতাশা, প্রয়োগ-প্রামাণ্যতা এবং ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার তুলনার মধ্য দিয়ে।"

৩। আফিম রপ্তানীর পথে চীনের জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ব্রিটেন ১৮৪০-৪২ সালে কোয়ানতুং প্রদেশ ও চীনের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার অছিলায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। কোয়ানতুং প্রদেশে লিন সে-সু-র নেতৃত্বে চীনের সেনাদল একটি প্রতিরোধ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

৪। হুঙ হিউ-চুয়ান (১৮১৪-৬৪) জন্মেছিলেন কোয়ানতুং প্রদেশে ;তিনি ছিলেন উনিশ শতকের মধ্যভাগে একটি বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধের নেতা। ১৮৫১ সালে কোয়াংসি প্রদেশে তিনি একটি গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করেন এবং তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। বহু প্রদেশ এই রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তা চোদ্দ বছর ধরে চিং রাজবংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল। ১৮৬৪ সালে এই বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং হুঙ শিউ-চুয়ান বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন।

৫। কাঙ য়ু-উয়েই (১৮৫৮-১৯২৭) ছিলেন কোয়ানতুং প্রদেশের নানহাই জেলার লোক। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের হাতে চীনের পরাজয়ের পরের বছর ১৮৯৫ সালে রাজকীয় পরীক্ষার তৃতীয় পর্যায়ের তেরশত পরীক্ষার্থীর একটি বাহিনী নিয়ে তিনি পিকিংয়ে উপস্থিত হন এবং সম্রাট কোয়াং সু-র কাছে "দশ হাজার শব্দ সম্বলিত" একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। তাতে তিনি "সাংবিধানিক সংস্কার ও আধুনিকীকরণের" প্রার্থনা জানান, দাবী করেন স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে পরিণত করা হোক। ১৮৯৮ সালে সংস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কাঙ য়ু-উয়েই, তান সে-তুঙ, লিয়াং চি-চাও এবং অন্যান্য কজনকে সম্রাট তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। পরে বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সি-ঝানু প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মুখপাত্রী হয়ে আবার শাসনভার নিজহাতে গ্রহণ করেন এবং সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। কাঙ য়ু-উয়েই ও লিয়াং চি-চাও বিদেশে পালিয়ে যান। 'সম্রাট-সংরক্ষক পার্টি' নামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক উপদল গড়ে তুলে বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের মুখপাত্র সান ইয়াৎ-সেন-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। কাঙ-এর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে **কনফুসীর উপদেশাবলীর চিরায়ত রচনায় জালিয়াতির আমদানী, সংস্কারক কনফুসিয়াস এবং তা তুঙ-শু বা মহামিলনের গ্রন্থ।**

৬। ইয়েন ফু (১৮৫৩-১৯২১) ছিলেন ফুকিয়েন প্রদেশের ফুচাওয়ের অধিবাসী।

ব্রিটেনের একটি নৌ-শিক্ষা কেন্দ্রে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রবর্তনের এবং চীনের আধুনিকীকরণের দাবী জানান। তিনি টি এইচ হাক্সলির- **ইভল্যুশন এ্যাণ্ড এথিকস্**, অ্যাডাম স্মিথ-এর **দি ওয়েলথ অফ নেশানস্**, জে এস মিল-এর **সিস্টেম অফ লজিক**, মন্তেস্ক-এর **লা স্পিরিট দ্য লোই** এবং অন্যান্য যেসব গ্রন্থের অনুবাদ করেন তা চীনে ইউরোপীয় বুর্জোয়া চিন্তাধারা প্রসারের বাহন হয়ে দাঁড়ায়।

৭। চীনের স্বৈরতান্ত্রিক রাজবংশসমূহের রাজত্বকালে প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি। সামন্ত শাসকশ্রেণী জনগণকে শাসন করার জন্যে কর্মচারী বাছাই করার ও বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভিত করার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করতো। সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত এই পদ্ধতি বহাল ছিল।

৮। ১৯১১ সালের চিং রাজবংশের স্বৈরাচারী শাসনের উচ্ছেদ করে দেয়। ঐ বছরের ১০ই অক্টোবর, নূতন সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবী সংস্থাসমূহের প্রেরণায় উচাঙয়ে একটি অভ্যুত্থান ঘটায়। তারপর অন্যান্য প্রদেশেও এই অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্পকালের মধ্যেই চিং বংশের রাজত্ব ভেঙ্গে পড়ে। ১৯১২ সালের ১লা জানুয়ারী নানকিংয়ে চীন প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় এবং সান ইয়াৎ-সেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বুর্জোয়াশ্রেণী, কৃষক, শ্রমিক এবং শহুরে পেটিবুর্জোয়াদের মৈত্রীর মধ্য দিয়ে বিপ্লব সাফল্যলাভ করেছিল। কিন্তু যে গোষ্ঠীটি বিপ্লব পরিচালনা করে তারা ছিল চরিত্রগত দিক থেকে আপোসমুখী ; তারা কৃষকদের জন্য যথার্থ হিতকর কিছু করতে ব্যর্থ হয়, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী শক্তিসমূহের চাপের কাছে তারা নতিস্বীকার করে। রাষ্ট্রশক্তি উত্তরাঞ্চলে সশস্ত্র সামন্ত প্রভু ইউয়ান শী-কাই-এর করতলগত হয়ে পড়ে এবং বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যায়।

৯। উ সুঙ হচ্ছেন **শুই হু চুয়ান** বা **জলাভূমির বীরবৃন্দ** নামক উপন্যাসের একজন নায়ক। তিনি চিংইয়াং পর্বতে খালি হাতে এক বাঘকে মেরে ফেলেছিলেন। ঐ বিখ্যাত উপন্যাসের এটি অন্যতম একটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাহিনী।

১০। কৃষির সমাজতন্ত্রীকরণ এবং দেশের শিল্পায়ণের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে জানার জন্য ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক, পৌরাঞ্চলীয় ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলসমূহের কমিটিগুলির সম্পাদকদের সম্মেলনে কমরেড মাও সে-তুঙের প্রদত্ত **কৃষি সমবায় সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে** শীর্ষক রিপোর্টের সপ্তম ও অষ্টম অনুচ্ছেদ দেখুন। এই রিপোর্টে কমরেড মাও সে-তুঙ সোভিয়েত অভিজ্ঞতা এবং আমাদের বাস্তব প্রয়োগলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে— কৃষির সমাজতন্ত্রীকরণকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ণের সঙ্গে কদম মিলিয়ে অগ্রসর হওয়া চাই এই তাত্ত্বিক বক্তব্যের বিরাট বিকাশ সাধন করেন।

১১। **কনফুসিয়ান ডক্ট্রিন অফ দি মীন** (কনফুসীয় মধ্যপন্থার তত্ত্ব) গ্রন্থের চু সি রচিত ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে।

মোহ ঝেড়ে ফেলুন, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৯

চীন-আমেরিকান সম্পর্ক বিষয়ক আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রদপ্তরের শ্বেতপত্র এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের কাছে প্রেরিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী একিসন-এর ব্যাখ্যান-পত্র (লেটার অফ ট্রান্সমিটাল)[১] যে ঠিক এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছে এটা মোটেই অভাবনীয় কিছু নয়। এই দলিলগুলির প্রকাশনা থেকে চীনের জনগণের বিজয় এবং সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ই প্রতিভাত হয়ে উঠছে, এর মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়ই প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা অনতিক্রম্য আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, আর তাই সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে নেমে এসেছে বিষন্নতার ঘন কৃষ্ণছায়া।

সামাজ্যবাদ নিজের পতনের অবস্থা নিজেই সৃষ্টি করেছে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশসমূহের বিশাল জনগণের জাগরণ এবং খোদ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনগণের জাগরণই এই অবস্থার পটভূমি রচনা করেছে। সাম্রাজ্যবাদই সারা দুনিয়ার বিশাল জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের অবসানের মহান সংগ্রামের ঐতিহাসিক যুগে ঠেলে এনেছে।

সাম্রাজ্যবাদই বিশাল জনগণের সংগ্রামের বৈষয়িক এবং নৈতিক ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

এই প্রবন্ধ এবং তার পরবর্তী চারটি প্রবন্ধ "বিদায়, লিটন স্টুয়ার্ট!", "শ্বেতপত্র নিয়ে আলোচনা প্রয়োজনীয় কেন"? "মিত্রতা না আগ্রাসন" এবং "ইতিহাসের ভাববাদী ধারণার দেউলিয়াপণা"—এই সংবাদ-ভাষ্যমূলক নিবন্ধগুলি কমরেড মাও সে-তুঙ নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রকাশিত শ্বেতপত্র ও ডীন একিসন-এর 'ব্যাখ্যান-পত্র' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রচনা করেছিলেন। চীনের প্রতি গৃহীত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের নীতির স্বরূপ এই নিবন্ধগুলিতে উদঘাটিত করে দেওয়া হয়েছিল, চীনের কোনো কোনো বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী মহলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে মোহ পোষণ করা হচ্ছিলো তার সমালোচনা করা হয়েছিল এবং চীনের বিপ্লবের অগ্রাভিযানের হেতু ও তার বিজয়ের কারণ সম্পর্কে একটি তত্ত্বগত বক্তব্য এ নিবন্ধগুলিতে উপস্থিত করা হয়েছিল।

বৈষয়িক ভিত্তি রচিত হয়েছে কলকারখানা, রেলপথ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, গোলন্দাজবহর ও ইত্যাকার বিষয়গুলি নিয়ে। চীনের গণমুক্তিফৌজের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান অস্ত্রশস্ত্র এসেছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে, কিছু কিছু এসেছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে এবং মাত্র কিছু হচ্ছে আমাদের নিজেদের নির্মিত।

১৮৪০ সালে [২] চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আগ্রাসনের পর এসেছে চীনের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রবাহিনীর [৩] আক্রমণাত্মক যুদ্ধ, ফরাসীদের [৪], জাপানের [৫] এবং আটটি দেশের [৬] (ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জারতন্ত্রী রাশিয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও অষ্ট্রিয়ার) সম্মিলিত বাহিনীর আগ্রাসী যুদ্ধ, চীনের ভূখণ্ডে জাপান ও জারতন্ত্রী রাশিয়ার মধ্যেকার যুদ্ধ[৭], ১৯৩১ সাল থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব চীনে চীনের বিরুদ্ধে জাপানী আগ্রাসী যুদ্ধ, ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে সমগ্র চীনের বিরুদ্ধে জাপানের আগ্রাসী যুদ্ধ এবং দীর্ঘ আট বছর ধরে পরিচালিত অব্যাহত সেই যুদ্ধ, এবং সর্বশেষে চীনের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে এসেছে সাম্প্রতিকতম এই আগ্রাসী অভিযান যা গত তিন বছর ধরে প্রত্যক্ষতঃ চিয়াং কাই-শেক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে এসেছে বলে মনে হয়েছে বটে কিন্তু বাস্তবে যা চালিয়ে এসেছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। একিসন-এর লিখিত পত্রে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বিগত এই যুদ্ধে কুওমিনতাঙ সরকারকে তার বাজেটের "অর্থ বরাদ্দের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক" পরিমিত অর্থ বৈষয়িক সাহায্য হিসাবে যুগিয়ে এসেছে, "চীনের সৈন্যবাহিনীকে" (অর্থাৎ কুওমিনতাঙ সৈন্যবাহিনীকে) "অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে এসেছে ও সামরিক মালপত্র যুগিয়ে এসেছে।" এটা হচ্ছে এমন এক যুদ্ধ যাতে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছে টাকাকড়ি ও কামান-বন্দুক এবং চিয়াং কাই-শেক সরবরাহ করেছেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে যুদ্ধ করার এবং চীনের জনগণকে জবাই করার জন্য লোক-লস্কর। এই সমূহ আগ্রাসী যুদ্ধাভিযান এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও নিপীড়িন একত্রিত হয়ে চীনের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে, তাদের হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে "এসব কেন হচ্ছে?" তাদের সমস্ত বৈপ্লবিক প্রেরণাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে এবং তাদেরকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে। তারা লড়েছেন, হেরে গেছেন, আবার লড়েছেন, আবার ব্যর্থ হয়ে গেছেন এবং আবার লড়েছেন—এভাবে ১০৯ বছর ধরে তারা অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন, ছোটো বড়ো শতশত সহস্র সহস্র সামরিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকও সাংস্কৃতিক, রক্তস্নাত ও রক্তপাতহীন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছেন এবং একমাত্র তারপরই তারা আজকের এই মূলগত বিজয়

অর্জন করেছেন। এই নৈতিক পরিস্থিতিগুলির সৃষ্টি না হলে বিপ্লব বিজয়ী হতে পারতো না।

আগ্রাসনের লক্ষ্য সাধনের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ চীনে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের মুৎসুদ্দী ব্যবস্থাটি সৃষ্টি করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চীনের সামাজিক অর্থনীতিকে সমূলে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল এবং সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত পক্ষের শক্তি—চীনের জাতীয় শিল্প ও বুর্জোয়াশ্রেণী, বিশেষ করে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদীগণ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে চীনা শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। আগ্রাসনের লক্ষ্য সাধনের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ অসম মূল্যের বিনিময়ের মাধ্যমে চীনের কৃষক জনগণকে শোষণ করে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল এবং এভাবে চীনের গ্রামীণ জনসমষ্টির শতকরা ৭০ভাগকে নিয়ে শত শত কোটি গরীব কৃষকের বিশাল বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। আগ্রাসনের লক্ষ্যসাধনের জন্যই সাম্রাজ্যবাদ চীনে ছোটো ও বড়ো নূতন এক ধরনের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি করেছিল—অতীতের পুরানো ধরনের **পণ্ডিতদের** তথা স্বৈরাচারী বিদ্যাবাগীশদের চেয়ে যারা ছিলেন ভিন্ন রকমের। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য চীনের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারসমূহ এই বুদ্ধিজীবীদের সামান্য একটি অংশকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল এবং শেষ পর্যন্ত হু শী[৮], ফু জে নিয়েন এবং চিয়েন মূ-এর মতো বুদ্ধিজীবীদের মুষ্টিমেয় একটি অংশকেই শুধু তারা সপক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছিল; আর সকলেই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, লেখক, শিল্পী, ও সরকারী কর্মচারী এরা সকলেই কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন অথবা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিচ্ছেন। কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে গরীব মানুষের পার্টি এবং কুওমিনতাঙ ব্যাপকভাবে সর্বত্র এই পার্টিকে এমন এক দল লোক বলে প্রচার করে বেড়ায় যাদের কাজই হচ্ছে খুন ও অগ্নিসংযোগ করা, ধর্ষণ ও লুটপাট করা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে দেওয়া, মাতৃভূমির অপযশ ঘটানো, যাদের সন্তান বাৎসল্য বা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বলতে কিছুই নেই এবং যারা কোনো যুক্তির ধার ধারে না, যারা যৌথভাবে সম্পদ নারীসম্ভোগ করে এবং সামরিক কৌশল হিসাবে "মানব সমুদ্রের" কায়দা গ্রহণ করে—সংক্ষেপে, এরা হচ্ছে এমন এক বর্বর দানবগোষ্ঠী যারা করতে পারে না এমন কোনো অপকর্মই নেই এবং যারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অপরাধী। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, এই দঙ্গলটিই বুদ্ধিজীবী ও তরুণ ছাত্রগণসহ শত শত কোটি জনগণের সমর্থন অর্জন করেছে।

বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ এখনও অপেক্ষা করে দেখতে চান। তাঁরা ভাবছেন ঃ

কুওমিনতাঙ ভালো নয় ঠিকই, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিও তেমন ভালো কিছু নয়, কাজেই আমরা বরং খানিকটা অপেক্ষা করে দেখি অবস্থাটা কী দাঁড়ায়। এদের অনেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে মুখে সমর্থন জানান কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা অপেক্ষা করেই দেখতে চান। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এখনও যাদের মোহ রয়েছে এরা হচ্ছেন সেই লোকজনেরা। ক্ষমতাসীন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং ক্ষমতার গদীতে আসীন নন যে আমেরিকান জনগণ—এই দুয়ের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানতে চান না। এরা সহজেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের মিষ্টকথায় তুষ্ট হয়ে যান। যেন এই সাম্রাজ্যবাদীরা কঠোর কঠিন, দীর্ঘ সংগ্রাম ছাড়াই সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে চীনের জনগণের প্রতি আচরণ করবে। ওদের মাথায় এখনও বহু প্রতিক্রিয়াশীল তথা জনবিরোধী ধ্যানধারণাই রয়ে গেছে কিন্তু কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদী এরা নন। এরা হচ্ছেন মধ্যপন্থী বা চীনের জনগণের এরা হচ্ছেন দক্ষিণপন্থী। একিসন "গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের" সমর্থক বলে এদেরকেই অভিহিত করেছেন। এখনও চীনে একিসন-এর শঠ ছলাকলার এই অন্তঃসারশূন্য সমাজভিত্তিটি রয়ে গেছে।

একিসন-এর শ্বেতপত্রে কবুল করা হয়েছে চীনের বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা কী করবে তা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা আদৌ ভেবে পাচ্ছে না। কুওমিনতাঙ এমনি অপদার্থ যে, কোনো পরিমাণ সাহায্য দিয়েই আর তাকে অনিবার্য ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা যাবে না; সমস্ত ব্যাপারের ওপর থেকেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জা আলগা হয়ে আসছে এবং ওরা একদম অসহায় হয়ে পড়েছে। একিসন তার ব্যাখ্যান-পত্রে বলেছেন :

> দুর্ভাগ্যজনক অথচ অপ্রতিরোধ্য বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে চীনের গৃহযুদ্ধের এই অশুভ পরিণতি ছিল আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তার ক্ষমতার যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে থেকে এই দেশ এমন যা কিছু করেছে বা করতে পেরেছে তাতে এই পরিণতিকে ঠেকানো যায় না; এই দেশ যা করেনি তাতে করেই এটা ঘটেছে। এই পরিণতি চীনের সেই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলিরই সৃষ্টি যে শক্তিগুলিকে আমরা প্রভাবিত করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি।

যুক্তিধারা অনুসরণ করলে একিসনের সিদ্ধান্ত তো সেইসব অপরিচ্ছন্নমস্তিষ্ক চীনা বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা ও কথা অনুযায়ী "সেই যে কসাইটি হাতের ছুরিকা ফেলে দিয়েই তৎক্ষণাৎ একজন বুদ্ধদেব বনে গিয়েছিল" বা "সেই যে দস্যুটির হৃদয় রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং সে একজন পরম ধার্মিক বনে গিয়েছিল" তার মতোই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ তার উচিত কাজ হতো জনগণের

চীনের সঙ্গে সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণের ভিত্তিতে আচরণ করা এবং সর্বপ্রকার গণ্ডগোল পাকানো বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু না, একিসন বলেছেন, গোলমাল পাকানো চলতেই থাকবে এবং নিশ্চিন্তভাবেই তা চালানো হবে। তাতে কোনো ফল হবে কি? তিনি বলেছেন—হবে। তিনি কী ধরনের লোকজনদের ওপর নির্ভর করবেন? তিনি নির্ভর করবেন "গণতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের" সমর্থকদের ওপর। একিসন বলেছেন ঃ

> ...শেষ পর্যন্ত চীনের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতা ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিসাতন্ত্র্যবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই এবং তা বিদেশী জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেই। আমার মনে হয়, এই লক্ষ্যসাধনে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ক্রিয়াশীল চীনের এমন সকল ঘটনাধারাকে আমাদের উৎসাহিত করে চলাই উচিত কাজ হবে।

জনগণের যুক্তিধারার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্তিধারার কতো পার্থক্য! গোলমাল করো, ব্যর্থ হলে আরো গোলমাল করো, আবার ব্যর্থ হলে...এভাবে তাদের বিনাশকাল পর্যন্ত তার গোলমাল চালিয়ে যাবেই; জনগণের লক্ষ্যের মোকাবিলা করার সময় এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের এবং দুনিয়ার তাবৎ প্রতিক্রিয়াবাদীদের যুক্তিধারা আর কস্মিনকালেও তারা এটার বিরুদ্ধে যাবে না। এটি হচ্ছে মার্কসবাদী একটি নিয়ম। আমরা যখন বলি "সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে হিংস্র", আমরা বোঝাতে চাই তার স্বভাব কোনোকালে বদলাবে না, সাম্রাজ্যবাদীরা কোনোকালেই তাদের কসাইয়ের ছুরিকাটি ফেলে দেবে না, মরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনোকালেই তারা বুদ্ধদেব বনে যাবে না।

লড়াই করো, ব্যর্থ হলে আবার লড়াই করো, আবার ব্যর্থ হলে আবার লড়াই করো...জয়লাভ না করা পর্যন্ত লড়াই করে যাও; এই হচ্ছে জনগণের যুক্তিধারা এবং তারাও কোনোকালেই এই যুক্তিধারার বিরুদ্ধে যাবে না। এটি হচ্ছে অন্য আরেকটি মার্কসবাদী নিয়ম। রুশ জনগণের বিপ্লব এই নিয়ম অনুসরণ করে এসেছে এবং চীনের জনগণের বিপ্লবও তাই করেছে।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম হয়, কিছু কিছু শ্রেণী বিজয়ী হয়, অন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই হচ্ছে ইতিহাস, হাজার বছর ধরে এই হচ্ছে সভ্যতার ইতিহাস। ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাববাদ।

আত্মসমালোচনার পদ্ধতিটি অনুসৃত হতে পারে একমাত্র জনগণের নিজেদের ক্ষেত্রে; সাম্রাজ্যবাদীদের এবং চীনের প্রতিক্রিয়াবাদীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সহৃদয় করে তোলা এবং কুপথ থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের গণমুক্তিযুদ্ধ ও কৃষিবিপ্লবের মতো সংগ্রাম গড়ে তুলে ও শক্তিসমাবেশ

করে সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস উন্মোচিত করে দেওয়া, তাদের "উত্যক্ত করে তোলা",[৯] উচ্ছেদ করে দেওয়া, আইন-বিগর্হিত অপরাধের জন্য তাদের শাস্তিদান করা এবং "তাদের সোজা পথে ভালোভাবে চলতে বাধ্য করা এবং কথায় ও কাজে তাদের অদম্য হতে না দেওয়া"—এই হচ্ছে একমাত্র পথ। একমাত্র তা হলেই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমতা ও পারস্পরিক মঙ্গলের ভিত্তিতে চলার প্রত্যাশা করা চলে। একমাত্র তা হলেই সেইসব জমিদার, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ গোষ্ঠীর যে লোকজন ও তাদের সঙ্গীসাথীরা অস্ত্র-সমর্পণ করেছেন ও আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের মন্দ থেকে ভালো করে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে এবং যথাসম্ভব সৎলোক হিসাবে তাদেরকে গড়ে তোলা যেতে পারে। পুরানো ধাঁচের সেইসব গণতন্ত্রী যে লোকজন "গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের" পূজারী এবং যাদের ওপর ট্রুমান, মার্শাল, একিসন, লিটন স্টুয়ার্ট-এর মতো লোকেরা একান্ত ভরসা করে আছেন ও তাদের সপক্ষে পওয়ার জন্য কোশেস করছেন চীনের এ ধরনের বহু উদারনৈতিক ব্যক্তিরা প্রায়ই নিজেদের বড়ো অসহায় দেখতে পান এবং প্রায়ই আমেরিকান শাসকদের সম্পর্কে, কুওমিনতাঙ সম্পর্কে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাদের বিচারে ভুল করে বসেন। এর আসল কারণ হচ্ছে সমস্যাবলীর প্রতি এরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকান না বা তাকানোকে অনুমোদনই করেন না।

কমিউনিস্টগণ, গণতান্ত্রিক পার্টি, রাজনীতি-সচেতন কর্মী, ছাত্র-যুবক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর মতো প্রগতিকামীদের কর্তব্য হচ্ছে মাঝারি স্তর, মধ্যপন্থী অনুসারীগণ ও বিভিন্ন স্তরের পিছিয়ে পড়া লোকজনদের সঙ্গে, চীনে যারাই এখনো দোটানায় রয়েছেন ও সংশয়ে দোলায়িত হচ্ছেন (এ ধরনের লোকজনেরা দীর্ঘকাল ধরেই দোদুল্যমানতা দেখাবেন, এমন কি মোটামুটি দৃঢ় হয়ে যাওয়ার পরও যখনই তারা আবার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হবেন তখনই তারা নূতন করে দোদুল্যমানতা দেখাতে থাকবেন) তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাদের ঐকান্তিকভাবে সাহায্য করা, তাদের দোদুল্যমানতাকে সমালোচনা করা, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, সাম্রাজ্যবাদীরা যাতে তাদের পক্ষে টেনে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য প্রয়াসী থাকা এবং তাদেরকে মোহ ঝেড়ে ফেলে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলা। বিজয় অর্জনের জন্য আর এখন করণীয় কিছুই বাকী নেই একথা যেন কেউ মনে না করেন। এখনও আমাদের ধৈর্য্য সহকারে অনেক কাজই করতে হবে, তবেই জনগণকে যথার্থভাবে সপক্ষে নিয়ে আসা যাবে। তারা যখন আমাদের পক্ষে চলে আসবেন, সাম্রাজ্যবাদীরা তখন একান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং একিসনের পক্ষে আর কোনো খেল দেখানোই সম্ভব হবে না।

চীন এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যেকার, বিশেষ করে চীন ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে যাদের এখনও কিছু কিছু মোহ রয়ে গেছে তাদের লক্ষ্য করেই, "সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন" এই শ্লোগানটি তোলা হয়েছে। এই প্রশ্নে এরা এখনও নিষ্ক্রিয় রয়েছেন, তারা এখনও মনস্থির করতে পারেননি, তারা এখনও আমেরিকান (এবং ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ দীর্ঘ সংগ্রাম চালাতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠেননি, কারণ এদের এখনও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মোহ রয়ে গেছে। এই প্রশ্নে এই লোকজন ও আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, বেশ বিরাট রকমের ব্যবধানই রয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতপত্রের ও একিসনের ব্যাখ্যান-পত্রের প্রকাশনা আনন্দোৎসব করার মতোই একটি ব্যাপার কারণ যারা এখনো পুরানো ধাঁচের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা পোষণ করেন, যারা এখনও অনুমোদন করেন না বা ঠিক ততোখানি অনুমোদন করেন না, যারা ক্ষুব্ধ বা বেশ অনেকখানি ক্ষুব্ধ, এমনকি যারা জনগণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক যৌথ ব্যবস্থা বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমিক রীতিমতো ক্ষোভের বিষয় বলে মনে করেন অথচ যাদের মধ্যে দেশানুরাগ রয়েছে এবং যারা কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদী নন তাদের ওপর এটা এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে এবং তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে যারা মনে করেন—যা কিছু আমেরিকান মুল্লুকের তা-ই একেবারে খাসা জিনিস এবং এই আশাই পোষণ করেন যে চীন সেই আমেরিকান আদলেই নিজেকে গড়ে তুলবে এই ঠাণ্ডা জলের বালতিটি তাদের ওপরই পড়েছে।

একদিন খোলাখুলি ঘোষণা করে দিয়েছেন চীনের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীদেরকে "বিদেশী জোয়াল"-এ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য "উৎসাহিত" করা হবে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার আহ্বানই জানাচ্ছেন। তিনি বলছেন, এই "মতবাদ" আর এই ব্যবস্থাদি হচ্ছে "বিদেশী", চীনে এর কোনো মূল্য নেই, চীনাদের ওপর এটা কে একজন জার্মান কার্লমার্কস (৬৬ বছর আগে যিনি গত হয়েছেন) এবং রুশদেশের লেনিন (যিনি ২৫ বছর আগে গত হয়েছেন) এবং স্তালিন (তিনি অবশ্য এখনও বেঁচে আছেন) চাপিয়ে দিয়েছেন; তাছাড়া এই "মতবাদ" আর এই ব্যবস্থাটি একেবারে অতিশয় খারাপ কেননা তাতে শ্রেণীসংগ্রামের, সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন ইত্যাদির কথা বলা হয়, সুতরাং এসবকে বিদায় করে দিতেই হবে। এই প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের "উৎসাহ", আর সাজঘরের প্রধান সেনাধ্যক্ষ মার্শাল, পররাষ্ট্র

মন্ত্রী একিসন (শ্বেতপত্র প্রকাশনার ব্যাপারে প্রধান দায়িত্বশীল ভিনদেশী সেই মহান ভদ্রমহোদয়) এবং যে রাষ্ট্রদূত লিটন স্টুয়ার্ট ভোঁ দৌড় দিয়ে পলায়ন করেছেন এদের "উৎসাহ" পেয়ে চীনের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেই। একিসন ও তার মতো লোকজনেরা ভাবতে পারেন যে এতে করে তারা "উৎসাহই" দিচ্ছেন, কিন্তু চীনের সেইসব গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যাদের মধ্যে দেশপ্রেমের বিন্দুমাত্র অনুভূতি রয়েছে, যদিও তারা এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আস্থা রাখেন, খুব সম্ভবতঃ তারা কিন্তু এটাকে তাদের ওপর নিক্ষিপ্ত এক বালতি ঠাণ্ডা জল ও তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেওয়া বলেই মনে করছেন; কারণ জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সঙ্গতভাবে আলোচনা করার পরিবর্তে একিসন ও তার সঙ্গীসাথীরা এইসব জঘন্য কাজই করছেন এবং তদুপরি প্রকাশ্যে সেগুলিকে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। কী নিদারুণ লজ্জার কথা! দেশপ্রেমিকদের কাছে একিসনের বিবৃতি "উৎসাহ" তো নয়ই বরং তা রীতিমতো অপমানের বিষয়।

চীন মহান এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছে। সারা চীন জুড়ে আজ উৎসাহের প্লাবন বইছে। গণবিপ্লবের লক্ষ্যের প্রতি যাদের ভীষণ রকমের তিক্ত ও বদ্ধমূল কোনো বিদ্বেষ নেই, যদিও তাদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থাকতে পারে, তাদের সকলকেই পক্ষে নিয়ে আসা ও তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সকল অনুকূল পরিস্থিতিই আজ রয়েছে। প্রগতিশীলদের উচিত এই শ্বেতপত্রকে ব্যবহার করে এদের সবাইকে বুঝিয়ে সপক্ষে নিয়ে আসা।

টীকা

১। **চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক** শীর্ষক যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতপত্রটি ১৯৪৯ সালের ৫ই আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। একিসনের যে ব্যাখ্যান-পত্র ট্রুমানের কাছে প্রেরিত হয় তার তারিখ ছিল ১৯৪৯ সালের ৩০শে জুলাই। শ্বেতপত্রের মূল বিষয়টি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল এবং তাতে ১৮৪৪ সালে "ওয়াংহিয়া" চুক্তি স্বাক্ষরের সময় থেকে শুরু করে ১৯৪৯ সালে চীনের জনগণের বিপ্লব সমগ্র দেশব্যাপী মূলগত বিজয় অর্জন করা পর্যন্ত চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। শ্বেতপত্রে বিস্তারিতভাবে বিশেষ করে বলা হয়েছে কিভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের শেষভাগ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেককে সমর্থন করার ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার এবং সর্বাধিক উপায়ে চীনের জনগণের বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করে এসেছে এবং কিভাবে শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শ্বেতপত্র ও একিসনের ব্যাখান-পত্র নানাবিধ বিকৃতি, সত্য গোপন ও সাজানো মিথ্যা ভাষণে এবং চীনা জনগণের বিরুদ্ধে কদর্য অপবাদ ও একান্ত ঘৃণায় পরিপূর্ণ। চীন সম্পর্কে নীতি নিয়ে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াবাদীদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ

বাদ-বিবাদের সূত্রে ট্রুমান ও একিসনের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা শ্বেতপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ্যে তাদের প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপের ব্যাপারে কিছু সত্য কবুল করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের প্রতিবাদীদের জব্দ করে দেওয়ার জন্য। এভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে শ্বেতপত্রটি চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী অপরাধজনক কার্যকলাপের একটি স্বীকৃতিপত্র হয়ে দাঁড়ায়।

২। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে" শীর্ষক রচনার ৩নং টীকা দেখুন।

৩। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুক্তভাবে চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান পরিচালনা করে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জারের রাশিয়া আড়ালে থেকে তাদের সমর্থন করে যেতে থাকে। চিং রাজবংশের সরকার ঐ সময়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে 'তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের' কৃষক বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত ছিল এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদের প্রতি একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে। ইঙ্গ-ফরাসী যুক্ত বাহিনী ক্যান্টন, তিয়েনসিন ও পিকিং প্রভৃতি মহানগরীগুলি দখল করে নেয় এবং পিকিংয়ের ইউয়ান সিং ইউয়ান প্রাসাদটি লুণ্ঠন করে এবং তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, চিং সরকারকে "তিয়েনসিনের সন্ধি" ও "পিকিংয়ের সন্ধি" স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এই সন্ধির ব্যবস্থা অনুযায়ী তিয়েনসিন, নউচোয়াং, তেংচাও, তাইওয়ান, তানশুই, চাওচাও, চিয়ুংচাও, নানকিং, চিংকিয়াং ও হ্যাঙ্কাও প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দরগুলি বিদেশীয়দের জন্য খুলে দেওয়া হয়, বিদেশীদের জন্য চীনে ভ্রমণের বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় এবং চীনের অভ্যন্তরে ধর্মীয় মিশনারীদের কার্যকলাপের ও আভ্যন্তরীণ নৌ চলাচলের বিশেষ অধিকার মঞ্জুর করা হয়। তারপর থেকে চীনের সমগ্র সমুদ্র উপকূলের প্রদেশগুলিতে বিদেশী আগ্রাসী বাহিনীগুলির প্রভাব প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং দেশের গভীরেও অনেক দূর পর্যন্ত তা অনুপ্রবেশ করে।

৪। ১৮৮৪-৮৫ সালে ফরাসী আক্রমণকারীরা ভিয়েতনাম ও চীনের প্রদেশ কোয়াংসি, ফুকিয়েন, তাইওয়ান ও চেকিয়াং আক্রমণ করে। চীনের সৈন্যবাহিনী বীরত্বের সঙ্গে তাকে প্রতিহত করে ও ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বিজয় অর্জন করে। যুদ্ধে বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও চিং সরকার অপমানজনক "তিয়েনসিনের সন্ধিচুক্তি" সম্পাদন করে যাতে ভিয়েতনামের ওপর ফরাসী দখলদারী মেনে নেওয়া হয় এবং তাদের আগ্রাসী বাহিনীকে দক্ষিণচীনে অনুপ্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

৫। ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের কথা এখানে বলা হচ্ছে। কোরিয়ার বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণের ফলে এবং চীনের স্থল ও নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের প্ররোচনার ফলে এই যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে চীনের সৈন্যবাহিনী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালায় কিন্তু চিং সরকারের দুর্নীতির ফলে এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রস্তুতির অভাবের জন্য চীনের পরাজয় ঘটে। তার ফলে, চিং সরকার জাপানের সঙ্গে লজ্জাজনক 'শিমোসেকির সন্ধিচুক্তি' সম্পাদন করে যাতে তাইওয়ান ও পেঙ্গু দ্বীপপুঞ্জ জাপানকে হস্তান্তরিত করে, ২০ কোটি তায়েল (tael) পরিমাণ রূপো যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জাপানকে প্রদান করে, চীনে

জাপানী কলকারখানা খোলার অনুমতি দান করে, শানসি, চুংকিং, সুচাও এবং হ্যাঙচাওকে বন্দর হিসাবে জাপানীদের কাছে উন্মুক্ত করে দেয় এবং কোরিয়ার ওপর জাপানের অধিকারকে স্বীকার করে নেয়।

৬। ১৯০০ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জারের রাশিয়া, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী ও অস্ট্রিয়া—এই আটটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চীনকে আক্রমণের জন্য বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের ঈ হো-তুয়ান অভ্যুত্থানকে দমনের উদ্দেশে একটি সম্মিলিত বাহিনী প্রয়োগ করে। চীনের জনগণ সাহসিকতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করেন। আটটি দেশের সম্মিলিত বাহিনী তাকু, তিয়েনসিন ও পিকিং দখল করে। ১৯০১ সালে চিং সরকার আটটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে; তার প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি ছিল—চীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ দেশগুলিকে সুবিশাল পরিমাণ ৪৫ কোটি তায়েল রূপো দেবে, তাদেরকে পিকিংয়ে এবং পিকিং থেকে তিয়েনসিনের ও তিয়েনসিন থেকে শানহাইকুয়ান পর্যন্ত সমস্ত এলাকায় সৈন্যবাহিনী স্থাপন করার বিশেষ অধিকার প্রদান করে।

৭। চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কোরিয়া দখল করে নেওয়ার জন্য ১৯০৪-৫ সালে জাপান ও জারের রাশিয়ার মধ্যে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু যুদ্ধ প্রধানতঃ চলেছিল ফেঙচিয়েন (এখন যার নাম শেনইয়াং) ও লিয়াও ইয়াং অঞ্চলে এবং চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লুশুন বন্দরের চারপাশে, তার ফলে চীনের জনগণের সুবিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এই যুদ্ধে জারের রাশিয়া পরাজিত হয় এবং চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই যুদ্ধের পর যে শান্তিচুক্তি (পোর্টসমাউথ চুক্তি) সম্পাদিত হয় তাতে জারের রাশিয়া ও কোরিয়ার ওপর জাপানের একচ্ছত্র অধিকারকে স্বীকার করে নেয়।

৮। হু শী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ও কুওমিনতাও সরকারের যুক্তরাষ্ট্রস্থ রাষ্ট্রদূত। তিনি ছিলেন চীনের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের একজন সুপরিচিত স্তাবক। ফু জে-নিয়েন এবং চিয়েন মু-ও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের সেবায় নিযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ।

৯। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে" শীর্ষক রচনা দেখুন।

বিদায়, লিটন স্টুয়ার্ট!

১০ই আগস্ট, ১৯৪৯

লিটন স্টুয়ার্ট [১] যখন নানকিং ছেড়ে ওয়াশিংটনের পথে পাড়ি দিয়েছেন কিন্তু তখনও সেখানে পৌঁছাননি এরকম একটা সময় ৫ই আগস্টকে যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতপত্র প্রকাশের দিন হিসাবে কেন বেছে নেওয়া হয়েছে, তা সহজেই বোধগম্য, কেননা লিটন স্টুয়ার্ট ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পরাজয়ের একজন মূর্তিমান বিগ্রহ। লিটন স্টুয়ার্ট হচ্ছেন এমন একজন আমেরিকান যার জন্ম হয়েছে চীনে; এদেশে তার বেশ ব্যাপক সামাজিক সম্পর্ক আছে এবং চীনে বহু বছর ধরে মিশনারী বিদ্যালয় পরিচালনা করে তিনি কাটিয়েছেন; প্রতিরোধের যুদ্ধকালে জাপানী জেলখানায়ও তিনি কিছুকাল কাটিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দুই দেশকেই ভালবাসেন বলে তিনি ভান করতেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক চীনবাসীকে তিনি প্রতারিত করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং তাকেই চীনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে জর্জ সি. মার্শাল বেছে নিয়েছিলেন এবং মার্শালের অন্তরঙ্গ মহলে তিনি রীতিমতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। মার্শালের অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে তার একটি মাত্র দোষই লক্ষ্যিত হয়েছিল, তা হচ্ছে যে গোটা যুগটি জুড়ে চীনে তাদের কর্মনীতির প্রধান প্রবক্তা হিসাবে তিনি রাষ্ট্রদূত হয়ে কাজ করেছিলেন অথচ সেই যুগটিতে চীনের জনগণের হাতে এই কর্মনীতি প্রচণ্ড রকমের পরাজয় বরণ করেছে; এটা তো আর তুচ্ছ করে দেওয়ার মতো দায়িত্বের বিষয় নয়। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে শ্বেতপত্রে এই দায়িত্ব স্খলনের চেষ্টা করা হয়েছে তা লিটন স্টুয়ার্ট যখন ওয়াশিংটনের পথে পাড়ি জমিয়েছেন কিন্তু তখনও সেখানে গিয়ে পৌঁছাননি, সেই সময়েই প্রকাশ করা হয়েছে।

চীনকে আমেরিকান উপনিবেশ হিসাবে রূপান্তরিত করার যুদ্ধ, যে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যোগাবে অর্থ ও কামান-বন্দুক আর চিয়াং কাই-শেক যোগাবেন লোক-লস্কর এবং এভাবে চীনের জনগণকে জবাই করা হবে সেই যুদ্ধ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী অভিযান পরিচালনার যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসী নীতির বেশ কয়েকটি লক্ষ্য ছিল; সেই লক্ষ্যসমূহের প্রধান তিনটি হচ্ছে ইউরোপ, এশিয়া ও দুটো আমেরিকা। এশিয়ার মূল ভারকেন্দ্র চীন হচ্ছে সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি মানুষের

একটি বিশাল দেশ, সেই চীনকে দখল করে নিতে পারলে যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র এশিয়াকেই করতলগত করে নিতে পারবে। তারপর এই এশিয়ার ক্ষেত্রটি সংহত করে নিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপকে আক্রমণ করার জন্য তার বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করতে পারবে। আমেরিকান ভূখণ্ডে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিজের ক্ষেত্রটিকে তুলনামূলক বিচারে নিরাপদ বলেই মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণকারীদের এই হচ্ছে নির্বোধ জনসুলভ সর্বব্যাপ্ত হিসাব-নিকাশটি।

কিন্তু প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার জনগণ ও বিশ্বের জনগণ যুদ্ধ চান না। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনাচিন্তার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে ইউরোপের জনগণের জাগরণ, পূর্ব ইউরোপে জনগণতন্ত্রসমূহের অভ্যুত্থান, তাছাড়া বিশেষ করে রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্ধর্ষ উপস্থিতি, যে অতুলনীয় শক্তিমান শান্তির দুর্গপ্রাকারটি ইউরোপ ও এশিয়ার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তা প্রবল এক প্রতিরোধ রচনা করে চলেছে। তৃতীয়তঃ, এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, চীনের জনগণ জেগে উঠেছেন এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের সংগঠিত শক্তি এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিকতর শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ফলে, যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী চীনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ব্যাপক আকারে সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে এবং তার পরিবর্তে চিয়াং কাই-শেককে গৃহযুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্যদানের নীতি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী চীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সিংতাও, সাংহাই ও তাইওয়ানে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ঘাঁটি ছিল। পিপিং, তিয়েনসিং, তাঙশান, চিনওয়াংতাও, সিংতাও, সাংহাই ও নানকিংয়ে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহর চীনের সমগ্র আকাশ পথকে কব্জা করে রেখেছিল এবং সামরিক মানচিত্র প্রণয়নের জন্য চীনের সমগ্র সামরিক গুরত্বপূর্ণ অঞ্চলের চিত্র বিমান থেকে তুলেছিল। পিপিংয়ের নিকটবর্তী আনপিং শহরে, চ্যাঙ্চুনয়ের নিকটবর্তী চিঙতাইয়ে, তাংশানে, পূর্ব শানতুং উপদ্বীপে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী ও অন্যান্য সামরিক লোকজন গণমুক্তিফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ওরা বন্দীও হয়েছে।[২] চেন্নোল্ট-এর বিমানবহর গৃহযুদ্ধে ব্যাপক আকারে অংশগ্রহণ করেছে।[৩] চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যবাহিনীকে স্থানান্তরে যাতায়াত করতে সাহায্য করা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহর যে চুংকিং যুদ্ধজাহাজটি কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তাতে বোমাবর্ষণ করেছে ও ডুবিয়ে দিয়েছে।[৪] এই সবগুলিই হচ্ছে এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ

অংশগ্রহণ, যদিও প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা থেকে তা বিরত ছিল এবং বাহিনীগুলি আয়তনে তেমন বড়ো ছিল না এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণকারীদের প্রধান পদ্ধতিটি ছিল ব্যাপক আকারে অর্থ, গোলাগুলি ও উপদেষ্টা পাঠিয়ে চিয়াং কাই-শেককে গৃহযুদ্ধ চালাতে সাহায্য করে যাওয়া।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এই পদ্ধতিগ্রহণ চীন এবং বাকী দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতি দিয়েই নিরূপিত হয়েছিল, চীনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করা সম্পর্কে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের শাসকগোষ্ঠী, ট্রুমান-মার্শাল চক্রের আগ্রহের অভাববশতঃ তা হয়নি। তাছাড়া চিয়াং কাই-শেককে গৃহযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্যদানের একবারে শুরুতেই একটা বিশ্রী প্রহসনের অবতারণা করা হয় যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে কুওমিনতাঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়; এটা ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে খানিকটা নমনীয় করে আনার ব্যাপারে, চীনের জনগণকে প্রতারণা করার ব্যাপারে এবং এভাবে যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই সমগ্র চীনের নিয়ন্ত্রণ লাভের ব্যাপারে একটি অপপ্রয়াস। শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল, প্রতারণার মুখোস খুলে পড়ল এবং যুদ্ধের যবনিকা উত্তোলিত হয়ে গেলো।

যে উদারনীতিবাদী তথা "গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা" এখনও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মোহ পোষণ করেন তাদের স্মৃতি সত্যিই বড়ো দুর্বল! একিসনের নিজের জবানীতেই শুনুন ঃ

> শান্তি যখন স্থাপিত হলো, যুক্তরাষ্ট্রের সামনে চীনের ক্ষেত্রে তখন তিনটি সম্ভাব্য বিকল্প এসে হাজির হলো ঃ (১) তা সমস্ত তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে চলে আসতে পারে; (২) কমিউনিস্টদের ধ্বংস করার জন্য তা সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে বিপুল আকারে জাতীয়তাবাদীদের সহায়তাদান করতে পারে; (৩) চীনের ওপর যতদূর সম্ভব তাদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে তা দুপক্ষের মধ্যে আপোস-নিষ্পত্তির জন্য কাজ করে গৃহযুদ্ধ পরিহার করার ব্যাপারে প্রয়াসী হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র কেন প্রথম কর্মপন্থাটি গ্রহণ করলো না? একিসন বলছেন ঃ

> আমার বিশ্বাস ঐ সময়ের আমেরিকার জনমতও সেটাই মনে করেছিল যে আমাদের দিক থেকে সহায়তাদানের একটা দৃঢ়পণ প্রচেষ্টা চালাবার আগেই প্রথম বিকল্পটি গ্রহণ করা হলে তা আমাদের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব এবং চীনের সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বের নীতি পরিহার করার নামান্তর বলেই প্রতিভাত হতো।

তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই রকম ঃ যুক্তরাষ্ট্রের "আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব" এবং

চীনের সঙ্গে তার "ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বের নীতি" চীনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। হস্তক্ষেপকেই বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালন আর চীনের প্রতি বন্ধুত্বের প্রকাশ ; হস্তক্ষেপ না করা হলে চলবে না। এখানে একিসন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতকে কলঙ্কলিপ্ত করেছেন ; তার "জনমত" তো হচ্ছে ওয়াল স্ট্রীটের জনমত, তা আমেরিকান জনগণের মত নয়।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করেনি কেন? একিসন বলছেন ঃ

দ্বিতীয় বিকল্পটি তত্ত্বকথা হিসাবে দেখলে এবং পূর্বাপর বিচার করে দেখলে খুবই আকর্ষণীয় দেখায়, কিন্তু তা পুরোপুরি অপ্রযোজ্য। যুদ্ধের আগে দশ বছরে জাতীয়তাবাদীরা কমিউনিস্টদের ধ্বংস করে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন যুদ্ধের পরে, উপরে যা বিশদভাবে বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদীরা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তাদের মনোবল পড়েছে ভেঙে এবং জনপ্রিয়তা তারা হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের অ-সামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের আচরণের মধ্য দিয়ে তারা জাপানীদের কবল থেকে মুক্ত অঞ্চলে তাদের জনপ্রিয়তা, সমর্থন ও মর্যাদা দ্রুত খুঁইয়ে ফেলেছেন। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান হয়ে উঠেছে এবং প্রায় সমগ্র উত্তর চীনের নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে। পরে অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে জাতীয়তাবাদী বাহিনীর যে অকার্যকারিতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাতে মনে হয় একমাত্র আমেরিকান অস্ত্রবলের জোরেই শুধু কমিউনিস্টদের হটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ১৯৪৫ সালে বা তারপরে আমাদের সৈন্যবাহিনী এমন বিরাট একটি দায়গ্রহণে জড়িয়ে পড়ুক আমেরিকান জনগণ তা যে অনুমোদন করতেন না এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই আমরা তৃতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করি—

কী চমৎকার ব্যবস্থা! যুক্তরাষ্ট্র যোগাবে অর্থ আর কামান-বন্দুক আর চিয়াং কাই-শেক যোগাবেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লড়বার জন্য লোকলস্কর এবং তা দিয়ে চীনের জনগণকে জবাই করা হবে, "কমিউনিস্টদের ধ্বংস করা হবে" এবং চীনকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশে পরিণত করা হবে আর এমনি করেই যুক্তরাষ্ট্র তার "আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব" পালন করবে এবং "চীনের প্রতি ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্বের নীতিটি" কার্যকর করবে।

কুওমিনতাঙ যদিও দুর্নীতিপরায়ণ ও অপদার্থ, "নৈতিক দিক থেকে হীনবল ও জনপ্রিয়তাহীন", যুক্তরাষ্ট্র তা সত্ত্বেও তাদেরকেই অর্থ যুগিয়েছে, কামান-বন্দুক সরবরাহ করেছে এবং তাদেরকে দিয়ে লড়াই করিয়েছে। "তত্ত্বকথা হিসাবে" প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঠিকই আছে ; যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের কাছে "পূর্বাপর বিচারে" ও তা ঠিক বলেই মনে হয়েছে। প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ আসলে খুবই

কৌতুহলোদ্দীপকই হতো এবং "দেখতে তা আকর্ষণীয়ই" লাগে। কিন্তু বাস্তবে তাকে কার্যকর করা যাবে না কারণ "আমেরিকান জনগণ যে তা অনুমোদন করবেন না এটা অত্যন্ত স্পষ্ট"। ট্রুমান, মার্শাল, একিসন এবং এদের মতো লোকজনদের সাম্রাজ্যবাদী মহলটি প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ চাননি তা নয়, তারা তা অনেক বেশি করেই চেয়েছিলেন, চীনের পরিস্থিতি, যুক্তরাষ্ট্রের এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বের পরিস্থিতি (একিসন তার উল্লেখ করেননি) তা হতে দিচ্ছে না, তাই তারা ওটা পছন্দসই হওয়া সত্ত্বেও তা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় পথটি গ্রহণ করেছেন।

যে সমস্ত চীনারা মনে করেন "আন্তর্জাতিক সাহায্য না পেলেও বিজয় অর্জন করা সম্ভব" তারা একবার কথাটা শুনুন। একিসন আপনাদের শিক্ষাদান করেছেন, আর অদম্য উৎসাহ নিয়ে অনেক অকপটভাবে পুরো পরিষ্কার সত্য কথাটিই তিনি বলে চলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তা চায়নি বলে নয়, যুক্তরাষ্ট্র বিপুলসংখ্যক সশস্ত্রবাহিনী চীন আক্রমণ করতে পাঠায়নি তার কারণ হচ্ছে তার আরো অনেক দুর্ভাবনা ছিল। প্রথম দুর্ভাবনা হচ্ছে ঃ চীনের জনগণ তার বিরোধিতা করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মারাত্মক গহ্বরে এভাবে অসহায়ের মতো আটকে পড়তে ভয় পাচ্ছিলো। দ্বিতীয় দুর্ভাবনা হচ্ছে ঃ আমেরিকান জনগণ তার বিরোধিতা করবেন তাই যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সামরিক সমাবেশের আদেশ দিতে সাহস করেনি। তৃতীয় দুর্ভাবনা হচ্ছে ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের, ইউরোপের এবং সারা দুনিয়ার জনগণ তার বিরোধিতা করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সর্বব্যাপ্ত নিন্দার সম্মুখীন হবে। একিসনের এই মনোহরণ স্পষ্টবাদিতারও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তিনি তৃতীয় দুর্ভাবনার কথাটি উল্লেখ করতে অনিচ্ছুক। কারণ হচ্ছে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে মুখরক্ষা করতে পারবেন না এই ভয় তার রয়েছে, তার ভয় রয়েছে ইউরোপে যে মার্শাল প্ল্যান [৫], যতো উল্টো দাবীই করা হোক না কেন, ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে তার লজ্জাজনক চূড়ান্ত ব্যর্থতাই ঘটে যেতে পারে।

ক্ষীণদৃষ্টি, অপরিচ্ছন্ন-মস্তিষ্ক চীনের সেইসব উদারনীতিবাদী ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা একবার মনোযোগ দিয়ে শুনুন। একিসন আপনাদের শিক্ষাদান করছেন ; তিনি আপনাদের খুব উত্তম একজন শিক্ষাদাতা। যুক্তরাষ্ট্রের মানবিকতা, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠা সম্পর্কিত আপনাদের সবকটি মনগড়া কল্পনাকে তিনি কেমন পরিষ্কারভাবে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়েছেন। তা-ই তিনি করে দেননি কি? আপনারা কি এই শ্বেতপত্র ও একিসনের ব্যাখ্যান-পত্রের কোথাও মানবিকতা, সুবিচার ও ন্যায়নিষ্ঠার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছেন?

একথা ঠিক, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা জনগণের হাতে নেই, রয়েছে পুঁজিবাদীদের কবলে এবং সেগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে

দেশের অভ্যন্তরে জনগণকে শোষণ ও নিপীড়ন করার জন্য এবং বিদেশে আগ্রাসী অভিযান পরিচালনার ও জনগণকে জবাই করার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের "গণতন্ত্র"ও রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজেদের একনায়কত্বেরই নামান্তর মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর টাকাকড়ি রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা আগাগোড়া দুর্নীতিগ্রস্ত চিয়াং কাই-শেককেই শুধু অর্থ সাহায্য করতে ইচ্ছুক। বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র চীনে বিশ্বাসঘাতক পঞ্চমবাহিনীকে অর্থসাহায্য করতে পুরোমাত্রায় রাজী আছে। কিন্তু তা সেইসব সাধারণ উদারনীতিবাদী বা গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অর্থ সাহায্যদানে অনিচ্ছুক। কেননা ওরা বড়ো বেশি কেতাবী কথাবার্তা বলেন এবং দাক্ষিণ্যের উপযুক্ত বিনিময় দিতে পারেন না বলে তা মনে করে। আর খুবই স্বাভাবিক যে যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্টদের আর্থিক সাহায্য দিতে আরো অনেক বেশি অনিচ্ছুক। অর্থ দেওয়া হতে পারে, কিন্তু তার জন্য শর্ত রয়েছে। সেই শর্তটি কি? যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ করতে হবে। আমেরিকানরা পিপিং, তিয়েনসিন ও সাংহাইয়ে ত্রাণমূলক সাহায্য হিসাবে কিছু ময়দা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে, তারা দেখে নিতে চায় কারা ঘাড় নুইয়ে তা কুড়াতে যাচ্ছে। চিয়াং তাই-কুঙ-এর [৬] মাছ ধরার মতো তারা মাছগুলির জন্য একটা লাইন টেনে জেনে নিতে চাইছে কারা ধরা দিতে চায়। কিন্তু অবজ্ঞাভরে ছুড়ে দেওয়া এই খাবার [৭] যে খাবে তার পেটের অসুখ না হয়েই পারে না।

আমাদের চীনাদের মেরুদণ্ড রয়েছে। একদা যারা অনেকেই উদারনীতিবাদী বা গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন তারা আজ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ওয়েন ঈ-তো[৮] তার পূর্ণ গৌরব নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে, ক্রোধদীপ্ত হয়ে কুওমিনতাঙ পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়েছেন এবং মাথা নত করার পরিবর্তে মৃতুবরণ করেছেন। চু সে-চিং গুরুতর পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের "ত্রাণমূলক খাদ্য" গ্রহণ করার পরিবর্তে অনশনে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৯] তাঙ রাজবংশের রাজত্বকালের হান য়ু "পো ঈ-র প্রতি অভিবন্দনা" [১০] নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। "গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী" ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তিটি তার দেশবাসী জনগণের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে, তার পদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে ঐ সময়ে রাজা উ-র পরিচালিত জনগণের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তাকে নিয়ে। কিন্তু তার প্রশস্তি রচিত হয়েছিল একজন অযোগ্য লোককে নিয়ে। আজ আমাদের প্রশস্তি রচনা করতে হবে ওয়েন ঈ-তো এবং চু সে-চিংকে নিয়ে, যারা আমাদের জাতির বীরত্বের মনোভাবকে প্রতিভাত করে তুলেছেন।

কিছু কিছু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হলে কী যায় আসে? ওরা আমাদের অবরোধ

করতে চায় তো করুক না। আট বা দশ বছর ধরে চালিয়ে যাক ওরা ওদের এই নৌ অবরোধ! কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে চীন তার সব সমস্যারই সমাধান করে ছাড়বে। মৃত্যুকে যারা ভয় করেন না, চীনের সেই জনগণ কি বাধাবিঘ্নের কাছে মাথা নুইয়ে বসে থাকবেন? লাও জু[১১] বলেছেন, "যে জনগণ মৃত্যুভয়ে ভীত নন, তাদের ঐ ভয় দেখিয়ে লাভ আছে কি কিছু?" আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য চিয়াং কাই-শেক প্রতিক্রিয়াবাদীরা শুধু "মৃত্যুভয়" দেখিয়েই থেমে যায়নি, একেবারে বাস্তবে আমাদের অনেককেই হত্যা করেছে। ওয়েন ঈ-তো-র মতো চীনের লক্ষ লক্ষ লোকজনকে তারা আমেরিকান মেশিনগান, কারবাইন, মর্টর, ট্যাঙ্কের সাহায্যে আর বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে হত্যা করেছে। এই পরিস্থিতি আজ সমাপ্ত হয়ে আসছে। তারা আজ পরাজিত হয়েছে। আমরাই আজ ওদের আক্রমণ করতে যাচ্ছি, আজ আর ওরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে না। খুব শীঘ্রই ওদের শেষ করে দেওয়া হবে। এটা ঠিক, কিছু কিছু সমস্যা আমাদের এখনও রয়েছে, রয়েছে অবরোধ, বেকারি, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো সমস্যা, কিন্তু এর মাঝেই গত তিন বছরের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দভাবে আমরা নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছি, কেন আমরা এই কটি সমস্যাকেও সমাধান করতে পারবো না? কেন আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়েও বেঁচে থাকতে পারবো না?

গণমুক্তিফৌজ ইয়াংসি নদী অতিক্রম করার পরই নানকিংয়ে অবস্থিত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশিক সরকার ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। তবু মহামহিম রাষ্ট্রদূত স্টুয়ার্ট মহোদয় গ্যাট হয়ে বসে রইলেন, নয়ন বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন, এই দুরাশায় অনড় হয়ে রইলেন যে নূতন সাইনবোর্ড টাঙিয়ে তার দোকান খুলে বসতে পারবেন এবং খানিকটা মুনাফা লুটে নিতে পারবেন। কিন্তু তিনি কী দেখলেন? দেখলেন সারির পর সারি বেঁধে গণমুক্তিফৌজের সৈনিকেরা, শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্ররা দলে দলে মার্চ করে চলেছে, আরো একটা জিনিষও তিনি দেখতে পেয়েছেন, দেখেছেন চীনের উদারনীতিবাদীরা বা গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছেন, গলা ছেড়ে চীৎকার করছেন এবং বিপ্লবের কথাবার্তা বলছেন। এক কথায়, তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ শীতলতায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন, "ভীষণ একা তিনি, কায়া আর ছায়াই শুধু একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছে"।[১২] তার আর করবার মতো কিছুই নেই, তাই ব্রীফকেস বগলদাবা করে তাকে পথে নেমে পড়তে হয়েছে।

চীনে এখনও কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ও এই ধরনের লোকজন রয়েছেন যাদের যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অপরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মোহে মাথা ভরে রয়েছে। তাই ওদের কাছে বিষয়গুলি আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে, তাদের সপক্ষে নিয়ে আসতে হবে, শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যাতে করে তারা জনগণের

পক্ষে চলে আসতে পারেন এবং সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদে আটক হয়ে না পড়েন। কিন্তু চীনের জনগণের মধ্যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের মানমর্যাদা একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং শ্বেতপত্রটি এই দেউলিয়াপনারই স্বীকৃতি পত্র। চীনের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রগতিবাদীদের উচিত এই শ্বেতপত্রকে উপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহার করা।

লিটন ষ্টুয়ার্ট বিদায় হলেন আর শ্বেতপত্র এসে হাজির হলো। খুব ভালো কথা, খুবই উত্তম কথা। এই দুটোই আনন্দোৎসব করার মতো ঘটনা।

টীকা

১। জন লিটন ষ্টুয়ার্ট-এর জন্ম হয় চীনে ১৮৭৬ সালে। সব সময়ই তিনি ছিলেন চীনে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একজন বিশ্বস্ত ক্রীড়নক। ১৯০৫ সালে তিনি চীনে মিশনারী কাজকর্ম শুরু করেন এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পিকিংয়ে প্রতিষ্ঠিত ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হন ১৯১৯ সালে। ১৯৪৬ সালের ১১ই জুলাই তিনি চীনে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। গৃহযুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াবাদীদের তিনি সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন এবং চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তিনি নানাবিধ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। চীনের জনগণের বিপ্লবের বিজয়কে প্রতিহত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদের পরিচালিত সকল প্রচেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৪৯ সালের ২রা আগস্ট লিটন স্টুয়ার্টকে নিঃশব্দে চীন থেকে সরে পড়তে হয়।

২। ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী চীনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের এবং চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে চীনের ভূখণ্ডে অবতরণ করে এবং পিপিং, সাংহাই, নানকিং, তিয়েনসিন, তাঙশান, কাইপিং, চিংহাই, সিংতাও ও অন্যান্য স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। তাছাড়া বারে বারে তারা মুক্ত অঞ্চলে হামলা চালায়। তিয়েনসিনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী চিয়াং কাই-শেকের দস্যুবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই হোপেই প্রদেশের সিয়াংহো জেলার আনপিং শহর আক্রমণ করে ; তাকেই আনপিং-এর ঘটনা হিসাবে রচনাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পয়লা মার্চ, আমেরিকান সৈন্যবাহিনী উত্তর চীনের চ্যাঙচুন ও চিউতাইয়ের মধ্যে অবস্থিত হোসিপাওয়ের গণমুক্তিফৌজের অবস্থান জানার জন্য সামরিক তথ্যানুসন্ধানী অভিযান চালায়। ১৯৪৬ সালের ১৬ই জুন হোপেই প্রদেশের তাংশানস্থ আমেরিকান সৈন্যবাহিনী সাংচিয়াইং ও অন্যান্য স্থান আক্রমণ করে ; জুলাই মাসে তারা তাংশানের নিকটবর্তী চ্যাং লি জেলার সিহোনান গ্রাম এবং লুয়ানসিয়েন জেলার সানহো গ্রাম দুটি আক্রমণ করে। পূর্ব শানডুং উপদ্বীপে তাদের অসংখ্য আক্রমণ অভিযানের মধ্যে দুটি খুবই বহুল প্রচারিত। একটি হচ্ছে

১৯৪৭ সালের ২৮শে আগস্ট লাঙনুয়ানকৌ ও সিয়াওলি দ্বীপ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক দস্যুবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর চিমো জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত ওয়াংলিনতাও গ্রামের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করে এবং চীনের গণমুক্তিফৌজ ও আঞ্চলিক সমস্ত বাহিনীগুলি আত্মরক্ষার জন্য ন্যায়সঙ্গত পাল্টা অভিযান পরিচালনা করে।

৩। ক্লেয়ার লী-চেন্নোল্ট এক সময়ে কুওমিনতাঙ সরকারের বিমানবাহিনীর উপদেষ্টা ছিলেন। জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দশ বিমানবহরের লোকজনদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গৃহযুদ্ধে কুওমিনতাঙ সরকারকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি বিমান পরিবহন বাহিনী গড়ে তোলেন। মুক্তঅঞ্চলে দস্যু-বিমান হামলা ও বোমাবর্ষণ পরিচালনার কাজে তার বিমান পরিবহন বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

৪। বর্তমান খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত "ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলির তাণ্ডব সম্পর্কে—চীনের গণমুক্তিফৌজের সদর দপ্তরের মুখপাত্রের বিবৃতি"-র ৪নং টীকা দেখুন।

৫। ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব জর্জ সি. মার্শাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় ইউরোপের পুনর্বাসনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত "সাহায্য" দানের একটি পরিকল্পনা হাজির করেন। পরে এই বক্তৃতার ভিত্তিতে "ইউরোপীয় পুনরুজ্জীবন কর্মসূচী" শীর্ষক যে পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রণয়ন করে তা-ই "মার্শাল প্ল্যান" নামে পরিচিত।

৬। চিয়াং তাই-কুঙ ছিলেন চৌ রাজবংশের সময়কার লোক। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, তিনি একদা ওয়েইশুই নদীতে মৎস শিকার করতে গিয়েছিলেন, কোনো বড়শি বা টোপ না লাগিয়ে একটি লাঠি তিনি জলের তিন ফুট ওপরে ধরে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, " যে মাছ ধরা দেবার তা এতে করেই এসে ধরা দেবে।" (**ঈন রাজবংশের রাজা উ-র অভিযান সম্পর্কিত কাহিনী** থেকে গৃহীত।)

৭। "অবজ্ঞা ভরে ছুঁড়ে দেওয়া খাদ্য" বলতে অশ্রদ্ধা করে দেওয়া ভিক্ষের কথাই বোঝানো হয়েছে। **নিত্যকর্মপদ্ধতি** নামক গ্রন্থের একটি কাহিনীর প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যাতে বলা হয়েছে, চি রাজ্যের একজন ক্ষুধার্ত লোক কিভাবে অশ্রদ্ধাভরে ছুঁড়ে দেওয়া খাদ্য গ্রহণ না করে অনশনে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

৮। ওয়েন ঈ-তো (১৮৯৯—১৯৪৬) হচ্ছেন চীনের বিখ্যাত কবি, বিদ্বান ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। চিয়াং কাই-শেক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীলতা ও দুর্নীতিতে একান্ত বিরক্ত হয়ে ১৯৪৫ সালে তিনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সক্রিয় একটি ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুদ্ধের অবসানের পর, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জনগণের বিরুদ্ধে কুওমিনতাঙের গৃহযুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনার তিনি সর্বশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেন। কুওমিনতাঙ দস্যুরা ১৯৪৬ সালের ১৫ই জুলাই তাকে হত্যা করে।

৯। চু সে-চিং (১৮৯৮—১৯৪৮), চীনের বিদ্বানব্যক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

প্রতিরোধের যুদ্ধের অবসানের পর তিনি চিয়াং কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেন। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষচ্ছায়ায় জাপানী সমরবাদের পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে তিনি একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত "ত্রাণমূলক খাদ্যদ্রব্য" গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ঐ সময়ে তিনি নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। দারিদ্র্য ও অসুখবিসুখে পীড়িত হয়ে ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট তিনি মারা যান। কিন্তু মৃত্যুশয্যাতে শায়িত থেকেও তিনি তার পরিবার-পরিজনকে কুওমিনতাঙ সরকার কর্তৃক রেশনে প্রদত্ত আমেরিকান ময়দা ক্রয় করতে নিষেধ করেছিলেন।

১০। হান য়ু (৭৬৮—৮২৪) ছিলেন তাও রাজবংশের সময়কার একজন বিখ্যাত লেখক। "পো ঈ-র প্রতি অভিবন্দনা" হচ্ছে তার লিখিত একটি গদ্য রচনা। য়িন বংশের রাজত্বের শেষভাগের দিকের একজন ব্যক্তি পো ঈ য়িন রাজাদের বিরুদ্ধে চৌ বংশের রাজা উ-র পরিচালিত অভিযানের বিরোধিতা করেছিলেন। য়িন রাজাদের পতনের পর তিনি শৌইয়াং পর্বতে পলায়ন করে চলে যান এবং চৌ রাজত্বের কোনো খাদ্য গ্রহণ না করে অনশনে মৃত্যু বরণ করেন।

১১। লাও জু-র ৭৪তম অধ্যায় থেকে গৃহীত একটি উদ্ধৃতি।

১২। লি মি লিখিত "**সম্রাটের স্মৃতিতে**" শীর্ষক রচনা থেকে গৃহীত একটি উদ্ধৃতি।

শ্বেতপত্র নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনীয় কেন?

২৮শে আগস্ট, ১৯৪৯

যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্বেতপত্র ও একিসনের ব্যাখান-পত্রকে আমরা ("অসহায়তার স্বীকৃতি",[১] "মোহ ঝেড়ে ফেলুন, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন" ও "বিদায় লিটন স্টুয়ার্ট!" শীর্ষক) তিনটি প্রবন্ধে সমালোচনা করেছি। আমাদের এই সমালোচনা সকল গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন, সংবাদপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাকেন্দ্র ও দেশব্যাপী সমাজের সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং তাদের মধ্যে গভীর আলোচনার সূত্রপাত করেছে; তারা অনেকেই বহু সঠিক ও হিতকর ঘোষণা করেছেন, বিবৃতি দিয়েছেন এবং নানা মন্তব্য করেছেন। শ্বেতপত্রকে নিয়ে আলোচনাচক্র অব্যাহত রয়েছে এবং সমগ্র আলোচনাই এখনও বিকাশের পর্যায়ে রয়েছে। চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক, চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক, গত একশ বছর ধরে চীনের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে, চীনের বিপ্লব ও বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিসমূহের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক, কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে চীনের জনগণের সম্পর্ক, গণতান্ত্রিক পার্টি, গণসংগঠন ও সমাজের সকল স্তরের গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গ্রহণযোগ্য সঠিক মনোভাব সম্পর্কে, সামগ্রিকভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সম্পর্ক প্রসঙ্গে উদারনীতিবাদীগণ ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ কর্তৃক গ্রহণীয় সঠিক মনোভাব সম্পর্কে, নূতন সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করার পন্থা সম্পর্কে এবং ইত্যাকারের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এটা খুবই ভালো কথা এবং তার বিরাট শিক্ষাগত মূল্য রয়েছে।

সারা দুনিয়ায় এখন চীনের বিপ্লবকে নিয়ে ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতপত্রকে নিয়ে আলোচনা চলছে। এটা কোনো আকস্মিক ব্যাপারই নয় যে বিশ্বের ইতিহাসে চীন বিপ্লবের সুমহান তাৎপর্য রয়েছে। চীনদেশবাসী হিসাবে আমাদের দিক থেকে বলা যায়, যদিও আমরা আমাদের বিপ্লবে মূলগত বিজয় অর্জন করেছি, তবু দীর্ঘকাল ধরে এই বিপ্লব এবং দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন শক্তির মধ্যেকার পারস্পরিক যোগসূত্র নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না। এ ধরনের আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতপত্র নিয়ে আলোচনাকালে এরকম একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। বিপ্লবে মূলগতভাবে বিজয় অর্জন করার আগে

এ ধরনের আলোচনার কোনো সুযোগ আমাদের ছিল না কারণ চীনা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াবাদীরা মুক্ত অঞ্চলসমূহকে বিরাট মহানগরীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এবং দ্বন্দ্বের কয়েকটি দিক বিপ্লবের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে তখনও পরিপূর্ণভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। এখন পরিস্থিতি স্বতন্ত্র। চীনের অধিকাংশ অঞ্চল এখন মুক্ত, আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় দ্বন্দ্বসমূহের সকল দিকই এখন পুরোপুরি প্রকট হয়ে উঠেছে এবং ঠিক এরকম একটি মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র তার শ্বেতপত্রও প্রকাশ করেছে। তাই আলোচনার সুযোগ পাওয়া গেছে।

এই শ্বেতপত্র এমন একটি প্রতিবিপ্লবী দলিল যা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে হস্তক্ষেপ করেছিল। এ দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা অনুসৃত চিরাচরিত পন্থা থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করেছে। চীনের মহান, বিজয়ী বিপ্লব আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী চক্রের একটি অংশ বা উপদলকে অন্য একটি অংশের আক্রমণের জবাবে চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপের বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যকে সাধারণে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য করেছে এবং এই তথ্য থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাদেরকে বাধ্য করেছে। অন্যথায় তাদের রক্ষা পাওয়ার আর কোনো পথই ছিল না। গোপন করে রাখার পরিবর্তে এই যে প্রকাশ্য উদঘাটন এই তথ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ তার অনুসৃত চিরাচরিত পন্থা থেকে সরে এসেছে সেটারই প্রমাণ মেলে। মাত্র কয় সপ্তাহ আগে, এই শ্বেতপত্র প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারসমূহ প্রতিদিন প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলেও কোনো সময়ই তাদের বিবৃতিতে বা সরকারী দলিলে সত্যকে প্রকাশ হতে দেয়নি। বরং মানবিকতা, ন্যায় বিচার ও সদাচারের বাক্যজাল দিয়ে তাকে পরিপূর্ণভাবে ভরে রাখতো বা নিদেন পক্ষে তাতে খানিকটা রং না চড়িয়ে ছাড়তো না। প্রতারণা ও ছলাকলায় সিদ্ধহস্ত সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কিছু সাম্রাজ্যবাদী দেশের পক্ষে তা কিন্তু এখনও সত্য। একদিকে জনগণ আর অন্যদিকে নিজেদের শিবিরেরই অন্য একটি উপদলের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, নূতন আগত, হঠাৎ-আবির্ভূত অর্বাচীন ও বিকারগ্রস্ত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী—ট্রুমান, মার্শাল, একিসন, লিটন স্টুয়ার্ট ও অন্যান্যরা জনসমক্ষে তাদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের (সবগুলিকে না হলেও) অন্ততঃ কয়েকটিকে প্রকাশ করে দেওয়া প্রয়োজন ও বাস্তব সম্মত বলে এই জন্যই গণ্য করেছে যে এতে করে তাদের নিজেদের শিবিরের প্রতিবাদীদের উপযুক্ত যুক্তি দেখিয়ে বোঝানো যাবে ঠিক কোন ধরনের প্রতিবিপ্লবী রণকৌশল গ্রহণ করাই অধিকতর চাতুর্য্যের কাজ হয়েছে। এভাবেই তারা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে যাতে যেটাকে তারা অধিকতর চাতুর্যের রণকৌশল

বলে মনে করে তাকেই চালিয়ে যেতে তারা সমর্থ হয়। প্রতিবিপ্লবীদের দুটি উপদল একে অন্যে প্রতিযোগিতার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি বলছে, "আমাদেরটিই হচ্ছে সেরা পদ্ধতি।" অপরটি বলছে, "না, আমাদেরটিই হচ্ছে সেরা।" বিরোধ যখন চরম উত্তপ্ত অবস্থায়, একটি উপদল হঠাৎ প্রকাশ্যে নিজের বক্তব্য হাজির করে দিল এবং অতীতের তাদের মহামূল্যবান নানা ছলাকলা প্রকাশ করে দিল— আর তাতে করেই আপনারা এই শ্বেতপত্রটি পেয়েছেন।

এভাবে শ্বেতপত্রটি চীনের জনগণের কাছে শিক্ষণীয় একটি বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। বহু বছর ধরে, বেশ কিছু সংখ্যক চীন দেশবাসী (এবং এক সময়ে তারা সংখ্যায় বেশ বিরাটই ছিলেন), বিভিন্ন প্রশ্নে আমরা কমিউনিস্টরা যা বলে এসেছি, মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যা বলে এসেছি তার অতি অল্পই বিশ্বাস করতেন এবং ভাবতেন, "তা না-ও তো হতে পারে।" ১৯৪৯-এর ৫ই আগস্ট অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেছে। একিসন তাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবেই শিক্ষাদানের সেই কাজটি তিনি সম্পাদন করেছেন। বেশ কিছু তথ্য ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন দেখা যাচ্ছে এতকাল ধরে কমিউনিস্টরা ও অন্যান্য প্রগতিশীলেরা যা বলে আসছিলেন তার সঙ্গে তা মিলে যাচ্ছে। এটা এভাবে ঘটার পর জনসাধারণ আমাদের কথা বিশ্বাস না করে পারবেন না এবং তাদের অনেকেরই চোখ খুলে যাবে—"বুঝলাম, আসলে এই ব্যাপারই তা হলে ঘটছিল!"

একিসন ট্রুমানের কাছে প্রেরিত তার ব্যাখ্যান পত্রে কিভাবে তিনি এই শ্বেতপত্র প্রণয়ন করেছেন সেই কাহিনী বিবৃত করেছেন। তিনি বলছেন তার ঐ শ্বেতপত্র অন্যান্য অনুরূপ পত্রাদির চেয়ে ভিন্নতর, কেননা তা খুবই তথ্যনিষ্ঠ ও অকপটভাবে প্রণীত হয়েছে ঃ

> যে দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নিবিড়তম বন্ধুত্ব বন্ধনে বিজড়িত রয়েছে এ রকম একটি মহান দেশের জীবনের একান্ত জটিল ও চূড়ান্ত বিষাদময় একটি অধ্যায়ের এটা এক অকপট বিবরণী। প্রাপ্ত কোনো বিষয়কেই বাদ দেওয়া হয়নি কারণ এতে আমাদের কর্মনীতির সমালোচনামূলক নানা বিবৃতি বা যা ভবিষ্যতে সমালোচনার ভিত্তি হতে পারে এমন বিবৃতিও রয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তির উৎসই হচ্ছে তথ্যভিজ্ঞ ও সমালোচনামুখী জনমতের প্রতি সরকারের সজাগসাড়া দেওয়ার মনোবৃত্তি। এই তথ্যভিজ্ঞ ও সমালোচনামুখী জনমতকে, দক্ষিণপন্থী হোক বা কমিউনিস্ট হোক, কোনো সর্বকর্তৃত্বগ্রাসী সরকারই বরদাস্ত করে না বা সহ্য করে না।

চীন এবং আমেরিকার জনগণের মধ্যে কিছু কিছু যোগসূত্র বর্তমান রয়েছে ঠিকই।

ভবিষ্যতে তাদের যুক্ত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তা একদিন "নিবিড়তম বন্ধুত্বের" পর্যায়েও উন্নীত হতে পারে। কিন্তু চীনা ও আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীদের সৃষ্ট বাধা অতীতের মতো এখনও এই যোগসূত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা রচনা করে চলেছে। তাছাড়া যেহেতু উভয়দেশের প্রতিক্রিয়াবাদীরা তাদের জনগণের কাছে বহু মিথ্যাপ্রচার করেছে এবং অজস্র নোংরা ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করেছে অর্থাৎ নানা অপপ্রচার চালিয়েছে ও অনেক অপকর্ম করেছে, তাই দুই দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন নিবিড় হওয়ার পরিবর্তে বহু দূরেই রয়ে গেছে। একিসন যাকে বলছেন "নিবিড়তম বন্ধুত্ব বন্ধন", তা দুদেশের জনগণের মধ্যেকার নয়, দুদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যেকার একটি বন্ধুত্ব বন্ধন মাত্র। এখানে একিসন তথ্যনিষ্ঠ বা অকপট কোনোটাই নন, তিনি দুই দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যেকার সম্পর্ককে দুই দেশের জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। দুই দেশের জনগণের কাছে চীনের বিপ্লবের বিজয় এবং চীনা ও আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীদের পরাজয় অভূতপূর্ব আনন্দময় সুসংবাদ এবং বর্তমান সময়টি তাদের জীবনের পরম আনন্দঘন একটি সুসময়। অন্যদিকে এই সময়টি ট্রুমান, মার্শাল, একিসন, লিটন স্টুয়ার্ট ও অন্যান্য আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীগণের কাছে এবং চিয়াং কাই-শেক, এইচ. এইচ. কুঙ, টি. ভি. সুঙ, চেন লি-ফু, লি সুঙ-জেন, পাই চুঙ-সি ও অন্যান্য চীনা প্রতিক্রিয়াবাদীদের কাছে তাদের জীবনের "একান্ত জটিল ও চূড়ান্ত বিষাদময় একটি অধ্যায়" মাত্র।

জনমতের বিচার করার সময় একিসনেরা প্রতিক্রিয়াবাদীদের মতামতকে জনগণের মতামতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। জনগণের মতামতের প্রতি একিসনদের কোনো প্রকার "সজাগ সাড়া দেওয়ার মনোবৃত্তিই" নেই, এক্ষেত্রে তারা একান্ত অন্ধ ও বধির। বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সারা দুনিয়ার জনগণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতির যে বিরোধিতা করে এসেছেন তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ তারা করেননি। "তথ্যাভিজ্ঞ ও সমালোচনামুখী জনমত" বলতে একিসন কী বোঝাতে চাইছেন? যে সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যম, সাময়িক পত্রপত্রিকা ও বেতার কেন্দ্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল রিপাবলিকান ও ডিমোক্র্যাটিক পার্টিসমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং যে অসংখ্য প্রচারযন্ত্রগুলি মিথ্যার বেসাতি রচনায় ও জনগণকে ভীতি প্রদর্শনের কাজে হাত পাকিয়ে চলেছে—তাদেরকেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। একিসন ঠিকই বলেছেন এসবকে কমিউনিস্টরা (বা জনগণ) "বরদাস্ত করে না বা সহ্য করে না"। তারই জন্য আমরা সাম্রাজ্যবাদী তথ্যকেন্দ্রসমূহ বন্ধ করে দিয়েছি, চীনের সংবাদপত্রসমূহের কাছে সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ সংস্থাগুলির প্রতিবেদন প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছি এবং চীনের মাটিতে দাঁড়িয়ে চীনের জনগণের মনকে বিষিয়ে তোলার তাদের স্বাধীনতাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছি।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন একটা সরকারকে "সর্বকর্তৃত্বগ্রাসী সরকার" বলে অভিহিত করাও একটি অর্ধসত্য মাত্র। এটা হচ্ছে এমন এক সরকার যা আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াবাদীদের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব চালায় এবং তাদের কাউকেই তাদের প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেয় না। ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়াবাদীরা চেঁচাতে থাকে ঃ "সর্বকর্তৃত্বগ্রাসী সরকার।" হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়াবাদীদের দমন করার ব্যাপারে জনগণের সরকারের ক্ষমতা প্রসঙ্গে যতটুকু বলা হয়েছে তা খুবই যথার্থভাবে বলা হয়েছে। এই ক্ষমতা এখন কর্মসূচীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে ; তা আমাদের সংবিধানেও লিপিবদ্ধ হবে। খাওয়াপরার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মতো বিজয়ী জনগণ এই ক্ষমতাকে বাদ দিয়ে একটি মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। এটা চমৎকার একটি বস্তু, অব্যর্থ একটি রক্ষাকবচ, পবিত্র একটি উত্তরাধিকার, বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের আমূল ও পরিপূর্ণ অবসান ও দেশের মধ্যে শ্রেণীসমূহের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির আগে কোনো পরিস্থিতিতেই তাকে বরবাদ করে দেওয়া চলে না। প্রতিক্রিয়াবাদীরা যতো বেশি বেশি করে "সর্বকর্তৃত্বগ্রাসী সরকার" বলে নিন্দা করবে, ততোবেশি করেই তা একটি মহার্ঘ সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। আবার একিসনের মন্তব্যটি অর্ধমিথ্যাও বটে। ব্যাপক জনসাধারণের পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের সরকারটি কোনো একনায়কত্ববাদী বা স্বৈরতন্ত্রী নয়, তা গণতান্ত্রিক একটি সরকারই বটে। তা জনগণের একটি নিজস্ব সরকার। এই সরকারে কর্মরত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধাভরে জনগণের বক্তব্যকে মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। একই সঙ্গে তাদেরকে জনগণের শিক্ষাদাতাও হতে হবে, নিজে শিক্ষা গ্রহণ করে ও নিজেকে সমালোচনা করার পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণকে তাদের শিক্ষা দিতে হবে।

একিসন যাকে "দক্ষিণপন্থী সর্বকর্তৃত্বগ্রাসী সরকার" বলেছেন, ফ্যাসিস্ট জার্মানী, ইতালী ও জাপানের সরকারের পতনের পর থেকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সরকারই তো বিশ্বে এ ধরনের সরকারের শীর্ষস্থান দখল করে রয়েছে। জার্মান, ইতালী ও জাপানী প্রতিক্রিয়াবাদীদের যে সরকারগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ সুরক্ষিত করে চলেছে সেই সরকারসমূহসহ সমস্ত বুর্জোয়া সরকার এই ধরনের সরকার। যুগোশ্লাভিয়ার টিটো সরকার এই দঙ্গলেরই এখন সহযোগী হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকার এই ধরনেরই অন্তর্ভুক্ত যাতে বুর্জোয়াশ্রেণী এবং একমাত্র এই শ্রেণীটিই জনগণের বিরুদ্ধে একনায়কত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের সরকারের সকল দিক থেকে বিপরীত এই ধরনের সরকারই বুর্জোয়াশ্রেণীর হয়ে তথাকথিত গণতন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু জনগণের প্রতি এরা একান্ত একনায়কত্ববাদী। হিটলার, মুসোলিনী, তোজো, ফ্রাঙ্কো ও চিয়াং কাই-শেকের সরকারগুলি বুর্জোয়াশ্রেণীর হয়ে

গণতন্ত্রের ঘোমটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল বা কোনো সময়ই তারা আড়াল সৃষ্টি করার কোনো চেষ্টা করেনি কারণ ঐসব দেশে দেশে শ্রেণীসংগ্রাম একান্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং এই ঘোমটা ছুড়ে ফেলে দেওয়াকেই বা তাকে ব্যবহার না করাকেই তারা সুবিধাজনক মনে করেছে, কেননা ঐ ঘোমটাকে জনগণও তো কাজে লাগিয়ে ফেলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের এখনও গণতন্ত্রের ঘোমটার একটা আবরণ রয়েছে কিন্তু আমেরিকান প্রতিক্রিয়াবাদীরা তাকে কাটছাট করে করে ক্ষুদ্র একটি একান্ত বিবর্ণ বস্ত্রখণ্ডে পরিণত করেছে এবং ওয়াশিংটন, জেভারসন ও লিঙ্কন-এর [২] সময়কার গণতন্ত্র আর নেই। তার কারণ হচ্ছে, শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে উঠেছে তীব্রতর। যখন শ্রেণীসংগ্রাম আরো তীব্রতর হয়ে উঠবে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ঘোমটাটি অনিবার্যভাবেই নোংরা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

সকলেই দেখতে পাচ্ছেন, মুখ খুললেই একিসন অনেকগুলি ভুল বকে ফেলছেন। এটা অনিবার্য, কেননা তিনি একজন প্রতিক্রিয়াবাদী। শ্বেতপত্র ঠিক কতোখানি "অকপট বিবরনী" সে সম্পর্কে আমরা মনে করি তা একই সঙ্গে কপট এবং অকপট এই দুটোই। একিসনেরা সেখানেই অকপট যেখানে তারা দেখছেন অকপটতা তাদের পার্টি বা উপদলের পক্ষে হিতকর হবে। অন্যক্ষেত্রে তারা তা নন। অকপটতার অভিনয় আসলে তাদের যুদ্ধারম্ভেরই সূচনা।

টীকা

১। ১৯৪৯ সালের ১২ই আগস্ট প্রকাশিত নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় বিভাগের একটি সংবাদভাষ্য।

২। জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-৯৯), জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) এবং আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-৬৫) ছিলেন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকের সুপরিচিত বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়কবৃন্দ। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালে (১৭৭৫-৮৩) ওয়াশিংটন ছিলেন উপনিবেশসমূহের সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। জেফারসন ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা এবং তিনি রাষ্ট্রপতিও হয়েছিলেন। লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের দাসত্বের অবসানের পক্ষপাতী ছিলেন, তার রাষ্ট্রপতিত্বকালে দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (১৮৬১-৬৫) তিনি নেতৃত্বে প্রদান করেছিলেন এবং ১৮৬২ সালে তিনি "মুক্তির সনদটি" ঘোষণা করেছিলেন।

"মিত্রতা", না আগ্রাসন?

৩০শে আগস্ট, ১৯৪৯

আগ্রাসনের যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করতে ডীন একিসন "বন্ধুত্বের" ধুয়ো ধরেছেন আর হরেক রকমের "নীতির" কথা পেড়েছেন।

একিসন বলেছেন ঃ

> চীন সম্পর্কে আমাদের জনগণ ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের আগ্রহ আমাদের ইতিহাসের সেই সুদূর অতীতকাল থেকেই রয়েছে। দূরত্ব ও অতীতের ব্যাপক যে বিভিন্নতা চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রয়েছে তা সত্ত্বেও ঐ দেশের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ধর্মীয়, মানবহিতৈষী ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে সব সময়ই দুইটি জনগণের ঐক্যকে গভীরতর করে তুলেছিল এবং বহু বছর ধরে নানাবিধ শুভেচ্ছাপ্রসূত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তা পরীক্ষিত হয়েছে, বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অর্থ চীনের ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অঞ্চলগত অধিকারের বিভিন্নতার অবসান ঘটানো এবং যুদ্ধকালে ও যুদ্ধ সমাপ্তিকাল থেকে চীনকে প্রদত্ত আমাদের ব্যাপক সহায়তাদান প্রভৃতি তার মধ্যে রয়েছে। তথ্যপঞ্জী থেকে দেখা যাবে চীনের প্রতি আমাদের বৈদেশিক নীতির সেইসব মৌলিক নীতি যুক্তরাষ্ট্র অবিচলিতভাবে অব্যাহত রেখেছিল এবং এখনও রেখেছে যার মধ্যে "খোলা দুয়ারের নীতি", চীনের শাসনতান্ত্রিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং চীনে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরোধিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একিসন যখন আগ্রাসনকে "বন্ধুত্ব" বলে বর্ণনা করছেন তখন তিনি নির্জলা মিথ্যা কথাই বলছেন।

চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আক্রমণ অভিযান পরিচাল্নার, ১৮৪০ সালে আফিম যুদ্ধে তা যখন ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিলো সেই সময় থেকে শুরু করে চীনের জনগণ আজ যখন চীন থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করে দিল সেই সময়ের ইতিহাস নিয়ে একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক চীনের তরুণদের শিক্ষার জন্য লিখিত হওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সেই প্রথম রাষ্ট্রগুলির অন্যতম যারা চীনকে অঞ্চলগত অধিকার [১] বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছিল—১৮৪৪ সালের ওয়াংহিয়া

চুক্তি[২] চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত সর্বপ্রথম চুক্তিটি স্বাক্ষরিত করিয়েছিল এবং শ্বেতপত্রে সেই চুক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ চুক্তিতেই যুক্তরাষ্ট্র চীনকে পাঁচটি বন্দর বাণিজ্যের জন্য খুলে দিতে বাধ্য করার মতো শর্ত আরোপ ছাড়াও চীনে আমেরিকান পাদ্রীদের মিশনারী কার্যকলাপ মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের চেয়ে আধ্যাত্মিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে কার্যকলাপের ওপর অধিকতর জোর দিয়েছিল, তাকে ধর্মীয় ব্যাপার থেকে "মানবহিতৈষী" কার্যকলাপ পর্যন্ত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে চীনে যুক্তরাষ্ট্রের মিশনারী ও "মানবহিতৈষী" সংগঠনগুলির বিনিয়োগ করা অর্থের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৪,১৯,০০,০০০ আমেরিকান ডলার। এই মিশনারী সংগঠনগুলির অর্থের শতকরা ১৪.৭ ভাগ নিয়োজিত রয়েছে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে, শতকরা ৩৮.২ ভাগ নিয়োজিত রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং শতকরা ৪৭.১ ভাগ নিয়োজিত রয়েছে ধর্মীয় কার্যকলাপের ক্ষেত্রে।[৩] চীনের বহু সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয়, পিকিং ইউনিয়ন মেডিকেল কলেজ, হুয়েই উয়েন বিদ্যালয়সমূহ, সেন্ট জনস্ বিশ্ববিদ্যালয়, নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়, সূচাও বিশ্ববিদ্যালয়, হ্যাঙ্চাও খ্রীষ্টিয়ান কলেজ, সিয়াংইয়া মেডিকেল স্কুল, ওয়েস্ট চায়না ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং লিঙ্নান বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকানরাই স্থাপন করেছিল।[৪] এই সবের জন্যই লিটন স্টুয়ার্ট নিজে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছিলেন ; এই সুবাদেই তিনি চীনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতও নিযুক্ত হয়েছিলেন। একিসন এবং তার সঙ্গীসাথীরা জানেন তারা কী নিয়ে কথা বলছেন এবং তার বিবৃতিতে তিনি যখন বলেন "ঐ দেশের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ধর্মীয়, মানবহিতৈষী ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে সব সময়ই দুইটি জনগণের ঐক্যকে গভীরতর করে তুলেছিল" তখন আর একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই সমূহ "গভীরতর বন্ধুত্বের" জন্যই যুক্তরাষ্ট্র এমন কঠোর শ্রমস্বীকার করে এসেছে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে ১৮৪৪ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১০৫ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে আসছে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনকে পরাজিত করার জন্য অষ্টশক্তি সম্মিলিত অভিযানে অংশগ্রহণ, "বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ" আদায় করা এবং পরে আধ্যাত্মিক আগ্রাসনের উদ্দেশ্যে চীনের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ঐ অর্থের ব্যবহার করাকেও—"বন্ধুত্বের" অভিব্যক্তি হিসাবে জাহির করা হয়েছে।

অঞ্চলগত বিশেষ অধিকারের "অবসান ঘটানো সত্ত্বেও শেন চুঙ-এর ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে

তার ফিরে যাওয়ার পরই যুক্তরাষ্ট্রের নৌ দপ্তর তাকে মুক্তিদান করেছে"[৫] —এটাকেও "বন্ধুত্বের" অন্যতম একটি অভিব্যক্তি বলে জাহির করা হয়েছে।

"যুদ্ধকালে ও যুদ্ধ সমাপ্তিকাল থেকে চীনকে প্রদত্ত সাহায্যের" মোট পরিমাণ শ্বেতপত্র অনুযায়ী হচ্ছে ৪৫০ কোটি ডলার, কিন্তু আমাদের হিসাব অনুযায়ী তা হচ্ছে ৫৯১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার এবং তা চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে কয়েক কোটি চীনাকে জবাই করার জন্য—এবং এটাকেও "বন্ধুত্বের" আরো একটি অভিব্যক্তি হিসাবে জাহির করা হচ্ছে।

১০৯ বছর ধরে (১৮৪০ সালে আফিমের যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার দিন থেকে) আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ চীনের প্রতি "বন্ধুত্বের" যে বহর দেখিয়েছে এবং বিশেষ করে গত কয় বছরে কোটি কোটি চীনাকে জবাই করার জন্য চিয়াং কাই-শেককে সাহায্যদান করে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যে মহান "বন্ধুত্বের" পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এই সবকিছুরই একটি মাত্র উদ্দেশ্য রয়েছে অর্থাৎ তা "চীনের প্রতি আমাদের বৈদেশিক নীতির সেইসব মৌলিক নীতি যুক্তরাষ্ট্র অবিচলিতভাবে অব্যাহত রেখেছিল এবং এখনও রেখেছে যার মধ্যে 'খোলা দুয়ারের নীতি' চীনের শাসনতান্ত্রিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং চীনে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরোধিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

কোটি কোটি চীনাকে হত্যা করার পেছনে প্রথমতঃ খোলা দুয়ারের নীতি অব্যাহত রাখা, দ্বিতীয়তঃ চীনের শাসনতান্ত্রিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তৃতীয়তঃ, চীনে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আধিপত্যের বিরোধিতা করা ছাড়া নাকি আর কোন অভিসন্ধিই ছিল না।

আজ, একিসন ও তার মতো লোকজনদের জন্য যে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে তা হচ্ছে ক্যান্টন ও তাইওয়ানের ছোটো কয়েক ফালি জমি এবং ঐ স্থানগুলিতেই এইসব পবিত্র নীতিগুলি "এখনও অব্যাহত রয়েছে"। অন্যান্য স্থানে, যেমন সাংহাইয়ে মুক্তির পরও দুয়ার খোলা ছিলো এবং জনৈক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজগুলি এবং তাদের বিরাট বিরাট কামানগুলিকে ব্যবহার করছেন পবিত্র নীতির বহুদূর স্থানের 'অবরুদ্ধ দ্বারের নীতি'কে গায়ের জোরে কার্যকর করার জন্য।

আজ একমাত্র ক্যান্টন ও তাইওয়ানের মতো ছোটো কয়েক ফালি জমিতেই একিসনের পরম অনুগ্রহে শাসনতান্ত্রিক ও ভৌগোলিক "অখণ্ডতার" দ্বিতীয় পবিত্র নীতিটি এখনও "অব্যাহত রয়েছে"। অন্য সব স্থানের কপাল মন্দ এবং সেখানকার শাসনতান্ত্রিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা খণ্ডছিন্ন হয়ে গেছে।

আজ একমাত্র ক্যান্টন ও তাইওয়ানের মতো স্থানেই একিসনের তৃতীয় পবিত্র

নীতির দৌলতে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যসহ "সকল বিদেশী আধিপত্যকে" একিসন ও তার সঙ্গীসাথীদের "বিরোধিতার" মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে নাকি শেষ করে দেওয়া হয়েছে; সুতরাং ঐ স্থানগুলিই চীনাদের আধিপত্যের অধীনে এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু চীনের বাকী ভুখণ্ডের কথা স্মরণ করলেই কাঁদতে ইচ্ছে হয়—সেখানে সব শেষ হয়ে গেছে, 'বিদেশীরা' সেখানে আধিপত্য করে বেড়াচ্ছে এবং সেখানে প্রতিটি চীনাকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে। তার লেখা সুসমাচার সম্পর্কে এইখানে এসেই থামা যাক। মহামহিম ডীন একিসন উল্লেখ করার সময় পাননি ঐ 'বিদেশীরা' কোন দেশ থেকে এসেছে, কিন্তু যে কেউ একজন পড়লেই বুঝতে পারবেন, তাই জিজ্ঞেস করার কোনো দরকারই এখানে নেই।

চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাও কি একটি নীতি বলে বিবেচিত হতে পারে, একিসন সে ব্যাপারে কিছুই বলেননি; খুব সম্ভব এটা বিবেচিত হওয়ার যোগ্যই নয়। এই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের যুক্তিধারা। একিসনের ব্যাখ্যানপত্র যে কেউ শেষ পর্যন্ত পড়লেই এই উচ্চতর যুক্তিধারার সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা

১। "অঞ্চলগত বিশেষ অধিকার" বলতে দূতস্থানের অধীন অঞ্চলকে বোঝানো হচ্ছে। চীনের কাছ থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা আক্রমণের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ অধিকারগুলি কেড়ে নিয়েছিল এটি তার একটি। এই তথাকথিত দূতস্থান-অঞ্চলে চীনে বসবাসকারী সাম্রাজ্যবাদী দেশের নাগরিকেরা চীনের আইনের আওতায় আসতেন না; যখন ওরা কোনো অপরাধ করতেন ' দেওয়ানী মামলার বিবাদী হতেন তখন শুধুমাত্র চীনে অবস্থিত তাদের নিজ দেশের দূতস্থানের আদালতেই তাদের বিচার হতে পারতো এবং চীনের সরকার তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারতো না।

২। "ওয়াংহিয়া চুক্তি" হচ্ছে চীনের বিরুদ্ধে আমেরিকান আগ্রাসনের পরিণতি হিসাবে স্বাক্ষরিত প্রথম অসম চুক্তি। আফিম যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ করে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র চিং রাজবংশকে এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে; ১৮৪৪ সালের জুলাই মাসে ম্যাকাওয়ের নিকটবর্তী ওয়াংহিয়া গ্রামে সম্পাদিত এই চুক্তি "বাণিজ্যের জন্য পাঁচটি বন্দর খুলে দেওয়া সম্পর্কে চীন-আমেরিকান চুক্তি" নামেও পরিচিত। চুক্তির ৩৪টি ধারায় ব্যবস্থা করা হয় নানকিং-এর চুক্তি এবং তার সহায়ক ধারা অনুযায়ী ব্রিটেন দূতস্থান-অঞ্চল সম্পর্কিত বিশেষ অধিকার ও সুবিধাদিসহ যা কিছু লাভ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা বলবৎ হবে।

৩। সি. এফ. রেমার লিখিত **চীনে বৈদেশিক বিনিয়োগ** নামক গ্রন্থের ১৫নং অধ্যায় দেখুন।

৪। ইয়েনচিং বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পিকিংয়ে, হুয়েই উয়েন বিদ্যালয়সমূহ ছিল পিকিং এবং নানকিংয়ে, সেন্ট জন্স্ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সাংহাইয়ে; সিয়াংইয়া মেডিকেল স্কুল (চীনের **ইয়েল** বলে পরিচিত) ছিল চাংসাতে অবস্থিত; ওয়েস্ট চায়না ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল চেংতুতে; এবং লিঙ্নান বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ক্যান্টনে অবস্থিত।

৫। যুক্তরাষ্ট্রে নৌ সৈন্যদের একজন কর্পোরেল উইলিয়াম পীয়ারসন ও অন্যান্যরা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শেন চুং-কে ১৯৪৬ সালে ২৪শে ডিসেম্বর পিকিংয়ে ধর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর এই অনাচারের বিরুদ্ধে সারা দেশের জনগণের মধ্যে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে জনগণের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে কুওমিনতাঙ সরকার প্রধান আসামী পীয়ারসকে তাদের অভিরুচি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমেরিকানদের হাতে তুলে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বিভাগ আগস্ট মাসে "নির্দোষ" বলে ঘোষণা করে এই অপরাধীটিকে মুক্তিদান করে।

ইতিহাসের ভাববাদী ধারণার দেউলিয়াপনা

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্র একিসন অবশ্যই চীনাদের ধন্যবাদ পাবেন শুধু এই জন্যই নয় যে তিনি খোলাখুলিভাবে এই তথ্য স্বীকার করে নিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র অর্থ ও কামান বন্দুক সরবরাহ করেছে এবং চিয়াং কাই-শেক লোকলস্কর জুগিয়েছেন যারা আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে লড়াই করেছে ও চীনের জনগণকে জবাই করেছে এবং এভাবে তিনি চীনা প্রগতিশীলদের হাতে এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে দিয়েছেন যার সাহায্যে পিছিয়ে-পড়া ব্যক্তিদের নিঃসন্দিগ্ধ করে তোলা সম্ভবপর হয়েছে। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না, একিসন নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, গত কয়বছর যে বিরাট, রক্তাক্ত যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ চীনাকে প্রাণবলি দিতে হয়েছে তা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদেরই পরিকল্পিত ও তাদেরই সংগঠিত? চীনাদের একিসনকে আবার ধন্যবাদ জানাতে হয় শুধু এই জন্য নয় যে তিনি খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র চীনের "গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের" দলভুক্ত করতে চায়, চীনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি পঞ্চম বাহিনী গড়ে তুলতে চায় এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের সরকারকে উৎখাত করে দিতে চায়, এবং এভাবে তিনি চীনাদের সজাগ করেই দিয়েছেন, বিশেষ করে যেসব চীনারা এখনও উদারনীতিবাদে অভিসঞ্চিত হয়ে আছেন তারাও একে অন্যকে আমেরিকানদের দ্বারা প্রতারিত না হওয়ার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং তারা সকলেই এখন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের গোপন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছেন। আধুনিক চীনা ইতিহাসের ব্যাপারে আষাঢ়ে গল্প সাজানোর জন্যও একিসনকে চীনারা ধন্যবাদ জানাবেন, কারণ তার ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা অর্থাৎ ইতিহাসের বুর্জোয়া ভাববাদী ধারণা তো চীনের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের নিজস্ব ধারণা। সুতরাং একিসনকে খণ্ডন করে দিলে তা বহু চীনা লোকজনের চিন্তার পরিমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করে দিতেও সহায়ক হতে পারে। যাদের ধারণা এই একই ধরনের বা কিছু কিছু দিক থেকে যাদের ধারণা একিসনের ধারণারই অনুরূপ তাদের ক্ষেত্রে তা হবে আরো অনেক বেশি সহায়ক।

একিসন আধুনিক চীনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে কী বিকৃতিসাধন করেছেন? সবার

আগে, চীনের অর্থনৈতিক ও ভাবাদর্শগত পরিস্থিতির নিরিখেই তিনি চীনের বিপ্লবের সংগঠনকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি অনেক কল্পকাহিনীর আমদানী করেছেন।

একিসন বলছেন ঃ

> অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেলো আর এভাবে জমির ওপর অসহ্য রকমের চাপ সৃষ্টি হলো। প্রতিটি চীনা সরকারের প্রথম সমস্যা ছিল এই জনসমষ্টির খাদ্যের সংস্থান করা। এ যাবৎ কোনো সরকারের পক্ষেই তা করা সম্ভব হয়নি। কুওমিনতাঙ নানাবিধ ভূমিসংস্কার আইন লিপিবদ্ধ করে তার সমাধান করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই আইনগুলির কয়েকটি ব্যর্থ হয়ে গেছে আর অন্যগুলিকে কোনো আমলই দেওয়া হয়নি। জাতীয় সরকার আজ যে সংকটের মুখোমুখি তা বহুল পরিমাণে চীনে, যথেষ্ট খাদ্যের সংস্থান করতে না পারার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। চীনের কমিউনিস্টদের প্রচারের বিরাট এক অংশই হচ্ছে এই যে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা ভূমিসমস্যার সমাধান করে দেবেই।

যে সমস্ত চীনারা পরিষ্কারভাবে বিচার করতে অক্ষম তাদের কাছে উপরের কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হবে। অনেকগুলি মুখ অথচ খাদ্যবস্তু একান্ত অল্প—ফলে বিপ্লব হয়ে গেল। কুওমিনতাঙ সমস্যাটির সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে এবং কমিউনিস্ট পার্টিও যে তা সমাধানে সমর্থ হবে তা মনে হয় না। "এ যাবৎ কারো পক্ষে তার সমাধান করা সম্ভব হয়নি।"

বিপ্লব কি তাহলে জনসংখ্যাধিক্য থেকেই দেখা দেয়? প্রাচীন আধুনিককালের চীনে ও বিদেশে বহু বিপ্লবই ঘটেছে; সেই সবগুলি কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি থেকেই দেখা দিয়েছে? বিগত কয়েক হাজার হাজার বছরে চীনে সংগটিত বিপ্লবগুলিও কি জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্যই ঘটেছিল? ১৭৪ বছর আগে[১] ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার বিপ্লব কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই ঘটেছিল? একিসনের ইতিহাস জ্ঞান তো শূন্যের কোঠায়। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটিও পড়েননি। ওয়াশিংটন, জেফারসন ও অন্যান্যরা আমেরিকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নয়, আমেরিকানদের ওপর ব্রিটিশদের নিপীড়ন ও শোষণের জন্যই ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছিলেন। যখনই চীনের জনগণ একটি সামন্তবাদী রাজবংশের উৎখাত করে দিয়েছেন, তা তারা ঐ সামন্ত রাজবংশের নিপীড়ন ও শোষণের জন্যই করেছেন, জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তা করা হয়নি। জার ও রুশ বুর্জোয়াশ্রেণীর নিপীড়ন ও শোষণের জন্যই রাশিয়ানরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও অক্টোবর বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন, জনসংখ্যা বেড়ে

গিয়েছিল বলে তারা তা করেননি কারণ আজ পর্যন্ত জনসংখ্যার তুলনায় ঐ দেশে জমির বিপুল প্রাচুর্যই রয়েছে। যে মঙ্গোলিয়াতে বিশাল ভূভাগ রয়েছে আর তা খুবই জনবিরল, সেখানে একিসনের যুক্তিধারা অনুসারে তো বিপ্লবের কথা ভাবাই চলে না অথচ কিছুকাল আগে সেদেশে বিপ্লব ঘটেছে।[২]

একিসনের মতে চীনের নিষ্কৃতির কোনো পথই নেই। সাড়ে সাতচল্লিশ কোটি জনসংখ্যা এক "অসহ্য চাপ" সৃষ্টি করেছে এবং বিপ্লব হোক আর না হোক, ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। এর ওপর একিসন বিরাট ভরসা করে বসে আছেন; যদিও তিনি এই প্রত্যাশার কথা খুলে বলেননি, বহুসংখ্যক আমেরিকান সাংবাদিক চীনের কমিউনিস্টপার্টি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, চীনে বিশৃঙ্খলা চিরস্থায়ী হয়ে রইবে এবং অব্যাহতি লাভের একমাত্র পথ হবে আমেরিকান খাদ্যের উপর নির্ভর করা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশে পরিণত হওয়া—এই অভিমতের মধ্য দিয়ে সেই কথাটিই বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে আসছেন।

১৯১১ সালের বিপ্লব সফল হয়নি কেন এবং কেনই বা তা জনসমষ্টিকে খাদ্য যোগাতে ব্যর্থ হলো? এটা হয়েছিল কারণ ঐ বিপ্লব শুধু চিং রাজবংশকেই উচ্ছেদ করেছিল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের শোষণ ও নিপীড়নকে তা উচ্ছেদ করে দেয়নি।

১৯২৬-২৭ সালের উত্তরমুখী অভিযান সফল হয়নি কেন এবং কেনই বা তা জনসমষ্টিকে খাদ্য যোগানোর সমস্যাটির সমাধান করতে ব্যর্থ হলো? ব্যর্থ হয়েছিল চিয়াং কাই-শেক বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং চীনের ওপর প্রতিবিপ্লবের নিপীড়ন ও শোষণের প্রধান পাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলে।

এটা কি সত্য যে "এযাবৎ কেউই সফল হননি"? উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের, উত্তরাঞ্চলের, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ও পূর্বাঞ্চলের চীনের পুরানো মুক্ত এলাকায় যেখানে ভূমি সমস্যার সমাধান এর মাঝেই করা হয়ে গেছে সেখানে কি একিসনের বক্তব্য অনুসারে "জনসমষ্টিকে খাদ্য যোগানোর" সমস্যা এখনও রয়ে গেছে?

যুক্তরাষ্ট্র তো চীনে বেশ কিছু সংখ্যক গুপ্তচর বা পর্যবেক্ষক নামধারী লোকজনদের মোতায়েন রেখেছে। তারা কেন এই তথ্যটিও পাচার করতে পারলো না? সাংহাইয়ের মতো স্থানে বেকারদের সমস্যা বা জনগণকে খাদ্য যোগানোর যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার একমাত্র কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনতাঙ সরকারের নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন নিপীড়ন ও শোষণ। জনগণের সরকারের অধীনে মাত্র কটি বছরের মধ্যেই বেকারত্বের সমস্যা

বা জনগণকে খাদ্য যোগানোর সমস্যা উত্তরাঞ্চল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ও দেশের অন্যান্য অংশের মতোই পুরোপুরি সমাধান হয়ে যাবে।

চীনের বিরাট জনসংখ্যা তো খুবই ভালো জিনিস। চীনের জনসংখ্যা যদি বহুগুণ বেড়ে যায়, তা হলেও তা সমস্যাটির পুরোপুরি সমাধান করে নিতে পারবে ; এই সমাধান হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি। ম্যালথাস[৩]-এর মতো পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের অসার এই যুক্তি যে খাদ্যের বৃদ্ধির পরিমাণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না তাকে মার্কসবাদীরা তত্ত্বগতভাবে অনেক আগেই যে পুরোপুরি খণ্ডন করে দিয়েছেন তা নয়, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের পুরানো মুক্তঅঞ্চলের বাস্তবতা তাকে সম্পূর্ণভাবে অসার প্রতিপন্ন করে দিয়েছে। বিপ্লব ও উৎপাদন বৃদ্ধিকে যুক্ত করে জনসমষ্টিকে খাদ্য যোগানোর সমস্যার সমাধান করা যাবে এই সত্যের ওপর ভিত্তি করে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সংগঠন ও গণমুক্তিফৌজকে সারা দেশব্যাপী এই নির্দেশ দিয়েছে যে যদি তারা প্রমাণিত প্রতিক্রিয়াবাদী ও কুখ্যাত বদমায়েস না হয় এবং যদি তারা নিজেদের হিতকর কাজের যোগ্য করে তুলতে পারে তবে প্রাক্তন কুওমিনতাঙ লোকজনদের বরখাস্ত করে তাদেরকে কাজে বহাল রাখতে হবে। যেখানে অভাব-অভিযোগ বেশি থাকবে সেখানে সবাই মিলে খাদ্য ও বাসস্থান ভাগ করে নেবে। যাদের কর্মচ্যুত করা হয়েছে এবং যাদের ভরণপোষণের কোন উপায় নেই তাদের কাজে পুনর্বহাল করা হবে ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। একই নীতি অনুসারে যেসব কুওমিনতাঙ সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছেন, আমাদের পক্ষে চলে এসেছেন বা বন্দী হয়েছেন তাদেরকেও কাজে বহাল রাখা হবে। যদি তারা অনুশোচনা করে তবে মুখ্য অপরাধীরা ছাড়া সকল প্রতিক্রিয়াবাদীদেরকেই জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ দেওয়া হবে।

এই সংসারে সব কিছুর মধ্যে মানুষই হচ্ছেন সব চেয়ে মূল্যবান। যতোকাল মানুষ থাকবেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তাদেরকে নিয়ে হরেক রকম চমকপ্রদ ব্যাপারই ঘটিয়ে দেওয়া যাবে। একিসনের প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বের খণ্ডন আমরা করবোই। আমরা বিশ্বাস করি বিপ্লব সব কিছুকেই বদল করে দেবে এবং অচিরকালের মধ্যেই মহান সম্পদে সমৃদ্ধ বিপুল জনসমষ্টি অধ্যুষিত এক নয়াচীন দেখা দেবে যেখানে জীবন প্রাচুর্যে ও সংস্কৃতির অজস্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। নৈরাশ্যবাদী ধ্যানধারণার এখানে আদৌ কোনো অবকাশই নেই।

একিসন "পাশ্চাত্যের প্রভাবকে" চীন বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে হাজির করেছেন। একসিন বলছেন ঃ

তিনহাজার বছরের অধিককাল ধরে চীনারা মূলতঃ বহির্জগতের সকল প্রভাবের সংস্রবমুক্ত তাদের মহীয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করে তুলেছেন। এমন কি যখন সামরিক বিজয়াভিযানে পদানত হয়ে পড়েছেন তখনও সব সময়ই—শেষ পর্যন্ত তারা আক্রমণকারীদের অবদমিত ও আত্মলীন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে তারা নিজেদেরকে বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত বলে এবং মানব সভ্যতার উচ্চতম প্রকাশ হিসাবে মনে করে এসেছেন। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এযাবৎ অভেদ্য চীনের বিচ্ছিন্নতার দেওয়ালে পশ্চিমীরা ভাঙন ধরিয়ে দিল। এই বিদেশীরা এলেন প্রচণ্ডতা নিয়ে, সঙ্গে নিয়ে এলেন পশ্চিমের অতুলনীয় বিকশিত প্রযুক্তিবিদ্যাকে এবং এমন এক উচ্চস্তরের সাংস্কৃতিকে, চীনে পূর্বতন কোনো আক্রমণাভিযানের সময় যাকে সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভবই ছিল না। অংশতঃ এইসব গুণরাজির জন্য এবং অংশতঃ মাঞ্চু রাজত্বের অবক্ষয়ের জন্য পশ্চিমীয়রা চীনাদের দ্বারা আত্মীকৃত হওয়ার পরিবর্তে এমন সব নূতন নূতন ধ্যানধারণার প্রচলন করলেন যা আলোড়ন ও বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

যে সমস্ত চীনারা পরিষ্কারভাবে বিচার করতে অক্ষম তাদের কাছে একিসন যা বলেছেন তা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হবে—পশ্চিম থেকে আগত নূতন ধ্যানধারণা বিপ্লবকে জাগিয়ে তুলেছে।

কাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবটি পরিচালিত হয়েছিল? যেহেতু "মাঞ্চু রাজত্বের অবক্ষয়" ঘটেছিল এবং যেহেতু দুর্বল স্থানটিতেই আঘাত হানা হয়েছিল, মনে হতে পারে বিপ্লবটি পরিচালিত হয়েছিল চিং রাজবংশের বিরুদ্ধে। কিন্তু একিসন এখানে যা বলেছেন তা সঠিক নয়। ১৯১১সালের বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। চীনারা চিং শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন কারণ তা ছিল সাম্রাজ্যবাদেরই আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। আফিম নিয়ে ব্রিটেনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইঙ্গ-ফরাসী মিলিত বাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য চিং রাজত্বের বিরুদ্ধে তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের [৪] পরিচালিত যুদ্ধ, ফরাসী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং আটটি মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ—এই সবগুলি যুদ্ধই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল; তারই জন্য ১৯১১ সালের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য রাজবংশের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল। এই হচ্ছে ১৯১১ সাল পর্যন্ত আধুনিককালের চীনের ইতিহাস। একিসন যাকে "পাশ্চাত্যের প্রভাব" বলে অভিহিত করেছেন, সেটা কী? মার্কস

ও এঙ্গেলস **কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো-তে** ১৮৪৮ সালে [৫] বলেছেন, এটা হচ্ছে পশ্চিমের বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব আদলে দুনিয়াকে ঢেলে সাজানোরই প্রয়াস। এই প্রভাব ও ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন হয়েছিল পশ্চিমের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত মুৎসুদ্দী ও অনুকরণকারী লোকজনদের, তাই তারা চীনের মতো দেশগুলিতে বিদ্যালয় খুলতে দিয়েছিল ও ছাত্রদের বিদেশে পাঠাতে দিয়েছিল এবং এভাবে চীনে "নূতন নূতন ধ্যানধারণার প্রচলন হয়েছিল।" একই সঙ্গে চীনের মতো দেশগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল আর এই সঙ্গে সঙ্গে কৃষক জনগণকে দেউলিয়াতে পরিণত করা হলো এবং বিশাল এক আধা শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টি হলো। এভাবে পাশ্চাত্য বুর্জোয়াশ্রেণী প্রাচ্য দেশে দুই ধরনের লোকজনের সৃষ্টি করলো, সৃষ্টি করলো সাম্রাজ্যবাদের অনুকরণকারী ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু একটা অংশের এবং এমন এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সৃষ্টি করলো যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ও যাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক জনগণ, শহুরে পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং এইসব শ্রেণী থেকে আগত বুদ্ধিজীবিশ্রেণী। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যেকার সকলেই হলেন সাম্রাজ্যবাদের কবর খননকারীবৃন্দ তাদের সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মধ্যে থেকেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে। পশ্চিম থেকে আগত তথাকথিত ধ্যানধারণাই "আলোড়ন ও বিক্ষোভ জাগিয়ে" তুলেছে তা ঠিক নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনই প্রতিরোধ জাগিয়ে তুলেছে। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধ থেকে ১৯১৯ সালে ৪ঠা মে আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চীনাদের এমন কোনো মতাদর্শগত হাতিয়ার ছিল না যা দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করতে পারেন। পুরানো দিনের গোঁড়া সামন্তবাদী ভাবাদর্শগত হাতিয়ারগুলি পরাস্ত হয়ে গেছে, তাদের মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে এবং সেগুলি দেউলিয়া বলে বিঘোষিত হয়েছে। গত্যন্তর না থাকায় চীনারা বাধ্য হয়ে সাম্রাজ্যবাদের আদি উদ্ভব ক্ষেত্র পশ্চিমের বুর্জোয়াশ্রেণীর বৈপ্লবিক অধ্যায়ের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে ক্রমঃবিবর্তনের তত্ত্ব, সহজাত অধিকারের এবং বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের তত্ত্বের মতো মতাদর্শগত হাতিয়ার ও রাজনৈতিক সূত্রগুলি একে একে ধার করে নিজেদের সুসজ্জিত করে তোলেন। চীনের রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছেন, বিপ্লব করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে এভাবে তারা বিদেশী শক্তিগুলিকে প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং একটি সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু এই সবগুলি মতাদর্শগত হাতিয়ারই, সামন্তবাদের মতাদর্শগত হাতিয়ারগুলির মতোই অত্যন্ত

হীনবল বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আসর থেকে সেগুলিকে বিদায় নিতে হয়েছে, প্রত্যাহৃত হতে হয়েছে এবং দেউলিয়া বলে বিঘোষিত হয়েছে।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব চীনাদের জাগিয়ে তুললো এবং তারা নূতন কিছুকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জানতে পারলেন। চীনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলো, তা ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা। সান ইয়াৎ-সেনও "রুশদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং রুশদেশের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিত্রতার" কথা বললেন। এক কথায়, ঐ সময় থেকে চীন তার পুরো চেহারাটাই পালটে ফেললো।

একটা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মুখপাত্র হিসাবে, স্বাভাবিকভাবেই একিসন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটি কথাও বলতে চান না। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে তিনি বর্ণনা করছেন এইভাবে ঃ "এই বিদেশীরা এলেন প্রচণ্ডতা নিয়ে..."। "প্রচণ্ডতা"— কী সুন্দর অভিধা! এই "প্রচণ্ডতার" পাঠ নিয়ে চীনারা ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণে লিপ্ত হলেন না, শুধু চীনের অভ্যন্তরে "আলোড়ন ও বিক্ষোভ" জাগিয়ে তুললেন অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ এবং তার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যদের বিরুদ্ধে বিপ্লবে লিপ্ত হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা কোনোবারই সফল হতে পারলেন না; "প্রতিবারই প্রচণ্ডতা"-র আবিষ্কর্তা সাম্রাজ্যবাদের হাতে তারা পরাজিত হলেন। চীনারা ঘুরে দাঁড়িয়ে নূতন কিছু শেখার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন এবং কী আশ্চর্যের বিষয়, তারা অচিরেই দেখতে পেলেন তাতে কাজ হচ্ছে।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি "রুশ বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রভাবে বিশের দশকের প্রথম দিকে সংগঠিত হলো"। এখানে একিসন ঠিক কথাই বলেছেন। এই মতাদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। একিসন যাকে বলেছেন "এমন এক উচ্চস্তরের সংস্কৃতি যাকে চীনে পূর্বতন কোনো আক্রমণাভিযানের সময় সঙ্গে নিয়ে আসা সম্ভবই ছিল না" পশ্চিমের বুর্জোয়াশ্রেণীর সেই মতাদর্শের চেয়ে যা ছিল অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই মতাদর্শের কার্যকারিতার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে এই যে চীনের পুরানো সামন্তবাদী সংস্কৃতির তুলনায় একিসন যাকে একটি "উচ্চস্তরের সংস্কৃতি" বলে গর্ব করতে পারেন সেই পশ্চিমী বুর্জোয়া সংস্কৃতি চীনা জনগণ কর্তৃক অধিগত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে, বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজ বিপ্লবের তত্ত্বটির সঙ্গে মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গেই পরাস্ত হয়ে গেলো। তার প্রথম সংগ্রামেই চীনা জনগণ কর্তৃক অধিগত এই বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী নূতন সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী অনুচর উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র সামন্ত প্রভুদের পরাস্ত করে দিল; দ্বিতীয় যুদ্ধে তা সাম্রাজ্যবাদের অন্য আরেকটি আজ্ঞাবাহী অনুচর চিয়াং কাই-শেকের দিক থেকে চীনের লালফৌজের দীর্ঘ ২৫,০০০ লী ব্যাপী লং

মার্চের অভিযাত্রায়[৬] বাধাদানের সকল প্রয়াসকে পরাস্ত করে দিল; তৃতীয় যুদ্ধে, তা জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও তার আজ্ঞাবাহী অনুচর ওয়াং চিং ওয়েইকে পরাস্ত করে দিল; আর চতুর্থ যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তা চীনে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের আজ্ঞাবাহী অনুচর চিয়াং কাই-শেক ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াবাদীদের শাসনকে চূড়ান্তভাবে শেষ করে দিল।

প্রচলনের সময় থেকে চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যে এমন বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তার কারণ হচ্ছে চীনের সমাজ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োজন ছিল চীনের জনগণের বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং চীনের জনগণ তাকে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলেন। যে কোনো মতবাদ, একেবারে সর্বোৎকৃষ্ট মতবাদ, এমন কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদও বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সংযুক্ত না হলে, বর্তমান বাস্তব চাহিদা পূরণ না করলে এবং জনগণ কর্তৃক তা আয়ত্ত করা না হলে তা অকেজোই থেকে যায়। আমরা হচ্ছি ঐতিহাসিক বস্তুবাদী, ঐতিহাসিক ভাববাদের আমরা বিরোধী।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে "সোভিয়েত মতাদর্শ ও প্রয়োগধারা ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর চিন্তা ও কর্মনীতিতে বিশেষ করে অর্থনীতি ও পার্টি সংগঠনের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।" "পশ্চিমের উচ্চস্তরে যে সংস্কৃতি" নিয়ে একিসন ও তার মতো লোকজনেরা এমন গর্বিত বোধ করেন তা ডাঃ সান-এর ওপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল? একিসন সে ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

যে সত্য জাতিকে রক্ষা করবে পশ্চিমী বুর্জোয়া সংস্কৃতির কাছ থেকে সেই সত্যের সন্ধানলাভের জন্য যে ডাঃ সান তাঁর জীবনের বিরাট অংশ কাটিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত তাঁকেই হতাশ হয়ে "রুশ দেশের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের" জন্য ফিরে তাকাতে হলো—এটা কি আকস্মিক ব্যাপার? স্পষ্টতঃই এটা আকস্মিক কোনো অঘটন নয়। এটা অবশ্যই কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে ডাঃ সানও দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণাক্লিষ্ট যে চীনা জনগণের তিনি প্রতিনিধি তারা সবাই কেন "পাশ্চাত্যের প্রভাবের" বিরুদ্ধে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসলেন যে তারা "রুশ দেশ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন" গড়ে তুলবেন এবং সাম্রাজ্যবাদের ও তাদের আজ্ঞাবাহী অনুচরদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ পণ করে তারা সংগ্রাম পরিচালনা করে যাবেন। একিসন একথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না যে সোভিয়েত জনগণ হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারী এবং সান ইয়াৎ-সেন সেই আক্রমণকারীদের নিকট থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। আচ্ছা, তাহলে সান ইয়াৎ-সেন যদি সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন এবং

সোভিয়েত জনগণ যদি আক্রমণকারী না হন, তবে ডাঃ সান-এর উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ তার পরবর্তী চীনারাই বা সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন না কেন? তাহলে সান ইয়াৎ-সেন-কে আলাদা করে রেখে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজবিপ্লবের তত্ত্ব আয়ত্ত করার জন্য, এইসব তত্ত্বকে চীন বিপ্লবের বাস্তব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যোগযুক্ত করার জন্য, চীনের মুক্তিযুদ্ধ ও মহান গণবিপ্লব শুরু করার জন্য এবং জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করার জন্য চীনাদের "সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যের অধীন", "কমিউনিস্ট ইণ্টার ন্যাশনেলের পঞ্চম বাহিনী" এবং "লাল সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস" বলে বর্ণিত করা হচ্ছে কেন? দুনিয়াতে অন্য কোথাও এর চেয়ে উন্নততর যুক্তিধারার সন্ধান মেলে কি?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করেছেন বলে চীনারা চেতনার দিক থেকে আর নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই এবং উদ্যোগ এখন তাঁদেরই হাতে। আধুনিক বিশ্ব-ইতিহাসের যে অধ্যায়ে চীনা জনগণ আর চীনা সংস্কৃতিকে হেয় জ্ঞান করা হতো সেই মুহূর্ত থেকে তার সমাপ্তি ঘটে গেছে। চীনা জনগণের মহান, বিজয়ী মুক্তিযুদ্ধের ও মহান গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনের জনগণের মহান সংস্কৃতির নবজীবনলাভ হয়েছে এবং তা নবজীবন লাভ করেই চলেছে। আদর্শগত দিক থেকে চীনা জনগণের এই সংস্কৃতি এর মাঝেই পুঁজিবাদী দুনিয়ার যে কোনো সংস্কৃতির চেয়ে অবস্থানে উপনীত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব একিসন ও তার মতো লোকজনদের কথাই ধরুন। আধুনিক চীন এবং আধুনিক দুনিয়া সম্পর্কে ওদের উপলব্ধি চীনা গণমুক্তিফৌজের একজন সাধারণ সৈনিকের উপলব্ধির চেয়ে অনেক নীচুতে।

এতক্ষণ ক্লান্তিকর একঘেঁয়ে একটি রচনা থেকে বক্তৃতারত বুর্জোয়া একজন অধ্যাপকের মতো একিসন চীনের ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণের ভান করে আসছেন। চীনে বিপ্লব ঘটেছে তার প্রথম কারণ হচ্ছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে পশ্চিমী ধ্যানধারণার প্রভাব। দেখতেই পাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন কার্যকারণ তত্ত্বের একজন পরম প্রবক্তা। কিন্তু যেখানে এসে তিনি উপনীত হচ্ছেন সেখানে এই নকল ক্লান্তিকর কার্যকারণ তত্ত্বের বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত উধাও হয়ে যাচ্ছে এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রাশিরাশি এমন ঘটনাপঞ্জীর, এই তত্ত্ব দিয়ে যার কোনো ব্যাখ্যাই চলে না। নেহাৎ আকস্মিকভাবে, চীনারা হঠাৎ নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ও অর্থের বখরা নিয়ে, একে অন্যে সন্দেহ ও ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে লড়াই শুরু করে দিলেন। যার কোনো সদুত্তর মেলে না এমন আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেলো, কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের তুলনামূলক নৈতিক

বলের পরিবর্তন ঘটে গেলো ; একটি দলের মনোবল হঠাৎ নেমে শূন্যের কোঠার নীচে চলে গেলো, আবার অন্যটির মনোবল চড়চড় করে উঠতে উঠতে তাপাঙ্কের উর্ধসীমায় পৌঁছে গেলো। এর কারণটা কী হতে পারে? কেউ তা জানে না। ডীন একিসনের মাধ্যমে অভিব্যক্ত যুক্তরাষ্ট্রের "উন্নত স্তরের সংস্কৃতি"র এই হচ্ছে অন্তর্গূঢ় যুক্তিধারা।

টীকা

১। ১৭৭৫-৮৩ সালের বুর্জোয়া বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে আমেরিকার জনগণ ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন।

২। ১৯২১-২৪ সালে তাদের মুক্তিযুদ্ধকালে মঙ্গোলীয় জনগণ মঙ্গোলীয় জনগণের বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বাধীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তাপুষ্ট শ্বেত রুশ রক্ষীদের দস্যুবাহিনী এবং চীনের উত্তরাঞ্চলের সামন্তপ্রভুদের সশস্ত্র দুটি বাহিনীকে মঙ্গোলিয়া থেকে বিতাড়িত করে দেয়, মঙ্গোলীয় সামন্তবাদীদের শাসনকে উচ্ছেদ করে এবং মঙ্গোলীয় গণসাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

৩। টি. আর ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৩) হচ্ছেন একজন এ্যাংলিকান পাদ্রী ও প্রতিক্রিয়াবাদী অর্থনীতিবিদ। তার **জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রবন্ধ**টিতে (১৭৯৮) তিনি লিখেছিলেন "জনসংখ্যা যদি অবাধে বৃদ্ধি পেতে থাকে...তবে তা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পারে [কিন্তু] জীবনধারণের সামগ্রীকে..সম্ভাব্য কোনোমতেই গাণিতিক হারের চেয়ে বেশি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করে যাবে না।" স্বকপোলকল্পিত এই ধারণার ওপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মানবসমাজের যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু দুঃখযন্ত্রনা তা প্রকৃতির অমোঘ বিধানের মতোই অপরিবর্তনীয়। তার মতে, শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্রের সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হল তাদের আয়ুষ্কালকে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া, মহামারি ও যুদ্ধবিগ্রহকে জনসংখ্যা হ্রাস করার উপায় বলে মনে করতেন।

৪। তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের জন্য যুদ্ধ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ চিং রাজবংশের সামন্তবাদী শাসন ও জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষক জনগণের যুদ্ধ। হুঙ সিউ চুয়ান, ইয়াং সিউ চিং ও এই বিপ্লবের অন্যান্য নেতারা ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়াংসি প্রদেশে একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করেন এবং তাইপিং স্বর্গীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ১৮৫২ সালে কৃষক সৈন্যবাহিনী কোয়াসিং থেকে উত্তরমুখী অভিযান শুরু করে এবং হুনান, হুপে, কিয়াংসি ও আনহুই প্রদেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং ১৮৮৫ সালে তা ইয়াংসি নদীর নিম্ন অববাহিকার প্রধান নগর নানকিং দখল করে। তারপর ঐ সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ উত্তরমুখী অভিযান অব্যাহত রাখে এবং উত্তর চীনের অন্যতম প্রধান নগর তিয়েনসিনের নিকটবর্তী অঞ্চলে উপনীত হয়। যে সব স্থান অধিকার করেছিল সেখানে তাইপিং সৈন্যবাহিনী সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল

বলে এবং নানকিংয়ে রাজধানী স্থাপন করার পর সৈন্যবাহিনীর নেতৃস্থানীয় মণ্ডলীটি নানাবিধ রাজনৈতিক ও সামরিক ভুল করেছিলেন বলে তা চিং-সরকারের এবং আক্রমণকারী ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সম্মিলিত প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয় এবং ১৮৬৪ সালে তা পরাজিত হয়ে যায়।

৫। **কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো**-র্ "বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী" শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টি দেখুন। বুর্জোয়াশ্রেণী "গ্রহণ না করলে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে এই ভয় দেখিয়ে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থাটি সকল জাতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। বুর্জোয়াশ্রেণী যাকে সভ্যতা বলে ঐ জাতিদের মধ্যে তার প্রচলন করতে অর্থাৎ তাদের নিজেদেরকে বুর্জোয়া হয়ে উঠতে তারা তাদের বাধ্য করে এক কথায়, তা তার নিজের আদলে একটা গোটা দুনিয়াই সৃষ্টি করে নেয়।"

৬। ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে চীনের শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজের (অর্থাৎ লালফৌজের প্রথম ফ্রন্ট সৈন্যবাহিনীর, যাকে কেন্দ্রীয় লালফৌজও বলা হতো তার) প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সৈন্যবাহিনীর গ্রুপগুলি পশ্চিমে ফুকিয়েনের চাঙটিং ও নিংহুয়া থেকে এবং দক্ষিণ কিয়াংসির জুইচিন, যুতু ও অন্যান্য স্থান থেকে রওনা হয় এবং বিরাট আকারের রণনীতিগত একটি অভিযাত্রা (লং মার্চ) শুরু করে। ফুকিয়েন, কিয়াংসি, কোয়ানটুং, হুনান, কোয়াংসি, কিউচাও, সেচুয়ান, ইয়ুনান, সিকাং, কানসু ও শেনসি—এই এগারোটি প্রদেশ অতিক্রম করে, নিয়ত বরফাচ্ছাদিত পর্বতসমূহ অতিক্রম করে এবং পথহীন দুর্গম তৃণভূমির মধ্য দিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখবিপদ সহ্য করে এবং শত্রু কর্তৃক বারে বারে অবরোধ করার, পেছনে পেছনে অনুসরণ করার, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ও বাধাদানের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে লালফৌজ ২৫,০০০ লী (১২,৫০০ কিলোমিটার) পথ এই অভিযাত্রা (লং মার্চ) কালে অতিক্রম করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে উত্তর শেনসির বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চলে বিজয়ীর মতো এসে উপনীত হয়।